বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান ঃ
বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা

যাঁহার স্নেহমধুর উপদেশ, উৎসাহবাণী ও আশীর্ব্বাদ

এই গ্রন্থরচনায় মূল ভিত্তিস্বরূপ

সেই পূজ্যপাদ স্বর্গত মহামহোপাধ্যায়

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের

(জন্ম ১১ মাঘ ১২৮২, কাশীপ্রাপ্তি ১৩ মাঘ ১৩৪৮)

পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া

ইহা সার্থক হউক।

বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান

প্রথম ভাগ

বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৮

মূল্য দশ টাকা
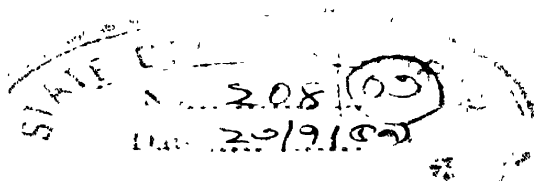
মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
৫.২—২।৪।১৯৫২

বিজ্ঞাপন

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষাদানের পর আমরা আমাদের খুল্লপিতামহ পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের (১২৪৭-১৩২২ সন) পদপ্রান্তে বসিয়া পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করি—ইহাই আমার গবেষণায় হাতে খড়ি। স্মার্ত্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক 'নবদ্বীপজয়,' বিক্রমপুরের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক কমল সার্ব্বভৌমের সহিত এক তুলাপুরুষদান উপলক্ষ্যে প্রপিতামহ রঘুদেব তর্কবাগীশ ও বৈদ্যনাথ তর্কভূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের কুসুমাঞ্জলির পঙ্‌ক্তিঘটিত বিচার, ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট 'পত্রিকা'-সংগ্রহার্থ পঠদ্দশায় রামমোহন সার্ব্বভৌমের আগমন প্রভৃতি বংশগৌরবাত্মক বহুতর ঘটনাবলী এবং শিরোমণির বাল্যপ্রতিভা, জগদীশের দুরন্তপনা, অভয়ানন্দের বিচার প্রভৃতি কাহিনী শুনিয়া তৎকালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তদবধি শত শত পণ্ডিতবংশের ইতিবৃত্ত, বহু সহস্র সংস্কৃত পুথি, শত সহস্র তায়দাদ প্রভৃতি দলিলপত্র ও শতাবধি কুলপঞ্জী নানা স্থানে পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর অবদানের উপকরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ ৪৫ বৎসর পরে এই বিপুল সংগ্রহের কিয়দংশ—সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অংশ—প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইল—বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা। ইহাতে নৈয়ায়িকদের কেবল ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের ক্রমপরিণতি বা বিশ্লেষণ ইহাতে নাই—তাহার ভাষান্তর করা দুঃসাধ্য, যদিও বিভিন্ন সময়ে আমরা মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, কৃষ্ণপ্রসন্ন সপ্ততীর্থ ও বনমালী তর্কতীর্থের নিকট পড়িয়া নব্যন্যায়ের ভাষা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

প্রবাদ ও প্রমাণের চিরন্তন দ্বন্দ্ব মিটাইয়া প্রকৃত সত্যোদ্ঘাটনই গবেষণা। বিশেষতঃ সারস্বত ইতিহাসের গবেষণার সূত্রপাতই প্রবাদ হইতে। আমরা পঠদ্দশায় 'নবদ্বীপমহিমা' (১ম সং) সংগ্রহ করিয়াছিলাম, অদ্যাপি তাহা আমাদের নিত্যসহচর। ইহাতে নদীয়ার পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি নদীয়া হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল এবং অদ্য বিংশ শতাব্দীর প্রগতিযুগেও নদীয়া ও অন্যান্য গ্রামাঞ্চল হইতে পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বহু নূতন জনশ্রুতি আমরা জানিতে পারিয়াছি। কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীর প্রাসাদে বসিয়া এ-জাতীয় গ্রাম্য প্রবাদ সংগ্রহ করা যায় না। কীথ (Keith) সাহেব ছাপার অক্ষরে লিখিয়াছেন, (Indian Logic and Atomism, p. 33) প্রবাদ অনুসারে গঙ্গেশের বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে !! কয়েকটি কৃত্রিম প্রবাদ আমরা গ্রন্থমধ্যে তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছি। কিন্তু চিরন্তন অকৃত্রিম প্রবাদও আজ নিষ্প্রমাণ প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। শিরোমণির একটি শাস্ত্রীয় উক্তি লৌকিক অর্থে প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক প্রবাদসংগ্রহকারীর মূলমন্ত্র হওয়া উচিত— "নির্যুক্তিকস্তু প্রবাদো ন শ্রদ্ধেয়ঃ" (সামান্যনিরুক্তিপ্রকরণ)।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য প্রধানতঃ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এবং পারিবারিক বিবরণমধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। নব্যন্যায়ের গ্রন্থের শতাংশও মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীমধ্যে তিন জন মাত্র মনীষী স্বয়ং পুথি ঘাঁটিয়া নব্যন্যায়ের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী (*JASB*, 1915. pp. 259-292), শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ (*S. B. Studies*, III-V) ও ৺ফণিভূষণ

তর্কবাগীশ (ন্যায়পরিচয় : ভূমিকা)—ইঁহাদের লেখা আমাদের নিত্যসহচর ও পথিপ্রদর্শক। নানা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত পুথিবিবরণীর একটিতেও গ্রন্থনিহিত তথ্যাবলি সম্যক্ গবেষিত ও উদ্ধৃত হয় নাই এবং প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর ভ্রম পরিলক্ষিত হয়। 'ন্যায়তত্ত্বালোকে'র Eggeling সাহেব-কৃত বিবরণেও (*I. O.* I, pp. 610-11) ভুল আছে, অন্যের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রমাণপঞ্জীস্বরূপ এই সকল মুদ্রিত পুথিবিবরণীর তালিকা দিয়া আমরা গ্রন্থকলেবর অনর্থক বর্দ্ধিত করি নাই। আমরা হস্তপ্রাপ্য কোন পুথিই সম্যগ্‌ভাবে স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া কাজে লাগাই নাই। যাঁহারা পুথি দেখার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সর্ব্বপ্রথম অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি—এই গ্রন্থরচনায় তাঁহারাই প্রধান উদ্যোক্তা। বঙ্গদেশের সমস্ত সাধারণ-পুথিশালায় বসিয়া আমরা শত শত গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়াছি—কুমিল্লা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজসাহী, নবদ্বীপ পাঠাগার, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ (কেবল বিশ্বভারতী বাদ পড়িয়াছে)। এতদ্ভিন্ন নানা স্থানে বহুতর বিশিষ্ট পণ্ডিতগৃহে বহু সহস্র পুথি পরীক্ষিত হইয়াছে—সকলের নামোল্লেখ করা অসম্ভব, আমরা নামোল্লেখ না করিয়াই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বাঙ্গলার বাহিরে কাশীর সরস্বতীভবনে ও পুণার ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানে বিস্তর ন্যায়ের পুথি আছে—কাশীতে দুই বার স্বয়ং যাইয়া ও পুণা হইতে আনাইয়া বহু পুথি দেখিয়াছি। তাঞ্জোরাদি অগম্য স্থানের নানা পুথির ব্যয়সাধ্য অনুলিপিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছে! এই সকল গ্রন্থনিহিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রমাণাবলীর আবিষ্কারফলে বহু বিস্মৃত বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতের নাম ও বহু বিস্ময়কর কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—সার্ব্বভৌম কিম্বা শিরোমণি অধ্যয়নার্থ মিথিলায় যান নাই, ভাষাপরিচ্ছেদ মোটেই বিশ্বনাথের রচনা নহে ইত্যাদি। অনেক পুথি অদ্যাপি আমরা দেখিতে পারি নাই—তাহা আমাদের পক্ষে অগম্য স্থানে রক্ষিত, ধারেও পাওয়া যায় না, অনুলিপি বা চিত্রাবলীও বহু-ব্যয়সাধ্য। দুইটি পুথির চিত্রাবলী এসিয়াটিক সোসাইটীতে আমাদের অনুরোধে সংগৃহীত হইয়াছে (যজ্ঞপতির প্রভা ও বিদ্যানিবাসের সচ্চরিত-মীমাংসা) এবং কয়েকটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধারে আনাইয়া দিয়াছিলেন—সহায়সম্বলহীন গ্রন্থকার এই উপকার আজীবন স্মরণ রাখিবে। পুথি ধার দেওয়ার ব্যবস্থা পুণা প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র অনুকরণীয়—যে কোন প্রকৃত গবেষক একসঙ্গে ৫ খানা পুথি স্বল্পব্যয়ে ধার আনিতে পারেন। এই সুযোগ না পাইলে আমাদের আবিষ্কৃত বহু তথ্য অজ্ঞাত থাকিত। পক্ষান্তরে নবদ্বীপ পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে, সভাপতি শ্রীযদুনাথ সরকারের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া একটি পুথিও ধার দিতে স্বীকৃত হন নাই—হইলে আমাদের অনেক শ্রম ও ব্যয়ের লাঘব হইত। পুথিশালায় অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশাধিকার পাইলে অনেক সুবিধা হয়—সকল স্থলে না হইলেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কর্ত্তৃপক্ষের কৃপায় আমরা তাহা পাইয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি! বাঙ্গালীর কীর্ত্তিরক্ষা যদি বাঙ্গলার পক্ষে কামনীয় হয়, তবে একটি প্রতিষ্ঠানে—সংস্কৃত কলেজে কিম্বা এসিয়াটিক সোসাইটীতে—অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সমস্ত নব্যন্যায়ের পুথি সংগৃহীত হওয়া উচিত এবং তাহা অভিনব প্রণালীতে সম্পাদিত চিত্রাবলী হওয়াই উচিত—ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ অনুলিপি নহে। আমরা পুথির পরিমাপাদি বিশদ বিবরণ প্রায় লিপিবদ্ধ করি নাই—যে দেশে সার্ব্বভৌমের মণিটীকার সন্ধান এক শতাব্দী মধ্যে মাত্র দুই জনে লইতে অগ্রসর হয়, সে দেশে এই রাজসিক বিবরণের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থকারদের বংশনির্ণয় ও পারিবারিক বিবরণ সংগ্রহ অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমরা বহু বৎসরব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে বিদ্যানিবাসের ও কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের বর্ত্তমান বংশধরকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, উভয় স্থলেই তাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। ভারতবিশ্রুত মহানৈয়ায়িক তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ, ইহা আমাদের মুখে অবগত হইয়াও তাঁহাদের কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে চিত্তে কোন কৌতূহল জাগে না। এ জাতীয় অনুসন্ধানের মূল সূত্র আমরা কুলপঞ্জীতে আবিষ্কার করি—ভ্রমপ্রমাদবহুল কৃত্রিম রচনাপূর্ণ সহজলভ্য ও সুপাঠ্য মুদ্রিত কুলপঞ্জীতে নহে, পরন্তু হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য কুলপঞ্জীতে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, সংস্কৃত গ্রন্থকারদের অনেকের পরিচয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের কুলপঞ্জীতে পাওয়া যাইতে পারে (*Notices of Sans. Mss* ; I, 1900, Introd. p. I)। তাঁহার এই মূল্যবান্ ইঙ্গিত আমাদিগকে সৎপথে চালিত করিয়া আজ সার্থক হইয়াছে—আমার এই গ্রন্থে তাহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাইবে। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে একজন গবেষকও আর এ পথে আকৃষ্ট হন নাই। কুলপঞ্জী ভিন্ন পারিবারিক ইতিহাসের অতীব মূল্যবান্ উপকরণ পাওয়া যায় তায়দাদ প্রভৃতি দলিলপত্রে—বিভিন্ন কালেক্টরিতে রক্ষিত লক্ষাধিক তায়দাদ আমরা এ যাবৎ কিছুটা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বসিয়া পরীক্ষা করিয়াছি এবং পল্লীগ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াও নানাবিধ প্রমাণপত্র দেখিয়াছি। তাহারও প্রচুর নিদর্শন এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। অনেক স্থলে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি বলাই বাহুল্য। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন—'আপনার এই অনুষ্ঠানের ফল কি? আপনার বই কে পড়িবে?' আমার প্রদত্ত উত্তর আজ উহ্য রহিল। তবে বলা আবশ্যক, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কোন কোন প্রবন্ধ পড়ার আগ্রহ বাঙ্গলার বাহিরে অবাঙ্গালীর নিকট জাগিয়াছিল এবং তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ক আমার ইংরাজী লেখা মুদ্রিত করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। একজন মান্দ্রাজী সুহৃৎ আমাকে নদীয়ার পণ্ডিতদের বিবরণ ইংরাজীতে লিখিয়া মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং আমার এই গ্রন্থের প্রথম গ্রাহক হইয়াছেন সুদূর মধ্যপ্রদেশের একজন সুধীবর, যিনি বাঙ্গলা ভাষা জানেন না! এই গ্রন্থে বহু শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের জন্মমৃত্যুর শকাঙ্ক বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি—পুথির মধ্যে ছিন্নভিন্ন পত্ররাশি ঘাঁটিলে এ জাতীয় জীবনবৃত্তের কঙ্কাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সহরের প্রতিষ্ঠানে আসিয়া এই সকল 'আবর্জ্জনা' ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুথিগুলি মনোহর বেশ পরিধানপূর্ব্বক অভিনব কক্ষে ঢুকিয়া নিদ্রিত থাকে—ইহাই সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক পুথিশালায় একজন আবর্জ্জনাবিশারদ নিযুক্ত থাকিয়া ইহাদের সৎকারের পূর্ব্বে নাড়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে কঙ্কালমালিনী প্রত্নবিদ্যার পূজোপহার আজ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত। আমরা ত্রিবেণীর একটি পুথির মধ্যে এইরূপ একটি ছিন্ন পত্রে প্রাচীনতম মণিটীকাকার যজ্ঞোপাধ্যায়ের নাম আবিষ্কার করিয়াছিলাম।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য শত শত লোকের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে—তন্মধ্যে দুই জনের নাম না করিলে পাপ হইবে। নবদ্বীপমহিমার দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক নবদ্বীপনিবাসী শ্রীজিতেন্দ্রিয় দত্ত ও শ্রীফণিভূষণ দত্ত ভ্রাতৃদ্বয়, যখনই নবদ্বীপে গিয়াছি, পরম সৌহৃদ্যের সহিত আমাকে টানিয়া লইয়াছেন এবং অম্লানবদনে আমাদের নানা কষ্টপ্রাপ্য গবেষণার সামগ্রী জুটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদিত

গ্রন্থ যেমন বাহিরে আমার চিরসহচর, তাঁহাদের অকৃত্রিম প্রণয়ও তেমনি আমার অন্তরে চিরসঙ্গী হইয়া আছে। তাঁহাদের ঋণশোধ করিবার উপায় নাই।

১৩৪৩ সনে কর্ম্মব্যপদেশে কলিকাতার সান্নিধ্যে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই একজন মনীষীর লেখা আমাকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট করিয়াছিল—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ রুচিকর বস্তুসম্ভার পরিবেশন করিয়া আজ বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু চিরনিন্দিত চতুষ্পাঠীর বিবরণ ও বহু পণ্ডিতের নামও তিনি যেরূপ শ্রদ্ধা সহকারে উদ্ধার করিয়াছেন, বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে তাহা অভিনব। ১৩৪৭ সনে আমার একটি প্রবন্ধ (হরিদাস তর্কাচার্য্য) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল—তদবধি ব্রজেন্দ্র বাবু ও পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহ আমাকে পরিষদে টানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে পুথিশালার ভার পাইয়া আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। আমার মত নিঃস্ব শিক্ষাব্রতীর গ্রন্থ যে আজ লোকলোচনের গোচর হইতে পারিল, তাহা পরমশ্রদ্ধেয় আচার্য্যপ্রবরের ঐকান্তিক শুভেচ্ছার ফলে এবং পরিষদের সহকর্ম্মীদের আনুকূল্যে। আমার ভাষা স্বভাবতই দুর্ব্বল—আমার বক্তব্য সকল স্থলে ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমার সহকর্ম্মী পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে আমার ভাষার ত্রুটি অনেক স্থলে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং নানা ভাবে আমার সহযোগিতা করিয়াছেন। গবেষণার বন্ধুর পথে পদে পদে স্খলন অবশ্যম্ভাবী। পরিশেষে আমার বিনীত প্রার্থনা, সহৃদয় পাঠকবর্গ ধৈর্য্যসহকারে গ্রন্থের প্রতিপাদ্যে ও যুক্তিতে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইলে, তাহা প্রদর্শন করিয়া এবং বিশেষতঃ শেষ অধ্যায়ের বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া আমার পরিশ্রমের প্রকৃত সাফল্য সম্পাদন করিবেন।

চুঁচুড়া
শ্রীরামনবমী, চৈত্র ১৩৫৮।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নির্ঘণ্ট

অবতরণিকা

নব্যন্যায়ে মিথিলার অবদান

১। উদয়নাচার্য্য

মিথিলানিবাসী পরমন্যায়াচার্য্য **উদয়নাচার্য্য** 'প্রাচীনন্যায়' ও 'নব্যন্যায়ে'র সন্ধিস্থলে বিদ্যমান থাকিয়া, উভয় ক্ষেত্রে প্রামাণিক গ্রন্থরচনাদ্বারা অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক দিকে তদ্রচিত 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' (অথবা সংক্ষেপে 'নিবন্ধ') নামক টীকা প্রাচীনন্যায়ের 'চতুর্গ্রন্থী'র[১] অন্তর্ভুক্ত হইয়া, সর্ব্বশেষ আকরগ্রন্থ রূপে পরিচিত হইয়াছিল এবং অপর দিকে তদ্রচিত 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি' ও 'আত্মতত্ত্ববিবেক' (বা বৌদ্ধাধিকার) প্রকরণ এবং 'কিরণাবলী' টীকা নব্যন্যায়ের প্রাচীনতম আকরগ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্রের যে অভিনব সম্প্রদায় গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থকে 'মূল' করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার বীজ বস্তুতঃ উদয়নাচার্য্যের কতিপয় গ্রন্থমধ্যেই প্রথম নিহিত হইয়াছিল। সুতরাং নব্যন্যায়ের ইতিহাসে উদয়নাচার্য্যই আদিপুরুষ। তাঁহার ও তদীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্ব্বারম্ভে প্রদত্ত হইল।

মৈথিল ব্রাহ্মণদের ধারাবাহিক অতি প্রামাণিক বিবরণ কর্ণাটবংশীয় মিথিলাধিপতি হরিসিংহদেবের রাজত্বকালে ১২৪৮ শকাব্দে প্রবর্ত্তিত 'পঞ্জীপ্রবন্ধে' প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। বহুপূর্ব্ববর্ত্তী উদয়নের নাম তন্মধ্যে অপ্রাপ্য। মিথিলায় দুইটি পরিবার উদয়নের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয় (S. N. Sinha: Hist. of Tirhut, 1922, p. 174 fn.), কিন্তু এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় কেহ অদ্যাপি প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এ-যাবৎ সকলেই ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছেন বলিয়া আমরা মনে করি। নিম্নলিখিত প্রমাণাবলীর আলোচনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে।

উদয়নের গ্রন্থরাজি ঃ—(১) 'লক্ষণাবলী' বৈশেষিকদর্শনের ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'ন্যায়মুক্তাবলী' টীকা সহ কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, উদয়ন ন্যায়দর্শনের উপরি পৃথক্ আর একটি

১। গৌতমসূত্রের দীর্ঘতম ও প্রবীণ টীকা 'ন্যায়তত্ত্বালোকে'র প্রারম্ভে মিথিলার অভিনব বাচস্পতি মিশ্র প্রাচীনন্যায়ের প্রধান গ্রন্থষট্‌কের নামোল্লেখ করিয়াছেন :—

যদপ্যাতিপটীয়সী জয়তি সা চতুর্গ্রন্থিকা
তথা যদপি ভাস্করো যদপি তত্ত্ববোধোধিকঃ। (তৃতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ)

তত্ত্বালোক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, লণ্ডনে রক্ষিত (I. O., I, pp. 610-11) বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া আমরা বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছি (*Ganganatha Jha Research Institute Journal*, IV, pp. 296-99)। শঙ্কর মিশ্র 'ত্রিসূত্রীনিবন্ধব্যাখ্যা'র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—(H. P. Sastri, Notices, III, p. 136)

"পিতুর্ব্যাখ্যাং কৃত্বা মনসি ভবনাথস্য কৃতিনশ্চতুর্গ্রন্থী-গ্রন্থানহমিহ বিমোক্তুং ব্যবসিতঃ।" ভাষ্য, বার্ত্তিক, তাৎপর্য্যটীকা ও উদয়নকৃত পরিশুদ্ধিই 'চতুর্গ্রন্থী' বটে।

(২) 'লক্ষণমালা' নামক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বরদরাজের তার্কিকরক্ষায় তাহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর সংস্করণ, পৃ. ১৭৯ ও ২২৫—উভয় স্থলে মল্লিনাথের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। (৩) 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' বর্দ্ধমানের 'প্রকাশ' সহ কিয়দংশ সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকার এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত না হওয়ায় উদয়নের অনেক মূল্যবান্ কথা অজ্ঞাত রহিয়াছে। (৪) ন্যায়সূত্রের দুরূহতম অংশ পঞ্চমাধ্যায়ের উপর উদয়ন 'ন্যায়পরিশিষ্ট' বা প্রবোধসিদ্ধি নামক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন—বর্দ্ধমানের 'পরিশিষ্টপ্রকাশ' সহ তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। (৫-৬) 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' ও 'আত্মতত্ত্ববিবেক' প্রকরণ ও (৭) প্রশস্তপাদভাষ্যের উপরি 'কিরণাবলী' টীকা নানা ব্যাখ্যা সহ মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থসমূহের পঠন-পাঠন এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিরণাবলী পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইলেও তাহার দুরূহাংশের পাঠ লাগাইতে পারেন, এরূপ অধ্যাপক একজনও বিদ্যমান নাই। উদয়নের দুরূহ গ্রন্থরাজি হইতে ইতিহাসোপযোগী কতিপয় তথ্য এখানে সঙ্কলিত হইল।

উদয়নের গুরু :—তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির তৃতীয় অধ্যায়ে উদয়ন 'শ্রীবৎস' নামক এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ন্যায়াচার্য্যের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা :—

"এবং পঞ্চভিঃ প্রকরণৈরাত্মা পরীক্ষিতঃ। শরীরমিদানীং পরীক্ষ্যতে। অত্র **শ্রীবৎসঃ**—নন্বাত্মপরীক্ষারূপৈকার্থতয়া মিথঃ সাকাংক্ষতায়াম্ একবাক্যতয়া চ কথং নামীভিরেকমাহ্নিকমিতি। উচ্যতে। শরীরাদিপ্রকরণানাম্ আরম্ভণীয়ানাং তৃতীয়াধ্যায়ানুপ্রবেশস্য প্রাগেব সমর্থিতত্বাৎ আহ্নিকান্তভূতানাঞ্চ তদ্ব্যাঘাতাৎ স্বরূপতশ্চোপসংগ্রাহকস্যোপাধেরভাবাৎ দ্বিতীয়াহ্নিকোপাধিনা চানুপসংগ্রহাৎ পারিশেষ্যাৎ প্রথমোপাধিনৈব ক্রোড়ীকরণম্। ন চাত্মপরীক্ষারূপ উপাধিস্তথা ভবিতুমর্হতীতি নাসাবাহ্নিকোপাধিঃ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত এব। তৎ কিমেষাং প্রকরণানামাত্মপরীক্ষা নার্থো ন বা বিবক্ষিতঃ। নন্বর্থোপি বিবক্ষিতোপি নাহ্নিকোপাধিরিতি ক্রমঃ। প্রধানতয়া হি যো যস্যার্থঃ স তত্রোপাধিরিহ বিবক্ষিতো ন তু প্রসঙ্গত উপোদ্ঘাততঃ প্রপঞ্চতো বা। ইহ চ প্রাধান্যাদাত্মপরীক্ষা প্রথমপ্রকরণার্থ এব। দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাদিত্যনেন হি (৩।১।১) ব্যবস্থিতবিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যোঽব্যবস্থিতবিষয়মাত্মানং সাধয়তা শরীরাদিভ্যোপি ব্যতিরেকঃ সাধিত এব। কেবলং শিষ্যবুদ্ধেৰ্বিষদীভাবায় উত্তরত্র প্রপঞ্চ্যতে। তস্মাদ্যথোক্তমেব ন্যায্যমিতি। এতেনান্যত্রাপি ইন্দ্রিয়দ্বৈতাদিপ্রকরণেষু সঙ্গতিরনুসন্ধেয়েতি॥" (অস্মন্নিকটে রক্ষিত 'পরিশুদ্ধি' পুথির ৭।২ পত্র, ৩।১।২৭ সূত্রোপরি—এই দুষ্প্রাপ্য পুথির বিবরণ *I. H. Q.* XXII, p. 152 দ্রষ্টব্য)। প্রকরণবিভাগ ও আহ্নিকবিভাগের এই সূক্ষ্ম সঙ্গতিবিচার উদয়ন সাদরে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীবৎসের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সূচিত করিয়াছেন। বাচস্পতির তাৎপর্য্যটীকায় (কাশীর সং, পৃ. ৩৬৩) এই জাতীয় বিচারের অবতারণা নাই। পরিশুদ্ধির দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অশুদ্ধিবহুল একটি শ্লোকে শ্রীবৎসের বৎসলতার স্তুতি হইতে সন্দেহ থাকে না যে, শ্রীবৎসই উদয়নাচার্য্যের ন্যায়গুরু ছিলেন। শ্লোকটি যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া লইলে হয় :—

সংশোধ্য দর্শিতরসা অনুকূলরূপং, টীকাকৃতঃ প্রথম এব গিরো গভীরাঃ।
তাৎপর্য্যতো যদধুনা পুনরুদ্যমো নঃ, শ্রীবৎস ! বৎসল ! তবৈব কৃপা তু কাপি॥

(Tanjore Cat. XI, p. 4184 দ্রষ্টব্য—*I. H. Q.* XXII, pp. 153-4 ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

উদয়ন ও বৌদ্ধাচার্য্যগণ : যে সূক্ষ্ম বিচারের প্রণালী নব্যন্যায়ের আশ্চর্য্যজনক প্রভাব-প্রতিপত্তির নিদান, উদয়নের গ্রন্থরাজিতে তাহার প্রাথমিক অভিব্যক্তি বহুতর বিপক্ষ দার্শনিক মতবাদের সুনিপুণ সমালোচনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশুদ্ধি গ্রন্থে এবং বিশেষ করিয়া আত্মতত্ত্ববিবেকে অনেক বৌদ্ধাচার্য্যের মত খণ্ডিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা দুই জনের নাম উল্লেখ করিতেছি—উদয়নের কালবিচারে তাহার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্য রত্নকীর্ত্তিরচিত 'ক্ষণভঙ্গ সিদ্ধি'গ্রন্থে 'যথাহুর্গুরবঃ' বলিয়া একটি কারিকা দুই বার উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ধর্ম্মস্য কস্যচিদবস্তুনি মানসিদ্ধা, বাধাবিধিব্যবহৃতিঃ কিমিহাস্তি নো বা।

কাপ্যস্তি চেৎ কথমিয়ন্তি ন দূষণাণি, নাস্ত্যেব চেৎ স্ববচনপ্রতিরোধসিদ্ধিঃ ॥

(*Buddhist Nyaya Tracts*, pp. 62, 76-7)

পরিশুদ্ধি গ্রন্থে (সোসাইটীর সং, পৃ. ৭১৩) অবিকল এই কারিকাই বৌদ্ধাচার্য্য 'জ্ঞানশ্রী'-রচিত বলিয়া উদ্ধৃত, খণ্ডিত এবং পরিশেষে স্বমতপরিপোষকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে :—

শব্দস্য কাচিদপি বস্তুনি মানসিদ্ধা, বাধাবিধিব্যবহৃতিঃ ক্বচিদস্তি নো বা।

অস্ত্যেব চেৎ ইত্যাদি।

সুতরাং প্রমাণ হয়, জ্ঞানশ্রীই রত্নকীর্ত্তির গুরু ছিলেন। এই জ্ঞানশ্রীর নাম আত্মতত্ত্ববিবেকেও এক বার উল্লিখিত হইয়াছে (সোসাইটী সং, পৃ. ২৯২)। শঙ্কর মিশ্রের টীকা হইতে প্রমাণ হয়, উদয়ন বহুতর স্থলে অতিকঠোর ভাষায় এবং বিদ্রূপের সহিত জ্ঞানশ্রীর মত খণ্ডন করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ২৮৯, ২৯২, ৩১৭, ৪২৩, ৪৩৬, ৪৫৩, ৪৬৪-৫, ৪৮৯-৯০, ৮৪১)। জ্ঞানশ্রী-রচিত মূল 'ক্ষণভঙ্গাধ্যায়' গ্রন্থের চিত্রাবলী মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন কর্ত্তৃক তিব্বত হইতে সংগৃহীত হইয়া অধুনা পাটনায় রক্ষিত আছে (*Journal of the Bihar Research Society*, XXXVI, pp.67-9)। আত্মতত্ত্ববিবেকের 'ক্ষণভঙ্গবাদ' প্রধানতঃ জ্ঞানশ্রীর এই গ্রন্থেরই সমালোচনা সন্দেহ নাই। শঙ্কর মিশ্রের টীকা হইতে জানা যায়, উদয়ন দুই স্থলে (পৃ. ৪৩৫ ও ৪৬২) 'রত্নকীর্ত্তি'র মতও খণ্ডন করিয়াছেন। শেষোক্ত স্থলটি রত্নকীর্ত্তির 'চিত্রাদ্বৈতপ্রকরণ' হইতে উদ্ধৃত হওয়ার সম্ভাবনা—এই গ্রন্থেরও চিত্রাবলী তিব্বত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে (Vadanyaya, App. p. XV)।

উদয়ন ও কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্য : দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিসৃষ্টি (অধুনা ভুরসুট্)-নিবাসী শ্রীধরাচার্য্য কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাসের আশ্রয়ে ৯১৩ শকাব্দে (৯৯১-২ খ্রীষ্টাব্দে) 'ন্যায়কন্দলী' নামে প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা রচনা করেন। কন্দলীর উপটীকাকার রাজশেখরের মতে উহা ব্যোমশিবাচার্য্যের 'ব্যোমবতী'র পরে এবং উদয়নের 'কিরণাবলী'র পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল (Peterson's *Report*, 1887, p. 273 : ন্যায়কন্দলী সহ প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশী সং, ভূমিকা, পৃ. ১৯-২০)। কিরণাবলীর বহু স্থলে কন্দলীকারের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে, যদিও কুত্রাপি নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আমরা কয়েকটি স্থল উল্লেখ করিতেছি।

(১) কিরণাবলীতে (সোসাইটী সং, পৃ. ১১১-২) 'তমঃ' পদার্থ সম্বন্ধে উদয়ন যে একটি সুপ্রসিদ্ধ মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন—যত্নেবমারোপিতং রূপং ন তমো ভাবাবস্তু তদিতি—বর্দ্ধমান 'কিরণাবলীপ্রকাশে' (ঐ, পৃ. ১১২) স্পষ্টাক্ষরে 'কন্দলীকারমতমুত্থাপয়তি' বলিয়া তাহার অবতারণা

করিয়াছেন। শ্রীধর তাঁহার এই নিজস্ব মত কন্দলীর তিন স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (পৃ. ৯-১০, ১৭৯, ২৪০)। উক্ত প্রসঙ্গেই উদয়নের অপর একটি পঙ্ক্তি "কথং ভাবধর্ম্মাধ্যারোপোঽভাব ইতি চেৎ। ন কিঞ্চিদেতৎ।" অবিকল কন্দলী হইতে গৃহীত (পৃ. ৯, শেষ পঙ্ক্তি)।

(২) মুক্তিবাদের একটি পঙ্ক্তিও—পার্থিবপরমাণুগতরূপাদিসন্তানে নৈকান্তিকমিতি চেন্ন (কিরণাবলী, পৃ. ৫৮)—কন্দলী হইতে (পৃ. ৪, ১১, ১৩-১৪) অবিকল উদ্ধৃত।

(৩) পৃথিবীগ্রন্থে কন্দলীকার নিজস্ব একটি মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"পরমাণুস্বভাবায়াঃ পৃথিব্যাঃ সত্ত্বে কিং প্রমাণং ? অনুমানম্। অণুপরিমাণতারতম্যং ক্বচিদ্বিশ্রান্তং পরিমাণতারতম্যত্বাৎ মহৎপরিমাণতারতম্যবৎ।" (পৃ. ৩১) কিরণাবলীতে (পৃ. ২২৪, কাশী সং, পৃ. ৫২) "অপর আহ" বলিয়া তাহা অবিকল উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান কিম্বা পদ্মনাভ এ স্থলে নীরব থাকিলেও মথুরানাথ তর্কবাগীশ স্পষ্ট করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কন্দলীকারোক্তং পরমাণুদ্ব্যণুকসিদ্ধিপ্রযোজকমনুমানমাহ অপরস্ত্বিতি। অণুপরিমাণতারতম্যমিতি।" (দ্রব্যকিরণাবলী-মাথুরী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথি, ৮৮।১ পত্র)। এতদ্ভিন্ন আকাশগ্রন্থে (কন্দলী, পৃ. ৬০ = কিরণাবলী, কাশী সং, পৃ. ১০৯) এবং গুণগ্রন্থের বহু স্থলে উদয়ন শ্রীধরের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, বাহুল্যবোধে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল না।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী নিতান্ত ভ্রমাত্মক একটি উক্তি করিয়াছেন যে, কন্দলীতেও কিরণাবলীর মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে !! (কন্দলীর ভূমিকা, পৃ. ২০-২২)। কেহ কেহ ইহা সম্ভবপর বলিয়া ধরিয়াছেন (*Sarasvati Bhavana Studies*, III, p. 111-12)। কিন্তু যে দুইটি স্থল এ বিষয়ে নিদর্শনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (কন্দলী, ভূমিকা, পৃ. ২১, পাদটীকা ৩), উভয়ই প্রমাদাত্মক। প্রথমতঃ, পরত্বাপরত্বসিদ্ধির জন্য কালপদার্থ স্বীকার করা অনাবশ্যক, আদিত্যপরিবর্ত্তন দ্বারাই তাহার উপপত্তি হয়—কন্দলীতে উল্লিখিত এই প্রাচীন মত (পৃ. ৬৪) উদয়নের সিদ্ধান্ত নিশ্চিতই নহে। উহা ভূষণকারের মত বলিয়া ন্যায়লীলাবতীতে লিখিত হইয়াছে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ২৮৩) এবং ব্যোমবতী (পৃ. ৩৪৩) ও বাচস্পতির তাৎপর্য্যটীকায়ও (পৃ. ২৮০) তাহা উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, "শতং পিপীলিকানাং ময়া নিহতম্" স্থলে কন্দলীর (পৃ. ১১৯) সমবায়িকারণত্ব-ঘটিত যুক্তি উদয়নই অতি কঠোর ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন—নষ্টস্যাপি সমবায়িকারণত্বমিতি তু অলৌকিকমবৈদিকং চ ইত্যাদি (কিরণাবলী, কাশী সং, পৃ. ২০৪); ইহা নিশ্চিতই বিপরীত ঘটনা নহে। কন্দলীর কুত্রাপি কিরণাবলীর বিশিষ্ট মত উদ্ধৃত হয় নাই। বস্তুতঃ বায়ুর প্রত্যক্ষতাবিচার প্রভৃতি বহু স্থল আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, উদয়ন কন্দলীকারের অনেক পরবর্ত্তী এবং বিচারের সূক্ষ্মতায় ও নিপুণতায় তিনি অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। উভয়কে সমকালীন ধরিলেও ভিন্নপ্রদেশীয় দুই জনের গ্রন্থে পরস্পর বচনোদ্ধার অসম্ভব ঘটনা। কোন টীকাকারও বলেন নাই যে, কন্দলীতে কিরণাবলীর মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

উদয়ন ও শ্রীহর্ষ : শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' বেদান্তের প্রকরণ হইলেও পূর্ব্বভারতের নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে সুদীর্ঘকাল ইহা অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত ছিল। বর্দ্ধমানোপাধ্যায়, শঙ্কর মিশ্র, প্রগল্ভাচার্য্য, পদ্মনাভ প্রভৃতি নব্যন্যায়ের অনেক মহারথী ইহার সমীচীন টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অভিনব বাচস্পতি মিশ্র 'খণ্ডনোদ্ধার' গ্রন্থে ন্যায়মতে তাহার খণ্ডনও করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে

শ্রীহর্ষের এই গ্রন্থ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্ব্বে উদয়ন ও শ্রীহর্ষই তার্কিক সম্প্রদায়ের নিকট প্রায় ৩০০ বৎসর ধরিয়া পরম প্রামাণিক গ্রন্থকাররূপে সর্ব্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যই প্রধান প্রতিপক্ষ—বহুতর স্থলে উদয়নের সন্দর্ভ ইহাতে উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৭০৫, ৭৪৭, ১৩২৬ প্রভৃতি)। একটি মনোহর স্থল বহু বার বহু গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইলেও পুনরুল্লেখ করা চলে। উদয়ন 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে অনুমানপ্রামাণ্যবিচারে একটি সিদ্ধান্ত-কারিকা লিখিয়াছেন :—

শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ॥ (৩।৭)

শ্রীহর্ষ অনুমানখণ্ডন প্রস্তাবে উদয়নের মত বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়া (পৃ. ৬৭৮-৯৩) উপসংহার করিয়াছেন :—

তস্মাদস্মাভিরপ্যস্মিন্নর্থে ন খলু দুষ্পঠা।
ত্বদ্গাথৈবান্যথাকারমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি॥
ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ॥ (১।৪৪-৫)

গঙ্গেশ হইতে গদাধর পর্য্যন্ত নব্যন্যায়ের যাবতীয় গ্রন্থকার এই চমৎকারজনক বিচারস্থল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদয়নের পরিশুদ্ধির একটি দীর্ঘ বচন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে (পৃ. ১০১৮-২৫) উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে উদয়নের বৌদ্ধাধিকারের দীর্ঘতর সন্দর্ভ খণ্ডিত হইয়াছে (পৃ. ১১৭০-১২০০)।

উদয়নের অভ্যুদয়কাল ঃ উদয়নের 'লক্ষণাবলী'র রচনাকাল ৯০৬ শক ('তর্কাম্বরাঙ্ক') অর্থাৎ ৯৮৪-৫ খ্রীষ্টাব্দ উল্লিখিত সমস্ত প্রমাণাবলীর বিরোধী এবং সুতরাং ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যাজ্য।[২] অথচ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-প্রমুখ (ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ৪৭-৮) সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থকার উদয়নের এই ভ্রমাত্মক সময় ('দশম শতাব্দী') নিরূপণে "বিবাদের কারণ নাই" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এ বিষয়ে ইংরাজি প্রবন্ধদ্বয়ের (*Ganganatha Jha Research Institute Journal*, II, pp. 349-56 ; সিদ্ধভারতী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৪৩) সারাংশ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। বাচস্পতি মিশ্রের যুগান্তকারী গ্রন্থের সহিত কন্দলীকারের বিন্দুমাত্রও পরিচয় ছিল না—উভয়ে ভদন্ত ধর্ম্মোত্তরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উভয়েই সমকালীন এবং দশম শতাব্দীর লোক, পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। বাচস্পতির ন্যায়সূচির রচনাকাল ৮৯৮ শকাব্দ (সম্বৎ নহে) অর্থাৎ ৯৭৬-৭ খ্রীষ্টাব্দ—তিনি ভূষণকার ও ব্যোমশিবাচার্য্যের (দশম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) পরবর্ত্তী ছিলেন। পক্ষান্তরে, রত্নকীর্ত্তি ও জ্ঞানশ্রী—উভয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত অভিযানের সময় ১০৩৮-৪১ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং উদয়নের ন্যায়গুরু (বাচস্পতির পরবর্ত্তী) শ্রীবৎসের অভ্যুদয়কাল অনুমান ১০০০-৫০ খ্রীঃ। সুতরাং উদয়নের অভ্যুদয়-কালের ঊর্দ্ধতন সীমা ১০৫০ খ্রীঃ। উদয়নের পাণ্ডিত্যখ্যাতি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রসারলাভ করে

২। ন্যায়মুক্তাবলীটীকায় এবং কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের বঙ্গাক্ষর পুথিতে (*Sans Coll. Cat.* pp. 260-1, লিপিকাল ১৬২১ শক) লক্ষণাবলীর রচনাকালসূচক শ্লোক নাই। শ্লোকটির পাঠ 'তর্কম্বরাঙ্ক' (৯৭৬ শক = ১০৫৪-৫ খ্রীঃ) কি না অনুসন্ধান-যোগ্য।

নাই। নৈষধের প্রাচীন ও প্রামাণিক টীকাকার চাণ্ডুপণ্ডিতের স্পষ্টোক্তি আছে যে, শ্রীহর্ষের পিতা (শ্রীহীর) উদয়নের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীহর্ষ নিঃসন্দেহ কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র (১১০৪-৫৪ খ্রীঃ) ও তৎপুত্র বিজয়চন্দ্রের সভায় ছিলেন এবং তদনুসারে উদয়ন-শ্রীহীরের ঐ বিচারের কাল হয় অনুমান ১০৭০-৮০ খ্রীঃ। সুতরাং উদয়নের গ্রন্থরাজি অবলম্বন করিয়া প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নব্যন্যায়ের প্রথম যুগের আরম্ভ ধরিতে হইবে।

উদয়নের প্রধান উপজীব্যদের মধ্যে কন্দলীকার অন্যতম। নব্যন্যায়ের উৎপত্তিতে পরম্পরাসম্বন্ধে তাঁহার প্রভাব স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ 'উপসর্গবিচার' নামক নব্যন্যায়ের একটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থে আমরা অধোলিখিত সন্দর্ভ পাইয়াছি :—(অস্মদীয় পুঁথি হইতে উদ্ধৃত)

"কন্দলীকারাস্তু প্রণমতীত্যাদৌ প্রশব্দস্য প্রকর্ষোঽর্থঃ ধাতোশ্চ নমস্কারমাত্রমর্থঃ, তয়োর্বৈশিষ্ট্যঞ্চ সংসর্গমর্য্যাদয়া ন, অব্যয়নিপাতাতিরিক্তনামার্থ নৈব ধাত্বর্থেন সমং সাক্ষাদন্বয়স্যাব্যুৎপন্নতয়া ন তত্রান্বয়ানুপপত্তিঃ। অন্যথা ন কলঞ্জং ভক্ষয়েদিত্যাদৌ কলঞ্জভক্ষণাভাববিষয়কং কার্য্যম্ ইত্যন্বয়ো ন স্যাৎ। অস্য চ পরনয়ে কলঞ্জভক্ষণং পাপজনকত্বাভাববদিত্যন্বয়ঃ। আকাশং ন পশ্যতীত্যাদৌ আকাশবিষয়কত্বাভাবস্য দর্শনান্বয়ানুপপত্তেঃ। এবং প্রজয় ইত্যাদৌ প্রকৃষ্টজয়াদিকমর্থঃ কিন্তু ধাতুপসর্গাভ্যাং বিশিষ্টার্থলাভঃ। তথা চ উপসর্গস্য বাচকত্বমেব। ন চ প্রশব্দস্য প্রকর্ষার্থকত্বে প্রতিষ্ঠিত ইত্যত্রাপি স্থিতিপ্রকর্ষধীপ্রসঙ্গ ইতি তবাপি তত্র স্থাধাতোঃ প্রকৃষ্টস্থিতৌ লক্ষণয়া কদাচিৎ স্থিতিপ্রকর্ষধীপ্রসঙ্গস্য দুর্ব্বারত্বাৎ। ইত্থঞ্চ তাদৃশানুপূর্ব্ব্যা এতাদৃশার্থবোধে নিরাকাংক্ষত্বাভ্যুপগমায় বাচ্যতয়া তুল্যত্বাদিত্যাহুঃ। তদসৎ...॥" কন্দলীকারের নিজস্ব একটি প্রসিদ্ধ মতের এই নব্যন্যায়সুলভ পরিষ্কৃতি উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং গৌড়দেশীয় এই মহাপণ্ডিতের পরিচয়াদি প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে বিবৃত হইল।

শ্রীধরাচার্য্য: রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের ৫৬টি আদিস্থানের মধ্যে অনেকগুলি বিদ্যাস্থানরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'ভুরিশ্রেষ্ঠ' গ্রাম তন্মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত কাশ্যপগোত্র বীতরাগের এক প্রপৌত্রের শাসনভূমিরূপে এই গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল; নানা কুলগ্রন্থে বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়—ধ্রুবানন্দের মূল 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থে (এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য) পাওয়া যায়, "ভূরীগ্রামী শুভোনামা"। রাঢ়ীয় এই শ্রোত্রিয়বংশ অধুনা বিরল হইলেও বাংলার নানা স্থানে বিদ্যমান আছে—ভুরিষ্ঠাল, ভুরিশ্রেষ্ঠ, ভুরিছেষ্ট প্রভৃতি কুলোপাধি ইহার পরিচায়ক (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৪)। কন্দলীকারের সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের এই আদিগ্রাম সমৃদ্ধ পল্লীতে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠে পরিণত হইয়াছিল। 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থের শেষে আত্মপরিচয়স্থলে লিখিত হইয়াছে :—

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥

(বিজয়নগর সং, পৃ. ৩৩০)

শ্লোকটিতে যে সকল তথ্য অন্তর্নিহিত আছে, তাহার উদ্ঘাটন আবশ্যক। প্রথমতঃ, দক্ষিণরাঢ় তৎকালে উত্তররাঢ় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ শূরবংশের রাজ্য পালদের অভ্যুদয়কালে সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণরাঢে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বহুতর শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ

বণিক্‌সঙ্ঘের আশ্রয়স্থল হইলেও গ্রামের স্বত্বাধিকার ভূরিকর্ম্মা অর্থাৎ তপোবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদেরই ছিল। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র ভূরিশ্রেষ্ঠগ্রামীণ ও তাঁহাদের আত্মীয়গণের যে প্রাধান্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। গ্রামের নামটির পাঠান্তরও এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরবর্ত্তী কালে এই গ্রাম-নাম হইতে যে পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রাচীন দলীলপত্রে তাহা বিভিন্ন আকারে উল্লিখিত হইয়াছে—ভূরসুট্ট, ভূরসিট্ট, ভূরিশিট (ভারতচন্দ্র) প্রভৃতি। 'কানাদামোদরে'র তীরে অবস্থিত 'ডিহি ভুরশুট' নামক ক্ষুদ্র পল্লীটিই প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা অনুমান করি। প্রচীন কালে এই কানা-ই একটি বিশাল নদী ছিল, ইহার প্রাচীন খাত এখনও স্থানে স্থানে লক্ষ্য করা যায়। তমলুক হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ এই নদীতে চলিত এবং তজ্জন্য ভুরশুট বাণিজ্যের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া নানা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীধর ভট্ট পরবর্ত্তী শ্লোকে তাঁহার পিতামহ বৃহস্পতির নামোল্লেখ করিয়াছেন :—

অম্ভোরাশেরিবৈতস্মাৎ বভূব ক্ষিতিচন্দ্রমাঃ।
জগদানন্দকৃদ্‌বন্দ্যো বৃহস্পতিরিতি দ্বিজঃ॥

(পাঠান্তর 'বৃহস্পতিরিব' বিশুদ্ধ নহে—চন্দ্রমাঃ ও বৃহস্পতি যুগপৎ কাহারও উপমান হয় না এবং বর্ণিত ব্যক্তির নামই উহ্য থাকিয়া যায় ; দুঃখের বিষয়, সম্পাদক ও পরবর্ত্তী সকল লেখকই এ স্থলে অশুদ্ধ পাঠই উদ্ধার করিয়াছেন।)

শ্লোকার্থ লক্ষ্য করিবার বিষয় --সমুদ্র হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, তেমনই এই (ভূরিসৃষ্টি গ্রাম) হইতে জগদানন্দকারী ভূমণ্ডলের চন্দ্রসদৃশ 'বন্দ্য' ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বন্দ্য পদে কুলপরিচয় রহিয়াছে বলিয়া আমাদের অনুমান, অর্থাৎ ইহাঁরা 'বন্দ্যঘটী'-বংশীয় ছিলেন। বৃহস্পতির পুত্র কীর্ত্তিমান্ 'বলদেব'ই শ্রীধরের পিতা ছিলেন। বৃহস্পতির জন্মকালে (প্রায় ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) ভূরিশ্রেষ্ঠ বহু রত্নের আকর ও জনবহুল গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছিল ; সুতরাং রাঢীয় ব্রাহ্মণদের 'গাঞি' সৃষ্টি অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ধরিলেও পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া ধরা যায়।

ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে শ্রীধরের সময়কার বঙ্গদেশীয় উচ্চশিক্ষার স্বরূপ ও অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার সমকালীন বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় শ্রীধর ভট্ট 'সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' অর্থাৎ ষড়্‌দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বৈশেষিকদর্শনে তদ্রচিত ন্যায়কন্দলী অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণগ্রন্থরূপে ভারতের নানা প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ন্যায়দর্শনে তিনি কোন পৃথক্ গ্রন্থ রচনা না করিলেও কন্দলীগ্রন্থে বহু স্থলে তাঁহার ব্যুৎপত্তি প্রকটিত রহিয়াছে (পৃ. ২৭, ১৬৬, ২৪২, ২৭৫, ২৮৯ দ্রষ্টব্য)। তদ্রচিত বেদান্তপ্রকরণের নাম 'অদ্বয়সিদ্ধি' (পৃ. ৫) এবং পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে 'তত্ত্বসংবাদিনী' (পৃ. ৮২) ও 'তত্ত্বপ্রবোধ' (পৃ. ৮২, ১৪৬) নামে গ্রন্থ রচনা ব্যতীত কন্দলীগ্রন্থে বহু স্থলে কুমারিল ভট্টের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি পরিব্যক্ত হইয়াছে (পৃ. ১৭৪, ২৪২, ২৫৭ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। বুঝা যায়, তিনি কুমারিলের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সাংখ্যযোগদর্শনেও তাঁহার ব্যুৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় (পৃ. ১৪৩, ১৭২)। সুতরাং শ্রীধর ভট্টের ভূরিশ্রেষ্ঠস্থিত চতুষ্পাঠীতে ষড়্‌দর্শনের চর্চ্চা চরম উন্নতিলাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

শ্রীধরের প্রায় ১০০ বৎসর পরে ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে প্রকারান্তরে রাঢ়দেশের সামাজিক ও

সারস্বত ইতিহাসের মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সমুচিত আলোচনা এখন পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। নাটকোক্ত অন্যতম প্রধান পুরুষ অহঙ্কার 'ভূরিশ্রেষ্ঠিক'নিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার উক্তিমধ্যে কি কি গ্রন্থ তৎকালে রাঢ়দেশে বিশেষ করিয়া অধীত হইত, তাহার একটি তালিকা পাওয়া যায়। যথা—

অহো মূর্খবহুলং জগৎ।
নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিতং দর্শনং
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো ন শালিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।
সূক্তং নৈব মহোদধেরধিগতং মাহাব্রতী নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃ-পশুভিঃ সুস্থৈঃ কথং স্থীয়তে॥ (২য় অঙ্ক, ৩ শ্লোক)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রায় সমস্ত টীকাকারই অল্পবিস্তর ভুল করিয়াছেন, কেবল 'নাণ্ডিল্লগোপে'র টীকাই প্রামাণিক। নবদ্বীপের নব্যন্যায়ের ন্যায় তৎকালে (প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে) একমাত্র ভট্ট ও প্রভাকরমীমাংসাই অন্য শাস্ত্রের চর্চ্চাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তালিকামধ্যে গুরু (অর্থাৎ প্রভাকর), শালিক ও মহোদধি প্রভাকরমতের গ্রন্থকার এবং তুতাতিত (অর্থাৎ কুমারিল), বাচস্পতি মিশ্র ও মহাব্রত ভট্টমতের গ্রন্থকার। গুরুমতের প্রথম উল্লেখদ্বারা ভট্টমতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৎকালে তাহার উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। অথচ শ্রীধরের সময়ে গুরুমতের প্রাধান্য দেখা যায় না। কবি কৃষ্ণ মিশ্র অহঙ্কার নাম দিয়া শ্রীধরের পৌত্র কিম্বা প্রপৌত্র পর্য্যায়ের ভূরিশ্রেষ্ঠনিবাসী কোন সমকালীন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন। ভূরিশ্রেষ্ঠের পাণ্ডিত্য অতঃপর কত কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উদয়নের প্রায় সমকালীন 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভবদেব ভট্ট সর্ব্বজ্ঞকল্প মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকদর্শনে তাঁহার কৃতিত্বের উল্লেখ নাই। ঐ সময়ে দায়ভাগকার সুবিখ্যাত জীমূতবাহন (যাঁহার 'কালবিবেক' ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল—*I. H. Q.*, XXII, p. 140 f n.) 'ব্যবহার-মাতৃকা'-গ্রন্থের এক স্থলে (সোসাইটী সং, পৃ. ২৯৴-২, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'তার্কিকম্মন্য' যোগ্লোকের বচন খণ্ডন করিতে গিয়া নব্যন্যায়ের 'পক্ষতা' নামক প্রধান বিষয়বস্তু লইয়া নাতিক্ষুদ্র বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত এ স্থলে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতানুযায়ী বটে! উদয়নের সময়ে বঙ্গদেশেও তর্কশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার প্রচলিত ছিল বুঝা যায়।

২। উদয়নের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ

বর্দ্ধমানোপাধ্যায় কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ, লীলাবতীপ্রকাশ ও স্মৃতিপরিভাষার প্রারম্ভে পিতৃবন্দনা করিয়াছেন:—

ন্যায়াম্ভোজপতঙ্গায় মীমাংসাপারদৃশ্বনে।
গঙ্গেশ্বরায় গুরবে পিত্রেঽত্রভবতে নমঃ॥

সুতরাং ন্যায়দর্শন ব্যতীত মীমাংসাদর্শনেও গঙ্গেশ কৃতবিদ্য ছিলেন। তত্ত্বচিন্তামণির প্রারম্ভে গঙ্গেশ স্বয়ং লিখিয়াছেন:—"অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং মতম্।" রুচিদত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অত্র

ন্যায়শাস্ত্র-প্রাভাকরমতসিদ্ধান্তসারাভিজ্ঞকৃতত্বং···প্রকর্ষো দর্শিতঃ।” অর্থাৎ প্রভাকরমীমাংসার প্রভাব মণিগ্রন্থের সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং ইহাই গঙ্গেশের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ গঙ্গেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত প্রভাকর-মতের চর্চ্চাই গৌড়-মিথিলায় ব্যাপকভাবে চলিয়াছিল। ইহার নিদর্শন এবং রাঢ়ের একটি প্রাচীন প্রভাকরমতাবলম্বী বিদ্যাপীঠের বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৬-১৭ ; I. H. Q., XXII, pp. 136-39)—বাহুল্যবোধে এখানে পরিত্যক্ত হইল। গঙ্গেশের একজন উপজীব্য ‘অমৃতবিন্দু’ ও ‘নয়রত্নাকর’ নামক প্রভাকরমতের নিবন্ধকর্ত্তা ‘মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র’ রাঢ়ীয় পোষলীগ্রামী শ্রোত্রিয়বংশোদ্ভূত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে (I. H. Q. ib., pp. 138-9)।

গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থের সর্ব্বত্র পূর্ব্বতন বহুতর গ্রন্থের বচন খণ্ডন-মণ্ডনের জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল পূর্ব্বতন গ্রন্থকারদের নামপরিচয় বহুলাংশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। টীকাকারগণ যে কতিপয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, উদয়নের পর ও গঙ্গেশের পূর্ব্বে নব্যন্যায়ের এক বিরাট্ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা একটি নামমালা যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ সহ সঙ্কলন করিয়া নব্যন্যায়ের ইতিহাসের এই তমসাচ্ছন্ন আদিযুগে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিলাম।

শ্রীকণ্ঠ ঃ গুণরত্নরচিত ‘ষড়্দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি’ নামক টীকাগ্রন্থে (প্রায় ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) ন্যায়দর্শনের গ্রন্থকারদের একটি মূল্যবান্ নামসূচি আছে (সোসাইটী সং, পৃ. ৯৪)। উদয়নাচার্য্যের অব্যবহিত পরে শ্রীকণ্ঠরচিত ‘ন্যায়ালঙ্কার’ গ্রন্থের নাম তন্মধ্যে পাওয়া যায়। এই চিরলুপ্ত গ্রন্থের একটি সন্দর্ভ আমরা শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে আবিষ্কার করিয়াছি। ঐ গ্রন্থে অনির্ব্বচনীয়তাবাদের বিরোধী একটি মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ১২৯)। আনন্দপূর্ণের বিদ্যাসাগরী টীকায় স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে,—“ন্যায়ালঙ্কারগ্রন্থে অনির্ব্বচনীয়দূষণং যদভাণি তদনুবদতি নন্বিতি।” শ্রীহর্ষোদ্ধৃত এই ন্যায়ালঙ্কারগ্রন্থের অতিদুর্ল্লভ বচনের মধ্যে কুসুমাঞ্জলির প্রসিদ্ধ কারিকার্দ্ধ “পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ” স্বমতপরিপোষণের জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকণ্ঠ উদয়নের পর এবং শ্রীহর্ষের পূর্ব্বে অনুমান ১১০০-২৫ খ্রীঃ মধ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শিবাদিত্য মিশ্র ঃ গঙ্গেশ প্রত্যক্ষখণ্ডে (সোসাইটী সং, পৃ. ৮২৯-৩০) নামোল্লেখপূর্ব্বক শিবাদিত্যের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন—তন্মধ্যে বসন্ততিলক ছন্দের একটি কারিকা (“ব্যাবর্ত্তনীয়মধিতিষ্ঠতি যদ্ধি সাক্ষাদেতদ্বিশেষণমতো বিপরীতমন্যৎ। দণ্ডী পুমানিতি বিশেষণমত্র দণ্ডঃ, পুংসো ন জাতিরহদণ্ডমসৌ চ তস্য॥”) ভ্রমক্রমে গদ্যাকারে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৮২৯)। ‘সপ্তপদার্থী’ ও (মহাবিদ্যাঘটিত) বিলুপ্ত ‘লক্ষণমালা’ ব্যতীত তদ্রচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ ‘হেতুখণ্ডন’ আবিষ্কৃত হইয়াছে (মহাবিদ্যাবিড়ম্বন, ভূমিকা, পৃ. XIX)—হেতুখণ্ডনে তদ্রচিত ‘উপাধিবার্ত্তিক’ ও ‘অর্থাপত্তিবার্ত্তিকে’র উল্লেখ আছে। শিবাদিত্য নিঃসন্দেহ উদয়নের পরবর্ত্তী ও ভট্ট বাদীন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। মহাবিদ্যাবিড়ম্বন গ্রন্থে (বরোদা সং, ১৯২০ ইং) বাদীন্দ্র (প্রায় ১২২৫ খ্রীঃ) চারি স্থলে শিবাদিত্যের নাম ও বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ ৭৪, ৯৯, ১০৯ ও ১১৭)। চিৎসুখীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নয়নপ্রসাদিনী টীকায় বহুতর স্থলে শিবাদিত্যের লক্ষণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে (নির্ণয়সাগর সং, ১৯১৫ খ্রীঃ; পৃ. ১৮০, ১৮৩, ১৯২-৩, ১৯৫, ২০০, ২৩৭, ২৯৫-৬, ৩০৯, ৩২৩, ৩২৭-৮)। মহাবিদ্যানুমানের প্রধান

প্রবর্ত্তকরূপে শিবাদিত্যের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ তিনি খণ্ডনকারের সমকালীন ছিলেন। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীতে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৯) এবং আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণের শেষে শিবাদিত্যের যে একটি বিলক্ষণ মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন —"করণত্বাদিকমথণ্ডোপাধিরূপং সামান্যমণীচক্রুঃ"—তাহাও তাঁহার আধুনিকত্ব সূচিত করে। সুতরাং শ্রীহর্ষ-খণ্ডিত 'প্রাথমিক' প্রমালক্ষণ ("তত্ত্বানুভূতিঃ প্রমা") কোন প্রকারেই শিবাদিত্য-রচিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শ্রীহর্ষ পর পর তিনটি প্রমালক্ষণ বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন—তন্মধ্যে দ্বিতীয় ("যথার্থানুভবঃ প্রমা," খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চৌখাম্বা সং, পৃ. ৩১৭) ও তৃতীয় ("সম্যক্ পরিচ্ছেদঃ প্রমা," ঐ, পৃ. ৪১১) লক্ষণ উদয়নের কুসুমাঞ্জলি হইতে গৃহীত (চতুর্থ স্তবক, প্রথম ও পঞ্চম কারিকা)। প্রথম কারিকার ব্যাখ্যাস্থলে উদয়ন সমানার্থক প্রথম লক্ষণ এবং অন্য একটি লক্ষণও সূচিত করিয়াছেন—"যথার্থো অনুভবঃ প্রমেতি প্রামাণিকাঃ পশ্যন্তি, 'তত্ত্বজ্ঞানাদ্' ইতি স্মরণাৎ। অব্যভিচারি জ্ঞানমিতি চ।" বর্দ্ধমান এ স্থলে টীকা করিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞানাদিতি জ্ঞানপদমনুভবপরমেবমগ্রেঽপি।" প্রথম লক্ষণটি 'ন্যায়াচার্য্য'-কৃত লক্ষণমালা হইতে গৃহীত বলিয়া শঙ্কর মিশ্র খণ্ডনটীকায় (কাশী সং, পৃ. ১৪৩-৪৪) লিখিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের সময়ে ন্যায়াচার্য্য পদে একমাত্র উদয়নকে বুঝাইত, নিশ্চিতই শিবাদিত্য মিশ্রকে নহে। লক্ষণাবলী ব্যতীত উদয়নাচার্য্য যে ন্যায়দর্শনভুক্ত পৃথক্ এক অধুনালুপ্ত 'লক্ষণমালা' রচনা করিয়াছিলেন, বরদরাজ ও মল্লিনাথের ন্যায় শঙ্কর মিশ্রও এ স্থলে তাহাই স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণসিদ্ধ করিয়াছেন।

নারায়ণসর্ব্বজ্ঞঃ আনন্দপূর্ণের খণ্ডনটীকার এক স্থলে (ঐ, পৃ. ৭১৪) শ্রীহর্ষের খণ্ডনযুক্তির পরিবর্দ্ধনার্থ লিখিত হইয়াছে :—"সাধ্যবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যব্যাপকত্বং সাধনবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং সাধনাব্যাপকত্বমিতি 'নারায়ণসর্ব্বজ্ঞ'-মতমপি নিরস্তম্।" ইহা শ্রীহর্ষের গ্রন্থে নাই —অতিরিক্ত একটি ব্যাখ্যাবচন বটে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, উদয়নের উপাধিলক্ষণের এই পরিষ্কার গঙ্গেশের উপাধিবাদের আরম্ভেই (সোসাইটী সং, পৃ. ২৯৬-৯) উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে, যদিও গঙ্গেশের কোন টীকাকারই নারায়ণসর্ব্বজ্ঞের নামোল্লেখ করেন নাই। গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী এই ন্যায়াচার্য্যের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইবে। বুঝা যায়, আনন্দপূর্ণ গঙ্গেশের গ্রন্থ দেখেন নাই। আনন্দপূর্ণের অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৩৫০ খ্রীঃ (*Annals of Oriental Research*, Vol. IV, pt. I)। গুণরত্নও গঙ্গেশের নামোল্লেখ করেন নাই।

রবীশ্বরঃ তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডে মঙ্গলবাদের পূর্ব্বপক্ষে (সোসাইটী সং, পৃ. ৭২) 'অপরে তু' বলিয়া একটি মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে যে, বিঘ্নসংসর্গাভাব দ্বারাই মঙ্গল সমাপ্তির প্রতি হেতু হয়। মথুরানাথ-মতে ইহা একটি মীমাংসক সম্প্রদায়ের মত (ঐ, পৃ. ৭৩)। গঙ্গেশের একজনমাত্র টীকাকার প্রগল্ভাচার্য্য নামোল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"রবীশ্বর-মতং দূষয়িতুমুপন্যস্যতি অপরে ত্বিতি।" (প্রত্যক্ষপ্রগল্ভী, এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি, ১৫।২ পত্র)। শশধরাচার্য্যের ন্যায়সিদ্ধান্তদীপের টীকায় শেষানন্তও মঙ্গলবাদে নামোল্লেখপূর্ব্বক রবীশ্বরের উক্ত মত লিখিয়াছেন (কাশী সং, পৃ. ৮)। লক্ষ্য করা আবশ্যক, রবীশ্বরের সূক্ষ্মবিচারমূলক সন্দর্ভ শশধর উদ্ধৃত করেন নাই—তিনি শশধরের সমকালীন অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

শশধরাচার্য্য : ২৬ প্রকরণে বিভক্ত 'ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ' গ্রন্থ সটীক মুদ্রিত হওয়ায় এখন অনায়াসে প্রমাণিত হয় যে, গঙ্গেশ বহু স্থলে শশধরের বচন খণ্ডন, সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। টীকাকার শেষানন্ত বহু স্থলে "গঙ্গেশদূষণমলঙ্ককং" বলিয়া শশধরের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন (পৃ. ১৪০, ১৪১, ১৬৪, ১৯৮ প্রভৃতি)। কিন্তু প্রায় কোন টীকাকারই গঙ্গেশের উপজীব্য বলিয়া শশধরের নাম করেন নাই। কেবল বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকায় এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুপুরাণানুসারি-শশধরীয়লক্ষণমাহ যত্তু রাগেতি" (কাশী সরস্বতীভবনের পুথি, ২২।১ পত্র—গঙ্গেশের গ্রন্থ, পৃ. ১১০ ও শশধরীয়, পৃ. ১৮-৯ দ্রষ্টব্য)। সম্পাদকের মতে শশধরের কাল "১২০০ শক" (১২৭৮ খ্রী:)—ইহা সম্ভবপর হইলেও এ বিষয়ে কোন প্রমাণ লিখিত হয় নাই। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ভূমিকায় শশধরের পিতৃনাম ও গোত্রাদির উল্লেখ থাকিলেও তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রমাণসূত্র নির্দিষ্ট হয় নাই।

নৈয়ায়িকসমাজে একটি প্রবাদ অধ্যাপকপরম্পরায় প্রচলিত আছে যে, অনুমানখণ্ডের ব্যাপ্তিবাদে 'সিংহ-ব্যাঘ্রো'ক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণ শশধর ও মণিধর নামক প্রাচীন আচার্য্যকৃত। কিন্তু অদ্যাপি কোন টীকাগ্রন্থে এ বিষয়ে লিখিত প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই—"পূর্ব্বেষাং লক্ষণদ্বয়ং" (সার্ব্বভৌম) কিম্বা "প্রাচীনলক্ষণদ্বয়ং" (প্রগল্ভাচার্য্য) প্রভৃতি ব্যাখ্যাবচনে কেহই এ স্থলে নামোল্লেখ করেন নাই। স্বর্গত ডক্টর বিদ্যাভূষণ (*Hist. of Indian Logic*, pp. 207-8) এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অনতিপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য 'আনন্দ সূরি' ও 'অমরচন্দ্র সূরি' এ স্থলে গঙ্গেশের লক্ষ্য। ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা মনে করি। গঙ্গেশ তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থলেই প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ কোন জৈন গ্রন্থকারের নাম করেন নাই এবং উক্ত সূরিদ্বয়ের গ্রন্থ বা নামযশ: সুদূর পশ্চিম-ভারত হইতে মিথিলায় এতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। তাহা জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, জৈনাচার্য্য সিদ্ধরাজ (১০৯৩ খ্রী:) উক্ত সূরিদ্বয়ের বাল্যকালীন প্রতিভা দেখিয়া যে উপপদ প্রদান করেন, তাহা ঠিক 'সিংহ-ব্যাঘ্র' নহে, পরন্তু 'ব্যাঘ্রসিংহশিশু' :—

"বাল্যেপি নির্দলিতবাদিগজৌ জগাদ, যৌ ব্যাঘ্রসিংহশিশুকাবিতি সিদ্ধরাজ:।"

(উদয়প্রভ সূরির ধর্ম্মাভ্যুদয়মহাকাব্য : Peterson's 3rd Rep., App. I, pp. 16-19)

বস্তুতঃ ব্যাপ্তিবাদে বাচস্পতি মিশ্রপ্রমুখ যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থকারের বহুবিধ লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই মিথিলানিবাসী ছিলেন। 'সিংহ-ব্যাঘ্র' উপাধিধারী 'প্রাচীন' পণ্ডিতদ্বয়ও পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ছিলেন সন্দেহ নাই।

শ্রীবল্লভাচার্য্য : 'ন্যায়লীলাবতী'কার এই বৈশেষিকাচার্য্যের মত গঙ্গেশ কতিপয় স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন—ব্যাপ্তিবাদের পূর্ব্বপক্ষে "নাপি কাৎর্স্ন্যেন সম্বন্ধো ব্যাপ্তি:" অনুচ্ছেদটি লীলাবতীকারের প্রসিদ্ধ লক্ষণের খণ্ডন বটে। গৌড়-মিথিলার নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত গ্রন্থকার লীলাবতীকে অন্যতম আকরগ্রন্থরূপে ধরিয়া তদুপরি টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গঙ্গেশের গ্রন্থসত্ত্বেও ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার পঠন-পাঠন নিবিড়ভাবে চলিয়াছিল। শ্রীবল্লভ উদয়নের পরবর্ত্তী—'টীকাকার' (চৌখাম্বাসং, পৃ. ৩৮, ৩৯), কিরণাবলীকারা: (ঐ, পৃ. ৩৯৯-৪০০, ৫৩৩, ৮২৩) এবং 'তাৎপর্য্যশুদ্ধাবুদয়ন:' (পৃ. ৪৪৫) বলিয়া তাঁহার বচন তিনি উদ্ধৃত ও দুই স্থলে (পৃ. ৩৯৯-৪০০, ৫৩৩) খণ্ডন করিয়াছেন।

কিন্তু অনুমান হয়, তিনি উদয়নের বেশী পরবর্ত্তী ছিলেন না। তাঁহার সময়েও উদয়নের 'আচার্য্য'-খ্যাতি প্রচারলাভ করে নাই—'আচার্য্য' (পৃ. ৫৩৩) অথবা 'পরমন্যায়াচার্য্য' (পৃ. ৭৬২) পদে তিনি বাচস্পতি মিশ্রকেই বুঝিয়াছেন। নিম্নলিখিত উদাহরণবাক্যে তিনি স্বকীয় পৃষ্ঠপোষক নরপতির স্তুতি করিয়াছেন :—(ঐ, পৃ. ২৯০)

"যদি চ গগনম্ আত্মা (বা) অন্তধর্ম্মেণান্তম্ অবচ্ছিন্দ্যাৎ কাশ্মীরবর্ত্তিনা কুঙ্কুমরাগেণ কার্ণাট-চক্রবর্ত্তি-(ললনা)করকমলম্ অবচ্ছিন্দ্যাৎ" (বন্ধনীর মধ্যে ন্যায়মুক্তাবলীর বিশুদ্ধতর পাঠ প্রদর্শিত হইল—লক্ষণাবলী, পৃ. ৪১)। শ্রীবল্লভ মিথিলানিবাসী ছিলেন অনুমান করা যায়, বর্দ্ধমানোপাধ্যায়প্রমুখ মিথিলার প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত নরপতিকে কর্ণাটবংশীয় মিথিলাধিপতি 'নান্যদেব' (১০৯৭-১১৪৭ খ্রী:) মনে করাই যুক্তিযুক্ত। শ্রীবল্লভের গ্রন্থ নিঃসন্দেহ ১১০০-২৫ খ্রী: মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ভট্ট বাদীন্দ্র (প্রায় ১২২৫ খ্রী:) 'রসসার' নামক গুণকিরণাবলী টীকায় (কাশী সরস্বতীভবন সং, পৃ. ৫৫, ৯২), চিৎসুখাচার্য্য (প্রায় ১২৫০ খ্রী:) প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু গ্রন্থকার শ্রীবল্লভের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে, শ্রীবল্লভ নিজ প্রেয়সীর নামে গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন।

দিবাকরোপাধ্যায় ঃ গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী এই পরম প্রামাণিক মিথিলানিবাসী ন্যায়াচার্য্যের বহু বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার সারাংশ এ স্থলে লিখিত হইল। ঈশ্বরানুমানে গঙ্গেশ একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। যথা, "অথারণি-মণ্যভাববতি স্তোমবিশেষে তৃণং বিনা বহ্নিব্যতিরেক: তৃণান্বয়ে বহ্নিরিত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং * * * তৃণাদিকারণতাগ্রহ ইতি চেৎ। ন।" (সোসাইটী সং, পৃ. ১৩১)। এ স্থলে টীকাকার প্রগল্ভাচার্য্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দিবাকর-মতমাশঙ্কতে—অথেতি" (অনুমানপ্রগল্ভী, কাশীর পুথি, ১৯০।১ পত্র ; বোম্বে সোসাইটীর পুথি, ১৬০।১ পত্র)। দ্রব্যকিরণাবলীর পৃথিবীগ্রন্থে একটি পঙ্‌ক্তি আছে—"সেয়ং পৃথিবী যত্নিত্যৈব স্যাত্তদা অবয়বানবস্থা স্যাৎ" (কাশী সং, পৃ. ৫০)। দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ গ্রন্থে বর্দ্ধমান ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অবয়বানবস্থেতি। যদ্যপ্যনবস্থামাত্রং বীজাঙ্কুরসাধারণ্যেন ন দূষণং তথাপি সর্ব্বকার্য্যদ্রব্যনাশাৎ (পাঠান্তর, সর্ব্বকার্য্যস্যানেকদ্রব্যনাশাৎ) প্রলয়ানন্তরং সৃষ্টিরিতি ব্যবস্থাবিরহ এবানবস্থেত্যেকে। দ্ব্যণুকাবয়বস্যানেকদ্রব্যারব্ধত্বে মহত্ত্বং স্যাদিত্যর্থ ইত্যন্যে।" (ঐ, ঐ, পাদটীকা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৮৯ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি 'কিরণাবলীপ্রকাশ' পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদানন্দসরস্বতীর জন্য নাগরাক্ষরে লিখিত, ৩৫।১ পত্র ; সোসাইটী সং, পৃ. ২১৭-১৮ পাঠ অশুদ্ধ ও ত্রুটিত)। প্রগল্ভাচার্য্যরচিত দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশটীকায় এ স্থলে ব্যাখ্যা আছে (১১৩।১ পত্র) "ইত্যেকে = প্রভাকরাঃ ··ইত্যন্যে—দিবাকরোপাধ্যায়াঃ।" সুতরাং বর্দ্ধমানের পূর্ব্বে দিবাকরোপাধ্যায় কিরণাবলীর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দ্রব্যপ্রগল্ভীতে দিবাকরের ব্যাখ্যাবচন বহুতর স্থলে সাদরে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা ৫০টি স্থল লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শঙ্কর মিশ্রের কুসুমাঞ্জলিটীকার প্রারম্ভে পূর্ব্বতন তিনটি প্রসিদ্ধ টীকার উল্লেখ আছে :—

"মকরন্দে প্রকাশে যা ব্যাখ্যা পরিমলেঽথ বা।"

তন্মধ্যে 'পরিমল' দিবাকরোপাধ্যায়কৃত মূল কুসুমাঞ্জলির টীকা (প্রকাশের উপটীকা নহে) এবং ইহার খণ্ডিত প্রতিলিপি দুরধিগম এক জৈনভাণ্ডারে আবিষ্কৃত হইয়াছে (*Pattana Mss.*, vol. I, Introd. p. 43)। এই দিবাকরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল 'ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোত' অর্থাৎ উদয়নের তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির উপটীকা। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে খণ্ডিত একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে (৪১৭০ সংখ্যক পুথি, মিথিলাক্ষর, লিপিকাল "ল-সং ১৬৪ জ্যৈষ্ঠ বদি ১১" অর্থাৎ ১২৭২-৮৩ খ্রী:)। গ্রন্থশেষে দিবাকর লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতা মিথিলেশ্বর কর্ত্তৃক 'শ্রীভাজি শান্তিকরণে' পদে স্থাপিত হইয়াছিলেন। মঙ্গলশ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে নির্দ্দেশ আছে, "ব্যাখ্যানান্তরাণি 'দ্রব্যকিরণাবলীবিলাসে' কৃতান্যস্মাভিঃ" (১-২ পত্র)। ক্ষণভঙ্গপ্রকরণেও নির্দ্দেশ আছে, "অধিকন্তু 'আলোক'-নাম্নি বৌদ্ধাধিকারবিবরণেঽস্মাভিঃ প্রপঞ্চিতম্" (৫১।২ পত্র)। সুতরাং দিবাকর উদয়নের প্রধান গ্রন্থচতুষ্টয়েরই টীকা রচনা করিয়া তৎকালীন প্রথানুসারে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। অধিকন্তু দিবাকর খণ্ডনখণ্ডখাদ্যেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর-রচিত কাতন্ত্রপ্রদীপে (কারক-প্রকরণে, কর্ম্মলক্ষণসূত্রের টীকায়) এক স্থলে আছে :—"যদ্যপি খণ্ডনটীকায়াং দিবাকরাদিভিঃ সংস্কারাবচ্ছিন্না বুদ্ধির্জ্ঞানাত্যাদেরর্থ ইত্যুক্তম্" (গুরুনাথ-সম্পাদিত কলাপব্যাকরণ, পৃ. ৭১৫)। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে খণ্ডনের টীকা রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দিবাকরের অভ্যুদয়কাল নিঃসন্দেহ ১২০০-৫০ খ্রী:। সম্ভবতঃ তিনিই খণ্ডনের প্রাচীনতম টীকাকার ছিলেন।

প্রভাকরোপাধ্যায় : মীমাংসকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক প্রভাকর মিশ্র হইতে পৃথক্ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এই ন্যায়াচার্য্যের নাম দ্রব্যপ্রগল্‌ভীর পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় আমরা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করি। বুঝা যায়, দিবাকরের ন্যায় তিনিও কিরণাবলীর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দ্রব্যপ্রগল্‌ভীর অন্যত্র 'প্রমাণপ্রভাকর' (৮৩।১ পত্র) এবং "প্রভাকরে ইন্দ্রিয়লক্ষণে দর্শনাৎ" (৯৮।২ পত্র) বচন হইতে প্রমাণ হয়, প্রভাকরও ন্যায়নিবন্ধের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রগল্‌ভাচার্য্যের অপর একটি ব্যাখ্যাবচনে "প্রভাকর-দিবাকরাভ্যাং স্বহস্তিতত্বাৎ" (১১৬।২ পত্র) পদে সংযুক্ত নাম দেখিয়া অনুমান হয়, উভয়ে প্রায় সমকালীন ছিলেন। "প্রভাকরোপাধ্যায়া আহুঃ" (১৩০।১ পত্র)—এই স্থলে পরিপূর্ণ নামোল্লেখ লক্ষণীয়। তত্ত্বচিন্তামণির বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণীয় অতএব-চতুষ্টয়ের প্রথম কল্পটি তত্রত্য প্রগল্‌ভটীকানুসারে এই উপাধ্যায়ের বচন বলিয়া মনে হয়—"অত্রৈব 'প্রাভাকরোপাধ্যায়'-মতমুপষ্টম্ভকমাহ—অতএবেতি" (অনুমানপ্রগল্‌ভী, কাশীর পুথি, ১৯।১ পত্র)।

তরণি মিশ্র ('রত্নকোষ'কার) : তত্ত্বচিন্তামণির বহু স্থলে (অনুমানখণ্ড, পৃ. ৩৩০, ৮৮৫ প্রভৃতি) রত্নকোষকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের এই প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম 'তরণি মিশ্র'। রুচিদত্ত ঈশ্বরানুমানের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—"তথা চ রত্নকোষে তরণিমিশ্রৈরুক্তম্ এবমভাবত্ব-ধ্বংসত্বাদিকং বোধ্যম্" (সোসাইটির দুইটি পুথি, ১২১।২ ও ২৮৮।১ পত্র। চৌখাম্বা সং, গাদাধরীর পরিশিষ্টে রুচিদত্তের টীকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে, পৃ. ২০১৫ দ্রষ্টব্য)। অন্যত্রও এই নাম আমরা আবিষ্কার করিয়াছি (*Ganganatha Jha R. I. Journal*, IV, p. 298, 303)। হল্ সাহেব পৃথ্বীধরাচার্য্য-কৃত সূত্রাত্মক এক রত্নকোষ পাইয়াছিলেন (*Index*, p. 202)—তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ গ্রন্থ। শেষ ভাগের একটি দুর্ব্বোধ্য সূত্র উক্ত সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন—"চতুর্বিধং সাধ্যং তত্ত্বপ্রমাণপ্রকার-

নবানুতা" (সাংখ্যসার, Preface, p. 6 f.n.)। তরণি মিশ্রের গ্রন্থ বিচারমূলক প্রকরণ, সূত্রাত্মক নহে।

সোন্দড়োপাধ্যায়ঃ গঙ্গেশ একাধিক স্থলে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহার কল্পিত 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকাভাব'-বাদ ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পরিকল্পিত এই অভিনব বস্তু ও তদ্বিষয়ক আলোচনার ভাষা হইতে প্রতিপন্ন হয়, তিনি উদয়ন ও শ্রীহর্ষের বহু পরবর্তী ছিলেন। বিধিবাদের এক স্থলে (পৃ. ২৭৬) গঙ্গেশ 'নব্যাঃ' বলিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাস্করকার ঃ গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্তী ছিলেন। সব্যভিচার গ্রন্থে "অথ সাধ্যসংশয়জনককোটি-দ্বয়োপস্থাপকপক্ষধর্মতাজ্ঞানবিষয়ত্বে সতি হেত্বভিমতঃ সঃ..." (পৃ. ৭৮৯-৯০) প্রভৃতি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় কণাদ তর্কবাগীশ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"ভাস্করকৃতলক্ষণং দূষয়িতুমুত্থাপয়তি অথেতি।" (সোসাইটির পুথি, ১৬৬।২ পত্র)। প্রত্যক্ষখণ্ডের অপ্তিবাদে (পৃ. ২৬৮) "যত্বিয়ং পৃথিবীত্যনুভবঃ..." ইত্যাদি স্থলে একটি দুরূহ অনুমানবাক্য উদ্ধৃত ও দূষিত হইয়াছে। মিথিলার অভিনব বাচস্পতি মিশ্র ইহা 'ভাস্করমতম্' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (চিন্তামণিপ্রকাশ, কাশ্মীর পুথি, ২৩।১ পত্র)।

মণিকণ্ঠ মিশ্র ঃ তদ্রচিত 'ন্যায়রত্ন' প্রকরণের প্রতিলিপি বহু পুথিশালায় রক্ষিত আছে। 'তীরভুক্তীয় রাজধর্মাধিকারী' এই মণিকণ্ঠের মতও গঙ্গেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ন্যায়রত্ন গ্রন্থে তদ্বচন যথাযথ প্রাপ্ত হওয়া যায় (*Ganganatha Jha R. I. Journal*, IV, pp. 300-1)। মণিকণ্ঠ খণ্ডনকার ও রত্নকোষকারের পরবর্তী। তিনি 'নয়চিন্তামণি' নামে অপর একটি স্বরচিত গ্রন্থের নাম করিয়াছেন (ন্যায়রত্ন, সোসাইটির পুথি, ২২।২, ৫০।২ পত্র)। তাঁহার অভ্যুদয়কালও খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্তী নহে নিশ্চিত।

'মীমাংসামহার্ণব'কার প্রভাকরমতাবলম্বী বৎসেশ্বরের বচনাদিও গঙ্গেশ বহু স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রত্যক্ষখণ্ডের উৎপত্তিবাদে 'প্রাভাকরাস্তু' (পৃ. ৩৫৬) বলিয়া যে প্রসিদ্ধ মত উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রগল্ভের মতে (প্রত্যক্ষপ্রগল্ভী, সোসাইটির পুথি, ৮৮।২ পত্র) তাহা 'মহার্ণবকারীয় মত'।

হরিনাথোপাধ্যায় ঃ পরিশেষে আমরা গঙ্গেশের অন্যতম উপজীব্য মৈথিল মহামহোপাধ্যায় হরিনাথের নাম করিয়াই এই নামমালার উপসংহার করিলাম। গঙ্গেশের পূর্ব্বগামী মহাপণ্ডিতদের মধ্যে হরিনাথই সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন এবং গঙ্গেশের কালনির্ণয়ে হরিনাথের অভ্যুদয়কাল একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইবে। তত্ত্বচিন্তামণির শব্দখণ্ডের বিধিবাদে হিংসার লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। একটি সন্দর্ভের আরম্ভাংশ এই—

অপরে তু অনভিসংহিতনরান্তরব্যাপারমদ্বারীকৃত্য মরণসাধনং হিংসা,...তন্ন।...(বিধিবাদ, পৃ. ২২২-৪)। এ স্থলে মথুরানাথ তর্কবাগীশ স্পষ্টাক্ষরে ইহা 'হরিনাথোপাধ্যায়ে'র মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা প্রাচীনতর হরিদাস ন্যায়ালঙ্কারকৃত 'শব্দমণিপ্রকাশে'ও অন্যত্র ব্যাখ্যা দেখিয়াছি "হরিনাথমতম্ আহ" (নবদ্বীপের পুথি, ৭৬।২ পত্রে)। বস্তুতঃ হরিনাথকৃত অতি প্রামাণিক স্মৃতিসার গ্রন্থের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে 'অথ বধঃ' বলিয়া একটি অনুচ্ছেদ আছে—তন্মধ্যে গঙ্গেশোদ্ধৃত বচন প্রায় অবিকল পাওয়া যায়। যথা,

"তত্র নরান্তরব্যাপারাব্যবহিতপ্রাণবিয়োগফলকব্যাপারকর্তা সাক্ষাদ্বধী ...। অন্যো ব্যাপারহেতুভূতাভিসন্ধানাবিষয়-নরান্তরব্যাপারানপেক্ষমরণজনকব্যাপারো বধঃ, তৎকর্তা বধীত্যর্থঃ (সোসাইটীর পুথি, পৃ. ১২০)।

গঙ্গেশ বধ শব্দের পরিবর্তে 'হিংসা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অকাট্য তথ্যদ্বারা প্রমাণ হয়, গঙ্গেশ স্মৃতিসারকার মৈথিল হরিনাথ মহামহোপাধ্যায়ের কিঞ্চিৎ পরবর্তী ছিলেন। ভবদেবের (প্রায় ১১০০ খ্রীঃ) প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণেও 'হননে'র লক্ষণাদি আলোচিত হইয়াছে (পৃ. ১-৮), কিন্তু হরিনাথ ও গঙ্গেশের এতদ্বিষয়ক বিচার অনেক অগ্রবর্তী, নিপুণতর ও সূক্ষ্মতর বটে।

৩। গঙ্গেশোপাধ্যায় ও তৎপুত্র বর্দ্ধমান

নব্যন্যায়ের ইতিহাসে তমসাচ্ছন্ন প্রথম যুগের অবসান ঘটে তখন, যখন গঙ্গেশের খণ্ডচতুষ্টয়াত্মক প্রমাণ-বিচারপূর্ণ তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থকে মূল করিয়া মিথিলা এবং গৌড়দেশে এক অভিনব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। একটিমাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতীয় দার্শনিকজগতে সূক্ষ্ম বিচারপ্রণালীদ্বারা যুগান্তর উপস্থিত করার মত অপূর্ব্ব সাফল্য অপর কোন গ্রন্থকারের ভাগ্যে ঘটে নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকটি একাধিক মহাপণ্ডিতের সম্বন্ধে প্রচারিত হইলেও কেবল গঙ্গেশের বিষয়েই সার্থক হয় :—

অনাস্বাদ্য গৌড়ীমনারাধ্য গৌরীং বিনা তন্ত্রমন্ত্রৈঃ বিনা শব্দচৌর্য্যাৎ।
প্রসিদ্ধপ্রবুদ্ধপ্রবন্ধপ্রবক্তা বিরিঞ্চিপ্রপঞ্চে মদন্তঃ কবিঃ কঃ॥

দ্বিতীয় যুগে গঙ্গেশ হইতে শিরোমণির পূর্ব্বপর্য্যন্ত মিথিলার গুরুগৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চ্চার অবতরণিকারূপে মিথিলার এই শ্রেষ্ঠ সারস্বত যুগের বিবরণ আমরা অতিসংক্ষেপে একটি বর্ণানুক্রমিক নামমালা যোজনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিব। তৎপূর্ব্বে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের কালনির্ণয় আবশ্যক।

নিম্নলিখিত তথ্যসমূহের আলোচনাদ্বারা গঙ্গেশের অভ্যুদয়কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যায়। তাঁহার পূর্ব্বগামী গ্রন্থকারদের মধ্যে অনেকেই খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। যথা— (ক) নারায়ণসর্ব্বজ্ঞ : ইঁহার ভাষা ও যুক্তির সূক্ষ্মতা হইতেই প্রমাণ হয়, ইনি খণ্ডনকারের বহু পরবর্ত্তী। মনুটীকাকার 'সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ' ও ইনি অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। নব্যবর্দ্ধমানের 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থে (বরোদা সং) ইঁহার মনুটীকার ব্যাখ্যাবচন প্রায় এক শত স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ কুল্লুক ভট্টের সমকালীন ছিলেন। (খ) দিবাকরোপাধ্যায়, খণ্ডনের টীকাকার ছিলেন; সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয়কালও ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বে পড়ে না। (গ) মণিকণ্ঠ মিশ্র, ইঁহার ন্যায়রত্নপ্রকরণ সম্যক্ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, ইনি গঙ্গেশের অনতিপূর্ব্ববর্ত্তী মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাষা ও বিচারপরিপাটী অনেক স্থলে প্রায় গঙ্গেশের তুল্য। এতাদৃশ পরিপাটী ভট্ট বাদীন্দ্র ও চিৎসুখাচার্য্যপ্রমুখ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন গ্রন্থকার দেখাইতে পারেন নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মণিকণ্ঠের গ্রন্থে নিগ্রহস্থানের বিশদ ব্যাখ্যা আছে এবং গ্রন্থশেষে 'মহাবিদ্যা' নামক অনুমানপ্রণালী উদাহৃত হইয়াছে। গঙ্গেশের গ্রন্থে উভয় বিষয়ই প্রযত্নপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তদবধি নব্যন্যায়ের

ব্যাপক বিষয়বস্তুর মধ্য হইতে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চিৎসুখীর 'নয়ন-প্রসাদিনী' টীকায় তৎকালীন যাবতীয় বিচারমূলক প্রকরণাদির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু গঙ্গেশ কিম্বা মণিকণ্ঠের ন'ম তন্মধ্যে নাই। বাদীন্দ্রের গ্রন্থে (রসসার, পৃ. ৬২) 'নবীনতার্কিকমত' কিম্বা চিৎসুখীর আধুনিক 'বক্রমতানুসারী'র (পৃ. ১৭৬, ৩৫৩) বচন কেহ কেহ (রসসার, ভূমিকা, পৃ. ৫) গঙ্গেশপ্রবর্ত্তিত নব্যন্যায়ের মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিশ্চিতই প্রমাণ-বিরুদ্ধ কথা। তত্তদ্বচন ও মত বস্তুতঃ গঙ্গেশের গ্রন্থে কুত্রাপি পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বর্দ্ধমানের 'গুণকিরণাবলীপ্রকাশে' (কাশী সং, পৃ. ৫১) আমরা 'অত্রাহুঃ' বলিয়া উদ্ধৃত সন্দর্ভে ভট্ট বাদীন্দ্রের প্রমাণদ্বয়ের (পৃ. ২৫) পরিষ্কৃত অনুবাদ ও বিবর্দ্ধন পাইতেছি। অর্থাৎ গঙ্গেশ ও বর্দ্ধমান বস্তুতঃ বাদীন্দ্রের বহু পরবর্ত্তী ছিলেন। মণিকণ্ঠের অভ্যুদয়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১২৭৫-১৩০০ খ্রীঃ) স্থাপন করা যায়। (ঘ) হরিনাথোপাধ্যায়ের স্মৃতিসার গ্রন্থে হরিহর ও গণেশ্বর মিশ্রের নামোল্লেখ দেখিয়া তাঁহার অভ্যুদয়কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ (J. A. S. B., 1915, p. 388, *Hist. of Dharmasastra*, I, p. 374) অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে পুনরালোচনা আবশ্যক। নেপালে একটি স্মৃতিসারের পুথি আছে, লিপিকাল ২৪১ লক্ষ্মণাব্দ (শাস্ত্রী : নেপালদরবার পুস্তকসূচি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭)। হরিনাথের অপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থের নাম 'ন্যায়রত্ন'—বাচস্পতি মিশ্রের দ্বৈতনির্ণয়ে পাওয়া যায় :—"অত্র চ স্বগতফলকামবৎ পিত্রাদিগতফলকামোপি অধিকারীতি 'ন্যায়রত্নে' হরিনাথ-মহামহোপাধ্যায়াঃ" (দ্বারবঙ্গ সং, পৃ. ২৬)। মলমাসতত্ত্বে "রত্নাকরাদিধৃতং ন্যায়রত্নবাক্যং" (পৃ. ২০১) উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহাই দ্বৈতনির্ণয়ে (পৃ. ১৫৬) "ইতি দানরত্নাকর-মহাদাননির্ণয়াদৌ সিদ্ধবল্লিখিতম্" বলিয়া প্রায় অবিকল পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ হরিনাথ চণ্ডেশ্বরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। রাজনীতিরত্নাকরের আবিষ্কারের পর চণ্ডেশ্বরের গ্রন্থরচনাকাল প্রায় ১৩৩০-৭০ খ্রীঃ মধ্যে নির্ণীত হওয়া উচিত। তৎপূর্ব্বে হরিনাথ (ও শ্রীদত্তোপাধ্যায়) ১৩০০-২৫ খ্রীঃ মধ্যে গ্রন্থরচনা করেন, ধরা যায়। হরিনাথ-ধৃত স্মৃতিপ্রকাশকার 'হরিহর মিশ্র' মৈথিল স্মার্ত্ত, তিনি পারস্করভাষ্যকার পাশ্চাত্য অগ্নিহোত্রী হরিহর হইতে পৃথক্। (I. H. Q., XVII, p. 463 f.n.)।

মিথিলায় 'পঞ্জীপ্রবন্ধ' ১২৪৮ শকে প্রবর্ত্তিত হওয়ার মূল কারণ হইল এই 'মহামহোপাধ্যায় হরিনাথে'র অতি বিস্ময়কর স্বজনাবিবাহ। মিথিলার প্রামাণিক 'পঞ্জী'সমূহ এত কাল লোকলোচনের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। দ্বারভাঙ্গা-রাজের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীরমানাথ ঝার উদ্যোগে কিয়দংশ এখন সংগৃহীত এবং তৎকর্ত্তৃক আলোচিত হওয়ায় বহু মৈথিল পণ্ডিতের অতি প্রামাণিক পারিবারিক বিবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমরা অনেক কথা জানিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় 'গঙ্গোর' মূলগ্রামীয় বংশের বীজী শাশ্বতের প্রপৌত্র 'বীদু'র জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ—তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে তৃতীয় হইলেন 'মহামহো. হরিনাথ'। মিথিলার পঞ্জীতে পণ্ডিতদের উপাধি অতি সাবধানে লিপিবদ্ধ থাকে। গঙ্গোরবংশের ৭ পুরুষের মধ্যে এই একজন মাত্র 'মহামহোপাধ্যায়' (অর্থাৎ পঞ্জীগ্রন্থের পরিভাষানুসারে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র) ছিলেন। হরিনাথ বিবাহ করেন বীদুর কনিষ্ঠ পুত্র দেবনাথের পুত্র নয়নাথের দৌহিত্রীকে। এই অশাস্ত্রীয় বিবাহ মিথিলার ব্রাহ্মণ-সমাজে যে আন্দোলন সৃষ্টি করে, তাহার

ফলে রাজনিদেশে 'পঞ্জীপ্রবন্ধ' ও পঞ্জীকারশ্রেণী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। "শাস্ত্রকথনে কারণমাহ" বলিয়া কোন কোন প্রাচীন পঞ্জীর আরম্ভে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয় :—

গঙ্গৌরে নয়নাথকস্য দুহিতা তস্যাস্তু তারাপতে-
শ্চোদ্বাহো 'মটিহানি'সংজ্ঞকদ্বিজস্তৎকন্যকা বৈ পুনঃ।
গঙ্গৌরে হরিনাথকস্য গৃহিণী কন্যা তু সা পঞ্চমী
বীদূতো গণনাবশাত্তু স্বজনাসম্বন্ধচাণ্ডালিনী॥

এতদনুসারেও হরিনাথের অভ্যুদয়কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অবধারিত হয়। গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থ সুতরাং ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৩২৫-৫০ খ্রীঃ) রচিত হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে, গঙ্গেশের এই কালনির্ণয়ের ঊর্দ্ধমুখী উৎকৃষ্ট প্রমাণ আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রত্যক্ষখণ্ডে মঙ্গলবাদের সিদ্ধান্তে গঙ্গেশের একটি পঙ্ক্তি আছে—"যদি চ নির্ব্বিঘ্নং সমাপ্যতামিতি কামনয়া তদাচরণং তদাপি নাগৃহীতবিশেষণান্যায়েনাহং স্বর্গী স্যামিত্যত্র স্বর্গ ইব বিঘ্নাভাব এব ফলম্" (সোসাইটীর সং, পৃ. ৮৯-৯০)। প্রত্যক্ষালোকে পক্ষধর মিশ্র এ স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ইহ বিঘ্নো মাভূদিত্যত্রেদমংশস্যাপি বিশেষণত্বাৎ ন্যায়সাম্যমিতি তু দর্পণস্য দূষণ-মযুক্তিসম্ভবমেব, ইদংস্য প্রতিযোগিনি বিঘ্নে বিশেষণত্বাৎ ন তু তদভাবে" (মঙ্গলবাদ, কাশী সং, পৃ. ১৫৭-৮)। বিদ্যানিবাসের প্রত্যক্ষমণিবিবেচনেও পাওয়া যায়, "যত্তু ইহ বিঘ্নো মাভূদিত্যত্র কামনায়াং সমাপ্তেরপি বিশেষণত্বমিতি বিনিগমকাভাব ইতি দর্পণোক্তং, তন্ন।" গঙ্গেশের দূষণকারী এই দর্পণকার কে ছিলেন? নরহরি উপাধ্যায়ের 'প্রত্যক্ষদূষণোদ্ধার' নামক অতি দুর্লভ গ্রন্থে ইহার উত্তর আছে : —"তদাপি নাগৃহীতেতি। অত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহবটেশ্বরোপাধ্যায়চরণাঃ, যত্র কল্পনীয়কল্পনোপপত্তি-র্বিশেষণমাত্রে তত্র প্রমাণং ফলত্বেন তদেব কল্পয়তি প্রথমোপস্থিতত্বাৎ। ন তু বিশিষ্টং বিলম্বোপস্থিতিকত্বাৎ ইত্যেব প্রকৃতন্যায়ে বীজম্। ন চ প্রকৃতে তথা সংভবতি। কেবলবিঘ্নধ্বংসস্য কেবলায়াশ্চ সমাপ্তেরপি তদ্ব্যভিচারাৎ। প্রকৃতকামনাবিষয়ত্বাচ্চ ন ফলত্বমিতি ন ন্যায়াবতার ইতি পরমার্থঃ। এবমপি তদবতারাভ্যুপগমে ইহ বিঘ্নো মাভূদিত্যত্রেদমংশস্যাপি বিশেষণত্বান্ন্যায়সাম্যমবর্জনীয়মেবেতি দূষণ-মাহুঃ" (লণ্ডনের পুথি, ১৯ পত্র)। মিথিলার অতিপ্রসিদ্ধ 'মাণ্ডর'-বংশে বটেশ্বরের জন্ম এবং তত্রত্য পঞ্জীতে উপলব্ধ তাঁহার পারিবারিক বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার কালনির্ণয় সহজসাধ্য। । বিখ্যাত শঙ্কর মিশ্রের পিতা 'অযাচী' ভবনাথ বটেশ্বরের দৌহিত্র ছিলেন। শঙ্কর মিশ্রের জন্মাব্দ অনুমান ১৪০০ খ্রীঃ —তিনি ভবনাথের প্রথমা পত্নী ভবানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। সুতরাং বটেশ্বরের জন্মাব্দ কিছুতেই ১৩০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে হইবে না। পক্ষান্তরে, নরহরি উপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্র. প্রগল্‌ভাচার্য্য ও (বাসুদেব) সার্ব্বভৌমের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সন্দর্ভে দোষ ধরিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্মাব্দ ১৪৫০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই নহে এবং এক পুরুষের গড়পড়তা ৪০ বৎসর ধরিলেও তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ বটেশ্বরের জন্মাব্দ চরম পক্ষে ১২৯০ খ্রীঃ হয়, যুক্তিযুক্ত গণনায় অনেক পরে হইবে। বুঝা যায়, প্রায় ১৩৫০-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে বটেশ্বর গঙ্গেশের যুক্তিতে দোষ ধরিয়াছিলেন।

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের কুলপরিচয়ঃ সৌভাগ্যক্রমে গঙ্গেশের নাম পঞ্জীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পণ্ডিত ঝা মৈথিলী ভাষায় তাঁহার 'পরিচয়পত্র' মুদ্রিত করিয়াছেন (স্বদেশ, প্রথম বর্ষ, প্রথমাঙ্ক,

পৃ. ১৫-২২)। গঙ্গেশ সামাজিক মর্য্যাদায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'কাশ্যপ'গোত্রীয় 'ছাদন'-সংজ্ঞক বংশে তাঁহার জন্ম। এখন বুঝা যায়, বর্দ্ধমান কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে 'গোত্রং কাশ্যপাদি' লিখিয়া (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৭) নিজ গোত্রের সূচনা করিয়াছেন। এই বংশ বহুকাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পঞ্জীতেও তাহার ধারাবাহিক বংশাবলী নাই। কেবল গঙ্গেশ ও তৎপুত্র বর্দ্ধমানের নাম অন্য প্রসিদ্ধ বংশের বিবরণমধ্যে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্জীতে গঙ্গেশের পাণ্ডিত্যসূচক যে বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহার পরিচয় বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান হয়—'মহামহোপাধ্যায়তত্ত্বচিন্তামণিকারকপরমগুরুগঙ্গেশ্বর'। পুত্র বর্দ্ধমানের বিশেষণপদ আছে 'মহামহোপাধ্যায়' ও 'উপায়কারক'। মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে মাত্র দুই জন মহাপণ্ডিতের নামের সহিত সর্ব্বোচ্চ সম্মানসূচক 'পরমগুরু' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, গঙ্গেশ ও বাচস্পতি মিশ্র। গঙ্গেশের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল সম্ভ্রান্ত 'বস্তনিগ্রাম' বংশে এবং তাঁহার দৌহিত্র 'রত্নাকরে'র বিস্তৃত কুলবিবরণ ও বংশাবলী পঞ্জীতে পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার একটি মাত্র সম্বন্ধের কথা কালবিচারের উপযোগী বলিয়া উল্লেখ করিলাম। রত্নাকরের বহু বিবাহ ছিল—তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পত্নী ছিলেন 'জজিবাল'বংশীয় 'গুণীশ্বরে'র কন্যা। এই গুণীশ্বর 'গঢ়-বিসপী'বংশীয় 'ভাণ্ডাগারিক' জটেশ্বরের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ গুণীশ্বরের শ্বশুর ছিলেন 'রত্নাকর'কার সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডেশ্বরের পিতৃব্যপুত্র। চণ্ডেশ্বর ১২৩৬ শকে (১৩১৪ খ্রীঃ) তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন এবং প্রায় ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজনীতিরত্নাকর রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ধরা যায়, তাঁহার জন্মাব্দ প্রায় ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, কিছুতেই তাহার পূর্ব্বে নহে। ইহার সমর্থক একটি প্রমাণ লিখিত হইল। চণ্ডেশ্বরের পিতার অনেক ভাই, পিতা বীরেশ্বর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ধীরেশ্বর তৃতীয় এবং উক্ত জটেশ্বর চতুর্থ। বিদ্যাপতির জন্মাব্দ বহুসম্মত ১৩৬০ খ্রীঃ ধরিয়া এবং এক পুরুষে ৪০ বৎসর ধরিয়াও ধীরেশ্বরের পুত্র জয়দত্তের জন্ম হয় ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে, তাহার পূর্ব্বে নহে। চণ্ডেশ্বরের জীবদ্দশায়ই সম্ভবতঃ তাঁহার (বয়ঃকনিষ্ঠ) পিতৃব্যপুত্রের দৌহিত্রীর বিবাহ গঙ্গেশের দৌহিত্র রত্নাকরের সহিত হইয়াছিল। সুতরাং চণ্ডেশ্বর ও গঙ্গেশ্বর মোটামুটি সমকালীন ছিলেন প্রতিপন্ন হয় এবং পঞ্জীগ্রন্থের এই প্রমাণ হইতে পূর্ব্বোক্ত কালনির্ণয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা আবশ্যক, চরম চেষ্টা করিয়াও গঙ্গেশের গ্রন্থরচনাকাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্থাপন করা যায় না—গ্রন্থস্থিত প্রমাণাবলী ও পারিবারিক ইতিহাসের কষ্টসাধ্য গবেষণাদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে। বাহুল্যবোধে ইহার সমর্থক বহুতর অন্যান্য পারিবারিক ও সাহিত্যিক তথ্য আলোচিত হইল না।

পাশ্চাত্যমতে গঙ্গেশের অভ্যুদয়কাল: জার্ম্মেনীর সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ Weber সাহেবের মতে গঙ্গেশ খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর লোক (*Hist. of Indian Lit.* p. 246 f.n.)—প্রমাণের জন্য Z. D. M. G. XXVII. 168 নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে 'কাশীবিদ্যাসুধানিধি'তে প্রকাশিত রুচিদত্তটীকা সহ শব্দচিন্তামণির সমালোচনা প্রসঙ্গে উক্ত সাহেব কলিকাতা হইতে প্রকাশিত *Mookerjee's Magazine*, 1872, p. 123, হইতে টুকিয়া লিখিয়াছেন, গঙ্গেশ '৭০০ বৎসর' পূর্ব্বে মিথিলায় জীবিত ছিলেন। অনধিকারীর লেখনীপ্রসূত এ জাতীয় অতি তুচ্ছ নিষ্প্রমাণ উক্তির কোনই মূল্য নাই।

সুবিখ্যাত Keith সাহেব লিখিয়াছেন (*Indian Logic and Atomism*, 1921, p. 33; *I. O.*, II, p. 547), জয়দেবের কালই ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে সম্ভাবিত নহে। কারণ, জয়দেবের প্রত্যক্ষালোকের এক পুথির (L. 1976) লিপিকাল ১৫৯ লক্ষ্মণাব্দ বটে। এই জয়দেব 'নিঃসন্দেহ' প্রসন্নরাঘবকার হইতে অভিন্ন (*I. O.*, II, p. 560)। পক্ষান্তরে গঙ্গেশের কাল ১১৫০-১২০০ খ্রীঃ ধরা হইলে ভ্রমসংভাবনা নাই। প্রায় ১৩৭৬ খ্রীঃ বলিয়া যে মতান্তর আছে, তাহা সাহেবের মতে যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, জয়দেবশিষ্য রুচিদত্তের টীকার এক পুথির লিপিকাল ১৩৭০ খ্রীঃ। এই গবেষণা সর্ব্বাংশে ভ্রমাত্মক ও প্রমাদপূর্ণ। জয়দেবের বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ পুথিটির লিপিকাল ১৫০৯ শকাব্দ—১৫৯ লক্ষ্মণাব্দ ব্যাখ্যা করা সর্ব্বপ্রকারে অসম্ভব। উভয় জয়দেবের ভেদসাধক অকাট্য যুক্তি প্রসন্নরাঘব নাটকের পুণা-সংস্করণের ভূমিকায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীয়ের লেখা সাহেবের নিকট দ্রষ্টব্য বা গ্রহণীয় মনে হয় নাই। অনধিক এক শতাব্দীমধ্যে খণ্ডনকার, মণিকার ও আলোককার স্ব স্ব যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, গ্রন্থত্রয়ে স্বল্পমাত্র কৃতপ্রবেশ হইলে কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ডঃ বিদ্যাভূষণ (J. A. S. B., 1918, p. 282) আমূল ভ্রান্তিপূর্ণ এক গুরুপরম্পরা অবলম্বন করিয়া গঙ্গেশের কাল প্রায় ১৩৭৬ খ্রীঃ অনুমান করিয়াছিলেন। বিশ্লেষণপূর্ব্বক ইহার সংশোধন অধুনা অনাবশ্যক। তৃতীয়তঃ, রুচিদত্তের পুথিটির লিপিকাল Peterson (*6th Rep.*, p. 76) ভুল করিয়া '১২৯২ শক' মুদ্রিত করিয়াছেন—পুথিটি অদ্যাপি পুণায় রক্ষিত আছে। তাহার প্রকৃত লিপিকাল—"শক ১৫৯২ পৌষ বদি দশমী রবিবার, মৈথিলদেশে লিখিতম্।" সাহেবের মুদ্রিত লেখা অভ্রান্ত ধরিয়া কত আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইয়াছে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেবল মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ (*S. B. Studies*, III. 139) শকাঙ্কটি লিপিকরপ্রমাদ ('slip') বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। আমরা ভবিষ্যতে এইরূপ ভ্রান্ত মতের আলোচনা দ্বারা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

প্রাতঃস্মরণীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বিজ্ঞাপনে (১৯২১ সংবৎ, ৵০ পৃ.) সিদ্ধবৎ লিখিয়াছিলেন, গঙ্গেশের গ্রন্থ "৫০০ বৎসর পূর্ব্বে" রচিত হইয়াছিল। আনন্দের বিষয়, শাস্ত্রব্যবসায়ী এবং শাস্ত্রকার মহাপণ্ডিতের এই স্থূল কালনির্দ্দেশই এখন প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু গঙ্গেশের কালবিচারে পূজ্যপাদ তর্কপঞ্চাননের অভিমত কেহই উল্লেখ করেন নাই।

বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ঃ গঙ্গেশের মণিগ্রন্থ প্রধানতঃ তাঁহার পুত্র ও ছাত্র বর্দ্ধমানের নানা টীকাগ্রন্থদ্বারা মিথিলায় প্রচারিত হইয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার টীকাগুলির নাম 'প্রকাশ' হইলেও নৈয়ায়িকসমাজে 'উপায়' নামে পরিচিত হইয়াছিল। বহু গ্রন্থে এবং পঞ্জীতে তন্নিমিত্ত তিনি 'উপায়কারক' পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ অপুত্রক ছিলেন; তাঁহার কন্যার বহু কন্যাসন্তান ছিল এবং পঞ্জীতে তাঁহাদের কুলবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার অভ্যুদয়কাল অধুনা নিঃসন্দেহে ১৩৫০-৭৫ খ্রীঃ স্থাপন করা যায়। তাঁহার গ্রন্থরাজির একটি পরিশুদ্ধ নামসূচি সঙ্কলিত হইল।

১। 'অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ,' গৌতমসূত্রের টীকা, তত্ত্ববোধ নামে বহু গ্রন্থকার সাদরে উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত পুথি হইতে ৺সুরেন্দ্রলাল তর্কতীর্থ 'ন্যায়সূত্রবিবরণে'র পাদটীকায় কেবল পঞ্চমাধ্যায়ে ইহার ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ অংশই তৎকালে আবিষ্কৃত

208

হইয়াছিল। পরে গঙ্গানাথ ঝা দুইটি পুথি পাইয়াছিলেন এবং বিশ্বভারতীতে একটি সংগৃহীত হইয়াছে (*New Cat. Cat.*, I, p. 182)। আমরা এযাবৎ কোন পুথি পরীক্ষা করিতে পারি নাই।

২। 'ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ'—উদয়নের পরিশুদ্ধির টীকা। সোসাইটী হইতে অংশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে (প্রথমাংশ ত্রিসূত্রীপ্রকাশের সমাপ্তি, পৃ. ৪৫১ দ্রষ্টব্য)।

৩। 'ন্যায়পরিশিষ্টপ্রকাশ' উদয়নের মূল সহ কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই তিনটি গ্রন্থের পঠন-পাঠন নবদ্বীপসমাজে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মথুরানাথ-প্রমুখ কোন বাঙ্গালী নৈয়ায়িক ইহাদের উপটীকা রচনা করেন নাই।

৪। 'কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ' বহু কাল মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। 'কিরণাবলীপ্রকাশে'র দ্রব্যখণ্ড অংশতঃ সোসাইটী হইতে এবং গুণখণ্ড সম্পূর্ণ কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। 'লীলাবতীপ্রকাশ,' কাশী চৌখাম্বা গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৭-৮। 'খণ্ডনপ্রকাশে'র পুথি আমরা সোসাইটীতে পরীক্ষা করিয়াছি। অধুনালুপ্ত পৃথক্ 'খণ্ডনোদ্ধার' গ্রন্থে তিনি শ্রীহর্ষের মত খণ্ডন করেন (বাচস্পতির 'খণ্ডনোদ্ধার,' পৃ. ৭৭ দ্রষ্টব্য)।

৯। 'বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশ' অধুনা বিলুপ্ত। তদুপরি বলভদ্রের উপব্যাখ্যার উল্লেখ পদ্মনাভের সেতুগ্রন্থে (পৃ. ৩৭৮) পাওয়া যায়।

১০। 'তর্কপ্রকাশ,' কেশব মিশ্রের তর্কভাষার উপরি বর্দ্ধমানরচিত টীকা। এই অতিদুর্লভ এবং মূল্যবান্ গ্রন্থের প্রতিলিপি আলোয়ার-রাজের দুর্ভেদ্য গ্রন্থালয়ে রক্ষিত আছে (Peterson's *Ulwar Cat.*, p. 28, No. 653)। রুচিদত্তের তদুপরি উপটীকাও সেখানে আছে (No. 654)। আমরা চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থদ্বয়ের অনুলিপি বা বিবরণ এ যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বর্দ্ধমানরচিত 'মণিপ্রকাশে'র খণ্ডিত পুথি (সিদ্ধান্তলক্ষণ পর্য্যন্ত, পত্রসংখ্যা ৪৪) কাশীর সরস্বতী-ভবনে ছিল (Venis : *Benares Cat.*, p. 193)—অধুনা তাহা নাই। এই গ্রন্থ অলীক বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমতঃ, বর্দ্ধমান নানা স্থানে স্বরচিত গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। যথা,—তত্ত্ববোধ, নিবন্ধপ্রকাশ ও পরিশিষ্টপ্রকাশের নাম কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে আছে ; লীলাবতীপ্রকাশে আছে (পৃ. ৬৮) কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের নাম ইত্যাদি। কিন্তু যদিও তিনি বহু স্থলে এবং বিশেষ করিয়া নিবন্ধপ্রকাশে (পৃ. ২৭, ৫৬-৭, ১১৩, ১৬৪, ১৬৯, ২৫৯, ৪২১-২৮, ৪৩৬-৪০, ৪৬৮, ৫০০, ৫২৫, ৫৬৩-৬৪, ৬৬১-৪, ৬৭৭-৯২ ও ৬৯৭-৭০২) 'অস্মৎপিতৃচরণাঃ' বলিয়া তত্ত্বচিন্তামণির নানাপ্রকরণীয় বহু সিদ্ধান্ত ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ পরিষ্কারপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাপি কুত্রাপি তিনি স্বয়ং কিম্বা গৌড়মিথিলার কোন পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক তদ্রচিত 'মণিপ্রকাশে'র নাম করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘতম উদ্ধৃতির (ঐ, পৃ. ৬৭৭-৯২) উপসংহারে তাঁহার উক্তি ("ইতি পিতৃচরণোন্নীতমার্গানুগমনোন্মুখৈরস্মাভিরুক্তো বিস্তরো নানবদ্যেয় ইতি") পৃথক্ মণিপ্রকাশের অসম্ভাবই স্পষ্ট সূচনা করে। কারণ, ঐ গ্রন্থের অস্তিত্ব থাকিলে গ্রন্থান্তরে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ঐরূপ 'বিস্তর' একান্ত অনাবশ্যক হয়। আর, নব্যন্যায়সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় 'মহামহোপাধ্যায়চরণাঃ' বলিয়া গৌড়-মিথিলার যাবতীয় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উচ্চতম মর্য্যাদায় বিভূষিত বর্দ্ধমানের মূলের টীকাই একেবারে লোপ পাইবে, ইহা কল্পনার অতীত।

এই বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ই স্মৃতিপরিভাষা, শ্রাদ্ধপ্রদীপ, আচারপ্রদীপ প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া মিথিলার একজন পরম প্রামাণিক স্মার্ত্তগ্রন্থকারমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। নব্যন্যায়ে ও মিথিলার নব্যস্মৃতিতে তাঁহার কৃতিত্ব বস্তুতঃ একপ্রকার তুলনারহিত।

৪। নব্যন্যায়ের মৈথিল গ্রন্থকারগণ

১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিরোমণির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কাল প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০০ বৎসর মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত যুগ। প্রায় অগণিত নৈয়ায়িক ও দার্শনিকের অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা দ্বারা মিথিলা হইতে নব্যন্যায়ের চর্চ্চা ভারতের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়া অতুলনীয় গুরুস্থানরূপে তাহার কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরিতাপের বিষয়, কষ্টসাধ্য গবেষণা দ্বারা এ যুগের ইতিহাস বিশুদ্ধভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এ যাবৎ সঙ্কলিত হয় নাই। কতিপয় প্রধান গ্রন্থকারের নামসূচি অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ বর্ণানুক্রমে এখানে প্রদত্ত হইল।

গোপীনাথ ঠক্কুর ঃ 'ভৌয়াল'কুলোদ্ভব মহাঠক্কুর ভবনাথের পুত্র গোপীনাথের 'মণিসার' গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—অনুমানখণ্ড ত্রিবাঙ্কুর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্রচিত 'তর্কভাষাব্যাখ্যা'ও প্রসিদ্ধ। তাঞ্জোরের পুথিশালায় ইহাদের বহু প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (*Cat.* pp. 4615-19, 4655-60) এবং তদ্দেশে কোন কোন গ্রন্থের খণ্ডন-মণ্ডনও হইয়াছিল (ঐ, pp. 4619-22, 4660-63)। দাক্ষিণাত্যের পুথিতে তাঁহার কুলপরিচয় অশুদ্ধ লিখিত আছে (সোমসুত, সোমকুল, খাড়সতু R. 1548 প্রভৃতি)—কাশীর সরস্বতী-ভবনে শব্দমণিসারের প্রতিলিপি হইতে উক্ত বিশুদ্ধ পাঠ গৃহীত হইল। মণিসারে (R. 1548) তাঁহার বিলুপ্ত টীকা 'অনুমানালোকভূষণ' ও 'প্রত্যক্ষালোকভূষণে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং 'শব্দালোকরহস্য'-কার গোপীনাথ (*Tanjore Cat.*, p. 4531-2) সম্ভবতঃ পৃথক্ ব্যক্তি—কাশীর এক প্রতিলিপিতে তাঁহার পিতার নাম 'জ্ঞানপতি' দৃষ্ট হয়। গোপীনাথ ঠক্কুরের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (ঐ, p. 4656)। কিন্তু বুঝা আবশ্যক, মিথিলার অবনতি-কালীন কোন নৈয়ায়িকের গ্রন্থ বাহিরে এতটা প্রচার লাভ করিতে পারে না। ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দে লিখিত নবদ্বীপের একটি অতীব মূল্যবান্ পুস্তকসূচিমধ্যে আমরা 'শব্দগোপীনাথে'র নাম দেখিয়াছি এবং আমাদের হস্তগত ৪৩০ লক্ষ্মণাব্দের অপর একটি সূচিতেও (*Ganganatha Jha R. I. Journal*, V, pp. 15-16) শব্দগোপী(নাথের) নাম আছে ('তালিকা পুস্তকবন্ধক নদীয়া')। সুতরাং গোপীনাথের গ্রন্থরচনাকাল ১৪৭৫-১৫০০ খ্রীঃ মধ্যে অবধারণ করাই যুক্তিযুক্ত।

জয়দেব মিশ্র (পক্ষধর) : 'মণ্যালোক'কার জয়দেবই গঙ্গেশের পরবর্ত্তী একমাত্র মৈথিল মহানৈয়ায়িক, যাঁহার টীকাগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নিজ মিথিলায় এবং বাহিরে ভারতের বহু প্রদেশে নানা উপটীকা ও টিপ্পনী রচিত হইয়া অন্যূন ২০০ বৎসর ব্যাপিয়া নব্যন্যায়ের এক পৃথক্ ও প্রবল সম্প্রদায় বিরাজমান ছিল। তিন খণ্ড 'আলোক' ব্যতীত (উপমানখণ্ড সর্ব্বত্র অপাঠ্য ও অপ্রাপ্য) তিনি বর্দ্ধমানের 'দ্রব্যপ্রকাশে'র টীকা (*I. O.*, I, p. 665), 'লীলাবতীবিবেক' নামে 'লীলাবতীপ্রকাশে'র

টীকা (ঐ, p. 668) এবং শশধরের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন (*S. B. Studies*, III, 136)। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র বাসুদেব মিশ্রের চিন্তামণিটীকায় 'প্রমাণপল্লব' নামক অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় —"অতএব প্রমাণপল্লবেপি অন্যোন্যাভাবগর্ব্বৈব হেতুরিতি সিদ্ধান্তিতং গুরুচরণেনাপীতি" (লণ্ডনের পুথি, ৩১।২)। কিন্তু 'আলোক' ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থ প্রচার লাভ করে নাই। প্রত্যক্ষ-খণ্ডের ও অনুমানখণ্ডের প্রারম্ভে তিনি পিতৃব্য 'হরিমিশ্র'কে স্বকীয় অধ্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু চিরপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তিনি যে যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপাধিবাদসিদ্ধান্তপ্রকরণের আরম্ভে 'যদ্ধর্ম্মেতি'-প্রতীকের ব্যাখ্যাস্থলে জয়দেব লিখিয়াছেন—"যথা চ ব্যঞ্জনবত্ত্বেতিপ্রসক্তির্ন দোষায় তথোক্তম্। এবং সতি তত্রাতিপ্রসঙ্গমাশঙ্ক্য তন্নিরাসপ্রয়াসগৌরবং চ গুরূণাং কিমর্থমিতি ন জানীমঃ" (অনুমানালোক, অস্মদীয় পুথির ৩৬।২ পত্র)। এ স্থলে পদ্মনাভ মিশ্র 'পক্ষধরোদ্ধারে' স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"এবমিতি। ব্যঞ্জনবত্ত্বেঽতিপ্রসঙ্গভয়ায় যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ৈর্যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকতা তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধনাব্যাপকতেতি লক্ষণার্থো নিরুক্তো ন চৈবং তত্র যাতি···" (পুণার পুথি, ৫৪।২ পত্র)। নরহরি, বাসুদেব মিশ্র ও পদ্মনাভের টীকা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া মিথিলায় যজ্ঞপতির পক্ষাবলম্বীদের সহিত তচ্ছাত্র অথচ তদ্বিরোধী জয়দেবের পক্ষীয়দের কৌতুকজনক বাদানুবাদ চলিয়াছিল, যদিও পরিশেষে জয়দেবের দলই সর্ব্বপ্রকারে জয়ী হইয়াছিল। দুই পক্ষের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিথিলার সারস্বত জীবনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা একটি বিস্ময়কর ঐতিহাসিক তথ্য যে, এই বাদানুবাদ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নব্যন্যায়ে মিথিলার গুরুগৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আলোকের পঠন-পাঠন মিথিলা হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া যায় এবং অপর একটি বিস্ময়জনক ঐতিহাসিক তথ্য এ যাবৎ কেহই লক্ষ্য করেন নাই যে, মিথিলার এই অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের গ্রন্থকে বাঙ্গালীরাই শেষ পর্য্যন্ত টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য ধারাবাহিক প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া নবদ্বীপ মহাপীঠে টীকা রচনা করিয়া আলোকের চর্চ্চাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অথচ গদাধরের সময়ে শিরোমণির চরম প্রতিষ্ঠা ভারতের সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে। নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় ঐ সকল মহারথিগণকে বাদ দিলে দাক্ষিণাত্যের শীর্ষস্থানীয় একমাত্র তর্কসংগ্রহকার অন্নম্ভট্টকে আমরা আলোকের টীকাকাররূপে পাই (R. 1536-7 সিদ্ধাঞ্জন-টীকার বিবরণ)। অন্নম্ভট্ট শিরোমণির উপরও 'সুবুদ্ধিমনোহরা' টীকা করিয়াছিলেন (R. 987, 1659, 4242)।

জয়দেব নিজেকে কখনও 'পক্ষধর' নামে গ্রন্থমধ্যে খ্যাপন করেন নাই—সমকালীনদের মধ্যে প্রতিভাসূচক এই উপনাম প্রচারলাভ করে। সুতরাং পূর্ব্বাপর সমস্ত লেখক ৩৪৫ লক্ষ্মণাব্দে অনুলিখিত বিষ্ণুপুরাণের লিপিকার 'অমরাবতী'নিবাসী 'শ্রীমৎপক্ষধর'কে যে জয়দেবের সহিত অভিন্ন ধরিয়া আসিতেছেন (*Hist. of Indian Logic*, p. 456 f.n.; ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩০, পৃ. ৫২৭-৮ প্রভৃতি), তাহা প্রমাদাত্মক। বিষ্ণুপুরাণ 'দ্রুত' নকল করার অবসর, প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য মহানৈয়ায়িকের থাকা সম্ভব নহে। জয়দেবের কালনির্ণয় অধুনা সহজসাধ্য। বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্ত্তী যজ্ঞপতির ছাত্র ১৪৫৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দমধ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন—পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে। শিরোমণির ন্যায়

তাঁহার খ্যাতি অতি সত্বর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই। পঞ্জীতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'সোদরপুর' নামক শ্রোত্রিয়বংশের 'ভৌরাল'-গ্রামী শাখায় তাঁহার জন্ম এবং সম্পর্কে তিনি সুবিখ্যাত শঙ্কর মিশ্রের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। বীজী হলায়ুধ মিশ্রের অধস্তন অষ্টম পুরুষ 'মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ' পঞ্জীপ্রবর্ত্তনকালে (১২৪৮ শকে) ১৩ জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়ের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনাথের পুত্র বরাহনাথ ভৌরাল-নিবাসী। তাঁহার তিন পুত্র, মহোপাধ্যায় হরিমিশ্র, গূনে মিশ্র ও বীভে মিশ্র। গূনের পুত্র মিশ্রনাথু ও 'মহামহো. মিশ্র পাখু' (প্রসিদ্ধ জয়দেব)। নাথুর চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র 'মহামহো. বাসুদেব মিশ্র' মিথিলাধিপতি মহেশ ঠকুরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বারভাঙ্গার পণ্ডিত রমানাথ ঝার পরমসৌজন্যে প্রাপ্ত এই সকল মূল্যবান্ প্রামাণিক পারিবারিক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণে পূর্ব্বোক্ত অভ্যুদয়কালই সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়। আশা করি, অতঃপর জয়দেবের কালবিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান হইবে। উপমান-প্রগল্ভীর একটি প্রাচীন অনুলিপির শেষে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত মনোহর শ্লোকে কোন অজ্ঞাত (মৈথিল) ছাত্র জয়দেবের স্বর্গপ্রাপ্তিতে শোকপ্রকাশ করিয়াছেন :—

> কুন্দাবদাতযশসা জগদেব লব্ধং
> সাধ্বীপথেন কবিতাপি গতা নতাঙ্গী।
> স্বর্লোকভাগিনি গুরৌ জয়দেবমিশ্রে
> রে তর্ক! কর্কশ! তবৈব ন কোপি পন্থাঃ॥

যজ্ঞোপাধ্যায়ঃ তত্ত্বচিন্তামণির প্রাচীনতম টীকাকারের এই চিরলুপ্ত নাম পুথির আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা কিয়ৎপরিমাণে কৃতার্থ হইয়াছি। ৪৩০ লক্ষ্মণাব্দের পুস্তকসূচিতে 'শব্দযজ্ঞে'র (অর্থাৎ যজ্ঞোপাধ্যায়রচিত তত্ত্বচিন্তামণির শব্দখণ্ডের টীকার) উল্লেখ আছে। পদ্মনাভের 'পক্ষধরোদ্ধারে'র অনুমানখণ্ডের এক স্থলে (২৫।২) 'যজ্ঞমতে'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তিনি অনুমানখণ্ডেরও টীকা করিয়াছিলেন। কুসুমাঞ্জলির টীকারম্ভে শঙ্কর মিশ্র যে পূর্ব্বতন 'মকরন্দ'-টীকার নাম করিয়াছেন, তাহা বহু পরবর্ত্তী রুচিদত্তের 'প্রকাশ-মকরন্দ' নিশ্চিতই নহে, পরন্তু অভিজ্ঞলিখিত টিপ্পনী অনুসারে 'যজ্ঞোপাধ্যায়কৃত'। তাঁহার অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৩৭৫-১৪০০ খ্রীঃ (*Ganganatha Jha R. I. Journal* V, pp. 13-22, অস্মল্লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

দেবনাথ ঠকুর তর্কপঞ্চানন ঃ অলঙ্কার, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ও গ্রন্থকার দেবনাথ 'তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকপরিশিষ্ট' নামে টীকা রচনা করিয়া নব্যন্যায়ে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন। ইহার অনুমানোপমান-পরিচ্ছেদের একটি পুথি পুণা হইতে আনাইয়া আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। দেবনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। ৪০০ লক্ষ্মণাব্দে (৪১০ নহে) তিনি 'মন্ত্রকৌমুদী' রচনা করেন এবং বার্দ্ধক্যে কোচবিহারের রাজা মল্লদেব নরনারায়ণের (১৫৫৫-৮৭ খ্রীঃ) সভায় থাকিয়া 'তন্ত্রকৌমুদী' রচনা করেন (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ. ৫০৭-৮)। কাব্যপ্রদীপ ও পূজাপ্রদীপকার সম্ভ্রান্ত 'ঘুসৌত'-বংশীয় গোবিন্দ ঠকুরের 'পঞ্চমসুত' দেবনাথ সম্ভবতঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'আলোকপরিশিষ্ট' রচনা করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধকামেশ্বরবংশের রাজত্ব লোপ পাইলে মিথিলার অবনতি দেখিয়া ভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

নরহরি উপাধ্যায়ঃ সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের পুত্র এবং যজ্ঞপতির ছাত্র জয়দেব অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। এই পিতৃভক্ত মহাপণ্ডিত 'দূষণোদ্ধার' গ্রন্থে পিতৃবিরোধী মত খণ্ডন করিয়াছিলেন :—

স্বক্ত্যা পিতৃচরণানামধিগতসিদ্ধান্তসারেণ।
শ্রীনরহরিণা ক্রিয়তে তাতমতে দূষণোদ্ধারঃ॥

এই অতি দুর্লভ গ্রন্থের পুথি পরীক্ষা করিয়া আমরা নব্যন্যায়ের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি। অনুমানখণ্ডের পুথি তাঞ্জোরে ও বরোদায় আছে এবং প্রত্যক্ষখণ্ডের একমাত্র খণ্ডিত পুথি লণ্ডনে আছে। উভয় খণ্ডই আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াছি। তিনি পদে পদে 'গুরুচরণাস্ত' বলিয়া পক্ষধর মিশ্রের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং পদ্মনাভ মিশ্রের 'পক্ষধরোদ্ধারে' নরহরির মতেরও খণ্ডন দৃষ্ট হয় (২৮।১ পত্র "তত্ পিতৃভক্তিমাত্রনিবন্ধনম্")। অনুমানখণ্ডে নরহরি 'প্রগল্ভে'র মত বহু স্থানে নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত ও দূষিত করিয়াছেন (তাঞ্জোরের পুথি, ১৪।১, ১৬।২, ৯।১, ১১।২, ১৪।২, ১১৬।২, ১১৯।১, ১২৬।২, ১৩৬।২) এবং তিন স্থলে (২৮।২, ৩১।২, ৩২।২ পত্রে) 'সার্ব্বভৌমপ্রলপিত' খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে শিরোমণির নামগন্ধও নাই, সুতরাং ১৪৭৫-১৫০০ খ্রীঃ মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়। নরহরিরচিত 'বৌদ্ধাধিকারে'র টীকা নেপালে আছে (*Darbar Cat.*, I. 61)। বাচস্পতি মিশ্রের বিরুদ্ধে নরহরি স্মৃতিশাস্ত্রে 'দ্বৈতনির্ণয়' রচনা করেন, 'মিথিলাগ্রন্থমালা'য় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।

ভগীরথ ঠক্কুরঃ (নামান্তর 'মেঘ') মাত্র ২০ বৎসর বয়সে জয়দেবের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান-রচিত দ্রব্যপ্রকাশ, গুণপ্রকাশ, কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ ও লীলাবতীপ্রকাশের 'প্রকাশিকা' টীকা রচনা করেন, নৈয়ায়িকসমাজে যাহা 'মেঘ' বা 'জলদ' নামে পরিচিত। বুঝা যায়, নিবন্ধপ্রকাশ, পরিশিষ্টপ্রকাশ ও বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশ তখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল। শেষোক্ত গ্রন্থ ভগীরথ পড়িয়াছিলেন (লীলাবতীমেঘ, চৌখাম্বা, পৃ. ৯), কিন্তু তাহার টীকা না করিয়া মূল বৌদ্ধাধিকারের টীকা করিয়াছিলেন (সোসাইটীসংস্করণে মুদ্রিত)। ভগীরথ ও শিরোমণি পরস্পরের গ্রন্থ দেখেন নাই। সুতরাং উভয়ে প্রায় সমকালীন এবং ১৫০০ সনের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ জীবিত ছিলেন। ৪৩০ লক্ষ্মণাব্দের পুস্তকসূচিতে (লীলাবতী-)জলদ, কুসুমাঞ্জলি-জলদ ও গুণ-জলদের উল্লেখ আছে এবং ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দের সূচিতে 'দ্রব্যমেঘ' ও 'গুণমেঘে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থরচনায় অধস্তন কালসীমা ১৫০৫ খ্রীঃ ধরা যায়। তিনি দ্বারভাঙ্গারাজ মহেশ ঠক্কুরের অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন।

মধুসূদন ঠক্কুরঃ পূর্ব্বোক্ত দেবনাথের সহোদর অর্থাৎ গোবিন্দ ঠক্কুরের সপ্তম পুত্র। তিনিও নানা শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তৎকৃত 'আলোককণ্টকোদ্ধার' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার 'মঙ্গলবাদ' মাত্র কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান, উভয় খণ্ডের পুথি সোসাইটীতে পরীক্ষা করিয়াছি। প্রত্যক্ষখণ্ডে বহু স্থলে (৪।১, ১২।২, ১৬।১ প্রভৃতি পত্রে) প্রগল্ভের সন্দর্ভ নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে এবং এক স্থলে (২৭।২ পত্রে) 'সূক্তিকণ্টকোদ্ধার' নামক স্বরচিত এক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। অনুমানখণ্ডে ৮ স্থলে 'গৌড়' মতের দূষণ আছে, তন্মধ্যে একটি

হইল সার্ব্বভৌমের 'কূট'-ঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ (২৩।১ পত্র), একটি (২৮।২) ব্যাপ্তিপূর্ব্বপক্ষপ্রকরণের সর্ব্বারম্ভে দীধিতিকারের সন্দর্ভ এবং আর একটি (৭১।২ পত্র) তর্কপ্রন্থীয় দীধিতির 'কেচিত্তু' কল্প। বাকী ৫ স্থল শিরোমণি কিম্বা সার্ব্বভৌমের গ্রন্থ হইতে গৃহীত নহে। পরন্তু তাঁহাদের সমকালীন অপর গৌড়ীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মিথিলায় মধুসূদনই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম শিরোমণির বচন উদ্ধৃত করেন। মধুসূদনের পিতাও নৈয়ায়িক ছিলেন—তিনি 'পিতৃচরণে'র ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন (অনুমান, ৭।২ পত্র)। ৪৩০ লক্ষ্মণাব্দের পুস্তকসূচিতে মধুসূদনের 'প্রত্যক্ষকণ্টকোদ্ধার' গ্রন্থের নাম আছে। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থরচনাকাল ১৫২৫ সনের পরে যাইবে না, যদিও তিনি ৪৩২ লক্ষ্মণাব্দে জীবিত ছিলেন। ঐ বৎসর তাঁহার নির্দ্দেশে 'পূজাপ্রদীপ' অনুলিখিত হইয়াছিল। তদ্রচিত স্মৃতিগ্রন্থের বিবরণ বাহুল্যবোধে এখানে পরিত্যক্ত হইল।

মহেশ ঠক্কুর : দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের আদিরাজ। তিনি 'আলোকদর্পণ' রচনা করেন, যাহার পুথি নানা প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আছে। তিনি শুচিকর পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন (*Hist. of Tirhut*, p. 161), স্বয়ং জয়দেবের নহে। অনুমান হয়, তাঁহার পঠদ্দশায় জয়দেব জীবিত ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থে প্রগল্‌ভের নামোল্লেখ আছে, সার্ব্বভৌম কিম্বা শিরোমণির নাম নাই।

মাধব মিশ্র : খাস্তর মিশ্রের পুত্র 'মহামহোপাধ্যায়' মাধব মিশ্রের 'আলোকদীপিকা'র প্রত্যক্ষখণ্ড দ্বারভাঙ্গা রাজগ্রন্থাগারে আছে এবং অনুমানখণ্ড তাঞ্জোরে আছে, (*Tanjore Cat.*, pp. 4523 4, লিপিকাল ১৬৩২ সম্বৎ)—আমরা এযাবৎ পরীক্ষা করার সুযোগ পাই নাই। তাঁহার পিতাও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন; রুচিদত্তের পুত্র রঘুপতি 'অনুমানমণিপরীক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন (সরস্বতীভবনের পুথি):—

ব্যাখ্যাস্তি গৌতমকণাদমতপ্রসঙ্গে
সর্ব্বত্র 'খাস্তরগুরো'র্গুণবত্যথাপি।

বর্ত্তমানে খাস্তর মিশ্রের কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না। উল্লিখিত চারি জন আলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৈথিল টীকাকার এবং তাঁহাদের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পরবর্ত্তী নহে। কারণ, ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তর্কসংগ্রহকার অন্নম্ভট্ট আলোকের 'সিদ্ধাঞ্জন' টীকায় ইঁহাদের নাম করিয়াছেন :—(R. 1536)

মৈথিলীং মহেশমধুসূদনমাধবাদেঃ
ব্যাখ্যাং শিরোমণিগিরামবসায় সারম্। (পঞ্চম শ্লোক)

যজ্ঞপত্যুপাধ্যায় : তদ্রচিত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য 'মণিপ্রভা' ও পঞ্জীতে উপলভ্যমান তাঁহার কুলপরিচয় না দেখিয়া বহু প্রামাণিক লেখক যজ্ঞপতির সময় ও পরিচয় বিষয়ে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন (ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ১৬-১৮)। তিনি গঙ্গেশের পৌত্র ও বর্দ্ধমানের পুত্র ছিলেন এবং পিতা বর্দ্ধমান অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাশালী ছিলেন, দীধিতির অনুমিতিপ্রভৃতি প্রকরণে দুরূহ 'উপাধ্যায়'-মত ব্যাখ্যাকালে নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ এই সকল গল্প করিতেন। শব্দকল্পদ্রুমের 'ন্যায়' শব্দে (পৃ. ১৭৯১) একটি গুরুপরম্পরা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তন্মতে যজ্ঞপতি গঙ্গেশ ও বর্দ্ধমান উভয়ের ছাত্র ছিলেন ("তয়োশ্ছাত্রৌ মণিমিশ্রযজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ৌ মণিপ্রভাকারৌ")!! প্রকৃত বিবরণ

সংক্ষেপে লিখিত হইল। 'প্রত্যক্ষপ্রভা'র বঙ্গাক্ষর প্রতিলিপি প্যারিসের বিখ্যাত জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আমরা বহু চেষ্টার পর তাহার চিত্রাবলী আনাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। গ্রন্থারম্ভ এই :—

কনকনিকষভাসা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো
নবকুবলয়দামশ্যামবর্ণোঽভিরামঃ।
অভিনব ইব বিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ
শময়তু মম তাপং সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ॥
তাতগ্রন্থপরিপ্রাপ্তসিদ্ধান্তশিবমুষ্টিনা।
ক্রিয়তে যজ্ঞপতিনা তত্ত্বচিন্তামণেঃ প্রভা॥

বুঝা যায়, তাঁহার পিতৃরচিত অজ্ঞাত গ্রন্থ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া যজ্ঞপতি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অনুমানখণ্ডের প্রতিলিপি দ্বারভাঙ্গা রাজগ্রন্থাগারে আছে। মঙ্গলাচরণশ্লোকের প্রথমাংশ ত্রুটিত; শেষার্দ্ধ এই,

স হরতু দুরিতং মে মৈথিলীদাশরথ্যো-
র্নিভৃতমিলদপাঙ্গজ্যোতিষোঃ কোপি ভাবঃ॥

দ্বিতীয় শ্লোক :— অনুসৃত্য মতং সম্যক্ পিতুঃ 'শিব(প)তে'র্ময়া।
অনুমানপরিচ্ছেদে প্রভা সংপ্রতি তন্যতে॥

পুত্র নরহরির গ্রন্থে যজ্ঞপতির প্রপিতামহ 'দর্পণ'কার বটেশ্বরের নাম আমরা পাইয়াছি। পঞ্জী অনুসারে শিবপতির পিতার নাম পশুপতি। বিখ্যাত শঙ্কর মিশ্র যজ্ঞপতির (বয়োজ্যেষ্ঠ) ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিলেন। যথা,
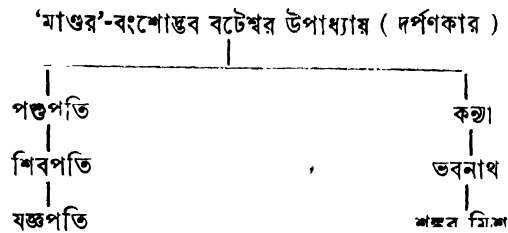
তাঁহার অভ্যুদয়কাল নিম্নলিখিত প্রমাণবলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যায়। প্রগল্ভাচার্য্য, জয়দেব এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌম যজ্ঞপতির মত খণ্ডন করিয়াছেন। অনুমানপ্রগল্ভীতে যজ্ঞপতির নামোল্লেখ আছে (৬২।২ ইতি 'যজ্ঞপতয়ঃ'—তত্র প্রগল্ভাশ্চিন্তয়ন্তি, ৬৩।১) এবং বহুতর স্থলে নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহার বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে। আলোকেও তদ্রূপ। সার্ব্বভৌম অনুমানমণিপরীক্ষায় ৫২ বার নামোল্লেখপূর্ব্বক অতি তীব্র ভাষায় তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং যজ্ঞপতির গ্রন্থ-রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিতে হইবে। পক্ষান্তরে, যজ্ঞপতি বাচস্পতি মিশ্রের পরে তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই মূল্যবান্ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল। প্রত্যক্ষপ্রভার প্রামাণ্যবাদে দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তির ব্যাখ্যায় যজ্ঞপতি লিখিয়াছেন : (প্যারিসের

পুথি, ২৩-২৪ পত্র) "অন্যে তীশ্বরজ্ঞানেন সিদ্ধসাধনবারণায় তদাদায়াসম্ভবস্য চ বারণায় তজ্জ্ঞান-বিষয়সমানাধিকরণজ্ঞানাজন্যসমানাধিকরণজ্ঞানগ্রাহ্যমিতি সাধ্যং বর্ণয়ন্তি।" নরহরির প্রত্যক্ষদূষণোদ্ধারে (২৯।২ পত্র) ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সমানাধিকরণপদ প্রক্ষেপদ্বারা সমাধান অবিকল বাচস্পতি মিশ্রের 'প্রত্যক্ষমণিপ্রকাশে' (কাশীর পুথি, ১০।২ পত্র) পাওয়া যায় এবং ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ 'প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী'তে (৩১।২) "উপাধ্যায়-বাচস্পতিমিশ্রয়োর্মতং নিরাচষ্টে" বলিয়া ইহা যে বাচস্পতি মিশ্রের নিজস্ব ব্যাখ্যারূপে নবদ্বীপের নৈয়ায়িকসমাজেও প্রচারিত ছিল, তাহা স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন। সুতরাং যজ্ঞপতির গ্রন্থরচনাকাল ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে, অনুমান করা যায়। বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়গ্রন্থসমূহ 'যৌবনে' (১৪২৫-৪০ খ্রীঃ মধ্যে) রচিত হইয়াছিল, ইহা তাঁহার নিজের উক্তি।

রুচিদত্তঃ মূল তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'প্রকাশ' নামে প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। তন্মধ্যে অতিদুর্লভ উপমানখণ্ডের টীকাও আছে (*Tanjore Cat.*, p. 4582)। শব্দখণ্ডের টীকা মূল সহ 'কাশীবিদ্যাসুধানিধি'তে (৬-৮ খণ্ডে) বালশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ সম্পাদিত হইয়াছিল। তিনি 'নানাগুরু-মুখাম্বুজাৎ' (অনুমানখণ্ডের প্রারম্ভে) অধ্যয়ন করিলেও তাঁহার প্রধান ন্যায়গুরু ছিলেন জয়দেব (অর্থাৎ পক্ষধর—প্রত্যক্ষখণ্ড, দ্রব্যপ্রকাশবিবৃতি ও লীলাবতীটীকা দ্রষ্টব্য)। তিনিই জয়দেবের সর্ব্বোচ্চ গুরুমর্য্যাদাসূচক 'জগদ্‌গুরু' পদ উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দখণ্ডের টীকায় পদে পদে জয়দেবের ব্যাখ্যা প্রায় অবিকল অনূদিত হইয়াছে। মণিপ্রকাশ ব্যতীত তদ্রচিত 'কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশমকরন্দ' বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে, 'দ্রব্যপ্রকাশবিবৃতি'র কিয়দংশ কিরণাবলীর সোসাইটী-সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'লীলাবতী-বিলাস' (ইহাও বর্দ্ধমানের উপর টীকা) আবিষ্কৃত হইয়াছে (R. 5124)। রুচিদত্তের প্রকাশ নবদ্বীপসমাজে প্রচারলাভ করে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহার বহুল প্রচার হয় এবং দাক্ষিণাত্যের বহু প্রধান পণ্ডিত তদুপরি ব্যাখ্যা রচনা করিয়া নব্যন্যায়ের এক পৃথক্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঞ্জোরের পুথিশালায় মণিটীকার মধ্যে রুচিদত্তীয়ের প্রতিলিপিসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সেখানে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র, তৎপুত্র রামকৃষ্ণাধ্বরী, বৈদ্যনাথ দীক্ষিত, তার্ক্ষ্যনারায়ণ ও অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত-রচিত রুচিদত্তীয়ব্যাখ্যাগ্রন্থের পুথি রক্ষিত আছে (*Tanjore Cat.* pp. 4584-4602)। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় বস্তু। রুচিদত্তের গ্রন্থরচনাকাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না।

বাচস্পতি মিশ্রঃ মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই স্মার্ত্ত গ্রন্থকার ন্যায়শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণ যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা ইংরাজী প্রবন্ধে মুদ্রিত করিয়াছি (*Ganganatha Jha R. I. Journal*, IV, pp. 295-312)। সারাংশ এখানে লিখিত হইল। পিতৃভক্তিতরঙ্গিণীতে তিনি লিখিয়াছেন :

> শাস্ত্রে দশ স্মৃতৌ ত্রিংশৎ প্রবন্ধাঃ যেন যৌবনে।
> নির্ম্মিতাস্তেন চরমে বয়স্যেষ বিনির্মমে ॥

'কৃত্যপ্রদীপে'র শেষে আত্মপরিচয়স্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

> বংশে জাতঃ কলুষরহিতে কর্মমীমাংসকানাম্
> অন্বীক্ষায়াং গুরুকরুণয়া লব্ধতত্ত্বাববোধঃ। ইত্যাদি।

তদ্রচিত ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী এই :—

১। 'ন্যায়-(বা নয়-) তত্ত্বালোক' নামে বিস্তৃত গৌতমসূত্রবৃত্তি—ইহার একমাত্র খণ্ডিত বঙ্গাক্ষর প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে। তত্ত্বালোককারের ব্যাখ্যাবচন পরবর্ত্তী কোন কোন নৈয়ায়িক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহার প্রমাণ-পঞ্জীতে তরণি মিশ্র, ন্যায়লোচনকৃৎ, সন্দলোপাধ্যায় ও খণ্ডনোদ্ধারকারের নাম উল্লেখযোগ্য। সূত্রপ্রধানের এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থে গঙ্গেশের প্রণালী স্থানে স্থানে অবলম্বিত হইলেও নব্য-ন্যায়ের ক্রমোন্নতির ফলে ইহার প্রচার ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়।

২। 'ন্যায়সূত্রোদ্ধার': সূত্রপাঠের পৃথক্ সূচি। ইহার মতে মোট সূত্রসংখ্যা ৫৩১, আদি বাচস্পতির মতে ছিল ৫২৮।

৩। 'ন্যায়রত্নপ্রকাশ': মণিকণ্ঠের ন্যায়রত্নের টীকা। ইহা চৌহাণিবংশীয় 'পাঞ্চাল'রাজ বীর্য্যভানুর পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের মহিষী পদ্মাবতীর আদেশে রচিত। বাচস্পতি কেন মিথিলা ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতপরিচয় পঞ্চালরাজসভার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহার রহস্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

৪-৬। 'প্রত্যক্ষনির্ণয়,' 'অনুমাননির্ণয়' ও 'শব্দনির্ণয়' নামে তিনটি পৃথক্ প্রকরণ বাচস্পতি রচনা করিয়াছিলেন। তাহা এখন লোপ পাইয়াছে, কেবল অনুমাননির্ণয়ের প্রতিলিপি, বোধ হয়, নেপালে আছে (*Nepal Cat.*, I, p. 94)।

৭। 'খণ্ডনোদ্ধার,' কাশীর 'পণ্ডিত' পত্রিকায় (১৯০৩-৭ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ন্যায়মতে শ্রীহর্ষের খণ্ডনগ্রন্থের প্রত্যুত্তর। ইহা বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বাচস্পতি মিশ্রের সূক্ষ্মবিচার-পূর্ণ দার্শনিকতা এই একটি গ্রন্থ দ্বারাই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম বেদান্তভক্ত হইয়া এই গ্রন্থের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক সময়ে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন :—

'বাচস্পতি-শঙ্করয়ো'র্গৌতমকৃতবুদ্ধিশাস্ত্রগর্ব্বিতয়োঃ।
নির্বাপয়ামি গর্ব্বমেকং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় ॥

৮-৯। 'চিন্তামণিপ্রকাশে'র প্রত্যক্ষখণ্ড মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমানখণ্ডও লিখিত হইয়াছিল, প্রমাণ আছে।

১০। তাঁহার দশম দর্শনগ্রন্থ অজ্ঞাত—বোধ হয়, লীলাবতীর টীকা। বাচস্পতি মিশ্র ঐ শতাব্দীর একমাত্র 'পরমগুরু' বলিয়া পঞ্জীগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে যজ্ঞপতি ও তদীয় ছাত্র জয়দেবের নব্যন্যায়ে অসাধারণ প্রতিভা ও অদ্ভুত কীর্ত্তি দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রে স্বকীয় প্রতিষ্ঠার পরাভব প্রত্যক্ষ করিয়া, পিতৃভক্তিতরঙ্গিণীর শেষে করুণস্বরে গাহিয়াছেন :—

পদবাক্যমাননিপুণাঃ করতলকুবলয়ায়মানবিশ্বদৃশঃ।
অবলোকয়ন্ত কৃতিমিমাং করুণাবরুণালয়েন হৃদয়েন ॥

খণ্ডনোদ্ধারের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিশ্লোকে বিজৃম্ভমাণ প্রতিভার স্ফূর্ত্তি তখন একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থ হইতে বাচস্পতি মিশ্রের বিস্তৃত কুলবিবরণ ও 'পরিচয়পত্র' মুদ্রিত হইয়াছে (স্বদেশ, ১ম বর্ষ, ৩য় অঙ্ক, পৃ. ১৩৭-৪৪)। পারিবারিক ইতিহাসের কিরূপ অপূর্ব্ব উপকরণসম্ভার পঞ্জীতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে এবং তদ্দ্বারা সমকালীন ইতিহাসে কত দূর অলোকপাত হইতেছে, এই

পরিচয়পত্র তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাচস্পতি বাৎস্যগোত্র 'পলিবাড়' বংশের 'সমৌলি' শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। চারি পত্নীতে তাঁহার ৮ পুত্র ও ১ কন্যা হয় এবং তাঁহার পৌত্রসংখ্যা অন্যূন ২৮। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনাথ মহামহোপাধ্যায় রুদ্রধর উপাধ্যায়ের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। অর্থাৎ রুদ্রধর যে বাচস্পতির বয়োজ্যেষ্ঠ সমকালীন ছিলেন, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। বাচস্পতি সম্পর্কে শঙ্কর মিশ্রের ভায়রা ও ভগ্নীপতি ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র মহোপাধ্যায় শ্রীহরি মিশ্রের কন্যার বিবাহ হয় মহামহোপাধ্যায় শুচিকর উপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁহার অভ্যুদয়কাল এখন সহজেই নির্ণয় করা যায়। অনুমান ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি প্রায় ১৪২৫ সন হইতে গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন এবং ৫০ বৎসর পরে প্রায় ১৪৭৫ সনে চরম বয়সে পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন। তাঁহার প্রথম পত্নী সম্পর্কে মহারাজ ভৈরব সিংহের জ্ঞাতিভগ্নী ছিলেন। ভৈরব সিংহ ও রামভদ্রের সভায় তাঁহার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শঙ্কর মিশ্র: বাচস্পতির ন্যায় তিনিও ন্যায়শাস্ত্রের ও স্মৃতির বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তদ্রচিত কাব্য-নাটকও পাওয়া যায়। তদ্রচিত ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থসমূহের সূচি মাত্র প্রদত্ত হইল।

(১) 'বাদিবিনোদ' প্রকরণ, ৫ উল্লাসে সমাপ্ত (মুদ্রিত)। (২-৩) 'ভেদপ্রকাশ' (মুদ্রিত) ও অভেদধিক্কার। (৪) কণাদরহস্য (মুদ্রিত)। (৫) ত্রিসূত্রীনিবন্ধব্যাখ্যা। (৬) কুসুমাঞ্জলি-আমোদ। (৭) আত্মতত্ত্ববিবেককল্পলতা (মুদ্রিত)। (৮) কিরণাবলীনিরুক্তিপ্রকাশ (বিলুপ্ত, কণাদরহস্যে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৭)। (৯) বৈশেষিকসূত্রোপস্কার (মুদ্রিত)। (১০) খণ্ডনটীকা (মুদ্রিত)। (১১) লীলাবতীকণ্ঠাভরণ (মুদ্রিত)। (১২-১৪) মণিময়ূখ—প্রত্যক্ষ ও অনুমানখণ্ড অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। শব্দখণ্ডের একটি প্রতিলিপি জম্বুর রঘুনাথজীর মন্দিরে ছিল (*Stein's Cat*, p. 144, পত্রসংখ্যা ৫৫)।

শঙ্কর মিশ্রের 'মণিময়ূখ' যজ্ঞপতি ও জয়দেবের প্রতিভার নিকট ম্লান হইয়া যায়। নব্যন্যায়ের সর্ব্বাতিশায়ী মণিপ্রস্থানে তাঁহার কৃতিত্ব নাই বলিলেই চলে। শঙ্কর মিশ্রের নাম কিম্বা সন্দর্ভ গৌড়-মিথিলার কোন মণিটীকাকার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু কিরণাবলী ভিন্ন অন্য প্রস্থানে তাঁহার কৃতিত্ব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দের পুস্তকসূচিতে 'পূর্ব্বখণ্ডন শঙ্করমিশ্রে'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৪৩০ লক্ষ্মণাব্দের সূচিতেও 'বৌদ্ধাধিকার-শঙ্করমিশ্রে'র উল্লেখ আছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, সূচিতেও শুধু 'মিশ্র' বলিতে জয়দেবকেই বুঝায়, শঙ্কর কিম্বা বাচস্পতিকে নহে। বৌদ্ধাধিকারের টীকায় শঙ্কর মিশ্র জ্ঞানশ্রী, রত্নকীর্ত্তি প্রভৃতি উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বুঝা যায়, তাঁহার সময়ে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ৫০ বৎসর পরে মণিপ্রস্থানের অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এক যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়া প্রাচীন গ্রন্থের ধ্বংস সাধিত হয় এবং নৈয়ায়িকের প্রতিভা কেবল বিচারের সূক্ষ্মতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ভগীরথ ও শিরোমণির সময়ে বৌদ্ধগ্রন্থের আর অস্তিত্ব ছিল না। শিরোমণির টীকায় (পৃ. ২৯৬) জ্ঞানশ্রী শব্দের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, যদিও সকল পুথিতে তাহা নাই।

শঙ্কর ও বাচস্পতি সম্পর্কে শ্যালাভগ্নীপতি ও ভায়রাভাই এবং একান্তভাবে সমকালীন ছিলেন। শঙ্করও প্রায় ১৪০০ খ্রী: জন্মগ্রহণ করেন। ১৪১০ শকেও (১৪৮৮-৯ খ্রী:) তিনি জীবিত ছিলেন—

নেপালে একটি তাৎপর্য্যটীকার পুথি আছে, যাহা ঐ সনে 'গৌড়ীয়াম্বষ্ঠ' বাসুদেব কর্ত্তৃক "সর্ষপগ্রামে মহামহোপাধ্যায়-সন্মিশ্র-শ্রীমচ্ছঙ্করাণাং চৌপাড্যাং" অনুলিখিত হইয়াছিল (*Nepal Cat.*, I., p. 49)। তিনি সুবিখ্যাত 'সোদরপুর' বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মিথিলার পঞ্জীতে তাঁহার কুলবিবরণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। খণ্ডনটীকায় তিনি প্রগল্ভাচার্য্যের একজন প্রধান উপজীব্য ছিলেন এবং তদীয় 'ভেদপ্রকাশে'র ১৫১৯ বিক্রমাব্দের (১৪৬২ খ্রী:) পুথি জম্মুর রঘুনাথজীর মন্দিরে রক্ষিত ছিল (*Stein's Jammu Cat.*, p. 327-8)। শঙ্করের জীবদ্দশায় অনুলিপীকৃত এই মূল্যবান্ পুথি পূর্ব্বে কাশীর এক পণ্ডিতগৃহে রক্ষিত ছিল (*Hall : Index*, p. 85)। ১৪৩০-৫০ খ্রী: তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল অনুমান করা যায়। অতি বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে এবং তাঁহার পিতা ভবনাথই তাঁহার বিদ্যাগুরু ছিলেন, প্রমাণ আছে।

মিথিলার সুবর্ণযুগের উল্লিখিত ১৪ জন নৈয়ায়িকের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে 'নব্যন্যায়' অথবা তর্কশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণার উদ্ভব হয়। বর্দ্ধমান এবং ভগীরথ ব্যতীত সকলেই তত্ত্বচিন্তামণির অথবা মণ্যালোকের টীকা রচনা করিয়াছেন। সুতরাং মণিগ্রন্থই হইল নব্যন্যায়ের প্রধান আকর এবং মিথিলায় তদুপরি টীকা রচনা প্রায় ১৪০০ খ্রী: হইতে আরম্ভ হয়। তৎপর বৈশেষিকদর্শনের প্রকরণ ন্যায়লীলাবতী এবং উদয়নাচার্য্যের প্রকরণত্রয় বৈশেষিকভাষ্যের টীকা কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি এবং বৌদ্ধাধিকার প্রায় তুল্যরূপে আকরমধ্যে পরিগণিত ছিল। নব্যন্যায়ের পণ্ডিতমাত্রই তজ্জন্য আবহমান কাল 'ন্যায়বৈশেষিকাচার্য্য' উপাধি বহন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ ক্রমশঃ হতাদর হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত পক্ষপাত হেতু বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়সূত্রের এবং শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিকসূত্রের টীকা করেন। প্রাচীন ন্যায়ের ভক্ত শঙ্কর মিশ্র ত্রিসূত্রীনিবন্ধেরও টীকা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীহর্ষের খণ্ডনগ্রন্থ নব্যন্যায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলকথা, গঙ্গেশ ও তৎপুত্র বর্দ্ধমানের গ্রন্থাবলীই নব্যন্যায়ের ভিত্তিস্বরূপ ছিল এবং জাগতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মণিপ্রস্থান বিরাট্ সৌধে পরিণত হইলে অন্যান্য প্রস্থানের বিলোপ না হইলেও তুলনায় বহু অবনতি ঘটিয়াছিল। নব্যন্যায়ের গৌড়ীয় শাখার বিবরণে ইহার সম্যক্ সমর্থন পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন প্রস্থানের আলোচনা যত দিন নব্য-নৈয়ায়িকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তত দিন দার্শনিক যে-কোন বিষয়ে তাঁহাদের বিচারনৈপুণ্য ও সিদ্ধান্তনির্ণয়ের পরিপাটী পণ্ডিতমাত্রকেই আকৃষ্ট করিত। ইহাই নব্যন্যায়ের এত দীর্ঘকালব্যাপী অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ।

প্রথম অধ্যায়

শিরোমণির পূর্ব্বযুগ

১। নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের উৎপত্তি-কথা

বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজেরই ইতিহাস। কেন্দ্রীভূত এই মহাসমাজের অন্তর্গত থাকিয়া বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক্ বিদ্যাসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই নব্যন্যায়ের চর্চ্চা অল্পবিস্তর প্রসারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু নবদ্বীপের বাহিরে একমাত্র কাশীধাম ব্যতীত কোন সমাজে গ্রন্থকারপদবাচ্য নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নাই, যদিও সর্ব্বত্রই অধ্যাপনাশীল মহাপণ্ডিত নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন। কাশীধামও নব্যন্যায়ে নবদ্বীপেরই শাখাকেন্দ্র বলিয়া পরিগণ্য। নবদ্বীপের এই গুরুগৌরব শিরোমণির সময় হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার মূলোৎপত্তি বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং বহু মনীষীর দীর্ঘ সাধনার ফলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল।

চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের প্রথম উৎপত্তি একজন সিদ্ধ যোগীর হস্তে হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীতে নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে কোন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র এই বিদ্যাসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে ১৩টি প্রশ্নমালা একটি পত্রে লিপিবদ্ধ করেন—একটি ন্যায়ের পুথিতে ঐ পত্র আমরা পাইয়াছি। প্রথম তিনটি প্রশ্ন এই :—

"নবদ্বীপ যে যোগী আসিয়া পোড়ামা স্থাপন করেন তাহার নাম কি।১॥ তিনি কোন্ দেশ হইতে আইসেন এবং কোন্ শাস্ত্রব্যবসায়ী।২॥ তাহার ছাত্র কোন্ কোন্ ব্যক্তি।৩॥" বর্ত্তমানে উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইলেও আমরা যথাসাধ্য প্রশ্নত্রয়ের আলোচনা করিব। অদ্যাপি নবদ্বীপের বৃদ্ধগণ 'পোড়ামা'র উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ এবং পরস্পরবিরোধী গল্প করিয়া থাকেন। গল্পগুলি সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করা উচিত—কিন্তু কেহই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সহস্র সহস্র ছাত্রমণ্ডলী আসিয়া যুগ যুগ ধরিয়া যাহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া গিয়াছে, সেই সিদ্ধপীঠের মাহাত্ম্য অদ্যাপি সম্যক্ কীর্ত্তিত হইল না, ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়।

নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ২৩-২৫ ; ২য় সং, পৃ. ৯৯-১০০) যে প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদনুসারে "লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির প্রায় শত বৎসর পরে" (অর্থাৎ প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে) দক্ষিণাকালী-মন্ত্রে সিদ্ধ একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পোড়ামা স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন, এ কথা তাহাতে নাই। তাঁহার নাম কিম্বা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ব্রাহ্মণকুমারের নামও তাহাতে নাই। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও আছে, নবদ্বীপে পীঠস্থাপনের কাল '১৩শ কি ১৪শ শতাব্দী' (পৃ. ৫৪)। নবদ্বীপমহিমা গ্রন্থে অন্যান্য বিবরণ দ্রষ্টব্য—বহুজনসম্মত নবদ্বীপের স্থানীয় প্রবাদরূপে তাহা গ্রহণীয়। নবদ্বীপের বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়ের পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় 'নবদ্বীপ ও নবদ্বীপ-সমাজ' শীর্ষক কতিপয় প্রবন্ধ 'মণ্ডলাই' হইতে প্রকাশিত 'তারা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন (২য়-৩য় বর্ষ, ১৩১৬-১৭ সন)। তাহার প্রথম সংখ্যায় 'পোড়ামা'র উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

সন্ন্যাসীর নাম ছিল 'বৃহদ্রথ,' তিনি পশ্চিমদেশীয় রাজা ছিলেন, কাশীতে দণ্ডী হইয়া শিলাখণ্ড ও ঘট সহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নবদ্বীপে আসিয়া 'চিনেডাঙ্গার নরহরি'কে সিদ্ধ মন্ত্র দান করেন প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। পরে, নদীয়াকাহিনী গ্রন্থে তাহার সারাংশ লিখিত হইয়াছে। মতান্তরে, স্বয়ং বাসুদেব সার্ব্বভৌমই দেবীর প্রথম কৃপাপাত্র ছিলেন (নবদ্বীপমহিমা, ২য় সং, পৃ. ১২১-৩)। এ স্থলেও সন্ন্যাসী শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন, বলা হয় নাই। এই সকল প্রবাদ কাহার নিকট কোন্ সূত্রে সংগৃহীত হইয়াছিল জানা যায় না—সমস্তই কল্পিত বলিয়া সন্দেহ হয়, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর ও তাঁহার শিষ্যের সঠিক নামোল্লেখ। লক্ষ্য করা আবশ্যক, সার্ব্বভৌম অথবা তাঁহার পিতার সময়ের ঘটনা খ্রীঃ ১৪০০ সনের পরবর্ত্তী এবং তৎকালে নিঃসন্দেহ নবদ্বীপ জনবহুল জনপদে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

পর্য্যটক ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন (*Travels of a Hindoo*, 1869, **Vol. I, p. 26**), বিল্বগ্রাম ও ধাত্রীগ্রামনিবাসী দুই জন সন্ন্যাসী প্রথম অরণ্যময় নবদ্বীপে আসিয়া সাধনাবলে সরস্বতীর সাক্ষাৎলাভ করেন। পরে, 'রাজা কাশীনাথ' তিন ঘর ব্রাহ্মণ ও ৯ ঘর কৃষক সহ নবদ্বীপে প্রথম বাসস্থাপন করেন—তৎপ্রদত্ত অগ্নিদাহে নিবিড় অরণ্যের সহিত দেবীর বটবৃক্ষও দগ্ধ হইয়া যায়। ভোলানাথ ১৮৪৪ সনে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুত কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক্—সাক্ষাৎ সরস্বতীর কৃপালাভে কৃতার্থ বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদ্বারা সারস্বত সমাজের আদিস্থান নবদ্বীপের আবিষ্কারবার্ত্তা চিত্তাকর্ষক বটে। নবদ্বীপের উপর সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টির প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। 'বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণী'কার সুবিখ্যাত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপনিবাসী কাশীনাথ চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র ছিলেন বলিয়া কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে এবং তিনি নবদ্বীপের 'মহাধ্যাপক' ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন। রাঘবেন্দ্র প্রথম জীবনে সম্ভবতঃ নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করিতেন এবং চিরঞ্জীবের নবদ্বীপেই জন্ম হয়। 'বাল্যে' লিখিত 'মাধবচম্পূ'র শেষে চিরঞ্জীব নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

বাগ্দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
দ্বীপপ্রাপ্তজনেরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।
বিদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্ভাব্যা মমৈষা কৃতি-
র্বিদ্বদ্ভিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য তৈঃ ॥

এই শ্লোকে নবদ্বীপের বিশেষণ পদটি প্রণিধানযোগ্য—সরস্বতীর বরে চিরস্থায়ী রচনা দ্বারা যে নবদ্বীপ দেদীপ্যমান ছিল, সেখানে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য বর্ণনা করাই চিরঞ্জীবের উদ্দেশ্য ছিল।

গদাধরবংশীয় শ্রীরামগোপাল তর্কতীর্থের নিকট আমরা পোড়ামার ইতিবৃত্ত ভিন্নরকম শুনিয়াছি। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বহু পূর্ব্বে জনৈক (ভবানন্দ?) সিদ্ধান্তবাগীশ দক্ষিণাকালীর সাধক ছিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধ অপর এক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার হয়—পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ীর মন্ত্রশিষ্য হইবেন, ইহাই ছিল উভয়সম্মত সময়বন্ধ। সিদ্ধান্তবাগীশ পরাজিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে তাঁহার ইষ্টকালয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল এবং মন্দিরমধ্যে ইষ্টদেবীর করালমূর্ত্তি তাঁহার দর্শনগোচর হইল—দেবীর ক্রোড়দেশে গোপাল উপবিষ্ট! অগ্নিনির্ব্বাপণের

জন্ত মন্ত্রশোধিত জল নিঃক্ষেপ করার ফলে সাধক স্বয়ং বাঁচিয়া গেলেন এবং ভস্মীভূত মন্দিরের দুইটি মাত্র ইষ্টকখণ্ড অবশিষ্ট রহিল। ঐ ইষ্টকখণ্ডদ্বয়ই অদ্যাপি দেবীর আধার হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি ঘটস্থাপন করিয়া পূজা হয়। মহেশ ন্যায়রত্নের লেখানুসারে এই আদি পণ্ডিতের নাম ছিল 'রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ' এবং তিনিই ছিলেন তাঁহার মতে, কুসুমাঞ্জলির 'রামভদ্রী'-টীকাকার (Brief Notes on the Modern Nyaya System of Philosophy and its technical terms, p. 5)।

সুপ্রসিদ্ধ কিশোরীচাঁদ মিত্র বাঙ্গলার প্রধান জমীদারবংশের ইতিহাস প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত করেন। নদীয়ারাজের বিবরণমধ্যে (*Cal. Review*, Vol. 55, 1872, p. 97) তিনি নবদ্বীপে ন্যায়চর্চার যে অতি বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ না করিয়া অবিকল উদ্ধৃত হইল।

Soon after the foundation of Nadiya ABDIHODH YOGI migrated there from the Upper provinces and settled on the banks of the *Bhagirathi*. He was the first to set up a school of logic, for the cultivation of which the city has since been famous. His principal disciples were SANKAR TARKABAGIS and BAYPTI SIROMANI, both of whom wrote several works on logic.

VASUDEV SARBWABHAUMA was the founder of another *Chatuspathi* or regular school of Logic in the village of *Vidyanagar* in the vicinity of Nadiya. Of the numerous students who matriculated at the *Chatuspathi* the most distinguished were RAGHU RAMA and RAGHUNATH SIROMANI.

সংস্কৃতগ্রন্থের সহিত যাঁহাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই, তাঁহারাই কলিকাতার প্রাসাদে বসিয়া এ-জাতীয় আজগুবী চালাইতে সাহস করেন। নবদ্বীপের আদি পণ্ডিতের নাম ছিল 'শঙ্কর তর্কবাগীশ' ও 'ব্যাপ্তি (?) শিরোমণি,' উভয়ে কতিপয় ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, আর সার্ব্বভৌমের প্রধান ছাত্র ছিলেন 'রঘুরাম'—ইহা অলীক কল্পনামাত্র। যোগীর নামটি যে আকারে মুদ্রিত হইয়াছে ('অব্দিহোঢ়'), কাহার সাধ্য—প্রকৃত শব্দটা ('অবধূত' অর্থাৎ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী) বুঝিতে পারে। যে প্রবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী পশ্চিমদেশীয় এক অবধূতকর্তৃক আদি বিদ্যাপীঠ স্থাপনের কথা আছে। এই প্রবাদের মূল ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি ইংরাজী প্রবন্ধ—ঐ সময়ে সুবিখ্যাত শঙ্কর তর্কবাগীশ জীবিত ছিলেন এবং Sir William Jones সাহেব ঐ সময়ে নবদ্বীপে যাতায়াত করিয়া তত্রত্য পণ্ডিতদের সহিত আলোচনা করিতেন। অনুমান হয়, Jones স্বয়ং কিম্বা তাঁহার কোন সহচর সাহেব নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত হইল (*Calcutta Monthly Register* for January 1791, cited by Rev. J. Long in *Calcutta Review*, Vol. XXV, July 1855, pp. 112-3)।

The joguy or fakeer Abdehoad, has the glory of being its founder, it is said, upwards of four hundred years ago. The tradition is, that the place being a perfect jungle or uncultivated forest, Abdehoad retired into it to lead a life of devotion and abstinence. His residing there, induced two or three other persons to build huts there. The place soon began to wear a flourishing aspect, when it appeared, that this holy man was, in a most

distinguished manner, an *object of the divine favour. He was inspired with* a perfect knowledge of the Sciences, without any application or study, and his benevolence induced him to impart to his neighbours the supreme happiness which he derived from the gift. As he described the nature of it to them, they expressed so great a desire to partake of it, that he offered to instruct them in it. The success attending this generous undertaking, was so remarkable, that it is believed to have been preternatural.

By the time he had read one leaf to them, they comprehended what would have filled ten. They soon read and transcribed all that he had committed to writing; and with the utmost facility composed new works of their own; about this time the place began to engage attention fortunately of the Rajah or principal person. His name was Roghow Roy a Brahman of the sect Gaur. This illustrious person visited the fakeer's school, and became one of his disciples. He afterwards patronised the seminary and made it a regular and permanent institution. He in a princely manner endowed it with lands, for entertaining masters and students, building houses at the same time for their accommodation. He also bestowed prizes upon certain degrees of proficiency in literature; for example, he that could explain the *Nea Shaster*, received from the Rajah a cup filled with gold mohurs, and he that explained any other of the shasters, received a cup filled with rupees. In short, the Rajah's liberality and the fakeer's supernatural knowledge, soon rendered Nuddeah the most frequented as well as the most learned university in the East. It has been, and is this day, peculiarly celebrated as a school of philosophy.

এই মূল্যবান্ বিবরণে আদিযোগী 'অবধূত'কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের প্রথম স্থাপনার সহিত রাজা রাঘব রায়ের রাজত্বকালীন অনেক পরবর্ত্তী অন্য কোন ঘটনার কাহিনী মিশিয়া গিয়াছে। প্রথম ঘটনার কাল খ্রী: ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পড়ে—আদিযোগী কোন্ শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন, স্পষ্ট বলা হয় নাই। দ্বিতীয় ঘটনা গদাধরের সময়ের এবং আমাদের অনুমান, গদাধরেরই সম্পর্কে। গদাধর রাজা রাঘব রায়ের 'হাতে খড়ি'র গুরু ছিলেন বলিয়া নবদ্বীপে প্রবাদ আছে। তিনি মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার আগমনে হরিরামের টোল ছাত্রশূন্য হইয়া গেলে তিনি ফুলের বাগানে 'বৃক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া' পড়াইয়াছিলেন—তাহাও সমর্থিত হইতেছে। রাজা রাঘবের পোষকতায় তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথা সুবিদিত। এখানে বলা আবশ্যক রাজা রাঘবের পূর্ব্বপুরুষ কেহই সাক্ষাৎসম্বন্ধে নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। ভারতীয় এই রাজধানী প্রধানতঃ জনসাধারণের আনুকূল্যে এবং কালে কালে স্থানীয় শাসকমণ্ডলীর পোষণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দুই একজন এইরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব শাসকের নাম আমরা আবিষ্কার করিয়া গ্রন্থের অন্যত্র লিখিয়াছি।

২। নব্যন্যায়ে গৌড়সম্প্রদায়

চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে, পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম চারি খণ্ড চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে 'সর্ব্বপ্রথম' ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার রচিত একমাত্র গ্রন্থের নাম ছিল 'সার্ব্বভৌমনিরুক্তি'। এই প্রবাদ সর্ব্বাংশে নিষ্প্রমাণ বলিয়া অধুনা নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ সার্ব্বভৌম পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, তাঁহার বহু পূর্ব্বেই নব্যন্যায়ে 'গৌড়'-মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সার্ব্বভৌম-নিরুক্তি কোন গ্রন্থের নাম নহে এবং পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়নের কথা সম্পূর্ণ অলীক। গঙ্গেশের গ্রন্থরচনার পর অন্যূন ১০০ বৎসর ধরিয়া মণিগ্রন্থের চর্চ্চা বাঙ্গালীরা আদৌ আরম্ভ করে নাই—গৌড়-মিথিলার চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা স্মরণ করিলে ইহা মূলেই অসম্ভব মনে হইবে। সর্ব্বাগ্রে মৈথিল গ্রন্থ হইতেই বিরুদ্ধ প্রমাণ সঙ্কলিত হইল।

মৈথিলগ্রন্থে গৌড়মতের উল্লেখ :—অবতরণিকায় লিখিত হইয়াছে, মধুসূদন-রচিত 'আলোককণ্টকোদ্ধারে'র অনুমানখণ্ডে ৮ স্থলে 'গৌড়'-মতের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ৫টি স্থল শিরোমণি কিম্বা সার্ব্বভৌমের গ্রন্থে নাই—তাঁহাদের সমকালীন অন্য গৌড়ীয় নব্যন্যায়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মধুসূদনের প্রায় সমকালীন কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী (জয়দেব মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র) বাসুদেব মিশ্রের 'চিন্তামণিটীকা'র অনুমানখণ্ডের দুই স্থলে গৌড়মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই টীকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, তজ্জন্য পঙ্ক্তিদ্বয় উদ্ধৃত হইল। ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলক্ষণে 'অত্যন্তাভাব'পদের ব্যাবৃত্তিঘটিত প্রসিদ্ধ বিচার সমস্ত টীকাগ্রন্থে পাওয়া যায়। বাসুদেব ঐ বিচারস্থলে লিখিয়াছেন—"নন্বু যদ্যত্যন্তপদং ন বিবক্ষিতার্থং তর্হি অসংযোগবান্ গুরুত্বাদিত্যত্র কালিকব্যাপ্ত ব্যাপ্ত্যাপত্তিঃ গুরুত্বস্যৈকতয়া তৎসমানাধিকরণত্বং সপ্রতিযোগিতানতিরিক্তবৃত্তিত্বাৎ তৎসংযোগত্বস্যেতি। অত্যন্তপদে দত্তে তু নায়ং দোষঃ তত্র বিশিষ্টসংযোগাত্যন্তাভাবাভাবাদিতি। তদেতৎ গৌড়ীয়বচনমনাদেয়ম্।" (লণ্ডনের পুথি, ১২।২ পত্র) এই সন্দর্ভও শিরোমণি কিম্বা সার্ব্বভৌমের টীকা হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। দ্বিতীয় বচন ঐ, ১৭।২ পত্র) —"অতএব ভ্রমস্থলে ব্যাপ্তীত্যাদৌ সমাসাসংভব ইতি গৌড়াঃ"—স্বমতের পরিপোষণের জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বাসুদেব মিশ্র স্বটীকায় নরহরির মত 'নব্য'পদোল্লেখে বহু স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি অতি প্রাচীনাবস্থায় আকবরের অভিষেককালে জীবিত ছিলেন—আইন্ ই-আকবরীতে তাঁহার নামোল্লেখ আছে (I. H. Q., XIII, p. 35)।

মধুসূদন ও বাসুদেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গোপীনাথ ঠক্কুর 'অনুমানমণিসার' গ্রন্থের কতিপয় স্থলে (ত্রিবাঙ্কুর সং, পৃ. ৭, ১১, ৪৫, ৪৮, ৮৫ ও ৯৯) 'গৌড়'-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাদের একটাও

১। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ৩৪-৮ ; ২য় সং, পৃ. ১২০-২৩) মনোহর আখ্যায়িকারূপে এই প্রবাদ প্রচারিত হয়। নবদ্বীপের প্রাচীন পণ্ডিতদের মুখে শুনিয়া লিখিত হওয়ায় এই প্রবাদের প্রামাণ্যবিষয়ে কোন সংশয় স্বভাবতই উদিত হয় না। এই প্রবাদের সারাংশ প্রথম বালীর মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের এক ইংরাজী প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল (*Transactions of the Bengal Social Science Association*, Vol. I, 1867, pp. 80-81)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও *Notices of Sanskrit Mss.* Vol. I, p. 286) অনুরূপ প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রবাদ বাঙ্গলায় ঘরে ঘরে এবং নবদ্বীপ হইতে ভারতের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়া বদ্ধমূল হইয়া আছে।

শিরোমণি, সার্ব্বভৌম বা প্রগল্‌ভের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বিলুপ্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, ইঁহাদের সকলের পূর্ব্বে যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি অনুমানদূষণোদ্ধার গ্রন্থে প্রগল্‌ভ ও সার্ব্বভৌমের নামোল্লেখপূর্ব্বক মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং সার্ব্বভৌমের সময়ে এবং পূর্ব্বে নব্যন্যায়ে বহু গৌড়ীয় গ্রন্থের অস্তিত্ব মিথিলার গ্রন্থকারেরাই প্রমাণিত করিয়াছেন। স্বয়ং পক্ষধর মিশ্র গৌড়মতের খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি (নরহরি বিশারদের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ নব্যন্যায়ের ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগে, অর্থাৎ গঙ্গেশের পর ও শিরোমণির পূর্ব্বে, বহু বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত তত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ যথাসাধ্য সঙ্কলিত হইল।

১। বাসুদেব সার্ব্বভৌম

রঘুনাথ শিরোমণির গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌম শিরোমণির পূর্ব্বযুগের একজন অতি প্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ যে তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তদ্বিষয়ে উৎকৃষ্ট লিখিত প্রমাণ আমরা এত দিনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কাররচিত অনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থের খণ্ডিতাংশে বহুতর স্থলে সার্ব্বভৌমের গ্রন্থ হইতে বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচ স্থলে তাঁহাকে শিরোমণির গুরুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,

"দ্বন্দ্বস্তু ভেদাদিতি (অনুমিতিপ্রকরণে)। নন্বস্যাভেদোঽপ্রসক্তঃ কিমিতি নিষিধ্যতে। অতএব এবংবিধবিষয়েপি দ্বন্দ্বে কর্মধারয়োচ্ছেদ এব এতদ্‌গুরুভিরাশঙ্ক্য যত্রাভেদে তাৎপর্য্যং তত্র কর্মধারয়ো যত্র তু ভিন্নোপাধিমদ্ধর্ম্মিণি ভেদাভেদৌদাস্যেন যুগপদুপস্থিত্যা ক্রিয়ান্বয়ে তাৎপর্য্যং তত্র দ্বন্দ্ব ইতি পরিহৃত ইতি চেন্ন…" (১৮।১ পত্র)। ইহা অবিকল সার্ব্বভৌম-রচিত 'অনুমানমণিপরীক্ষা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ("ন চৈবং কর্মধারয়োচ্ছেদঃ। যত্রাভেদে·· দ্বন্দ্বঃ।" ৪।১ পত্র)।

"অনুমিতিত্বজাত্যাশ্রয়করণত্বমেবানুমানলক্ষণং তদেব চ ইতরভেদানুমিতৌ হেতুকার্য্যং তাদৃশ-জাত্যবচ্ছিন্নস্যেতরভেদজ্ঞাপনায়ৈবোক্তানুমিতিলক্ষণমিতি স্বগুরুক্তং তৎকরণমনুমানমিতি মণিবিরুদ্ধমিত্যু-পেক্ষিতম্‌" (৪৮।১ পত্র)। ইহাও অবিকল সার্ব্বভৌমবচনের অনুবাদ ("ধূমপ্রাগভাবাদিত্যত্র বৈয়র্থ্যপক্ষে তু অনুমিতিত্বং জাতিস্তদাশ্রয়করণত্বং হেতুকার্য্যম্‌। তাদৃশজাত্যবচ্ছিন্নস্য ইতরব্যাবৃত্তিজ্ঞাপনায়ৈব হি উক্তানুমিতিলক্ষণোপযোগঃ।" ১০ পত্র)।

আমরা বাহুল্যবোধে বাকী তিনটি স্থল (ইতি তদ্‌গুরবঃ ৪৮।২, ইতি স্বগুরুক্তং ৪৯।১ ও ইতি গুরুক্তং ৪৯।২) উদ্ধৃত করিলাম না। তত্তৎস্থলেও আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, সার্ব্বভৌমবচনেরই অনুবাদ করা হইয়াছে।

এই নবাবিষ্কৃত প্রমাণবলে কতিপয় সন্দিগ্ধ বিষয়ে এখন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের কিম্বা অপর কাহারও ছাত্র ছিলেন না—রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের ভাষা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। বিদ্যালঙ্কার মিশ্রমতও অনেক স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাকে

গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। উভয়ে শিরোমণির গুরু হইয়া থাকিলে মিশ্রকে বাদ দিয়া কেবল সার্ব্বভৌমকে একক গুরু-গৌরবে মণ্ডিত করার অর্থ হয় না, "এতৎপ্রথমগুরুভিঃ" প্রভৃতি পদে অনায়াসে তাহা সূচনা করা যাইত। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনাথ অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই।[২] চৈতন্যের সহাধ্যয়নের ন্যায় ইহাও একটি কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র পণ্ডিতসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। সার্ব্বভৌমের বহু পূর্ব্ব হইতেই নব্যন্যায়ে 'গৌড়ীয়' মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই।

অনুমানমণিপরীক্ষা :—সার্ব্বভৌমের দুইটি গ্রন্থ মাত্র এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডের আদ্যন্ত খণ্ডিত টীকা এবং বেদান্তপ্রকরণ অদ্বৈতমকরন্দের টীকা। প্রথমটি কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত এবং তত্রত্য অধ্যক্ষের কৃপায় আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। বাঙ্গলার নব্যনৈয়ায়িকগণ সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন যে, রঘুনাথ শিরোমণি 'অনুমান-দীধিতি'র বহু স্থলে 'সার্ব্বভৌম'-মত উদ্ধৃত করিয়া প্রায়শঃ খণ্ডন করিয়াছেন। অন্যূন ৭০ বৎসর পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত 'পণ্ডিত' পত্রিকার পরিশিষ্টে কাশীর বিখ্যাত সরস্বতীভবনে রক্ষিত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম-রচিত দুইটি গ্রন্থের নাম ছিল—সমাসবাদ ও চিন্তামণিব্যাখ্যা (Supplement to the *Pandit*, Vols. VII-IX, p. 150 & 188)। সমাসবাদ পরবর্ত্তী রামভদ্র সার্ব্বভৌম-রচিত, বাসুদেব-রচিত নহে, এ বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ নাই। ১৮৮৮ খ্রীঃ অধ্যক্ষ Venis সাহেব পুথির তালিকা গ্রন্থাকারে পৃথক্ মুদ্রিত করেন, তন্মধ্যে (পৃঃ ১৯৯) বাসুদেব সার্ব্বভৌম-রচিত (১৮৫ সং পুথি) চিন্তামণিব্যাখ্যার নাম 'সারাবলী' এবং পত্র-সংখ্যা ১৯৯ লিখিত আছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কাশী সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অশেষ পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু উপাদান সংগ্রহ করেন এবং বাসুদেব, তদ্‌ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি, পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি এবং পিতা মহেশ্বর-রচিত গ্রন্থের আবিষ্কারদ্বারা বাঙ্গলার নব্যন্যায়চর্চ্চার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করেন। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বাঙ্গলার নৈয়ায়িক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, নব্যন্যায়-চর্চ্চার বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণতির ফলে অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম-রচিত নব ন্যায়-গ্রন্থের আলোচনায় কোন সার্থকতা আছে, ইহা পরিগ্রহ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত।

সারাবলী পুথিটি নাগরাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৪-২০৫ (মধ্যে দুই পত্র নাই, ১১২-১৩), অনুমিতি হইতে বাধপ্রকরণের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত (সোসাইটি সং, পৃ. ৯৭৪ পর্য্যন্ত) গিয়াছে। কিন্তু মধ্যে অবয়বপ্রকরণের টীকা সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। এই গ্রন্থমধ্যে (ন্যায়বৈশেষিক, ২৮০ সং পুথি) গ্রন্থকারের

২। নবদ্বীপের সারস্বত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নমালার শেষ প্রশ্নটি এই—"রঘুনাথ শিরোমণি কি কেবল বিচার করিতে কিম্বা পাঠ করিতে মিথিলায় যান ?" সুতরাং শিরোমণি পাঠ করিতে মিথিলায় যান নাই, এইরূপ প্রবাদও পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল। ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১২৯৯ সনে মিথিলা গিয়াছিলেন। তিনি একটি কিম্বদন্তী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মিথিলাধিপতি ভৈরব সিংহের রাজত্বকালে তৎখনিত এক বৃহৎ জলাশয়োৎসর্গে "নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণা ভট্ট) আগমন করিয়াছিলেন।" (ভারতী, পৌষ ১৩০৮, পৃ. ২৮৮)। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থের ১ম সংস্করণে প্রায় অনুরূপ প্রবাদ লিখিত হইয়াছে।

নাম কিম্বা গ্রন্থের নাম আমরা কোথায়ও খুঁজিয়া পাই নাই—কেবল পার্শ্বে 'চি সা,' 'সার্ব্ব' এবং 'সার্ব্ব টী' লিখিত আছে। প্রতিলিপির উপরে গ্রন্থের নাম 'সারাবলী' লিখিত রহিয়াছে—ইহা বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের কল্পিত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই গ্রন্থ যে বাসুদেবসার্ব্বভৌম-রচিত, তাহা সম্পূর্ণ বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই গ্রন্থই যে রঘুনাথ শিরোমণি খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তিনটি প্রমাণ লিখিত হইল :—

(ক) ব্যাপ্তিপঞ্চকের দ্বিতীয় লক্ষণে দীধিতিকার "সাধ্যবদ্ভিন্নে যঃ সাধ্যাভাবঃ..." বলিয়া সপ্তমী-তৎপুরুষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'দীধিতিপ্রসারিণী'কার কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম ঐ স্থলের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন (৪০ পৃ.), "সাধ্যাভাবপদবৈয়র্থ্যমিতি সার্ব্বভৌমদূষণমুদ্ধর্ত্তুমাহ—সাধ্যবদ্ভিন্নে য ইতি।" তৃতীয় লক্ষণের অবতারণাকালে বস্তুতঃই সরস্বতীভবনের উল্লিখিত গ্রন্থে এইরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছে :—"সাধ্যাভাবপদস্য বৈয়র্থ্যমাশঙ্ক্যাহ সাধ্যবদিতি" (১২।১ পত্র)।

(খ) 'সিংহব্যাঘ্রী'র দীধিতি গ্রন্থে 'কেচিত্তু' বলিয়া যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 'সার্ব্বভৌমমত' বলিয়াই টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বতন গ্রন্থের বচন অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া 'সপরিষ্কার' কিম্বা 'বহুধা পরিস্কুর্ব্বন্' এতই পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত করেন যে, চিনিয়া লওয়া প্রায় অসাধ্য। বর্ত্তমান স্থলে দীধিতির সন্দর্ভ এই—"কেচিত্তু, সাধ্যাসামানাধিকরণ্যং হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণে তেনৈব সম্বন্ধেন সাধ্যবদ্‌-বৃত্তিত্বাভাবস্তদধিরণভিন্নত্বমর্থঃ তেন... ইত্যাহুঃ।" সরস্বতী-ভবনগ্রন্থের ('সারাবলী'র) সন্দর্ভ এই :—(১২।২ পত্র) "সাধ্যাসামানাধিকরণ্যং সাধ্যসামানাধিকরণ্যাভাবস্তদনধিকরণত্বমিত্যর্থঃ।" দীধিতিকার এখানে সার্ব্বভৌমের ক্ষুদ্র উক্তি আমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া বিস্তারপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে সরস্বতীভবনেই রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'অনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্ব' নামক গ্রন্থের যে খণ্ডিত প্রতিলিপি (ব্যধিকরণধর্ম্মাব-চ্ছিন্নাভাবপ্রকরণ পর্য্যন্ত) আছে, তন্মধ্যে সিংহব্যাঘ্রীর উক্ত স্থলের টীকায় লিখিত হইয়াছে :—"নন্বু সাধ্য-সামানাধিকরণ্যাভাবস্তদনধিকরণত্বমিত্যেবং সার্ব্বভৌমোক্তং কিমিত্যুপেক্ষিতমিত্যত আহ তেনেতি।" (৫৬।২) সরস্বতীভবনের তথাকথিত 'সারাবলী' গ্রন্থ যে বস্তুতঃই সার্ব্বভৌম-রচিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

(গ) ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবপ্রকরণে দীধিতিকার সার্ব্বভৌমের 'কূট'-ঘটিত এক ব্যাপ্তিলক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—"অন্যে তু বৃত্তিমদবৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাবসমুদায়াধিকরণবৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্বত্ত্বং... ইত্যাহুঃ, তন্ন" ইত্যাদি। এই লক্ষণও প্রায় অবিকল ঐ গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে—"নৈবং, সাধ্যাভাবকূটাধিকরণবৃত্তিত্বাভাবা বৃত্তিমদ্বৃত্তয়ো যাবন্তস্তাবদাশ্রয়ত্বং ব্যাপ্তিরিতি বিবক্ষণাৎ।" (১৪।১ পত্র)।

সার্ব্বভৌম হেত্বাভাসপ্রকরণের প্রারম্ভে একটি মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক লিখিয়াছেন (১৮৩।২ পত্র) :—

হৃদ্ব্যোমকমলাসীনং তত্ত্বসাধকমদ্ভুতং।
অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্যামমহং ভজে ॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসার বহু পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌমের হৃৎকমলে ঘনশ্যাম বিরাজমান ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি তথ্য বটে। অনেকেই অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় তাঁহার উৎকট অদ্বৈত-মত দেখিয়া বিভ্রান্ত

হইবেন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহ্য দার্শনিক মত বুদ্ধির বিলাসের জন্য এবং সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য যে ব্যক্তি অবলম্বন করেন, তিনিই আন্তরিক অনুষ্ঠানকালে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন।

সার্ব্বভৌমের এই টীকাগ্রন্থের নাম অজ্ঞাত। পরন্তু ১১৪।১ পত্রে "(বিশে)ষস্তু প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষায়াং বোধ্যঃ," ১০৫।১ পত্রে "তন্নিরাসঃ প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষায়াং দ্রষ্টব্যঃ, ১৭৫।২ পত্রে "উক্তনিয়মে তর্কশ্চ শব্দমণিপরীক্ষায় মপূর্ব্ববাদে দ্রষ্টব্যঃ" প্রভৃতি উক্তি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'অনুমানমণিপরীক্ষা'। ইহা দীধিতি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড় এবং মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত, দীধিতির বহু অংশের ন্যায় কেবল বিষমপদব্যাখ্যা নহে। সার্ব্বভৌমের সমৃদ্ধ প্রমাণপঞ্জী এ স্থলে সংগৃহীত হইল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মণিটীকাকারদের মধ্যে সার্ব্বভৌমের এই টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইবে।

আচার্য্য (১৬২।২ প্রভৃতি), কিরণাবলী (৩৯।২), কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ (১০৫।২), খণ্ডন (৪।১), গুরুচরণ (৮।২ প্রভৃতি, ১৫ বার), টীকাকার (৮।১, ১০২), তত্ত্ববোধকার (১০০।১), দর্পণ (৫০।১), দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ (১৭৯।১), নরসিংহ (৫৩।১, ৫৭।২), নিবন্ধ (১১০।২, ১৮৭-৮, ১৯২।২), পরিমল ("এষ পরিমললিতঃ পন্থাঃ' ২৬।১), প্রকাশ (১৯২।১), প্রত্যক্ষপরীক্ষা (৪।১), প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষা (১০৫।১, ১১৪।১, ১৫৪।১), প্রমাণপ্রকাশ (১৩।২), প্রমাণভাস্কর (১২৯।২), প্রমাণোদ্দ্যোত (৬।১), প্রমেয়তত্ত্ববোধ (১৭৪।১, ১৯৩।২), প্রমেয়প্রকাশ (১৪৯।১), প্রমেয়ভাষ্য (১৪৬।১), প্রাভাকর (৫২।১, ৮৪।১ প্রভৃতি), মণিকণ্ঠ (৩২।১ প্রভৃতি, ১০ বার), মহার্ণব (৫৭।২) মিশ্র (৩৬।১, ৪৭।১, ৭৯।১, ১৭৭।১), যজ্ঞপতি (২৯।১ হইতে ৫২ বার), রত্নকোষকার (৯৪।২), লীলাবতীকার (১৮৮।১), লীলাবতীপ্রকাশ (১৩৩।২), লীলাবত্যুপায় (৭২।২), বর্দ্ধমান (৪৫।২ প্রভৃতি, ৫ বার), বার্ত্তিক (৮।১), শব্দমণিপরীক্ষা (৮১।১, ১৬৮।১, ১৭৫।২), সোন্দড় (১৩।১, ১৩১।১, ২০৫।১)। সার্ব্বভৌমের ভাষা হইতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সূচিত হয়—"ইতি শ্রীবর্দ্ধমান-চরণোন্নীতঃ পন্থাঃ" (১৪৫।১), "অত্র শ্রীবর্দ্ধমানানুগৃহীতো মণিকৃতঃ পন্থাঃ" (১৪৮।১)। পক্ষান্তরে যজ্ঞপতির উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, তাঁহার মত তিনি ৫২ বারই খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই—"অত্র যজ্ঞপতিঃ তৎপ্রতারিতশ্চ" (৬৬।১), "তৎ কো যজ্ঞপতেরন্যঃ প্রাজ্ঞম্মন্যো ভাষেত," "ইতি যজ্ঞপতিপাম্বপর্যটিতঃ পন্থাঃ" (১৫০।১)। যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মত প্রায় একই সময়ে তিন জন মহানৈয়ায়িক খণ্ডন করেন—প্রগল্ভাচার্য্য, যজ্ঞপতির ছাত্র পক্ষধর মিশ্র এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তন্মধ্যে সার্ব্বভৌমের খণ্ডনের ভাষাই তীব্রতম হইয়াছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি উপাধ্যায় দূষণোদ্ধার নামক গ্রন্থে এই তিন জনেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম চারি বার 'মিশ্রমত' উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র নহেন। আলোক গ্রন্থের মত কিম্বা সন্দর্ভ কুত্রাপি সার্ব্বভৌম উল্লেখ করেন নাই। নরহরির প্রচেষ্টা হইতেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্র সমকালীন ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই বচন সার্ব্বভৌম উক্ত স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, ১৩৪৭, চৈত্র, পৃ. ৪২৫) সার্ব্বভৌমের গুরুর পরিচয় অজ্ঞাত বলিয়া লিখিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, অধুনা আমরা তৎসম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনুমিতিলক্ষণে সার্ব্বভৌম তাঁহার গুরুর একটি দীর্ঘ

সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮।২ হইতে ৯।২ পত্র), তাহার প্রথমাংশ এই :—"অত্রাস্মদ্‌গুরুচরণাঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারেণ প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্ত্যবগাহি-পক্ষতাবচ্ছেদকপ্রকারক-পক্ষতোপরক্ত-পক্ষধর্ম্মতাবগাহি জ্ঞানত্বেনোঽসাক্ষাৎকার্য্যশাব্দোঽনুভবোঽনুমিতিরিত্যর্থঃ......ইত্যাহুঃ।" রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার অনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে অনুমিতিপ্রকরণে চক্রবর্ত্তিলক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দীধিতির "যাং কাঞ্চিদনুমিতিব্যক্তিমাদায়" বচনের ব্যাখ্যাশেষে লিখিয়াছেন (৪২।১ পত্র):—"তস্মাজ্জন্যতজ্জন্যোঽসাক্ষাৎকার্য্যশাব্দোঽনুভবোঽনুমিতিরিতি বিশারদ-শারদামনুস্মৃত্যৈবেদমিতি।" (পার্শ্বে একটি টিপ্পনী আছে—জন্যং যৎ তৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানং তেন জন্যঃ।) সুতরাং **সার্ব্বভৌম তাঁহার পিতা নরহরি বিশারদের নিকটই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই।** পিতাকে গুরুরূপে উল্লেখ করা নৈয়ায়িকসমাজে অজ্ঞাত নহে। বর্দ্ধমানোপাধ্যায় কতিপয় স্থলে 'গুরুচরণাস্তু' বলিয়া গঙ্গেশের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌমের সময় পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নাই। তিনি স্বয়ং ষড়্‌দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন। তৎপুত্র বাহিনীপতির পিতৃবন্দনা-শ্লোকেও সার্ব্বভৌমের বেদান্ত, ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা কীর্ত্তিত হইয়াছে (শব্দালোকোদ্দ্যোতের প্রথম শ্লোক):—

> নৈগমে বচসি নৈপুণং বিধেঃ, সার্ব্বভৌমপদসাভিধং মহঃ।
> জীর্ণতর্কতনুজীবনৌষধং, জৈমিনের্জয়তি জঙ্গমং যশঃ॥

বঙ্গদেশেও তখন বেদান্তের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় পিতৃপরিচয়স্থলে নরহরি বিশারদকে 'বেদান্তবিদ্যাময়াৎ' বিশেষণে মণ্ডিত করা হইয়াছে। নব্যন্যায়ের টীকা রচনা করিলেও বেদান্তেই সার্ব্বভৌমের স্বরস ছিল বুঝিতে হইবে। খণ্ডনভূষামণিকার কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকে সার্ব্বভৌম শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের উপর 'ব্রহ্মাস্ত্র' নিক্ষেপ করিয়াছেন:—

> বাচস্পতিশঙ্করয়োর্গৌতমকৃতবুদ্ধিশাস্ত্রগর্ব্বিতয়োঃ।
> নির্ব্বাপয়ামি গর্ব্বমেকং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায়॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি যে শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার বেদান্তমতে আসক্তি পরিস্ফুট:—[৩]

> জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী, শিক্ষিতা
> মীমাংসা, বিদিতৈব সাঙ্খ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
> বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং, কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী-
> ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥ (পদ্যাবলী, ৯৯ শ্লোক)

কিন্তু বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তকরূপেই সার্ব্বভৌমের নাম চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার বেদান্তাদি শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈতমকরন্দের টীকা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তাহার পুথি বর্ত্তমানে পুরীধামে আছে কি না সন্দেহ।

৩। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রভাব বর্ণনাকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রায়শঃ সার্ব্বভৌম অপেক্ষা প্রবোধানন্দের মনীষারই বেশী উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথচ তৎকালীন বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীতে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় সার্ব্বভৌমের নিকট প্রবোধানন্দ অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি ছিলেন।

কাশ্মীর সরস্বতীভবনে 'শব্দমণিপরীক্ষা' (২৩-১৪৩ পত্র) নামে একটি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিখ্যাত 'বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যে'র গ্রন্থালয়ে ইহা রক্ষিত ছিল। বিদ্যানিবাসের বংশধারা কাশীতে বিলুপ্ত হইলে, ইহা কাশীবাসী নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন সংগ্রহ করেন এবং ক্রমে ৺হরিহর শাস্ত্রীর হস্তগত হয়। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। খুব সম্ভবতঃ ইহাও সার্ব্বভৌম-রচিত এবং অপূর্ব্ববাদ হইতে শব্দখণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত। আমরা রচয়িতার বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারায় এই মূল্যবান্ গ্রন্থের বিবরণ দিতে বিরত থাকিলাম। আমাদের নিকট সার্ব্বভৌমের শব্দখণ্ডটীকার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র (৩ পত্র) রক্ষিত আছে ; পুষ্পিকা যথা, "ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়-সার্ব্বভৌমকৃতা বেদলক্ষণটিপ্পনী"। ইহা রামভদ্রী টীকা হইতে পৃথক্ বটে।

সার্ব্বভৌমের বেদান্তগ্রন্থ : রাজেন্দ্রলাল মিত্র পুরীর শঙ্করমঠে বেদান্তপ্রকরণ অদ্বৈতমকরন্দের উপরি সার্ব্বভৌমরচিত অতিদুর্লভ টীকাগ্রন্থের ১৫৫১ শকাব্দের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৪১) আবিষ্কার করিয়া বিবরণী মুদ্রিত করিয়াছিলেন (L. 2854)। এই টীকা বহু পূর্ব্বেই মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল ; এখন ঐ প্রতিলিপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই টীকাগ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ আরম্ভ ও সমাপ্তিবাক্য উদ্ধৃত হইল।

আরম্ভ :— দেবো নিজাজ্ঞানবশেন সাক্ষী, জীবো মনঃস্পন্দিতমীশ্বরশ্চ।
জগন্তি জীবানপি বীক্ষতে যঃ, স্বস্থঃ স্বয়ংজ্যোতিরহং স একঃ ॥
শ্রীবাসুদেববিদুষা গৌড়াচার্য্যেণ যত্নতঃ।
অদ্বৈতমকরন্দস্য ক্রিয়তে পরিশোধনম্ ॥

সমাপ্তি :— শ্রীবন্দ্যান্বয়কৈরবামৃতরুচো বেদান্তবিদ্যাময়াৎ
ভট্টাচার্য্যবিশারদান্নরহরের্য(?) প্রাপ ভাগীরথী।
গৌড়াচার্য্যবরেণ তেন রচিতা লক্ষ্মীধরোক্তেরিয়ং
শুদ্ধিঃ কাচন বাসুদেবকৃতিনা বিদ্বজ্জনপ্রীতয়ে ॥
অদ্বৈতসারমকরন্দবিশুদ্ধিরেষা
দোষান্ বিধূয় বিহিতা বহুবাদি(দৃষ্টান্)।
শ্রীনীলশৈলবসতের্মুনিমানসাব্জ-
ভৃঙ্গস্য সাদরমকারি ময়োপকারঃ ॥
কর্ণাটেশ্বরকৃষ্ণরায়নৃপতের্গর্ব্বাগ্নিনির্ব্বাপকে (? কো)
যত্র স্তম্ভভরোঽভবদ্গজপতিঃ শ্রীরুদ্রভূমীপতিঃ।
তস্য ব্রহ্মবিচারচারুমনসঃ শ্রীকূর্ম্মবিদ্যাধর-
স্যানন্দো মকরন্দশুদ্ধিবিধিনা সান্দ্রো ময়া(মন্ত্রিতঃ) ॥

উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান সচিবের প্রীত্যর্থে এই টীকা কর্ণাটাধিপতি কৃষ্ণরায়ের রাজ্যারম্ভে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল, তখনও মহাপ্রভুর প্রভাব সার্ব্বভৌমের উৎকট অদ্বৈতবাদের উপর কার্য্যকারী হয় নাই। কৃষ্ণরায়ের সময়ে মাধ্বমতাবলম্বী বিখ্যাত মহাপণ্ডিত 'ন্যায়ামৃত'-কার ব্যাসতীর্থ (১৪৬০-১৫৩৯ খ্রীঃ) কর্ণাটদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ; সোমনাথরচিত 'ব্যাসযোগি-চরিত' গ্রন্থানুসারে

কলিঙ্গাধিপতি 'বিদ্যাধরপাত্র' (অর্থাৎ বোধ হয়, কলিঙ্গাধিপতির পাত্র সার্ব্বভৌমের উক্ত পৃষ্ঠপোষক বিদ্যাধর) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরায়ের নিকট অদ্বৈতবেদান্তের এক গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সার্ব্বভৌমের মকরন্দটীকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ব্যাসতীর্থ 'ভেদোজ্জীবন' গ্রন্থে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন (B. N. Krishnamurti Sarma in a Vol. of Eastern and Indian studies in honour of F. W. Thomas, pp. 270 71)। এই মূল্যবান্ তথ্য সম্যক্ গবেষিত হওয়া উচিত।

সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ অবস্থানকালে (অর্থাৎ জয়ানন্দের মতে চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে) তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনাকাল ১৪৬০-৮০ সনের মধ্যে, পরে যাইবে না। তৎকালে তাঁহার বয়স ৩০।৪০ হইতে ন্যূন হইবে না। কারণ, ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' (পৃ. ১২৯) এবং অন্যান্য বহু রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, সার্ব্বভৌমের পুত্র 'জলেশ্বর বাহিনীপতি' খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র সুধাকরের কন্যা বিবাহ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই বিবাহের সময় ১৫০০ সনের পূর্ব্বে, পরে হইবে না। বাহিনীপতির দশ কন্যা ছিল, তন্মধ্যে অন্ততঃ একজন জামাতার নামও (ঘোষালবংশীয় হৃদয়) মহাবংশাবলীতে লিখিত হইয়াছে (পৃ. ১৩৯)। বাহিনীপতির জন্ম ১৪৬০-৬৫ সনে ধরিয়া, সার্ব্বভৌমের জন্মাব্দ হয় অনুমান ১৪৩০-৩৫ সন মধ্যে এবং প্রায় ১৪৫০ সনে সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে তাঁহার পিতার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। মিথিলা হইতে তৎকর্ত্তৃক গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া আনয়নের কথা সম্পূর্ণ অলীক।

মহাপ্রভুর জন্মকালে নবদ্বীপে 'রাজভয়' উপস্থিত হইলে সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পুরীধামে চলিয়া যান—জয়ানন্দের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরা যায়। তবে রাজভয় ব্যতীত রঘুনাথ শিরোমণির অতুলনীয় প্রতিভার স্ফূর্ত্তিও তাঁহার নবদ্বীপ ত্যাগের কারণান্তর হইতে পারে। উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৫-৯৬ খ্রীঃ) ও প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪৯৬-১৫৩৯ খ্রীঃ) সভা সুদীর্ঘকাল অলঙ্কৃত করিয়া, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ১৫৩২ খ্রীঃ সার্ব্বভৌম পুরী ত্যাগ করিয়া বারাণসী গমন করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে শেষলীলার সূত্রবর্ণনায় পাওয়া যায় ;—

"পথে সার্ব্বভৌম সহ সভার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কবিরাজ গোস্বামী যথাস্থানে ইহা বর্ণনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষ অঙ্কে বারাণসীগামী সার্ব্বভৌমের উক্তি পাওয়া যায় :—"হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি"। তিনি শেষ জীবন কাশীতেই যাপন করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডের টীকাকার রামানন্দ বন বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি 'বাসুদেব' নামক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাক্যাগ্রহে টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রথম শ্লোকের গণেশবন্দনার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—"অত এবেদানীমপি গণেশশ্যাগ্রে **শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যা** দাক্ষিণাত্যাশ্চ স্বকর্ণৌ ধৃত্বা শিরোধুননং শিরঃকুট্টনঞ্চ কুর্ব্বন্তীতি"। উক্ত বাসুদেব এবং সার্ব্বভৌম, উভয়ই আমাদের আলোচ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে অভিন্ন সন্দেহ নাই।[৪] সার্ব্বভৌম খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও শতাধিক বর্ষ বয়সে জীবিত ছিলেন,

৪। I. H. Q., XVI, pp. 166-7 দ্রষ্টব্য।

এইরূপ অনুমান করা চলে। সার্ব্বভৌমের সাক্ষাৎ বংশধরদের মধ্যে দুই জন নব্যন্যায়ে গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জলেশ্বরের নাম কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়।

জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য্যঃ কাশীর সরস্বতীভবনে (ন্যায়বৈশেষিক, ৩৫৮ সংখ্যক পুথি) 'শব্দালোকোদ্দ্যোতে'র সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে। পুষ্পিকা এই :—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভট্টাচার্য্যশ্রীমদ্বাহিনীপতিমহাপাত্রবিরচিতঃ শব্দালোকোদ্দ্যোতঃ সম্পূর্ণঃ।...সংবৎ ১৬৪২ সময়ে চৈত্র সুদি দ্বাদশী বার বৃহস্পতিদিনে গ্রন্থ সমাপ্তভা॥ শ্রীকালভৈরবায় নমঃ॥" বোম্বে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতেও মধ্যে খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (Dr. Bhau Daji memorial, ১, ২২-৫০ পত্র)—ইহা "শ্রীসর্ব্ববিদ্যা-নিধানকবীন্দ্রাচার্য্যসরস্বতীনাং" ছিল। আমরা উভয়ই পরীক্ষা করিয়াছি। এই গ্রন্থ বাসুদেবের জীবদ্দশায় লিখিত হইয়াছিল এবং একাধিক স্থলে 'পিতৃচরণাঃ' ও 'অস্মাকং পৈতৃকঃ পন্থাঃ' বলিয়া সার্ব্বভৌমের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 'মহাপাত্র' উপাধি হইতে মনে হয়, পুরীধামে বাসকালে ইহা রচিত হইয়াছিল। জলেশ্বর মহানৈয়ায়িক ছিলেন—গ্রন্থমধ্যে চন্দ্র (২৩।১ বোম্বের পুথি), অমৃতবিন্দু (২৩।২), নির্ণয়কারাঃ (২৩।২), মিশ্রাঃ (২৭।১, ৩১।১, ৩৬।২...), সংকর্ষণকাণ্ড (৩০।২), তাৎপর্য্যটীকা (৩২।২), উপাধ্যায়াঃ (৩৯।১) ও প্রমেয়দিবাকরের (৪০।২) উল্লেখ ব্যতীত স্বরচিত মীমাংসাশাস্ত্রীয় একটি গ্রন্থের ("অধিকং শংখিকরণে প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" ২৬।১) এবং 'দ্রব্যপ্রকাশটিপ্পনী'র (৫০।২) নাম আছে। লক্ষণাপ্রকরণে 'ইতি প্রৌঢ়গৌড়তার্কিকাঃ' (৪০।২) বলিয়া নব্যন্যায়ে গৌড়সম্প্রদায়ের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে। 'আলোকে'র বাঙ্গালী টীকাকারদের মধ্যে জলেশ্বর প্রাচীনতম হওয়া অসম্ভব নহে। সার্ব্বভৌমের কৃতী পুত্রের পক্ষে পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থের টিপ্পনী রচনা করিতে যাওয়া ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বটে।

জলেশ্বরের পুত্র **স্বপ্নেশ্বরাচার্য্যঃ** শাণ্ডিল্যসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকাররূপে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তদ্রচিত 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' কাশীতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (Hall.: *Index*, p. 6)। শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে স্বপ্নেশ্বর স্বরচিত ন্যায় ও বেদান্তগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রমাণবিচারোঽস্মাভি-র্ন্যায়তত্ত্বনিকষে বেদান্ততত্ত্বনিকষে চ নিরূপিত ইতি নেহ প্রতন্যতে" (মহেশ পালের সং, পৃ. ১০৬-৭)। স্বপ্নেশ্বরের অভ্যুদয়কাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না। শাণ্ডিল্যসূত্রের অভিনব টীকাকার মৈথিল মহামহোপাধ্যায় ভবদেব মিশ্র বহু স্থলে শ্রদ্ধাসহকারে স্বপ্নেশ্বরের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (হৃষীকেশ শাস্ত্রীর সং, ১৮২৭ শক, পৃ. ৮, ২২ প্রভৃতি)। ভবদেব সম্রাট্ সাহজাহানের রাজত্বকালে গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন (*I. O.* 730)। সার্ব্বভৌমের অধস্তন বংশধারা কাশীতে বহুকাল লোপ পাইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে আত্মবিস্মৃত অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে। যে একটি মাত্র শাখা নিজ নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিল, তাহাতেই প্রায় ৩০।৩৫ জন শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপের বাস্তুভিটি বিক্রয় করিয়া কাশী চলিয়া যান এবং নবদ্বীপ হইতে সার্ব্বভৌমের বংশ লোপ পায় (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৩৪—হরিনাথ স্থলে বৈদ্যনাথ হইবে)।

কুলপরিচয় ও বংশাবলীঃ—সার্ব্বভৌম অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় 'শ্রীবন্দ্যান্বয়' বলিয়া কুলপরিচয় দিয়াছেন। নদীয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'বন্দ্য আখণ্ডল'বংশীয় বহু পরিবার বিদ্যমান আছে—অনেকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশধর বলিয়া পরিচয়ও দিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই বাসুদেব হইতে

বিশ্বাসযোগ্য নামমালা দেখাইতে পারেন না। বাসুদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ অঞ্চলে একটি চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, আড়বান্দির বিখ্যাত (বন্দ্যোপাধ্যায়) ভট্টাচার্য্য-পরিবার বাসুদেববংশসম্ভূত। (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৩৪ ; নদীয়া-কাহিনী, পৃ. ৩৩২)। আমরা এই প্রসিদ্ধ বংশের প্রাচীন দলিল-পত্র আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—ইঁহারা নবদ্বীপরাজ রাঘব রায়ের দানভাজন মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ হইতে নাম গণনা করেন। কিন্তু বাসুদেব হইতে গোবিন্দ পর্য্যন্ত নামপরম্পরা তাঁহাদের অজ্ঞাত। আখণ্ডলবংশে বহুকাল যাবৎ কুলাভাব ঘটিয়াছে এবং সম্বন্ধনির্ণয়-ধৃত ধ্রুবো পঞ্চাননের এক কারিকানুসারে অনেক অজ্ঞাতকুল বংশ 'আখণ্ডল' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

বাসে যথাযথ কুলে, কাঁটা খনে বলে।
আমাটে, কলিকাতা, বন্দ্যেরো আখণ্ডলে॥
(সম্বন্ধনির্ণয়—বংশাবলী, ১২৬ পৃঃ)

এই ভাবে বাসুদেবের কোন অধস্তন বংশধরের বিশ্বাসযোগ্য কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৩০৫ সনে আখণ্ডলবংশের সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ধারা মুদ্রিত করিয়া এক অভিনব বস্তু প্রকাশ করেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথম ভাগ, প্রথমাংশ, ১ম সং, পৃঃ ২৯৫-৬)। যে একখানি মাত্র গ্রন্থ দেখিয়া ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা রাণাঘাটনিবাসী ৺সাতকড়ি ঘটকসংগৃহীত কুলপঞ্জিকা (ঐ, ২৩৬ পৃ পাদটীকা)। অদ্য ৫০ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ নির্ব্বিচারে এই বংশাবলী ও শ্লোকসমূহের প্রামাণ্য মুগ্ধচিত্তে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এই জাতীয় মুদ্রিত বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত ৫০ বৎসরের সংস্কার এখন দূর করা অতি দুরূহ ব্যাপার। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৬০-৬২) প্রামাণিক কুলপঞ্জিকার সহিত উক্ত বংশাবলীর অংশবিশেষের (নলডাঙ্গা শাখার) মারাত্মক বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কুলশাস্ত্র ও তাহার প্রামাণ্যবিষয়ে শিক্ষিত সমাজে যেরূপ বিরাট্ অজ্ঞতা ও উদাসীনতা বিরাজমান, তাহাতে কৃত্রিম অকৃত্রিম ভেদ নির্ণয়পূর্ব্বক সত্যনির্ধারণ প্রায় অসাধ্য হইয়াছে এবং যাহা কিছু সর্ব্বাগ্রে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তাহারই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে। বসুধৃত কুলপঞ্জিকানুসারে আখণ্ডলবংশের বংশলতার প্রয়োজনীয় অংশ এই :—আখণ্ডল—তপন—কৌতুক—কেশব—নরহরি বিশারদ, ধনঞ্জয় মিশ্র (স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পিতামহ), কমলাকান্ত (নলডাঙ্গার বিষ্ণুদাস হাজরার পিতা) ও শ্রীবর মিশ্র (৪ পুত্র)। নরহরির পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি। এই বংশে কুলাভাব ঘটিলেও নলডাঙ্গারাজ-শাখার গৌরবে ঘটকগণ ইহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন নাই। বহু কুলপঞ্জীতে নলডাঙ্গার সহিত বিশারদ-শাখারও বর্ণনা আছে—পরস্পর অনৈক্যসত্ত্বেও বংশলতা বিশুদ্ধভাবে যত দূর নির্ণয় করা গিয়াছে, নিম্নে প্রকাশিত হইল :—
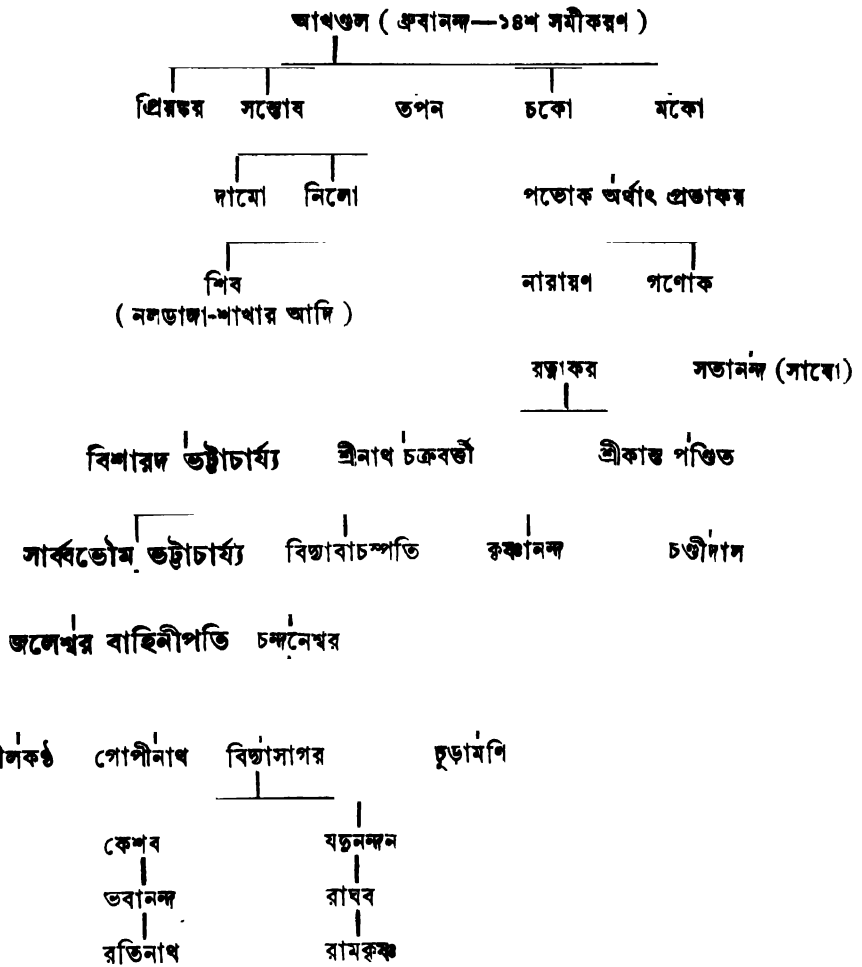
বহু পুথিতে তপনের পুত্র 'শিব-ব্যাস-বামনকাঃ' লিখিত আছে। একখানি মাত্র পুথিতে আছে, তপনের পুত্র 'দামো-নিলো-পভোকাঃ'—সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিতেও শেষোক্ত নাম রহিয়াছে। ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। যে সকল পুথিতে পভোকের নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহাতে বামনের পুত্র 'সতানন্দ-রত্নাকরৌ' লেখা আছে। কতিপয় পুথিতে নারায়ণের পুত্র 'রতোসাবোকৌ' রহিয়াছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। এই শেষোক্ত পুথিতেই জলেশ্বর এবং চন্দনেশ্বর ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী নামগুলি পাওয়া যায়—অন্য পুথিতে একমাত্র জলেশ্বরের নামোল্লেখপূর্ব্বক বংশলতা সমাপ্ত হইয়াছে। চন্দনেশ্বর ও বিস্মৃত-প্রায় স্বপ্নেশ্বরের নাম থাকায় এই তালিকার প্রামাণ্য নিঃসন্দিগ্ধ। কুলক্রিয়ার অংশ একটি পুথি হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল: "নারায়ণস্যার্ত্তি চং চকো ক্ষেম্য চং বিশো অত্র হানিঃ তৎসুতৌ রতোসাবোকৌ। রতো অকৃতী তৎসুতাঃ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তি-বিশারদভট্টাচার্য্য-শ্রীকান্তাঃ। বিশারদস্যার্ত্তি গাং শ্রীকান্ত উচিত মুং হিরণ্য ক্ষেম্য চং গোপীনাথ-আচার্য্যঃ। তৎসুতাঃ সার্ব্বভৌম-বিদ্যাবাচস্পতি-রঘুপতিভট্টাচার্য্য-

বিদ্যানিবেশকাঃ (?)। সার্ব্বভৌমস্য ক্ষেম্য মুং রাঘবচক্রবর্ত্তী চং পরমানন্দ চং মুকুন্দভট্টাচার্য্যঃ তৎসুতৌ জলেশ্বর-চন্দনেশ্বরৌ, জলেশ্বরস্য বাহিনীপতিখ্যাতি লভ্য চং কৃষ্ণানন্দ আর্ত্তি গাং দ্বৌ তৎসুতাঃ সপনেশ্বর-নীলকণ্ঠ-গোপীনাথাঃ…।"

(ঢাকার পুথি $\frac{M\ 3/38}{7}$ ১৬৪ পত্র)।

আমরা বাহুল্যভয়ে নলডাঙ্গা-শাখার আলোচনা করিলাম না—সতীশবাবুর গ্রন্থে তাহা দ্রষ্টব্য। বসু-ধৃত বংশলতার দুইটি শাখার (নলডাঙ্গা ও বিশারদ) ঊর্দ্ধতন নামপর্য্যায় সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাবাচস্পতির নাম রত্নাকর সম্পূর্ণ কল্পিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পিতামহপৌত্রের এক নাম থাকা অসম্ভব। বসুধৃত বংশলতার তৃতীয় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ধারাও সম্পূর্ণ কল্পিত—রঘুনন্দন আখণ্ডলবংশীয় বংশজ ছিলেন না।

সার্ব্বভৌমের দ্বিতীয় পুত্র চন্দনেশ্বরের ধারায় চূড়ামণির বংশ যশোহর অঞ্চলে ছিল—জয়ন্তীপুরের কুলপঞ্জীতে (৪৫৬ পত্র) এই 'চক্রবর্ত্তী' ধারা ও তাহার নিবাসস্থল লিপিবদ্ধ আছে 'সাং খলিৎপুর'। বিদ্যাসাগরধারার রামকৃষ্ণ (বিদ্যালঙ্কারের) পুত্রই নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক **গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ।** ইহার পরোক্ষ প্রমাণ দুইটি—সাক্ষাৎ প্রমাণ অদ্যাপি পাই নাই। পরিষদের একটি কুলপঞ্জীতে (২১০২ সংখ্যক পুথি, ১২১।১ পত্র) চন্দনেশ্বরের ধারা নাই, কিন্তু রামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কারের পুত্র উক্ত গোবিন্দের বংশাবলী সার্ব্বভৌমের অধস্তন একটি ধারা বলিয়া লিখিত আছে—অথচ রামকৃষ্ণের ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম নাই। পক্ষান্তরে, যে সকল পুথিতে চন্দনেশ্বরের ধারা লিখিত আছে, তাহাতে রামকৃষ্ণ পর্য্যন্তই নাম আছে। এই রামকৃষ্ণকেই গোবিন্দের পিতা বলিয়া আমরা ধরিতেছি। দ্বিতীয়তঃ, নবদ্বীপের স্মার্ত্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যাবাগীশ বলিতেন, সার্ব্বভৌম হইতে গণনায় তিনি অধস্তন 'চতুর্দ্দশ পুরুষ'—ইহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে।

নবদ্বীপাধিপতি রাঘব রায় গোবিন্দকে যে ভূমি দান করেন, তাহার সনদের একটি নকল আমরা দেখিয়াছি ('রাইডালি নং ৮১৭০'—নদীয়া কলেক্টরী হইতে এই সকল 'আবর্জ্জনা' শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ দূর করিয়া ফেলা হইয়াছে); মূল্যবান্ ঐতিহাসিক উপকরণস্বরূপ তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সহায়

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় মহামহোপাধ্যায়

শ্রীগোবিন্দ ন্যায়বাগীস ভট্টাচার্য্য পরমোদারচরিতেষু—॥=

শ্রীরাঘবসর্ম্মণো নমস্কারা প্রয়োজনঞ্চ আগে আড়বাঁধিগ্রাম দমদমাবাঁধা চতুঃসিমাবছিন্ন করিয়া তোমারে উৎসর্গ করিয়া আমি দিলাম দান বিক্রয় অধিকার তোমার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে স্বচ্ছন্দ ভোগ করহ রাজস্ব তোমার দায় নাহি আমার অনন্তর ও আমার সন্তান জে হয় তিনিও এইক্রমে ভোগ করাইবেন যখন যে এতদেবাধিকারি হয় তিনিও এই লিখন দেখীয়া লিখন রাখন দূর করনের ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া ভোগ করাইবেন ইতি সন ১০৬৭ তারিখ ১১ ফাল্গুন—

(বাম পার্শ্বে রাজার স্বাক্ষর) আড়বান্ধীগ্রাম দমদমাবান্ধা চতুঃসিমাবছিন্ন তোমারে উৎসর্গ দিলাঙ দানবিক্রয়াধিকারি তুমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করহ ॥

তায়দাদ, দলিলপত্র ও কুলপঞ্জী হইতে বহু পরিশ্রমে আমরা গোবিন্দের বিশুদ্ধ বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। তাহার সারাংশ লিখিত হইল। কুলপঞ্জীতে লেখা আছে—"এতে নবদ্বীপবাসী ইদানীং আড়ঁমাঁদিগ্রাম নিবাশিন"। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশের দুই পুত্র, শিবরাম তর্কালঙ্কার ও কৃষ্ণ তর্কবাগীশ। শিবরামের ৭ পুত্র, সকলেই পণ্ডিত। (১) প্রাণবল্লভ সার্ব্বভৌম, তৎপুত্র রামেশ্বর পঞ্চানন ও জীবন বিদ্যাবাগীশ। রামেশ্বরের পুত্র বৃন্দাবন তর্কবাগীশ ও জগন্নাথ 'সাং নদীয়া' রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন (মূল সনদ আমরা দেখিয়াছি, নং ৬৮৪৩, তারিখ ২২ চৈত্র ১১৬৪)। ১২৪৫ সনে এই ধারা দৌহিত্রগত ছিল। (২) রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, পুত্র হরিরাম বিদ্যালঙ্কার, রঘুরাম সিদ্ধান্ত ও নিধিরাম তর্কভূষণ। হরিরামের দুই পুত্র—রামগোপাল পঞ্চানন ও রামশরণ তর্কবাগীশ—অল্প দিন হইল, এই ধারা কন্যাগত হইয়াছে। রঘুরামের পুত্র রাধাকান্ত বাচস্পতি (নিঃসন্তান) ও আনন্দ। নিধিরাম 'সাং নদীয়া' কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন (নদীয়ার ৬১৮ নং তায়দাদ, সন ১১৬৩)—তাঁহার ৪ পুত্র—রাধাচরণ তর্কবাগীশ, রাধাবিনোদ বিদ্যাবাগীশ, গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও রামজয় (সব নিঃসন্তান)। (৩) চন্দ্রশেখর বাচস্পতি (নিঃসন্তান)। (৪) (মুকু-)ন্দ ন্যায়পঞ্চানন (অপুত্রক)। (৫) কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন (২৩ শ্রাবণ ১১৫৯ সন)। তাঁহার দুই পুত্র—রামকান্ত ন্যায়বাচস্পতি ও গদাধর তর্কবাগীশ। রামকান্তের পৌত্র (ভোলানাথের পুত্র) বৈদ্যনাথই সার্ব্বভৌমের শেষ নদীয়াবাসী সন্তান। গদাধরের ৩ পুত্র—বলরাম, রামকুমার তর্কপঞ্চানন ও রাজীবলোচন তর্কসিদ্ধান্ত (অধুনা সব নিঃসন্তান)। (৬) শুকদেব পঞ্চানন (অপুত্রক)। (৭) হরেকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন—দুই পুত্র—নিধিরাম ও আত্মারাম বাচস্পতি। আত্মারামই আড়বাঁদী আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহার বংশধর এখনও ঐ গ্রামে বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার জামাতা (কামদেব পণ্ডিতের অধস্তন নবম পুরুষ) সন্তোষের তিন পুত্র—গোকুলচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার (বংশ আছে), বৃন্দাবন তর্কালঙ্কার ও যাদবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (বংশ আছে)। বৃন্দাবন কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন (১৪ বৈশাখ ১১৫৭—নবদ্বীপ-মহিমা; ২য় সং, পৃ. ১৭৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন, তাঁহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিখ্যাত স্মার্ত্ত কৃষ্ণকান্ত তর্কভূষণ (Wardএর ১৮১১ সনের তালিকা দ্রষ্টব্য)। তর্কভূষণের দৌহিত্রই লালমোহন বিদ্যাবাগীশ—সার্ব্বভৌমের ঠিক ১৪ পুরুষ অধস্তন।

২। নরহরি বিশারদ

স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যশেষে আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন :—

> গৌড়ক্ষ্মাবলয়ে বিশারদ ইতি খ্যাতাদভূদ্ভূমণেঃ
> সর্ব্বোর্ব্বীপতি-সার্ব্বভৌম-পদভাক্ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ।
> তস্মাদাস জলেশ্বরো বুধবরো সেনাধিপঃ ক্ষ্মাভৃতাং
> স্বপ্নেশেন কৃতং তদঙ্গজভুবা সদ্ভক্তিমীমাংসনম্॥

(শাণ্ডিল্যসূত্র, মহেশ পালের সং, পৃ. ১০৯)

এই শ্লোকে 'ভূমণি' বিশারদের সমগ্র গৌড়দেশে প্রতিষ্ঠার কথা খ্যাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, সার্ব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র বিদ্যানিবাস এবং পৌত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতিও স্ব স্ব গ্রন্থে বিশারদ হইতেই আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই বিশারদের প্রকৃত নাম মাত্র দুই স্থলে লিপিবদ্ধ আছে—চৈতন্য-ভাগবতে মহেশ্বর বিশারদ এবং সার্ব্বভৌমের স্বরচিত অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় নরহরি বিশারদ। তৎস্থলে সার্ব্বভৌম পিতামাতার নামদ্বয়ই (নরহরি বিশারদ এবং ভাগীরথী) কীর্ত্তন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। স্বর্গত তর্কবাগীশ মহাশয়ও পরে তাঁহার 'ন্যায়পরিচয়' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য 'নদীয়া-কাহিনী' নামক গ্রন্থের এক পাদটীকায় নরহরি বিশারদকে সার্ব্বভৌমের পিতামহ বলা হইয়াছে (পৃ. ১৫৭, ২য় সং), যদিও মূল গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ১১০) এইরূপ উক্তি নাই। পরে, 'ভারতবর্ষে'র জনৈক লেখক (১৩৩৬ বাং, আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ৫৭৭-৮) তাহাই বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা নবদ্বীপ অঞ্চলে বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, নদীয়া-কাহিনীর এই উক্তি কল্পনাপ্রসূত। আমরা দেখিয়াছি, কোন কুলপঞ্জিকা দ্বারাই ইহা সমর্থিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রন্থকার ও প্রবন্ধলেখকগণ নির্ব্বিবাদে এইরূপ কল্পিত বস্তু মুদ্রিত করিয়া সত্যনির্ধারণে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। যে সকল কুলপঞ্জীতে সার্ব্বভৌমগোষ্ঠীর নামমালা পাওয়া যায়, প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহার পিতার নাম শুধু 'বিশারদ ভট্টাচার্য্য'ই লিখিত আছে। কেবল পরিষদের একটি পুথির এক পত্রে (২১০২ সংখ্যক পুথি ১৩১।২ পত্রে) স্পষ্ট 'নরহরি বিশারদ' পাওয়া যায়। ঘটকগণ পুরুষপরম্পরা কিরূপ প্রামাণিক বস্তু কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করেন, ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কুলপঞ্জীর লেখক অদ্বৈতমকরন্দের টীকা দেখিয়া নামটি সংগ্রহ করেন নাই নিশ্চিত।

'প্রত্যক্ষমণি মাহেশ্বরী' নামে একটি গ্রন্থ কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে। শ্রীযুত কবিরাজ মহাশয় (*S. B. Studies*, vol. IV., pp. 61-69) এই মহেশ্বর, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ হইতে অভিন্ন হইতেও পারেন, এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ কল্পনা প্রমাণসিদ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—(ইহার নূতন সংখ্যা ন্যায়বৈশেষিক ৩০১) ইহা আদ্যন্তখণ্ডিত। প্রথম পত্র নাই; দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভে আছে:—"* * * মণিনামধারণোপ-যোগিমণিসারূপ্যমাহ—যত ইতি। প্রসঙ্গাদিতি স্মৃতস্যোপেক্ষানর্হত্বাদিত্যর্থঃ। কেচিদিহোপোদ্‌ঘাতঃ সঙ্গতিঃ নিষ্ফলস্য উক্ত্যসম্ভবেন উক্তসিদ্ধার্থত্বাদেতচ্চিন্তায়া ইত্যাহুঃ।" ৩০৯।১ পত্রে আছে—"বিশেষণোপ-লক্ষণবিচারঃ সমাপ্তঃ। অতঃপরমাসমাপ্তি মূলব্যাখ্যা।" ২৭৪।২ পত্রে পাওয়া যায়, "ইদঞ্চালোককৃৎ যত্না ইত্যত্র চ বক্ষ্যতি।" 'আলোককৃৎ' এই শব্দের দ্বারা এই গ্রন্থ যে পক্ষধর মিশ্রের আলোকের প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু গ্রন্থোপরি প্রথমতঃ 'মাহেশী আলোকটীকা' এইরূপ পরিচয়লিপি ছিল, তাহা কাটিয়া (মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কর্ত্তৃক) 'প্রত্যক্ষমণি-মাহেশ্বরী' পরে লিখিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সরস্বতীভবনে "মহেশ ঠক্কুররচিত 'আলোকদর্পণে'র (প্রত্যক্ষখণ্ডের অন্তহীন) দুইটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (ন্যায়-বৈশেষিক, ৩৫০ এবং ৩৫১ সং পুথি)—উভয় স্থলেই পূর্ব্বোদ্ধৃত ২য় পত্রের বাক্য অবিকল পাওয়া যায় (৩৫০ সং গ্রন্থের ৩।১ পত্রের ২-৩ পঙ্‌ক্তি এবং ৩৫১ সং গ্রন্থের ৭।১ পত্রের ৭-৮ পঙ্‌ক্তি)।

সার্ব্বভৌমোক্ত 'বেদান্তবিদ্যাময়াৎ' বিশেষণ পদ হইতে বুঝা যায়, বিশারদেরও সার্ব্বভৌমের ন্যায় বেদান্তেই স্বরস ছিল এবং সম্ভবতঃ তিনি ঐ দর্শনে নিবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন, যাহা নব্যন্যায়ের যুগে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিশারদের স্মৃতিগ্রন্থ :— রঘুনন্দন (*J. A. S. B.*, 1915, p. 372) ও গোবিন্দানন্দ (শুদ্ধিকৌমুদী, পৃ. ৮৭-৮, ১৪৫ ও ২৭৫) তাঁহাদের গ্রন্থে 'বিশারদ' নামক স্মৃতিনিবন্ধকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিদাসের শ্রাদ্ধনির্ণয়ে এক বার (১৮।২ পত্রে) এবং খণ্ডিত অশৌচনিবন্ধে দুই বার (৪।২ ও ৯।২ পত্রে) বিশারদের মত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু হরিদাসরচিত শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় বিশারদের মত বহু বার উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি বচনে বিশারদের কালসূচনা ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, এই মূল্যবান্ বচন উদ্ধৃত হইল :—

"তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাব্দে চান্দ্রাশ্বিনসংক্রান্তিং কৃত্বা প্রতিপদ্যেব সংচর্য্য রবেরমাবস্যায়াং কুম্ভসংক্রমে প্রতিপদি মীনসংক্রান্তাবেকস্মিন্নব্দে দ্বয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি বিশারদেনোক্তং।" —(৩৪-৩৫ পত্র)

সুতরাং বারবক সাহার রাজত্বকালে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার উৎসাহে বিশারদ ১৩৯৭ শকাব্দের (১৪৭৬ খ্রীঃ সনের) অল্প পরেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হরিদাসধৃত বিশারদের দুইটি উক্তি ("ইতি বিশারদদূষণং চিন্ত্যং" ২৯।২, ৩৩।১ পত্র) হইতে বুঝা যায়, বিশারদ শূলপাণির মত খণ্ডন করিয়াছেন ; আবার অন্য দুই স্থলে (৩৪।১, ৩৭।২ পত্রে) শূলপাণিও বিশারদের মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া মনে হইবে ("ইতি বিশারদদূষণমাশঙ্ক্যাহ," "বিশারদাদিমতমাশঙ্ক্যাহ")। টীকাকারগণ প্রায়শঃ পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা না করিয়াই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তথাপি ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বিশারদ শূলপাণির সমসাময়িক ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন। এই বিশারদ নিঃসন্দেহ নরহরি বিশারদ। প্রবাদ অনুসারে বাসুদেবের পিতা স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন জানা যায় (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৩৪ ; ২য় সং, পৃ. ১২০)।

বিশারদের বিলুপ্ত তত্ত্বচিন্তামণিটীকা :—সার্ব্বভৌম তদীয় গ্রন্থে ১৫ স্থলে নানাপ্রকরণে তত্ত্বচিন্তামণির উপর তাঁহার গুরুর ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা নরহরি বিশারদই এই গুরু। তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন, মৌখিক উপদেশমাত্র ঐ সকল স্থলে উদ্ধৃত হয় নাই। এক স্থলে (৭৯-৮০ পত্রে) 'গুরবস্তু' বলিয়া উদ্ধৃত বচনের উপর 'কশ্চিৎ দূষণং…নিরস্তং' হইয়াছে। অপর এক স্থলে (১০৭ পত্রে) পাওয়া যায়, "যচ্চ তৈরুক্তং (পূর্ব্ববাক্যে 'গুরুচরণৈঃ' আছে) যদ্ব্যাবৃত্ত্যানুমিতিবিরোধী সাধ্যসাধনসংবন্ধাভাবঃ স উপাধিরিত্যাদিলক্ষণত্রয়ং, অত্র কশ্চিদ্বক্তি…।" এতদ্দ্বারাও স্পষ্ট লিখিত গ্রন্থই সূচিত হয়, মৌখিক উপদেশ হইলে 'ইত্যাদিলক্ষণত্রয়ং' পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অনুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষখণ্ডেও তাঁহার টীকা রচিত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাসরচিত অতিদুর্লভ চিন্তামণি-টীকার প্রত্যক্ষখণ্ডে তিন স্থলে বিশারদের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর পুথি, ৪৬।১, ৫১।২ ও ৬০।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। বিশারদের এই গ্রন্থ নবদ্বীপে ১৪৫০ সনের পূর্ব্বেই রচিত হইয়া থাকিবে। তিনি মিথিলার যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়েরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন ; কারণ, যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি স্বগ্রন্থে সার্ব্বভৌমের

নামোল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পক্ষধর মিশ্রের 'অনুমানালোকে' এক স্থলে বিশারদের মত খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই মূল্যবান্ পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত হইল। উপাধিপ্রকরণে সার্ব্বভৌম 'অত্রাস্মদ্‌গুরুচরণাঃ' বলিয়া বিশারদের একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (অনুমানমণিপরীক্ষা, ৯৮।২ পত্র)। তাহার আরম্ভাংশ যথা, "ধূমাদিহেতৌ ব্যঞ্জনবত্ত্বাদ্যুপাধিতানিরাসায় 'ব্যভিচারোন্নয়নসমর্থত্বে সতী'তি বিশেষণীয়ম্।" পক্ষধরের পঙ্‌ক্তি যথা (সোসাইটীর পুথি, ৫৬।২, অস্মদীয় পুথির ৩৭।১ পত্র), "এতেন ব্যঞ্জনবত্ত্বাত্ততিপ্রসঙ্গবারণায় ব্যভিচারানুমাপকত্বং বিশেষণমিত্যেতদপ্যপাস্তং, সাধনাব্যাপকপদবৈয়র্থ্যাচ্চ।" পক্ষধর কিঞ্চিৎ 'পরিষ্কার'পূর্ব্বক বিশারদেরই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। সুতরাং পক্ষধরের পূর্ব্বেই নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের চর্চ্চা এতটা অগ্রসর হইয়াছে যে, তাঁহার ন্যায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহানৈয়ায়িকও মিথিলার স্বর্ণযুগে গৌড়মতের খণ্ডন-মণ্ডন না করিয়া পারেন নাই। বিশারদ তাঁহার সময়ে গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। এবং ঐ সময়ে তাঁহার সমকক্ষ মিথিলার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র।

সার্ব্বভৌমের পুত্র বাহিনীপতি তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, পিতামহের প্রভাব ও বংশবিস্তৃতি সূচনা করিয়াছেন :—

কংশরিপোরবতারে বংশে বৈশারদে জাতম্।
উত্তংসং খলু পুংসাং তং বন্দে সার্ব্বভৌমাখ্যম্॥ (শব্দালোকোদ্দ্যোতের ৫ শ্লোক)

বিশারদের পারিবারিক বহুতর নূতন তথ্য আমরা কুলগ্রন্থে পাইয়াছি, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহা বিবৃত হইল না। তিনি প্রায় ১৪০০ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যে কাশী গমন করিয়াছিলেন—'বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী' (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)। বৈষ্ণবগ্রন্থানুসারে সার্ব্বভৌমের নিজমুখের একটি উক্তি হইল এই যে, বিশারদ চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহাধ্যায়ী ছিলেন (চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য-ষষ্ঠ এবং কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের ষষ্ঠাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। শচীদেবীর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপের (১৪৫৫ খ্রীঃ) জন্মের পূর্ব্বে সাত আটটি কন্যা সন্তান নষ্ট হয়। সুতরাং নীলাম্বরের জন্মতারিখ অনুমান ১৪০০-১০ খ্রীঃ মধ্যে পড়িবে।

৩। শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী

দীধিতির অনুমিতিপ্রকরণে এবং ব্যধিকরণ-প্রকরণে টীকাকারগণের ব্যাখ্যানুসারে 'চক্রবর্ত্তি'-লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি বৈয়াকরণদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বর্ত্তমানে অনেকেই অবগত নহেন যে, ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নৈয়ায়িকসমাজে 'ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী' অর্থাৎ সংক্ষেপে 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।[৫] আমরা

৫। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে নৈয়ায়িকগণের সর্ব্বসাধারণ 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি সর্ব্বশেষে না বসিয়া তত্তদুপাধিবিশেষের অব্যবহিত পূর্ব্বে বসিত। 'ভট্টাচার্য্য-বিশারদাৎ মরহরেঃ' (অদ্বৈতমকরন্দের টীকা), 'ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং' (সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষিণী), 'ভট্টাচার্য্যশিরোমণিভিঃ' (ভবানন্দ), 'ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়ঃ' (রামভদ্র), 'ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রেণ ধীমতা'

শতাধিক 'ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী' উপাধিধারী পণ্ডিতের নাম পাইয়াছি, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গদাধর। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারই প্রতিবিম্ব গ্রন্থে শিরোমণি-উদ্ধৃত চক্রবর্ত্তীর উপরিলিখিত পুরা নামটি উদ্ধার করিয়া অতি মূল্যবান্ তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন (৭৪।২ পত্র)। অনুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষখণ্ডেও এই ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তীর টীকা রচিত হইয়াছিল। কারণ, বিদ্যানিবাসও প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকায় তিন স্থলে 'ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তিনঃ' বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০।১, ৩০।১ ও ৬২।১ পত্রে)। ব্যধিকরণগ্রন্থে যে চারি জনের সন্দর্ভ দীধিতিকার উদ্ধৃত করিয়াছেন—চক্রবর্ত্তী, প্রগল্‌ভ, মিশ্র ও সার্ব্বভৌম—তন্মধ্যে কালানুযায়ী উৎকৃষ্ট ক্রম সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে চক্রবর্ত্তী মহারথিত্রয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বিশারদের সমকালীন ছিলেন ধরা যায়। সৌভাগ্যক্রমে বহু কুলগ্রন্থে নরহরি বিশারদের এক ভ্রাতার নাম আমরা পাইয়াছি 'শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী' এবং তিনিই যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীনাথ নাম, চক্রবর্ত্তী উপাধি এবং বিশারদের সমকালীনতা—অন্য কোন পণ্ডিত-গোষ্ঠীতে এই তিনটির সমাবেশ একত্র পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ কুলগ্রন্থে ভ্রাতাদের ক্রমনির্দ্দেশ আছে—'বিশারদভট্টাচার্য্য-শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী-শ্রীকান্তপণ্ডিতাঃ।' অর্থাৎ শ্রীনাথ বিশারদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত একটি মাত্র কুলপঞ্জীতে (১৬৫।১ পত্রে) কিন্তু পাওয়া যায়—'শ্রীনাথচক্রবর্ত্তি-বিশারদভট্টাচার্য্য-শ্রীকান্তাঃ।' শ্রীনাথ তদনুসারে ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন, আপাততঃ এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। শ্রীনাথের অধস্তন বংশধারার উল্লেখ কোন কুলপঞ্জীতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

৪। বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি

বাসুদেব সার্ব্বভৌমই ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির উপাধিটি মাত্র চৈতন্যসম্প্রদায়ে এবং অধিকাংশ কুলপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামীর গুরুকীর্ত্তনশ্লোকে প্রথম গুরু সার্ব্বভৌম এবং দ্বিতীয় গুরুই বিদ্যাবাচস্পতি—"ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।" তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, তৎপুত্র বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যরচিত চিন্তামণির টীকায় প্রামাণ্যবাদাংশে তিন বার 'অস্মৎপিতৃচরণাঃ' বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (২৯-৩০, ৩২।১ ও ৫৬।২ পত্র দ্রষ্টব্য—প্রথম সন্দর্ভটি দীর্ঘ)। তদ্ভিন্ন বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহানৈয়ায়িক রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি শব্দালোকের রৌদ্রী টীকায় এক স্থলে একটি দুর্লভ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"প্রয়োগো হেতুভূতো যস্যার্থতত্ত্বজ্ঞানস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা শাব্দপ্রমোপস্থিতৌ তজ্জন্যং যস্যেতি

(রামভদ্রের সমাসবাদ), 'ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তি-রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং' (যাদবব্যাসের মঞ্জরীসার) প্রভৃতি প্রয়োগ প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপকালে 'ভট্টাচার্য্য' পদটি সর্ব্বত্র বর্জ্জিত হইয়া বিশারদ, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি প্রভৃতিরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই যুগের 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি উপেক্ষার বিষয় নহে। গদাধরের সময়ে 'চক্রবর্ত্তী' উপাধির বিপর্য্যয় সাধিত হওয়ায় তাঁহার 'ভট্টাচার্য্য' উপাধিমাত্র প্রচার লাভ করে।

বহুব্রীহিণা শাব্দপ্রমাকরণত্বমেব উক্তলক্ষণার্থ ইত্যস্মৎপিতামহচরণাঃ” (পুণার পুথি, ১০।২ পত্র)। রুদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ পঞ্চাননও শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের টীকায় এক স্থলে “ইতি অস্মৎপিতামহচরণাঃ” বলিয়া বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (পুণার পুথি, ২৭।১ পত্র)। সুতরাং শব্দখণ্ডেও বিদ্যাবাচস্পতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের উপর রত্নগর্ভ ভট্টাচার্য্যরচিত ‘বৈষ্ণবাকূতচন্দ্রিকা’ নামক টীকা বহু কাল হইল মুদ্রিত হইয়াছে। রত্নগর্ভ খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি এক ‘বিদ্যাবাচস্পতি’র বচনানুসারে টীকা রচনা করিয়াছিলেন—“ততো বিদ্যাবাচস্পতিবচনদীপাবলিমতা” (শেষে ১ শ্লোক)। রত্নগর্ভের এই গুরু আমাদের আলোচ্য বিদ্যাবাচস্পতি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তিনি তৎকালের একজন অতিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নাই। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির ‘ভ্রমরদূত’ কাব্যের শেষে তাঁহার অতি উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়:—

যোঽভূদ্‌গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণু-
র্বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্‌গীতকীর্ত্তিপ্রপঞ্চঃ।

বিদ্যাবাচস্পতির প্রকৃত নাম সম্বন্ধে এখন বিতর্কের অবসান হওয়া কর্ত্তব্য। নগেন্দ্রনাথ বসুকৃত ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,’ ১ম ভাগ, ১ম অংশের ১ম সংস্করণে (পৃ. ২৯৫-৬) মনোহর শ্লোকে লিখিত আছে, কেশবের পুত্র নরহরি বিশারদ প্রভৃতি এবং বিশারদের দুই পুত্র বাসুদেব ও **রত্নাকর (বিদ্যা-বাচস্পতি)**। ২য় সংস্করণেও (১৩১৮ সন, পৃ. ২৪৮-৯) ইহাই অবিকল মুদ্রিত হয়। এই বংশলতাটি কোন চক্রান্তকারীর জঘন্য কৃত্রিমতার পরিচায়ক (বসু মহাশয় স্বয়ং চক্রান্তের মধ্যে নাও থাকিতে পারেন)। আমরা এ যাবৎ যতগুলি কুলপঞ্জীতে সার্ব্বভৌমের বংশধারা লিপিবদ্ধ পাইয়াছি (সংখ্যা প্রায় ২০ হইবে), সর্ব্বত্র বিশারদের পিতার নামই ‘রত্নাকর’ লিখিত আছে, কুত্রাপি তাহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। পিতামহ-পৌত্রের এক নাম বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। কুলপঞ্জীসমূহে সার্ব্বভৌম প্রভৃতির উপাধিমাত্রই লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ দুইটি পুথিতে পুরা নাম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল:—“রত্নাকরস্য···তৎসুতা চক্রপাণি-নরহরিবিশারদ-মীনকেতন-নারায়ণ-শ্রীনাথ-শ্রীকণ্ঠাঃ। বিশারদস্য···তৎসুতা বসুদেবসার্ব্বভৌম-কৃষ্ণবিদ্যাবিরিঞ্চি-**বিষ্ণুবিদ্যাবাচস্পতি**-চণ্ডীদাসাঃ।” (বঙ্গীয় সা-প, ২১০২ সং পুথি, ১৩১।২ ক্রোড়পত্র)। রাজসাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত পুথিতে (১১৮।২ পত্রে) পাঠ-ভেদ এই: “চক্রপাণি-নরহরি-মীনকেতেন···শ্রীকান্ত-বিসারদাঃ··· বাসুদেবসার্ব্বভৌম-কৃষ্ণানন্দবিদ্যানন্দনিধি(?)-**বিষ্ণুদাষবিদ্যাবাচস্পতি**-পণ্ডীদাবাঃ” (কুলপঞ্জীমাত্রই এরূপ লিপিদোষবহুল, ইহা তাহার একটি নিদর্শন)। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত অতিদুর্ল্লভ ‘বিদ্যাবিরিঞ্চি’-উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নামনির্দ্দেশই এ স্থলে কুলপঞ্জীর অকৃত্রিমতার প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যাবাচস্পতির রত্নাকর নামই প্রবন্ধপুস্তকাদিতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে; আমরা তজ্জন্য তাহার অমূলকতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলাম।

কাশীর সরস্বতীভবনে ‘বিদ্যাবাচস্পতি’-রচিত চিন্তামণিটীকার (শব্দখণ্ডের) এক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে বলিয়া শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন এবং তিনি গ্রন্থকারকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন (*S. B. Studies*, IV, pp. 68-9)। কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। এই আদ্যন্তহীন গ্রন্থ (ন্যায়বৈশেষিক, ২৮১ সং পুথি) আমরা পরীক্ষা করিয়া

দেখিয়াছি। প্রথম পত্র না থাকায় গ্রন্থকারের নাম কিম্বা উপাধি গ্রন্থমধ্যে কোথায়ও পাওয়া গেল না। নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপির পার্শ্বে পরিচয়সূচক 'বি' বা',' 'বিদ্যা,' 'বি' শা'' এবং 'বিদ্যাবা'' লিখিত আছে। এই গ্রন্থ পক্ষধর মিশ্রের আলোকের (শব্দখণ্ডের) উপর টীকা বটে। ২য় পত্রের প্রারম্ভাংশ আমরা 'গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ'-রচিত 'শব্দালোকবিবেক' গ্রন্থের একটি অন্তহীন (৩৬৬ সং) প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি—অবিকল একই গ্রন্থ। বিলুপ্তপ্রায় এই বিখ্যাত বাঙ্গালী গ্রন্থকারের পরিচয় এই গ্রন্থের অন্যত্র দ্রষ্টব্য। বিদ্যাবাচস্পতির মণিটীকা চিরলুপ্ত বলিয়াই ধরিতে হইবে।

৫। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

ঈশান নাগরের প্রসিদ্ধ 'অদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থ ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে (তত্ত্বনিধির সং, ২৫৮ পৃঃ) নির্দ্দেশ আছে। কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে চৈতন্যদেবাদির পাণ্ডিত্যসূচক কোন উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অনেকের মনে খেদ হওয়ার সম্ভাবনা; ঈশান নাগর সে অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অদ্বৈতের ক্ষুদ্র 'আচার্য্য' উপাধিই চিরপ্রচলিত। ঈশান নাগরের মতে তিনি ষড়্‌দর্শন সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া 'শান্ত বেদান্তবাগীশ' নামক অধ্যাপকের নিকট দুই বৎসর বেদ পড়িয়া 'বেদপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (পৃ. ২০, ২২)। চৈতন্যদেবও সর্ব্বশেষে অদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতেই 'বেদ' অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাইয়াছিলেন :—

এই নিমাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে অতিবিচক্ষণে।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি করিলু স্থাপনে॥ (১২৬ পৃ.)

চৈতন্যের আদিলীলার বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ 'নিমাই বিদ্যাসাগরে'র (পৃ. ১২৮, ১৩৩, ১৪০) নাম উল্লেখ করিয়া ঈশান নাগর আমাদিগকে এই অভিনব উপাধির কথা বিস্মৃত হইতে দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে 'নিমাই বিদ্যাসাগর' এক স্থানে জনৈক 'তর্কচূড়ামণি'কে তর্কশাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন (পৃ. ১৩৩) এবং অন্যত্র তদ্দেশীয় বিদ্বৎসমাজ তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন :—

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাঁহার রচিত॥ (পৃ. ১৩৪)

এই টীকা কোন্ শাস্ত্রের উপর রচিত হইয়াছিল, ঈশান নাগর তাহা পরিব্যক্ত করেন নাই। সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে বেদান্তদর্শনে আনন্দপূর্ণ-রচিত কতিপয় টীকাগ্রন্থের নাম 'বিদ্যাসাগরী'; কিন্তু আনন্দপূর্ণ চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অবাঙ্গালী ছিলেন। মহাভারতের অন্যতম (বাঙ্গালী) টীকাকার বিদ্যাসাগর অনেক পরবর্ত্তী ছিলেন জানা যায়। স্মৃতি কিম্বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর নামে কোন টীকাকারের উল্লেখ নাই। ঈশান নাগরের মতে নিমাই-রচিত তর্কশাস্ত্রের অর্থাৎ নব্যন্যায়ের টীকা (পৃ. ২১২) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিভাষ্য (পৃ. ২১১) লোকলোচনের গোচর হওয়ার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং 'নিমাই বিদ্যাসাগর'-রচিত 'বিদ্যাসাগরী টীকা'র কথা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত এবং আমাদের ধারণা, 'অদ্বৈত-প্রকাশে' উল্লিখিত প্রায় সমস্ত কথাই এইরূপ কাল্পনিক, যাহা প্রামাণিক গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

ঈশান নাগর অজ্ঞাতসারে যে বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতের কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া চৈতন্যদেবের অলীক লীলা কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য এবং নব্যন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে ইঁহার রচিত 'বিদ্যাসাগর নামে টীকা' বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায় হইলেও ঈশান নাগরের গ্রন্থরচনাকালে প্রচারিত ছিল সন্দেহ নাই। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব্বগামী একজন নৈয়ায়িকরূপে তাঁহার বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল। এ যাবৎ আমরা পুণ্ডরীকাক্ষ-রচিত ১০ খানা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছি। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইল।

১। **চণ্ডীর টীকা**:—কলাপব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নরসিংহ চক্রবর্ত্তি-রচিত চণ্ডীটীকার বহু স্থলে 'বিদ্যাসাগর' কিম্বা 'সাগরে'র মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়[৬] এবং তাহাদের কয়েকটা যে বিদ্যাসাগর-রচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক চণ্ডীটীকা হইতে উদ্ধৃত, তাহা নিঃসন্দেহ। কুমিল্লার রামমালা পাঠাগারের পুথিশালায় আমরা বিদ্যাসাগর-রচিত চণ্ডীটীকার দুইটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। একটি ১৭১৫ শকে লিখিত, তাহার পুষ্পিকা এইরূপ:—"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগর-ভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তং।" এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা; কারণ, ইহাতে গ্রন্থান্তরে বিজৃম্ভমাণ তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও প্রাচীন মতের বিস্তৃত খণ্ডনমণ্ডন একেবারেই বিদ্যমান নাই। মাত্র দুই স্থলে 'চাতুর্ভুজী' টীকার এবং এক স্থলে কোষকার 'গঙ্গাধরে'র মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়।

২। **কাতন্ত্রপ্রদীপ**:—ইহা দুর্গসিংহরচিত 'কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা'র উপর অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থের কতিপয় বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কতক অংশ মুদ্রিতও হইয়াছে। গুরুনাথ বিদ্যানিধির কলাপব্যাকরণের বিরাট্ সংস্করণে ১৩১২ সনে সর্ব্বপ্রথম কারকপ্রকরণের মাত্র ১২টি সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরী টীকা মুদ্রিত হয়। পরে ধাতুসূত্রের উপর, 'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ' সূত্রের উপর এবং আখ্যাতের সপ্তমাধ্যায়ের কতিপয় (৩৬৭-৭৬ সংখ্যক) সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরীও উক্ত সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত অংশ 'সপ্তমমঙ্গলা' নামে মুদ্রিত হইলেও উহা যে বিদ্যাসাগর-রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারকপ্রকরণের ১২টি সূত্রের টীকা ক্ষুদ্র অক্ষরে ঘনভাবে বৃহদাকার পত্রে মুদ্রিত হইয়াও ৬৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বটে; ইহা হইতে এই গ্রন্থের আকার অনুমান করা যায়। যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে এই অশুদ্ধিবহুল মুদ্রিত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, কলাপব্যাকরণের এক দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বিলয়প্রাপ্ত হইল; বাঙ্গালী তাহার সম্যক্ আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত। বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য, তিনি অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগামী গ্রন্থকারদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের মতের খণ্ডনমণ্ডন করিয়াছেন। তিনি কাতন্ত্রের টীকাকার হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য পাণিনিতন্ত্রের উপর

৬। অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৬, ৫১, ৬২, ৭৪, ৭৮-৭৯, ৯৪ পত্র দ্রষ্টব্য। এই পুথির লিপিকাল ১৭৩৬ শক, পত্রসংখ্যা ৯৬। নরসিংহ এক স্থলে পরিশিষ্টপ্রবোধকার গোপীনাথের মত উল্লেখ করিয়াছেন (৫১ পত্রে) এবং তাঁহার গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৫৯৫ শক (H. P. Sastri, *Notices*, I. 186)। অনুমান হয়, তাঁহার গ্রন্থরচনার তারিখ খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইবে।

প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গলা দেশে প্রাচীন কাল হইতে পাণিনিতন্ত্রের যে এক বিশিষ্ট প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি প্রচুর উপকরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ন্যাসকার, ইন্দুমিত্র (অনুন্যাসকার), মৈত্রেয় রক্ষিত, পুরুষোত্তম, শরণদেব, সীরদেব প্রভৃতির সন্দর্ভ তিনি পদে পদে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয় রক্ষিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুদ্রিত কারক-প্রকরণের ক্ষুদ্র অংশেই বিদ্যাসাগর কিঞ্চিন্ন্যূন এক শত বার তাঁহার মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন—অধিকাংশ স্থলে 'রক্ষিত' নামে, অনেক স্থলে 'মৈত্রেয়' নামে এবং কতিপয় স্থলে 'তন্ত্রপ্রদীপ' গ্রন্থ নামে। মৈত্রেয় রক্ষিতই বিদ্যাসাগরের পরমপ্রমাণস্বরূপ ছিলেন[7] এবং অনুমান হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি নিজ গ্রন্থের নাম 'কাতন্ত্রপ্রদীপ' রাখিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কাতন্ত্রপ্রদীপের দুইটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে—একটি কারকপ্রকরণের (মুদ্রিত কারকাংশ তন্মধ্যে আছে) ও সমাসের কতিপয় সূত্রের উপর এবং অপরটি কৃৎপ্রকরণের বিচ্ছিন্ন অংশ। সৌভাগ্যক্রমে শেষোক্ত পুথিতে পুষ্পিকা আছে; তাহা এই :—"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমচ্ছ্রীকান্তপণ্ডিতাত্মজশ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগর-ভট্টাচার্য্যবিরচিতে কাতন্ত্রপ্রদীপে কৃৎসু পঞ্চমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ" (৪৩৪৮ সং পুথির ৫৮।২ পত্র ; ১৭১৫ শকের পুথি)। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত অধুনালুপ্ত তিনখানি নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। **ন্যাসটীকা,** যথা,—"তচ্চিন্ত্যমিতি ন্যাস-টীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ"।[8]

৪। **কারককৌমুদী,** যথা—"কারকমাত্রস্যৈব হি করণত্বং সম্ভবতি ইতি কারককৌমুদ্যাং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ"।[9]

৫। **তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ,** যথা—"অনয়োশ্চ মতয়োর্বলাবলম(স্ম)ৎ-কৃতে তত্ত্বচিন্তামণি-প্রকাশেঽনুসন্ধেয়ং"।[10]

৬। **কলাপদীপিকা :**—ভট্টিকাব্যের বিখ্যাত টীকা। বহু বৎসর হইল, ইহার চারি সর্গ গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় 'ভট্টিকাব্যস্য পরিশিষ্টং' নামে মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়াছিলেন।[11] এই টীকা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহার প্রতিলিপি এখনও দুষ্প্রাপ্য নহে। পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত টীকাকার ভরত মল্লিক স্বরচিত টীকামধ্যে বিদ্যাসাগরের টীকারই প্রায় হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের এই টীকাও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক; আমরা একটিমাত্র সর্ব্বজন-পরিচিত স্থলে তাঁহার টীকাংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। ১ম সর্গের তৃতীয় শ্লোকের "বহুনি তোয়ং ঘনবদ্ব্যকারীৎ" বাক্যে ব্যাকরণানুসারে 'তোয়' পদের ক্রিয়ান্বয় ঘটে না—জয়মঙ্গলাকার, মল্লিনাথ

৭। "বস্তুতস্তু কিমত্রাস্মাকমুক্তেন মৈত্রেয়পাদা এব প্রমাণং" (কারকপ্রকরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সংখ্যক পুথির ১১।১ পত্র)।

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সং পুথির ১২।২ পত্র। এই পুথি ৯৭ পত্রে সম্পূর্ণ—লিপিকার রামকান্ত শর্ম্মা "অস্মদাদর্শে নাস্তি" লিখিয়া শেষ করিয়াছেন।

৯। ঐ, ৩৬৭৮ সং পুথির ১৩।১ পত্র দ্রষ্টব্য। মুদ্রিত কারকপ্রকরণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—৭, ১৩ ও ৪৬ পৃঃ। কারককৌমুদী নামক এক অজ্ঞাতকর্ত্তৃক ক্ষুদ্র নিবন্ধ পাওয়া যায় (L. 1161, অস্মন্নিকটেও আছে), তাহা বিদ্যাসাগর-রচিত নহে।

১০। মুদ্রিত কারকপ্রকরণ, ৫৩ পৃঃ। ৩৬৭৮ সং পুথির ৫৭।২ পত্র।

১১। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রারম্ভাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণীতে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে—L. 2154. বিদ্যানিধির মুদ্রিতাংশ আদর্শদোষে অশুদ্ধিবহুল।

প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ ইহা ধরিতেই পারেন নাই। বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন :—"যদ্যপি যথা ঘনস্তোয়ং বিকিরতি তথা স বসূনি ব্যকারীদিতি নান্বয়ঃ সম্ভবতি ঘনশব্দস্য বৃত্ত্যুপসর্জনতয়া ক্রিয়াসম্বন্ধাভাবেন তোয়মিত্যস্যানন্বিতত্বাৎ, তথাপি তোয়শব্দোঽয়ং গৌণ্যা বৃত্ত্যা তৎসদৃশে বর্ত্ততে—তোয়তুল্যানি বসূনি ঘনতুল্যো ব্যকারীৎ দত্তবান্। যথা ঘনস্য দানে ফলানপেক্ষা তথা রাজ্ঞোঽপি দানকালে বসূনামনপেক্ষণীয়ত্বেন তোয়তুল্যতা। তোয়শব্দোঽয়মুপাত্তসংখ্য এব বস্তুসমানাধিকরণ ইতি নোপচারে বচনপরিত্যাগঃ, অনেকেষামপি বসূনামেকতোয়তুল্যতেত্যাশয়াৎ। অতএব সাক্ষাস্তং চত্বারি যোজনানীত্যাদৌ নোপচারে বচনপরিত্যাগ ইতি কাতন্ত্রপ্রদীপাদাবুক্তং।" ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গলার বিদ্যালয়সমূহে ভট্টিকাব্য অধ্যয়নকালে এই শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী টীকাকারের গ্রন্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে—গুরুনাথের অনতিপ্রচলিত সংস্করণ ব্যতীত কেহই এই টীকার আলোচনা করেন নাই। কাতন্ত্রপ্রদীপ ব্যতীত এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত আরও তিনটি টীকাগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

৭-৮। **বামনটীকা ও কাব্যপ্রকাশটীকা,** যথা—"অলঙ্কারলক্ষণং বামনটীকায়াং কাব্যপ্রকাশটীকায়াঞ্চ প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ"।[১২]

৯। **কাব্যাদর্শদীপিকা,** যথা,—"অন্যে তু,—

ঔর্জিত্যমথ সৌখ্যঞ্চ গাম্ভীর্য্যমথ বিস্তরঃ।
সংক্ষেপঃ সম্মিতত্বঞ্চ ভাবিকত্বং গতিস্তথা॥
রতিশক্তিস্তথা প্রৌঢ়িঃ প্রেয়ানথ সুশব্দতা॥

ইত্যেতানপ্যধিকান্ গুণানাহুঃ। এতেষাং লক্ষণং মৎকৃতকাব্যাদর্শদীপিকায়ামনুসন্ধেয়ম্।[১৩]

বিদ্যানিধি মহাশয় আদর্শ-দোষে গ্রন্থকারের নাম 'পুণ্ডরীক' বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন।[১৪] তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, কলাপদীপিকার আরম্ভশ্লোকে স্পষ্ট 'পুণ্ডরীকাক্ষ' রহিয়াছে। ৫ম সর্গের শেষেও পাওয়া যায়,—

ইতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষো দক্ষঃ সৎপক্ষরক্ষণে।
প্রকীর্ণকাণ্ডং ব্যাচষ্ট স্পষ্টং কাতন্ত্রবর্ত্মনা॥ (৬৩।২ পত্র)

১০। **কাতন্ত্রপরিশিষ্টের টীকা :**—বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে ইহারও কতিপয় পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। লণ্ডনে এই গ্রন্থের এক সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[১৫] পরিশিষ্টের টীকাকার

১২। দশম সর্গের ১ম শ্লোকের টীকায় অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ১৫১।২ পত্র। কাতন্ত্রপ্রদীপেও কাব্যপ্রকাশটীকার উল্লেখ আছে, যথা, "প্রয়োজনাধীনা লক্ষণা ইত্যপি কার্য্যমাত্রে পরিভাষা ন তু নিয়ম ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (ঢাকার ৩৬৭৮ সং পুথির ৯৫।২ পত্র)।

১৩। বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির সম্পূর্ণ পুথির ১৭০।১ পত্র। আমাদের পুথিতে (১৬৫।১ পত্র) 'কাব্যাদর্শ-টীকায়াং' পাঠ আছে (১১শ সর্গের ১ম শ্লোক)।

১৪। কলাপব্যাকরণ (৩য় সংস্করণ, ১৩১২ সন), ভূমিকা, ।৶০ পৃষ্ঠা। ভট্টিকাব্যের পরিশিষ্ট, ৭৯ পৃঃ (২য় সর্গের পুষ্পিকা)।

১৫। কাতন্ত্রপরিশিষ্টম্ (১৩২১ বঙ্গাব্দ), ৫০৯-১৪ পৃঃ।
Eggeling - *Ind. Off. Cat*, p. 769.

হইলেও বিদ্যাসাগর কাতন্ত্রপ্রদীপে পুনঃ পুনঃ তীব্র ভাষায় শ্রীপতির মত খণ্ডন করিয়াছেন। পরমত-খণ্ডনকালে বিদ্যাসাগরের দম্ভোক্তি অনেক সময় উপভোগ্য। কৃৎপ্রকরণে আছে,—

"তদসদুপাধ্যায়সেবাবিজৃম্ভিতদুর্বুদ্ধিবৈভবাদেব।" (৫৩।২ পত্র)

"ইতি চক্ষুষী নিমীল্য পরিভাবয়ন্তু ভবন্তঃ।" (৫৪।১ পত্র)

বঙ্গদেশে নব্যন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র-চর্চ্চার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থাংশ হইতেই অনেক মূল্যবান্ উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বাঙ্গলা দেশে কলাপব্যাকরণের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ধাতুবৃত্তিকার রমানাথ 'মনোরমা' গ্রন্থে এক স্থানে কাতন্ত্রপ্রদীপের উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬] যথা—"অন্যে তু স্বরব্যঞ্জনয়োরাদেশে স্থানিবদ্ভাবো নাস্তীতি হ্রস্বমাচষ্টে হ্রাসয়তি ইত্যত্র দীর্ঘমিচ্ছন্তীতি কাতন্ত্রপ্রদীপঃ।" 'মনোরমা' ১৫৩৬ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরকে 'মহান্তঃ' বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন। সুষেণ কবিরাজ ও নরহরি তর্কাচার্য্য বহু স্থলে উক্ত 'মহান্তঃ' পদোল্লেখপূর্ব্বক বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত 'বিদ্যাসাগর' কিম্বা 'সাগর' নামে রঘুনন্দন আচার্য্য-শিরোমণি (কলাপতত্ত্বার্ণবে), হরিরাম চক্রবর্ত্তী, রামদাস চক্রবর্ত্তী, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি ১৭শ শতাব্দীর বহু কাতন্ত্রমতের গ্রন্থকার তাঁহার সন্দর্ভ তুলিয়াছেন।[১৭]

ভরত মল্লিক ব্যতীত সুপদ্মমতের কন্দর্প চক্রবর্ত্তী বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার প্রসিদ্ধি উল্লেখ করিয়াছেন :—

বিদ্যাসাগরটীকায়াং কাতন্ত্রপ্রক্রিয়া যতঃ।

সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎ তস্যামেব প্রণীয়তে ॥

সংক্ষিপ্তসারীয় নারায়ণ বিদ্যাবিনোদও বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১৮] কাতন্ত্রমতের প্রাচীন দুইটি ভট্টিটীকায় তাঁহার বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে—আমরা প্রসঙ্গক্রমে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই গ্রন্থকারদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। মহামহোপাধ্যায় **শ্রীমুকুন্দ শর্ম্মা** 'কলাপচন্দ্রিকা' নামে ভট্টিটীকা রচনা করেন—ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (৬২ পত্র, কিঞ্চিদধিক ৪ সর্গ) আমাদের নিকট আছে। তাঁহার টীকা প্রারম্ভঃ

১৬। মনোরমা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে : শ্রীনাথ শিরোমণির 'গণমালা' (১ম সং, ১২৯৭ সন, ৩১৯ পৃ. ও ২য় সং, ১৩১১ সন, ৩০৮ পৃ.), 'গণতত্ত্বদীপিকা' (১৩০৬, ঢাকা, ২৪৬ পৃ) দ্রষ্টব্য। মনোরমা "বসু-বাণ-ভুবনগণিতে" (১৪৫৮) শকে রচিত (*I. O.* 775 : অস্মদীয় পুথিতেও এই শকাঙ্কই আছে), কিন্তু ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন পুথিতে "বসুরসভুবনগণিতে" (১৪৬৮) পাঠ আছে (H. P. Sastri : *Darbar Library Cat.*, II. 214.)—তাহা ছন্দোদুষ্ট বলিয়া গ্রহণীয় নহে।

১৭। কবিরাজ, আচার্য্যশিরোমণি ও হরিরাম গুরুনাথের সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। নরহরি তর্কাচার্য্যের পঞ্জীব্যাখ্যা (আখ্যাতের) দুষ্প্রাপ্য নহে, অস্মদীয় খণ্ডিত পুথির ৪, ১৬, ১৮-১৯ প্রভৃতি পত্র দ্রষ্টব্য। রামদাসের 'কাতন্ত্রচন্দ্রিকা'ও দুষ্প্রাপ্য নহে—অস্মদীয় পুথির চতুষ্টয়ের ৬ পত্র দ্রষ্টব্য। রামনাথ অমরকোষের টীকায় 'বিদ্যাসাগরে'র নাম করিয়াছেন—Z. D. M. G. XXVIII, p. 123। এই টীকা ১৫৫৫ শকে রচিত—A. Borooah's Ed. of Amarakosa (1887-88) p. 145.

১৮। কন্দর্প টীকা : *I. O.*, p. 262. বিদ্যাবিনোদের ভট্টিটীকা : *ibid*, p. 262. এই টীকায় বিদ্যাসাগরের নাম বস্তুতই আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগরের টীকার প্রকারান্তরে অনুবাদ মাত্র, দুই স্থলে (২১।২ ও ২৯।১ পত্রে) 'বিদ্যাসাগর' নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পাদটীকায় উদ্ধৃত তাঁহার একটী সন্দর্ভ হইতে তাঁহার নব্যন্যায়ে পাণ্ডিত্য ও প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট হইবে। তিনি ১৬শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন, অনুমান করা যায়[১৯] এবং সম্ভবতঃ স্বয়ং তত্ত্বচিন্তামণির শব্দখণ্ডের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

২। কায়স্থকুলতিলক মহোপাধ্যায় কামদেব ঘোষ নামে কাতন্ত্রমতে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন—তদ্রচিত ভট্টিকাব্যের 'পদকৌমুদী' নামক টীকার একটি খণ্ডিত তাড়িপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে (৩৯৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)। গ্রন্থকার নামোল্লেখ না করিয়া বিদ্যাসাগরের মত তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন। দুইটি স্থল প্রদর্শিত হইল। প্রথম শ্লোকে 'গুণ' শব্দের ব্যুৎপত্তির বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন,—"ঘঞিতি জয়মঙ্গলায়াং প্রমাদঃ" (৫৫ পৃঃ)। কামদেব জয়মঙ্গলার সন্দর্ভ উদ্ধারপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইদন্তু ন বুদ্ধ্বা কেচিজ্জয়মঙ্গলায়াং প্রমাদকৃতপাঠ ইতি ব্যাচক্ষতে" (৪।১ পত্র)।[২০] দ্বিতীয় সর্গে 'প্রণিহন্মি' (৩৫ শ্লোক) পদের ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগর ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন—"নের্গদনদেত্যাদিনা উপসর্গস্থ ণত্বং, ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়া" (৭৪ পৃঃ)। কামদেব ইহা ঠিক ধরিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন,—"ইতি কশ্চিৎ প্রলপতি, তদতীব বিরুদ্ধং যতো ণকারেণ ব্যবধানাৎ।" (২৪।২ পত্র)[২১]। কামদেবের গ্রন্থাদির বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ. ২০৯-১০)।

কাব্যপ্রকাশের 'সারবোধিনী' টীকাকার শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভট্টাচার্য্য স্বগ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—"এবং চ 'বৈয়াকরণে বক্তরি কষ্টত্বং গুণঃ' ইত্যস্য স্বয়ং গ্রন্থকৃতা বক্ষ্যমাণত্বেন ভট্টিকাব্যস্য ব্যাকরণার্থ-নিরূপণৈকতাৎপর্য্যস্য পদ্যমিদং শ্রুতিকটুত্বে কথমুদাহৃতমিতি ন জানীমঃ ইতি বিদ্যাসাগরোক্তং দূষণং তেষামেব।" (ঝলকীকর-সম্পাদিত কাব্যপ্রকাশ, ২য় সং, ৩৬১ পৃঃ) বলা

১৯। "বস্তুত্রমঃ,—কলেগ্রহিশব্দস্য ত্রয়ী গতিঃ. রূঢ্যা বৃক্ষবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন সামান্যোপস্থাপকত্বঞ্চ মণ্ডপশব্দবৎ। যত্র (রূঢ়িমাদায়াম্বয়ো) ন ঘটতে তত্র যোগমাদায়ৈবান্বয়ঃ মণ্ডপং ভোজয়েতিবৎ, প্রকৃতে চ মুনয় এব প্রকৃতাঃ। অতএব মণ্ডপং ভোজয়েত্যাদৌ লক্ষণয়া পুরুষোপস্থিতিরিতি চিন্তামণিকৃৎপক্ষো 'যোগেনৈবান্বয়বোধসম্ভবে কথং লক্ষণে'ত্যুক্ত্বা যজ্ঞপতিনা দূষিতোঽস্মাভিরন্যথা ব্যাখ্যায় স্থাপিতঃ। তথাহি, মণ্ডপশব্দস্য ত্রয়ী গতিঃ, রূঢ্যা গৃহবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন মণ্ডপানকর্তৃপুরুষবিশেষোপাস্থাপকত্বং লক্ষণয়া পুরুষমাত্রোপস্থাপকত্বঞ্চ। তত্র তৃতীয়পক্ষমাদায় চিন্তামণিকৃদ্বচনং ন বুদ্ধ্বা যজ্ঞপতিনা দূষিতমিতি ॥" (১৮ পত্র ; তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, শক্তিবাদ, সোসাইটি সং, ৬৯৯ পৃ. দ্রষ্টব্য)। যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের নামোল্লেখ ও মতখণ্ডন প্রাচীনতার পরিচায়ক।

২০। আমাদের নিকট বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার যে পুথি আছে, তাহাতেও লিপিকার এক স্থলে বিদ্যাসাগরের 'গুণ' শব্দের ব্যাখ্যার ত্রুটি দেখাইয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

ঘঞি প্রমাদো জয়মঙ্গলায়াং যৈরুক্তমেষাঞ্চ মহান্ প্রমাদঃ।
অলোপি যো বাধক ইত্যগূঢ়ং বিচারমালোকয়তাত্র তত্ত্বাৎ। (১৩৩।২ পত্র)

২১। অস্মদীয় বিদ্যাসাগরী টীকার পুথিতে লিপিকার যোজনা করিয়াছেন,—"ণত্বে সতি নিমিত্তব্যবধানাৎ বিভাষয়া ণত্বমিতি প্রমাদলিখনমেব" (১৮।২ পত্র)। পরেও লিখিত হইয়াছে—"ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়েতি লিখনাদেব মহান্তো ন বিমর্ষণীয়া লেখকস্যৈব তদ্দোষাদিতি গুরুভিরনুগৃহীতং।" (১৩৩।২ পত্র) 'মহান্তঃ' পদে যে বিদ্যাসাগরকে বুঝাইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বাহুল্য; উদ্ধৃত সন্দর্ভ বিদ্যাসাগর-রচিত কাব্যপ্রকাশের (সপ্তমোল্লাসের) টীকা হইতে গৃহীত। ভট্টিটীকার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও অনুরূপ মত লিখিত হইয়াছে :—"অতএব শ্রুতিকটুত্বাদিদোষো নাত্র শঙ্ক্যতে, প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। অতএব বৈয়াকরণে বক্তরি তত্তাদোষত্বমিতি কাব্যপ্রকাশ ইত্যাহুঃ।" শ্রীবৎসলাঞ্ছন কমলাকর ভট্ট ও জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের পূর্ব্বতন এবং তাঁহার টীকার একটি প্রতিলিপির তারিখ "অনুমান ১৫৫০ খ্রীঃ।" (*I. O.* I. p. 325)।

ন্যায়শাস্ত্রে পুণ্ডরীকাক্ষের পাণ্ডিত্য : কাতন্ত্রপ্রদীপের মুদ্রিতাংশ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র বিদ্যাসাগর করামলকবৎ অধিগত করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়ে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। চতুষ্টয়প্রকরণের ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যায় মূল গোতমসূত্র উদ্ধার করিয়া তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাদের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং এক স্থলে ন্যায়বার্ত্তিককারের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আখ্যাতের 'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ' সূত্রের ব্যাখ্যায় দুই স্থলে 'কন্দলীকারে'র মত উদ্ধৃত হইয়াছে ("পরমাণব এব দ্ব্যণুকাদিদ্বারা অঙ্কুরেপি হেতুরিতি কন্দলীকারমতেনোক্তম্," গুরুনাথ-সং, পৃ. ৬৪৮)। উপসর্গের বাচকত্ববিষয়ে গঙ্গেশের মত খণ্ডন করিয়া ("যত্তু প্রপচতীত্যত্র প্রকৃষ্ট-পচনস্য প্রতিষ্ঠিত ইত্যত্র গতের্লক্ষণয়া ধাতুত এব প্রতীতিরিতি গঙ্গেশেনোক্তং তত্তুচ্ছমেব," ঐ, পৃ. ৬৫১) স্বমতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—"তস্মাৎ,

ধাত্বর্থস্য বিরুদ্ধার্থঃ প্রাদিভ্যো যত্র লভ্যতে।
তত্রামী দ্যোতকা জ্ঞেয়া বুধৈরন্যত্র বাচকাঃ ॥

ইতি সংক্ষেপঃ। দিবাকরাদেরপি মতমেতৎ।" এই সূত্রেই 'রত্নকোষ' ("উৎপাদনা হি ত্যার্থ ইতি") ও বর্দ্ধমান-রচিত 'তত্ত্ববোধে'র ধাতুত্বলক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, পৃ. ৬৪৩)। ধাতুসূত্রে গঙ্গেশের মত তিন বার উদ্ধৃত হইয়াছে (গুরুনাথ-সং, পৃ. ৮৫১,৮৫৮,৮৫৯)। কারকপ্রকরণ হইতে বিদ্যাসাগরের কতিপয় অতীব মূল্যবান্ উদ্ধৃতি এখানে সঙ্কলিত হইল। "কর্ম্মলক্ষণে নাস্ত্যেব কারকত্বসম্বন্ধ ইতি ন্যায়ভাস্করাদয়ঃ। নব্যতার্কিকাস্তু, ঘটপদস্য তদবয়ব-লক্ষণা ক্রিয়াফলং ঘটোৎপত্তিস্তত্রাপ্যস্ত্যেব।... আদিত্যং স্মরতীত্যাদৌ নির্ব্বর্ত্ত্যকর্ম্মতৈবেতি ন্যায়দ্বিতীয়াধ্যায়-নিবন্ধোদ্দ্যোত-স্বরসাদবসীয়তে" (পৃ. ৭১২)। "যদ্যপি খণ্ডনটীকায়াং দিবাকরাদিভিঃ সংস্কারাবচ্ছিন্না বুদ্ধির্জ্জানাত্যাদেরর্থ ইত্যুক্তং, সংস্কারফলাবচ্ছিন্নস্য ধাত্বর্থত্বাদিতি ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোতেঽপি দৃশ্যতে..." (পৃ. ৭১৫)। অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ একশেষবিচারস্থলে বিদ্যাসাগর স্বরচিত 'তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশে'র উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৭৫০)। গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাকরের গ্রন্থের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গৌড়-মিথিলার নব্যন্যায়গ্রন্থে কুত্রাপি দিবাকরের খণ্ডনটীকার উল্লেখ নাই এবং তাঁহার উদ্দ্যোতগ্রন্থের নামোল্লেখও অতীব বিরল। সমাসপ্রকরণে বিদ্যাসাগরের নঞ্‌বাদব্যাখ্যাও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ—(ঢাকার ৩৬৭৮ সংখ্যক পুথি, ৭৭।১-৮২।২ পত্র) এবং তন্মধ্যেও মণিগ্রন্থের উদ্ধৃতি আছে (৭৭।১,৭৯।১)। ইহার পুষ্পিকা হইতে ("ইতি বিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যবিরচিতা নঞ্‌বাদব্যাখ্যা সমাপ্তা") বুঝা যায়, শিরোমণির প্রসিদ্ধ নঞ্‌বাদ তখনও রচিত হয় নাই। লক্ষ্য করা আবশ্যক, বিদ্যাসাগর কোন মণিটীকার নামোল্লেখ করেন নাই। প্রগল্‌ভাচার্য্য কিম্বা বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তৎশিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর তত্ত্বচিন্তামণি-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রগল্‌ভ কিম্বা বাসুদেবের প্রায় সমসময়ে তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়। কারকপ্রকরণে এক স্থলে (৩২ পৃঃ) গৌরীচন্দ্রের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—ভট্টিটীকার এক স্থলে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের নাম গৃহীত হইয়াছে (৮ম সর্গ, ১৩১ শ্লোক) :—"একমেবেদং পঙ্ক্তং গঙ্গাদাসাদিনোক্তম্‌" (১৩৪।১ পত্র)। তাঁহার প্রমাণাবলীর মধ্যে এই দুই জনই সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন (অনুমান ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক)।

কুলপরিচয় :—বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ছিল শ্রীকান্ত পণ্ডিত। ভট্টিটীকা ও কাতন্ত্রপ্রদীপের পুষ্পিকা হইতে বুঝা যায়, 'পণ্ডিত' তাঁহার বিদ্যার উপাধি ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতার উপদেশ অনুসারেই গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতাও একজন পরমপণ্ডিত ছিলেন। কাতন্ত্র-প্রদীপে ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যায় (১৩ পৃঃ), কারকপ্রকরণে (৬০ পৃঃ) এবং ভট্টিটীকায় (৪র্থ সর্গ, ৯ শ্লোক) 'অস্মৎপিতৃচরণাঃ' বলিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভট্টিটীকার শেষে বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতার ও পিতামহের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

'রত্নাকরো' জয়তি যদ্বচনামৃতানি
পীত্বা প্রযান্তি বিবুধাঃ পরিতঃ প্রমোদং।
'শ্রীকান্ত'ধীর ইতি তস্য সুতোভিজজ্ঞে
তস্যাত্মজেন রচিতা খলু টিপ্পনীয়ম্‌॥

বিদ্যাসাগরের পিতা 'শ্রীকান্ত পণ্ডিত' এবং পিতামহ 'রত্নাকর'—সুতরাং তিনি সার্ব্বভৌমেরই পিতৃব্যপুত্র প্রতিপন্ন হইতেছেন। কুলপঞ্জীতে তাঁহার পিতার 'পণ্ডিত' উপাধিটি যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকায় তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইল। বঙ্গদেশে একই সময়ে রত্নাকরের পুত্র শ্রীকান্ত পণ্ডিত দুই জন থাকার সম্ভাবনা নাই। শ্রীহট্টে 'বাণীনাথ বিদ্যাসাগর' নামে একজন পণ্ডিতের বংশ বিদ্যমান আছে এবং ইনিই কলাপের টীকাকার বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪)। বরিশালের নিকটবর্ত্তী কাশীপুর গ্রামে এক পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন, তাঁহাকেও কলাপের টীকাকার হইতে অভিন্ন ধরা হইয়াছে (পূতভুণ্ড-রচিত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস, পৃ. ৬১-২), কিন্তু উভয় উক্তিই প্রমাণহীন বলিয়া ঈশান নাগরের উক্তির ন্যায় অগ্রাহ্য বটে। কাশীপুরনিবাসী পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের পিতা-পিতামহের নাম জানা যায় না। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং ভিন্নবংশীয় (কাশ্যপগোত্র, চট্টবংশীয়) ছিলেন জানা যায়।

৬। পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

দীধিতির অনুমিতিগ্রন্থে অনুমানস্বরূপ-প্রস্তাবে মূলের 'তচ্ছেতি' বাক্যের ব্যাখ্যায় একজন পূর্ব্বটীকাকারের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"অনুমিতেস্তর্কানাকরণকজ্ঞানত্বেন প্রত্যক্ষমিতিমধ্য-নিবেশে তৎকরণস্যাপি প্রত্যক্ষপ্রমাণান্তর্ভাবঃ স্যাদিতি তন্নিরস্যতি তচ্চেতীত্যপি কশ্চিৎ।" এ স্থলে একজন মাত্র টীকাকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রতিবিম্ব গ্রন্থে পূর্বতন টীকাকারের নামটি লিখিতে বিস্মৃত হন নাই—"পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্যস্তু লিখতি, অনুমিতেরিতি" (৪৮।১ পত্র)। কেবল তাহাই

নহে, যাঁহারা এ স্থলে পুরুষোত্তমমতে শিরোমণির অপরস উদ্ভাবন করিয়াছেন, 'বৎসরাঃ' বলিয়া তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া বিদ্যালঙ্কার স্বয়ং উপসংহার করিয়াছেন,—"নাস্ত্যেব বাহ্বরসঃ।" অনুমান হয়, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পুরুষোত্তমের আত্মীয় ছিলেন। অনুমিতিলক্ষণে মিশ্রমতের আলোচনায় দীধিতিতে আছে,—"পরে তু পক্ষধর্ম্মতেত্যত্র পক্ষতা বিশেষণম্ ইত্যাদি।" বস্তুতঃ কিন্তু পক্ষধর মিশ্রের আলোক টীকায় 'পক্ষতা বিশেষণং' এইরূপ কোন স্পষ্টোক্তি নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পূর্ব্বে এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ন চ বক্ষ্যমাণপক্ষতাজন্যস্বরূপবিশেষণাভাবাদেব নাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং, পুরুষোত্তম-ভট্টাচার্য্যীয়ং হেতমতং তৈস্ত (মিশ্রৈঃ) তত্র দত্তম্। যদি চ তদ্দীয়তে…" (১৮।২ পত্র)। সুতরাং এখানেও বিদ্যালঙ্কার অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা হইতে বুঝা যায়, পুরুষোত্তম পক্ষধরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং উপজীব্য ছিলেন। পুরুষোত্তমের পরিচয় অজ্ঞাত। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তে কাঞ্জিলালবংশীয় এক পুরুষোত্তমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি বিদ্যাবাচস্পতির জামাতা ছিলেন—"বিদ্যাবাচস্পতেঃ কন্যা ব্যূঢ়া চ পুরুষোত্তমৈঃ" (পৃ. ১০৫, পুথির বিশুদ্ধ পাঠ দেখিয়া ছন্দোদুষ্ট অশুদ্ধ পাঠ সংশোধিত হইল)। এই পুরুষোত্তম, শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী কি না সন্দেহ।

৭। কবিমণি ভট্টাচার্য্য

বিদ্যানিবাস প্রত্যক্ষখণ্ডের মঙ্গলবাদের টীকায় অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই নৈয়ায়িকের 'শিষ্ট'-লক্ষণ শ্রদ্ধা সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"কবিমণিভট্টাচার্য্যাস্তু, যাবদ্দোষানন্তসংসর্গাভাববত্ত্বং তত্ত্বং, তেন নাতিব্যাপ্তির্ন বা ঈশোঽলক্ষ্যঃ। পুরুষত্বঞ্চ বাচ্যমতো নাচেতনেঽতিব্যাপ্তিরিত্যাহুঃ" (২২।১ পত্র)। ইঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অবসথী চট্টবংশীয় দিগম্বরপ্রকরণে বিজয়পুত্র মুকুন্দের কুলবিবরণে পাওয়া যায়, "মুকুন্দস্য…ততঃ কন্যা কবিমুণিভট্টেন নীতা (পরিষদের ২১০২ সং পুথির ২৬২।১ পত্র)। উভয়ে অভিন্ন হইতে পারেন, কিন্তু শেষোক্ত কবিমণি বিদ্যানিবাসের সমকালীন। কারণ, উক্ত মুকুন্দের ভ্রাতা 'কানাই' সার্ব্বভৌমপুত্র বাহিনীপতির এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—বংশধর "দক্ষিণে উড়ুম্ব্যাবাসিনঃ" (ঐ)।

৮। ঈশান ন্যায়াচার্য্য

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বে শব্দখণ্ডের একটি বিচারে প্রমাণস্বরূপ এই চিরলুপ্তস্মৃতি ন্যায়াচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা (বঙ্গবাসী সং, পৃ. ৫৯০-৯১) "তস্মাদবসানদিনাদূতে ইতি বাক্যস্য সার্থকত্বায় পৃথক্‌পদমেবানুবাদঃ। ন চ বৈপরীত্যং, তথাত্বে বাক্যানুবাদঃ স্যাৎ। অব্যয়পদানুবাদে তু বিভক্তের্নানুবাদকতেতি। এবমেব ঈশানন্যায়াচার্য্যাঃ।" এই সন্দর্ভটি অবিকল 'উদ্বাহতত্ত্বে' (অস্মদীয় পুথির ২৬।১ পত্র) এবং 'একাদশীতত্ত্বে'ও (হুগলী সং, পৃ. ৯৪-৫) পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের নিকট ঈশান ন্যায়াচার্য্য এক পরম প্রামাণিক পুরুষ ছিলেন। অথচ রঘুনন্দন তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'মলমাসতত্ত্বে' বহু স্থলে শিরোমণির বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং অনুমান করা যায়, ঈশান ন্যায়াচার্য্য শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

কাব্যপ্রকাশের বাঙ্গালী টীকাকার 'পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী' নৈয়ায়িক ছিলেন। সপ্তমোল্লাসের আরম্ভে তাঁহার একটি শ্লোক এইরূপ সূচনা করে :—

অন্ধা দোষান্ধকারেষু কে বা ন স্যুর্বিপশ্চিতঃ।
নাহং তু দৃষ্টিবিকলো ধৃতচিন্তামণিঃ সদা॥

পূর্ব্বে বহু পণ্ডিত তাঁহাকেই চতুর্দ্দশলক্ষণীর 'চক্রবর্ত্তি'-লক্ষণের রচয়িতা বলিয়া ধরিতেন (কাব্যপ্রকাশ, ঝলকীকর-সং, প্রস্তাবনা, পৃ. ৩৩), তাহা ভ্রমাত্মক। এই পরমানন্দের গুরুই ঈশান ন্যায়াচার্য্য। গ্রন্থারম্ভে পাওয়া যায়,—

ন্যায়াচার্য্যমনঙ্গীকৃতপরপক্ষং বহুজ্ঞমীশানম্।
গুরুমিহ নত্বা কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকাং তনুমঃ॥ (L. 1638)

সনাতন গোস্বামী বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণীর আরম্ভে তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরুর বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন :—"বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।" এই 'রসপ্রিয়' (অর্থাৎ আলঙ্কারিক) অথচ 'ভট্টাচার্য্য' (অর্থাৎ নৈয়ায়িক) পরমানন্দ 'কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা'কার হইতে অভিন্ন হইতে পারেন। তাহা হইলে পরমানন্দ সার্ব্বভৌমের সমকালীন এবং ঈশান ন্যায়াচার্য্য বিশারদের সমকালীন ছিলেন, ধরা যায়।

৯। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে, মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপে 'রাজভয়' উপস্থিত হইলে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দেশত্যাগী হন। রাজভয় সত্ত্বেও কয়েক জন নবদ্বীপে রহিয়া গেলেন। যথা,—

বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যান(ন্দ) নবদ্বীপে।
ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমীপে॥

বিদ্যাবিরিঞ্চির নামপরিচয় আমরা কুলপঞ্জীতে আবিষ্কার করিয়াছি। তিনি (ও বিদ্যানন্দ) সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা ছিলেন। পরিষদের পুথিতে তাঁহার নাম লিখিত আছে 'কৃষ্ণবিদ্যাবিরিঞ্চি' এবং তিনি মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন, অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের অনুজ এবং বিদ্যাবাচস্পতির অগ্রজ। তাঁহার পুরা নাম 'কৃষ্ণানন্দ' ছিল (রাজসাহীর পুথি, ১১৮।২ পত্র), কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি সংক্ষিপ্ত 'কৃষ্ণ' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। অন্যথা সাঙ্কাডাঙ্গার প্রামাণিক ঘটকগ্রন্থে শুধু 'কৃষ্ণ বিদ্যাবিরিঞ্চি' লিখিত হইত না। তিনিও নব্যন্যায়ের গ্রন্থকার ছিলেন, অনুমান করা যায়। ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দে লিখিত নবদ্বীপের পুস্তকসূচিতে ২৭টি গ্রন্থের নাম আছে, সর্ব্বশেষ নাম 'প্রত্যক্ষকৃষ্ণ' অর্থাৎ কৃষ্ণরচিত তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকা। এই কৃষ্ণকে নবদ্বীপনিবাসী কৃষ্ণ বিদ্যাবিরিঞ্চি হইতে অভিন্ন ধরা যায়। আমাদের নিকট অতি দুর্লভ উদয়নাচার্য্য-রচিত 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' গ্রন্থের একটি বঙ্গাক্ষর খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (I. H. Q. XXII p. 152), ইহার প্রচ্ছদপত্রে মোটা অক্ষরে ভ্রান্ত পরিচয়লিপি আছে 'নিবন্ধকৃষ্ণস্য'। বুঝা যায়, কৃষ্ণরচিত 'নিবন্ধে'র (অর্থাৎ তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির) টীকাও ঐ সংগ্রহে ছিল। প্রাচীন ন্যায়ের অন্তর্ভূত নিবন্ধপ্রস্থানের প্রচার বঙ্গদেশে বিরল হইয়াছিল। নিবন্ধের উপরি বাঙ্গালী-রচিত টীকা অত্যন্ত বিরল। কৃষ্ণ,

সার্ব্বভৌমের ভ্রাতার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকিলে 'নিবন্ধকল্পে'র এই উল্লেখ একটি অতি মূল্যবান্ আবিষ্কাররূপে গ্রহণীয়।

১০। শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়

শ্রাদ্ধবিবেকের শেষে শূলপাণি 'গভীরতন্ত্রার্ণবপারদৃশ্বনা' পদে মীমাংসাদর্শনে নিজের অসামান্য পাণ্ডিত্য সূচনা করিয়াছেন এবং গ্রন্থমধ্যেও পদে পদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। সম্প্রতি নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক এই মহামহোপাধ্যায় যে ন্যায়দর্শনেও কৃতবিদ্য ও গ্রন্থকার ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি-রচিত 'আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ' নামক গৌতমসূত্রের পঞ্চমাধ্যায়ের টীকায় তিন স্থলে (কাশীর পুথি, ১২২।২, ১৫২।২ ও ১৫৫।২ পত্রে) শূলপাণির সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা :—"সাধর্ম্ম্যমাত্রপ্রযুক্তত্তদেকত্বপুরস্কারেণ সৎপ্রতিপক্ষদেশনা সাধর্ম্ম্যসমেত্যাদিকং তু শূলপাণি-প্রভৃতয়ঃ।" (৫।১।৩ সূত্র) "শূলপাণিঃ পুনরাহ, যত্র বিশেষ্যাত্মকদেশভাবয়া প্রয়োজকমিতি সময়বন্ধস্তত্রৈব ন ভাবয়া প্রয়োগঃ সাধুঃ।" (৫।২।৮ সূত্র) "শূলপাণিঃ পুনরাহ, ধাত্বর্থতানবচ্ছেদকত্বে সতি ধাত্বর্থতাবচ্ছেদকপরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বং (কর্ম্মত্বম্)" ইত্যাদি। (ঐ)। বুঝা যায়, শূলপাণি উদয়নাচার্য্যের ন্যায় গৌতমসূত্রের শুধু পঞ্চমাধ্যায়ের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকৃত কর্ম্মকারকের লক্ষণ জানকীনাথ পরে খণ্ডন করিয়াছেন। গৌড়-মৈথিল পণ্ডিতগোষ্ঠীতে শূলপাণির নাম অদ্বিতীয়। সুতরাং পৃথক্ একজন নৈয়ায়িক শূলপাণি প্রায় একই সময়ে বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিলেন, বিনা প্রমাণে তাহা স্বীকার করা যায় না।

শিরোমণির পূর্ব্বে দিক্‌পালসদৃশ মহানৈয়ায়িক প্রগল্‌ভাচার্য্য বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু তিনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন না। তাঁহার এবং তাঁহার সমকালীন 'শ্রীমান ভট্টাচার্য্যে'র বিবরণ কাশীর অধ্যায়ে লিখিত হইল।

১১। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিশ বৎসর পূর্ব্বে 'কাশীনাথ বিদ্যানিবাস' সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন (সা-প-প, ১৩৩৭, ৪র্থ সংখ্যা)। যে বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত স্বকীয় জীবদ্দশায় 'সর্ব্বজগতীপ্রতিষ্ঠিত-ভট্টাচার্য্যৌঘমৌলিরত্ন'-রূপে তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত পীঠ কাশীধামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী এক অনন্যসাধারণ মর্য্যাদার ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন, বিপুল বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ঐ একটিমাত্র পৃথক্ প্রবন্ধে এবং অপর কতিপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে মাত্র তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতিকথা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আছে। পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির অতিশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আধারের প্রতি অধুনাতন বাঙ্গালী জাতির অতিভয়াবহ এই মনোবৃত্তি শোচনীয় সন্দেহ নাই। অথচ বিদ্যানিবাসের জীবন-কথার উপকরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা ক্ষুদ্র চেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের সংশোধন ও বহুল পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইয়াছে।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে লক্ষ্মীধর-রচিত 'কৃত্যকল্পতরু' গ্রন্থের দানকাণ্ডের একখানি পুথি রক্ষিত আছে—পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ১৫১০ শকাব্দে বিদ্যানিবাস ইহা লেখাইয়াছিলেন :—

সর্ব্বেষাং মৌলিরত্নানাং ভট্টাচার্য্যমহাত্মনাং।
এতদ্বিদ্যানিবাসানাং দানকাণ্ডাখ্যপুস্তকং ॥
ব্যোমেন্দুশরশীতাংশুমিতশাকে বিশেষতঃ।
শূদ্রেণ কবিচন্দ্রেণ বিলিখ্য পরিশোধিতং ॥

(১৪৬১ সংখ্যক পুথি, *I. O*, I, p. 407)

এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানি কোলব্রুক্ সাহেব কাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই। নদীয়া জিলার উলানিবাসী দীননাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত্যকল্পতরুর অপর এক কাণ্ডের পুথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাও বিদ্যানিবাসের লেখান :—(L. 2183)

সর্ব্বজগতীপ্রতিষ্ঠিতভট্টাচার্য্যৌঘমৌলিরত্নানাং।
নৈয়তকালিকপুস্তকমেতদ্বিদ্যানিবাসানাম্ ॥
দিক্‌পক্ষদিবসগণিতে শাকে চৈত্রস্য সপ্তমাংশে।
পরিপূরিতং বিলিখ্য শ্রীরবিচন্দ্রেণ শূদ্রেণ ॥

পুথিদ্বয়ের লিপিকাল ও পুষ্পিকার ভাষা হইতে অনুমান হয়, লিপিকার একই ব্যক্তি ছিলেন—সম্ভবতঃ কবিচন্দ্র নামটিই ভুল করিয়া রবিচন্দ্র পঠিত হইয়াছে। অনুগত লিপিকার বিদ্যানিবাসের যে বিশেষণ-পদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অতিরঞ্জিত নহে। ১৫১০ শকের চৈত্র মাসে (১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে) অতি প্রাচীন অবস্থায় জীবিত থাকিয়া তিনি যে 'ভট্টাচার্য্য' অর্থাৎ নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পুথিদ্বয় ব্যতীত তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিদ্যানিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ (সিদ্ধান্ত-)পঞ্চানন বৃন্দাবনে বসিয়া ১৫৫৬ শকে গৌতমসূত্রবৃত্তি রচনা করেন। প্রারম্ভে পিতৃবন্দনা-শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :—(চতুর্থ শ্লোক)

অদ্বৈতং গুরুধর্ম্ময়োরিব লসৎক্ষ্মামণ্ডলীমণ্ডনং
রূপং কিঞ্চন পৌরুষং গির ইব প্রাগল্‌ভ্যসম্পাদকম্।
দানে কর্ণমিবাবতীর্ণমপরং দীনে দয়াদক্ষিণং
তাতং বিশ্ববিসারিচারুযশসং বিদ্যানিবাসং স্তুমঃ ॥

ইহাও সরস্বতীর পুরুষাবতার বিশ্ববিসারিকীর্ত্তি বিদ্যানিবাসের প্রতি পিতৃভক্তির উচ্ছ্বাসমাত্র নহে।

আকবরের অভিষেককালে বিদ্যানিবাস :—আইন্-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। মোট ১৪০ জনের মধ্যে ৩২ জন হিন্দু। তালিকাটি আকবরের অভিষেককালে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ; কারণ, তালিকাভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রন্থরচনাকালে (১৫৯৭ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন না এবং কয়েক জন (১১, ২৯, ৩৪, ৩৯ ও ১০০ সংখ্যক মুছলমান —Blochmann : *Ain-i-Akbari*, Vol. I, pp, 537-47 দ্রষ্টব্য) ৯৬৯-৭০ হিজরী সনেই (১৫৬২-৩ খ্রীঃ) পরলোকগত হইয়াছিলেন। আকবরের অভিষেককালে ভারতীয় পণ্ডিতদের শীর্ষস্থানে শ্রেণীবিভাগক্রমে নিম্নলিখিত মহামনীষীরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, ব্লকম্যান সাহেব

ইঁহাদের পরিচয়াদি কিছুমাত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং অপর কেহ অতীব মূল্যবান্ এই তালিকাটির প্রতি সাদর দৃষ্টিপাত করেন নাই (*I. H. Q.*, XIII, pp. 31-6 দ্রষ্টব্য)। প্রথম শ্রেণীতে পরমতত্ত্ববিৎ যোগী ও সন্ন্যাসীর নাম—মাধব সরস্বতী, মধুসূদন, নারায়ণ আশ্রম, হরিজয় সূরি (জৈন), দামোদর ভট্ট, রাম তীর্থ, নরসিংহ, পরমানন্দ ও আদিত্য (?), মোট নয় জন। সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন (সরস্বতী) ও তদীয় বিদ্যাগুরু মাধব সরস্বতীর নাম এই তালিকার প্রারম্ভে উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা যায়, উভয়ে খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেই (১৫২৫-৫০ খ্রীঃ মধ্যে) কাশীর পরমহংস সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী মধুসূদন সরস্বতী অনেক পরবর্ত্তী এবং ভিন্ন ব্যক্তি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষাগুরুস্থানীয় মাত্র দুই জনের নাম আছে,—রামভদ্র ও চিদ্রূপ। তৃতীয় শ্রেণীতে একটিও হিন্দু নাই। চতুর্থ শ্রেণীতে ৭ জন মাত্র মুছলমানের সঙ্গে ১৫ জন তার্কিক মহাপণ্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়—নারায়ণ, মাধব ভট্ট, শ্রীভট্ট, বিশ্বনাথ, রামকৃষ্ণ, বলভদ্র মিশ্র, বাসুদেব মিশ্র, বামন ভট্ট, বিদ্যানিবাস, গৌরীনাথ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য, ভগীরথ ভট্টাচার্য্য ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে বিদ্যানিবাসের নাম ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই সম্রাট্-দরবারে ঘোষিত হইয়াছিল। ৩০ বৎসর পরে ইঁহারা প্রায় সকলে পরলোকগত হইলে একমাত্র বিদ্যানিবাসই জীবিত থাকিয়া পণ্ডিত-সমাজে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা অতুলনীয়—প্রত্যক্ষদর্শী লিপিকার কবিচন্দ্র ও পুত্র বিশ্বনাথ এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার বর্ণনায় সুতরাংই ভাষা খুজিয়া পান নাই। তালিকার অবশিষ্ট নামমধ্যে চারি জন চিকিৎসক—মহাদেব, ভীমনাথ, নারায়ণ ও শিবাজী—এবং দুই জন বোধ হয় জৈন, বিজয়সেন সূরি ও ভানুচন্দ্র।

কাশীর মুক্তিমণ্ডপে ১৫০৫ শকাব্দে (১৫৮৩ খ্রীঃ) একটি সামাজিক সভা হইয়াছিল এবং তাহার নির্ণয়পত্রে নানাদেশীয় প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে 'বিদ্যানিবাস-ভট্টাচার্য্য' প্রমুখ গৌড়ীয়ের স্বাক্ষর আছে (চিত্তলেভট্টপ্রকরণ, পৃ. ৭৭)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, টোডরমল্লের সম্মুখে বিদ্যানিবাসের সহিত নারায়ণভট্টের বিচার হইয়াছিল (*Ind. Ant.* 1912, p. 10)। ইহা খুবই সম্ভবপর, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক মূল প্রমাণ-পত্র এখন অপ্রাপ্য।

রচনাবলী

তত্ত্বচিন্তামণিবিবেচন : খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতে প্রতিভার একমাত্র বিলাসস্থল ছিল নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির পঙ্‌ক্তিবিচার। ঐ যুগের প্রায় সমস্ত প্রতিভাবান্ পণ্ডিত তদুপরি টীকা রচনা করিয়া তদানীন্তন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যানিবাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই—তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়া অমর হইতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যানিবাস-রচিত মণিটীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতিলিপিটি বিদ্যানিবাস স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। কাশীতে তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইলে এই অতিদুর্লভ গ্রন্থ কাশী সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপক (১৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের হস্তগত হয়; চন্দ্রনারায়ণের উত্তরাধিকারী ৺হরিহর শাস্ত্রীর গৃহ হইতে অল্প কাল হইল, কাশীর সরস্বতীভবনে ইহা সাদরে স্থাপিত ও পরিরক্ষিত হইতেছে। এই মূল্যবান্ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা বঙ্গাক্ষরে

লিখিত, পত্রসংখ্যা ৬৮, মঙ্গলবাদ হইতে অবয়বাদ পর্য্যন্ত উপলব্ধ। লিপিকাল যথা, শুভমস্তু শকাব্দা ১৫০৫ ২৬ মাঘ, মহোপাধ্যায় শ্রীবিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যস্য পুস্তকমিদং শ্রীকৃষ্ণদাসঘোষেণ লিখিতমিতি। প্রারম্ভ যথা,

মনঃসমাকর্ষণমূলমন্ত্রঃ সিদ্ধাঞ্জনং সত্তমসপ্রচারে।
জীবাতুরাভীরকৃশোদরীণাং জীয়ান্মুরারের্মুরলীনিনাদঃ॥
সানন্দং ত্রিদশৈঃ সকৌতুকমুমাসখ্যা গণৈঃ সাদ্ভুতং
সাকূতং গিরিকন্যয়া সচকিতং চেতোভুবা বীক্ষিতাঃ।
তৎফুল্লৈকসরোরুহোদরমিলদ্ভৃঙ্গালিভঙ্গীভৃতাং
পান্তু ত্বাং শশিশেখরস্য গিরিজাবক্ত্রে দৃশাং বিভ্রমাঃ॥
বিশারদতনূজস্য বিদ্যাবাচস্পতেঃ সুতঃ।
বিদ্যানিবাসস্তনুতে চিন্তামণের্বিবেচনম্॥

পূর্ব্বোক্ত বিশারদাদির নামোল্লেখ ব্যতীত ইহাতে 'অস্মদুপাধ্যায়াস্তু' (৪ বার, ৬।১, ৪১।১-২ ও ৫৩।১ পত্র), উপাধ্যায়াস্তু (২০।২), তত্ত্বালোককৃতঃ (৪০।১), ত্রিসূত্রীনিবন্ধ (৩।২), ত্রিসূত্রীপ্রকাশ (২৪), দর্পণোক্তং (২৪), মিশ্রাস্তু (২৫, ২৮, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৪১), প্রভাকৃতঃ (৫৫।২, ৫৭।১), প্রভাকর (৫২।১), যজ্ঞপতি (৪১।১, ৪৩।১), ভাষ্য (৪।১ প্রভৃতি), 'বর্দ্ধমান-গঙ্গাদিত্যানুমতঃ' (৫৩।১), শশধর (২২।১), শোন্দড় (৪৯।২) এবং 'সার্ব্বভৌমচরণাঃ' (২০।১) বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। মিশ্র এখানে পক্ষধর মিশ্রই বটে। ৫১।২ পত্রে 'ইতি শ্রীবিশারদচরণা বদন্তি' বাক্যের ভাষা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, গ্রন্থরচনাকালে বিশারদ অতি বার্দ্ধক্যাবস্থায় জীবিত ছিলেন। বিদ্যানিবাসের অধ্যয়ন ও মণিটীকারচনা প্রথম যৌবনে নবদ্বীপে পিতার সহিত অবস্থানকালে হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। তিনি পিতামহের সহিত কাশীতে কিম্বা পিতৃব্যের সহিত পুরীতে পরে মিলিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু প্রথমে তাঁহাদের সঙ্গে যান নাই। 'অস্মদুপাধ্যায়' বলিয়া তিনি যে স্বকীয় ন্যায়গুরুর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও অজ্ঞাত কোন নবদ্বীপনিবাসী নৈয়ায়িক হওয়াই সম্ভব—মিশ্র, সার্ব্বভৌম, চক্রবর্ত্তী কিম্বা বিশারদ নহেন। বিদ্যানিবাস, শিরোমণির বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও এবং শেষজীবন কাশীতে যাপন করিলেও তাঁহার মণিটীকারচনার স্থান ও কাল বিবেচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাঁহার বিবরণ সঙ্কলন করিলাম। এই টীকার শব্দখণ্ডও কাশীর দুর্গাঘাটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (H. P. Shastri : *Report on the Search of Sans. Mss.*, 1901-2 to 1905-6, p. 17)—তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। বিদ্যানিবাসের এই মণিটীকা শিরোমণির দীধিতিগ্রন্থের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ, শিরোমণির নাম কিম্বা সন্দর্ভ তন্মধ্যে উদ্ধৃত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার রচনাকালে বিদ্যানিবাসের পিতামহ 'শ্রীবিশারদচরণাঃ' (৫১।২ পত্রে) জীবিত ছিলেন। তৃতীয়তঃ, বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি দীধিতির অনুমানখণ্ডের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, এক স্থলে শিরোমণি 'অস্মৎপিতৃচরণানাং' (অর্থাৎ বিদ্যানিবাসের) বিবক্ষা উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়, বিদ্যানিবাসের কালবিচারে তাহা আলোচিত হইল।

মুগ্ধবোধের আদি টীকাকার 'বিদ্যানিবাস' সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন, যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে এযাবৎ অভিন্ন ধরিয়াছেন (ফণিভূষণ তর্কবাগীশ : ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা,

পৃ. ৫৮-৯)। বিদ্যানিবাস একটি উপাধি মাত্র এবং বাঙ্গলা দেশে এক সময়ে ইহার বহুল প্রচার ছিল। আমরা 'বিদ্যানিবাস' উপাধিধারী প্রায় ৫০ জন পণ্ডিতের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। বৈয়াকরণ বিদ্যানিবাসের গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে এবং তাঁহার পরিচয়াদি জানিবার কোন সূত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে তিনি যে আলোচ্য মহাপণ্ডিত হইতে পৃথক্ ছিলেন, তাহা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ, মুগ্ধবোধটীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের (১৬৩৯ খ্রীঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী মহাদেব সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাম তর্কবাগীশ এবং তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যানিবাস খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন। বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য তাঁহার সমকালীন হইয়া থাকিলেও বাঙ্গলা দেশে দীর্ঘকাল বাস করেন নাই এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকে বঙ্গদেশে প্রচলিত করার সম্ভাবনা, সুযোগ বা সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ কুত্রাপি তাঁহার বৈয়াকরণত্ব ও ব্যাকরণগ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিশারদগোষ্ঠী খুব সম্ভবতঃ কলাপব্যাকরণে অধীতী ছিল, কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর এই গোষ্ঠীসম্ভূত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি প্রত্যক্ষদীধিতির টীকার এক স্থলে 'কৃত্যযুটোঽন্যত্রাপি' (কলাপের সূত্রবিশেষ) উদ্ধৃত করিয়াছেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৫২ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৭।২ পত্র)—তাঁহার পিতা মুগ্ধবোধের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক টীকাকার হইয়া থাকিলে ইহা একান্তভাবে অসম্ভব হয়।

দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি ঃ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধই এত কাল বিদ্যানিবাসের গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত করিয়া রাখিয়াছিল—রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'দোলারোহণপদ্ধতি' নাম দিয়া ইহার ক্ষুদ্র বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (L. 4I3)। আমাদের নিকট রক্ষিত একখানি উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি হইতে গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল (পত্রসংখ্যা ২২)। গ্রন্থারম্ভ এই :—

ব্রহ্মাস্বাদসহোদরনির্ভররসমাধুরীভাজি।
বিদ্যানিবাসতনুতে যাত্রাকর্ম্মাণি সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ॥
কো বিধিঃ কশ্চ নিষেধো যল্লীলা যথা তথা সেব্যা।
তদ্বিধের্বিবেকাদবিবেকাত্মনো নিরাকুর্ম্মঃ॥

"ইহ খলু ভগবদ্দর্শনাদুপস্থিতপ্রোৎসাহকলিত ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নরপতের্ভক্তিযোগ এবোদ্দেশ্য ইতি ব্রহ্মবিজ্ঞাপিতে প্রতিরূপিণা ভগবতা বরপ্রদানেন যাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। যথা ব্রহ্মোবাচ···।" দ্বাদশ যাত্রার ক্রম এই গ্রন্থানুসারে যথা—জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা (৩-৭ পত্রে), গুণ্ডিচাযাত্রা (৭-১২), শয়নোৎসব (১৩), দক্ষিণায়নোৎসব, পার্শ্ব-পরীবর্ত্তন (১৩।২), উত্থাপন (১৪।২), প্রাবরণোৎসব (১৫।২), পুষ্যাভিষেক (১৭।২), নবশস্য (১৮।১), দোলযাত্রা (২০।১), দমনভঞ্জন (২১।১) ও সর্ব্বশেষে অক্ষয়তৃতীয়া (২২।১)। গ্রন্থশেষ যথা,

ইত্যক্ষয়চন্দনযাত্রাবিধিঃ॥ অন্যচ্চ গরুড়পুরাণে,
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং রমাপতিং।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥
দোলারূঢ়ং প্রপশ্যন্তি যে কৃষ্ণং মধুমাধবে।
অপরাধসহস্রৈস্তু মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি গারুড়ো দোলোৎসববিধিঃ॥
ইতি শ্রীবিদ্যানিবাসকৃতদ্বাদশযাত্রাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা॥

যাত্রার ক্রম হইতে বুঝা যায়, বিদ্যানিবাস বঙ্গীয় রীতি অনুসরণ না করিয়া, পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই নিবন্ধ খুব সম্ভবতঃ উৎকলে বাসকালে লিখিত হইয়াছিল। ইহা প্রয়োগাত্মক, প্রমাণ-বিচার অতি সংক্ষিপ্ত। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের 'দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব' নামক নিবন্ধের প্রমাণাংশ ও প্রয়োগাংশ সম্পূর্ণ পৃথক্। রঘুনন্দন চান্দনী হইতে দমনভঞ্জিকার উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যানিবাসের বয়ঃকনিষ্ঠ ও পরবর্ত্তী ছিলেন। যাত্রাতত্ত্বে বিদ্যানিবাসের বর্ত্তমান গ্রন্থ হইতে একাধিক বচন প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, যদিও প্রায় সমকালীন বিদ্যানিবাসের নামোল্লেখ রঘুনন্দনের কোন গ্রন্থে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি স্থল লিখিত হইল :—

"ইদং পবিত্রং পরমং রহস্যং ব্রহ্মণোদিতং। কারয়িত্বাপি বা দৃষ্ট্বা নরো নৈবাবসীদতি। ইত্যাদি। অপি বেতি পক্ষান্তরসূচনাদ্ গুণ্ডিচাফলাতিদেশাৎ যো যথাকর্ত্তু মর্হতীত্যুক্তেশ্চ।...ন চৈতন্ত্র প্রকরণাজ্জগন্নাথ-মূর্ত্তিপরত্বেতি বাচ্যং পূর্ব্ববচনৈঃ সমমেকমূলত্বে সম্ভবতি মূলভেদকল্পনাগৌরবাৎ।...দোলমহোৎসবে তু গোবিন্দমূর্ত্তিবিহিতত্বেন সুতরাং সাধারণমেব। মহাজনপরিগৃহীতং সর্ব্বদেশীয়াচারপরিপ্রাপ্তঞ্চৈতৎ ন বিকল্পমর্হতীতি" (বিদ্যানিবাস, ২-৩ পত্র)।

"ইদং (পবিত্রং) পরমং রহস্যং ব্রহ্মণোদিতং, কারয়িত্বাথবা দৃষ্ট্বা নরো বৈ নৈব সীদতি। অথবেতি পক্ষান্তরসূচনাৎ গুণ্ডিকাফলাতিদেশাৎ যো যথা কর্ত্তু মর্হতি ইত্যুক্তেশ্চ। ন চৈতন্ত্র প্রকরণাৎ জগন্নাথ-পরতেতি বাচ্যং 'প্রকরণাৎ বাক্যস্য বলবত্ত্বাৎ সঙ্কোচে মানাভাবাচ্চ।' দোলোৎসবে তু গোবিন্দ-মূর্ত্তেবিহিতত্বেন সুতরাং সাধারণ্যমেব। মহাজনপরিগৃহীতং সর্ব্বদেশীয়াচারপরিপ্রাপ্তঞ্চৈতৎ ন বিকল্প-নীয়মর্হতীতি" (যাত্রাতত্ত্ব, পৃ. ২১ ; অস্মদীয় পুথির ৯২ পত্র)।

চিহ্নিত স্থলে রঘুনন্দনের যুক্তির উৎকর্ষ এবং অন্যত্র সন্দর্ভদ্বয়ের অভিন্নতা লক্ষ্য করিলে রঘুনন্দনের পরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সচ্চরিতমীমাংসা :—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রেক্ট্ সাহেব অক্স্‌ফোর্ডে রক্ষিত সংস্কৃত পুথির বিবরণীগ্রন্থে পুরুষোত্তম-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্যস্থাপক 'অবতারবাদাবলী' নামক এক ক্ষুদ্র নিবন্ধের পরিচয় প্রদান করেন। তন্মধ্যে যে সকল গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, 'বিদ্যানিবাস-ভট্টাচার্য্য'-রচিত 'সচ্চরিতমীমাংসা' তাহাদের অন্যতম। (Aufrecht : *Oxf. Cat.*, p. 38)। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই দুর্লভ গ্রন্থের খণ্ডিত একখানি প্রতিলিপি বরোদার প্রাচ্যমন্দিরে সংগৃহীত হয়। বরোদা এবং কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে এই ছিন্নভিন্ন ভ্রমপ্রমাদবহুল সুপ্রাচীন প্রতিলিপির চিত্রাবলী আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়া বিদ্যানিবাস সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। সচ্চরিতমীমাংসা সদাচারবিষয়ক সুবৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহার প্রারম্ভাংশ আবিষ্কৃত হয় নাই, একই হস্তাক্ষরে লিখিত তিনটি পৃথগংশ পাওয়া গিয়াছে। প্রথমাংশের পত্রাঙ্ক ১৬-৬৬, বিষয়বস্তুর পরিচায়ক পদসমূহ এই—অথ গন্ধঃ (১৮।১ পত্র), পুষ্পাণি (ঐ), অথ ধূপঃ (১৯।২), ইতি সচ্চরিতমিমাংসায়াং দিনভাগত্রয়কৃত্যং সমাপ্তং। চতুর্থে...(২৪।২), অথ স্নানং (৩৬।২), স্নানোত্তরকর্ম্ম (৪৬।১), অথ জপস্য সামান্যতো ধর্ম্মাঃ (৫০।১), অথ তর্পণং (৫২।২), অথ দেবপূজনং (৬৪।২)। এই অংশের সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী ও কতিপয় বচন উদ্ধৃত হইল :—অনিরুদ্ধ ভট্ট (৫৫।১), আশ্বলায়নগৃহ্য (৩৭।২), কল্পতরু, কাত্যায়ন (ও ভাষ্য), কালাদর্শ

(৩০।১), কালিকাপুরাণ, কৌর্ম্ম, গোতম, গোভিল, ত্রিকনাদয়ঃ (৩১।২), দাক্ষিণাত্যস্মৃতি (৩১।১), দেবল, দেবীপুরাণ, ধনঞ্জয়নিবন্ধ (২৮।১), নরসিংহপুরাণ, নারদ, পিতামহ, পিতৃদয়িতা, (৫৫।২), প্রকাশ (৫০।২), বৌধায়ন, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব (৫৪।২), ভট্টনারায়ণ (৪৯।১), ভট্টভাষ্য (৩৯।১), ভট্টবার্ত্তিক (৫০।২), ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যোত্তর, মৎস্যপুরাণ, মদনপারিজাত (৪৮।২), মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, মিতাক্ষরা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য (৪০।১), রত্নাকর (২৫।১), রামায়ণ, লিখিত, বরাহপুরাণ, বাচস্পতি মিশ্র (২৯।২), বিদ্যাকর বাজপেয়ী (৩৩।২, ৪২।২), বিষ্ণু, বিষ্ণুপুরাণ, ব্যাস, শঙ্খ, শাতাতপ, শ্রীদত্ত (৪৫।১, ৫৫।২), সমুদ্রকরভাষ্য (২৫।১, ৪৭।১), সাংখ্যায়নগৃহ্য, স্কান্দ, হরিহর (৫০।১), হলায়ুধ (৩৪।২, ৩৮।২), হারীত ॥ এতদ্ভিন্ন দুই স্থলে স্বরচিত পূর্ব্বতন শ্রাদ্ধমীমাংসা গ্রন্থের উল্লেখ আছে—"শ্রাদ্ধাদিকং চ বচনবলাদি(তি) মৎকৃতশ্রাদ্ধমীমাংসায়াং বিস্তরঃ" (২১।১), "বিস্তরস্তু শ্রাদ্ধমীমাংসায়াং দ্রষ্টব্যমিতি" (? ৩০।১)।

২১।১ পোষ্যবর্গঃ, বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥

ঐ সর্বত ইতি "সার্ববিভক্তিকস্তসিল্" (মুগ্ধবোধের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আদি বাঙ্গালী টীকাকারের পক্ষে এই পাণিনীয়সূত্রোল্লেখ নিতান্তই অসঙ্গত মনে হয়)।

২২।২ তামসী বৃদ্ধির্ম্লেচ্ছাধিপত্যরূপা…(ম্লেচ্ছ-)রাজপ্রতিগ্রহাস্বতিনিষিদ্ধাঃ।

২৫।২ তৈলপদং তিলপ্রভবস্নেহে শক্তং তেন সর্ষপস্নেহাদিষু ন দোষ এতন্মূলকে "অতৈলং সার্ষপং তৈল"মিতি বচনে সার্ষপপদমতসীতৈলাদীনামপ্যুপলক্ষণং, পক্বতৈলে পুষ্পবাসিততৈলে চ ন দোষ ইতি পঠন্তি।

৫৫।২ দেবশর্ম্মেত্যুপপদং গৌড়াদয়ো মন্যন্তে।

দ্বিতীয়াংশের পত্রাঙ্ক ১-৫৮। বিষয়সূচি—শুচি (১।১), আচমনবিধি (৩।১), স্পৃষ্টাস্পৃষ্টিঃ (১১।১), দন্তধাবন (১৬।১), প্রাতঃস্নান (১৮।২), ধর্ম্মকর্ম্মণি সাধারণী পরিভাষা (২১।১),কাল (২৯।১), দানবিধি (৫৩।২)। অতিরিক্ত প্রমাণপঞ্জী :—অপিপাল (৩৬।১), উপায়কৃতঃ (রাত্রিলক্ষণ, ৩০।১), কামরূপীয় নিবন্ধ (৪১।১), কাশীখণ্ড, কোষ (সংলাপো ভাষণং মিথ ইতি কোষাচ্চ ৭।২), দানসাগর বা সাগর (২৬।১, ৪৬।১, ৫৫।২), ন্যায়ভাষ্য (৫৩।২), পাতঞ্জলভাষ্য (৭।২), প্রতিহস্তকমহাদাননিবন্ধে (৩১।১), ভোজরাজ (৩৩।১), মৎস্যসূক্ত (২৪।১), মহাভাষ্যটীকাকার (২৪।২), মেধাতিথি (৭।১), মোক্ষধর্ম্ম (২২।২), যশোধরভাষ্য (৪১।১), যোগিনীতন্ত্র (২৪।১), বর্দ্ধমান (৫৪।১), বিশ্বরূপ (২২।১), শান্তিদীপিকা (গৌড়ীয়, ৪৩।২), শারদাতিলক (৩২।২), শূলপাণি (১৩।২), প্রাচীনৈঃ সদ্‌ত্যাদিকৃত্তিঃ (?, ৩২।২), হরিশর্ম্মভাষ্য (২।১, ৪৩।২)। এই অংশেও এক স্থলে (৩৫।২) 'মৎকৃত-শ্রাদ্ধমীমাংসায়াং বিস্তরঃ' লিখিত আছে। কতিপয় মূল্যবান্ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল।

২৪।১ এবংবিধানি মৎস্যসূক্ত-যোগিনীতন্ত্রাদীনি বামাগমস্থেন প্রসিদ্ধানি অপ্রমাণানি। গ্রন্থের সর্ব্বত্র বৈদিকাচারের প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট।

৩৫।১ দৃশ্যন্তে চ নানাদেশীয়প্রকৃষ্টপণ্ডিতগণাধিষ্ঠিতসভানির্ধারিতার্থকারিণাং গজপতীনাং পুরুষোত্তম-দেব-প্রতাপরুদ্র-মুকুন্দদেবানাং অষ্টহস্তায়ামবিস্তারাষ্টহস্তরবাতানি কতিচন হোমকুণ্ডানি বর্ত্তন্তে। অধুনা তানি মৃদাচ্ছাদিতানীতি কুণ্ডে করণীবচনং।

৫৩।২ (দানং) স্বস্বত্বনাশোদ্দেশ্যপরস্বত্বোৎপাদকমানসব্যাপারঃ।

৫৪।১ যথা, অদ্য চৈত্রশুক্লপ্রতিপদি কাশ্যাং স্বর্গকামোঽহমিমাং গাং রুদ্রদৈবতাং আত্রেয়গোত্রায় হরিশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে।

৫৬।২ কারকলক্ষণং তু···ন বা সব্যাপারত্বে সতি ক্রিয়ানিমিত্তং ··নিরুক্তষড়ন্যতমত্বমিত্যাহুঃ।

তৃতীয়াংশ দীর্ঘতম, পত্রাঙ্ক ১৭-১০৫। সৌভাগ্যবশতঃ শেষে পুষ্পিকা, রচনাকাল ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতির পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ আছে। বিষয়সূচি, অথ দীপঃ (২১।১), গন্ধ, প্রণামাদি, পুষ্পাণি, ধূপঃ, অপরাধাঃ, বৈশ্বদেব-বলি, অতিথিপূজা, ভোজন, ভোজ্যাভোজ্যানি, মৎস্য, মাংস, শয়নবিধি। অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী যথা, আচারমাধবীয় (১০১।১), গোবিন্দমানসোল্লাস (২৫।২), নন্দিকেশ্বরপুরাণ (২১।১), পণ্ডিতসর্ব্বস্ব (৭৭।১), পারিজাত (৬৮।১), মাধবমানসোল্লাস (২৫।১), বিজ্ঞানেশ্বর (৮০।১), বিশ্বকোষ (৭২।১), বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (২৩।১), বিষ্ণুরহস্য (২৬।২), শিবসর্ব্বস্ব (২১।১), স্মৃতিমঞ্জরী (৭৩।১), হরিহরভাষ্য (৮৭।১)। ৩৯।২ পত্রে পাওয়া যায়, "বিবেচিতং চৈতদীশ্বরগীতাভাষ্যেঽস্মাভিরিতি"। ১০৩।২ পত্রেও স্বরচিত একখানি গ্রন্থের উল্লেখ ছিল, কিন্তু নামটি ত্রুটিত হইয়াছে ("ইত্যাদি মৎ···বিস্তরঃ")।

সমাপ্তি যথা,

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণমিতি।
আচারো ভগবদারাধনদ্বারা চ মোক্ষহেতুঃ। যথা ভোগলে (?)
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে নান্যঃ পন্থাস্তত্তোষকারণং॥

যো গর্গবংশতিলকঃ কলিভীতধর্ম-
বিশ্রামভূ * * বরঃ শরণং নৃপাণাং।
শ্রীবৈদ্যনাথ-শিখরেশ্বর এষ তস্য
সংদেশনাদজনি সচ্চরিতপ্রবন্ধঃ॥
বিশারদতনূজস্য বিদ্যাবাচস্পতেঃ সুতঃ।
কাশীনাথো হরেঃ প্রীত্যৈ খাষ্টেন্দ্রাব্দে ব্যধাদিমং॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীবিদ্যানিবাসমহাচার্য্য- (? ভট্টাচার্য্য-)কৃতা সচ্চরিত-মীমাংসা সমাপ্তা॥

মহাচার্য্য (? ভট্টাচার্য্য-) প্রথমগণিতঃ শ্রীলবিদ্যানিবাসঃ।
গ্রন্থং চক্রে যমখি(ল)জনস্বাশ্রমাচারপূর্ণং।
গ্রন্থসংখ্যা * * * শকাব্দা ১৫৪৮। সংবৎ ১৬৮৩

এতদনুসারে 'কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য' ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৫৮-৯ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ বৈদ্যনাথের গর্গবংশীয় শিখররাজের অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন। এ স্থলে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যানিবাসের প্রকৃত নাম ('কাশীনাথ') প্রামাণিকভাবে জ্ঞাত হওয়া গেল। পঞ্চকোট, শিখরভূমি, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে গর্গবংশীয় শিখররাজাদের বংশ এখনও বিদ্যমান আছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, আইন্-ই-

আকবরির তালিকায় বিদ্যানিবাস ব্যতীত পৃথক্ এক কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম আছে। তিনি খুব সম্ভবতঃ নবদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের আদিপুরুষ 'কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' এবং তাঁহার উপাধি হইতেই প্রমাণ হয়, তিনি শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক ছিলেন।

বিদ্যানিবাসের এই গ্রন্থে গৌড়ীয় আচারের উল্লেখ থাকিলেও দাক্ষিণাত্যস্মৃতির ও 'মধ্যদেশীয়' আচারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত সূচিত হইয়াছে। তৃতীয়াংশের ২০।১ পত্রে পাওয়া যায়, "মধ্যদেশীয়াস্ত রবিচারেপি নিষেধমিচ্ছন্তি" (কুশাহরণ বিষয়ে)। ৬৩।১ পত্রেও 'মধ্যদেশীয়াস্ত' বলিয়া ভোজ্যাভোজ্য-বিষয়ে একটি আচারের বিবৃতি আছে এবং শেষে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে—"অয়মাচারো-ঽবিগীতমধ্যদেশাচারত্বাৎ সর্ব্বদেশীয়ৈরনুসর্ত্তুমুচিত ইতি।" এতদ্দ্বারা এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি উদাহরণ-বাক্যদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, এই গ্রন্থ কাশীতে বসিয়া রচিত হইয়াছিল এবং তখনও কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় কিম্বা দ্রাবিড়ী পণ্ডিতদের প্রাধান্য ঘটে নাই, মধ্যদেশীয় অর্থাৎ কান্যকুব্জসমাজের সদাচারের আদর্শই অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বৃহৎ গ্রন্থে অনুষ্ঠানাদির বাহুল্য ও কঠোরতা রঘুনন্দনের মতাপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার কারণ, কাশীতে কোন কালেই তান্ত্রিকাচার বৈদিকাচারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রঘুনন্দনাদির গ্রন্থের সহিত এই বাঙ্গালী-রচিত গ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচনা সুতরাং ঐতিহাসিকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

বিদ্যানিবাসের নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি 'দ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা' গ্রন্থের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকে পিতৃবন্দনা করিয়াছেন :—

মীমাংসামাংসলপ্রজ্ঞং বেদান্তাম্ভোধিকুম্ভজম্।
ন্যায়াচার্য্যমহং নৌমি তাতং জ্ঞাতপরাবরম্॥

সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শনেও তিনি সম্ভবতঃ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বস্থলী হইতে সংগৃহীত দুই পাতার একখানি পুথি "অথ বিদ্যানিবাসীয়ে শালগ্রামমাহাত্ম্যাদি" আমরা দেখিয়াছিলাম। খানাকুল সমাজের প্রসিদ্ধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'ব্যবস্থাসার-সংগ্রহ' গ্রন্থের এক স্থলে (২৪।২ পত্রে) 'বিদ্যানিবাসকৃতাহ্নিকে' বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিবেণীর চন্দ্রশেখর বাচস্পতির রচিত দ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থেও 'বিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যাদয়স্তু' বলিয়া স্মৃতিবিষয়ক বচন পাওয়া যায় (পরিষদের পুথি, ৩৬।১ পত্র)। এতদ্দ্বারা শ্রাদ্ধমীমাংসা ও সচ্চরিতমীমাংসা ব্যতীত বিদ্যানিবাসরচিত অধুনালুপ্ত অপরাপর স্মৃতিগ্রন্থের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিদ্যানিবাস কাশীনিবাসী হইলেও তাঁহার প্রামাণিকত্ব ও পাণ্ডিত্যের স্মৃতি খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। মণিটীকা ব্যতীত তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অন্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে। তৎপুত্র বিশ্বনাথ পঞ্চানন শিরোমণির নঞ্বাদের টীকায় 'অস্মৎপিতৃচরণাঃ' (পুণার পুথি, ৪।১ পত্র) ও 'অস্মাকং পৈতৃকঃ পন্থাঃ' (১০।১) বলিয়া বিদ্যানিবাসের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদার্থখণ্ডনের টীকায়ও বিশ্বনাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন (সোসাইটীর পুথি, পৃ. ২৬; পদার্থখণ্ডন, কাশীর সংস্করণ, পৃ. ৩৯ দ্রষ্টব্য) "নিত্যেতি। অত্রাস্মৎপিতৃচরণাঃ এবং সতি দ্ব্যণুকাদেঃ ক্ষণিকত্বাপ্রসঙ্গঃ…।" এ স্থলে শিরোমণির সন্দর্ভের উপর বিদ্যানিবাসের মন্তব্য লক্ষ্য করার বিষয়। আমরা রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির

টীকাসমূহে কিম্বা অন্যত্র কোথায়ও শিরোমণির ব্যাখ্যাস্থানে বিদ্যানিবাসের নাম আর খুঁজিয়া পাই নাই। বিদ্যানিবাসের রচনাবলী ও শাস্ত্রব্যবসায় সম্বন্ধে ।রঘুনাথের পিতৃবন্দনাশ্লোকস্থ অপূর্ব্ব ভক্তিপদ ("অদ্বৈতং গুরুধর্ম্ময়োরিব") আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, একাধারে দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ঐ যুগে অতুলনীয় ছিল। দার্শনিকদের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ 'গজনিমীলনবৎ' মনোভাব সম্যক্ পরিহার করিয়া তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কঠোরভাবে অনুশীলন ও পরিপালন করিয়াছিলেন।

কুলপরিচয় :— কুলপঞ্জী হইতে আমরা বিদ্যানিবাসের বহু মূল্যবান্ অজ্ঞাতপূর্ব্ব পারিবারিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি; তাহাদের বিবৃতি প্রদত্ত হইল। বিদ্যানিবাসের নিজ বংশধারা অধুনা বিলুপ্তপ্রায়, একটিমাত্র ক্ষীণ ধারা যে এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত। বিদ্যানিবাসের নামও তাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহার পারিবারিক ঘটনাবলী ত অতি দূরের কথা। এবম্বিধ স্থলে হস্তলিখিত মূল কুলপঞ্জীসমূহ কিরূপ অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক উপকরণসম্ভার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রতি ইতিহাসরসিক ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। বন্দ্যঘটীয় আখণ্ডলের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রত্নাকরের তিন পুত্র—নরহরি বিশারদ, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী ও শ্রীকান্ত পণ্ডিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশারদ-পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় 'বন্দ্যাম্বয়' বলিয়া লিখিয়া গেলেও তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ ঘৃতকৌশিক গোত্রীয়দের আদিপুরুষ ধরিয়া আসিতেছেন এবং একাধিক গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ৩য় অংশ, পৃ. ২০৭, ২১১; বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক, পৃ. ৮৪)। বিশারদের চারি পুত্র—বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি ও চণ্ডীদাস বিদ্যানন্দ। ইঁহাদের সকলেরই উল্লেখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়।

> বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥
>
> *　　*　　*　　*
>
> তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসী। বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী ॥
> বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যান(ন্দ) নবদ্বিপে। ভট্টাচার্জ্যশিরোমণি সভার সমিপে ॥

সোসাইটির পুথি হইতে (১০।২ পত্র) অবিকল উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ত্রুটিত পাঠ আছে 'বিদ্যান' এবং তদ্দ্বারা মুদ্রিত পাঠ 'বিদ্যারণ্য' (সা-প-প, ১৩০৪, পৃ. ২০৬) সমর্থিত হয় না। আমরা দুইখানি কুলপঞ্জীতে বিশারদের কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীদাসের 'বিদ্যানন্দ' উপাধি পাইয়াছি এবং জয়ানন্দ এ স্থলে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উপাধি বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের প্রামাণিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাবিরিঞ্চি ও বিদ্যানন্দ অতি দুর্লভ উপাধি এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজভয়সত্ত্বেও নবদ্বীপে অবস্থিতি লক্ষ্য করার বিষয়।

বিদ্যাবাচস্পতির সম্বন্ধে কুলপঞ্জীতে যাহা লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :— "বিদ্যারাচস্পতিকন্যা ক্ষেম্য মুং রাঘব ভ্রাতৃসার্ব্বভৌমযোগে তৎসুত বিদ্যানিবাশ ভট্টাচার্য্য" (পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথি, ১২১।২ পত্র ও ৪৪১।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। কাঁচনার মুখবংশীয় কংসারির পুত্র রাঘব চক্রবর্ত্তীর (ধ্রুবানন্দ, পৃ. ১১৭) নিকট উভয় ভ্রাতা কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন।

"বিদ্যাবাচস্পতেঃ কেশ্য চং হরীশ্বর তৎসুতৌ হৃষিকেশ-কাশীনাথবিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যৌ" (ঐ, ১৩১।২ ক্রোড়পত্র এবং রাজসাহী মিউজিয়ামের পুথি, ১২৮।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে অপর এক জামাতা ও পুত্রের নাম পাওয়া গেল।

[illegible] কুলক্রিয়া যথা :—"অস্যোচিত চং আচার্য্যপুরন্দর (পরিষদের ঐ পুথি, ১২১।২ পত্র)। কেশ্য চং গোপীনাথ (ঐ, ১৩১।২) তৎসুতাঃ রুদ্রভট্টাচার্য্য-বিশ্বনাথপঞ্চানন-নারায়ণভট্টাচার্য্যাঃ" (রাজসাহীর পুথি, অন্যত্র নারায়ণের নাম সর্ব্বাগ্রে আছে)। এখানে বিদ্যানিবাসের এক শ্বশুর ও জামাতার নাম পাওয়া গেল। উভয়ের পরিচয় আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম ; কারণ, বিদ্যানিবাসের কালনির্ণয়ে তাহার উপযোগিতা আছে।

(১) বিভোচট্টবংশীয় 'বাণীবিনোদ' আদিকুলীন অরবিন্দের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। নামমালা যথা, অরবিন্দ – আহিত—গুাকর—বিভো—নৃসিংহ—বামন—লম্বোদর—বাণীবিনোদ। তৎপুত্র "ভট্টাচার্য্য-পুরন্দরস্যোচিত বং গোবিন্দ বং মাধব ন্যূন বং মধু বং হরিদাস ততঃ কন্যা বিদ্যানিবাসেন বিবাহিতা" (পরিষদের ঐ পুথি, ৩২৭।১ পত্র)। পুরন্দর মোটামুটি মুখবংশীয় কামদেব পণ্ডিতের পুত্রদের সমকালীন ছিলেন। কামদেবপুত্র সুধাকর সার্ব্বভৌমপুত্র জলেশ্বরের (অর্থাৎ বিদ্যানিবাসের জ্যেঠাত ভাইয়ের) শ্বশুর ছিলেন এবং কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে জলেশ্বরের জন্মাব্দ আমরা খ্রীঃ ১৪৬০-৬৫ মধ্যে অনুমান করিয়াছি বিদ্যানিবাসের জন্মাব্দও অনুমান তাহাই ধরা যায়।

(২) অবসথী চট্টবংশীয় জন্মেজয়পুত্র শ্রীগর্ভ আদিকুলীন বহুরূপের অধস্তন একাদশ পুরুষ এবং ধ্রুবানন্দ তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১১৯)। তৎপুত্র "গোপীনাথস্য বং বিদ্যানিবাসস্য কন্যাবিবাহহানিঃ—তৎসুতঃ পার্ব্বতীনাথ অস্য কন্যা কেশরকোণী গোবিন্দরায়ে বিবাহহানিঃ ভবানন্দ মজুমদারজঃ" (ঐ পুথি, ২৭০।১)। বংশধরগণ 'দিগম্বরপুরনিবাসিনঃ' ছিলেন (ঐ)। গোপীনাথ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থোক্ত শেষ সমীকরণীয় কুলীনদের পুত্রপর্য্যায়ের লোক এবং তদনুসারে তাঁহার জন্ম প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার শ্বশুর বিদ্যানিবাস অপর দিকে ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ-পর্য্যায়ের লোক হইতেছেন। ভবানন্দের জন্মাব্দ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৫২৫-৫০ মধ্যে) ধরিয়া বিদ্যানিবাসের জন্মাব্দ প্রায় ১৪৬০ খ্রীঃ অনুমান করা যায়।

(৩) বিদ্যানিবাস প্রথম বিবাহে বোধ হয় অপুত্রক ছিলেন এবং শেষ বয়সে আর এক বিবাহ করিয়া পুত্রত্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ বিবাহের বিবরণও কুলপঞ্জীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাঙ্গুলীবংশের একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ শাখায় 'পুরুষোত্তম' আদিকুলীন শিবোর অধস্তন দশম পুরুষ ছিলেন। নামমালা যথা, শিবো—গদো—হলো—আবু—শুণোক—তিয়ো—জহ্নু—বশিষ্ঠ—ষষ্ঠীবর—পুরুষোত্তম (ঐ পুথি, ৫৪৮।২ পত্র)। তিয়ো হইতে কোন কুলবিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই, কেবল ষষ্ঠীবরের ৪ কন্যা ও পুরুষোত্তমের ৬ কন্যার কথা আছে। অর্থাৎ পরিবারটি সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিল না। "পুরুষোত্তমস্য কন্যা চং মাধব রঘুজ অং, চং বাণী মুকুন্দজঃ, মুং রমানাথ, বং রাঘব, বং বিদ্যানিবাস-ভট্টাচার্য্য, মুং জগজ্জীবন তৎসুতৌ রঘুনরসিংহৌ॥" জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত যে নিতান্ত বার্দ্ধক্যে পুরুষোত্তমের পঞ্চম কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

অভ্যুদয়কাল : বিদ্যানিবাসের সারস্বত জীবনের দুইটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১০০ বৎসর—ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কি না সন্দেহ। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত থাকিয়া তিনি লেখকদ্বারা তাঁহার প্রিয়তম স্মৃতিনিবন্ধ কল্পতরু নকল করাইয়াছিলেন। অপর দিকে রঘুনাথ শিরোমণি অনুমানদীধিতির এক স্থলে তাঁহার যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব-প্রকরণে সার্ব্বভৌমের কূট-ঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ শিরোমণি নানা দোষ দেখাইয়া খণ্ডন করেন। তৎপর একজন প্রতিভাবান্ নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌমের পক্ষাবলম্বন করিয়া এক কথায় শিরোমণ্যুক্ত সমস্ত দোষের উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন—"সাধনসমানাধিকরণত্বেন সাধ্যাভাবা বিশেষণীয়া ইতি চেদ্বিশিষ্যস্তাং তথাপি···" ইত্যাদি সন্দর্ভে শিরোমণি তাহাও খণ্ডন করিয়া অবশেষে "এতেন···ইত্যাদিকমপাস্তম্" বলিয়া উক্ত প্রকরণের সর্ব্বশেষ লক্ষণ (নৈয়ায়িকসমাজে যাহা 'পুচ্ছলক্ষণ' নামে পরিচিত) উল্লেখ করিয়া উপসংহার করেন। বিদ্যানিবাসের পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি অনুমানদীধিতির টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, **"অস্মৎপিতৃচরণানাং বিবক্ষাং শঙ্কতে**—সাধনসমানাধিকরণত্বেনেত্যাদি"। কথাটা সার্ব্বভৌমপরিবারমধ্যেই প্রচারিত ছিল, রুদ্র ভিন্ন অপর কোন টীকাকার ইহা এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই—নবদ্বীপের মহারথিগণ কেহই না। এ স্থলে আমরা দীধিতির একজন সুপ্রাচীন টীকাকার কাশীনিবাসী 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী'র ব্যাখ্যাবচন অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম :—(সোসাইটির পুথি, ১২০।১—১২২।১ পত্র) "একয়া বিবক্ষয়া সর্বান্ দোষানুদ্ধর্ত্তুকামস্য কস্যচিদ্বিবক্ষামাহ—সাধনসমানাধিকরণত্বেনেত্যাদি। তথাপীত্যাদিনা স্বয়মুক্তদোষয়োরাদ্যদোষস্য তথাহীত্যাদিনা অস্মাভিঃ কথিতাভিপ্রায়িকদোষাণাং চ বারণায় বিবক্ষান্তরমপ্যুপন্যস্য দূষয়তি—এতেনেত্যাদিনা।" এই ব্যাখ্যা হইতে উভয় 'বিবক্ষা' একজনের কৃত বলিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ পুচ্ছলক্ষণের কর্ত্তারূপে প্রকরণোক্ত অন্যান্য লক্ষণকারচতুষ্টয় চক্রবর্ত্তী-প্রগল্ভ-মিশ্র-সার্ব্বভৌমের সহিত বিদ্যানিবাসের নামও নৈয়ায়িকসমাজে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল ১৪৯০-১৫০০ খ্রীঃ মধ্যে। বিদ্যানিবাসের মণিটীকা রচনা এবং শিরোমণির সহিত বাদবিচার (যাহা ঐ সময়মধ্যে দীধিতিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল) প্রায় ১৪৯০ সনে হইয়া থাকিবে, তাঁহার পিতামহ 'শ্রীবিশারদচরণাঃ' তখনও জীবিত ছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ন্যূন পক্ষে ২৫ ধরিলে তাঁহার জন্মাব্দ হয় প্রায় ১৪৬৫ সনে। পূর্ব্বোক্ত কুলপঞ্জীর প্রমাণ ইহার সমর্থন যোগাইতেছে। আর একটি প্রমাণ উল্লিখিত হইল। হল্ সাহেব সার্ব্বভৌমের পৌত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্য্যরচিত 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা'র দুইখানি পুথি পাইয়াছিলেন, উভয়ই অন্তে খণ্ডিত (সাংখ্যসার, 1862, Preface, p. 29 f. n.)—আমরা এযাবৎ একটিরও সন্ধান পাই নাই। সাহেব গ্রন্থারম্ভ হইতে গ্রন্থকারের পরিচয় লিখিয়াছেন—"Son of Vahinisa, whose brother was one Vidyanivasa." (*Index*, p. 6)। 'বাহিনীশ' সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্রভট্টাচার্য্য'—তাঁহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। পিতৃব্য বিদ্যানিবাসের ভ্রাতৃরূপে পিতার পরিচয়প্রদান হইতে বুঝা যায়, বিদ্যানিবাস নিশ্চিতই বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন না—বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলেও বাহিনীপতির অন্ততঃ সমবয়স্ক ও সম্ভবতঃ অধিকতর যশস্বী ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুলপঞ্জীতে বিশারদগোষ্ঠীর অধস্তন ধারামাত্রই 'বাহিনীপতিগোষ্ঠী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; ইহার কারণও উল্লেখযোগ্য—বাহিনীপতি দশ কন্যার বিবাহে দশ জন কুলীনের কুলভঙ্গ করিয়া সামাজিক ইতিহাসে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত আলোচনা

হইতে বুঝা যায়, ১৫৮৯ সনে বিদ্যানিবাসের বয়স প্রায় ১২৫ বৎসর হইয়াছিল এবং অনুমান হয়, সচ্চরিতমীমাংসায় উল্লিখিত তিন জন উৎকলাধিপতির যজ্ঞসভায়ই তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিলেন, পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৫-৯৬ সন), প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৬-১৫৩৯) ও মুকুন্দদেব (১৫৫২-৬৮)।

অধস্তন বংশধারাঃ বিদ্যানিবাসের বংশ কাশীতে বহুকাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অধস্তন বংশধারা বিক্রমপুরে তিনটি গ্রামে বিদ্যমান ছিল—মধ্যপাড়া, পশ্চিমপাড়া ও মালপদিয়া। একটি ধারা প্রবন্ধের শেষে বংশাবলীতে প্রদর্শিত হইল। কুলপঞ্জীর সমৃদ্ধ বিবরণের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য আমরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রবীণ শ্রীযুত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট ঋণী। তাঁহার প্রদত্ত নামমালার আরম্ভে আছে—আখণ্ডল—রঘুনন্দন—কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশ ইত্যাদি, অর্থাৎ ভারতবিখ্যাত বিশারদাদি পূর্ব্বপুরুষের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরে ইঁহারা 'নিরামিষ ভট্টাচার্য্য ঠাকুরে'র বংশ বলিয়া পরিচিত; কারণ, ইঁহারা চিরকাল নিরামিষাশী—মৎস্য, মাংস, সিদ্ধ চাউল, মসুর প্রভৃতি আহার করেন না। ইঁহারা গুরুতা-ব্যবসায়ী, পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত বংশ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য, ইঁহাদের মন্ত্রশিষ্য। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে নিম্নলিখিত মূল্যবান্ তথ্য সংগৃহীত হইল।

১। ইঁহারা 'কাশীর ভট্টাচার্য্য,' ৺কাশীধাম হইতে 'সিদ্ধপুরুষ' নন্দরাম তর্কবাগীশ শিষ্যবর্গের অনুরোধে প্রথম বিক্রমপুর মধ্যপাড়া আসিয়া বাস করেন। এই নন্দরাম তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত দুইখানি গ্রন্থ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। তন্মধ্যে পূর্ণানন্দের ষট্‌চক্রের টীকা 'ষট্‌চক্রক্রমদীপনী' পূর্ব্ববঙ্গে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল, নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থারম্ভ এই,

> প্রত্যূহব্যূহবিধ্বংসবিস্ফুরদ্‌গণ্ডমণ্ডনং।
> গজেন্দ্রবদনং নৌমি শুণ্ডাতাণ্ডবপণ্ডিতম্॥
> **হরিবল্লভরায়স্য** রহস্যজ্ঞানহেতবে।
> শ্রীনন্দরামঃ কুরুতে ষট্‌চক্রক্রমদীপনীম্॥

সোণারগাঁ পরগণা কৃষ্ণপুরাগ্রামে ৺কালীকৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদের গৃহে নন্দরামরচিত কাশীখণ্ডটীকার দুইখানি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, একখানি ১৪১ পত্র ৯৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং একখানি ১-১২২, ১৮০-৮৪ পত্র, মধ্যে খণ্ডিত। গ্রন্থারম্ভ যথা,

> প্রস্নুতাবস্নুতাবনীরজা উরসা নিম্নতরীকৃতস্থলঃ।
> প্রণমত্যবগত্য গোচরং জড়ধীঃ কোপি মহো মহোজ্জ্বলং॥
> আসীৎ সদ্বৈদ্যবংশ্যো বিমলতরমতী **রামগোবিন্দরায়ঃ**
> পুত্রাস্তস্য প্রথিতযশসো ভাগ্যবৈরাগ্যভাজঃ।
> চত্বারস্তে নৃপতিপটলীস্বর্ণসূত্রাবনদ্ধ-
> স্পর্দ্ধোষ্ণীষদ্যুতিভিরনিশং রঞ্জিতাঙ্গুষ্ঠপাদাঃ॥
> তেষু দ্বিতীয়ো হরিবল্লভো যতঃ খ্যাতশ্চ নাম্না হরিবল্লভস্ততঃ।
> তদাজ্ঞয়া প্রাজ্ঞমুদে বিবেচ্যতে সমাসতঃ সম্প্রতি কাশিখণ্ডকম্॥

৬।১ পত্রে

শ্রীনন্দরামরমণীয়বচোভিরেভিরত্যন্তদুর্গমপদার্থমিহাধিগম্য।
সংবাচয়ন্তু ধরণীপতিপণ্ডিতানাং সাক্ষাদ্যথাসুখমধীতসমস্তশাস্ত্রাঃ॥
শ্রীজগদীশ্বরপাদসেবিনা নন্দরামেণ প্রথমাধ্যায়বিবেচনা কৃতা॥

শেষ ১৮৪।১ পত্রে

অধ্যায়োঽথ বিবেচিতঃ শতশো প্রাগেব সংক্ষেপতঃ
কাশীখণ্ডবিবেচনঞ্চ সহসা সংপূর্ণতামাগমৎ।
শ্রীমৎস্বর্গতরঙ্গিণীপরিলসৎপিঙ্গোর্দ্ধবন্ধজটা-
জূটক্রুট্যদনন্তমণ্ডনমমুং শ্রীবিশ্বনাথং ভজে॥

শকাব্দাঃ ১৬৪৫। ২৭ বৈশাখ···শ্রীনন্দরামতর্কবাগীশ-ভট্টাচার্য্যকৃতমিতি॥

নন্দরাম সিদ্ধ পুরুষ হইলেও বংশগত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন; টীকামধ্যে মাথমক, রত্নাবল্যাদি (২।১ পত্র), শ্রীপতিসূত্র (৬।২) প্রভৃতির উদ্ধৃতি ছাড়া "নিত্যং ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বে সতি প্রাগভাবা-প্রতিযোগিত্বং" (১২১-২২) প্রভৃতি বচনে তাঁহার নৈয়ায়িকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হরিবল্লভ রায় 'গোবিন্দপুর' পরগণার জমীদার ছিলেন—বংশধরগণ বর্ত্তমানে হাম্ছাদিগ্রামের অধিবাসী। নন্দরাম ও তৎপুত্র ঈশ্বরদাসের উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধৃত হইল। গাঙ্গুলীবংশীয় "রাধাকান্ত ঘটকরাজস্য বং নন্দরামতর্কবাগীশস্য কং বিং ভদ্রঃ বাহিনীপতিগোষ্ঠী" (অস্মদীয় পুথি, ৪৭৫।২ পত্র)। পাটলির চট্টবংশীয় "হরেকৃষ্ণস্য ব° ঈশ্বরদাস-সিদ্ধান্তভট্টাচার্য্যস্য কং বিং ভদ্রঃ বাহিনীপতিগোষ্ঠী" (ঐ, ১৮৭।১ পত্র)। কুলীনের কুলভঙ্গ সমৃদ্ধি সূচনা করে।

২। ঈশ্বরদাসের স্বহস্তলিখিত তন্ত্রসার পুথির লিপিকাল ১১৪০ বঙ্গাব্দ (১৭৩৩-৪ খ্রীঃ); সুতরাং নন্দরাম প্রায় ১৭০০ সনের লোক। খুব সম্ভবতঃ নন্দরামের পিতা কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশই ১৬৬৯ সনে আওরঙ্গজেবকর্ত্তৃক বিশ্বনাথের মন্দির ভগ্ন হইলে কাশী পরিত্যাগ করেন। দেহাটামেলের কুলীন "রাজীবস্য বং কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশস্য কং বিং ভদ্রঃ বাহিনীপতিগোষ্ঠী" (ঐ, ১৯৭।২)। চট্টবংশীয় এই রাজীব বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন এবং কৃষ্ণদেবের কন্যাদান কাশীত্যাগের পরেই হওয়ার সম্ভাবনা।

৩। কাশীতে ইঁহাদের গুরুপাট ছিল 'দণ্ডীশ্বর শিব,' যদিও ইঁহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। বর্ত্তমানে ৪।৫ পুরুষ যাবৎ মাতৃদীক্ষা চলিতেছে। দণ্ডীশ্বর শিবের অবস্থান নির্ণীত হইলে বিদ্যানিবাসের কাশীতে বাসস্থান নির্ণয়ের এক সূত্র পাওয়া যায়।

৪। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্তৃক 'সংশোধিত' দুইখানি গ্রন্থ, সংস্কৃত ও ভাষা, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল—'শ্রীশ্রীমন্নারায়ণপূজাপদ্ধতিঃ' (১২৮৮, পৃ. ১১২) ও 'শিবলিঙ্গপূজনবিধিঃ' (১২৮৬ ও ১২৮৯, পৃ. ১৩৯)।

বংশলতাঃ—আমরা বহু কুলপঞ্জী মিলাইয়া রত্নাকর হইতে বংশাবলী বিশুদ্ধভাবে লতাকারে প্রকাশ করিলাম। নগেন্দ্রনাথ বসু-মুদ্রিত বংশলতার সহিত পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। তপনের পুত্র কৌতুক, তৎপুত্র কেশব ও তৎপুত্রত্রয় (নরহরি ব্যতীত) ধনঞ্জয়-কমলাকান্ত-শ্রীবরমিশ্রের নাম এবং নরহরির দ্বিতীয় পুত্র রত্নাকরের নাম কুত্রাপি কোন কুলপঞ্জীতে এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। তদ্বিষয়ক মনোহর শ্লোকাবলী সুতরাংই কৃত্রিম রচনা, যদিও ৫০ বৎসর যাবৎ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। নরহরির অধস্তন অজ্ঞাত নামমালা প্রায় বিশুদ্ধ আছে। কৃত্রিমাকৃত্রিমের এই

বিস্ময়কর একত্র সমাবেশ সম্ভবতঃ শ্রীবর মিশ্রের কোন বংশধরকর্তৃক প্রতারিত হইয়া বসু মহাশয় মুদ্রিত করেন—কতিপয় শ্লোক রচনা করিয়া একই প্রযত্নে সার্ব্বভৌমগোষ্ঠী, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ও নলডাঙ্গারাজের সহিত জ্ঞাতিত্ব সপ্রমাণ করার অপচেষ্টা আপাততঃ সফল হইলেও মূল কুলপঞ্জীদ্বারা সহজেই কালে উদ্ঘাটিত হইবে, তাহা প্রতারকের ধারণা ছিল না।
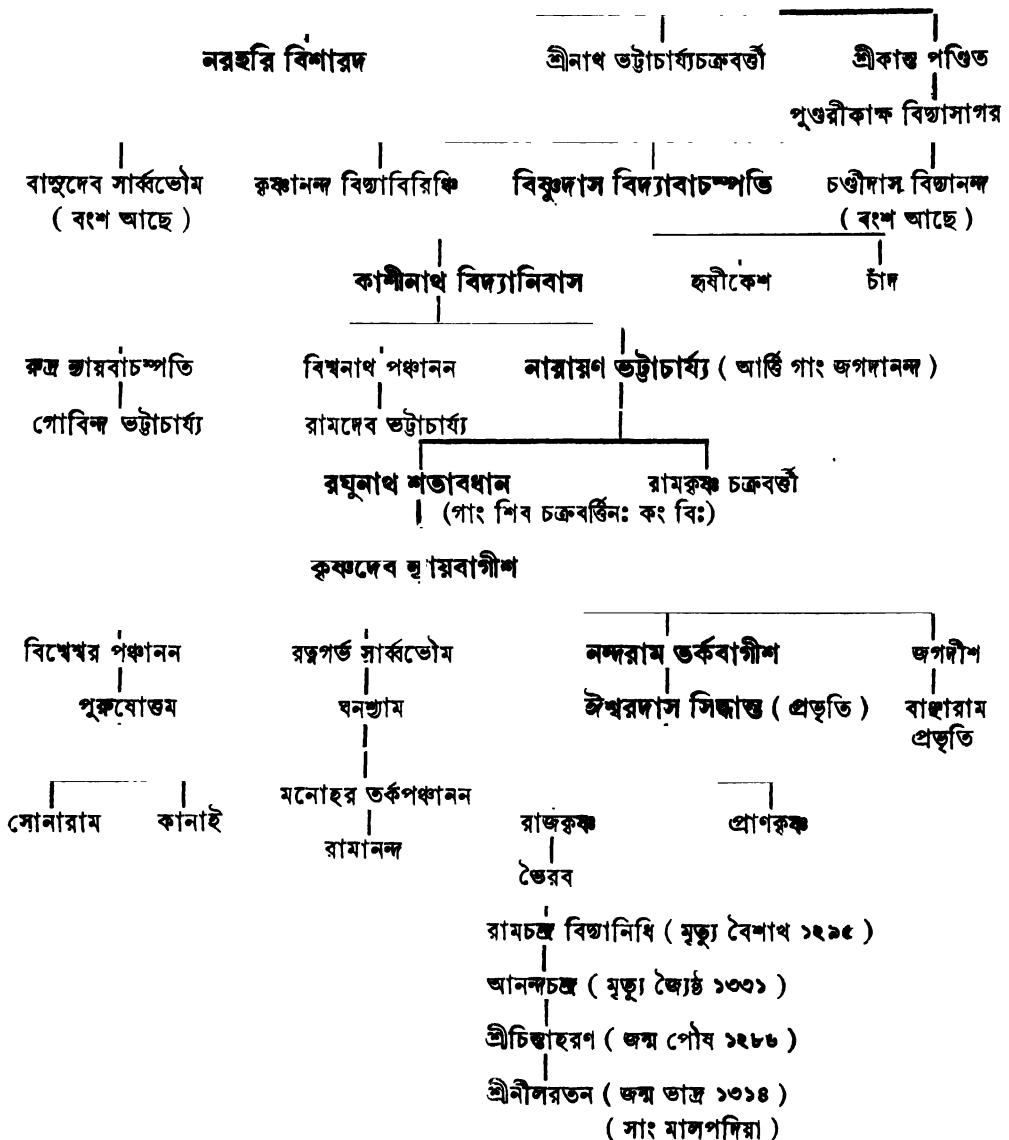
উল্লিখিত দ্বাদশ জন মহানৈয়ায়িক ব্যতীত আরও বহুতর নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে শিরোমণির পূর্ব্বে ছিলেন, যাঁহাদের নাম ও গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। কালক্রমে পুথি আলোচনার ফলে কতিপয় নাম আরও আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। সার্ব্বভৌমের গ্রন্থে প্রায় অগণনীয় পূর্ব্বব্যাখ্যাবচন 'কশ্চিৎ,' 'কেচিৎ,' 'অন্যে,' 'উত্তানাঃ' প্রভৃতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং 'ইতি মূর্খপ্রলাপঃ' (২৫।১), 'তদুন্মত্তভাষিতং' (১৩৮।১), 'কশ্চিদ্‌বিপশ্চিন্মন্যঃ' (৯৮।২) প্রভৃতি ভাষায় বহুতর সমকালীন ও পূর্ব্বকালীন নৈয়ায়িকের উপর আক্রমণ আছে। ইঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ শতাধিক বর্ষ যাবৎ নব্যন্যায়ের ইতিবৃত্তমূলক অনেক গল্প শিষ্যপরম্পরায় প্রচারিত করিয়াছেন এবং তাহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পণ্ডিতসমাজে বদ্ধমূল হইয়া আছে। শিরোমণি সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, এই একটি মাত্র তথ্য ব্যতীত গল্পগুলি প্রায় সর্ব্বাংশে অমূলক ও কাল্পনিক বলিয়া এক্ষণে নির্ণীত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রঘুনাথ শিরোমণি

গ্রন্থপঞ্জী:—খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্ত্তী ৫০০ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে অগণিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচিত হইলেও দুই জন মাত্র মহানৈয়ায়িক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণি। তন্মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের সম্প্রদায় দীর্ঘকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে একমাত্র শিরোমণির সম্প্রদায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে শিরোমণির উপযুক্ত স্মৃতিপূজা এখন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। দুরূহ তর্কশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে যেরূপ প্রতিভা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আবশ্যক, বর্ত্তমানে তাহা বিরল এবং শাস্ত্রান্তরে নিরত। আর, যে কতিপয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত এখনও অনুমানখণ্ডে যত্নশীল, তাঁহারা গ্রন্থের পাঠ লাগাইয়াই কৃতার্থ, ঐতিহাসিক আলোচনায় তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও অবসর নাই। ফলে, শিরোমণির অমূল্য গ্রন্থরাজির কথা ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণ এখন চলচ্চিত্রের উপযোগী কয়েকটি চুটকী গল্পদ্বারাই এই 'কাণা ছেলে'র স্মৃতিতর্পণ করিয়া আসিতেছে।

৪৭ বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩১১, পৃ. ১-২৪) রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে দুইটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১] অতঃপর যাঁহারা শিরোমণি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গত রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ এবং স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাঙ্গলা প্রবন্ধ গবেষণামূলক এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] শিরোমণির কীর্ত্তিকথা এখন নূতন করিয়া লিখিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমতঃ আমরা তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(১) **প্রত্যক্ষমণিদীধিতি:** ইহাই শিরোমণির সর্ব্বপ্রথম রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, তাঁহার আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থই প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ-শ্লোক "ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি" দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত পাওয়া যায়। একমাত্র প্রত্যক্ষদীধিতি গ্রন্থেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। "ওঁ নমঃ" শ্লোক এই গ্রন্থে নাই এবং প্রত্যক্ষদীধিতির কোন টীকাকারও তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে,

গিরং গুরূণাং হৃদয়ে নিধায় বিধায় সিদ্ধান্তসরোঽবগাহং।
সংক্ষেপতঃ শ্রীরঘুনাথনামা চিন্তামণের্দীধিতিমাতনোমি ॥

১। নবদ্বীপনিবাসী স্বর্গত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় ১২৯৮ সনে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট জানিয়া রঘুনাথ শিরোমণির কিম্বদন্তীমূলক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৪১-৬০)। শিরোমণিসম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী সমস্ত আলোচনার ইহাই আকর। উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের তথ্যাংশ উক্ত বিবরণ হইতে গৃহীত হইলেও প্রথম প্রবন্ধে শ্রীহট্টে রঘুনাথের জন্ম বলিয়া নূতন কথা প্রচারিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধে কয়েকটি নূতন শ্লোক মুদ্রিত হয়।

২। *J. A. S. B.*, 1915, pp. 274-6; *S. B. Studies*, Vol. V., pp. 130-33; ন্যায়পরিচয় (১ম ও ২য় সং), ভূমিকা এবং ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডের প্রথমে 'মঙ্গলবাদ,' তদুপরি রঘুনাথ টীকা করেন নাই। তৎপর তিনটি পৃথক্ প্রকরণে বিভক্ত 'প্রামাণ্যবাদ'—জ্ঞপ্তিবাদ, উৎপত্তিবাদ ও প্রামাণ্যস্বরূপ। রঘুনাথের টীকা এই প্রামাণ্যবাদ এবং তৎপরবর্ত্তী প্রকরণ অন্যথাখ্যাতিবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে, অর্থাৎ মূল প্রত্যক্ষখণ্ডের অতি সামান্য অংশই তিনি আলোকিত করিয়াছেন। অনেকে শিরোমণি-রচিত পৃথক্ 'প্রামাণ্যবাদে'র উল্লেখ করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাহা পৃথক্ গ্রন্থ নহে, প্রত্যক্ষদীধিতির অংশবিশেষ মাত্র। বাংলার নৈয়ায়িক সমাজে রঘুনাথের একটি শ্লোকার্দ্ধ প্রচলিত আছে—"নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎকবিত্বাপহারিণে।" উদ্ধৃত মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে রঘুনাথ কবিত্বশক্তির যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ উক্তি অমূলক মনে হয় না।

এই গ্রন্থে শিরোমণির রচনাশৈলী স্পষ্ট বিদ্যমান। গদাধর, শিরোমণির একটি সার্থক বিশেষণপদ দিয়াছেন 'সংক্ষিপ্তোক্ত্যতিদক্ষ'। রুদ্র তর্কবাগীশও পক্ষতারৌদ্রীর এক স্থলে "লিখনসংক্ষেপনির্ব্বন্ধিনো দীধিতিকারস্য" বলিয়া তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। শিরোমণি কোন গ্রন্থেই মূল গ্রন্থের সমস্ত পঙ্‌ক্তি ধরিয়া বিস্তৃত সরল ব্যাখ্যা করেন নাই। দুরূহ স্থলে মাত্র সারগর্ভ ও প্রতিভাপূর্ণ যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের এক স্থলে মাত্র 'লীলাবত্যুপায়' অর্থাৎ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-রচিত ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশ গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র পক্ষধর মিশ্রাদির মতখণ্ডনকালে 'কেচিত্তু,' 'অন্যে তু' প্রভৃতি সর্ব্বনামপদের উল্লেখই দৃষ্ট হয়। সুতরাং টীকাকারের ব্যাখ্যা না দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা অসাধ্য। বহু বৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চীনগরী হইতে প্রকাশিত 'শাস্ত্রমুক্তাবলী' গ্রন্থমালায় গাদাধরী টীকা সহ এই গ্রন্থের অংশবিশেষ মুদ্রিত হয়। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত রহিয়াছে।

(২) **অনুমানদীধিতি:** এই যুগান্তকারী গ্রন্থই রঘুনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বটে এবং নানাবিধ টীকা সহ ইহা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম[৩] স্বরচিত মুদ্রাস্বরূপ প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ-শ্লোক লিখিত হইয়াছে এবং গ্রন্থারম্ভে সত্তার্কিকের আদর্শ বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে ॥ ১
অধ্যয়নভাবনাভ্যাং সারং নির্ণীয় নিখিলতন্ত্রাণাং।
দীধিতিমধিচিন্তামণি তনুতে তার্কিকশিরোমণিঃ শ্রীমান্ ॥ ২
পরক্ষুটৈরনারান্নিবর্ত্তমানা মননাস্বাদ্যরসা বিশুদ্ধবোধৈঃ।
রঘুনাথকবেরপেতদোষা কৃতিরেষা বিদুষাং তনোতু মোদং ॥ ৩

৩। টীকাকারগণ অনুমানদীধিতির টীকামধ্যেই "ওঁ নমঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শিরোমণির অন্যান্য গ্রন্থের টীকা রচনাকালে তাহারই বরাত দিয়া ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুণদীধিতি-রহস্যের প্রারম্ভে মথুরানাথ লিখিয়াছেন—"ওঁ নমঃ ইতি অনুমানদীধিতিরহস্যে প্রপঞ্চিতত্বান্নেতৎ।" আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতির টীকায়ও গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন, "...মঙ্গলং নিবধ্নাতি ওঁ নমঃ ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমিদমনুমানদীধিতিবিবেকেঽস্মাভিঃ"। পদার্থখণ্ডনের টীকায় রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি লিখিয়াছেন, "ওঁ নম ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যাঽস্মদীয়ানুমানদীধিতিপরীক্ষায়াং দ্রষ্টব্যা" (*I. O. Cat.* p. 627)। বুঝা যায়, ইঁহাদের মতেও তত্তদ্‌গ্রন্থের পূর্ব্বেই অনুমানদীধিতি রচিত হইয়াছিল।

ন্যায়মধীতে সর্ব্বঃ করোতি কুতুকাদ্বিবন্ধমপ্যত্র।
অস্য তু কিমপি রহস্যং কেবলং বিজ্ঞাতুমীশতে সুধিয়ঃ ॥ ৪
মাধ্যান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলিরেষ ভূয়ো
ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দূষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য
ভাবাববোধবিহিতো ন ছুনোতি দোষঃ ॥ ৫

প্রতিভার মূল উৎস যে অধ্যয়ন ও ভাবনা, তদ্দ্বারা দুরূহ শাস্ত্রের রহস্য ভেদ করিয়া নিবন্ধ রচিত হওয়ায় তাহা দোষনির্মুক্ত বলিয়া খ্যাপন করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। অথচ সগর্ব্ব বিনয়োক্তি দ্বারা তৎকালীন বিদ্বৎসমাজকে প্রকৃত দোষপ্রদর্শনার্থ আহ্বান করিয়া উদয়নাচার্য্যের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।[৪] লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তৃতীয় শ্লোকে 'রঘুনাথকবি' বলিয়া পরিচয় রহিয়াছে।

এই গ্রন্থ হেত্বাভাসের 'বাধ'প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে; ঈশ্বরবাদের একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি ব্যাখ্যা করিয়াই ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। পরিশেষে রঘুনাথের গর্ব্বসূচক যে প্রসিদ্ধ শ্লোক নিবদ্ধ আছে, তাহা বহু পুঁথিতে পরিত্যক্ত হইলেও তার্কিকশিরোমণির স্বরচিত বলিয়াই মনে হয়। যথা,

বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যাদ্ যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টং।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব ॥

তাঞ্জোরের সরস্বতী মহালে রক্ষিত একটি প্রতিলিপিতে এই শ্লোকের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও পাওয়া যায় :—

জটাজূটভ্রাম্যত্ত্রিদশতটিনীনীরভিদুর-
স্ফুটব্রহ্মাম্ভোজস্ফুটমুকুটসাহস্রকিরণঃ।
ফণানাং সাহস্রং সমণি ফণিরাজস্য মধুরং
কলাভিঃ শীতাংশোর্বিলসতি কিরীটঃ পুররিপোঃ ॥[৫]

৪। আত্মতত্ত্ববিবেকের শেষে উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

নাস্য শ্লাঘামকলিতগুণঃ পোষয়ন্ প্রীতয়ে নঃ
কোঽপ্যৈশ্চিত্রস্তুতিশতবিধৌ শিল্পিনঃ স্যাৎ প্রকর্ষঃ।
নিন্দামেব প্রথয়তু জনঃ কিন্তু দোষাপ্তিরূপ্যা
প্রেক্ষ্যাংস্তস্য স্খলিতবচনং প্রীণয়েদেষ ভূয়ঃ ॥

৫। *Tanjore Cat.* p. 4542 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে তালপত্রে লিখিত একটি প্রাচীন সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তাহাতে কোন শ্লোকই নাই। এই পুঁথির লিপিকালসূচক মনোহর শ্লোক হইতে শকাব্দ নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম :—

জ্যোৎস্নীযুগ্ম-ধনঞ্জয়দ্বিগুণিত-জ্যোৎস্নীভিরাপূরিতে
শাকক্ষ্মাধিপবৎসরেঽ[illegible]নে।
দর্পেনৈব হি হর্ষবর্ষণকরী জীমূতিকা ধীমতাং
এষা শ্রীজয়দেবশর্ম্মলিখিতা সংদীপ্যতে দীধিতিঃ। (১৬৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুঁথি)

এই গ্রন্থেও পূর্ব্বতন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ অত্যন্ত বিরল ; গঙ্গেশের পরবর্ত্তী কোন নামই প্রায় নাই। কেবল উপাধিবাদের এক স্থলে 'তত্ত্ববোধ' অর্থাৎ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-রচিত অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ নামক ন্যায়সূত্রবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপর নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া নব্যন্যায়ের যে নূতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল, তাহার পূর্ণ অভ্যুদয়কালে অন্যান্য গ্রন্থের প্রচার ও পঠন-পাঠন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। এবং তর্কশাস্ত্রে পরম পাণ্ডিত্য একমাত্র হেত্বাভাসান্ত অনুমানখণ্ডেই পর্য্যবসিত হইল। অনুমানচিন্তামণির টীকায় মথুরানাথ তজ্জন্য কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,—"যদ্যপীদং বহুভির্বহুধা বহুধা চর্ব্বিতং জায়তে চ কৈশ্চিৎ সামান্যতো হেত্বাভাসান্তং তথাপি ইত্যাদি।" প্রায় এক শতাব্দী মধ্যেই এই গ্রন্থের কিরূপ আশ্চর্য্য প্রচার হয়, জগদীশ তাঁহার টীকাশেষে তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন :—

কুর্ব্বন্তি নিত্যমনুমানমশেষমেকে
প্রায়ঃ প্রয়াসমধিদীধিতি নীতিভাজঃ।
এষা পুনস্তদপি নৈব নিজং নিগূঢ়ং
তত্ত্বং প্রকাশয়তি তেন মমৈষ যত্নঃ ॥

(৩) শব্দমণিদীধিতি : নৈয়ায়িকসমাজে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শিরোমণি শব্দখণ্ডের উপর টীকা রচনা করেন নাই। **Hall, Burnell** প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* ইহা একান্তভাবে ভ্রমাত্মক। অনুমানখণ্ডের 'সামান্যলক্ষণা' প্রকরণের শেষে দীধিতিকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—"নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে চৈতৎ শব্দমণিদীধিতৌ।" ভবানন্দ, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি তদুপরি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এখানে (শব্দমণিদীধিতির অন্তর্গত) 'পাকানুমানব্যাখ্যা'র দোহাই রহিয়াছে। সুতরাং শব্দমণিদীধিতির অংশবিশেষ অন্ততঃ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই। পরামর্শ-গ্রন্থের এক স্থলেও দীধিতিকার লিখিয়াছেন,—"স্বর্গকামো যজেতেত্যাদাবন্বয়বোধং শব্দমণিদীধিতৌ বিবেচয়িষ্যামঃ।"

সম্প্রতি কাশীধাম চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত 'বাদবারিধি' নামক সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে শিরোমণি-রচিত তিনটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে,—(ক) 'কৃতিসাধ্যতানুমান' (অর্থাৎ পাকানুমান, বিধিবাদের অন্তর্গত), পৃঃ ১৪৮-৫২, (খ) 'বাজপেয়বাদ,' পৃঃ ১৫৩-৫৯, (গ) '[illegible] বাদ' (উভয়ই অপূর্ব্ববাদের অন্তর্গত), পৃঃ ১৫৯-১৬৩। শেষ দুইটির আরম্ভে শিরোমণির 'ওঁ নমঃ' শ্লোকমুদ্রা অঙ্কিত আছে। বাদগ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইলেও এই তিনটিতেই মূল গ্রন্থের প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা বিদ্যমান থাকায় প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারা টীকাংশ বটে এবং বিলুপ্তপ্রায় শব্দমণিদীধিতিরই বিচ্ছিন্ন অংশ সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এক স্থলে 'নির্ণয়কারমতং' (১৫৭ পৃঃ) আলোচিত হইয়াছে এবং মনে হয়, সর্ব্বশেষে 'অধিকমালোকাদাবনুসন্ধেয়ং' (১৬৩ পৃঃ) বলিয়া পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থের দোহাই দিয়া গ্রন্থসমাপ্তি সূচনা করিয়াছেন।

* । "Dr. Hall states (*Index* A. 13) that this extends to the first two sections of the text only, which seems very likely as গদাধর's শব্দখণ্ড is a commentary on the Manyaloka.'—Burnell *Tanjore Cat.* p. 115

প্রসঙ্গক্রমে দীর্ঘকালপ্রচলিত একটি ভ্রান্ত মত এ স্থলে সংশোধন করা আবশ্যক। শিরোমণি-রচিত পদার্থখণ্ডনের উপর রামভদ্র সার্বভৌম-রচিত টীকা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই টীকার এক স্থলে আছে,—"ন চাপস্মিন্নাতঃ প্রমেয়বার্ত্তিকে স্ফুটত্বাদিতি শব্দমণিদীধিতৌ তাতচরণাঃ" (পৃ. ১১৮)। এই ভ্রান্ত পাঠের ফলেই, অনুমান হয়, কেহ কেহ[৭] রামভদ্র সার্বভৌমকে রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে প্রামাণিক পুথিতে [illegible] পাঠই পাওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা বুঝা যায়, 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'কার [illegible] ভট্টাচার্য্য-চূড়ামণিই রামভদ্রের পিতা ছিলেন।[৮]

শব্দমণিদীধিতির অন্তর্গত 'বেদলক্ষণদীধিতি'র প্রতিলিপি অদ্যাপি আমরা পাই নাই, কিন্তু তদুপরি 'শ্রীগোবিন্দতর্কালংকারভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীনৃসিংহপঞ্চাননবিরচিতা' প্রসারিকানাম্নী টীকার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হইতে আনাইয়া আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম (৫২৫৭ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ৮)।

(৪) **আখ্যাতবাদ :** একটি ক্ষুদ্র মৌলিক নিবন্ধ, সোসাইটী-মুদ্রিত তত্ত্বচিন্তামণির শেষ খণ্ডে মথুরানাথ ও রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের টীকা সহ মুদ্রিত হইয়াছে (Part IV, Vol. II, pp. 867 1009)। এই গ্রন্থের প্রচারহেতু মূল চিন্তামণির 'আখ্যাতবাদ' প্রকরণের পঠন-পাঠন নবদ্বীপসমাজে বিলুপ্ত হইয়া যায়। শিরোমণির গ্রন্থই টীকাটিপ্পনীদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহার স্থল অধিকার করে—এমন কি, মূল মাথুরীর শব্দখণ্ডে আখ্যাতবাদের টীকাংশ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শিরোমণির এই অসামান্য সাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাঁহার সংক্ষিপ্তোক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা। পক্ষান্তরে, নব্যন্যায়ের পণ্ডিতগণ অনুমানখণ্ডে বিলাসপরায়ণ হইয়া অন্যত্র সংক্ষেপরুচিবশতঃ গঙ্গেশের গ্রন্থবাহুল্যের প্রতি হতাদর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৫) **নঞ্‌বাদ :** ইহাও একটি ক্ষুদ্র মৌলিক নিবন্ধ, গাদাধরী ও অপর একটি টীকা সহ সোসাইটী-মুদ্রিত শব্দখণ্ডের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে (pp. 1010-86)। অজ্ঞাত টীকাটি বস্তুতঃ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত বটে। এক স্থলে "এবকারার্থ-সারমঞ্জর্য্যাং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (পৃ. ১০৮১) বলিয়া সূচনা আছে এবং মাদ্রাজের একটি প্রতিলিপিতে (D. 4256) পুষ্পিকায় স্পষ্ট নামনির্দেশ আছে। গঙ্গেশের গ্রন্থে পৃথক্ নঞ্‌বাদ প্রকরণ নাই। প্রত্যক্ষখণ্ডের অভাববাদে ভিন্নপ্রকারের বিস্তীর্ণ আলোচনা আছে। শিরোমণি অতি দক্ষতার সহিত অথচ অতি অল্প কথায় নঞ্‌পদাদির সংসর্গাভাবে ও অন্যোন্যাভাবে শক্তি বিচারপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রন্থও টীকাটিপ্পনীদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

(৬) **পদার্থখণ্ডন :** এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও রামভদ্র সার্ব্বভৌম-রচিত টীকা সহ কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল ও রামভদ্রীয় পাঠ বিপর্য্যস্ত ও ভ্রমসঙ্কুল হইয়াছে। এই গ্রন্থের হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে আরম্ভে 'ওঁ নমঃ' শ্লোকটি প্রায়শঃ পাওয়া যায় না এবং টীকাকারদ্বয়ও তাহা উল্লেখ করেন নাই! কিন্তু অপর একজন প্রামাণিক টীকাকার 'রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি' তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন (৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। একটি আধুনিক প্রতিলিপিতে বিভিন্ন মঙ্গলশ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা,

৭। Hall's *Index*, p. 80, নব্যভারত, ১২৯৬, পৃ. ৩৩৬। নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬০।

৮। জগদীশ-বংশধর নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট রক্ষিত সুপ্রাচীন রামভদ্রী টীকার ১৩।২ পত্র দ্রষ্টব্য। আমাদের নিকট রক্ষিত পুথিতেও (১৩।২ পত্রে) 'মতাতৌ' পাঠই আছে।

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং মহঃ।
পদার্থতত্ত্বং তনুতে তত্ত্ববোধবিবৃদ্ধয়ে॥ (অস্মদীয় পুথি)

রঘুদেব (পৃ. ২) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ নঞ্‌বাদের অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল। অভিনব সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রতিভা লইয়া এই ক্ষুদ্র মৌলিক নিবন্ধে শিরোমণি বিচারপূর্ব্বক চিরন্তন পদার্থ-বিভাগ বর্জ্জন করিয়া নূতন পন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুমানদীধিতির ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্তলক্ষণ প্রকরণের শেষে 'একদেশী' মতের যে সূচনা আছে ("বিষয়তা-তত্ত্বাদিবৎ প্রতিযোগিত্বাধিকরণত্ব-তত্ত্ব-সম্বন্ধত্বাদয়োঽপ্যতিরিক্তা এব পদার্থা ইত্যেকদেশিনঃ"), তাহাই শিরোমণির নিজস্ব মত। তৎস্থলে প্রাচীন টীকাকার রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "একদেশিনঃ—অনিয়তপদার্থবাদিনঃ"। ইহাই পদার্থ-খণ্ডনকারের উৎকৃষ্ট পরিচয়পদ বটে। রামকৃষ্ণের টীকা হইতে এই অভিনব সম্প্রদায়ের মূল যুক্তি উদ্ধারযোগ্য :—"তেষাময়মভিপ্রায়ঃ। বিলক্ষণপ্রতীতির্হি বিলক্ষণপদার্থসাধিকা। অন্যথা ঘটপটাদি-ভেদোপি ন সিধ্যেৎ। তথা চ সতি ইদং ভূতলমিদমধিকরণম্ অয়ং ঘটোয়ং প্রতিযোগীত্যাদি বিলক্ষণ-প্রতীতিভ্যোঽধিকরণত্বাদয়োপি ভূতলত্বাদিভিন্নাঃ পদার্থাঃ। অতএবেদং ভূতলময়ং ঘট ইত্যাদি নির্ণয়ে সত্যপি অধিকরণত্বপ্রতিযোগিত্বাদিপ্রকারকাঃ সংশয়াঃ। এতেনাভাবত্বাদয়ো ব্যাখ্যাতা ইতি" (১৮৩।২ পত্র)। রামভদ্রের টীকানুযায়ী (পৃ. ১২৭) পদার্থখণ্ডনের পঙ্‌ক্তি—"এতেন জ্ঞানাদিবিষয়তাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ" (পৃ. ৭৮, মুদ্রিত পাঠ সংশোধনীয়)—হইতেও শিরোমণির অনিয়তপদার্থবাদ নির্ণীত হয়। শিরোমণির কতিপয় প্রধান সিদ্ধান্ত পদার্থখণ্ডন হইতে উদ্ধৃত হইল।

১। দিক্ ও কাল ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

২। আকাশও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে এবং ঈশ্বরে মহৎপরিমাণ নাই।

৩। মন পরমাণু (অর্থাৎ শিরোমণিমতে ত্রসরেণু) হইতে অতিরিক্ত নহে।

৪। পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অস্তিত্বে প্রমাণ নাই, ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার্য্য।

৫। পৃথক্ত্ব দ্রব্যাদিভিন্ন এবং পরত্বাপরত্ব সংযোগাদিভিন্ন গুণপদার্থ নহে।

৬। দ্রব্যাদিপঞ্চভিন্ন 'বিশেষ' নামক পৃথক্ ভাবপদার্থ নাই।

৭। চিত্ররূপ অতিরিক্ত নহে।

৮। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও কর্ম্ম অব্যাপ্যবৃত্তি।

৯। সত্তা, গুণত্ব ও অনুভবত্ব জাতি নহে।

১০। অত্যন্তাভাবের অভাব ভাবস্বরূপ নহে, পরন্তু অতিরিক্ত।

১১। ক্ষণ, স্বত্ব, শক্তি, কারণত্ব, কার্য্যত্ব, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়তা প্রভৃতি গুণাদিভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ।

১২। সমবায় এক নহে, নানা এবং সমবায়ত্ব অখণ্ডোপাধি।

গ্রন্থশেষে শিরোমণির বিনয়মণ্ডিত বিচারপ্রার্থনার অন্তরালে যে গূঢ় দম্ভ লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা উপভোগ্য :—

অর্থানাং যুক্তিসিদ্ধানাং মন্দুক্তানাং প্রযত্নতঃ।
সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তবিরোধেনৈব দর্শনম্॥

অর্থা নিরুক্তাঃ সিদ্ধান্তবিরোধেনৈব পণ্ডিতাঃ।
বিনা বিচারং ন ত্যাজ্যা বিচারয়ত যত্নতঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞান্ নত্বা নত্বা ভবাদৃশান্।
ইদং যাচে মদুক্তানি বিচারয়ত সাদরম্॥
রীতিরেষাপকৃষ্টাপি সেবিতা পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ।
যন্নিজোক্তিবিচারায় যাচতে বিদুষোঽপরান্॥

শিরোমণির এই 'নবীন মত' নব্যন্যায়সম্প্রদায়ে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং নবদ্বীপসমাজের বহু প্রধান নৈয়ায়িক তাঁহার অনুকরণে "পরৈরপরিশীলিতঃ পন্থাঃ" (রামভদ্রী, পৃ. ১১০) নিত্য আবিষ্কার করিয়া নানা বিষয়ে নূতন নূতন যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভাবে পদার্থখণ্ডনই শিরোমণির শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এবং একটি পুথির শেষে তৎসমর্থক একটি শ্লোকও দৃষ্ট হয় :—

শিরোমণিকৃতং রত্নং পদার্থানাং হি খণ্ডনম্।
বিদ্বজ্জনৈঃ সদা ধার্য্যং মৌলৌ দিব্যপ্রকাশকম্॥

(৭) **দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি :** এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের একটি মাত্র প্রতিলিপি স্বর্গত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদীর হস্তগত হইয়াছিল (কিরণাবলী সহ প্রশস্তপাদভাষ্য, বিজ্ঞাপন, ৩১ পৃ. পাদটীকা)। ইহা বিষমপদটিপ্পনীস্বরূপ এবং ইহার পরিমাণ মাত্র ৭০০ গ্রন্থ। আমরা এই গ্রন্থ দেখি নাই। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি-রচিত অতি দুর্লভ 'দ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা' গ্রন্থে (বিকানীর রাজগ্রন্থালয়ে প্রতিলিপি রক্ষিত আছে) চারি স্থলে দীধিতিকারের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (অস্মন্নিকটে রক্ষিত ঐ পুথির অনুলিপি, পৃ. ২৬, ৩১, ১৮৮ ও ২৪৯—তৃতীয় স্থলের সন্দর্ভ 'প্রপতিত')। যথা,

(ক) "দীধিতিকৃতস্তু আত্যন্তিকো দুঃখসাধনধ্বংস এব মোক্ষঃ, ন তু চরমদুঃখধ্বংস উক্তদোষাৎ। দুঃখসাধনং চেহ দুরিতম্, আত্যন্তিকত্বং চ তস্য স্বসমানাধিকরণদুরিতাধিকরণক্ষণাবৃত্তিত্বম্···।"

(খ) "দীধিতিকৃতস্তু ঈশ্বরাভিন্নত্বেন স্বাত্মজ্ঞানং হেতুরিতি দ্বয়োরপি জ্ঞানয়োর্হেতুত্বোপপত্তিরিত্যাহুঃ তন্ন বুধ্যামহে···।"

চতুর্থ বচন মনঃপ্রকরণীয়—তাঁহার মতে মনঃসাধক অনুমান অপ্রয়োজক, তদ্দ্বারা মনঃসিদ্ধি হয় না। চারিটি বচনই 'দ্রব্যদীধিতি' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখন বুঝা যায়, মুক্তিবিষয়ে শিরোমণির মত (যাহা গদাধরও মুক্তিবাদে উল্লেখ করিয়াছেন) দ্রব্যদীধিতি গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বৈশেষিকদর্শনে শিরোমণির পাণ্ডিত্যখ্যাপক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অনুসন্ধান এবং সম্ভব হইলে মুদ্রণ আবশ্যক।

(৮) **গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি :** (সংক্ষেপে 'গুণদীধিতি') সুপ্রাপ্য গ্রন্থ, সম্প্রতি কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থও 'ওঁ নমঃ' মুদ্রাঙ্কিত এবং গুণগ্রন্থের বিভাগ-প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় 'প্রভাকরে'র অতি দুর্লভ দুইটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনি উদয়নের পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক প্রভাকরোপাধ্যায়, গুরুমতপ্রবর্ত্তক প্রাচীন মীমাংসক প্রভাকর মিশ্র নহেন। এই গ্রন্থেও শিরোমণির বহু বিশিষ্ট মত ও বৈশেষিকদর্শনে অভিনব যুক্তিজাল সন্নিবিষ্ট আছে। শিরোমণিকৃত কর্ম্মলক্ষণাদির পরিষ্কার নবদ্বীপাদি সমাজে এক সময়ে নিবিড়ভাবে আলোচিত হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ পুথিমধ্যে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ শিরোমণিকর্ত্তৃক 'নঞ্‌বাদ' প্রভৃতির পরে

রচিত হইয়াছিল। কারণ, পৃ. ৮৪ লিখিত আছে,—"কথা চাত্যন্তাভাব এব নঞর্থো ন তু তদ্বিশিষ্টং তথোপপাদিতং নঞ্‌বাদে।" সুতরাং শিরোমণির গ্রন্থাবলীর আমাদের নির্দিষ্ট রচনার ক্রম এ যাবৎ যথার্থ বলিয়া ধরা যায়।

(৯) **আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি**: সম্প্রতি সোসাইটী হইতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থও 'ওঁ নমঃ' মুদ্রাঙ্কিত বটে এবং ইহার শেষ ভাগেই শিরোমণি ন্যায়মতবিরুদ্ধ 'নিত্যসুখে'র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পঠন-পাঠন এক্ষণে লুপ্ত হইয়া গেলেও কোন কোন অংশ, বিশেষতঃ প্রথমাংশ ক্ষণভঙ্গবাদের আরম্ভে ক্ষণিকত্ব ও ক্ষণত্বের লক্ষণবিচারে শিরোমণির নিজস্ব অভিনব যুক্তি টীকা-টিপ্পনী সহ কিছু কাল পূর্ব্বেও চতুষ্পাঠীতে অধীত হইয়াছে এবং তদুপরি পত্রিকাও রচিত হইয়াছে। উদয়নের বৌদ্ধমতখণ্ডন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিরোমণির সময়ে ঐ ভক্ষক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রন্থের যুক্তিজালমাত্র আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে 'ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা' হইতে পরীক্ষাপ্রথার সৃষ্টি হইলে ন্যায়শাস্ত্রের শেষ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল কুসুমাঞ্জলি, মুক্তিবাদ ও বৌদ্ধাধিকার। বৌদ্ধাধিকার-শিরোমণির সন্দর্ভ আমরা তৎকালীন প্রশ্নপত্রে দেখিয়াছি।

(১০) **ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি**: বৈশেষিকদর্শনের এই গ্রন্থ অমুদ্রিত রহিয়াছে এবং ইহাও 'ওঁ নমঃ' মুদ্রাঙ্কিত বটে। এই গ্রন্থের চর্চ্চা বহু কাল বিলুপ্ত হইলেও প্রথমাংশে 'একারবাদ' নব্যন্যায়ের একটি প্রসিদ্ধ আলোচ্য বস্তু ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাক্রম নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থের পরেই [illegible]র্য্যের গ্রন্থের উপর টীকা রচিত হওয়া সম্ভব।

(১১) **মলিম্লুচবিবেক**: পূর্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের গৃহে এই গ্রন্থের একমাত্র আবিষ্কৃত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে এবং তদীয় পৌত্র শ্রীযুত পরমেশপ্রিয় ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে আমরা তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই গ্রন্থোক্ত মাসলক্ষণ ও মলমাস-লক্ষণ নব্যস্মৃতির একটি প্রসিদ্ধ বিচারস্থল। মলমাসতত্ত্বের টীকাকার কাশীনাথ বাচস্পতি, গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি অনেকেই শিরোমণিকৃত মলমাসলক্ষণের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পুথির পত্রসংখ্যা ২৭, গ্রন্থখানি পূর্ব্বে নানাবিধ গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তদনুযায়ী পত্রাঙ্ক ১৫৪-১৮০ লিখিত পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভ এই :—ওঁ নমো নারায়ণায়, ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে। অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥ অথাধিমাসো নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ তল্লক্ষণং হারীতঃ, 'ইন্দ্রাগ্নী যত্র হূয়েতে' ইত্যাদি। গ্রন্থশেষ যথা,—"ইতি মলমাসে যুগাদিকর্ত্তব্যস্ত বিধানং রাষ্ট্রোপপ্লবাদিনা প্রকৃতমাসে তৎকরণাশক্তৌ নিশ্চয়ে। একং, দশহরাদিষু নোৎকর্ষশ্চতুর্ষ্বপি যুগাদিষু। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে কাম্যারম্ভে বিশেষতঃ। ইতি যদি সাকল্যং তদা উপদর্শিতবিষয়তয়া বর্ণনীয়ং॥ ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রী[illegible]চার্য্যশিরোমণিবিরচিতো মলিম্লুচবিবেকঃ সমাপ্তঃ॥"

এই গ্রন্থে বহুতর বচন ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী কোন নিবন্ধকারের নামোল্লেখ নাই। স্বর্গত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাঁহার মলমাসতত্ত্বটীকায় (২য় ভাগ, পৃ. ১৮-২১, ৩১, ৩৭, ৩৯, ৫৫, ৬২ ও ১৩৭) দেখাইয়াছেন যে, রঘুনন্দন একাধিক স্থলে এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

উল্লিখিত ১১খানি গ্রন্থ ব্যতীত এযাবৎ অন্য কোন গ্রন্থই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা [illegible] শিরোমণি-রচিত বলা যায়। কাশীস্থ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন পুথিতালিকায় (Venis-কৃত, পৃঃ ১৯০) শিরোমণি-রচিত 'কুসুমাঞ্জলি-টীকা'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ নির্দিষ্ট পুথিখানি রুদ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ-রচিত বটে এবং নূতন তালিকায় তাহা সংশোধিত হইয়াছে। কেহ কেহ 'নানার্থবাদ' এই অর্থহীন নামে শিরোমণি-রচিত এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন, তাহা বস্তুতঃ ইংরাজী অক্ষরে লিখিত 'নঞর্থবাদ' অর্থাৎ নঞ্‌বাদের বিকৃত পাঠ মাত্র। 'কণভঙ্গবাদ' বা 'কণভঙ্গুরবাদ' আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতির অংশবিশেষ, পৃথক্ গ্রন্থ নহে। নঞ্‌বাদের গাদাধরী টীকায় শিরোমণি-কৃত 'একত্বারবাদে'র (পৃঃ ১৮৫) উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও লীলাবতীদীধিতির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। অনেকে শিথিল ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, শিরোমণি-রচিত অনেক পাতড়া পাওয়া যায়, ইহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক উক্তি। নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ অনবধানতাবশতঃ শিরোমণি-রচিত বলিয়া তত্তৎগ্রন্থতালিকায় লিখিত হইয়াছে; ইহাদের কোনটাই তদ্রচিত নহে। সর্ব্বদর্শনশিরোমণি (L. 1847), অপূর্ব্ববাদরহস্য (L. 1131 & 1538 মথুরানাথরচিত), আকাঙ্ক্ষাবাদ (Oppert), যোগ্যতারহস্য (L. 1130 মথুরানাথরচিত), বাক্যবাদ (L. 1692) এবং শব্দযাদার্থ (Oudh XV, 102)। 'অদ্বৈতেশ্বরবাদ' নামক একটি গ্রন্থও (B. P. 266) শিরোমণি-রচিত বলা হয়, কিন্তু পুথি পরীক্ষা না করিয়া তাহার যথার্থতানির্ণয় অসাধ্য।

পরিশেষে, যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতার বিষয়ে বহু কাল যাবৎ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। রঘুনাথ-রচিত 'খণ্ডনভূষামণি' নামক খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকাগ্রন্থ দীধিতিকারের রচনা বলিয়াই প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে। Dr. Hall সর্ব্বপ্রথম এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতসমাজের কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ করেন।[১] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর উপর বংশীধর-রচিত 'তত্ত্ববিভাকর' টীকার এক স্থলে (চৌখাম্বা সং, পৃঃ ৭৮) 'খণ্ডনব্যাখ্যায়াং দীধিতিকৃতস্তু' বলিয়া গঙ্গেশের মতের বিরুদ্ধে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। বংশীধর খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগরী' সহ খণ্ডনের সংস্করণে স্থলে স্থলে খণ্ডনভূষামণির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহা শিরোমণি-রচিত বলিয়াই বলা হইয়াছে। কাশীর সরস্বতীভবনে খণ্ডনভূষামণির ১৯৫৭ সম্বতে লিখিত যে প্রতিলিপি আছে, তাহার পার্শ্বে পরিচয়লিপি আছে 'শি° খ°'—অর্থাৎ লিপিকার ইহা শিরোমণি-রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি চৌখাম্বা হইতে পঞ্চটীকাসমন্বিত খণ্ডনের যে বৃহৎ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, তন্মধ্যে রঘুনাথ-রচিত খণ্ডনভূষামণিও আছে। এই টীকার মুদ্রিতাংশ মাত্র আলোচনা করিলেও সন্দেহ থাকে না যে, ইহা তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথের রচনা নহে। সংক্ষেপে তাহার কারণ উল্লেখ করিতেছি।

১। এ যাবৎ আবিষ্কৃত শিরোমণির গ্রন্থমধ্যে আখ্যাতবাদ, নঞ্‌বাদ ও পাকাঙ্গুমানবাদে কোন মঙ্গলাচরণ নাই। প্রত্যক্ষদীধিতি ব্যতীত অপর সমস্ত গ্রন্থই 'ওঁ নমঃ' মুদ্রাশ্লোক দ্বারা অঙ্কিত বটে।

১। Hall's *Index*, p. 206 "heard of Siromani Bhattacharyya's on Khandana."
নামে একটি পুথির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—N. P. IX, p. 32. ইহাও সম্ভবতঃ 'খণ্ডনভূষামণি' হইতে অভিন্ন, যদিও মূল পুথি পরীক্ষা না করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহা বলা চলে না।

কিন্তু ভূষামণির মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে যে 'অল্পবুদ্ধি' গ্রন্থকারের বিনীত প্রার্থনা রহিয়াছে, 'কল্পনাধিনাথ' শিরোমণির পক্ষে তাহা অসাধ্য।

২। উভয়ের রচনাশৈলী সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। শিরোমণি কোন গ্রন্থই প্রতি পঙ্‌ক্তি ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই এবং পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের নামোল্লেখ তাঁহার কোন গ্রন্থেই প্রায় নাই। পরন্তু ভূষামণিই খণ্ডনের বৃহত্তম টীকা বটে এবং পদে পদে শঙ্কর মিশ্র, বিদ্যাসাগর, অনুভূতিস্বরূপশ্রীপাদাঃ (পৃঃ ৪৮, ৭৬), দাক্ষিণাত্য শুভসমভট্ট (পৃঃ ৯৪) প্রভৃতি পূর্ব্বতন টীকাকারদের পাঠ ও সন্দর্ভ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ইষ্টসিদ্ধিকার, ভট্টচরণ, ভাষ্যকার প্রভৃতির উল্লেখদ্বারা গ্রন্থকারের বেদান্তশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য সূচিত হইয়াছে।

৩। খণ্ডনভূষামণির এযাবৎ আবিষ্কৃত সমস্ত প্রতিলিপিই খণ্ডিত। সম্পূর্ণ পুথি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আবিষ্কৃত অংশের কোথাও পুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ভূষামণিকার রঘুনাথের 'শিরোমণি' উপাধি ছিল কি না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই।

৪। খণ্ডনভূষামণির নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,—"কিঞ্চ, সর্ব্বমভিন্নং ঘটপটৌ ভিন্নাবিতি বুদ্ধ্যোঃ প্রামাণ্যে সতি ক্ব বাধ্যবাধকভাবকল্পনা, ন হি প্রমেয়ত্বাদিনাপি ন সর্ব্বমভিন্নং মন্যামহে ইতি **শঙ্করমিশ্রাণামদ্বৈতখণ্ডনং শ্রুত্বাস্মৎপরমগুরুভিঃ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যৈরুক্তং,**

বাচস্পতিশঙ্করয়োর্গৌতম(ক্ত)তবু(দ্ধি)শাস্ত্রগর্ব্বিতয়োঃ।
নির্ব্বাপয়ামি গর্ব্বমেকং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায়॥ ইতি"।

(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির ৬৮।২ পত্র এবং কাশী সরস্বতীভবনস্থ পুথির ৫০।২ পত্র)

এই মূল্যবান্ উক্তি হইতে প্রমাণ হয়, খণ্ডনভূষামণিকার বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রশিষ্য ছিলেন এবং উভয়েই প্রধানতঃ বৈদান্তিক ছিলেন। পক্ষান্তরে অনুমানদীধিতির প্রায় প্রত্যেক প্রকরণে 'সার্ব্বভৌম'মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইলেও শিরোমণি এক বারও তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। নৈয়ায়িকসমাজের চিরন্তন প্রবাদ অধুনা প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছে যে, শিরোমণি সার্ব্বভৌমের সাক্ষাৎ শিষ্যই ছিলেন, প্রশিষ্য নহে। উল্লিখিত যুক্তিতে খণ্ডনভূষামণিকার রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পৃথক্ প্রমাণিত হইলেও তিনি যে সার্ব্বভৌমের প্রশিষ্য বিধায় একজন বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কতিপয় স্থলে (কাশীর পুথি, ১৪৪।২, ১৬০।২, ২১৪।১ পত্র) 'মৈথিলাস্তু' বলিয়া মত উদ্ধৃত হওয়ায়ও তাহা সূচিত হয়।

যে কারণে 'তত্ত্ববিভাকর'কার বংশীধরের সময় হইতেই কাশীর বিদ্বৎসমাজে খণ্ডনভূষামণিকারকে দীধিতিকারের সহিত অভিন্ন ধরা হইতেছে, তাহা বোধ হয় এই যে, খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দীধিতিকারের দিগন্তবিশ্রুত কীর্ত্তি এত দূর প্রসারলাভ করে যে, রঘুনাথ নামে তৎকালীন অপর কোন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতের নাম ও স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়া শিরোমণির নামের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এ বিষয়ে নবদ্বীপনিবাসী জগদীশ পঞ্চাননের লুপ্ত কীর্ত্তি অপর একটি দৃষ্টান্তস্থল (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৩৪-৪০)। আমাদের অনুমান, দীধিতিপ্রতিবিম্বকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারই খণ্ডনভূষামণির প্রকৃত রচয়িতা ছিলেন। কাশীর অধ্যায়ে বিদ্যালঙ্কারের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কুলপরিচয় :—শিরোমণির কুলপরিচয় বিষয়ে ১৩১০ সনের পূর্ব্বে দুইটি সুপ্রাচীন অথচ মুদ্রিত প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। দুঃখের বিষয়, কেহই এযাবৎ তাহা আলোচনা করেন নাই। ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠের অতি কৌতূহলজনক এক বিবরণ মুদ্রিত হয়। তাহার অংশবিশেষ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎকালে ভারতবিশ্রুত মহানৈয়ায়িক নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশ জীবিত ছিলেন। প্রবন্ধকার এক স্থলে (p. 114) উজ্জ্বল ভাষায় তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যত্র পৃথক্‌ভাবে শিরোমণির পরিচয়প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে :—(p. 118)

> **The pundit Shunkur, one of the present professors, is *a descendant from Serowmun*, and supports the literary reputation of his own family and of Nuddeah in a very distinguished manner.**

শঙ্করের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই উক্তির যথার্থতা বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। তবে 'বংশধর' (descendant) শব্দে দৌহিত্র-সন্তানকেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করের বংশধরগণ এখনও নবদ্বীপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা রাঢ়ীয়শ্রেণী বাৎস্যগোত্র 'ঘোষাল' গাঞি।[১০] দুঃখের বিষয়, শঙ্করের পিতা ভিন্ন ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এযাবৎ এই বংশের নামমালা কোন কুলপঞ্জীতে আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। শঙ্করের অলৌকিক প্রতিভা ও খ্যাতিবশতঃ এই বংশ এখন তাঁহার নামেই পরিচিত—শিরোমণি কিম্বা অন্য কোন পূর্ব্বপুরুষের নাম এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট' গ্রন্থ ১৩০৭ সনে মুদ্রিত করেন। গ্রন্থশেষে সূচীপত্রের শেষ ॥৶০ পৃষ্ঠার ঠিক পরের পৃষ্ঠায় দুইটি পৃথক্ কবিতা মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গের প্রশংসা' শীর্ষক কবিতাটি যথাযথ উদ্ধৃত হইল,—

ভারতে কাশী, কাঞ্চী অবন্ত্যাদি অঙ্গ।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হল আজি বঙ্গ ॥
রঘুনন্দ, রঘুনাথ, আর শ্রীচৈতন্য।
পণ্ডিত বাসুদেব, গুরুত্ব-হেতু ধন্য ॥
রঘুনন্দ, হরিহরজ গঙ্গাদাস-পৌত্র।
কাণাভট্ট, সাহরী, শূলপাণি-দৌহিত্র ॥
বাৎস্যে বৈদিক জগ, চৈতন্য-পিতা।
নীলাম্বর মাতামহ, শচী যার মাতা ॥
ন্যায়, স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বদেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ ॥

যদিও ষট্‌কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে অল্প।
তথাপি ব্রাহ্মণ্য না করিত বৃথা গল্প ॥
ময়ূর, কুল্লুকভট্ট, আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবি-শিরোমণি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥
হলায়ুধ, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী, উমাপতি।
শরণ, জয়দেব, লক্ষ্মণ-সভাপতি ॥
পঞ্চ কান্যকুব্জে কবি সংখ্যা করা ভার।
চরিত-কথায় রূপ-সনাতনে প্রচার ॥

—রূপ-সনাতনের পদাবলী।

১০। শঙ্করের বংশধর স্বর্গত গঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শঙ্কর-পিতা বলরাম সার্ব্বভৌম হইতে বংশাবলী ও কুলপরিচয় আমরা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম। তাঁহারা 'এঁড়োর ঘোষাল' বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কুলপঞ্জীতে শঙ্করের ধারা তন্মধ্যে নাই। নবদ্বীপ-মহিমা (২য় সং, পৃ. ৩২১) গ্রন্থে কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই।

এই মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ কবিতাটির উপর ৫০ বৎসর প্রায় কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয়েরও নহে। রচয়িতা 'রূপ-সনাতন' সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী ভ্রাতৃযুগল হইতে পৃথক্ সন্দেহ নাই। আমরা 'শূলপাণি' প্রবন্ধে অনুমান করিয়াছিলাম, ইহা জোড়া নাম নহে, কোন অজ্ঞাত রাঢ়ীয় একজন কুলকারিকাকারের নাম (ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ১৮৯)। সম্প্রতি একটি কুলপঞ্জিকামধ্যে 'রূপ-সনাতন' নামক এক ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ 'ঘটক'বংশীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকেই উদ্ধৃত কবিতার রচয়িতা বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। রূপ ও সনাতন পৃথক্‌রূপে বিরল নাম নহে, কিন্তু রূপসনাতন একটি নাম অত্যন্ত বিরল, সন্দেহ নাই। 'গোপাল-ঘটকী' নামক মেলের প্রকৃতি গোপাল ঘটক ভরদ্বাজগোত্র স্বল্প-ফুলিয়াবংশীয় গদাধর ঘটকাচার্য্যের পুত্র ছিলেন। গোপালপুত্র রাম অথবা শ্রীরাম ৮৮ সমীকরণে সম্মানিত হইয়াছিলেন (ধ্রুবানন্দ, ১১৪ পৃঃ)। তাঁহার অন্যতম পুত্র লক্ষ্মীনাথ বা লথাই। "লথাইসুতৌ বাণীরূপসনাতনকৌ। রূপ(স)নাতনস্য গাং জানকীনাথ(স্য কন্যা) বিবাহঃ তৎসুতৌ রু(দ্র)কাশীশ্বরকৌ...।"[১১] এই রূপসনাতন আদিকুলীন উৎসাহপুত্র আহিতের অধস্তন ১১শ পুরুষ এবং তিনি খ্রীঃ ষোড়শ, কি সপ্তদশ শতাব্দীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রায় সমসময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং সমসাময়িক কুলাচার্য্যের উল্লিখিত কবিতাটির প্রামাণ্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। কবিতানুসারে রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ শূলপাণি 'সাহরী'বংশীয় ছিলেন। শূলপাণির বহু গ্রন্থের পুষ্পিকায়ও 'সাহুড়িয়াল' বলিয়া পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং তিনি রাঢ়ীয় ভরদ্বাজগোত্র শুদ্ধশ্রোত্রিয় বংশের লোক। প্রথমোক্ত প্রমাণের সহিত এখানে কোন বিরোধ দেখা যায় না।

উল্লিখিত প্রমাণদ্বয় রঘুনাথের কুলবিষয়ে বিবাদসৃষ্টির বহু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত এখানে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করে নাই। স্বর্গত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিবাদসৃষ্টির পর দুইটি কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন (মধ্যযুগের বাঙ্গালা, পৃ. ৬১)। প্রথমতঃ শিরোমণির শেষ বংশধর রামতনু ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপে বিগত শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলার কোটামানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, উক্ত রামতনু প্রায় ৯৮ বৎসর পূর্ব্বে নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন এবং তিনি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের সপিণ্ডজ্ঞাতি ছিলেন। ইঁহারা 'মানকরের চট্টোপাধ্যায়'বংশীয় বটেন। সুতরাং দ্বিতীয় কিম্বদন্তীর সহিত আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় শিরোমণিবংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন, এরূপ শুনা যায় নাই। আর প্রথমোক্ত প্রমাণের সহিত এখানে বিরোধ ঘটে, যদিও একতরকে দৌহিত্রসন্তান ধরিয়া সামঞ্জস্য করা যায়। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণবলে শিরোমণি 'রাঢ়ীয়' ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ থাকে না।

১১। অস্মিন্নিকটে রক্ষিত ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী, ফুলিয়াপ্রকরণ, ২৩।২ পত্র। এই প্রসিদ্ধ বংশের নামমালা কুলপঞ্জীতে দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই লথাইর পুত্রদ্বয়ের নাম 'বাণীরূপৌ' লিখিত আছে। ঘটককেশরী পুরা নামটি না লিখিলে তাহা অজ্ঞাত থাকিত। সম্প্রতি কামালের ঘটকগ্রন্থেও (৫৪।২) পাইতেছি—"লথাইকস্য...তৎসুতাঃ শ্রীকৃষ্ণ-বাণীনাথ-রূপসনাতনকাঃ। রূপসনাতনে গাং জানকীনাথস্য কন্যাবিবাহাৎ ভঙ্গঃ তৎসুতৌ রুদ্রকাশীকৌ। কাশীতে হড়শ্রীকৃষ্ণ-রায়স্য কন্যাবিবাহ।"

উল্লিখিত প্রমাণাবলী আবিষ্কৃত ও প্রচারিত না হওয়ার ফলে ১৩১০ সন হইতে কতিপয় ব্যক্তির চক্রান্তে বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজে ও তৎসম্পর্কে ভারতের নানা স্থানে একটা অমূলক কথা এইরূপ প্রচার লাভ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ তিন জন সাহিত্যিক অজ্ঞাতসারে এই মিথ্যা প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩১১ সনে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃঃ ১—১২) প্রকাশ করেন যে, শ্রীহট্টের রাজা সুবিদনারায়ণের এক খঞ্জ কন্যার স্বামী শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডনিবাসী কাত্যায়নগোত্রীয় রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাই রঘুনাথ শিরোমণি। শিরোমণির ঊর্দ্ধতন ২৮ পুরুষের নাম, জন্মমৃত্যুর শকাব্দ (১৩৯৯—১৪৬৩) প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বস্তু উজ্জ্বল ভাষায় অঙ্কিত দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া গেল। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে[১২] নির্ব্বিচারে উক্ত বিবরণ প্রকাশ করেন এবং স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তাহার পরিপোষণ করেন।[১৩] যে দুইটি মূল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই অভিনব বস্তু প্রচারিত হইয়াছিল—বৈদিকসংবাদিনী ও বৈদিকনির্ণয়—উভয়ই অতি আধুনিক, অপ্রামাণিক লেখা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ দুই জন গবেষকের চেষ্টায় প্রকৃত কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।[১৪] ফলে পূর্ব্বোক্ত তিন জন সাহিত্যিক প্রত্যেকেই প্রশংসনীয় সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া, পরে স্ব স্ব প্রচারিত কথার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উত্তরাংশে (চতুর্থ ভাগ, পৃ. ১৫৮-৬৪) পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিচারে গ্রহণ না করিয়া রঘুনাথের জন্মস্থান সম্বন্ধে যাবতীয় মতবাদ পদ্মনাথ বাবুর এক বিচারমূলক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করেন এবং যদিও সুবিদনারায়ণের সহিত রঘুনাথের সম্পর্ক প্রামাণিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা তখনও পরিত্যক্ত হয় নাই, তথাপি এ বিষয়ে ঐতিহাসিকের 'নিরপেক্ষ গবেষণা' (পৃ. ১৬৪) আহ্বান করা হয়। পরিশেষে স্বয়ং পদ্মনাথ বাবুই অন্যত্র স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বতন প্রবন্ধ "কিম্বদন্তীমূলক কথা, **প্রকৃত ইতিহাস নহে**।"[১৫]

বসু মহাশয় 'বিশ্বকোষে'র শেষ খণ্ডে (১৩১৮ সন, পৃ. ৮৯) 'সুবিদনারায়ণ' প্রবন্ধে দৃঢ়ভাবে লেখেন :—"কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির জীবনীলেখক রঘুনাথকে সুবিদনারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, সুবিদনারায়ণকেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন ; **ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব**।" কিন্তু মিথ্যার প্রচার যেরূপ সহজে হইয়াছিল, সত্যের প্রচারটা মোটেই তদ্রূপ হয় নাই। উল্লিখিত প্রতিবাদ-প্রবন্ধের কোনটাই সমুচিত প্রচার লাভ করে নাই।

১২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ১৮৫-৯০। বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড (১৩১২), পৃ. ১৪৩-৪৮ 'রঘুনাথ' প্রবন্ধ।

১৩। বিজয়া, ১৩১৯, 'শ্রীহট্টের কাণাছেলে' শীর্ষক প্রবন্ধ।

১৪। উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, প্রতিভা, ১৩২০, ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ. ৩৪৪-৬২ ('শ্রীহট্টের রঘুনাথ')। ঐ, ১৩২১, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা ('বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি')। ঐ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা ('ইটারাজবংশ')। এই সকল প্রবন্ধ প্রচুর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল এবং শ্রেষ্ঠ মাসিকে মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-রচিত 'শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত সাম্প্রদায়িক কৌলীন্য খণ্ডন,' ১৩২২ সনে মুদ্রিত।

১৫। শিলচর হইতে প্রকাশিত 'শিক্ষাসেবক' পত্রিকা, ১৩৩৭, শ্রাবণ সংখ্যা। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কণিভূষণ তর্কবাগীশ-রচিত 'ন্যায়পরিচয়', (২য় সং), ভূমিকা, ১১-১২ পৃ. দ্রষ্টব্য।

যে কারণে অমূলক কথা প্রচারের চেষ্টা এতটা ফলবতী হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে একটা ক্ষীণ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, শিরোমণি মূলতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন।[১৬] এবং পূর্ব্ববঙ্গে কেহ কেহ বলিতেন, তিনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। এই প্রবাদদ্বয় অবলম্বন করিয়া জনৈক পণ্ডিত প্রচার করেন যে, শিরোমণি-রচিত 'ক্ষণভঙ্গুরবাদে'র গদাধর-রচিত টীকার প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়:—

কাত্যায়নখনিজমণেঃ ক্ষণভঙ্গুরবাদরহস্যশিরোমণে(ঃ)।
প্রকাশমধিদীধিতি তনুতে সুধীবরশ্রীলগদাধরঃ ॥ঃ[১৭]

কথাটা একেবারেই মিথ্যা। 'ক্ষণভঙ্গুরবাদ' নামে শিরোমণির পৃথক্ কোন গ্রন্থ নাই, 'আত্ম-তত্ত্ব-বিবেকদীধিতি'র অংশবিশেষই ঐ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ, ছন্দোদুষ্ট উল্লিখিত অক্ষম রচনা মহাপণ্ডিত গদাধরের হইতেই পারে না। গদাধর-রচিত 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি'র টীকার প্রথমাংশ দুষ্প্রাপ্য নহে এবং সম্প্রতি কাশী হইতে 'দীধিতি' সহ গদাধরের বিবৃতির কিয়দংশ মুদ্রিতও হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে ঐ শ্লোক নাই, আছে:—

শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বমারাধ্য শ্রীগদাধরঃ। বৌদ্ধাধিকারবিবৃতিং ব্যাকরোতি শিরোমণেঃ ॥

সম্ভবতঃ রঘুনাথ শিরোমণি নামে শ্রীহট্টে একজন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনিই দীধিতিকার বলিয়া কালক্রমে একটি অমূলক প্রবাদের সৃষ্টি হয়। যেমন, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কুসুমাঞ্জলির রচয়িতা বলিয়া প্রবল প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৩৫৬ সনে আমরা নবদ্বীপে গদাধরবংশীয় শ্রীরামগোপাল তর্কতীর্থের নিকট জানিয়াছিলাম যে, রঘুনাথ শিরোমণির বংশ অদ্যাপি আত্মবিস্মৃত অবস্থায় নবদ্বীপে বিদ্যমান আছে—তাঁহারা 'বিত্তোর চট্টোপাধ্যায়'বংশীয় এবং প্রাচীনেরা বংশটিকে 'পচাপুঁথির ভট্টাচার্য্যবংশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ইঁহাদের আদি বাড়ী 'বলরামপোতা'য় এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া লোকজন, দলিলপত্র ও সমৃদ্ধ ইষ্টকালয়াদি ধ্বংস হইয়া যায়। এখন একটি ক্ষীণ ধারা বাঁচিয়া আছে, কিন্তু বংশের ইতিবৃত্ত কিছু মাত্র অবগত নহে। তর্কতীর্থ মহাশয় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট জানিয়াছিলেন যে, ইঁহারা শিরোমণির বংশধর। এই প্রবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় যদ্দ্বারা হইতে পারিত—পুঁথি ও দলিলপত্র—তাহা চিরলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৬। বান্ধব, ১৩০৯, পৃ. ২০৮ পাদটীকা ও ১৩১০, পৃ ২৭১। পরে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় শেষোক্ত বিবরণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া 'সুপ্রভাত' নামক পুস্তকে (২য় সং, ২৪-৪১ পৃ) 'রঘুনাথ শিরোমণি' প্রবন্ধ রচনা করেন। শিরোমণির মাতা আত্মপরিচয় দিতেছেন, "আমার নিবাস পদ্মার তটে" (৩০ পৃ.)। ঘোষ মহাশয় গোলোক সার্বভৌম, চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার, ভুবন বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নিকট শুনিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় যশোরনিবাসী ছিলেন (ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ১৮১)। সুতরাং তাঁহার দৌহিত্র শিরোমণির পূর্ব্বনিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, পদ্মার তটে, হইলেও হইতে পারে।

১৭। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ, ২।২।৭, ১৪৯ পৃ. পাদটীকা। এই কৃত্রিম শ্লোকটি প্রচার করার বিচিত্র কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। 'বৈদিকসংবাদিনী'র অনুকরণে শ্রীহট্টেরই অপর এক সম্প্রদায় 'বৈদিকপুরাবৃত্তে'র দোহাই দিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, রঘুনাথ 'মৌদ্গল্যগোত্রীয় মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের ভ্রাতা বটেন'। (ঐ, ঐ, ১৭৬-৭৭ পৃ.) 'কাত্যায়নখনিজমণি' (কি অদ্ভুত বিশেষণপদ!) বলিলে এক ঢিলে দুই পাখী মরে, দেশীয় এবং বিদেশীয় শত্রু। কাত্যায়ন গোত্র অত্যন্ত দুর্লভ।

প্রসঙ্গতঃ আমরা একটি কৌতুকজনক ব্যাপার উল্লেখ করিতেছি। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তে এক 'ভট্টাচার্য্যশিরোমণি'র উল্লেখ আমরা পাইয়াছিলাম। মুখবংশীয় মাধবের কুলকারিকায় আছে :— (পৃ. ১১৪)

দৈবাত্ততঃ ক্ষেম্য চট্টে ভট্টাচার্য্যশিরোমণৌ।
কুলাভাবস্তদা তস্ম······ ····· ·········॥

স্বভাবতই আমরা চিরাকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে উৎফুল্ল হইয়া শিরোমণির পরিচয়ে সকল সংশয় দূর করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পরে, ঢাকার একটি কুলপঞ্জীতে পাইলাম, "মাধবমিশ্রস্ত ক্ষেং চং 'গৌরীবর শিরমণিঃ' অন্ন বিনাশঃ।" সুতরাং এই চট্টবংশীয় শিরোমণি মোটেই রঘুনাথ নহেন। কুলপঞ্জী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করা কিরূপ দুরূহ ও ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে, ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মহাবংশাবলী ১৩২৩ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল—এই ৩৫ বৎসরমধ্যে আর কেহ ঐ উল্লেখ দেখিলেন না এবং আমাদের মত বিভ্রান্তও হইলেন না, সম্পাদক স্বয়ং নগেন বসুও না—ইহাও বিস্ময়জনক।

রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব

বাঙ্গলার চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ যে, রঘুনাথ, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট নবদ্বীপে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। ইহার সাধক সাক্ষাৎ প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সার্ব্বভৌমের বিবরণে তাহা বিবৃত হইয়াছে। মুলো পঞ্চাননের প্রসিদ্ধ কারিকায় "বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈয়ে রঘোত্তর" এবং অধিকতর প্রামাণিক রূপসনাতনের কারিকায় "পণ্ডিত বাসুদেব গুরুত্ব হেতু ধন্য"[১৮]—উভয় উক্তিই একান্তভাবে অর্থহীন হইয়া পড়ে—যদি রঘুনাথও তাঁহার শিষ্য না হইতেন। অনুমানদীধিতির প্রায় প্রত্যেক প্রকরণে সমস্ত টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে সার্ব্বভৌমমত উদ্ধৃত ও প্রায়শঃ খণ্ডিত হইয়াছে। এক মিশ্রমত ব্যতীত এত অধিক স্থলে অন্য কাহারও মত উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং নবদ্বীপনিবাসী উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ও রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন, ইহা নবদ্বীপের একটি চিরপ্রচলিত প্রবাদ। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক সাহেব দায়ভাগের ভূমিকায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (p. XIV), তিনিও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, "and studied at the same time with three other disciples of the same preceptor, who likewise have acquired great celebrity; viz. Siromani, Crishnananda and Chaitanya." ঘটক মুলো পঞ্চাননের রসাল কারিকায়ও ঐ প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে—সম্প্রতি উপলব্ধ প্রমাণানুসারে মুলো পঞ্চানন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন স্থির হইয়াছে। এই প্রবাদের একমাত্র তথাকথিত প্রমাণ কল্পিত লেখায় পরিপূর্ণ ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' :—(পৃ. ১১৮, দ্বাদশাধ্যায়)

১৮। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথম ভাগ, ১মাংশ, ১ম সং, ২৯৫-৬ পৃ.) যে কুলপঞ্জিকা হইতে "শিষ্য বর শিরোমণি ······" প্রভৃতি মনোহর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

তবে গেলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে ॥
তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বি-বৎসরে।
তবে তুয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে ॥

পরন্তু প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া যুক্তি ও প্রমাণপক্ষপাতী বহু ঐতিহাসিক ও প্রবন্ধকার পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না। বৃন্দাবনদাস, কবিকর্ণপূর, জয়ানন্দ, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির প্রামাণিক উক্তি উপেক্ষা করিয়া অনেকে কিন্তু এখনও অদ্বৈতপ্রকাশের অমূলক উক্তিই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। আমরা এ বিষয়ে আর একটি নূতন প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পুথিসংগ্রহে চৈতন্যচরিতবিষয়ক একটি নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে—ব্রজমোহন দাস-রচিত চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ (গ্রন্থসংখ্যা ১৬৭৩, পত্রসংখ্যা ৫০, লেখক কৃষ্ণবল্লভ শর্ম্মা, লিপিকাল ১৬২৫ শক ১৩ ফাল্গুন)। এই গ্রন্থে কতিপয় অজ্ঞাত বৈষ্ণবগ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা, চৈতন্যতত্ত্বামৃত, ভক্তিভাবপ্রদীপ, জয়কৃষ্ণ দাস ঠাকুর-রচিত বিচার-সুধার্ণব, নরহরি দাস-রচিত চৈতন্যসহস্র, কৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশ, নারায়ণতত্ত্বপ্রকাশ প্রভৃতি। বৃন্দাবনদাস ও মুরারির চরিতগ্রন্থ ইহার উপাদান এবং গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের (১৩।১ পত্রে) এবং 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী'র বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুমান হয়, জীব গোস্বামীর জীবদ্দশায় খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে চৈতন্যের অবতারতত্ত্ব, বিভিন্ন জন্মপাট নির্ণয়, শাখা নির্ণয় এবং মহাপ্রভুর লীলা-সূত্র বর্ণিত হইয়াছে—সর্ব্বত্র কিছু কিছু নূতন কথা পাওয়া যাইবে। মহাপ্রভুর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এই গ্রন্থে পাওয়া যায়:—

গঙ্গাদাস দ্বিজস্থানে পড়িবারে দিল।
অল্পে অধ্যাপক প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল ॥
পড়িল সকল বিদ্যা করি গুরু লক্ষ্য।
অষ্টাদশ বিদ্যাএতে প্রভু হৈলা দক্ষ ॥ (৪৫।২ পত্র)

এই গ্রন্থে সার্ব্বভৌমের একটি অভিনব শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে:—

শুন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বচন।
তথাহি— অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবে,
ন ভবতি বিমলা ধীর্যস্য তস্যৈব ন স্যাৎ।
উদয়তি দিননাথে সৎপথে যস্য দৃষ্টি(:)
প্রসরতি নহি কিম্বা তস্য শঙ্কা তমিস্রে ॥ (৪০।১ পত্র)

প্রবাদ ও প্রমাণের দ্বন্দ্ব কিরূপ বিস্ময়কর আকার ধারণ করিতে পারে, তাহার একটি নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপ-মহিমায় (১ম সং, পৃ. ৪৪-৬) প্রবাদটি মনোহর কাহিনীরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ কাহিনীই ২য় সংস্করণেও স্থান লাভ করিয়াছে (পৃ. ১৩৩-৩৪), অথচ প্রমাণপরতন্ত্র সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থের অন্যত্র (পৃ. ১২৮-২৯) সত্যের খাতিরে প্রবাদের অমূলকতা নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। শিরোমণির কালবিচারে প্রমাণিত হইবে যে, শিরোমণি মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হইয়াছিলেন

এবং তাঁহার [illegible] মহাপ্রভু শৈশব অতিক্রম করেন নাই। জয়ানন্দ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, বাসুদেব সার্বভৌমের নবদ্বীপত্যাগ ও পুরীধাম গমনকালে :—

ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমীপে।

বিশাল বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই একটি মাত্র স্থলে শিরোমণির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুর লৌকিক শিক্ষা ব্যাকরণশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া যায় নাই এবং তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েন নাই, বৃন্দাবনদাস স্পষ্টাক্ষরেই তাহা লিখিয়াছেন :—

ব্যাকরণ শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান॥ (১৮)
কেহো বোলে "এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখন না নড়ে"॥ (১৯)

বৃন্দাবনদাস তদানীন্তন অধ্যাপকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় 'ভট্টাচার্য্য'-সম্প্রদায়ের মর্য্যাদার চিত্র প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, তাঁহারা স্বতন্ত্র পথের যাত্রী—তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিজালাবৃত তর্ককর্কশ চিত্তে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনধ্বনি প্রবেশ করে নাই।

রঘুনাথ ও পক্ষধর মিশ্র

পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ 'সামান্যলক্ষণা'ঘটিত বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন—ইহাই বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী। কিন্তু অন্যূন ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বিচারবিষয়ক যে দুইটি অতি কৌতুকজনক গল্প প্রচারিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং বর্ত্তমানে অজ্ঞাত। প্রথম গল্পানুসারে রঘুনাথ বিচারার্থ মিথিলায় যান এবং বিচারে সুবিধা করিতে না পারিয়া অতি জঘন্য উপায়ে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার 'হিন্দু' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮১১ খ্রীঃ) লিখিয়াছেন :—

> "Rughoonat'hu-shiromunee, another pundit, envied the fame of Pukshu-dhuru, and challenged him to a grand dispute, to try which was the most learned. The king commanded the meeting to take place. They met at Pukshu-dhuru's school. For some days the disputation continued, but Rughoonat'hu obtained no advantage over his adversary; till at length he thought of an expedient which gained him a dishonourable victory: having obtained the affections of the daughter of Pukshu-dhuru, he persuaded her to place herself in an indecent situation, in the midst of the dispute, in a place where her father would see her. She did so: as soon as her father glanced his eye on her, he was overwhelmed with confusion, and his adversary had the advantage over him in every succeeding argument. (*The Hindoos*, 1st ed., Vol. I., p. 886)

এই গল্পে স্পষ্ট বুঝা যায়, শিরোমণি পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না। ওয়ার্ড সাহেব পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্পটি পরিত্যাগ করিয়া, নিম্নলিখিত মূল্যবান্ এবং মনোহর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

> The learned men of Bengal are proud of the honour of considering this philosopher, who was born at Nudeeya, as their countryman; the following legends are current respecting him: When

arrived at Mit'hila, to prosecute his studies under Vachusputeemishru, it is said, that he attained at once the seat next to his teacher, rising over the heads of all the other students. Pukshudhuru-Mishru, a very celebrated Nyayayiku Pundit, after having overcome in argument all the learned men of Hindoost'hanu, arrived with a great retinue, elephants, camels, servants, etc. at Nudeeya. The people collecting around him, he asked them who was the most learned man in those parts; they gave the honour to Shiromunee, who was, in fact, at that moment performing his ablutions in the Ganges; Puksha, on seeing him, pronounced this couplet:

"How sunk in darkness Gour must be,
Whose sage is blind Shiromunee.

(f.n. This pundit had lost the sight of one eye.)

He then sent to the raja, challenging all the learned men at his court to a disputation: but Shiromunee completely overcame his opponent, and Mishru retired from the controversy acknowledging the superiority of the blind Shiromunee.

(f.n. This latter story is sometimes related in terms different from these.) (*The Hindoos*, Ed. London 1822, Vol. II., p. 225.)

এখানে অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র নহেন, পরন্তু মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের ছাত্র। কিন্তু রঘুনাথের পঠদ্দশায় যজ্ঞপতি ও পক্ষধরের যুগে বৃদ্ধ বাচস্পতির নিকট তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের পাঠগ্রহণ সম্ভবপর নহে। মিথিলায় রঘুনাথ মোটেই পড়েন নাই, উক্ত প্রবাদদ্বয়ে এইরূপ ধারণার বীজ রহিয়াছে।

শিরোমণি সম্বন্ধে পক্ষধরের উল্লিখিত পরিহাসোক্তি—'অভাগ্যং গৌড়দেশস্য যত্র কাণঃ শিরোমণিঃ'—পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ অনুসারে মিথিলায় তাঁহারা তিন জন একসঙ্গে গিয়াছিলেন—অধ্যয়নার্থ নহে, পরন্তু বিচারার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া। প্রবাদশ্লোকটি তাহা হইলেই সার্থক হয় :—

কুশদ্বীপ-নলদ্বীপ-নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি-মনীষিণঃ॥

তন্মধ্যে কুশদ্বীপ অর্থাৎ কুশদহসমাজের 'তর্কসিদ্ধান্তে'র পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। নলদ্বীপের 'সিদ্ধান্ত' যশোহর নলদী পরগণার মল্লিকপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্যবংশের আদিপুরুষ 'বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত' বটেন। বিচারের বিষয় ছিল 'সামান্যলক্ষণা' নামক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষ। রঘুনাথ চিরন্তন পক্ষ বর্জ্জনপূর্ব্বক সামান্যলক্ষণা অস্বীকার করিয়াই তত্তৎস্থলের উপপত্তি দেখাইয়া পক্ষধর মিশ্রকে নিরুত্তর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিচারকালে উভয়ের মধ্যে যে কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল, তন্মধ্যে পরাজিত পক্ষধরের একটি ক্রোধব্যঞ্জক শ্লোক বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে :—

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

(গঙ্গেশের মতে সামান্যলক্ষণা ছাড়া ধূমাদিতে ব্যভিচার সংশয় হয় না। সামান্যলক্ষণা প্রকরণের দীধিতি গ্রন্থে 'অত্র বদন্তি' কল্পে বস্তুতই শিরোমণি মৌলিকভাবে সামান্যলক্ষণা ছাড়াও সংশয়ের উপপত্তি করিয়াছেন। বুঝা যায়, এই বিচারের সারাংশ পরে দীধিতিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।) শ্লোকে শিরোমণিকে 'কাণ' ও 'বক্ষোজপানকৃৎ' (অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশু) বলিয়া আঘাত করা হয়। বুঝা যায়, অতি অল্প বয়সেই রঘুনাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অবিলম্বে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচিত হন। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ফলে মিথিলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া

নবদ্বীপই নব্যন্যায়চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া পড়ে। ইহা প্রায় ১৪৮০-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা—তৎকালে পক্ষধর মিশ্র প্রবীণ ও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। রঘুনাথ সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন যে সকল চিত্তাকর্ষক গল্প ও শ্লোকরচনা প্রচলিত আছে (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ১৩৫-৪৩), তাহা গল্পমাত্রই, তাহাদের কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

শিরোমণির আবির্ভাবকাল

শিরোমণির কালনির্ণয়ে এক্ষণে বহু প্রমাণ এবং পরস্পরবিরোধী প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তাহাদের সাবধান আলোচনা দ্বারা সামঞ্জস্যবিধান এবং সিদ্ধান্তনির্ণয় আবশ্যক। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিরোমণির অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদে ('first quarter of the Sixteenth century,' *J. A. S. B.*, 1915, p. 275) আপাততঃ ফেলিয়াছিলেন। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সর্ব্বশেষ অভিমত ছিল, 'পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে' শিরোমণি মিথিলায় উপাধি লাভ করেন এবং পরেই গ্রন্থরচনা করেন (ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২১)। ডঃ বিদ্যাভূষণ মুগ্ধচিত্তে এবং বিনা বিচারে দুইটি নিষ্প্রমাণ অতিতুচ্ছ নির্দ্দেশকে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে (*Hist. of Indian Logic*, p. 464) স্থান দান করিয়া অযথা গৌরবান্বিত করিয়াছেন—শ্রীহট্টের চক্রান্তসৃষ্ট শিরোমণির জন্মমৃত্যুকাল (১৪৭৭-১৫৪১ খ্রীঃ) এবং মিথিলাজয় ও নবদ্বীপ-বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাকাল ১৫১৪ খ্রীঃ[১১]।

(১) শিরোমণির মাতামহ 'শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ে'র অভ্যুদয়কাল আমরা পূর্ব্বে ১৪২০-৬০।৬৫ খ্রীঃ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলাম (*I. H. Q.*, XVII, pp. 464-5)। মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের নবনির্ণীত কাল (জন্মাব্দ প্রায় ১৪০০ খ্রীঃ, গ্রন্থরচনা প্রায় ১৪২৫ খ্রীঃ হইতে) তাহার কিঞ্চিৎ বিরোধী হইতেছে। বাচস্পতির পরমাত্মীয় এবং কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী রুদ্রধর স্বরচিত শ্রাদ্ধবিবেকে শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেকের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (কাশী সং, পৃ. ৫০)। সুতরাং অধুনা শূলপাণির জন্মাব্দ প্রায় ১৩৭৫-৮০ খ্রীঃ ধরিয়া (কিছুতেই পরে হয় না) ১৪০৫-১০ খ্রীঃ হইতে প্রায় ১৪৫৫-৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থরচনাকাল নির্ণয় করা যায়। তদনুসারে **শিরোমণির জন্মাব্দও ১৪৫৫-৬০ খ্রীঃ** নির্ণীত হয়, পরে নহে—শূলপাণির বয়স তখন ন্যূনকল্পে ৮০ হইতেছে। তৎকর্ত্তৃক মিথিলাজয় ও অধ্যাপনারম্ভ প্রায় ১৪৮০-৮৫ সনে এবং গ্রন্থরচনা ১৪৯০-১৫০০ সনে অবধারণ করা যায়।

(২) জয়ানন্দ, বিশারদ ও তাঁহার চারি পুত্র—সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাবিরিঞ্চি ও বিদ্যানন্দের সহিত একসঙ্গে সমসাময়িক অধ্যাপকরূপে 'ভট্টাচার্য্যশিরোমণি'র উল্লেখ করিয়া উক্ত কালনির্ণয়েই সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন, বুঝা যায়। বিশারদের জীবদ্দশায় শিরোমণির অধ্যাপকতার নির্দ্দেশ একটি অতি মূল্যবান্ প্রমাণরূপে গ্রহণীয়। জয়ানন্দের মতে তাহা চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বের ঘটনা।

১১। বালীনিবাসী তদানীন্তন স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টার মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রথম এক প্রবন্ধে রঘুনাথ কর্ত্তৃক মিথিলাজয়ের এই তারিখ অনুমান করেন (Transactions of the Bengal Social Science Association, Vol. I, 1867, p. 82)। রঘুনাথ চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক ছিলেন এবং প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে মিথিলা জয় করেন, এই মাত্র যুক্তি তৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল। পরে *Mookerjee's Magazine* (Sept., 1872, p. 130) ইহা পুনর্লিখিত হয়।

(৩) নবদ্বীপে একটি পুথির প্রচ্ছদপত্রে একটি অতি মূল্যবান্ পুস্তকতালিকা আছে। তারিখ "শসং ৫৯ তে ২০ মাস," অর্থাৎ ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দ; কারণ, যে পুথিখানার পৃষ্ঠে তালিকাটি আছে, তাহাও তালিকার অন্তর্গত এবং তাহার লিপিকাল '৩৮৬ ল-সং'। '৪০৯' লিখিতে কেহ কেহ শূন্য বাদ দিত, ইহার বহু প্রমাণ প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায়। ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দ = ১৫১৭ খ্রীঃ বটে। এই তালিকামধ্যে 'গুণ-শিরোমণি'র উল্লেখ আছে। তাহার লিপিকাল সুতরাং ঐ তারিখের পূর্ব্বে এবং রচনাকাল আরও পূর্ব্বে হইবে, অথচ গুণশিরোমণি প্রধান গ্রন্থ অনুমানদীধিতির অনেক পরে রচিত। সুতরাং শিরোমণির শেষ গ্রন্থরচনার অধস্তন সীমা ১৫০০ খ্রীঃ বলিয়া নির্ণয় করা যায়।

(৪) অনুমানদীধিতির বহু স্থলে পাঠভেদ বিদ্যমান আছে এবং প্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে তজ্জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। হেত্বাভাসপ্রকরণের অসিদ্ধিগ্রন্থে শিরোমণিকৃত অসিদ্ধির সিদ্ধান্তলক্ষণ দীধিতির প্রচলিত পাঠানুসারে এই:—"উচ্যতে। সাধারণ্যকখিতাসাধারণ্যানুপসংহারিত্বভিন্নং জ্ঞানস্য বিষয়তয়া পরামর্শবিরোধিতাবচ্ছেদকং রূপমসিদ্ধিঃ।" (ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাংশেও পাঠভেদ আছে, বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত হইল না)। এ স্থলের ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন:—"উচ্যত ইত্যনন্তরমস্মৎসম্প্রদায়সিদ্ধঃ পাঠো লিখ্যতে" (জাগদীশী, চৌখাম্বা-সংকরণ, পৃ. ১১৮৪)। রামভদ্র সার্ব্বভৌমের ছাত্র কাশীনিবাসী জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন এ স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, এই পাঠ তাঁহার গুরুচরণ দ্বারা কল্পিত হইয়াছিল— "গুরুচরণা ইত্থং পাঠং কল্পয়ন্তি, সাধারণ্যানিরুক্তাসাধারণ্যেত্যাদি" (এসিয়াটিক সোসাইটীর ৫৪৮ সংখ্যক পুথির ৬১।২ পত্র; ন্যায়সিদ্ধান্তমালা, পৃ. ১০৬-৭ দ্রষ্টব্য)। এই পাঠই গদাধর-সম্মতও বটে (গাদাধরী, পৃ. ১৮৫৩-৪); বুঝা যায়, গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশও জগদীশের ন্যায় রামভদ্র সার্ব্বভৌমের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন।[২০]

অপর সম্প্রদায়ের পাঠ যথা,—"সাধারণ্যাসাধারণ্যভিন্নং তজ্জ্ঞানস্য বিষয়তাপরামর্শবিরোধিতাবচ্ছেদকরূপমসিদ্ধিঃ।" এই পাঠ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের সম্মত (জাগদীশী, পৃ. ১১৮৪, পাদটীকা এবং অস্মন্নিকটে রক্ষিত ভাবানন্দীর ২৫৬।২ হইতে ২৫৯।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। এই স্পষ্ট সম্প্রদায়ভেদ সত্ত্বেও আমাদের দেশের নৈয়ায়িকগণ জগদীশকে যে ভবানন্দের ছাত্র বলিতেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। শেষোক্ত পাঠ ভবানন্দের গুরু কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম-রচিত দীধিতিপ্রসারিণী গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে এ স্থলে সম্পূর্ণ এক অভিনব বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিরোমণির উক্ত 'নিষ্কৃষ্ট' লক্ষণ ব্যাখ্যা করার পূর্ব্বে "ইতঃ প্রাচীনপাঠানুসারেণ ব্যাখ্যা" বলিয়া দীধিতির এক সুদীর্ঘ সন্দর্ভের উপর কৃষ্ণদাস যথাযথ টীকা করিয়াছেন। দীধিতির এই সন্দর্ভ প্রায় সমস্ত প্রতিলিপিতেই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা একটিমাত্র প্রতিলিপিতে দীধিতির এই চিরলুপ্ত সন্দর্ভ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ১০৯-১১১ পত্র)। যথা, "বিশিষ্টপক্ষবৈশিষ্ট্য-সাধনবৈশিষ্ট্য-বিশিষ্টসাধ্যগ্রহবিরোধিজ্ঞানাভিন্নবৃত্তি যৎ" ইত্যাদি চারিটি লক্ষণ, তৎপর "ইত্যপি

২০। ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে হরিরাম 'সম্ভবতঃ' রামভদ্রের পুত্র ছিলেন (মধ্যভারত, ১৩০৬, পৃ. ৪৮৪ ও ১৩০৭, পৃ. ১৮২)। ইহা নিষ্প্রমাণ উক্তি হইলেও বর্ত্তমানে সম্ভাবনার অতীত নহে।

ব্যাপ্তি' বলিয়া একটি এবং "কেচিত্তু" বলিয়া অপর একটি অসিদ্ধিলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। পরিশেষে আছে—"তচ্চিন্ত্যম্"। বস্তুতস্তু সাধারণ্যাসাধারণ্যভিন্নম্' ইত্যাদি সর্ব্বশেষ লক্ষণ। এ স্থলে কতিপয় বিষয় সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক। কৃষ্ণদাসের ভাষা হইতে বুঝা যায়, ছয়টি লক্ষণসমন্বিত 'প্রাচীন পাঠের প্রামাণিকতাবিষয়ে তাঁহার সময়েই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র ভবানন্দের সময় হইতে উক্ত প্রাচীন পাঠ দীধিতিগ্রন্থে আর ছিল না। ভবানন্দ, জগদীশ, গদাধর, জয়রাম প্রভৃতি কেহই আর তাহার উল্লেখমাত্র করেন নাই, ব্যাখ্যা করা ত দূরের কথা। কেবল মথুরানাথ 'অসিদ্ধিদীধিতি-প্রকাশে' লিখিয়াছেন—"উচ্যতে ইত্যনন্তরং বিশিষ্টপক্ষবিশিষ্টসাধনেত্যাদি-তচ্চিন্ত্যমিত্যন্তপাঠস্ত প্রামাদিকঃ" (এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়াম-সংগ্রহের পুথি, ৭।১ পত্র)। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণদাসকৃত উক্ত প্রাচীন পাঠের ব্যাখ্যায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার-সম্মত পাঠান্তর উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে—"অত্র চ ক্বচিৎ পুস্তকে 'ধূমব্যভিচারি-বহ্নিমৎ-পর্বতবৃত্তিত্ব-ধূমাব্যভিচরিতসামানাধিকরণ্যোভয়াভাবব্যাপ্যবত্ত্বাদেরিতি' পাঠঃ (বঙ্গীয় সা. প, ১৬৮১ সং পুথির ১০৯।২ পত্রে এই পাঠ দৃষ্ট হয়), তত্র চ…ইতি ভাবার্থং বর্ণয়ন্তি। তন্ন,…। বস্তুতস্তথা পাঠঃ প্রামাদিক এব…" (পুণার পুথি, ৩১০।২ পত্র)। পরেও আছে, "অনুপাদেয়শ্চ পক্ষ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। স তু প্রামাদিক এব…" (ঐ, ৩১২।২ পত্র)। তৃতীয়তঃ, সর্ব্বশেষ লক্ষণে কৃষ্ণদাস কোন পাঠান্তর অবগত ছিলেন না। কিন্তু ভবানন্দের উপক্রমবাক্য ("উচ্যত ইতি সাধারণ্যা-সাধারণ্যভিন্নমিত্যেব পাঠঃ," অস্মদীয় পুথির ১৮৩।১ পত্র) হইতে বুঝা যায়, তাঁহার পূর্ব্বেই রামভদ্র-কল্পিত পাঠভেদ প্রচারিত হয়। লক্ষ্য করা আবশ্যক, রামভদ্র বিলুপ্ত প্রাচীন পাঠ আলোচনা করিয়াই নূতন পাঠ কল্পনা করিয়াছিলেন। পুণার কৃষ্ণদাসীয় পুথির এক স্থলে (৩১২।১ পত্র) পার্শ্বটিপ্পনীতে "ইতি রামভদ্রাঃ" বলিয়া লুপ্তাংশে তাঁহার ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। দীধিতির পাঠনির্ণয় লইয়া এই দীর্ঘকালব্যাপী বাদানুবাদ শিরোমণির কালবিচারে বিশিষ্ট প্রমাণরূপে গ্রহণীয়। এ স্থলে মথুরানাথের টীকা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট (৬-৯ পত্র দ্রষ্টব্য)—"উচ্যতে ইত্যনন্তরং মাঙ্গচরণান্ত" (৬।১ পত্র) বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ রামভদ্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পরে কৃষ্ণদাসাদি-সম্মত পাঠ খণ্ডন করিয়াছেন ("ইতি কস্তচিৎ পাঠকক্রমমবোধমূলকম্," ৯।১ পত্র)। মথুরানাথের অবলম্বিত পাঠের আরম্ভে 'কথিত' (বা 'নিরুক্ত') পদটি নাই।

টীকাকারদের পৌর্ব্বাপর্য্য ও রচনাকাল পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। অনুমান-জাগদীশীর রচনাকালের অন্ত্যতম সীমা ১৬০০ সন। জগদীশ মথুরানাথের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং উভয়ে রামভদ্রের ছাত্র ও ভবানন্দের পরবর্ত্তী ছিলেন। ভবানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী রামভদ্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণদাসের রচনাকাল সুতরাং কিছুতেই ১৫৫০ সনের পরে নহে। কৃষ্ণদাস অসিদ্ধিগ্রন্থীয় দীধিতির 'প্রাচীন' পাঠ এবং তন্মধ্যে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ করায় বুঝা যায়, শিরোমণির সহিত তাঁহার ব্যবধান ন্যূনকল্পে ৫০ বৎসর হইবে। শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল সুতরাং ১৪৯০-১৫০০ সন মধ্যে অবধারিত হয় এবং নিঃসন্দিগ্ধরূপে তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

(৩) পক্ষধর মিশ্রের নবনির্ণীত গ্রন্থরচনাকাল ১৪৫৫-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে। মিথিলাধিপতি ভৈরব সিংহের (রাজ্যকাল ১৪৮৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) সময়ে 'কাণাভট্ট' মিথিলায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, এই প্রবাদ (ভারতী, পৌষ ১৩০৮, পৃ. ২৮৮) পক্ষধর-শিরোমণির ঐতিহাসিক বিচার-ঘটিত প্রবাদেরই একটি

অন্যরূপে গ্রহণীয়। শিরোমণিকর্ত্তৃক 'মিথিলাজয়ে'র পূর্ব্বোক্ত কালনির্ণয় (১৪৮০-৮৫ সন মধ্যে) এ স্থলে সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতেছে। জয়ানন্দের উক্তি "ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমীপে" মিথিলাজয়েরই প্রতিধ্বনি মাত্র। মিথিলাজয়ের পরে এবং মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপে 'রাজভয়' ঘটিয়াছিল। মহাপ্রভুর জন্মের কিছু কাল পরেই নবদ্বীপে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল—তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অন্যতম বাল্যগুরু 'বিষ্ণু পণ্ডিতে'র পুত্র মহাদেব আচার্য্যসিংহরচিত মালতীমাধব-টীকার শেষে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ দুইটি শ্লোক আছে। যথা, (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ২৪৫)

অস্তি শ্রীমজ্জিলীশবার্ব্বক ইতি খ্যাতো গুণানাং নিধি-
র্জাতো রাম ইব ক্ষিতৌ কলিযুগে সত্যাবতারেচ্ছয়া।
তস্মিন্ গৌড়মহীমহেন্দ্রসচিবশ্রেণীশিরোভূষণে
যোগক্ষেম(ম)নুক্ষণং কৃতধিয়াং নির্ব্যাজমাতন্বতি ॥
শাকে ষোড়শসাগরেন্দুগণিতে গীর্ব্বাণকল্লোলিনী-
তীরে ধীরগণাস্পদে পুরি নবদ্বীপাভিধায়াং ব্যধাৎ।
বৈশাখে ভবভূতিধীরভণিতৌ গুঢ়ার্থসন্দীপনীম্
আচার্য্যো মতিমানিমামিহ মহাদেবঃ কৃতী টিপ্পনীম্ ॥

১৪১৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৪৯৪ খ্রীঃ) 'ধীরগণাস্পদ' নবদ্বীপনগরীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়—তখন গৌড়াধিপতির সচিবশ্রেষ্ঠ 'মজ্জিলীশবার্ব্বক' নামক শাসনকর্ত্তা জীবিত থাকিয়া নবদ্বীপ অঞ্চলে অকপটে কৃতধী ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম সর্ব্বদা বহন করিতেছিলেন। তৎকালীন 'গৌড়মহীমহেন্দ্র' হুসেন সাহা ছিলেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার শাসনকর্ত্তাকে 'কলিযুগাবতার' ও 'রাম'সদৃশ বলিয়া যেরূপে উচ্চতম প্রশংসার ভাজন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, চৈতন্যদেবের জন্মকালীন রাজশক্তির অত্যাচার-লীলার অবসান হইয়া তখন হুসেন সাহের সুনীতিবলে দেশময় শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই সময়ে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা নবদ্বীপকে গৌরবান্বিত করিতেছিল এবং ইহার পূর্ব্বেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উৎকলরাজের আশ্রয় নিয়াছিলেন। তৎকালীন নবদ্বীপের মুসলমান শাসনকর্ত্তার নাম 'মজলিশ বারবক' এতঁ দিনে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে সকল জল্পনাকল্পনার অবসান হইল। দেখা যায়, এই শান্তির সময়েই মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট যোগক্ষেম লাভ করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি নিশ্চিন্তমনে তাঁহার 'দিগ্‌দীপিকা' দীধিতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গলার সংস্কৃতির ইতিহাসে শিরোমণি-কর্ত্তৃক মিথিলাজয় ও দীধিতিগ্রন্থ রচনা এক অসামান্য ঘটনা এবং ঐ গ্রন্থরচনায় নূতন প্রমাণানুসারে মুসলমান রাজশক্তির 'অকপট' প্রেরণা ছিল, ইহাও একটি বিস্ময়কর তথ্য বটে।

(৬) দুইটি প্রবল প্রমাণ এই কালনির্ণয়ের বিরুদ্ধ বটে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্কর ভট্ট-রচিত 'গাধিবংশানুচরিত' নামক গ্রন্থের দোহাই দিয়া একাধিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, শিরোমণি 'রামেশ্বর ভট্টে'র ছাত্র ছিলেন। ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। 'গাধিবংশানুচরিত' গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শাস্ত্রী মহাশয়-রচিত প্রথম প্রবন্ধে (*Ind.*

Ant., 1912, pp. 8-9) রামেশ্বর ভট্টের ছাত্রগণের নামোল্লেখকালে শিরোমণির নাম ছিল না। শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্কর ভট্টের একটি স্পষ্টোক্তি হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, যৎকালে রামেশ্বর ভট্ট দ্বারকা নগরীতে অধ্যাপনা করিতেন, শিরোমণি তৎকালেই দ্বারকা যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্ত্তিক ১৩৩১, পৃ. ২২০)। ইহা সত্য হইলে শিরোমণিসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রবাদ প্রমাণ ও সম্ভাবনা মিথ্যা বলিয়া বিসর্জ্জন দিতে হয়। রামেশ্বর ভট্টের দ্বারকায় অবস্থানকাল শঙ্কর ভট্টের মতেই ১৫১৪-১৮ খ্রীঃ বটে (*Ind. Ant.*, 1912, p. 9) এবং তৎকালে তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল মহাভাষ্য ও সুরেশ্বরবার্ত্তিক। রামেশ্বর ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ ভট্টের জন্ম হয় ১৪৩৫ শকাব্দের চৈত্র মাসে ও পরে তাঁহার আরও দুই পুত্র (শ্রীধর ও মাধব) জন্মিয়াছিলেন। নারায়ণ ভট্ট সমস্ত শাস্ত্র তাঁহার পিতার নিকটই পড়িয়াছিলেন। সুতরাং রামেশ্বর ভট্ট শিরোমণির বয়োজ্যেষ্ঠ নিশ্চিতই ছিলেন না এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পড়ে না। ১৫১৫-৪০ খ্রীঃ মধ্যে তাঁহার নানা স্থান পরিভ্রমণ, প্রতিষ্ঠান হইতে বিদ্যানগর, তথা হইতে দ্বারকা ও সর্ব্বশেষে কাশী অবস্থান, সন্তানলাভ ও অধ্যাপনা প্রভৃতি অসামান্য জীবৎশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ঐ সময়মধ্যে নবদ্বীপে শিরোমণির সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নব্যন্যায়ে একনিষ্ঠ সাধনার মধ্যে মহাভাষ্যাদি শাস্ত্রের উপযোগিতা নাই এবং শিরোমণি কুত্রাপি ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহার বিন্দুমাত্র পরিচয় সূচিত করেন নাই। সুদূর দ্বারকা যাওয়ার প্রবৃত্তি বা অবসর সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মহানৈয়ায়িকের নিশ্চিতই ছিল না। সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থে গৌড়নিবাসী কোন রঘুনাথের নাম ছিল এবং তাঁহাকে শিরোমণির সহিত অভিন্ন ধরা হইয়াছে। আমাদের অনুমান, 'মীমাংসারত্ন'গ্রন্থকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারই রামেশ্বর ভট্টের ছাত্র ছিলেন, শিরোমণি নহেন। শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন, রামেশ্বর ভট্টের অপর ছাত্র 'মহেশ ঠকুর'-লিখিত নবদ্বীপের 'তার্কিকচূড়ামণি' নামীয় এক পত্র নবদ্বীপে ১৫২৯ খ্রীঃ রচিত 'বৈবস্বতসিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, 'বৈবস্বতসিদ্ধান্ত' গ্রন্থ কিম্বা তদুক্ত তাদৃশ মূল্যবান্ পত্র এখন আর পাওয়া যায় না। এই 'তার্কিকচূড়ামণি' নিঃসন্দেহ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য-চূড়ামণি এবং তিনিই মহেশ ঠকুরের সমসাময়িক ছিলেন। শিরোমণির সহিত তাঁহার অভেদ কল্পনা ভ্রান্তিমূলক।

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রমাণটি বিদ্যানিবাসের বিবরণে লিখিত হইয়াছে। অনুমানদীধিতির 'ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব'-প্রকরণে কূট-ঘটিত সার্ব্বভৌমলক্ষণের দোষ প্রদর্শনের পর উক্ত দোষের উদ্ধারের জন্য বিবক্ষিত একটি কল্পেরও খণ্ডন আছে। দীধিতির একজন মাত্র টীকাকার বিদ্যানিবাসপুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি এ স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ঐ বিবক্ষা তাঁহার পিতা (বিদ্যানিবাস)-কৃত।[২১] "অস্মৎ-পিতৃচরণানাং বিবক্ষাং শঙ্কতে সাধনসমানাধিকরণত্বেনেত্যাদি।" সুতরাং বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য শিরোমণির অন্ততঃ সমসাময়িক হইতেছেন। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়, বিদ্যানিবাসের বিবরণে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

২১। কাশী সরস্বতীভবনের ৪৬৭ সং পুথির ৮৬।২ পত্র এবং ৪৫৫ সং পুথির ৬৭।১ পত্র দ্রষ্টব্য। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি কাশীবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ বঙ্গদেশে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তদ্রচিত প্রত্যক্ষদীধিতিটীকার একটি প্রতিলিপি আছে (১৩৫২ সং সংস্কৃত পুথি)। নবদ্বীপে আমরা তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রতিলিপি খুঁজিয়া পাই নাই।

শিরোমণির সম্প্রদায়সৃষ্টি ও সুপ্রতিষ্ঠা

বিগত সহস্র বৎসর মধ্যে বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় অগ্যবান্ মহাপণ্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কারণ, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি' অন্ত ৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—আসাম হইতে গুজরাট এবং কাশ্মীর হইতে কোচীন পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিদ্যায়তনসমূহে দুরূহতম আকরগ্রন্থরূপে প্রতিভাশালী ছাত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরিমাপ করিয়া আসিতেছে। ইংরেজ অধিকারের প্রারম্ভকালেও ক্ষুরধার বুদ্ধির এই বিচিত্র বিলাসের মূল উৎস নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিল—কবি ভারতচন্দ্রের ভাষায় নবদ্বীপ তখন "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ"। শিরোমণির 'দিগ্‌দীপিকা' দীধিতিগ্রন্থই এই সারস্বত উৎসের পরম উপাদান। শিরোমণিবিরচিত প্রধান গ্রন্থগুলি অতিসত্বর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নিকট আকরগ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়া টীকাটিপ্পনীরচনাদ্বারা নব্যন্যায়ের অভিনব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিল। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে এই পরম কৃতিত্ববিষয়ে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষধর মিশ্র, স্বয়ং গঙ্গেশও নহেন। গঙ্গেশের পুত্র ও ছাত্র বর্দ্ধমান পিতৃগ্রন্থের উপর টীকা করেন নাই—টীকা হইয়াছিল অনেক পরে। পক্ষধরের একাধিক ছাত্র আলোকের টীকা করিয়াছেন—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র বাসুদেব মিশ্র এবং সম্ভবতঃ ভগীরথ। তদ্ভিন্ন, পক্ষধরের ছাত্র নরহরি পিতৃভক্তি-নিবন্ধন গুরুর গ্রন্থে পদে পদে দোষ ধরিয়াছেন। কিন্তু শিরোমণির পরম সাফল্য বস্তুতঃ তুলনারহিত। প্রথমতঃ; তাঁহার সমকালীন জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী' গ্রন্থে 'নব্যাস্তু' বলিয়া শিরোমণিকৃত নঞ্‌বাদের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, শিরোমণির সতীর্থ (অর্থাৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র) কণাদ তর্কবাগীশ ভাষারত্নে এবং চিন্তামণিটীকায় দীধিতিকারের মত বহু স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তল্লিখিত "অধিকন্তু দীধিত্যাবেধাবসেয়ম্" (চিন্তামণিটীকা, ১৭৬।২ পত্র) বাক্য হইতে বুঝা যায়, দীধিতিগ্রন্থের প্রামাণ্য তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার দীধিতির উপর টীকা করিয়াছিলেন এবং হরিদাস ছিলেন—নির্ভরযোগ্য প্রবাদানুসারে; শিরোমণির সতীর্থ। বঙ্গদেশে পূর্ব্বতন ও সমকালীন যে সকল মণিটীকা রচিত হইয়াছিল; দীধিতির প্রচারকালে তাহাদের পঠন-পাঠন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গেল—জানকীনাথের 'মণিমরীচি,' হরিদাসের মণিটীকা ও মণ্যালোকটীকা এবং কণাদের টীকা তাহাদের অন্যতম। জানকীনাথের পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম, বিদ্যানিবাসের পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গৌড়ীয় বিদ্বদ্‌-গোষ্ঠীর যাবতীয় অধ্যাপক শিরোমণির গ্রন্থের অধ্যাপনা ও টীকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কাশীধামে কেবল গৌড়ীয় প্রগল্‌ভাচার্য্যের একটা পৃথক্ সম্প্রদায় ১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল।

নবদ্বীপে ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদেই দীধিত্যনুযায়ী সম্প্রদায় সমস্ত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতসমাজকে আত্মপক্ষপাতী ও অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঠিক ঐ সময়েই মহাপ্রভুর সহচর নিত্যানন্দের হরিনামকীর্ত্তন নবদ্বীপকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই দ্বিবিধ প্রবল আন্দোলনের ফলে মীমাংসানুগত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান (যাহা স্মার্ত্তসম্প্রদায় প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা প্রচার করিয়া আসিতেছিল) ক্ষীণপ্রভাবে কমিয়া গিয়াছিল। নিম্নলিখিত মনোহর শ্লোকে কোন স্মার্ত্ত-পণ্ডিত আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন—নবদ্বীপে একটি ন্যায়ের পুথির প্রচ্ছদপত্রে আমরা শ্লোকটি আবিষ্কার করিয়াছিলাম।

শিরোমণিমতে হুতং সকলমাত্মতত্ত্বে বুধৈঃ
নিধুতমবধূততো জগতি নাম কংসদ্বিষঃ।
স্বতন্ত্রপথকল্পনাবিগতবেদবাদোঽধুনা
বলী কলিপরাক্রমো বিরম বিস্ময়েভ্যো মনঃ॥

(পণ্ডিতগণ, অগ্নিতে হোম না করিয়া, এখন সমস্ত সামগ্রী শিরোমণিসম্মত আত্মতত্ত্বে আহুতি দিতেছেন, অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতসম্প্রদায় হোমাদি কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শিরোমণিপ্রবর্তিত ন্যায়বিচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের নাম অবধূত নিত্যানন্দের চেষ্টায় জগতে অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। এই দ্বিবিধ 'স্বতন্ত্র' অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারমূলক পথের সৃষ্টি দ্বারা বৈদিক অনুষ্ঠান লোপ করিয়া কলির পরাক্রম প্রবল হইয়াছে। রে চিত্ত! আশ্চর্য বিষয়সমূহ হইতে বিরত থাক।) এই শ্লোকানুসারে শিরোমণি এবং নিত্যানন্দাবধূত উভয়েই কলির চেলা ছিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণিও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি দার্শনিকদের মনোবৃত্তির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

গজনিমীলনবস্তু মনশ্চিরং দধতি দর্শনতত্ত্ববিদঃ স্মৃতৌ।
পদপদার্থবিচারপরাঃ পরে তদিহ শিষ্যহিতায় মম শ্রমঃ॥

(তিথিবিবেকটীকা তাৎপর্য্যদীপিকার আরম্ভে—পাঠান্তর 'বিচারজড়াঃ')

'নিবন্ধকার্ণব'নামক গ্রন্থের আরম্ভেও পণ্ডিতদের নৈয়ায়িকপথে পক্ষপাত শ্রীনাথ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন :—

শ্রুত্যর্থসম্বাদিনি যো বুধানাং 'নৈয়ায়িকে বর্ত্মনি পক্ষপাতঃ'।
জ্ঞাতাস্তু তাং গড্ডরিকাপ্রবাহ-ভ্রমাপনোদায় মম প্রয়োঽয়ম্॥ (চতুর্থ শ্লোক)

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৩৬ সংখ্যক পুথি)

কর্মানুষ্ঠানের প্রতি নৈয়ায়িকদের এই অনাদর অদ্যাপি অল্পবিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে।

দীধিতির অন্যতম প্রাচীন টীকাকার 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' গুণদীধিতিপ্রকাশের মঙ্গলাচরণে 'শিরোমণিগুরু'র যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, জগতের সারস্বত ইতিহাসে কোন গ্রন্থকারের ভাগ্যে এতদধিক সম্মানলাভ ঘটে নাই। দুঃখের বিষয়, কোন বাঙ্গালী লেখকের মুখে অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যেও বাঙ্গালার সার্বভৌম মহামনীষীর এই মনোহর স্তুতিগান কীর্ত্তিত হয় নাই। শ্লোক দুইটি এই :—[২২]

বাণি! প্রসীদ করুণাময়ি! তে নতোঽস্মি যং যেন দেবি! সুতবত্যসি পুত্রিণীষু।
যেনোদধারি কুনিবন্ধতমোন্ধকূপে মগ্নাক্ষপাদ-কণভক্ষমতং নিরীক্ষ্য॥
স্থূলমেব সুকৃতানি তয়োঃ কৃতানি ব্যাসাদয়ঃ সদসি নিত্যমুদাহরন্তি।
তস্যাশয়ং গুণবিবেচনমাকলয্য ব্রূতে শিরোমণিগুরোরিহ রামকৃষ্ণঃ॥

তাৎপর্য্য যথা, হে করুণাময়ি দেবি সরস্বতি, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি প্রসন্ন হও। যাঁহাকে বরপুত্ররূপে পাইয়া তুমি পুত্রবতী রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছ, যিনি পূর্ব্বতন কুৎসিত নিবন্ধরূপ অন্ধকূপে নিমগ্ন গৌতম-কণাদের মত উদ্ধার করিয়াছেন এবং যাঁহার দ্বারা পরিষ্কৃত মুনিদ্বয়ের সন্দর্ভসমূহই

২২। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৫ খ্রীঃ এই শ্লোকদ্বয় মুদ্রিত করেন—কিরণাবলী সহ বৈশেষিকদর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৫।

বর্ত্তমানে ব্যাসপ্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সভায় উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেই শিরোমণিগুরুর গুণদীধিতির আশয় এখানে রামকৃষ্ণ বলিতেছেন। সরস্বতীর বরপুত্র শিরোমণিগুরুর জীবদ্দশায় তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিষ্ঠার অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রশস্তি রামকৃষ্ণ রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে শিরোমণির সম্প্রদায় বিষয়ে একটি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহার অর্থ নির্দ্ধারণ করা বর্ত্তমানে প্রায় অসাধ্য। আমাদের নিকট ইহার অর্থ যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা বিদ্বৎসমাজের আলোচনার জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। রামকৃষ্ণ-রচিত প্রত্যক্ষদীধিতির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে 'বিশ্বেশ্বরে'র বন্দনা দেখিয়া অনুমিত হয়, তদীয় গ্রন্থাবলী কাশীধামে বসিয়া রচিত হইয়াছিল এবং তিনি কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন। ইহার অপর একটি প্রমাণও বিদ্যমান আছে। কাশীনিবাসী 'যাদবাচার্য্য' নামক পণ্ডিত জানকীনাথ-রচিত 'ন্যায়-সিদ্ধান্তমঞ্জরী'র উপর 'মঞ্জরী-কৌতুক' অথবা 'মঞ্জরীসার' নামক টীকা রচনা করেন। কাশীতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই যাদবাচার্য্যের গুরুই রামকৃষ্ণ। মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে :—

ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তি-রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং।
শ্রীমদ্ব্যাসনৃসিংহং চ নতগ্রীবো নমাম্যহম্ ॥

অন্যত্রও যাদবাচার্য্য তাঁহার গুরুর নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন (পৃ. ৬২, ১৩৪ দ্রষ্টব্য)। কাশীর পণ্ডিত-সমাজে 'ব্যাস' উপাধিধারী একটি বিশিষ্ট বিদ্বদ্গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। উক্ত যাদবাচার্য্য এবং তাঁহার পিতা নৃসিংহ 'ব্যাস'বংশীয় ছিলেন। রামকৃষ্ণের উক্তি অনুসারে এই 'ব্যাস'গোষ্ঠীই প্রধানতঃ কাশীর বিদ্বৎসভায় প্রথম শিরোমণির অভিনব বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনের অধ্যাপনা এবং সভাসমিতিতে তদ্বিষয়ক বিচার প্রবর্ত্তিত করেন। কাশীবাসী রামকৃষ্ণ এ বিষয়ে শিরোমণির বিস্ময়কর কৃতকৃত্যতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, যাহা নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িকদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ব্যাস-বংশীয় উক্ত যাদবাচার্য্য 'ন্যায়সিদ্ধান্তসংগ্রহ' নামে একটি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন—এসিয়াটিক সোসাইটীতে তাহার প্রতিলিপি (৮৮৮৮ সং, পত্রসংখ্যা ৩৭) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। এই গ্রন্থের বহু স্থলে 'শিরোমণি-চরণে'র পদার্থখণ্ডনোক্ত অনেক নূতন মতবাদ শ্রদ্ধাসহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—'বিশেষ' অতিরিক্ত পদার্থ নহে (৪।১ পত্র), সমবায়ত্ব অখণ্ডোপাধি (৪।২), পরমাণুর পরিবর্ত্তে ত্রুটিতে বিশ্রাম (৮।২), দিক্কালের ঈশ্বরাভিন্নত্ব (৯।১), সংখ্যা পদার্থান্তর (১৩।২) প্রভৃতি। এক স্থলে (৩৬।১) "তদুক্তং বাচস্পতিগঙ্গাতিপুরঃসরং শিরোমণিভট্টাচার্য্যৈঃ" বলিয়া দীধিতির অনুমিতি-প্রকরণের একটি প্রসিদ্ধ সন্দর্ভ ও তদুপরি স্বকীয় গুরু রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। শিরোমণির প্রতি যাদব ব্যাসের পরম শ্রদ্ধার এই অভিব্যক্তি রামকৃষ্ণের স্তুতির যথার্থতা প্রমাণিত করিতেছে।

জৈন মহাপণ্ডিত 'যশোবিজয় গণি' (১৬০৮-৮৮ খ্রীঃ) যৌবনারম্ভে প্রতিভার প্রেরণায় এবং গুরুর আদেশে দুরূহ নব্যন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কাশীতে দ্বাদশ বৎসর (১৬২৬-৩৮ খ্রীঃ) অবস্থান করেন এবং কৃতবিদ্য হইয়া 'ন্যায়খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া নব্যন্যায়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন (*J. A. S. B.*, 1910, pp. 463-69 দ্রষ্টব্য)। তিনি 'অষ্টসহস্রী-বিবরণ' নামক গ্রন্থে গর্ব্বভরে লিখিয়াছিলেন :—

ন্যায়াম্বুধির্দীধিতিকারযুক্তি-কল্লোলকোলাহলদুর্বিগাহঃ।
তত্রাপি পাতুং ন পরঃ সমর্থঃ কিং নাম ধীমৎপ্রতিভাম্বুবাহঃ॥

[এই গ্রন্থে যশোবিজয় রঘুদেবের নাম করিয়াছেন ; রঘুদেবকৃত পদার্থখণ্ডনটীকার শেষে যে শ্লোক আছে—"শ্রীমদ্দীধিতিকারকল্পিতঘটীকোলাহলব্যাকুলে, মার্গে সঞ্চরণায়" ইত্যাদি—এ স্থলে তাহার অনুবৃত্তি রহিয়াছে।] যশোবিজয়ের এই গর্ব্ব নিরর্থক নহে। তাঁহার সমকালীন সুপ্রসিদ্ধ 'গাগাভট্ট' স্বরচিত মীমাংসাপ্রকরণ 'ভাট্টচিন্তামণি'র অনুমানপরিচ্ছেদের শেষে "কেয়ং ব্যাপ্তিঃ, অত্র গৌড়মৈথিলসর্ব্বস্বম্" বলিয়া ব্যাপ্তিলক্ষণের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ-গদাধরের যুগে ব্যাপ্তিবাদের সূক্ষ্ম বিচার যে পরিসীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই এবং ক্রুদ্ধ আক্রোশে তিনি উপসংহার করিলেন :—

গৌড়প্রলাপৈঃ স্বকপোলক্লৃপ্তৈরিচ্ছাসমারব্ধমৃষার্থকার্য্যৈঃ।
বৃথৈব কালক্ষপণং বিচিন্ত্য চিন্তা মযোপেক্ষি খপুষ্পতুল্যা॥

(তর্কপাদ, চৌখাম্বা-সং, পৃ. ৩৭)

'সর্ব্বতন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ' সুবিখ্যাত নাগোজী ভট্ট 'লঘুমঞ্জুষা'র শেষে তর্কশাস্ত্রে তাঁহার কথঞ্চিৎ অনভ্যাসের কথা তাঁহার ন্যায়গুরুর স্তুতি করিয়া সারিয়া লইয়াছেন :—

দৃঢ়স্তর্কেষ্ব নাভ্যাসঃ ইতি চিন্ত্যং ন পণ্ডিতৈঃ।
দৃষদোপি হি সন্তীর্ণাঃ পয়োধৌ 'রাম'-যোগতঃ॥ (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ১৫৭৪)

যশোবিজয়ের 'ন্যায়খণ্ডখাদ্য' সটীক মুদ্রিত হইয়াছে (সুরাট, ৫৮২ পত্র)। ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য 'উদয়নদীধিতিকারাদি'র যুক্তি খণ্ডন করিয়া জৈন-মতস্থাপনা। গ্রন্থকার বৌদ্ধাধিকারদীধিতি গ্রন্থের বহুলাংশ অবিকল অনুবাদ করিয়া এবং গুণানন্দের টীকা অনেক স্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রায়শঃ খণ্ডন করিয়াছেন। শিরোমণির প্রতি স্থানে স্থানে যে বিদ্রূপ করা হইয়াছে, তাহা বেশ উপভোগ্য। একটি কারিকাস্থ 'শিরোমণিকাণদৃষ্টৈঃ' (৩২ কারিকা) পদের ব্যাখ্যাংশ যথা, "কাণদৃষ্টিত্ববচনং চ শিরোমণে-র্নব্যযুক্তিপ্রাসাদসূত্রণসূত্রধারস্যাপি ন নিমীলিতাপরনয়নয়নত্বেন নয়ব্যুৎপন্নত্বং কিন্তু তদভাবেন দুর্নয়ব্যুৎ-পন্নত্বমিতি বোধনায়,...এবং চ 'অভাগ্যং গৌড়দেশস্য যত্র কাণঃ শিরোমণিঃ' ইতি তদীয়ানাং তদুপ-হাসোপি ন নির্ম্মূল ইত্যাবেদিতং ভবতি" (২৭১ পত্র)। ৪৩ কারিকায় "সপ্তভঙ্গীনয়ো ন প্রমাণমিতি বদন্তং শিরোমণিভট্টাচার্য্যমধিক্ষিপন্" লিখিয়াছেন, "তৎ কিং শিরোমণিরসৌ বহতেঽভিমানম্" (ব্যাখ্যা—অভিমানম্ 'অহমেব সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞ' ইতি। ৩২০।২ পত্র)। ৬২ কারিকার ব্যাখ্যাস্থলেও আছে (৪৮১।১ পত্রে) - "যো হি দীধিতিকারস্তার্কিকমূর্ধাভিষিক্তস্মন্যঃ কল্পপদার্থাতিরিক্তং ক্ষণিকং ক্ষণং কল্পয়তি" (পদার্থখণ্ডন দ্রষ্টব্য)। কাশীতে পঠদ্দশাকালে ন্যায়চতুষ্পাঠীতে শিরোমণির অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া জৈন গ্রন্থকার অকপটে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

মিথিলাজয়ীর গ্রন্থ নিজ মিথিলায় কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সম্বাদ এখন দুষ্প্রাপ্য। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে মিথিলার ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে। ঐ সময়ের পরে কোন প্রসিদ্ধ টীকাকার—মণির কিম্বা আলোকের—মিথিলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিথিলার গোকুলনাথ উপাধ্যায় 'সিদ্ধান্ততত্ত্ব' গ্রন্থে "সকলসিদ্ধান্তান্ যুক্ত্যা খণ্ডয়তঃ শিরোমণের্মানমপনেতুং" শেষ বৃথা প্রয়াস করিয়াছিলেন (*Proc. of Oriental Conference*, Benares

Session, pp. 310-21)। কিন্তু প্রথম হইতেই গুণগ্রাহী মৈথিল পণ্ডিতের অসদ্ভাব ঘটে নাই, যাঁহারা শিরোমণির সমুচিত সমাদর করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। রুচিদত্তের পুত্র ও খাস্তর মিশ্রের ছাত্র রঘুপতি উপাধ্যায় 'আলোকসার' গ্রন্থে এক স্থলে লিখিয়াছেন—"শিরোমণয়োপি অমুমর্থং সংবদন্তি, পরন্ত ভঙ্গ্যন্তরেণ" (পুণার পুথি, ১০০।১ পত্র)। রঘুপতি ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তীরভুক্তীয় পণ্ডিতদের অধিনায়ক ছিলেন (*Ganganatha Jha R. I. Journal*, V, pp. 379-81 দ্রষ্টব্য)।

শিরোমণির প্রায় সমকালীন দুই জন মণিটীকাকারের বিবরণ এই অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইল।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণির রচিত (১) **ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী** গ্রন্থ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। কেবল, আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গদেশে ইহা অত্যন্ত বিরলপ্রচার। বঙ্গের বাহিরে কাশী প্রভৃতি সমাজে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা, বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষখণ্ডে, এই গ্রন্থদ্বারাই আরম্ভ হইত এবং তদুপরি বহু টীকা রচিত হইয়া পৃথক্ এক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গ্রন্থ একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষখণ্ডে (কাশী-সং, ১৯৪১-৪৩ সম্বৎ, পৃ. ২৫) এক স্থলে স্বকৃত (২) **মণিমরীচি** গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে। অর্থাৎ তিনি তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'মরীচি' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রামভদ্র পদার্থ-খণ্ডনটীকায় পিতৃকৃত এই 'শব্দমণিমরীচি'রই সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মঞ্জরীর শব্দখণ্ডেও আছে (পৃ. ২১২), "বিস্তরস্তু অস্মাকং মণিমরীচিনিবন্ধন-তাৎপর্য্যদীপিকয়োরনুসন্ধেয়ঃ"। অর্থাৎ জানকীনাথ উদয়নাচার্য্যের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি গ্রন্থের উপর (৩) **তাৎপর্য্যদীপিকা** নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে একটি পুথিতে (২১।১ পত্রে) 'নিবন্ধ-তাৎপর্য্যদীপকলিকয়োঃ' পাঠ দেখিয়াছি। উভয় গ্রন্থই এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

রামভদ্ররচিত ন্যায়রহস্যের সহিত সংযুক্ত (৪) **আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ** জানকীনাথের দ্বিতীয় আবিষ্কৃত গ্রন্থ। ন্যায়রহস্যের চতুর্থাধ্যায়ের পুষ্পিকার পর পাওয়া যায় (কাশীর পুথি, ১২০।২ পত্রে) :—

ওঁ। সেতুং ন্যায়াম্বুরাশেঃ প্রতি(নয়)নগরী ধূমকেতুং পরেষাং
হেতুং কীর্ত্তিপ্রথায়া ভুবনবিজয়িনীং শক্তিমুৎসিক্তবুদ্ধেঃ।
হিত্বা মাৎসর্য্যচর্য্যাং ধ্বনিমণি(মনি)শং মণ্ডনীকর্ত্তুকামাঃ
শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিভণিতমিদং সূরিণো ভাবয়ধ্বম্॥

এই পৃথক্ ভণিতি হইতে অনুমান হয়, উদয়নাচার্য্যের ন্যায়পরিশিষ্টের ন্যায় চূড়ামণি কেবল পঞ্চমাধ্যায়ের টীকা করিয়াছিলেন, সমগ্র গৌতমসূত্রের নহে। নতুবা রামভদ্র প্রথম চারি অধ্যায়ের টীকায় পিতৃমত উদ্ধার করিতেন। গ্রন্থশেষ যথা (১৬৬।২ পত্রে)—'শিবাদিত্যমিশ্রাস্তু করণত্বাদিকমখণ্ডোপাধিকমখণ্ডো-পাধিরূপং সামান্যমঙ্গীচক্রুঃ। তন্ন। সর্ব্বস্য করণস্য সর্ব্বকরণতাপত্তেঃ।

সোয়ং (বস্য ?) তত্ত্বস্য ব্যবস্থাকল্পপাদকঃ।
(ন্যায়ঃ) প্রতিপদং পুষ্পৈঃ পর্য্যপূরি যদর্জিতৈঃ॥

ইত্যান্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণং সমাপ্তং।
সপ্তদশশতী সংখ্যা শ্লোকানামিহ দৃশ্যতে, পঞ্চমাধ্যায়বিবৃতৌ ॥"

এই গ্রন্থের তিন স্থলে (১২২।২, ১৫২।২, ১৫৫।২ পত্রে) 'শূলপাণি'র অতিদুর্লভ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই নৈয়ায়িক শূলপাণি স্মার্ত্তগ্রন্থকার হইতে পৃথক্ নহেন বলিয়া মনে হয়। বর্দ্ধমানের পূর্ব্ববর্ত্তী সানাতনি (১২০।২), ভাস্করকৃৎ (১২৫।২ প্রভৃতি, ৭ বার), দিবাকর (১৫৬।১) ও মণিকণ্ঠ মিশ্রের (১৬২, ১৬৩।১) সন্দর্ভ উদ্ধৃত হওয়ায় বুঝা যায়, জানকীনাথের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামভদ্রের ব্যবধান বহুকাল ছিল। রামভদ্রের সময়ে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জানকীনাথ উদয়নকে 'পরমন্যায়াচার্য্য' বলিয়াছেন (১৩৪'২, ১৪৩।১, ১৫০।১) এবং 'নিবন্ধে'র টীকা রচনা করিয়াছেন। ১৫০০ সনের পরে কোন বাঙ্গালী নৈয়ায়িক নিবন্ধের টীকা রচনা করিতে যাইবেন না। ইহাও তাহার প্রাচীনতা সূচনা করে। এই গ্রন্থে তিন স্থলে (১৩৯।২, ১৫২।২, ১৫৯।২) স্বকৃত 'মণিমরীচি'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত ল.পটি অশুদ্ধির আকরস্বরূপ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব পঞ্চানন 'আত্মতত্ত্বপ্রবোধ' গ্রন্থের এক স্থলে (৭।২ পত্রে) পিতৃকৃত (৫) **আত্মতত্ত্বদীপিকা** গ্রন্থের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—তদুক্তং আত্মতত্ত্বদীপিকায়াং তাতচরণৈঃ—

ক্ষণভঙ্গমহারঙ্গমণ্ডপাসঙ্গভঙ্গিনি।
তার্কিকে কীর্ত্তিনর্ত্তক্যাঃ ক্ব কুর্ব্বদ্রূপকল্পনা ॥

সুতরাং জানকীনাথ উদয়নাচার্য্যের অনুকরণে প্রকরণ লিখিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন।

জানকীনাথের কালনির্ণয় অধুনা সহজসাধ্য। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে (১৪৯০-১৫১৫ খ্রীঃ) গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন অনুমান করা যায়, কিন্তু দীধিতিকারের পরে শেষ গ্রন্থ মঞ্জরী রচনা করেন। কারণ, মঞ্জরীর প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববাদে (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ৪৬) দীধিতিকারের পদার্থখণ্ডনোক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"**নব্যাস্তু** ঘটাভাবাভাবোপ্যধিক এব অভাবত্বেন প্রতীতেঃ। ন চায়ং ভ্রমঃ বাধকাভাবাৎ তদভাবস্তু ঘটাভাব এব নাধিক ইতি নানবস্থানমিত্যাহুঃ।" (পদার্থখণ্ডন, পৃ. ৫৫ দ্রষ্টব্য) অভাববিচারের এ স্থলেই (পৃঃ ৪৭) দীধিতিকারের মতের বিরুদ্ধে 'ভেদভেদোপ্যধিক এব' প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামভদ্র পদার্থখণ্ডনের টীকায় পিতৃমত স্পষ্টাক্ষরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং জানকীনাথ, শিরোমণির কিঞ্চিৎ পরে মঞ্জরী রচনা করেন।

জানকীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র **রাঘব পঞ্চানন** দীধিতির টীকাকার ছিলেন না। তাঁহার বিবরণ এখানেই লিখিত হইল। তাঁহার রচিত একটিমাত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে—**আত্মতত্ত্বপ্রবোধ।** উদয়নাচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেকের ন্যায় ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটি—প্রথম ভাগে বৌদ্ধমতনিরাসপূর্ব্বক ঈশ্বরসিদ্ধি এবং দ্বিতীয় ভাগে মুক্তিবিবেচন। গ্রন্থারম্ভ যথা :—[২৩]

২৩। প্রথম দশ পত্র আমাদের নিকট আছে। মধ্যের ৪ পত্র (৩৫—৩৮) নবদ্বীপের শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গ্রন্থাগারে। কাশ্মীর, জম্মুর রঘুনাথমন্দিরে আদিখণ্ডিত পুথি আছে। তাহার শেষ পত্রের প্রতিলিপি বহু চেষ্টায় শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কৃপায় হস্তগত হইয়াছে। কাশ্মীরের পুথিটি পূর্ব্বে কাশীতে ছিল।

বাহ্যদৃষ্টিনিরোধেন জগৎকর্তৃব্যবস্থয়া।
মোক্ষমার্গপ্রকাশায় আত্মতত্ত্বং প্রবুধ্যতে ॥ ১
উপাস্তির্মহতো হ্যেষা প্রতিপক্ষনিরাকৃতিঃ।
বিশ্বকর্ত্তৃর্ব্যবস্থানাৎ পাদসংবাহনং কিয়ৎ ॥ ২

প্রথম ভাগের শেষে :—ইতি রাঘবপঞ্চাননীয়ে আত্মতত্ত্বাববোধে বাহ্যদৃষ্টিনিরোধেনেশ্বরবিবেচনম্।

যদর্থং যততে যোগী সর্ব্বভোগবহির্মুখঃ।
যতো নান্যৎ পরং কিঞ্চিৎ সাত্র মুক্তির্বিবিচ্যতে ॥

গ্রন্থশেষে সাযুজ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর আছে,—

শ্রমাদুপার্জিতং চৈতৎ সুধিয়াং বোধহেতবে।
বাক্চৌর্য্যেণ চ মূকত্বং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
পরবাক্যং গৃহী(ত্বা) তু স্বয়মুক্তং বদেত্তু যঃ।
আকল্পং পচ্যতে ঘোরে নরকে পিতৃভিঃ সহ ॥

ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। অতএব মাঘাদিকাব্যে পরকীয়শ্লোকং ক্রীত্বৈব পুস্তকে লিখিতমিতি দুষ্টশিক্ষা। ইতি **মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়-শ্রীশ্রীরাঘবপঞ্চাননভট্টাচার্য্য**বিরচিত বেদ-বাহ্যনিরাসে আত্মতত্ত্বপ্রবোধং সম্পূর্ণং ॥

বরোদায় এই গ্রন্থের প্রথমাংশ আছে (৪১৭৯ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ১৯), তাহার শেষ বাক্য ও পুষ্পিকা এই :—"অথ যদি বিনা প্রপঞ্চবিচারম্ অনুমানং বা নাত্মসন্তোষস্তদা শৃণু তমপি বিস্তরেণেতি বক্ষ্যতে। ইতি শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়-শ্রীরাঘবপঞ্চানন-বিরচিতে আত্মতত্ত্বপ্রবোধে আত্মনোর্থভঙ্গঃ ॥" গ্রন্থমধ্যে 'পক্ষধরীয়' মতের খণ্ডন আছে (৩৫।২, ৩৬।২ পত্র)। স্থানে স্থানে নিজস্ব মতেরও বিবৃতি আছে। যথা, "পরন্তু কল্পাদিভোগ্যনানাপাপসহায়কায়ব্যূহেন একেনৈব কল্পেন নিষ্কৃতিরিতি বয়ম্" (৩৮।১)। শিরোমণিকৃত ক্ষণিকত্বের লক্ষণ "বৌদ্ধাধিকারব্যাখ্যানে নব্যোক্তং ন যুক্তং" (২ পত্র) বলিয়া খণ্ডিত হইয়াছে। পিতা জানকীনাথের ন্যায় শিরোমণিকে 'নব্য'পদে অভিহিত করায় বুঝা যায়, তিনি শিরোমণির কিঞ্চিন্মাত্র পরবর্ত্তী ছিলেন। "বেদাকারানুগতমতের্বেদত্বমখণ্ডোপাধিরিত্যুচ্ছৃঙ্খলাঃ" (৩৫।১ পত্র)—এই সন্দর্ভেও শিরোমণির বেদলক্ষণের প্রতি তীব্র আক্রমণ রহিয়াছে। সুতরাং রাঘব পঞ্চাননের গ্রন্থরচনাকাল ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না বলিয়া অনুমান করা যায়।

কণাদ তর্কবাগীশ

নবদ্বীপসমাজে কণাদরচিত মূল অবয়বপ্রকরণের টীকা প্রচলিত ছিল এবং তৎসম্বন্ধে নানা প্রবাদও বৃদ্ধমুখে শুনা যাইত—তিনি শিরোমণির বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ ছিলেন ইত্যাদি। তদ্রচিত 'ভাষারত্ন' সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে মুদ্রিত হওয়ায় তাঁহার বিবরণ অনেকটা সহজলভ্য হইয়াছে এবং তাঁহার অধস্তন বংশধারা অদ্যাপি বিদ্যমান থাকায় তাঁহার পরিচয়াদিতেও কোন সংশয়ের অবকাশ নাই।

ভাষারত্নের আরম্ভশ্লোক এই :—

চূড়ামণিপদাম্ভোজভ্রমরীভূতমৌলিনা।
সংক্ষিপ্য শ্রীকণাদেন ভাষারত্নং বিতন্যতে ॥

এই 'চূড়ামণি' কে ছিলেন, ভাষারত্ন গ্রন্থ হইতেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়। বহু স্থলে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিরচিত 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'র সন্দর্ভ কণাদ অনুবাদ করিয়া খণ্ডনমণ্ডন করিয়াছেন (পৃঃ ৭০, ৭১, ৯৪, ১৩৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। একটি স্থল উদ্ধৃত হইল :—"ন চ যদবচ্ছেদেন আলোকসংযোগঃ তদবচ্ছেদেন চক্ষুঃসংযোগত্বেন হেতুত্বং বাচ্যমিতি নোক্তদোষঃ" (পৃঃ ৯৪)। ইহা অবিকল মঞ্জরীকারের যুক্তি (কাশী-সং, পৃঃ ৪০)। অন্যত্র 'গুরুচরণাস্তু' বলিয়া নির্বিকল্পসিদ্ধিবিষয়ে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃঃ ১৩৩), তাহাই জানকীনাথের পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম পদার্থখণ্ডনটীকায় (পৃঃ ১১২) 'তাতচরণাস্তু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিই কণাদের গুরু ছিলেন সন্দেহ নাই। কণাদ এই গ্রন্থে স্বরচিত 'তর্কবাদার্থমঞ্জরী'র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা বহু কাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'ভাষারত্ন' গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে—নবদ্বীপেও ইহার প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার দীধিতিকারের প্রতি পক্ষপাত অনেকটা পরিস্ফুট (পৃঃ ১৯, ৪১, ৪৯ প্রভৃতি)।[২৪]

কণাদের প্রধান গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণিটীকার অনুমানখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২৫] গ্রন্থারম্ভে চূড়ামণির পরিবর্ত্তে সার্ব্বভৌমের পদবন্দনা আছে :—

সার্ব্বভৌমপদাম্ভোজভ্রমরীকৃতমৌলিনা।
অনুমানমণিব্যাখ্যা শ্রীকণাদেন তন্যতে ॥

২৪। ভাষারত্নের 'অনুবন্ধে' সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় এমন কয়েকটি উক্তি করিয়াছেন, যাহা অতীব বিস্ময়কর এবং প্রমাদপূর্ণ। কণাদ বৈশেষিকসূত্রকার কণাদ কি না, এই প্রশ্নই কাহারও চিত্তে উদিত হয় না। খানাকুল সমাজের কণাদ মৈথিল মহাপণ্ডিত শঙ্কর মিশ্রের গুরু ছিলেন (পৃ. ণ), ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। কণাদের গুরু 'চূড়ামণি' কোটালীপাড়ের শ্রীনাথ চূড়ামণি (পৃ. ত) হইতে পারেন, এইরূপ নিষ্প্রমাণ উক্তি প্রমাণশাস্ত্রব্যবসায়ীর লেখনী হইতে বহির্গত হওয়া উচিত নহে।

২৫। ইহার তিনটি মাত্র প্রতিলিপি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের নিকট পূর্ব্বখণ্ডের কিয়দংশ আছে (১-৩৮, ৫৫-৫৮ পত্র)—প্রথম হইতে বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণ পর্য্যন্ত এবং পরে সামান্যলক্ষণাপ্রকরণ। এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত দুইটি খণ্ডিত পুথির মধ্যে একটির লিপিকাল ১৫০৪ শকাব্দ (৩৫০৪ সংখ্যক পুথি) :—

বিধিবদন-বিয়স্ত্যামিন্দ্রিয়েণেন্দুনাব্দে
গণিত উত কুতর্কারণ্যবহ্নিং বিনোদং।
মণিবরবরচিন্তামণ্যপারং মনোজ্ঞং
হরিমতিরিহ কশ্চিদ্‌গ্রন্থমেতং লিলেখ।

এই জীর্ণ পুথিটি সম্পূর্ণ নহে, মধ্যে ১৬, ৯৬-১০১ পত্র (পক্ষতাপ্রকরণ) নাই এবং অসিদ্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে (সোসাইটীর বিবরণী এ স্থলে ভ্রমাত্মক)। অপর পুথিটি (৭৮৫ সং) আদ্যন্ত খণ্ডিত ও মধ্যেও খণ্ডিত, কিন্তু সুলিখিত বটে। সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থে রত্নকোষকারের মতের ব্যাখ্যাস্থলে "অতিবিস্তরস্তু অস্মাকং তর্কবাদার্থমঞ্জর্য্যামনুসন্ধেয়ঃ" (৩৫০৪ সং পুথির ১৭৫।২ পত্র) বচন হইতে বুঝা যায়, কণাদের বিলুপ্ত গ্রন্থটি বৃহদাকার বাদসমষ্টিস্বরূপ ছিল এবং হরিরাম-গদাধরের ন্যায় তিনিও রত্নকোষকারের মত বিচার করিয়াছিলেন।

হেত্বাভাসপ্রকরণের আরম্ভে পৃথক্ মঙ্গলাচরণ আছে :—(১৬২।১ পত্র)

বিচিন্ত্য দুর্ব্বাদলবর্ণশোভা-পাদপ্রফুল্লোৎপলরেণুবারং।
তনোতি যত্নেন কণাদনাম্না চিন্তামণেশ্চিন্তিতগূঢ়মর্থম্ ॥

এই গ্রন্থের বহু স্থলে 'গুরুচরণে'র ও 'দীধিতিকারে'র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কতিপয় স্থলে দীধিতিকারের মতোপরি গুরুচরণের মন্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে (সোসাইটীর পুথি, ১২০।২, ১৬৮।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। এই গুরুচরণ বাসুদেব সার্ব্বভৌম নহে। একটা বচনও সার্ব্বভৌমের অনুমানমণিপরীক্ষায় পাওয়া যায় না। বচনগুলি চূড়ামণির 'মণিমরীচি' হইতে উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। অনুমিতির প্রারম্ভে "পরমগুরবস্তু তত্রেত্যস্য অনুমানে ইত্যর্থঃ সপ্তম্যর্থশ্চাধেয়ত্বং" ইত্যাদি (২।১ পত্র) বচন প্রগল্ভ কিম্বা পক্ষধরের নহে। উপাধিবাদেও 'অঘটত্ববদিতি' পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় আছে,—"সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নশ্যামত্বা-ভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাবস্য অঘটত্বে সত্ত্বাৎ ন দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি পরমগুরবঃ" (৯৬।১ পত্র)। এই পরমগুরু প্রগল্‌ভ, পক্ষধর কিম্বা বাসুদেব হইতে পৃথক্ কোন গৌড়ীয় গ্রন্থকার হইবেন। তদ্ভিন্ন, 'নব্যাস্তু,' 'বাচস্পতিমিশ্রাস্তু' (১৫।২ পত্র, মণিটীকাকার), 'পক্ষধরমিশ্রানুযায়িনঃ' (২০।১ পত্র) প্রভৃতি বহু সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া কণাদ স্বটীকার গৌরব সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ অতীব মূল্যবান্। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহার সময়ে 'দীধিত্যনুযায়ী' সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই।

আমরা অনুমান করি, কণাদ প্রথমতঃ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট নবদ্বীপে পাঠারম্ভ করেন এবং বাসুদেব পুরী চলিয়া গেলে নবদ্বীপেই চূড়ামণির নিকট পাঠশেষ করেন। প্রায় ১৪৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার জন্মাব্দ ধরিয়া প্রায় ১৫১০-২৫ সনের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল ধরা যায়। শিরোমণির সতীর্থ হওয়ার প্রবাদ সুতরাং সম্পূর্ণ অমূলক নহে। ঔফ্রেট সাহেবের সূচি দেখিয়া অনেকে 'কাণাদমুনি'-রচিত 'অপশব্দ-খণ্ডন' নামক গ্রন্থ কণাদ তর্কবাগীশের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পুণা হইতে আনাইয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি (No. 173 of 1895-98—পত্রসংখ্যা 7)। 'শ্রীকণোক্ত-বিরচিত' এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ নব্যন্যায়ঘটিত নহে এবং নিশ্চিতই কণাদরচিত কিম্বা কোন বাঙ্গালীরচিত নহে; দম্ভের অবতার কোন নগণ্য মীমাংসক-রচিত। গ্রন্থারম্ভের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

গুরুং শ্রীবাসুদেবাখ্যং গিরং চাস্য গরীয়সীং।
নত্বা কুর্ব্বেঽপশব্দানাং খণ্ডনং সূরিমণ্ডনম্ ॥
যে দেবানাংপ্রিয়াঃ প্রোচুরপশব্দিতমুদ্ধতাঃ।
তেষাং মূর্দ্ধ্নি পদং বামং কৃত্বাত্রেদমুদীর্য্যতে ॥

ভট্টপাদের বচন (২।১, ৬।১) ও "প্রাকৃতব্যাকৃতিরপি দৃশ্যতে ত্রিবিক্রমাদিপ্রোক্তা" পঙ্‌ক্তি (৪।১) দেখিয়া মীমাংসামতে বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তখণ্ডন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে হয়।

কণাদ ও মথুরানাথ :—মথুরানাথ-রচিত মূলের টীকায় অবয়বগ্রন্থের ব্যাখ্যা নাই। মাথুরীর সংস্করণে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৬৮৯-৭৬১) এবং মাথুরীর পুথিতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কণাদ-রচিত বটে; মথুরানাথরচিত নহে। কণাদের উভয় প্রতিলিপিতেই তাহার প্রথমাংশ ("পঞ্চম্যা অভাবাদিতি ভাবঃ," পৃ. ৭৫৪ পর্য্যন্ত) অবিকল পাওয়া যায় (৩৫০৪ সং পুথির ১৩৪-১৪৩ = ১-১০ পত্র; ৭৮৫ সং পুথির ১৫০-৬১ পত্র)। একজন পত্রিকাকার 'উমাচরণ শর্ম্মা' 'অবয়বকণাদপত্রিকা'য় তথামুদ্রিত

মাথুরীর পঙ্‌ক্তি স্পষ্টাক্ষরে 'ইত্যুক্তং কণাদেন' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন (অস্মন্নিকটে রক্ষিত ১ পত্র)। মথুরানাথ স্বগ্রন্থে কণাদের রচনা কেন যোজনা করিয়াছিলেন, এই বিস্ময়কর রহস্য অধুনা উদ্‌ঘাটন করা অসাধ্য। ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, মথুরানাথ ছাত্র কণাদের অনুরোধে অবয়বের টীকা করেন নাই (জন্মভূমি, চৈত্র ১২৯৮, পৃ. ২৪৩)। কিন্তু মথুরানাথ বস্তুতঃ কণাদের বহু পরবর্ত্তী ছিলেন। বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কণাদের গুরু চূড়ামণির পুত্র রামভদ্র মথুরানাথের গুরু ছিলেন এবং সম্ভবতঃ পারিবারিক অন্য সম্বন্ধও ছিল।

কুলপরিচয় ও বংশধারা : কুলপঞ্জীতে বন্দ্যঘটীয় 'উন্দুরা'বংশে তাঁহার বংশাবলী যথাযথ লিপিবদ্ধ আছে। আদিকুলীন ঈশান হইতে তিনি অধস্তন একাদশ পুরুষ। কুমুদানন্দের (পাঠান্তর মুকুন্দ বা মকরন্দ) ৪ পুত্র—দুর্গাদাস, কলিরাম, কণাদ তর্কবাগীশ ও জয়রাম ভট্টাচার্য্য। কণাদের তিন পুত্র—রুদ্র বাচস্পতি, রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশ ও গোপী সার্ব্বভৌম। রত্নেশ্বরের ধারাই শাস্ত্রব্যবসায়ী, খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী। রত্নেশ্বরের তিন পুত্র—রামভদ্র, রাঘবেন্দ্র সিদ্ধান্ত ও কৃষ্ণরাম বিদ্যাবাগীশ। রাঘবেন্দ্র—রমাপতি ন্যায়ালঙ্কার—রামচন্দ্র ন্যায়ভূষণ (ও সদাশিব বিদ্যাবাগীশ)—শ্যামানন্দ তর্কপঞ্চানন—হরদাস তর্কালঙ্কার (বৃদ্ধপ্রপৌত্র জীবিত আছে)। সদাশিবের ধারাও পণ্ডিতবহুল, বাহুল্যবোধে লিখিত হইল না। হরদাস বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। কণাদকে অনেকে খানাকুল সমাজের বিখ্যাত স্মার্ত্ত গ্রন্থকার নারায়ণ ঠাকুরের সমকালীন ধরিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। নারায়ণ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ধাতুরত্নাকর' এবং ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ গ্রন্থ 'স্মৃতিসার' রচনা করিয়াছিলেন (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫৮, পৃ. ৪০৪)। সুতরাং কণাদের সহিত তাঁহার কালব্যবধান প্রায় ১৫০ বৎসর ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

শিরোমণির বাঙ্গালী টীকাকার

শিরোমণির নব্যন্যায়ের গ্রন্থরাজির উপর অত্যল্পকালমধ্যে বঙ্গদেশে যে প্রায় অগণিত টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল, মধ্যযুগে বাঙ্গালী প্রতিভার তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও কালক্রমে প্রতিভার হ্রাস প্রভৃতি কারণবশতঃ বাংলার এই গৌরবময় যুগের ইতিহাস বিরাট্ বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রতি দিন বিলীন হইয়া যাইতেছে। হস্তলিখিত পুস্তকরাশির গহন কানন হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠের একটি বিবরণ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শিরোমণি সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

> The learned Serowmun, one of the first professors of philosophy at Nuddeah, wrote a system of philosophy, which had continued to be the text-book of that school ever since. FIFTY-TWO PUNDITS, of considerable note in the republic of letters, have written each a commentary on Serowmun's treatise of philosophy.
>
> (*Cal. Monthly Register*, Jan. 1791 cited in *Cal Review*, July 1855, p. 113)

শিরোমণির টীকাকারগণের এই সঠিক এবং আশ্চর্য্যজনক সংখ্যানির্দ্দেশ তৎকালীন কোন ইংরেজ রাজপুরুষের প্ররোচনায় প্রবর্ত্তিত প্রযত্নসাধ্য কোন গণনার ফল বলিয়াই আমরা মনে করি। তৎকালে শঙ্কর তর্কবাগীশ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তাঁহারা চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়া তৎকালে ৫২ জন টীকাকারের নাম সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বুঝা যায়।

১। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য

এ-যাবৎ আবিষ্কৃত অনুমানদীধিতির উপর টীকাগ্রন্থ বা সন্দর্ভের মধ্যে 'হরিদাস ভট্টাচার্য্য'রচিত কতিপয় পঙ্ক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করা যায়। দীধিতির টীকাকাররূপে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের নাম সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশের টীকাকাররূপেই তাঁহার নাম চিরপরিচিত। তদ্ভিন্ন পক্ষধর মিশ্রের তিন খণ্ড আলোকের উপর তদ্রচিত টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] দীধিতির তর্কগ্রন্থের গাদাধরী টীকায় (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ৭১০) হরিদাস ভট্টাচার্য্যের মত

[১] পুরীর শঙ্করমঠে রক্ষিত। R. L. Mitra : *Notices*, Nos. 2850-52, কাশীর সরস্বতীভবনেও হরিদাসরচিত 'শব্দমণ্যালোকটিপ্পনী' (৫০ পত্রে সম্পূর্ণ) এবং 'অনুমানালোকব্যাখ্যা' (খণ্ডিত, ৪৫-২২১ পত্র) আমরা দেখিয়াছি। হরিদাসের একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি পদে পদে বহুতর পাঠভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। 'শব্দমণিপ্রকাশ' পৃথক্ গ্রন্থ বটে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দমণিপ্রকাশের যে প্রতিলিপির বিবরণ দিয়াছেন (*Notices*, Vol. IV, p. 288), তাহাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের এক স্থলে 'ন্যায়ালোচন' গ্রন্থের মত খণ্ডিত হইয়াছে (নবদ্বীপের পুথি, ৯১।২ পত্র)। 'ন্যায়ালোচন' বহুকাল বিলুপ্ত সুপ্রাচীন নব্যন্যায়ের গ্রন্থ, ইহার উল্লেখ প্রাচীনতা সূচনা করে।

উদ্ধৃত হইয়াছে। নবদ্বীপে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আমরা হরিদাস-রচিত শব্দখণ্ডের মূলের টীকা 'শব্দমণিপ্রকাশে'র সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছি। উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থের পুষ্পিকায় হরিদাসের 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধি পাওয়া যায়।[২] হরিদাসের গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি মথুরানাথ প্রভৃতির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। যদিও তদ্বিষয়ে কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি নিম্নলিখিত কারণে এই প্রবাদ সত্য বলিয়া আমরা মনে করি।

নবদ্বীপের 'মহাধ্যাপক' ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত অনুমানদীধিতির টীকা এক সময়ে সর্ব্বত্র বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভবানন্দ জগদীশের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রীঃ বলিয়া অনুমিত হয়। বহু কাল হইল, ভাবানন্দীর একটি অতি মূল্যবান্ খণ্ডিত প্রতিলিপি (১-৯৪, ১১৬-১৫২, ২২৭-৬৮ পত্র) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার পুষ্পিকা এই :—(২৬৮৷২ পত্রে) "ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীযুতসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতানুমানদীধিতিব্যাখ্যা সংপূর্ণা। শ্রীরামগোপাল-সিদ্ধান্তপঞ্চাননস্য পুস্তকমিদং। শ্রীত্রিপুরাদাসস্বাক্ষ(র)ঞ্চ। শকাব্দা ১৫৫৩। মাহ ২ আশ্বিন রোজ শনিবার।" এই প্রতিলিপির স্বত্বাধিকারী রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন তৎকালীন ঐ নামের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক গ্রন্থকার হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।[৩] তিনি সম্ভবতঃ অনুমানদীধিতির টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার পাণ্ডুলিপির কয়েক পত্র (মঙ্গলাচরণাদিরহিত) পুথিটির মধ্যে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন প্রতিলিপির বহু স্থলে চতুষ্পার্শ্ব টীকাটিপ্পনীতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহার অনেকাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক স্থলে (১২৩৷১ পত্রে) পার্শ্ববর্ত্তী এই সকল টীকা-টিপ্পনীর নাম দেওয়া হইয়াছে 'উপব্যাখ্যা'। নামোল্লেখ না করিয়া পূর্ব্বতন মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করাই দীধিতিকার প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণের চিরকালীন প্রকৃতি। সুখের বিষয়, উক্ত উপব্যাখ্যাকার ভিন্নপ্রকৃতিবশতঃ কতিপয় প্রাচীন মহানৈয়ায়িকের সন্দর্ভ নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ভবানন্দ যে সকল স্থলে 'কেচিত্তু' প্রভৃতি দ্বারা কাজ সারিয়াছেন, তন্মধ্যেও কয়েক স্থলে স্পষ্টভাবে নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—হরিদাস ভট্টাচার্য্য, **গৌরীদাস ভট্টাচার্য্য**, শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, **যাদব বিদ্যালঙ্কার** এবং **ন্যায়বাগীশ**। তন্মধ্যে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের নাম ১০ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। উপব্যাখ্যাকারের মতে মুদ্রিত ভাবানন্দী (সোসাইটি-সং) গ্রন্থে পৃ. ১২৬ 'অপরে তু,' পৃ. ১৬৭, ২৮৪ ও ৩১২ 'কেচিত্তু' এবং পৃ. ৩৯১ 'অন্যে তু' বলিয়া যে কয়টি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রত্যেকটি হরিদাস ভট্টাচার্য্যেরই বটে। শেষোক্ত স্থলে সন্দেহ থাকে না যে, হরিদাস, শিরোমণির গ্রন্থের উপরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম স্থলটি (পৃ. ১২৬) বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। সিংহ-ব্যাঘ্রী প্রকরণের

২। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বরচিত হরিদাসী কুসুমাঞ্জলি-টীকার ব্যাখ্যায় অনবধানতাবশতঃ হরিদাসের 'তর্কাচার্য্য' উপাধি লিখিয়াছেন। হরিদাস তর্কাচার্য্য তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত গ্রন্থকার ছিলেন (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৪৭-৫৬ দ্রষ্টব্য)।

৩। পরে পৃথক্ বিবরণ দ্রষ্টব্য। কারকতত্ত্বের এক স্থলে 'মাতান্ত' বলিয়া ভবানন্দের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ভবানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই। উপরিলিখিত ভাবানন্দীর উপব্যাখ্যাসমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মথুরানাথ, জগদীশ কিংবা গদাধরের প্রভাব তখনও (১৬৩১ খ্রীঃ) এই সম্প্রদায়ে বিস্তার লাভ করে নাই।

দীধিতির শেষে 'কেচিত্তু' বলিয়া সার্ব্বভৌম-মত উদ্ধৃত এবং খণ্ডিত হইয়াছে। ভবানন্দ তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে কতিপয় পূর্ব্বতন টীকাকারের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে সন্দর্ভ (পৃ. ১২৬) হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বলিয়া উপব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে শিরোমণি-প্রদর্শিত দোষ হইতে সার্ব্বভৌম-মতটিকে মুক্ত করার জন্য একটি কল্প উদ্ভাবিত হইয়াছে। অব্যবহিত পরবর্ত্তী সন্দর্ভে—'অস্মদ্‌গুরুচরণাস্তু' বলিয়া (পৃ. ১২৭) ভবানন্দের ন্যায়গুরু (কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম) হরিদাসের বচনে দোষ দিয়াছেন এবং তৎপরবর্ত্তী সন্দর্ভে (পৃ. ১২৮-৯) আবার ভবানন্দের গুরুমতেও দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, ভবানন্দ, তদীয় গুরুমতখণ্ডনকারী এবং ভবানন্দের গুরু—এই তিন জনের সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রতি পক্ষপাতবিশিষ্ট এই হরিদাস ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমের শিষ্য এবং শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায়ই শিরোমণির এত দূর প্রতিষ্ঠা হয় যে, তিনি তাঁহার প্রধান গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া গৌরব বোধ করেন।

হরিদাস ভট্টাচার্য্যের এই বিলুপ্ত দীধিতিটীকা অবলম্বন করিয়া এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল—এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আমরা যে অসম্পূর্ণ দীধিতিটীকার পাণ্ডুলিপির কথা লিখিয়াছি, তন্মধ্যে অনুমিতিপ্রকরণের 'সঙ্গতি'লক্ষণে "ইত্থঞ্চোপজীবকত্বস্য তুল্যত্বেঽপি ন ক্ষতিরিতি বক্তব্যম্" এই পংক্তিটির দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। প্রথম ব্যাখ্যার শেষে "ইতি যথাশ্রুতগ্রাহানুযায়িনঃ" লিখিত আছে—এই ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম (পৃ. ৭) ও ভবানন্দের (পৃ. ১৯-২০) সম্মত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার শেষে 'হরিদাসভট্টাচার্য্যানুযায়িনঃ' লিখিত আছে। আমাদের অনুমান, হরিদাসের দীধিতিটীকার রচনাকাল ১৫২৫ খ্রীঃ পরে যাইবে না এবং তিনিই সম্ভবতঃ শিরোমণির প্রথম টীকাকার।

২। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম

শিরোমণির প্রধান টীকাকার চারি জন,—ভবানন্দ, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর। ইঁহাদের সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহানৈয়ায়িক কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের নাম দীর্ঘকাল যাবৎ নবদ্বীপ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন (*Notices* I, p. XVIII), কৃষ্ণদাস বোধ হয় নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন না। নবদ্বীপের কোন প্রচলিত বিবরণগ্রন্থে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। ১২৭৯ সালে প্রকাশিত হরিকিশোর তর্কবাগীশ-রচিত 'ন্যায়পদার্থতত্ত্ব' নামক উৎকৃষ্ট অথচ অনাদৃত দর্শনগ্রন্থে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, "শিরোমণির পরে প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে উক্ত মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য, এই পাঁচ জন নবদ্বীপনিবাসি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দীধিতির পাঁচ টীকা করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্ব তিন টীকা একেবারে অপ্রচলিত, শেষ দুই টীকার অনুমানখণ্ডের কিয়দংশ প্রচলিত আছে।" (উপক্রমণিকা, পৃ. ৩৭)। পূর্ব্বটীকাত্রয়ের ক্রম এখানে ঠিক হয় নাই। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের 'বিজ্ঞাপনে' (পৃ. ৶.) বিশুদ্ধ ক্রম উল্লেখ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাসের পরে ভবানন্দ ইত্যাদি। জয়নারায়ণ কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়াই ক্রমনির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণদাস বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা এ-যাবৎ যে কয়টির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের উল্লেখ করিলাম। তিনি সম্ভবতঃ শিরোমণির প্রচলিত ৮ খানা গ্রন্থেরই টীকা করিয়াছিলেন।

১। **প্রত্যক্ষদীধিতিপ্রসারিণী :** ভাটপাড়ার স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্নের নিকট এই গ্রন্থের শেষাংশ (৭২-৮৫ পত্র) রক্ষিত ছিল, লিপিকাল ১৫৭৬ শকাব্দ (H.P. Sastri : *Notices*, I, p. 226)। দুঃখের বিষয়, অনাদরে এই অতিদুর্লভ গ্রন্থটি বিলুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রব্যবসায়ী সুপণ্ডিতের গৃহেই পুঁথির যখন এই দুরবস্থা, অন্যত্র ইহাদের কিরূপ গতি হইতেছে, সহজেই অনুমেয়। প্রত্যক্ষখণ্ডের চর্চ্চা বহু কাল লুপ্তপ্রায়। কৃষ্ণদাসের এই টীকা এখন নামমাত্রে পরিণত হইল।

২। **অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী :** কৃষ্ণদাসের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকাগ্রন্থের নাগরাক্ষর একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (লিপিকাল ১৫৩৭ শকাব্দ) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত ছিল (*Des. Cat.*, Nyaya, pp. 149-50)—তাহাই জয়নারায়ণ পরীক্ষা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। পুণা, তাঞ্জোর (pp. 4569-72) ও লণ্ডনের পুথিশালায় এই গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে। তাঞ্জোরের সম্পূর্ণ পুথিটি সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীসর্ব্ববিদ্যানিধান-কবীন্দ্রাচার্য্যসরস্বতী'র গ্রন্থাগারে ছিল, পরে তিন হাত ঘুরিয়া অন্যত্র যায়। লণ্ডনের পুথিটি বঙ্গাক্ষর, ১৫২৪ শকাব্দে অনুলিখিত (*I. O.* I. p. 267)। সুখের বিষয়, এই গ্রন্থের প্রথমাংশ (তর্কপ্রকরণ পর্য্যন্ত) সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা পুণার জীর্ণ পুথিটি (No. 263 of 1895-1902) আনাইয়া পরীক্ষা করিয়াছি, লিপিকাল "শ্রীসংবৎ ১৬৬২ রাক্ষসাব্দে শালিবাহনশকে ১৫(২৮) পরাভব সংবৎসরে" ইত্যাদি (৩২৬ পত্র), 'কাশ্যাং' লিখিত। আরম্ভে কোন মঙ্গলাচরণশ্লোক নাই। শেষে একটি শ্লোক আছে :—

> গুরূণামুপদেশেন বিচারৈর্ভাবিতৈরপি।
> নির্ম্মিতা কৃষ্ণদাসেন দীধিতীনাং প্রসারিণী ॥
> (পাঠান্তর 'গুনুনামুপদেশেন' শুদ্ধ নহে)

দীধিতিসম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই গ্রন্থের আলোচনা অপরিহার্য্য। বহু মূল্যবান্ তথ্য ইহা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা এত কাল অজ্ঞাত ছিল।

৩। **আখ্যাতদীধিতিপ্রসারিণী :** তাঞ্জোরের সরস্বতী মহালে এই ক্ষুদ্র টীকার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (pp. 4572-73, পত্রসংখ্যা ১৪)। ইহারও কোন মঙ্গলাচরণশ্লোক নাই। আরম্ভের প্রতীক 'বাধকং বিনে'তি শিরোমণির আখ্যাতবাদের প্রথম পঙ্‌ক্তি হইতে গৃহীত এবং পুষ্পিকায় 'কৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমনির্ম্মিতা' লিখিত আছে।

৪। **নঞ্‌বাদটিপ্পন :** কাশ্মীর-জম্মুর রঘুনাথজীমন্দিরের পুথিশালায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে (Stein's *Cat.*, p. 147)। এই প্রতিলিপিই পূর্ব্বে কাশীর এক পণ্ডিতগৃহে রক্ষিত ছিল (Hall : *Index*, p. 62)।

৫। **গুণদীধিতিটীকা :** এই গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অপর একটি গ্রন্থে ইহার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ লিখিত হইল। কাশীর সরস্বতীভবনে কুসুমাঞ্জলিকারিকাটীকার একটি আন্তহীন প্রতিলিপি (৩-৩৮ পত্র, ন্যায়বৈশেষিকের ১০০ সংখ্যক পুথি) রক্ষিত আছে। প্রথম স্তবকের ব্যাখ্যাশেষে আছে : (২২।১ পত্র)

ত্রিলোচনেন দেবেন ন্যায়পঞ্চাননেন চ।
প্রথমস্তবকব্যাখ্যা নিরমায়ি মযোত্তমা ॥

দ্বিতীয় স্তবকের শেষেও (২৮।১ পত্র) অনুরূপ উক্তি আছে। Hall সাহেবের সময়ে এই পুথি আদিসমন্বিত ও ৪০ পত্র ছিল (*Pandit*, Supplement, Dec. 2, 1872, p. CLXIV) এবং গ্রন্থকারের সম্বন্ধে সাহেব একটি মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, নবদ্বীপের 'রাম'নামক অধ্যাপকের তিনি ছাত্র ছিলেন ("pupil of one Rama, of Navadwip": *Index*, p. 84)। বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে এই 'ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন'কে নবদ্বীপনিবাসী ধরা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তিমূলক। গ্রন্থকার বহু স্থলে তদীয় পিতামহকৃত 'ন্যায়সার' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (৩২, ১০।১, ১২।১, ২০।২ এবং ৩৬।২ পত্রে) এবং এক স্থলে (২১।২ পত্রে) পিতামহকৃত 'তর্কভাষা-ব্যাখ্যানে'র বরাত দিয়াছেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, ত্রিলোচনদেব 'ন্যায়সার'কার কাশীনিবাসী মাধবদেবের পৌত্র ছিলেন[৪]—ইঁহাদের মূল বাসস্থান গোদাতীরবর্ত্তী 'ধারাসুর' গ্রাম। (*I. O.* p. 675-6) মাধবদেব ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর একটি নির্ণয়পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন (চিত্‌পাবনভট্টপ্রকরণ, পৃ. ৮০)। তদীয় পৌত্র ত্রিলোচন প্রায় ১৭০০ খ্রী: বিদ্যমান ছিলেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে দুই স্থলে (৩২-৩৩ পত্রে) 'শ্রীগদাধরভট্টাচার্য্যে'র ব্যাখ্যার উল্লেখ দ্বারাও তাহাই সূচিত হয়। গ্রন্থরচনাকালে গদাধর জীবিত ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। গদাধরের মৃত্যুসন ১১১৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭০৮ খ্রী:। ত্রিলোচনদেব এই গ্রন্থের এক স্থলে (১৩।১, ১৫।২ পত্রে) শিরোমণির পঙ্‌ক্তির উপর দীর্ঘ বিচারের অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল:—"গুণপ্রকাশস্য প্রথমলক্ষণং শিরোমণি-ভট্টাচার্য্যৈর্গুণদীধিতৌ ব্যাখ্যায় স্বয়ং ন্যূনতাভঙ্গায় লক্ষণদ্বয়মুক্তং……অত্র সার্ব্বভৌমকৃষ্ণদাসভট্টাচার্য্যাঃ—বিবক্ষণীয়সংখ্যা(রা)ন্যত্বাঘটিতদ্বিতীয়লক্ষণে অসংভববারণায় স্পর্শাবৃত্তীতি…। তন্ন চারুতয়া প্রতিভাতি। …ইতি গুণানন্দবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যাঃ ব্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, তদপি ন চারুতয়া প্রতিভাতি।…ইতি সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাঃ বদন্তি। তদপি ন মনোরমং বস্তুতস্তু…ব্যাবৃত্তিদ্বয়ং স্পর্শাবৃত্তিপদদ্বয়েতি ন্যায়পঞ্চাননশ্রীত্রিলোচনদেববিজৃম্ভিতঃ পন্থা(ঃ) শ্রীনবদ্বীপস্থাধ্যাপকৈ(ঃ) পরিশীলিতোপি অন্যদেশীয়ৈ-রধ্যাপকৈঃ গুণদীধিতিপুস্তকং দৃষ্ট্বা বিভাব্য দূষণীয়মিতি।"

খ্রী: ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও অনুমানখণ্ড ছাড়া নবদ্বীপে গুণদীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থেরও টীকাটিপ্পনী সহ পঠনপাঠন কিরূপ নিবিড়ভাবে প্রচলিত ছিল, এখানে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

৬। **অনুমানালোকপ্রসারিণী:**—কৃষ্ণদাস অনুমানদীধিতিপ্রসারিণীতে (পৃ. ৮) স্বরচিত এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এবং অপরাপর টীকাগ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৪। ত্রিলোচনদেবের পিতার নাম অজ্ঞাত। তাঞ্জোরে কৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমরচিত অনুমানদীধিতিপ্রসারিণীর অর্থাৎ সংক্ষেপে কৃষ্ণদাসীয়-শিরোমণি'র যে প্রতিলিপি আছে (*Des. Cat.* pp. 4570-71), তাহা প্রথমতঃ সুবিখ্যাত 'শ্রীসর্ববিদ্যানিধান-কবীন্দ্রাচার্য্যসরস্বতীনাং' ছিল। পরে ঐ পুথি দুই হাত বদলাইয়া অবশেষে 'শ্রীধারাসুরকর-মাধবদেবাত্মজ-বীরেশ্বরদেবানাং' স্বত্বাধীনে আসে। এই বীরেশ্বরদেবই সম্ভবতঃ ত্রিলোচনদেবের পিতা। 'অর্থমঞ্জরী' নামক টীকাগ্রন্থের রচয়িতা কাশীশ্বর এই ত্রিলোচনেরই পুত্র হইতে পারেন।

৭-৮। **ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলী** গ্রন্থদ্বয় প্রায় ৩০০ বৎসর যাবৎ বিদ্যানিবাস-পুত্র বিশ্বনাথ (সিদ্ধান্ত-)পঞ্চাননের রচনা বলিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, **গ্রন্থদ্বয় মোটেই বিশ্বনাথের রচনা নহে, পরন্তু কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমেরই রচনা।** এই অভাবনীয় আবিষ্কারবার্ত্তা সংক্ষেপে প্রমাণাবলী সহ লিপিবদ্ধ হইল।

(ক) **পুথির প্রমাণ**:—প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে 'ভাষাপরিচ্ছেদে'র একটি পুথি (৬ পত্রে সম্পূর্ণ) আমাদের হস্তগত হয়: শেষে আছে, "তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েপি দর্শনাৎ॥ শ্রীঃ॥ ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যবিরচিতো ভাষাপরিছে…"। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লা নগরীর 'রামমালা' গ্রন্থালয়ে শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর পুথি সংগৃহীত হয় (৩১৬ সংখ্যক): পুষ্পিকা এই:—"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাস-সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যবিরচিতো ভাষাপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ॥ বাগীশ্বর্য্যাঃ পদদ্বন্দ্বং নিধায় হৃদি সর্ব্বদা। লিখিতা পুস্তিকা চৈষা সতাং চিত্তবিহারিণী॥ শ্রীরামঃ শরণম্। মধুসূদনসদ্ব্যাখ্যাস্বর্গদাকণসম্ভবা। শুদ্ধির্যা জায়তে সা কিং বুধান্তরবচোঽম্ভসা॥" (৮১২ পত্র) "ইতি শ্রীযুতমহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যবিরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সম্পূর্ণা॥" (৭৬।২ পত্র) গ্রন্থমধ্যে "বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি বিশ্বনাথকৃতিনা" পাঠই আছে (৯।১ পত্র), কিন্তু পার্শ্বে সংশোধন করিয়া 'কৃষ্ণদাস' লিখিত হইয়াছে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সোসাইটীতে একটি 'ভাষাপরিচ্ছেদে'র পুথি পরীক্ষা করিয়াছিলেন (No. 10799 R—পত্রসংখ্যা ৭), যাহা, তাঁহার মতে, "ascribed wrongly to Krsnadasa Sarvabhauma."

বংশবাটী বিদ্যাসমাজের শেষ নৈয়ায়িক শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের (মৃত্যু ১৩১৬ সন) গৃহে মুক্তাবলীর পুথির পুষ্পিকায় (৮৫।২ পত্রে) পাইয়াছিলাম—"ইতি শ্রীযুতমহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যবিরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সম্পূর্ণা। শকাব্দাঃ ১৭৮৫। শ্রীআলোকচন্দ্রদেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং স্বী(য়)পাঠার্থং॥" গ্রন্থমধ্যে এ পুথিতেও 'বিশ্বনাথকৃতিনা' পাঠ পার্শ্বে 'কৃষ্ণদাস'রূপে সংশোধিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান, সাতগাছিয়ানিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক দুলাল তর্কবাগীশের সংগ্রহে একটি খণ্ডিত মুক্তাবলী পুথির প্রারম্ভে তৃতীয় শ্লোকে পাঠ আছে, "বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি কৃষ্ণদাস-কৃতিনা।" নবদ্বীপরাজের গুরুবংশ বাহিরগাছিনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলীমধ্যেও মুক্তাবলী পুথির প্রারম্ভে 'কৃষ্ণদাসকৃতিনা' পাঠ ছিল, পরে পার্শ্বে বিশ্বনাথরূপে সংশোধিত হইয়াছে। শিউড়ীর রতন-লাইব্রেরিতে ৩০৪১ সংখ্যক পুথি 'মহামহোপাধ্যায়কৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌম'রচিত ভাষাপরিচ্ছেদ (পত্রসংখ্যা ১০)। শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা হইতে বর্দ্ধমান-বীরভূম পর্য্যন্ত বঙ্গের নানা স্থানে এই পুথিগুলির আবিষ্কারের ফলে কৃষ্ণদাস-বিশ্বনাথের সংঘর্ষ এক কথায় আর উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

(খ) মুক্তাবলীর প্রাচীনতম টীকা **মুক্তাবল্যুল্লাসই** বিশ্বনাথ পঞ্চাননের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। পুণার এই পুথি (No. 301 of 1895-1902) আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা এখন ১-৪১, ৫৯-৬৪; দুই জনের স্বাক্ষর)—পুথির আর একটি পাতা ছিল, বোধ হয় হারাইয়া গিয়াছে। এই শেষ পত্রে লিপিকাল লেখা ছিল '১৫৩৩ শক' (*List of Mss.*, B. O. R. I, 1925, p. 11)। পুথিটি অতীব জীর্ণ, প্রায় ৩০০ বৎসর পুরাতন।

গ্রন্থারম্ভের শ্লোকগুলি জীর্ণোদ্ধার করিয়া লিখিতেছি :—

"নয়নানন্দ(সংদোহ)মিদানং পুরুষোত্তমং।
বৃন্দাবনসমাসীনমুদ্দামচরিতং স্তুমঃ॥
পুরারেঃ শ্রীযু * * * (চর)ণাম্ভোজমাশ্রয়ে।
অ(জ্ঞ)মুগ্ধমনোভৃঙ্গমোক্ষলক্ষ্মীরসায়নম্॥
নবীনকথনং কাপি কাপি গ্রন্থান্তরস্থিতং।
বিশ্বনাথকৃতী * * * তিমারভতে বুধাঃ॥

(বিঘ্নাপহৃতয়ে) কৃতং মঙ্গলং শিষ্যশিক্ষার্থং ব্যাখ্যাতৃশ্রোতৄণাং অনুষজতো মঙ্গলায় চ নিবধ্নাতি—(চূড়া)মণী-কৃত ইতি···।" টীকার নাম এক স্থলে মাত্র আছে—"ইতি শ্রীমুক্তাবলি উল্লাসে বায়ুগ্রন্থরহস্যং সমাপ্তং" (৬২।২)। মূলের ব্যাখ্যা অতিসংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রত্যেক প্রকরণে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাদগ্রন্থ সংযুক্ত হওয়ায় টীকার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে—এবকারবাদ (৭-৯ পত্র), চিত্ররূপগ্রন্থ (২৭।১ পত্রে উল্লিখিত), তেজোগ্রন্থরহস্য (৬০।১), সন্নিকর্ষবাদ (৬৪।২ উল্লিখিত) প্রভৃতি।

বাঙ্গলার নব্যন্যায়ের ইতিহাসে মুক্তাবল্যুল্লাসকার বিশ্বনাথের নাম একটি মূল্যবান্ অভিনব আবিষ্কারমধ্যে পরিগণ্য। গ্রন্থমধ্যে মিশ্র (অর্থাৎ পক্ষধর, ২।২, ৩।১), উপায়কৃতঃ (৩।২), দীধিতিকৃতঃ (৩১।২, ৬২।১), উচ্ছৃঙ্খলাঃ (৩০।২), নব্যোক্তং (৬।১) প্রভৃতি ব্যতীত "বিস্তরস্মৎকৃত-পদার্থরহস্যে স্পষ্টঃ" (৩৫।১) বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থান্তরের নির্দ্দেশ আছে। অধিকন্তু, সাদৃশ্য-গ্রন্থে নিম্নোক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দর্ভ আছে :—"নন্থ 'উপমানোপমেয়ত্বং যদেকস্যৈব বস্তুনঃ। ইন্দুরিন্দুরিব শ্রীমানিত্যাদৌ তদ(ন)ন্বয়ঃ॥' ইত্যাদৌ, 'উপমানোপমেয়ত্বে একস্যৈবৈকবাক্যগে। অনন্বয়' ইত্যত্র 'ন কেবলং ভাতি···তদ্বিলাসাঃ' (কাব্যপ্রকাশ, ১০মোল্লাস) ইত্যাদৌ চ···তল্লক্ষণাব্যাপ্তিঃ স্বভেদস্য ধাবৃত্তিত্বাদি(তি) চেন্ন। অনন্বয়া-লঙ্কারস্থলে নিরুপমত্বস্য কবিতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ। একস্যৈবেত্যুপমাব্যবচ্ছেদায় ইত্যাহুর্গুরুচরণাঃ। চক্রবর্ত্তিনস্তু একস্যৈবেত্যনেন ভিন্নশব্দবোধ্যত্বব্যবচ্ছেদো বোধ্যতে, অস্যাঃ মুখমিব অস্যাঃ বক্ত্রমিত্যাদৌ নানন্বয়ঃ কিন্তুপমৈবেত্যাহুঃ। তন্ন" (১২-১৩ পত্র)। এই চক্রবর্ত্তী হইলেন পরমানন্দ (কাব্যপ্রকাশ, ঝলকীকর-সং, পৃ. ৫০৫)। উল্লাসকার কতিপয় স্থলে মুক্তাবলীর পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২।১, ৫।২, ৪০।১ পত্রে) এবং মূল মুক্তাবলীর দুই এক স্থলে গুরুতর পাঠভেদ সূচনা করিয়াছেন। যথা বায়ুগ্রন্থে (৬১।১ পত্রে), "মূলে প্রাণাদিরিতি। অত্রাদিপদগ্রাহ্যা অপানব্যানোদানসমানাঃ। অয়ং চৈকোপি তত্তৎস্থানাদিবশাৎ নানাসংজ্ঞাং লভত ইতি নানুপপত্তিঃ, ভেদকল্পনায়াং মানাভাবাৎ।" বর্ত্তমানে প্রচলিত পাঠ "প্রাণস্তেক এব হৃদাদিনানাস্থানবশান্মুখনির্গমনাদিনানাক্রিয়াবশাচ্চ নানাসংজ্ঞাং লভত ইতি" দীনকরীতে গৃহীত এবং রৌদ্রীতেও স্বীকৃত।

(গ) মুক্তাবলীর এই রৌদ্রী টীকা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশ-রচিত বটে। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে আর কোন সন্দেহ নাই। ঐ স্থলে রৌদ্রী ব্যাখ্যা এই—"প্রাণস্যৈক্যে প্রাণাদি-পঞ্চত্বানুপপত্তিরত আহ প্রাণ ইতি। নানাসংজ্ঞাং = প্রাণাপানাদিসংজ্ঞাং। তথা চ তত্র পঞ্চত্বং নাস্ত্যেব কিন্তু সংজ্ঞাপঞ্চত্বোপাধিকপঞ্চত্বমিতি ভাবঃ" (অস্মদীয় পুথির ১৮।১ পত্র)। এই রুদ্র কাশীবাসী ভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত সমকালীন বিশ্বনাথ পঞ্চাননের গ্রন্থের উপটীকা নবদ্বীপে বসিয়া রচনা করিবেন, ইহা

একান্তভাবে অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মুক্তাবলীর যে পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অর্বাচীন পাঠ—উল্লাসকারের ব্যাখ্যাবচন এবং তদতিরিক্ত একটি ব্যাখ্যা এই পাঠে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বুঝা যায়, প্রামাণিক পাঠোদ্ধারকারী উল্লাসকার বিশ্বনাথের সহিত গ্রন্থের কালব্যবধান অল্প ছিল এবং উল্লাসটীকা ১৫৭৫-১৬০০ খ্রীঃ মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে, নিশ্চিতই পরে নহে। উল্লাসের পূর্ব্বেও মুক্তাবলীর ব্যাখ্যা ছিল। সুতরাং মুক্তাবলীর রচনাকাল কিছুতেই ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হয় না এবং তৎকালে বিশ্বনাথ পঞ্চাননের জন্ম হইয়া থাকিলেও শৈশব অতিক্রান্ত হয় নাই। পঞ্চানন ১৫৫৬ শকে (১৬৩৪ খ্রীঃ) বৃন্দাবনে গৌতমসূত্রবৃত্তি রচনা করেন এবং মুক্তাবলী রচিত হইয়াছিল প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে।

(ঘ) বিশ্বনাথ পঞ্চানন গৌতমসূত্রবৃত্তিতে উপমানপ্রমাণের ব্যাখ্যাস্থলে উদাহরণ দিয়াছেন, "ইয়মোষধী বিষহরণীত্যুপমিত্যা বিষয়ীক্রিয়তে" (১।১।৬ সূত্রোপরি)। ইদং-শব্দের প্রয়োগ এ স্থলে ভাষ্যবার্ত্তিকাদি প্রায় সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থানুযায়ী। মুক্তাবলীর উদাহরণ স্বতন্ত্র—"তদনন্তরং তত্র গবয়ো গবয়পদবাচ্য ইতি জ্ঞানং যজ্জায়তে তদুপমিতিঃ। ন তু 'অয়ং গবয়পদবাচ্য' ইত্যুপমিতিঃ, গবয়ান্তরে শক্তিগ্রহাভাবপ্রসঙ্গাৎ।" ইহা তত্ত্বালোককার বাচস্পতি মিশ্রের মতানুযায়ী। মুক্তাবলীকার ও গৌতমসূত্রবৃত্তিকার যে পৃথক্ ব্যক্তি, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল (*I. H. Q.* XXIV, pp. 156 61 দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) নবদ্বীপে একটি সুপ্রাচীন মৈথিলাক্ষর মুক্তাবলীর পুথি আমরা দেখিয়াছি, প্রথম পত্র নাই এবং শেষে শুধু আছে, 'ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা'। পরে আছে "খৌআল সং শ্রীউমানন্দেন লিখিতেয়া পুস্তীতি। দেশীয় সক। ২০৫ দুই শএ পাচ সকা তারিখ ৩ অগ্রহন"। এই 'দেশীয় শক' লক্ষ্মণাব্দ, পরগণাতি সন কিম্বা বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গারাজের প্রবর্ত্তিত কোন সন হইতে পারে না। কিন্তু কামেশ্বরবংশের প্রতিষ্ঠা হইতে গণিত শক হইতে পারে—তাহা হইলে লিপিকাল ১৬শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পড়ে। তৎকালে বিশ্বনাথ পঞ্চানন বাল্য অতিক্রম করিয়াছেন কি না সন্দেহ (ঐ, XVII p. 244 দ্রষ্টব্য)।

এই পঞ্চবিধ প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হয়, বিশ্বনাথ পঞ্চানন মুক্তাবলীর রচয়িতা নহেন। উল্লাসকার বিশ্বনাথকে বঙ্গের বাহিরে ভ্রমক্রমে মূল মুক্তাবলীকার ধরিয়া কেহ হয় ত এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবেন। কিন্তু উল্লাসকারও বিশ্বনাথ পঞ্চাননের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন না। পঞ্চানন সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার পিতার নাম করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, উল্লাসকার স্বয়ংসিদ্ধ ছিলেন—মামকীনঃ পন্থাঃ (৩।২, ২৯১), মামকীনোঽয়ং নূতনঃ পন্থাঃ (৩৫।২) প্রভৃতি উক্তি তাহার প্রমাণ। মুক্তাবলীর প্রকৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাসের নাম যে মুষ্টিমেয় কতিপয় লিপিকার 'যথাদৃষ্টং' উদ্ধার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের লেখা কৃষ্ণদাসের চিরলুপ্ত কীর্ত্তিকে যথোচিত উদ্বুদ্ধ করিয়া সার্থক হউক, এই আমাদের প্রার্থনা।

কামদেব বিদ্যানিবাসের পুত্র বিশ্বনাথ মুক্তাবলী রচনার তৃতীয় দাবিদার (রাজেন্দ্র শাস্ত্রিকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর বঙ্গানুবাদ, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ।০-।/০ দ্রষ্টব্য)। যে 'প্রামাণিক' কুলপঞ্জী হইতে এ বিষয়ে কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন আবশ্যক। কারিকাতে রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১২শ পুরুষ কামদেব বিদ্যানিবাসের পুত্র বিশ্বনাথই মুক্তাবলীকার বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মূল হস্তলিখিত রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী কিন্তু সাধারণ

আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপ নির্লজ্জভাবে এ স্থলে কৃত্রিম রচনা দ্বারা ৺রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রতারিত করা হইয়াছিল।

(১) কুলগ্রন্থে লক্ষাধিক ব্যক্তির পারিবারিক বিবরণমধ্যে কুত্রাপি গ্রন্থরচনাদি বিদ্যাবত্তার কথা নাই—আমরা দুইটি মাত্র স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়াছি, কৃত্তিবাসকে রামায়ণকার এবং বন্দ্যবংশীয় শ্রীধর স্বামীকে ভাগবত-টীকাকার বলিয়া কোন কোন কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে। বিশ্বনাথের মুক্তাবলী রচনাবিষয়ক ছন্দোদুষ্ট অক্ষম শ্লোকগুলি কোন কুলপঞ্জীর নহে এবং হইতেও পারে না।

(২) কৃত্রিম বিশ্বনাথ 'কেশরকোণি'-বংশীয় অর্থাৎ নবদ্বীপাধিপতি ভবানন্দ মজুমদারের উর্দ্ধতন নবম পুরুষ (সম্বন্ধনির্ণয়, ২য় সং, পৃ. ৪৫৩, ৩য় সং, পৃ. ৫৭১)। 'ক্ষিতীশবংশাবলী' মতে (পৃ. ৫) এই বিশ্বনাথই দিল্লীশ্বর 'সুলতান মামুদ গজনবী' হইতে (মামুদ তুগলক্ বলিয়া সম্পাদক সংশোধন করিয়াছেন) কাঁকদী প্রভৃতি পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। এই বিশ্বনাথের সময় সুতরাং প্রায় ১৩২৫ খ্রীঃ, অর্থাৎ গঙ্গেশ উপাধ্যায়েরও পূর্ব্বে!! কেশরকোণি কষ্টশ্রোত্রিয়, রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে কুলীন ভিন্ন কোন শ্রোত্রিয়ের বংশ লিপিবদ্ধ থাকে না। কচিৎ পৃথক্ পাতরায় শ্রোত্রিয়বংশাবলী পাওয়া যায়, এইরূপ একটি প্রাচীন পত্রে কেশরকোণি বংশে বিশ্বনাথ ভবানন্দের উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নির্লজ্জ প্রতারক ভিন্ন কেহ আদি জমিদার এই বিশ্বনাথকে মুক্তাবলীর রচয়িতা বলিবেন না।

(৩) মুক্তাবলীর অনুমানখণ্ডে ব্যাপ্তিলক্ষণের শেষে "বস্তুতস্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন" প্রভৃতি সন্দর্ভটি প্রায় অবিকল শিরোমণির সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতি হইতে গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর আশা করি, পণ্ডিতগণ প্রমাণ-পরতন্ত্র হইয়া শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী অলীক কোন বিশ্বনাথের অস্তিত্ব প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস পরিত্যাগ করিবেন।

কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমই ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায়গুরু ছিলেন, ইহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্যাপ্তিবাদের সিংহব্যাঘ্রীপ্রকরণে সার্ব্বভৌমমতের উপর শিরোমণি যে দোষ দিয়াছেন, হরিদাস ভট্টাচার্য্য তাহার উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হরিদাসের সন্দর্ভেও ভবানন্দের ন্যায়গুরু দোষ ধরিয়াছেন (ভাবানন্দী, সোসাইটী-সং, পৃ. ১২৬-২৮; হরিদাসের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। হরিদাসের সন্দর্ভের সারাংশ ও তদুপরি উক্ত দোষারোপের প্রথমাংশ অবিকল কৃষ্ণদাসের টীকায় পাওয়া যায় (প্রসারিণী, পৃ. ৫১-২)। দ্বিতীয়তঃ, ব্যধিকরণপ্রকরণে শিরোমণিলক্ষণের ব্যাখ্যাশেষে ভবানন্দ (পৃ. ১৫৯-৬০) **"অত্র গুরবঃ"** বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাও তৎস্থানীয় কৃষ্ণদাসী টীকায় (পৃ. ৬৯) 'অত্র বদন্তি' কল্পেরই ঈষৎ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত অনুবাদমাত্র বটে। ভাবানন্দীর উপব্যাখ্যাকার (হরিদাসবিবরণী দ্রষ্টব্য) এ স্থলে (৩৩।২ পত্রে) স্পষ্টাক্ষরে "কেচিদিত্যাদিনা কৃষ্ণদাস-সার্ব্বভৌমমতমুপন্যস্যতি" লিখিয়া, তাহা কাটিয়া দিয়াছেন; কারণ, কৃষ্ণদাসের মত "অত্র গুরবঃ" সন্দর্ভেই লিখিত হইয়াছে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'অত্র কেচিৎ' সন্দর্ভে (পৃ. ১৬৮) নহে। তৃতীয়তঃ, ভবানন্দরচিত 'অনুমানালোকসার' নামে পক্ষধর মিশ্রের অনুমানখণ্ডের টীকা-গ্রন্থ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কাশীর সরস্বতী-ভবনে একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৫৩ মাত্র) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ১১ পত্রে তাঁহার গুরুর একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—"অত্র গুরবঃ, ঘটত্বমিত্যাদৌ কংগুশব্দেরেব প্রকৃতার্থলাভঃ। অত্র হি ঘটেতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলঘটবৃত্তিত্বপ্রকারেণ ঘটত্বমুপস্থাপ্যতে। তত্র ঘটপদাদেব ঘটত্ব লাভঃ…

ইত্যাহঃ"। এই সন্দর্ভ অবিকল কৃষ্ণদাস-রচিত দীধিতিপ্রসারিণী হইতে গৃহীত (অনুমানখণ্ড, সোনারটা-সং, পৃ. ১০-১১)। সুতরাং কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমই ভবানন্দের গুরু ছিলেন সন্দেহ নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার দীধিতিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে নামোল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণদাসের এই সন্দর্ভই তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন—"বালভাবিতমিদমতিমনোহরমিব ভাসমানমপি ব্যাকরণস্মৃতিবিরোধাৎ ধর্মস্মৃতিবিরুদ্ধশীল-ভাষণমিব নিবারণীয়মেব" (কাশীর পুথি, ১৫।২ পত্র)। কৃষ্ণদাস সুতরাং রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন।

কুলপরিচয় ও বংশাবলী : কৃষ্ণদাসের নাম-পরিচয় নবদ্বীপে বহু কাল বিলুপ্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, একাধিক কুলপঞ্জীতে আমরা 'নদিয়াবাসী কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমগোষ্ঠীর কুলপরিচয় ও অধস্তন বংশলতা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। বন্দ্যঘটীয় 'বৃহদঙ্গপাশ'বংশে আদিকুলীন মহেশ্বরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ (শ্রীরঙ্গসুত) নারায়ণ ৫২ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (মহাবংশাবলী, পৃ. ৬৪)। তৎপুত্র বলভদ্র ("গাং ধরাধর বামন খাঁর কন্যাগ্রহণাৎ হানিঃ," অর্থাৎ ভঙ্গ)। তৎপুত্র শিবানন্দ, তৎপুত্র কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম ("অন্য কন্যা অপাত্রে, অন্যকন্যা চং ভারতকে বিবাহ নদিয়াবাসী")। তাঁহার বংশে ২৫০।৩০০ বৎসরে প্রায় ৭০ জন শাস্ত্রব্যবসায়ী মহাপণ্ডিত জন্মিয়া নানা বিদ্যাসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। নিজ নবদ্বীপের ধারাটি লতাকারে প্রদর্শিত হইল।
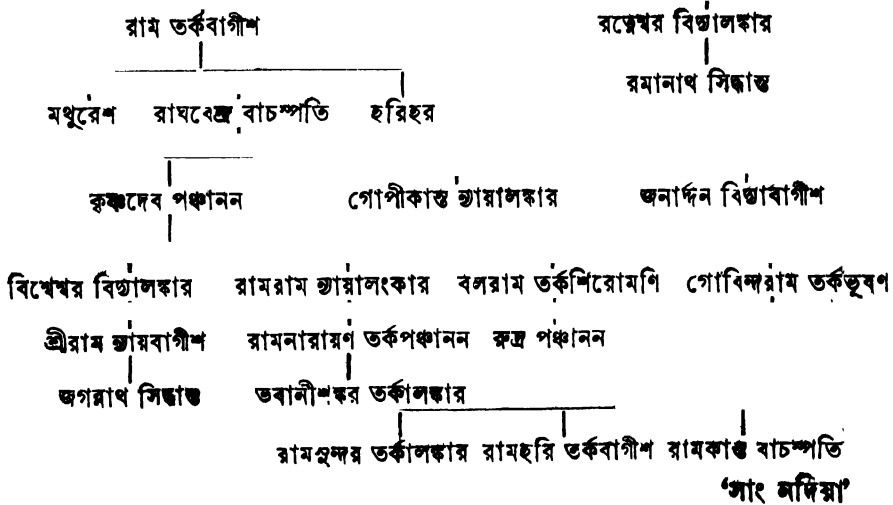
বংশবাটীর রাজা শূদ্রমণি রামেশ্বর দত্ত খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিতকে আনাইয়া বংশবাটীর বিদ্যাসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণদাসের প্রপৌত্র গোপীকান্ত ও জনার্দ্দন ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার সাদর আহ্বানে নদীয়া ছাড়িয়া বংশবাটী আসেন। গোপীকান্ত-সুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও রামনাথ বিশারদ। রামচন্দ্রসুত কৃষ্ণজীবন তর্কসিদ্ধান্ত ও গদাধর

(হরিনদিবাসী)। কৃষ্ণজীবনসুত গোকুলচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন ও রামদাস। বিশারদের ৪ পুত্র—রামভদ্র সিদ্ধান্ত (নিঃসন্তান), রাম ন্যায়বাগীশ, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন। রামের পুত্র রামশঙ্কর তর্কবাগীশ ও রামকিশোর ন্যায়পঞ্চানন। শেষ পণ্ডিত নৈয়ায়িক মাধবানন্দ ন্যায়ালঙ্কার বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে পরলোকগত হইলে এই ধারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

জনার্দ্দন অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার এক দৌহিত্র ভবানীচরণ তর্কপঞ্চাননের দৌহিত্র (জজ পণ্ডিত কমলাকান্ত তর্কচূড়ামণির পুত্র) বেদান্তাধ্যাপক শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ (মৃত্যু ২০ কার্ত্তিক, ১২৮১ সন) দীর্ঘকাল বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

কৃষ্ণদাসের পৌত্র রমানাথ সিদ্ধান্ত নদীয়ারাজের তান্ত্রিক অনাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া সপরিবার নবদ্বীপ ছাড়িয়া আসেন এবং হুগলী জেলার ক্ষুদ্র 'দমদমা' গ্রামে নবাব হইতে 'আয়মা' লাভ করিয়া অধিষ্ঠিত হন। অদ্যাপি সেখানে তাঁহার বংশ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। রমানাথের প্রথম পত্নীতে তিন পুত্র—রামজীবন তর্কালঙ্কার (নিঃসন্তান), রামনাথ তর্কপঞ্চানন ও রামভদ্র সিদ্ধান্ত (নিঃসন্তান) এবং দ্বিতীয় পত্নীতে এক পুত্র—রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—কৃষ্ণরাম ন্যায়ালঙ্কার, রাজারাম শিরোমণি ও বিশ্বনাথ ন্যায়বাচস্পতি—সব নিঃসন্তান। কৃষ্ণরামের পোষ্য পুত্র রামকান্ত বিদ্যাভূষণের ৫ পুত্র—কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, রামনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, হরিনারায়ণ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, রামলোচন সিদ্ধান্ত ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য। রামনাথের ৮ পুত্র :—

১। রামশরণ তর্কভূষণ (কালনায় চতুষ্পাঠী ছিল), তৎপুত্র শঙ্কর সিদ্ধান্ত (নিঃসন্তান) ও রামশম্ভু ন্যায়পঞ্চানন, তৎপুত্র কমললোচন সার্ব্বভৌম, ভবানীচরণ ন্যায়ালংকার, অভয়াচরণ ন্যায়বাচস্পতি ও রামচরণ। কমলের পুত্র তারাচাঁদ বাচস্পতি ও হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ। তারাচাঁদের পুত্র রামপদ বিদ্যাসাগর ও তৎপুত্র অনুকূল স্মৃতিরত্ন (মৃত্যু ১৩৪৩ সন) বংশের শেষ পণ্ডিত।

২। রামানন্দ (নিঃসন্তান)।

৩। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি (এক পৌত্র নিমাইচন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন)।

৪। রামকেশব তর্কালঙ্কার, তৎপুত্র হরিদাস বিদ্যানিধি।

৫। মধুসূদন বাচস্পতি (বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত), তৎপুত্র হরিরাম তর্কচূড়ামণি ও রামপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ। হরিরামের পুত্র হরমোহন ন্যায়রত্ন।

৬। রামদুলাল বিদ্যালঙ্কার (কুমারহট্টে চতুষ্পাঠী), তৎপুত্র দুর্গাচরণ তর্কসিদ্ধান্ত, দীনবন্ধু ন্যায়পঞ্চানন ও কন্দর্প সিদ্ধান্ত। দুর্গাচরণের পুত্র রামগোপাল ন্যায়ালংকার প্রভৃতি।

৭। রাম তর্কবাগীশ, পুত্র রাধামোহন শিরোমণি।

৮। লক্ষ্মণ বিদ্যাবাগীশ, পুত্র হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত ও বীরনারায়ণ তর্কপঞ্চানন। দমদমায় এই বংশের পণ্ডিতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২০টি শিবমন্দির ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে। কেবল 'রামনাথেশ্বর' শিব অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।

কৃষ্ণদাসের বংশ হয় ত নবদ্বীপে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে,—কিন্তু আমরা সন্ধান করিয়া পাই নাই। কৃষ্ণদাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপের 'প্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন। বৈদ্যবংশাবতংস রাজা রাজবল্লভের নিমন্ত্রিত ১৩৩ জন পণ্ডিতের মধ্যে কৃষ্ণদাসবংশীয়

নবদ্বীপনিবাসী শ্রীরাম স্থায়বাগীশ, বাঁশবেড়িয়ানিবাসী রামভদ্র সিদ্ধান্ত ও দমদমানিবাসী দুলাল বিদ্যালঙ্কারের নাম আছে (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮২-৮৮)।

কৃষ্ণদাসের কালনির্ণয় : কৃষ্ণদাসের প্রপিতামহ নারায়ণ মহাকবি কৃত্তিবাসের পিতা বনমালীর সমকালীন ছিলেন। তৎপুত্র বলভদ্রের জন্মাব্দ প্রায় ১৪০০ খ্রীঃ ধরিলেও কৃষ্ণদাসের জন্মাব্দ কিছুতেই ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হয় না এবং তাঁহার গ্রন্থরচনাকালের অধস্তন সীমা প্রায় ১৫৫০ খ্রীঃ অবধারিত হয়। ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ নিঃসন্দেহ তাঁহার অভ্যুদয়কাল এবং শিরোমণির উপলভ্যমান টীকা-সমূহের মধ্যে তাঁহার টীকাই প্রাচীনতম হইতেছে। অথচ তিনি বহু স্থলে পূর্ব্বতন টীকাকারের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়া দীধিতিসম্প্রদায়ের উৎপত্তিকাল শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৫০০-২৫ খ্রীঃ) সূচনা করিতেছেন।

৩। রামভদ্র সার্ব্বভৌম

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক রামভদ্র সার্ব্বভৌমের রচিত কুসুমাঞ্জলি-কারিকা-ব্যাখ্যা বাঙ্গালা দেশের স্থায়-চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হইয়াছে।[৫] সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা'য় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। বহুকালব্যাপী গবেষণার ফলে রামভদ্র সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যাদি আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার সারাংশ লিখিত হইল।

রামভদ্রের গ্রন্থপঞ্জী :—রামভদ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (১) **স্থায়রহস্য** নামক গৌতমসূত্রের ব্যাখ্যা। গ্রন্থারম্ভ এই[৬] :—

ব্রহ্মোপেন্দ্রপ্রভৃতিবিবুধস্বান্তভৃঙ্গৈঃ পরীতং
জুষ্টং সিদ্ধৈঃ সনককপিলব্যাসহংসৈঃ সমন্তাৎ।
স্বর্গশ্রেয়োমধুরমধুভিঃ সর্ব্বদোজ্জৃম্ভমানং
নিত্যং ভাস্বচ্চরণকমলং ভাবয়ন্ত্বম্বিকায়াঃ ॥১

৫। ১২৯৫ সনের নবদ্বীপের সংস্কৃত পরীক্ষার মুদ্রিত পাঠ্যতালিকায় স্থায়ের উপাধিপরীক্ষার পাঠ্যমধ্যে (পৃ. ৩) কুসুমাঞ্জলি 'রামভদ্রী'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৬। স্থায়রহস্যের ৪খানা পুথি আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কাশী সরস্বতীভবনের পুথি (স্থায়বৈশেষিক ১৯ সংখ্যক) সম্পূর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত অশুদ্ধ। পুণা ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানের ২টি পুথিই খণ্ডিত এবং প্রায়শঃ শুদ্ধ। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ১৭১৬ শকে অনুলিখিত 'স্থায়সূত্রস্য মাথুরী ব্যাখ্যা' নামক পুথি (৬৬৯ সংখ্যক, পত্রসংখ্যা ২৫) বস্তুতঃ 'স্থায়রহস্যে'রই প্রথমাধ্যায়ের বিতণ্ডালক্ষণ পর্য্যন্ত অংশবিশেষ। গ্রন্থারম্ভ না থাকায় লিপিকার গ্রন্থমধ্যে 'সিদ্ধান্তরহস্যে'র উল্লেখ দেখিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ইহা মথুরানাথ-রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন। রামভদ্র-রচিত 'মণিকৌতুক' (বা মণিকৌস্তভ) নামক অতি দুর্লভ গ্রন্থের একটি মাত্র জীর্ণ পত্র এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে (৫০২৭ সংখ্যক পুথি)। আমরা পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তাহা বস্তুতঃ রামভদ্র-রচিত সুপ্রাপ্য পদার্থখণ্ডনটীকা বটে। অক্ষরের জীর্ণতাবশতঃ "লীলাংশাৎ কিমপি কৌতুকম্" স্থলে "মণিকৌতুকম্" পঠিত হওয়ায় অনর্থ ঘটিয়াছে।

ন্যায়াধ্যানাদিমূর্ত্তেরখিলম্বয়ভয়োঃ শঙ্করস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং
মগ্নান্ মোহান্ধকারে তপন ইব মুনিঃ প্রাণিনঃ প্রোদ্দিধীর্ষুঃ।
অব্জাঙ্ঘ্রিঃ শাস্ত্রমেতৎ পরমকরুণয়া যদ্যধাত্তদ্রহস্যং
শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয় ইদং রামভদ্রো ব্যোক্তি ॥২

ভাষ্যাদীনাং বচনরচনা কেবলং শব্দচিত্রং
প্রায়ো যত্র প্রকরণকথা প্রাকৃতী ভারতীব।
দৃষ্টে তত্ত্বং ন হি তদুভয়ং কিন্তু মোহং প্রদত্তে
কো জানীয়াজ্জগতি মতিমানস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বম্ ॥৩

রামভদ্র প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের নিকট পুথিও (পত্রসংখ্যা ১৬৮) 'চতুর্থাধ্যায়ান্ত' (ন্যায়বার্ত্তিকের ভূমিকা, পৃ. ১৩৩, পাদটীকা)। পঞ্চম অধ্যায়ের উপর 'ন্যায়রহস্য' পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রামভদ্রের পিতা জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য-চূড়ামণি-রচিত 'আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ' নামক পঞ্চমাধ্যায়ের পৃথক্ টীকা দ্বারা গ্রন্থের পূরণ হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের পরিচয় রামভদ্রের পিতৃবিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ের শেষে পুষ্পিকা যথা :—"সমা(প্তং) তত্ত্বজ্ঞানপরিপালনপ্রকরণং দ্বিতীয়মাহ্নিকং চ। ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীভট্টাচার্য্য-চূড়ামণিতনয়শ্রীভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রবিনির্মিতং ন্যায়রহস্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।" এইরূপ পরিপূর্ণ পুষ্পিকা গ্রন্থের অন্তরে বিদ্যমান নাই। তদ্দ্বারাও বুঝা যায়, রামভদ্র এই পর্য্যন্তই রচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বিশ্বনাথ পঞ্চানন-রচিত 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। রামভদ্রের টীকা তদপেক্ষা বিস্তৃততর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রাচীন। বিশ্বনাথ বহু স্থলেই রামভদ্রের গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন (১।১১, ২২ সূত্র দ্রষ্টব্য) এবং কচিৎ খণ্ডনও করিয়াছেন (১।২৬, ৩০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিতদের মধ্যে শক্তির হ্রাসবশতঃ ক্রমশঃ যে সংক্ষেপে রুচি হইয়াছে, রামভদ্রটীকার পরিবর্ত্তে বিশ্বনাথ-বৃত্তির সমধিক প্রচারলাভ তাহার একটি নিদর্শন বটে। বিশ্বনাথেরও একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। রামভদ্র পদে পদে ভাষ্যাদি চতুর্গ্রন্থী ও বর্দ্ধমানের ব্যাখ্যা বিচার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত 'মিশ্র' অর্থাৎ 'ন্যায়তত্ত্বালোক'কার বাচস্পতি মিশ্রের সন্দর্ভ (১।৩১, ৩৬, ৪২ সূত্রোপরি) এবং সুপ্রাচীন সানাতনি (১।৪৪ সূত্রে) ও ভাস্বরকারের (২।১৫ সূত্রে) মত উল্লেখ করিয়াছেন। দুই স্থলে স্বরচিত 'সিদ্ধান্তরহস্য' নামক গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে (১।২, ১।১৬ সূত্রে)।

রামভদ্র-রচিত (২) গুণরহস্য একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ—ইহা উদয়নাচার্য্যের গুণকিরণাবলীর টীকা নহে। গ্রন্থারম্ভ যথা[১] :—

বংশীমধুরনিনাদৈর্মোহিতগোপাঙ্গনাচিত্তঃ।
গায়দ্গোপশিশূনাং মধ্যে নৃত্যন্ হরির্জয়তি ॥১

১। বহু প্রতিষ্ঠানে (*Tanjore Cat.* p. 4447 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) গুণরহস্যের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, প্রায়ই খণ্ডিত। আমাদের নিকট একটি সুপ্রাচীন, পরিশুদ্ধ, প্রায় সম্পূর্ণ পুথি আছে—পত্রসংখ্যা ৪৭। গুণসারমঞ্জরীর পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে—অন্যত্রও দুষ্প্রাপ্য নহে।

চূড়ামণেস্তার্কিকানাং পুত্রেণ গুণরহস্যকং।
রামভদ্রসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যৈর্বিধীয়তে ॥২

"তত্র গুণা গুণত্বাদিতরেভ্যো ভিদ্যন্তে, গুণত্বস্তু সামান্যবিশেষ ইতি ভাষ্যাদয়ঃ।" অনুমানদীধিতির অত্যধিক প্রচারকালে এই সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীবাসী দক্ষিণী পণ্ডিত 'ন্যায়সার'কার মাধবদেব গুণরহস্যের এক টীকা 'গুণসারমঞ্জরী' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে রামভদ্র তাঁহার 'পিতৃচরণ' (৭, ১০, ২৫, ৩০ পত্রে) ও 'গুরুচরণে'র (৬ পত্রে) সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামভদ্রের (৩) সিদ্ধান্তসার বাদসমষ্টিস্বরূপ। তন্মধ্যে একটিমাত্র 'মোক্ষবাদ' আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৮] প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে রামভদ্র তাঁহার গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় :—

শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ শরণং বিধায় প্রজ্ঞাততত্ত্বনিবহঃ কুতুকাৎ ক্ষণেন।
শ্রীরামভদ্রসুকৃতী কৃতিনাং হিতায় সিদ্ধান্তসারমিমমদ্ভুতমাতনোতি ॥

এই রামচন্দ্র কে ? নবদ্বীপনিবাসী ৩৯৯ লক্ষ্মণাব্দে জীবিত 'শ্রীরামচন্দ্রভট্টাচার্য্যবাচস্পতি' অর্থাৎ হরিদাস তর্কাচার্য্য হইলেও হইতে পারেন (সা-প-প, ৪৭, পৃ. ৫০)। রামভদ্রের মোক্ষবাদও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। শেষের একটি সন্দর্ভ ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—"অথ তত্ত্বজ্ঞানিনঃ কিমর্থং কর্ম্ম কুর্বন্তি তেষাং শুভাশুভানুৎপত্তেরিতি চেৎ। লোকসংগ্রহার্থং, ভোগেন কর্ম্মক্ষয়ার্থং বা ভগবত ইব পরোপকারার্থং বা। তদুক্তং ভগবদ্গীতায়াং

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্ ॥ ইতি সংক্ষেপঃ।
ইতি রামভদ্রসার্ব্বভৌমসূরিবিরচিতো মোক্ষবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

রামভদ্র-রচিত (৪) সময়রহস্য নামক স্মৃতিনিবন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ এই[৯] :—

হরিহরচরণৌ পিতরং তার্কিকচূড়ামণিং নত্বা।
ক্রিয়তে সময়রহস্যং শ্রাদ্ধানাং সার্বভৌমেন ॥

পুষ্পিকা যথা :— ইতি শ্রীরামভদ্রসার্বভৌমকৃতং শ্রাদ্ধসময়রহস্যং সমাপ্তং ॥
শ্রীরামকৃষ্ণকেনৈতল্লিলিখে পুস্তকং স্বকং।
বৈশদ্যায় ব্যবস্থানাং সার্বভৌমবিনির্মিতম্ ॥

রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হওয়ার সমসময়ে কিম্বা পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, অনুমান করা যায়।

৮। *Tanjore Cat.* pp. 4774—76। পুণার একটি পুথি আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াছি (১৬২৪ সম্বতে অনুলিখিত)।

৯। আমাদের নিকট রক্ষিত একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি হইতে—১-৬, ১০-১৮ পত্র মাত্র।

(৫) **সমাসবাদ** একটি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র নিবন্ধ। প্রারম্ভ ও শেষ যথা :—

ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রেণ ধীমতা।
সমাসেন সমাসানাং তত্ত্বমত্র নিরূপ্যতে॥
ইতি সমাসবাদরহস্যং সম্পূর্ণং।[১০]
বিচার্য্য আর্য্যৈঃ সততং নবীনৈঃ তর্কাটবীসঞ্চরণপ্রবীণৈঃ।
শ্রীসার্ব্বভৌমৈঃ বহুবাদবিজ্ঞৈঃ কৃতঃ সমাসেন সমাসবাদঃ॥

ন্যায়মতে সমাসের শক্তিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়। এক স্থলে (৩ পত্রে) 'পিতৃচরণে'র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামভদ্র-রচিত (৬) **শব্দানিত্যতাবাদ** কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে এবং (৭) **সুবর্ণ তৈজসত্ববাদ** আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ যথা,—

নমামি ন্যায়দুষ্পারপারাবারৈকতারকং। শ্রীমদ্ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতাতপদদ্বয়ং॥
ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রেণ ধীমতা। তৈজসত্বং সুবর্ণাদেরাধিক্যং চ বিচার্য্যতে॥

(এসিয়াটিক সোসাইটীর ৯২৬৮ সং পুথি, ২ পত্র; Hultzsch p. 133)

টীকাগ্রন্থের মধ্যে শিরোমণি-রচিত পদার্থখণ্ডনের রামভদ্র-রচিত টীকা সুপ্রসিদ্ধ এবং সৌভাগ্যক্রমে কাশী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম (৮) **পদার্থতত্ত্ববিবেচনপ্রকাশ**। মুদ্রিত গ্রন্থে কয়েকটি মারাত্মক ভুল থাকায় রামভদ্রের পরিচয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহার অবসান হওয়া কর্ত্তব্য। স্বত্বগ্রন্থের ব্যাখ্যায় (পৃ. ১১৮) "শব্দমণিদীধিতৌ তাতচরণাঃ" বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং Hall (*Index* p. 80) প্রভৃতি বহু মনীষী তদনুসারে রামভদ্রকে রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বহু প্রাচীন পুথি দেখিয়া প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি :— "অত এবাস্ত্যভাবিনি ঘটে শ্বো ভবিষ্যতীতি নৈষা মনীষোন্মিষতি তদানীং প্রতিযোগিতায়া বিরহাৎ। ন চাপসিদ্ধান্তঃ প্রমেয়বার্ত্তিকে স্ফুটত্বাদিতি তু **শব্দমণিমরীচৌ** তাতচরণাঃ।"[১১] ১১১ পৃষ্ঠায় 'ইতি পুনরস্মৎপিতামহচরণাঃ'ও অশুদ্ধ পাঠ, বিশুদ্ধ পাঠ 'পিতৃচরণাঃ।' ১০৯ পৃ. 'তাতচরণাস্তু' বলিয়া যে সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথমাংশ অবিকল জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি-রচিত 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী' হইতে (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ৪৭) গৃহীত। রামভদ্রের পিতৃপরিচয়ে অতঃপর আর বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকা উচিত নহে। এই গ্রন্থের আরম্ভে রামভদ্রের সুপ্রসিদ্ধ পিতৃবন্দনা-শ্লোকটি নিবদ্ধ আছে :—

তাতস্য তর্কসরসীরুহকাননেষু চূড়ামণের্দিনমণেশ্চরণৌ প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্রসুকৃতী কৃতিনাং হিতায় লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি॥

গ্রন্থের এক স্থলে (পৃ. ৯৬-৭) স্বকৃত 'সিদ্ধান্তরহস্য' হইতে একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং এক স্থলে 'গুরবস্তু' বলিয়া পংক্তি আলোচিত হইয়াছে (পৃ. ৯৪)। শেষোক্ত পংক্তি গুণরহস্য গ্রন্থেও

১০। আমাদের নিকট রক্ষিত পুথিতে (৪ পত্রে সম্পূর্ণ) শেষ শ্লোকটি নাই। একটি মৈথিল পুথিতে (L. 2252) শ্লোকটি আছে।

১১। জগদীশ-বংশধর নবদ্বীপের শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহস্থিত সুপ্রাচীন পুথিতে (১৩।২ পত্রে), আমাদের পুথিতে (১৩।২), আলোয়াররাজগ্রন্থাগারের পুথির প্রতিলিপিতে (২৬।২) এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ১৬৭০ সম্বতের পুথির (২০।২) সংশোধিত পাঠ।

উদ্ধৃত হইয়াছে :—"**গুরুচরণাস্তু** চিত্রং প্রতি নীলেতররূপস্বরক্তেতররূপস্বাদীনাম্ অসমবায়ি-কারণত্বান্ন নীলাদিমাত্রারব্ধে চিত্রোৎপত্তিরিতি প্রাহুঃ। ইদং পুনরুচ্যতে "(গুণরহস্য, ৬।২ পত্র)। রামভদ্রের (৯) **সিদ্ধান্তরহস্য** এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রামভদ্র-রচিত (১০) **নঞ্‌বাদটীকা** রক্ষিত আছে (1II. G. 148, পত্রসংখ্যা ৮, লিপিকাল ১৫৯৭ শক)। গ্রন্থারম্ভে অবিকল 'তাতস্য…' শ্লোকটি নিবদ্ধ আছে। এই টীকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি। গ্রন্থশেষ যথা :—"অত্র কল্পনাগৌরবাদিক-মরুচিবীজমিতি সংক্ষেপঃ। ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীযুতসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যবিরচিতা নঞ্‌বাদস্য টিপ্‌পনী সমাপ্তা ॥"

পরিশেষে রামভদ্রের (১১) **কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা** বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থের মঙ্গল-শ্লোকটি ("আমোদৈঃ পরিতোষিতাঃ" প্রভৃতি) অবিকল শঙ্কর মিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা 'আমোদ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কাশীর ৺হরিহর শাস্ত্রীর গৃহস্থিত একটি পুথিতে (৬।১ পত্রে) "ইত্যন্তং শঙ্করমিশ্রকৃতং ততঃ সার্ব্ব-ভৌমীয়ম্" লেখা আবিষ্কার করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী একটি বিতর্কের যুক্তিযুক্ত মীমাংসা করিয়াছেন। (কুসুমাঞ্জলিবোধনী, Introd., pp. II-III f. n. ; *S. B. Studies* V, p. 141 f. n.)। অতঃপরও শ্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয় মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন (p. xxxvi-ix), তাহা বিচারসহ নহে। কবিরাজ মহাশয়ের মীমাংসা নবাবিষ্কৃত বহু পুঁথিতে সমর্থিত হইয়াছে।

১। আমাদের নিকট 'রামভদ্রী'র একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—পরিশুদ্ধ, টীকা-টিপ্‌পনীসমন্বিত এবং প্রায় ২৫০।৩০০ বৎসর পুরাতন। প্রথম পত্রের পার্শ্বে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, 'শঙ্করমিশ্রস্য কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা'। ৫ম পত্রের প্রারম্ভে "লিঙ্গাদেরভাবাদিতি" পর্য্যন্ত লিখিয়া তৎপরবর্ত্তী "অত আহ…সাপেক্ষত্বাদিতি" (পৃ. ১১ দ্রষ্টব্য) লিখিত ছিল ; তাহা প্রযত্নপূর্ব্বক হরিতাল লেপিয়া তুলিয়া দিয়া, তৎস্থানে লিখিত হইয়াছে :—"ইত্যন্তা শ্রীমচ্ছঙ্করমিশ্রকৃতা কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা। অতঃপরং সার্ব্বভৌমীয়া ॥"

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাড়ী ঝিখিরা গ্রামে। ৮ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে একটি 'রামভদ্রী' পরীক্ষা করিয়াছিলাম—৬।১ পত্রে আছে :—"লিঙ্গাদে-রভাবাৎ ইত্যন্তং শঙ্করমিশ্রীয়ং ততঃ সার্ব্বভৌমীয়ং।"

৩। বর্দ্ধমান জেলার সাতগেছেনিবাসী মহানৈয়ায়িক দুলাল তর্কবাগীশের গৃহস্থিত একটি রামভদ্রীর ৫।১ পত্রে আছে—"সাপেক্ষত্বাদিতি। ইতি শঙ্করমিশ্রকৃতং সমাপ্তং অতঃপরং সার্ব্বভৌমীয়ং।"

৪। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের ৫৮৩ক সংখ্যক পুথির ৬।১ পত্রে আছে—"ইত্যন্তং শঙ্করমিশ্রীয়ং, স্বমতমাহ আত্মা ইত্যাদি" (পার্শ্বটীকা)।

এই সকল স্পষ্ট নির্দ্দেশ আবিষ্কৃত না হইলেও দুই জন পৃথক্ টীকাকারের রচনা যে এ স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 'সাপেক্ষত্বাৎ' কারিকার ব্যাখ্যায় **দুইটি পৃথক্ অবতরণিকা** পাওয়া যাইতেছে—একটি ১১ পৃ. "তত্র চার্ব্বাকস্তেদমাকূতং…সাপেক্ষত্বাদিতি।" অপরটি ১৩-১৪ পৃ. "অত্র চার্বাকস্তায়ং

ভাবঃ···সাপেক্ষত্বাদিতি।" শেষোক্ত অবতরণিকা প্রথমটিরই পরিষ্কৃতি। সুতরাং প্রথমাংশ যে রামভদ্রের রচনা নহে, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত প্রথমাংশ শঙ্কর মিশ্রের 'আমোদ' টীকার সহিত (মঙ্গল-শ্লোকটি ছাড়া) মিলিতেছে না। ইহার মীমাংসা ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করে। সম্ভবতঃ শঙ্কর মিশ্রের কোন বাঙ্গালী ছাত্র পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। পরে 'আমোদ' রচিত হইয়া থাকিবে।

তৃতীয় শ্লোকে যে তিনটি পূর্ব্বতন টীকার নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'মকরন্দ' ও 'পরিমল' সম্বন্ধে সকলেই এ-যাবৎ ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। শঙ্কর ১৪৫০ খ্রীঃ পরে গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং তদুল্লিখিত 'মকরন্দ' রুচিদত্ত-রচিত 'প্রকাশমকরন্দ' হইতেই পারে না। কারণ, রুচিদত্ত শঙ্করের পরবর্ত্তী পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। আমরা পক্ষধর মিশ্রের 'প্রত্যক্ষালোকে' মকরন্দের উল্লেখ পাইয়াছি:—"অতএব মকরন্দে অনভ্যাসদশেতি ন পক্ষবিশেষণতয়া ব্যাখ্যাতমিতি" (প্রামাণ্যবাদগ্রন্থে)। দ্বিতীয় স্তবকের রুচিদত্ত (পৃ. ৭) মিলাইয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, উক্ত 'মকরন্দ' রুচিদত্তের উপটীকা নহে; পরন্তু মূল কুসুমাঞ্জলির কোন টীকা। একটি রামভদ্রীর পুথির পার্শ্ব-টীকায় মকরন্দের পরিচয় পাইয়াছি—"মকরন্দে ভূতোপাধ্যায়কৃতশাস্ত্রে।" অপর একটি পুথিতে পাঠান্তর আছে 'ভূতোপাধ্যায়'। এই প্রাচীন মকরন্দ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 'পরিমল' প্রকাশের উপটীকা নহে, পরন্তু দিবাকরোপাধ্যায়-কৃত মূল কুসুমাঞ্জলির টীকা।

রামভদ্রীর মধ্যে কয়েকটি 'ক্রোড়পত্র' আছে—সকল পুথিতে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত বেদান্ততীর্থ মহাশয় (পৃ. ২২-২৪) একটি ক্রোড়পত্র ক্ষুদ্রাক্ষরে পৃথগ্‌ভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন—ইহা বর্দ্ধমান ও রুচিদত্তের গ্রন্থ হইতে 'যথাদৃষ্টং' উদ্ধৃত, একটি অক্ষরও রামভদ্রের রচনা নহে এবং রামভদ্রের তদ্রত্য ব্যাখ্যার সহিত সংযোগহীন। দ্বিতীয় স্তবকে শঙ্কর মিশ্রের তিনটি ব্যাখ্যাংশ আছে। শেষটি (পৃ. ৪৮) আমাদের পুথিতে নাই। আমাদের অনুমান, মূলের গদ্যাংশ ও শঙ্করমিশ্রকৃত ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী যোজনা—রামভদ্রের রচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। পঞ্চম স্তবকের প্রারম্ভে 'বেদলক্ষণব্যাখ্যা'ও (পৃ. ৬৩-৬, "ননু কিং নাম বেদত্বং" প্রভৃতি) রামভদ্রের একটি পৃথক্ বাদগ্রন্থ ক্রোড়পত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুথিতে ইহা নাই, পার্শ্বে একটি টিপ্পনী রহিয়াছে—"অত্রত্যক্রোড়ে বেদলক্ষণব্যাখ্যা" (৩৫।২ পত্রে)। রামভদ্রী বেদলক্ষণব্যাখ্যার পৃথক্ পুথিও আমরা পাইয়াছি।

রামভদ্রের ছাত্র:—নবদ্বীপের কোন নৈয়ায়িকই রামভদ্রের ন্যায় ছাত্রসম্পদ্ লাভ করেন নাই। তাঁহার চারি জন প্রধান ছাত্র নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের চারিটি স্তম্ভস্বরূপ। তন্মধ্যে মথুরানাথ তর্কবাগীশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মথুরানাথ যে রামভদ্রের ছাত্র, এই অভিনব তথ্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে সার্ব্বভৌমমত খণ্ডন স্থলে মথুরানাথ লিখিয়াছেন (ঢাকার পুথি, ১৩০।২ পত্রে):—"অত্র বিশিষ্ট-নিরূপিতাধেয়ত্বস্যাতিরিক্তত্বোপাদানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব-সাধ্যাভাবচ্ছেদক-সংবন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাববদ্বৃত্ত্বধিকরণযৎকিঞ্চিদ্‌ব্যক্তিসামান্যকত্বস্য বিবক্ষণায়োক্তদোষ ইত্যস্মদ্‌-গুরুচরণাঃ।" জগদীশ তর্কালঙ্কারও (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ২৪৭-৮) এ স্থলে অবিকল এই সন্দর্ভই 'ইত্যস্মদ্‌গুরুচরণাঃ' বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মথুরানাথ ও জগদীশ উভয়ে এক গুরুর ছাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। জগদীশ তর্কালঙ্কার যে রামভদ্রের ছাত্র, বর্ত্তমানে তাহা অবিসংবাদিত

(ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৮)। জগদীশ ১৬০০ খ্রীঃ পূর্ব্বেই গ্রন্থ রচনা করেন—পরে নহে। মথুরানাথ তাঁহার এক যুগ (১২ বৎসর) পূর্ব্ববর্ত্তী ধরা যায়। সুতরাং রামভদ্র সার্ব্বভৌমের অভ্যুদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যায়। রামভদ্রের তৃতীয় ছাত্র নানাগ্রন্থকার **গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম**—"যো গৌড়োত্তরদেশ-দিগ্‌গজ ইব শ্রীসার্ব্বভৌমো মহান্‌" (আনন্দলহরীতরি, *J. A. S. B.*, 1915, pp. 284-5)। গৌরীকান্ত তর্কভাষার টীকায় (২য় শ্লোকে) রামভদ্রগুরু'র সেবা করিয়াছেন (*Tanjore Cat.*, p.4666)। রামভদ্রের চতুর্থ ছাত্র কাশীনিবাসী মহানৈয়ায়িক 'জগদ্‌গুরু' **জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন**। অনুমানদীধিতির টীকায় জয়রাম বন্দনা করিয়াছেন : "মূর্দ্ধ্যাধায় চ রামভদ্রচরণদ্বন্দ্বারবিন্দদ্বয়ম্‌" (*J. A. S. B.*, 1915, p. 283)। রামভদ্রের ছাত্রচতুষ্টয়ের পৃথক্‌ বিবরণ পরে লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তন্মধ্যে অন্ততঃ দুই জন 'জগদ্‌গুরু' হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মথুরানাথের পিতা জগদ্‌গুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার এবং গদাধর-গুরু জগদ্‌গুরু হরিরাম তর্কবাগীশও সম্ভবতঃ রামভদ্রের ছাত্র ছিলেন।

রামভদ্রের কুলপরিচয়ঃ—সৌভাগ্যক্রমে একটি রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আমরা রামভদ্রের উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। বন্দ্যঘটীবংশের 'বৃহদ্‌-বল্লপাশী' প্রকরণে 'বাইসা লম্বোদর' নামে একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, পৃ. ৬১)। লম্বোদরের এক পুত্র 'গদাই'—তৎপুত্র গোবিন্দ 'ভঞ্জঃ'। তৎপুত্র হরিদাস। "হরিদাসসুতৌ রাঘব-রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যৌ।" এই রঘুনন্দনই 'স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য' হওয়া বিচিত্র নহে। রাঘব-সুত রামকৃষ্ণ—**অস্য বিবাহ মুং রামভদ্র সার্ব্বভৌমস্য কন্যা নদিয়াবাসী** (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথি, ৪০।১ পত্র)। রামকৃষ্ণ বল্লালী আদিকুলীন 'মহেশ্বর' হইতে অধস্তন ১২ পুরুষ এবং নিঃসন্দেহ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এতদনুসারে রামভদ্র সার্ব্বভৌম 'মুখোপাধ্যায়'-বংশীয় বংশজভাবাপন্ন ছিলেন প্রমাণ হইতেছে। নবদ্বীপে এই রামভদ্রের বংশ সম্ভবতঃ বিদ্যমান ছিল, এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে পাওয়া যায় (১ম সং, পৃ. ১২৪), 'ডাক্তার শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য' এক রামভদ্রের বংশধর ছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, উক্ত শ্রীপতি ডাক্তার 'মুখার্জ্জি'-বংশীয় ছিলেন—তিনি সম্ভবতঃ রামভদ্র সার্ব্বভৌমেরই বংশধর ছিলেন। রামভদ্র ন্যায়ালংকার কোন্‌ বংশীয়, এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু রামভদ্র সার্ব্বভৌম যেমন স্বনামধন্য ছিলেন, ন্যায়ালংকার তদ্রূপ ছিলেন না। ন্যায়ালংকারের বংশ তাঁহার পিতা দিগন্ত-বিশ্রুতকীর্ত্তি শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির নামেই প্রচারলাভ করিত, রামভদ্রের নামে নহে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের প্রপিতামহ 'রামভদ্র সিদ্ধান্ত' কুসুমাঞ্জলির টীকাকার ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ. ৭৯৯)। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। এই রামভদ্র সিদ্ধান্ত খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন নিশ্চিত। তিনি শব্দশক্তির টিপ্‌পনীকারও হইতে পারেন না (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ১৭২)।

৪। জগদ্‌গুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার

মথুরানাথ তর্কবাগীশ স্বরচিত অনুমানদীধিতিরহস্য ও গুণদীধিতিরহস্যের প্রারম্ভে পিতৃবন্দনা করিয়াছেন :—

জগদ্‌গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্ধ্নি ধারয়ন্।
তৎসুতো মথুরানাথঃ দীধিতিং স্ফুটয়ত্যমূম্॥

'জগদ্‌গুরু' বিশেষণপদ হইতে প্রতিপন্ন হয়, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। মথুরানাথ 'পিতৃচরণাস্ত' বলিয়া তাঁহার বহু সন্দর্ভ নানা গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন (অনুমানরহস্য, সোসাইটি-সং, পৃ. ১৬৩-৪, ২২৪-৫ দ্রষ্টব্য)। নবদ্বীপাদি স্থানে আবহমানকাল প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, এই শ্রীরাম ও তৎপুত্র মথুরানাথ, উভয়েই রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৫-৬। শ্রীরামের একাধিক গ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ায় উক্ত প্রবাদ অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১। কাশীর সরস্বতীভবনে শ্রীরাম-রচিত অনুমানদীধিতিটীকার একটি ক্ষুদ্র খণ্ডিত প্রতিলিপি (৪৬ পত্র, অনুমিতিপ্রকরণের প্রথমাংশ মাত্র) রক্ষিত আছে। প্রারম্ভ যথা :—

শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বং প্রণম্য পরমাদরাৎ।
হৃদি কৃত্বা চ নিখিলং সার্ব্বভৌমস্য সদ্বচঃ॥
অনুমানপরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাং দীধিতিকৃৎকৃতাং।
প্রকাশয়তি যত্নেন শ্রীরামঃ সুধিয়াং মুদে॥

এই টীকা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের টীকা অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বটে। ৪৫।২ পত্রে শ্রীরামের গুরুমত উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা :—"[illegible] রক্তদণ্ডবানিত্যাদৌ বিশেষণতাবচ্ছেদকজ্ঞানস্য সংশয়াত্মনো দানং ন যুক্তিসহম্। রক্তো দণ্ড ইতি জ্ঞানং তাবজ্জনকং তাদৃশবিষয়তাসংশয়েপ্যস্তি, পরন্তু তত্রাভাববিষয়তা-প্যধিকা…। তথা রক্তো দণ্ডো ন বেতি সংশয়ানন্তরে রক্তত্বরক্তত্বাভাবে দণ্ডনিরূপিতবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব-গাহিজ্ঞানমেবোৎপত্ত্যর্হমিত্যস্মদ্‌গুরবোহনুরোধা(ৎ) ব্যবস্থাপয়ন্তি॥"

২। আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটিপ্পনী : চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত আত্মতত্ত্ববিবেকের সংস্করণে দীধিতি সহ এই টিপ্পনী মুদ্রিত হইতেছে। ইহার প্রারম্ভশ্লোকদ্বয় অবিকল একরূপ, কেবল 'অনুমান-পরিচ্ছেদে'র স্থলে 'আত্মতত্ত্ববিবেকস্য' আছে। শ্রীরামের অপর কোন গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীরাম অপরাপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। রূপনারায়ণ-রচিত আখ্যাতবাদটীকার এক স্থলে (এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি, ২১২ পত্র) পাওয়া যায়, "অত্র শ্রীরামভট্টাচার্য্যাঃ—অব্যয়-নিপাতাতিরিক্তস্থলে প্রকৃত্যর্থদ্বয়স্য ভেদেনান্বয়ো নাস্তীতি নিষ্কর্ষং বদন্তি, তেষাময়মাশয়ঃ…।" বুঝা যায়, শ্রীরাম আখ্যাতবাদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মথুরানাথ-রচিত 'লীলাবতীপ্রকাশরহস্য' গ্রন্থে তাঁহার পিতৃসন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা :—"পিতৃচরণাস্ত নির্দ্ধারণষষ্ঠ্যাদেরভেদমাত্রমর্থঃ পরন্তু শুক্লত্বাদেঃ ক্ষত্রিয়াত্যন্তরব্যাপকভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ববিশিষ্টতাদাত্ম্যসম্বন্ধেন নরাভিন্নক্ষত্রিয়াদাবন্বয় ইতি নাতি-প্রসঙ্গ ইত্যাহুরিতি দিক্।" (৩১ পত্র) এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীরাম লীলাবতীর উপরও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পুণায় "শ্রীমত্তর্কালংকার-ভট্টাচার্য্যশ্রীরাম-বিরচিতা" যোগ্যানুপলব্ধি নামে একটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ আছে (No. 302 of 1895-1902, পত্রসংখ্যা ৩)। আমরা তাহা পরীক্ষা করিয়াছি। এক স্থলে লীলাবতীপ্রকাশের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৩।২)। শ্রীরামের ন্যায়গুরু 'সার্ব্বভৌম' কে ছিলেন? শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে বাসুদেব সার্ব্বভৌম বলিয়া মনে করেন (*S. B. Studies,*

Vol. V, p. 135)। কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আত্মতত্ত্ববিবেকটিপ্পনীর এক স্থলে (পৃ. ২৩) শ্রীরাম 'গুরুচরণাস্তু' বলিয়া দীধিতির উপর তদীয় গুরুমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বহু স্থলে (পৃ. ২০, ৩৬, ৮১, ১৭৩-৪ দ্রষ্টব্য) দীধিতির পূর্ব্বতন টীকাকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরামের ন্যায়গুরু 'সার্ব্বভৌম' বাসুদেব সার্ব্বভৌম নহেন নিশ্চিত, পরন্তু শিরোমণির সম্প্রদায়ভুক্ত অপর কোন ব্যক্তি। আমাদের অনুমান, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, কিম্বা রামভদ্র সার্ব্বভৌম শ্রীরামের গুরু ছিলেন। শ্রীরামের অনুমানদীধিতিটীকার পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভ কৃষ্ণদাসী টীকায় (পৃ. ১৯-২০) পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহা রামভদ্রের কিম্বা কৃষ্ণদাসরচিত 'অনুমানালোকপ্রসারিণী'র সন্দর্ভও হইতে পারে।

শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ভবানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমান-দীধিতির সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণের শেষে একটি পঙ্‌ক্তির প্রচলিত পাঠ এই :—"অতএব সমবায়ৈকত্বেন দ্রব্যত্বাদিপ্রতিযোগিকত্বগুণাদ্যনুযোগিকত্বোভয়সত্ত্বেঽপি দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ সংযোগস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহেঽপি চ নাতিব্যাপ্তিরিত্যপি বদন্তি।" এই পাঠ কৃষ্ণদাস (পৃ. ১৬৪), ভবানন্দ (পৃ. ৩৬০), জগদীশ (পৃ. ২৫৫) ও গদাধরের (সোসাইটি-সং, পৃ. ৭৩৮-৯) সম্মত বটে। ভবানন্দ এ স্থলে ব্যাখ্যা করিতেছেন (পৃ. ৩৬০)—"চকারঃ প্রামাদিক ইতি বহবঃ। বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাদিত্যাদৌ সংযোগস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহেঽপি চ নাতিব্যাপ্তির-ব্যাপ্তির্ব্বেত্যেব পাঠ ইত্যন্যে।" আমাদের নিকট রক্ষিত ভাবানন্দীর ৬৮।২ পত্রে এ স্থলে উপব্যাখ্যা আছে, (অন্যে অর্থাৎ) 'শ্রীরামভট্টাচার্য্যাঃ'। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শেষোক্ত পাঠ একমাত্র শ্রীরামের পুত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাঠ অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা, "কচিচ্চ বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিতি পাঠঃ অগ্রেঽপি নাতিব্যাপ্তিরিতি পাঠঃ। স যদ্যপি অসঙ্গতঃ··· তথাপি···কুসৃষ্ট্যা ব্যাখ্যেয়ং। বস্তুতস্তু তাদৃশপাঠোঽপ্রামাণিক এবেতি মন্তব্যম্।" (অনুমানদীধিতি-রহস্য, ঢাকার ২০৯৮ সং পুথি, ১৩৩।১ পত্র ও পরিষদের ১০৩৮ সং পুথি, ১২২।১ পত্র) অভিজ্ঞ উপব্যাখ্যাকার এ স্থলে সুপ্রসিদ্ধ মথুরানাথের পরিবর্ত্তে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়া একটি মূল্যবান্ কালনির্দ্দেশের সূচনা করিয়াছেন যে, ভবানন্দ শ্রীরামের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং মথুরানাথের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কৃষ্ণদাসের ছাত্র হইয়া থাকিলে শ্রীরাম ভবানন্দেরই বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল ১৫৪০-৬০ খ্রীঃ মধ্যে আপাততঃ নির্ণয় করা যায়।

মথুরানাথের পিতামহ অর্থাৎ শ্রীরামের পিতাও সম্ভবতঃ নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম কিম্বা উপাধি এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। দ্রব্যকিরণাবলীর প্রারম্ভে 'অতিবিরসমসারম্' ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মথুরানাথ দুই স্থলে পিতামহের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'মানবার্ত্তাবিহীনং' পদের সমুদ্রপক্ষে ব্যাখ্যা যথা, "মানবস্য মানুষস্যার্ত্তম্ আর্ত্তিঃ পীড়া, সাঽবিহীনাঽত্যন্ত-লবণজলপানাদিনা যস্মাদিত্যর্থ **ইত্যস্মৎপিতামহচরণাঃ।**" 'অসারং' পদের ব্যাখ্যা যথা, "অকারো বিষ্ণুবচনঃ, তেন বিষ্ণুঃ সারো যত্র তমিত্যর্থ **ইত্যস্মৎপিতামহচরণাঃ।**" উভয় স্থলেই লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত হইয়াছে। মথুরানাথের নিজের ব্যাখ্যা উভয় স্থলেই প্রাঞ্জল বটে ("মানমিয়ত্তা, তৎসংখ্যয়া হীনম্ অপরিমিতমিত্যর্থঃ। সারো ধনং তৎশূন্যমিতি")। মথুরানাথ ভক্তিনিবন্ধন মাত্র পিতামহের উল্লেখ করিয়াছেন।

নবদ্বীপে অনেক পরবর্ত্তী আর একজন শ্রীরাম তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। সামান্য-নিরুক্তিগাদাধরীর একটি পত্রিকায় আমরা পাইতেছি :—"অয়ন্তু হেত্বাভাসে ভট্টাচার্য্যদূষিতসিদ্ধান্তবাগীশস্য **শ্রীরামতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্য**-কৃতপরিষ্কারঃ।" (২০।১ পত্রে)

শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের গৃহে ১৪৯০ শকে একটি ভূমিবিক্রয় দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

নবদ্বীপের একটি প্রাচীন লেখ্যঃ- ৬০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ১৪৯০ শকাব্দের একটি বাটীবিক্রয়পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন ('উষা' নামক বৈদিক পত্রিকার প্রথম ভাগ, ১০ম খণ্ড, ১৮১৩ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা)। এ যাবৎ কোন ঐতিহাসিক এই মূল্যবান্ প্রমাণপত্রটি যথাযথ আলোচনা করেন নাই। আমরা মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণি-রচিত 'বিবাহতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থের একটি জীর্ণ প্রতিলিপি সামশ্রমী মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; লিপিকালাদি এই :—

শাকে বিধুনবস্তুবনৈরব্দে রামং প্রণম্য লিপিমকরোৎ।
শ্রীযুতবাণীনাথো বিবাহতত্ত্বার্ণবস্যান্ত ॥

এই বাণীনাথ শ্রীনাথের পৌত্র ছিলেন বলিয়া সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু কি প্রমাণবলে, তাহা লিখিত হয় নাই। প্রতিলিপির আদ্য পৃষ্ঠে 'শ্রীজগদীশ শর্ম্মা'র এক পুত্রের জাতপত্র লিখিত ছিল (জন্মশক ১৪৯৬)—সামশ্রমী মহাশয় এই জগদীশকে জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন। লিপিকার বাণীনাথ শ্রীনাথের পৌত্র হইলে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কারের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল 'বাণীনাথ ভট্টাচার্য্য' এবং তিনিই যদি লিপিকার হন, তাহা হইলে উক্ত জাতপত্র জগদীশ তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের হওয়া অসম্ভব নহে। এই জীর্ণ গ্রন্থমধ্যে তালপত্রে লিখিত একটি বিক্রয়পত্র ছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"স্বস্তি সমস্তসুপ্রশস্তীত্যাদি মহারাজাধিরাজ **শ্রীশ্রীহজরত .আল্লে**-দেবপাদানামভ্যুদয়িনি গৌড়রাজ্যে ওজীর **শ্রীসেখ ফরিদ** মহা (? সাহা)ধিষ্ঠিত-হুসেনাবাজমুল্লুকে **শ্রীশিখিমহাপাত্র**-মহাশয়াধিকৃতনবদ্বীপসীকে নবত্যধিকচতুর্দ্দশশতাব্দীয়শ্রাবণে মাসি **শ্রীরামতর্কালঙ্কার**-ভট্টাচার্য্যাণাং সদসি শ্রীজগন্নাথাচার্য্যাৎ শিবাঙ্কাধিকবণ্ড্রীং মূল্যমাদায়, পূর্ব্বস্যাং গোবিন্দশরণবাটী দক্ষিণস্যাং শ্রীকৃষ্ণদাস-চক্রবর্ত্তিবাটী পশ্চিমায়াং পুষ্করিণী উত্তরস্যাং দিশি শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যবাটী ইত্থং চতুঃসীমাবন্ধং বাব (? র) কোণারামান্তর্গতং বাটীখণ্ডং শ্রীবল্লভাচার্য্য-হরিদাস-পণ্ডিতাভ্যামুপরিলিখিতনাম্নি বিত্তদাতরি বিক্রীতমিতি শাক ১৪৯০ তি ৪ শ্রাবণম্ ॥

শ্রীবল্লভাচার্য্যস্য। শ্রীহরিদাস সম্মনঃ (বালকঃ)।

'অত্রার্থে সাক্ষিণঃ' বলিয়া ২১ জনের নাম আছে, তাহা 'উষা' পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। ইতিহাসে পাওয়া যায়, 'হজরত আল্লে' সুলেমান কররানির উপাধি ছিল। নবদ্বীপ তৎকালে 'হুসেনাবাদ' পরগণার অন্তর্ভুক্ত একটি 'সীক' ছিল এবং শাসনকর্ত্তৃদ্বয়ের নাম সম্পূর্ণ নূতন। তখনও ভবানন্দ মজুমদারের বংশ নবদ্বীপাধিকার প্রাপ্ত হন নাই বুঝা যায়।

৫। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ

ভবানন্দের গ্রন্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গৌরবের সহিত অধীত হইয়াছে, অথচ তাঁহার নাম নিজ বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি দয়াপূর্ব্বক কোন কোন ব্যাকরণ পরীক্ষায় ক্ষুদ্র 'কারকচক্র' গ্রন্থ পাঠ্য করায় ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নামটি কোন প্রকারে বর্ত্তমান পণ্ডিতসমাজে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তবাগীশই যে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন, ইহা বোধ হয় অনেক পণ্ডিতই অবগত নহেন।

বাঙ্গলার চারি জন মহানৈয়ায়িকের সম্বন্ধে যে শ্লোক প্রচারিত ছিল :—

গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥

তাহাতে অনুমান-দীধিতির টীকাকারদের মধ্যে ভবানন্দকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অর্পিত হইয়াছে। ভবানন্দের সম্বন্ধে এ-যাবৎ যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপ্রমাদবহুল।[১২] ভবানন্দের গ্রন্থরাজি যথোচিত আলোচনা করিয়া তাহার সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধন আবশ্যক।

গ্রন্থাবলী :—ভবানন্দ, শিরোমণির রচিত প্রচলিত ৮ খানা গ্রন্থেরই অতি সমীচীন টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এ-যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) **প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা** :—ইহার একটিমাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মুদ্রিত সূচি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিমধ্যে চেষ্টা করিয়াও আমরা এই দুর্লভ গ্রন্থটি উদ্ধার করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি নাই। (দর্শনের ৪০৪ সংখ্যক পুথির বিবরণ, তত্রত্য মুদ্রিত সূচির পৃ. ২৪৩ দ্রষ্টব্য)। সৌভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজেরই অমুদ্রিত-সূচি গ্রন্থসঞ্চয়ের মধ্যে আদিখণ্ডিত অপর একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—পত্রসংখ্যা ৯৪ (২৷৷৵০ + ৫২, একটিতে পত্রাঙ্ক ১০৫ লিখিত আছে—অর্থাৎ উপলভ্যমান অংশও পূর্ণাকারে পাওয়া যায় নাই)। উৎপত্তিবাদ হইতে অন্যথাখ্যাতি পর্য্যন্ত দীধিতি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া টীকা সমাপ্ত হইয়াছে। দীধিতির শেষ প্রতীক "কারণবাধস্তেতি" ব্যাখ্যাত হওয়ার পর সমাপ্তিসূচক পুষ্পিকা যথা,—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা প্রত্যক্ষদীধিতিটিপ্পনী সমাপ্তঃ" (?)। লক্ষ্য করিতে হইবে, যাঁহারা অন্যথাখ্যাতিবাদের পরেও দীধিতিগ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত দীধিতির প্রাচীনতম টীকাকার ভবানন্দ ও তদীয় গুরু কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যাগ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয় না।

(২) **অনুমানদীধিতিটীকা** :—ইহাই ভবানন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং তাঁহার ভারতব্যাপিনী খ্যাতির নিদান। এই প্রতিলিপি বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—কাশ্মীর, পুণা, মাদ্রাজ, তাঞ্জোর প্রভৃতির পুথিশালায় সুপ্রাপ্য। সৌভাগ্যবশতঃ এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের সম্পাদনায় ইহার প্রথমাংশ (ব্যাপ্তিগ্রহোপায়-প্রকরণ পর্য্যন্ত) মুদ্রিত হইয়াছে।

১২। নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯-৭০ ; ২য় সং, পৃ. ১৫৪-৬ দ্রষ্টব্য। ইংরাজীতে স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান্ বিবৃতি (*J. A S. B.*, 1915, pp. 285-6) অবলম্বন করিয়া পরে বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে :—Vidyabhusana : *Hist. of Indian Logic*, p. 479 ; *S. B. Studies*, Vol. V, p. 137 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভবানন্দের পরবর্ত্তী জগদীশ ও গদাধরের টীকা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ভবানন্দের এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পঠন-পাঠন নবদ্বীপ হইতে উঠিয়া যায়। ভবানন্দের সম্প্রদায় তাঁহার পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নবদ্বীপে সসম্মানে জীবিত ছিল, রুদ্রের বিবরণে ইহার প্রমাণ লিখিত হইবে। এই তিন জন দীধিতির শ্রেষ্ঠ টীকাকারেরই ব্যাখ্যাকৌশল উৎকৃষ্ট এবং ইহাদের ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্য মিল পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি ভবানন্দের টীকা নবদ্বীপে কেন বিরলপ্রচার হইল, তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার বাহিরে নব্যন্যায়-চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইল ৺কাশীধাম। ইহা একটি বিস্ময়কর কথা যে, ভবানন্দের এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন বঙ্গদেশে অর্থাৎ নবদ্বীপে লোপ পাইলেও কাশীতে ইহা বহু কাল পর্য্যন্ত গৌরবের সহিত অবাঙ্গালী দ্বারা বিশেষভাবে চর্চ্চিত হইয়াছে এবং জগদীশ গদাধর অপেক্ষাও বাঙ্গলার বাহিরে ভবানন্দের নাম অধিক পরিচিত। কাশীবাসী 'ধুণ্ডিরাজ' নামক একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় কবি 'গীর্ব্বাণবাঙ্-মঞ্জরী' নামে বালকপাঠ্য word-book জাতীয় ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। পুণার একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (B. O. R. I. No. 21 of 1919-24, পত্রসংখ্যা ২০)—গ্রন্থকার অমাত্য আসাদ খাঁ ও তৎপুত্র জুল্ফিকার খাঁর জীবদ্দশায় অনুমান ১৭০৮-১০ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচনা করেন। এক দণ্ডীর সহিত পুরন্দর ভট্টাচার্য্যের উক্তিপ্রত্যুক্তিমধ্যে পাওয়া যায়:—(১০ পত্রে) "অরে তব পিতা বারাণসীং ত্যক্ত্বা গৌড়দেশে বহুবর্ষপর্য্যন্তং কিমর্থং স্থিতঃ? বিদ্যাভ্যাসার্থং স্থিতঃ। তর্হি কাশ্যামধ্যাপনং ন ভবতি কিম্? ন ভবতি কুতঃ, ভবতি, পরন্তু তত্র তর্কে অধীতম্। কিং কিমভ্যস্তং ত্বয়া? ময়াদৌ পঞ্চপ্রকরণান্যধীতানি, ততঃ চিন্তামণিরধীতঃ, পশ্চাৎ শিরোমণিরভ্যস্তঃ। তদনু মথুরানাথী অধীতা, ততঃ ভবানন্দী পঠিতা, ততঃ মিশ্রাস্তা অপি গ্রন্থাঃ দৃষ্টাঃ॥"

এ স্থলে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তখনও কাশীতে জগদীশ-গদাধর ভবানন্দকে অভিভূত করিতে পারেন নাই। কাশীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক ন্যায়কৌস্তুভকার মহাদেব ভট্ট খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে[১৩] ভবানন্দের অনুমানদীধিতিটীকার উপর 'ভবানন্দীপ্রকাশ' নামে এক বিরাট্ ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং 'সর্ব্বোপকারিণী' নামে অপর একটি ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিলিপি বাঙ্গলার বাহিরে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে সুপ্রাপ্য। মহাদেব গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন, (গদাধর প্রভৃতি) গৌড়ীয়গণ ভবানন্দের উপরি অযথা যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার উদ্ধারের জন্যই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন:—

অনালোচ্য সিদ্ধান্তবাগীশবাণ্যাং বৃথাসূরিভিঃ পণ্ডিতৈর্গৌড়জাতৈঃ।
যদুদ্ভাবিতং দূষণাভাসবৃন্দং তদুদ্ধারণার্থো মমোদ্যোগ এষঃ॥ (৭ম শ্লোক)

এতদ্ভিন্ন মহাদেবের পুত্র দিনকর ভট্ট, গুরুপণ্ডিত, বিশ্বেশ্বর (সোসাইটীতে পুথি আছে), বিশ্বনাথসুত বীরেশ্বর (*Baroda List*, I, No 359) এবং খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানা গ্রন্থের টীকাকার

১৩। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত মহাদেব-রচিত 'মুক্তাবলীপ্রকাশে'র একটি মূল্যবান্ প্রতিলিপির কাল ১৭৫৮ সম্বৎ (অর্থাৎ ১৭০১-২ খ্রীঃ)। সুতরাং মহাদেবের গ্রন্থরচনাকাল ১৭০০ খ্রীঃ পরে না হইয়া পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। মহাদেবের স্বহস্তলিখিত একটি পুস্তকের (যদুদেব-কৃত কুসুমাঞ্জলিটীকার) লিপিকাল ১৭৩৯ সম্বৎ (অর্থাৎ ১৬৮৩ খ্রীঃ—*S. B. Studies* V, p. 153)।

কৃষ্ণমিশ্রাচার্য্যও ভবানন্দের উপটীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই অবাঙ্গালী। কৃষ্ণমিশ্রের 'ভবানন্দীপ্রদীপে'র একটি প্রতিলিপির পত্রসংখ্যা ৯১৪ (*Oudh Cat.* Fasc. x, 1878, pp. 16-7)। ১৯শ শতাব্দীতেও কাশী অঞ্চলে ভবানন্দের গ্রন্থ পঠিত হইত, এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

(৩) **আখ্যাতবাদটীকা** :—এই দুর্লভ গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ পুথি (পত্রসংখ্যা ১৬, লিপিকাল ১৬৫৮ শক) সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে দেখিয়াছি। অপর একটি ছিন্ন আদিখণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। গ্রন্থারম্ভে কোন মঙ্গলশ্লোক নাই। গ্রন্থশেষের পুষ্পিকা যথা :—(অস্মদীয় পুথি) "ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা শিরোমণিকৃতাখ্যাতবাদসারমঞ্জরী সমাপ্তা॥ পাপপুঞ্জযুতে রুদ্রে ন্যায্যমেবাস্তুতং ময়া। কিন্তু মাভূরিদং চিন্ত্যং শিবাখ্যাতে জগৎপ্রভো॥ মলাখ্যে শ্রাবণে মাসি রুদ্রঃ ক্ষুদ্রমতিঃ পুনঃ। লিলেখ গ্রন্থমেনন্তু জরসন্তাপসংযুতঃ॥" এই লিপিকার রুদ্র খুব সম্ভবতঃ ভবানন্দের পৌত্র স্বয়ং রুদ্র তর্কবাগীশ। প্রতিলিপিটি অতি বিশুদ্ধ এবং ভ্রমপ্রমাদ-বর্জ্জিত।

(৪) **নঞ্‌বাদটীকা** :—মাথুরীর শব্দখণ্ডের সহিত শিরোমণির নঞ্‌বাদ সটীক মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে টীকাটিতে রচয়িতার নাম নাই, তাহা ভবানন্দ-রচিত বটে। কারণ, ঐ টীকারই একটি প্রতিলিপির শেষে (Madras, D. 4256) স্পষ্ট কর্ত্তৃনির্দ্দেশ আছে :—

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিনির্ম্মিতঃ।
নঞ্‌বাদার্থপ্রদীপোয়ং নিহন্তু সুধিয়াং তমঃ॥

তদ্ভিন্ন গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে (পৃ. ১০৮১) স্বরচিত গ্রন্থান্তরের নির্দ্দেশ আছে—"এতত্তু শব্দকারসারমঞ্জর্য্যাং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির পাঠ "শব্দালোকসারমঞ্জর্য্যাং")।

(৫) **গুণদীধিতিটীকা** :—এই দুর্লভ গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি আমরা নবদ্বীপে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—পত্রসংখ্যা ১০৫ (সম্পূর্ণ), প্রতি পত্রের পার্শ্বে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি আছে—'গুণশি সিটী'। গ্রন্থশেষে স্বত্বাধিকারীর নাম আছে—"শ্রীশ্রীহরিসার্ব্বভৌমস্য পুস্তকমিদং"। সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। (H. M. 121, ৭ পত্র)। গুণশিরোমণি অর্থাৎ গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি গ্রন্থ ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও নানা টীকা সহ কিরূপ নিবিড় ভাবে নবদ্বীপে অধীত হইত, তাহার নিদর্শন আমরা উল্লেখ করিয়াছি (পৃ. ১১৬)। দেখা যায়, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, গুণানন্দ এবং ভবানন্দের টীকাই নবদ্বীপে প্রচারিত ছিল। জগদীশ কিংবা গদাধর গুণশিরোমণির টীকা করেন নাই এবং রামকৃষ্ণ প্রভৃতির টীকা নবদ্বীপে প্রচারিত হয় নাই। ভবানন্দের টীকায় বহু পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারের মত 'অন্যে,' 'কেচিৎ,' 'নব্যাঃ,' 'মান্যাঃ' (১৬।২ পত্রে) প্রভৃতি নির্দ্দেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৬) **লীলাবতীশিরোমণিটীকা** : ইহাও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস-গ্রন্থাগারে একটি প্রতিলিপির সন্ধান পাওয়া যায় (*I. O. Cat.* I, p. 668, পত্রসংখ্যা ৫৮, খণ্ডিত)। পার্শ্বের সাঙ্কেতিক পরিচয়লিপি 'লী. শি. টী. ভ.' হইতে সূচিকার ভবানন্দের কর্তৃত্ব ধরিতে পারেন নাই। মনোহর মঙ্গলশ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :

নবনীলাম্বুদরুচিরং চরণরণৎকিঙ্কিণীজালং।
হৈয়ঙ্গবীনচৌরং নন্দকিশোরং নমস্যামঃ॥

পুণার একটি পুথিতে (No. 178 of 1895-98) শ্লোকটির পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—"খুলমধুরং…। নবনীতাঞ্জন-চোরং কমপি কিশোরং…॥ পুণার পুথির শেষে (৪১।২ পত্রে) কর্তৃনির্দেশ আছে—"ইতি শ্রীভবানন্দ-সার্ব্বভৌম(?)বিরচিতমেবকারটিপ্পনং।" লীলাবতীশিরোমণির প্রথমাংশে বস্তুতঃ এবকারবাদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবকারটিপ্পন বলিয়া লিখিত হইলেও পুণার খণ্ডিত পুথিতে এবকারের পরবর্তী মাত্রপদের শক্তিবিচার এবং নির্ধারণতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভবানন্দ-রচিত পদার্থখণ্ডনটীকা এবং বৌদ্ধাধিকারশিরোমণিটীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষধর মিশ্রকৃত আলোকের ভবানন্দরচিত টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৭) **প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী:** এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার একাধিক প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, প্রায়ই খণ্ডিত। অন্যত্রও ইহা দুষ্প্রাপ্য নহে। জম্মুর রঘুনাথজীর মন্দিরে রক্ষিত (Stein: *Jammu Cat.*, 1894, pp. 145, 332-3) একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৩১৫) উল্লেখযোগ্য। এই টীকার প্রারম্ভে কোন মঙ্গলাচরণ-শ্লোক নাই। শেষে আছে:—

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিনির্ম্মিতা।
অলঙ্করোতু কংসারেশ্চরণৌ সারমঞ্জরী॥
ময়ি নব্যধিয়া কৃতিং মদীয়াং বিবুধা নৈব মুধাবমানয়ন্তু।
নহি জাতু বিহাতুমুৎসহন্তে প্রতিপচ্চন্দ্রমসো রুচিং চকোরাঃ॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী সমাপ্তা। শেষ শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহাই ভবানন্দের প্রথম রচনা।

(৮) **অনুমানালোকসারমঞ্জরী:** এই গ্রন্থের একটি মাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতী-ভবনে রক্ষিত আছে, পত্রসংখ্যা ৫৩ মাত্র। প্রারম্ভ যথা:—

নবনীলাম্বুজরুচিরং চরণরণৎকিঙ্কিণীজালং।
হৈয়ঙ্গবীনচোরং নন্দকিশোরং নমস্যামঃ॥
অনুমানমণৌ সারমালোকীয়ং প্রযত্নতঃ।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥

মঙ্গল শ্লোকটি প্রায় অবিকল পূর্ব্বোল্লিখিত লীলাবতীশিরোমণির টীকায়ও লিখিত হইয়াছে—শেষোক্ত টীকার রচয়িতার সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তির অভাবে যদি কিছু সন্দেহ ঘটে, তাহার নিরসন এতদ্দ্বারা হইতেছে।

(৯) **শব্দালোকসারমঞ্জরী:** বহু বার অনুমানদীধিতির টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে (B. I. Ed., pp. 56, 248, 575)। ইহারও খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (*Ind. Office Cat.*, II. 561)—প্রারম্ভ যথা:—

নমস্কৃত্য গুরূন্ মূর্ধ্না শব্দালোকস্য ফক্কিকা।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥

(১০) **শব্দমণিসারমঞ্জরী:** ভবানন্দ অনুমানদীধিতিটীকার সৎপ্রতিপক্ষপ্রকরণে এই দুর্লভ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন:—"এতেন শাব্দবোধাদিকমপি ব্যাখ্যাতং। অধিকঞ্চ শব্দমণিসার(ম)ঞ্জর্য্যাং

বিবেচিতমস্মাভিঃ" (অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৫১।২ পত্র)। আমাদের নিকট ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (১-৩৫, ৪৩-৯২ পত্র)—প্রারম্ভ যথা :—

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজনখচন্দ্রমরীচয়ঃ।
নিগূঢ়ং গাহমানস্য মম সন্ত্ববলম্বনং॥
নমস্কৃত্য গুরূন্ শব্দমণৌ সারং প্রযত্নতঃ।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥

এক স্থলে (৭।১ পত্রে) "সার্ব্বভৌমমতমপাস্তম্" এবং আর এক স্থলে (৬৫।২ পত্রে) "ইত্যস্মদ্গুরবঃ" বলিয়া মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভবানন্দ সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানখণ্ডের মূলের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিম্বা গ্রন্থান্তরে উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই।

(১১) **শব্দার্থসারমঞ্জরী :** ইহাই ভবানন্দের মৌলিক রচনা এবং ইহার বিভিন্ন প্রকরণসমূহ পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায়। এ-যাবৎ আবিষ্কৃত প্রকরণসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) **কারকচক্র :** এই সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণই ভবানন্দের নাম এখন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ইহা আদরের সহিত অধীত হইত এবং এখনও হয়। ইহার উপর এতদ্দেশে বহু টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র-(দেব) তর্কবাগীশকৃত রৌদ্রী টীকা—এই টীকা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার বহুতর প্রতিলিপিতে টীকাকারের পরিচয় পুষ্পিকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে :—"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীরুদ্রদেব-তর্কবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা **পিতামহকৃত**কারকার্থনির্ণয়রৌদ্রী সমাপ্তা" (অস্মদীয় পুথির পাঠ)। পুরুষোত্তম দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পণ্ডিত 'কারকচক্র' রচনা করিয়াছেন। যথা, রুদ্র ন্যায়বাচস্পতিবিরচিত 'কারকপরিচ্ছেদ' (*Tanjore Cat.*, p. 4488), জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননকৃত 'কারকবাদ' (মুদ্রিত) ও রমানাথ ভট্টাচার্য্যকৃত 'কারকচক্র' (অভিরাম বিদ্যালঙ্কারের 'সমাসটিপ্পনী,' পৃ. ৫৫)। সুতরাং রৌদ্রীকারের পক্ষে 'পিতামহকৃত' নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল। দ্বিতীয় টীকা 'মাধবী'ও বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে, রচয়িতা নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ('মাধব তর্কালঙ্কার' নহে)। কারকচক্রের আরও দুইটি অমুদ্রিত টীকা আমরা দেখিয়াছি। নবদ্বীপ অঞ্চলে একটি টীকা পাওয়া যায়, রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। এই টীকাটি প্রাচীন এবং পূর্ব্বোক্ত মাধব সিদ্ধান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং উপজীব্য ; মাধব সিদ্ধান্ত স্বয়ং ইহা 'সারমঞ্জরী'কার জয়কৃষ্ণের রচনা বলিতেন। তাঁহার গৃহে রক্ষিত একটি প্রতিলিপির পার্শ্বে নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে :—

প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণং জয়কৃষ্ণেন ধীমতা।
কারকাত্মর্থবিবৃতের্বিবৃতিস্তন্যতে মুদা॥

কিন্তু আমাদের পরীক্ষিত ৩।৪টি প্রতিলিপিতে ইহা নাই। আমাদের হস্তগত একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপির প্রতি পত্রের পার্শ্বে 'গোবিন্দকাচ্‌টী' দেখিয়া মনে হয়, গোবিন্দ নামক কোন অজ্ঞাত নৈয়ায়িক ইহার রচয়িতা। বিক্রমপুর অঞ্চলে ১৭২০ শকে অনুলিখিত কারকচক্রের এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব টীকা পাওয়া গিয়াছে। প্রারম্ভ যথা :—

প্রণম্য পরমাত্মানং বাগীশাংশ্চ গুরূন্ নমন্।
ভাবং কারকচক্রস্য বিবৃণোমি সতাং মুদে ॥

শেষ পত্রে (৪১।২) পুষ্পিকা যথা :—

বিনির্ম্মিতা কারকচক্র-গুপ্ত-ভাবপ্রকাশা বরবর্ণমালা।
কণ্ঠে বিলগ্না নবকামিনীব মুদং সতামাবহতু প্রকামং ॥

ইতি শ্রীতর্কবাচস্পতিভট্টাচার্য্যবিরচিতা কারকচক্রভাবপ্রকাশা সমাপ্তা।

কারকচক্রের বঙ্গীয় সংস্করণের শেষে দুইটি অনুচ্ছেদ মুদ্রিত হইয়াছে (একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকা ভবতীত্যাদি), যাহা টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করেন নাই। অর্থাৎ তাহা ঠিক কারকচক্রের অন্তর্গত নহে, কিন্তু তাহা ভবানন্দেরই রচনা। কারণ, শেষ বচনে নির্দ্দেশ আছে—"প্রপঞ্চিতমিদমেবকারার্থ-বিচারেঽস্মাভিঃ।" ভবানন্দের লীলাবতীশিরোমণির টীকায় (পুণার পুথির ৪০-৪১ পত্রে) নির্দ্ধারণ-ষষ্ঠীর এতন্নির্দ্দিষ্ট বিচার যথাযথ পাওয়া যায় (এ স্থলে মুদ্রিত পাঠ "°ইদমেব কারকার্থবিচারে" ভ্রমাত্মক)।

(খ) **দশলকারবিবেচনং :** ইহাও মুদ্রিত হইয়াছে (শ্রীযুত তারানাথ তর্কতীর্থ-সম্পাদিত 'লকারার্থনির্ণয়,' ১৩২৪, পৃ. ৩২) এবং আমাদের নিকট পুথিও রক্ষিত আছে; কিন্তু প্রকরণটি কারকচক্রের ন্যায় জনপ্রিয় এবং সুপ্রাপ্য নহে।

(গ) **আখ্যাতবিচার :** "আখ্যাতস্য বাচ্যং নিরূপ্যতে" ইত্যাদি দুই পাতার একটি ক্ষুদ্র প্রকরণ ভবানন্দের রচনা বলিয়া দৃষ্ট হয়—গ্রন্থমধ্যে শিরোমণির মত আলোচিত হইয়াছে! ইহা শব্দার্থসারমঞ্জরীর অংশবিশেষ সন্দেহ নাই।

(ঘ) **ষট্‌সমাসবিবেচনং :** এই দুর্লভ প্রকরণের একটি প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রারম্ভ যথা :—"নাম্নাং সমাসো যুক্তার্থ ইতি বৈয়াকরণাঃ। নাম্নামিত্যত্র বহুত্বমবিবক্ষিতং, নামত্বং সুপঃ প্রকৃতিত্বং···।" শেষ যথা :—"যথাপ্রয়োগমন্যত্রাপ্যূহ্যং। মধ্যবর্ত্তিবিভক্তিলোপে সমাসোত্তরবর্ত্তি-বিভক্তেরপি লোপঃ, সমাসস্য প্রত্যেকপদান্যত্বাল্লিঙ্গসংজ্ঞায়াং কারকবিভক্ত্যাদিকমুৎপদ্যতে ॥ ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ্বরভট্টাচার্য্যবিরচিতং ষট্‌সমাসবিবেচনং সমাপ্তং" (৭।১ পত্রে) ॥ ষট্‌কারকবিবেচন অর্থাৎ কারকচক্রের ন্যায় ইহাও শব্দার্থসারমঞ্জরীর অংশবিশেষ সন্দেহ নাই।

এতদ্‌ভিন্ন 'ক্ত্বাবিচার,' 'উপসর্গবিচার' প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র প্রকরণ পাওয়া যায়, তাহাদের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত, কোন কোনটা ভবানন্দের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

(১২) **কারণতাবিচার :** এই ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে—পুণার একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (B. O. R. I. No. 159 of 1899-1915, পত্রসংখ্যা ১২)। প্রারম্ভে "অথ কিং কারণত্বং॥" এবং শেষে "নিমিত্তকারণতেতি সংক্ষেপঃ। ইতি ভবানন্দভট্টাচার্য্য-বিরচিতে (?) কা(রণ)তাবিচারঃ সমাপ্তঃ।" আমাদের অনুমান হয়, ভবানন্দ এই জাতীয় বাদগ্রন্থ আরও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু হরিরাম তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থসমূহ প্রচারিত হইলে ভবানন্দ প্রভৃতির রচনা লুপ্ত হইয়া যায়।

শিরোমণির উপরি ভবানন্দের ব্যাখ্যাগ্রন্থও পরে 'সারমঞ্জরী' নামেই পরিচিত হইয়াছিল। 'আখ্যেয়শক্তিবিচার' নামক একটি বাদগ্রন্থের এক স্থলে (২।১ পত্রে) "ইতি যৎসমানাধিকরণা ইতি লক্ষণব্যাখ্যানে সারমঞ্জরীকৃতঃ" বলিয়া ভবানন্দের অনুমানদীধিতিটীকার একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে ভবানন্দ তাঁহার গৌরবময় 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি দ্বারাই পরিচিত ছিলেন এবং স্থলে স্থলে 'সিদ্ধান্তবাগীশানুযায়িনঃ' বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল : এ বিষয়ে প্রায় সকলেই এ যাবৎ অল্পবিস্তর ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন। ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ দ্বারা নির্ণীত হইবে।

(১) সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার বহু স্থলে ভবানন্দের মত নামোল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ দুইটি স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল :—(ক) শিরোমণির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনেক মতভেদ আছে। জগদীশ একটি মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :—"অখণ্ডো দুঃখানবচ্ছিন্নঃ আনন্দো যস্মাদেতাদৃশো বোধো যস্য তস্মৈ ষষ্ঠ্যর্থস্তু বিষয়তেত্যপি কশ্চিৎ"। এই ব্যাখ্যা ভবানন্দের কল্পিত, যথা—"অখণ্ডো দুঃখাসম্ভিন্ন আনন্দো যস্মাদেবংভূতোপাসনাত্মকো বোধো যস্যেতি বার্থঃ, যাস্যতি ষষ্ঠী বিষয়তা।" ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশও এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"অখণ্ডো দুঃখাসংভিন্ন আনন্দো যস্মাদেতাদৃশো বোধো যস্য তস্মৈ, ষষ্ঠ্যর্থো বিষয়ত্বং। তথা চ স্বর্গজনকোপাসনাত্মকবোধবিষয়ায়েত্যর্থঃ" (রৌদ্রী, ২।২ পত্র)। ভবানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তীর টীকায় এই ব্যাখ্যা নাই। মথুরানাথ তর্কবাগীশ দীধিতির টীকায় এই ব্যাখ্যা কথঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাষায় ("অখণ্ডোঽবিচ্ছিন্নপ্রবাহঃ," বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথির প্রথম পত্র) উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং জগদীশ যে এ স্থলে ভবানন্দের মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। (খ) ব্যাপ্তিপঞ্চকের দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যায় জগদীশ লিখিয়াছেন :—"কেচিত্তু ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাব্যাপ্যবৃত্তিত্বাদিরূপবিরুদ্ধধর্মাধ্যাসাৎ সংযোগাদ্যভাবস্যৈব দ্রব্যগুণাদ্যধিকরণভেদেন ভেদো ন তু গগনাদ্যভাবস্যাপি মানাভাবাৎ, তথা চ সাধ্যবদ্ভিন্নগগনাদ্যভাববতি ধূমাদেঃ সত্ত্বাদব্যাপ্তিরতঃ সাধ্যপদমিত্যাহুঃ। তন্মন্দম্" (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ৭৮)। ইহাও ভবানন্দ হইতে অনূদিত, যথা—"ন চাধিকরণভেদেনাভাবভেদপক্ষ এব এতল্লক্ষণমিতি সাধ্যবদ্ভিন্নে যোঽভাব ইত্যেতাবতৈব সামঞ্জস্যে সাধ্যপদবৈয়র্থ্যমিতি বাচ্যং, ব্যাপ্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বরূপবিরুদ্ধধর্মসংসর্গেন দ্রব্যবৃত্তিসংযোগাভাবাদ্‌ গুণাদিবৃত্তিসংযোগাভাবস্যৈব ভিন্নত্বোপগমাৎ ন তু ঘটত্বাভাবাদেরপি অধিকরণভেদেন ভেদাভ্যুপগমো মানাভাবাদিতি।" (ভবানন্দী, পৃ. ১০৩, অস্মদীয় পুথির ২২।১ পত্রের পার্শ্ব টীকায় বিবৃতি আছে—"তথাচ সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বর্ত্ততে গগনাদ্যভাবস্তদ্বান্ সাধ্যবানেব তত্র হেতোর্বৃত্তিত্বাদসম্ভবাপাতাৎ")। রৌদ্রী টীকায় (৩০১-২ পত্রে) ভবানন্দের পৌত্রও এই ব্যাখ্যাই লিখিয়াছেন এবং পরে জগদীশের একটি ব্যাখ্যায় দোষ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ভবানন্দ ও জগদীশের টীকা মিলাইয়া পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ভবানন্দ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ অপরিহার্য্য গতানুগতিকতায় এখন পর্য্যন্ত যে ভবানন্দকে জগদীশের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।[১৪]

১৪। ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৭-৩০; সা-প-প, ৫৩, পৃ. ২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ১৯০৫ সনতে অর্থাৎ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া শিরোমণির 'অনুমানচিন্তামণিদীধিতি' সর্বপ্রথম মুদ্রিত

জগদীশ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই টীকা রচনা করিয়াছিলেন, পরে নহে এবং তৎকালে ভবানন্দ কাশীবাসী কিম্বা স্বর্গত হইয়াছেন। আমরা গুপ্তিপাড়ায় ভবানন্দের কারকচক্রের একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, লিপিকাল ১৫১৬ শকাব্দ ৩০ ভাদ্র (১৫৯৪ খ্রী:)—ইহার পুষ্পিকায় 'খ্রী'-শব্দ নাই। পক্ষান্তরে ভবানন্দ মথুরানাথেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন। সুতরাং ভবানন্দের গ্রন্থরচনার কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রী: মধ্যে স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত, তাহার পরে নহে।

(২) বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ-বিষয়ক একটি বাদগ্রন্থে সিদ্ধান্তবাগীশের মতের উপর হরিরাম তর্কবাগীশের উক্তিবিশেষের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাগীশ হরিরামের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। হরিরাম সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচার্য্যের (১০১১-১১১৫ সন) গুরু এবং জগদীশের সমসাময়িক ছিলেন। এতদনুসারেও ভবানন্দের পূর্ব্বোল্লিখিত কালই সূচিত হয়।

(৩) সৌভাগ্যক্রমে রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে সিদ্ধান্তবাগীশের দুইটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহার অভ্যুদয়কালের উৎকৃষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইয়াছে। কুলপঞ্জীর প্রতি বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের জাজ্জ্বল্যমান অনাদর ও অবজ্ঞার অবসান প্রার্থনা করিয়া আমরা এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের বিবৃতি প্রদান করিলাম। (ক) বাঙ্গালপাশী বন্দ্যবংশের বৃহস্পতিপ্রকরণে গোপালপুত্র নারায়ণ মিশ্র ১১০ সমীকরণে কুলীন—ধ্রুবানন্দ (মহাবংশ, পৃ. ১৩৭) তাঁহার কুলকারিকায় তাঁহার পুত্রদের মধ্যে গোপীকান্তের নাম করিয়াছেন। গোপীকান্তের অন্যতম পুত্র পরশুরামের বিবরণমধ্যে পাওয়া যায়:— "মুং জগদীশভট্টাচার্য্যস্য কন্যাবিবাহান্তরং ততো মুং সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যস্য কন্যাবিবাহঃ" (সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথির ৩৩।২ পত্র—পরশুরামের এই বিবরণ এবং বিস্তৃত বংশাবলী এই গ্রন্থেই লিখিত আছে, অন্য কোন কুলপঞ্জীতে আমরা পাই নাই)। ধ্রুবানন্দ-লিখিত গোপীকান্তের জন্মকালের অধস্তন সীমা ১৫.৫ খ্রীষ্টাব্দে ধরা যায়; কারণ, পরে আরও সাতটি সমীকরণ হইয়াছিল এবং ধ্রুবানন্দের গ্রন্থরচনাকাল ১৫২৫ সনের পরে নহে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১১০-১)। সুতরাং গোপীকান্তের পুত্রের শ্বশুর সিদ্ধান্তবাগীশের জন্মকাল ১৫০০-২৫ সন মধ্যে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

(খ) ঘোষালবংশে ভুবনাচার্য্য ১১৩ সমীকরণের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দ, পৃ. ১৩৯)। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হৃদয় সম্বন্ধে ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীতে আছে:—"হৃদয়স্য ভাবলাভগুণা বন্দ্য বাহিনীপতেঃ কন্যাবিবাহাৎ হানিঃ" (ঘোষালপ্রকরণ, ১১।২ পত্র)। বাহিনীপতি সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভুবনাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র পুরাই অর্থাৎ পুরুষোত্তমের দুই পুত্র—রাজেন্দ্র ও রমাপতি। রমাপতির কুলক্রিয়ার বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত হইল:—"রমাপতের্মুং ভবানন্দ-সিদ্ধান্ত-বাগীশস্য কং বিং ভঙ্গঃ নবদ্বীপবাসী মহাধ্যাপকঃ। পশ্চাৎ ক্ষেম্য বং রামভদ্র প্রং নং পাঁচুজ বিদ্যানন্দ পৌত্রঃ যদুপ্রং * * *" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ৫৮৮।১ পত্র)। উক্ত

হয়। এই গ্রন্থে জগদীশ ও ভবানন্দের সম্প্রদায়-ভেদ অসিদ্ধিপ্রকরণের পাদটীকায় (পৃ. ১৫৫-৬) স্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত নৈয়ায়িকগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন (কারকচক্র, তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ-সং, নিবেদন ৴৹ পৃ. প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

রাজেন্দ্রের এক পুত্র "রামচন্দ্রস্য—সিন্দুরামল্ল বীরভদ্র গোস্বামিনঃ পুত্র গোপীজনবল্লভস্য কন্যাবিবাহাৎ হানিঃ" (ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী, ঘোষালপ্র,° ১১।১ পত্র)। এই সকল সম্বন্ধের বিবৃতি লতাকারে প্রদর্শিত হইল :—
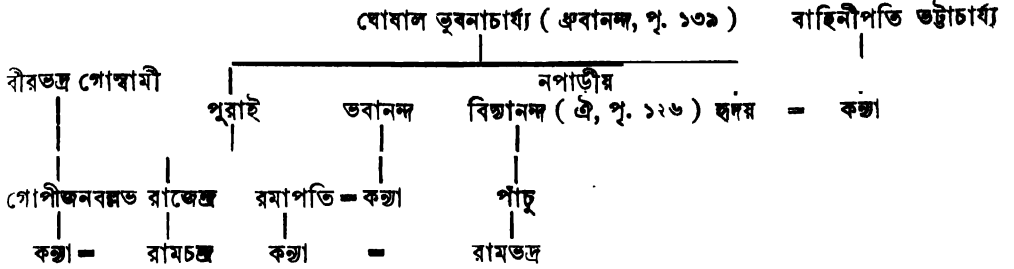
ইহা হইতে বুঝা যায়, ভবানন্দ বাহিনীপতি ও নিত্যানন্দ প্রভুর এক পুরুষ পরবর্ত্তী। বাহিনীপতির জন্ম আমরা ১৪৬০-৬৫ খ্রীঃ মধ্যে অনুমান করিয়াছি—তদনুসারে ভবানন্দের জন্ম হয় ১৫০০-১০ সনের মধ্যে। পক্ষান্তরে ভবানন্দের একপর্য্যায়স্থিত পুরাই, বিদ্যানন্দ ও হৃদয়ের নাম ধ্রুবানন্দ স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং কেহই ১৫২৫ সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীরভদ্রের জন্মসনও ঐরূপই বটে এবং ভবানন্দের জন্মসন অন্ততঃপক্ষে ১৫১৫ ধরিয়া তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৪০-১৬০০ সন মধ্যে আপাততঃ স্থাপন করা যায়।

ভবানন্দের গুরু :—বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ ভবানন্দকে মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র বলিতেন (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯)। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। মথুরানাথ রামভদ্র সার্ব্বভৌমের ছাত্র এবং ভবানন্দের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন। ইদানীং কেহ কেহ ভবানন্দকে রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (*S. B. Studies*, V. p. 137)। তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। ভবানন্দ, শিরোমণির বহু পরবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার টীকার স্থলবিশেষের ভাষা হইতে এইরূপ বুঝা যায়। ব্যাপ্তিবাদের পূর্ব্বপক্ষপ্রকরণে ভবানন্দের একটি ব্যাখ্যা-বচন উদ্ধৃত হইল :—(সোসাইটি-সং, পৃ. ২৯৩) "তস্মাৎ বস্তুত ইত্যাদিপাঠঃ কাল্পনিকঃ। অতএব প্রাচীনপুস্তকে উত্তোলিত এব তিষ্ঠতীতি বহবঃ" (আমাদের পুথির পাঠ—"প্রাচীনপুস্তকে তন্ন তিষ্ঠতীতি বহবঃ" ৫৯।১ পত্র)। এইরূপ ব্যাখ্যা শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্রের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের গুরু ছিলেন কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম এবং তিনিও শিরোমণির বহু পরবর্ত্তী ছিলেন।

ভবানন্দের ছাত্র :—নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ জগদীশকে ভবানন্দের ছাত্র বলিতেন, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কাশীর পণ্ডিতসমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, ভবানন্দীর টীকাকার মহাদেব ভট্ট ভবানন্দের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে; মহাদেব প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের প্রায় ১০০ বৎসর পরবর্ত্তী ছিলেন। ভবানন্দের দুই জন ছাত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে—(১) গুপ্তিপাড়ার রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য ও (২) পাটলির দেবীদাস বিদ্যাভূষণ। 'অনন্যসাধারণশক্তিশালী' শতাবধান ভট্টাচার্য্যের বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি (প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৪-৫; কার্ত্তিক ১৩৫৫, পৃ. ৬৬-৯)। দেবীদাস নবদ্বীপনিবাসী বিখ্যাত স্মায়স্মৃতিটীকাকার কৃষ্ণকান্ত

বিদ্যাবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। কৃষ্ণকান্ত 'তর্কামৃততরঙ্গিণী' নামক টীকাগ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্ব্বপুরুষের বিবরণমধ্যে লিখিয়াছেন :

সর্বানুজোঽভূৎ কিল তত্র দেবী-দাসাহ্বয়ঃ সর্বগুণাকরঃ সঃ ॥
অধীত্য শাস্ত্রং সকলং ক্রমেণ পিতুঃ সকাশেঽথ সমাগতোঽয়ং।
ন্যায়াদিশাস্ত্রং পঠিতুং প্রযত্নাৎ সিদ্ধান্তবাগীশগুরোঃ সমীপে ॥
তমালপ্য শাস্ত্রার্থবাদেন তুষ্টো ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ এষঃ।
ভবান্ মহীয়ান্ ভবিতাত্র শাস্ত্রে উচে মহাধীরকুলাতিধীরঃ ॥
অধীত্য তর্কশাস্ত্রাণি তস্মাৎ সর্বাণি সর্বশঃ।
আহূয় পিতরৌ নারীং সমানীয় প্রযত্নতঃ ॥
বারাণসীমাশ্রিতবান্ বিদ্যাভূষণনামকঃ।
অধ্যাপয়ামাস চিরং সর্বশাস্ত্রঞ্চ তত্র বৈ ॥

(কাশীর সরস্বতীভবনের ৭৮৫ সং ন্যায়পুথি)।

দেবীদাস পরে পুত্রের বিবাহার্থ আসিয়া পাটলিগ্রামে বাস স্থাপন করেন এবং সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কৃষ্ণকান্ত তৎসম্বন্ধে একটি অতিমূল্যবান্ 'প্রাচীন কবিতা' উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

জয়দেবো নবদ্বীপে রুদ্রনা(থঃ) তথাপরঃ।
পূর্ব্বস্থল্যাং রমানাথঃ পাটল্যাং ভূষণদ্বয়ং ॥
তাড়িতে রামরামশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
পৃথিব্যাং সারভূতাশ্চ ষড়েতে শাস্ত্রদিগ্‌গজাঃ ॥ (১২ পত্র)

দেবীদাস ভিন্ন বাকী পাঁচ জনের পরিচয়াদি এখন জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকান্তের উক্তি হইতে মনে হয়, দেবীদাস কাশীতেই ভবানন্দের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধ্যয়নকাল আনুমানিক ১৫৭৫-১৬০০ সন মধ্যে পড়িবে।

ভবানন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ :—রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আমরা এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব নাম আবিষ্কার করিয়াছি। (১) ধনো চট্টবংশীয় হরিদাসের কুলকারিকা ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে (পৃ. ১০৫) পাওয়া যায়। তাঁহার এক পুত্র জগদীশ বিদ্যানিধি, তৎপুত্র মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী। "মুকুন্দস্য কন্যা শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশে প্রং সিদ্ধান্তবাগীশজ নবদ্বীপে অত্র মহালজ্জা" (পরিষদের ১৮১৫ সংখ্যক পুথি, ধমোপ্রকরণ, ১৪।২ পত্র)। "ততঃ কন্যা মুং শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশে বিবাহহানিঃ ভুলাই ব্রাহ্মণখ্যাতি নদিয়াবাসী সিদ্ধান্তবাগীশজঃ"। (২১০২ সং পুথির ৩১৩।২ পত্র)। এখানে অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, মুখবংশীয় ভবানন্দের আদিস্থান ছিল 'ভুলুয়া' অর্থাৎ নোয়াখালি।

(২) অবসথী চট্টবংশীয় মধুর পুত্র অনন্তের কুলকারিকায় ধ্রুবানন্দ (পৃ. ১৪২) তৎপুত্র দেবীদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দেবীদাসের এক পুত্র হরিরাম। হরিরামসুত গোপীরমণের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"ততো নদীয়াবাসী মুং শ্রীকৃষ্ণ-ন্যায়বাগীশস্য কন্যাগ্রহণাত্তদ্ভঃ" (পূর্ব্বোক্ত ২১০১ সং পুথির ২২৪।১ পত্র ও ১৮১৫ সং পুথির ২০৫।২ পত্র)। উভয় উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর

শেষার্দ্ধে এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নিরূপণ করা যায় এবং তদ্দ্বারা ভবানন্দের পূর্ব্বোক্ত সময়ই সমর্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন বংশধারা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ভবানন্দের পুত্র রাম তর্কালঙ্কার :—সম্প্রতি আমরা ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া ভবানন্দের অপর পুত্র 'রাম তর্কালঙ্কারে'র নাম ও কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মুক্তাবলীর 'রৌদ্রী' টীকার প্রারম্ভে রুদ্র তর্কবাগীশ বন্দনা করিয়াছেন :—

তাতং শ্রীরামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং।
নত্বা রুদ্রেণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বিষস্ততে ॥ (২য় শ্লোক)

অনুমানদীধিতির রৌদ্রী টীকায়ও পাওয়া যায় :—

তাতং শ্রীরামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং।
অগ্রজং দীধিতৌ নত্বা রৌদ্রী রুদ্রেণ তন্যতে ॥ (২য় শ্লোক)

বিবাহরৌদ্রীর প্রারম্ভে রুদ্র তাঁহার পিতার 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভবানন্দের এই পুত্রের নাম 'রাম' না 'শ্রীরাম' তদ্বিষয়ে সংশয় হয়, কিন্তু শ্রীমধুসূদনের ন্যায় শ্রী-শব্দ নামের অংশ নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রসঙ্গে সাত জন প্রাচীন নৈয়ায়িকের নামোল্লেখ আছে—মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর, মধুসূদন, মহিষারাম, হরিরাম ও শঙ্কর। তন্মধ্যে মধুসূদন ও মহিষারাম রুদ্র তর্কবাগীশের অগ্রজ ও তাত বলিয়া মনে হয়। 'মহিষা' বিশেষণ-পদে শারীরিক বলসূচক অধুনা অজ্ঞাত কোন বিস্ময়কর ঘটনার স্মৃতি অন্তর্নিহিত আছে সন্দেহ নাই। ভবানন্দের এই পুত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার ছিলেন। রুদ্র তর্কবাগীশ অনুমান-দীধিতির রৌদ্রী টীকায় বহু স্থলে 'পিতৃচরণাস্তু' বলিয়া বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (অস্মৎপরীক্ষিত প্রতিলিপি, ২।১, ৬।২, ১৩।২, ২২।১, ৩৩।২, ৪২।১, ২৩৮।২, ২৪৪।২, ২৪৭।২ প্রভৃতি পত্র দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিরোমণির মঙ্গলশ্লোকে তাঁহার একটি ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত হইল :—"বিষ্টভ্য তুষ্ট্যতুষ্টিভ্যাং বন্ধমোক্ষবিশিষ্টানি কৃত্বেতি পিতৃচরণাঃ" (২।১ পত্র)। এই সকল বচন রাম তর্কালঙ্কারকৃত চিরলুপ্ত দীধিতিটীকা হইতে গৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ ভবানন্দের এই পুত্রকৃত একটি কারকবিচার গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে (মাত্র ৭ পত্র)—প্রারম্ভে আছে :—

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ অভয়বরদপাণিঃ স্মেরবক্ত্রো বিবাসাঃ রহসি গিরিসুতায়াঃ সন্নিধৌ নৃত্যমানঃ।
বিগলিতগলসর্পীয়াস্তলাঙ্গূড়বন্ধঃ পশুপতিরঘশান্ত্যৈ চিন্তনীয়ো মমান্তাম্ ॥
পিতুর্ব্যাখ্যাং দ্রাক্ষামধুরমপি তুচ্ছীকৃতবতীং
সমাকর্ণ্য প্রাচামসুগমগিরাং তন্ত্রগহনে।
মতং জ্ঞাত্বা তেষাং সমধিগতসিদ্ধান্তনিচয়ো
বিধত্তে শ্রীরামঃ কৃতিগতিকৃতে সাধুপদবীম্ ॥
অপাদানত্বাদয়োঽপাদানাদয়শ্চ ষট্ কারকপদার্থাঃ...।

গ্রন্থকার যে স্বীয় পিতৃদেব ভবানন্দের কারকচক্র অবলম্বন করিয়াই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে তাহা বুঝা যায় :—"তত্রাপাদানত্বাদিষু অনুগমকং ক্রিয়ান্বয়িত্বমাত্রং ন তৎপদার্থতাবচ্ছেদকং স্তোকং পচতি ইত্যাদৌ ক্রিয়াবিশেষণে স্তোকাদৌ স্বর্গকামো যজেতেত্যাদৌ ক্রিয়াপ্রকারীভূতবিধ্যর্থে ইষ্ট-সাধনত্বাদৌ চাতিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি সাক্ষ্যর্থমাত্রং তৎ মৈত্রস্য তণ্ডুলমিত্যাদৌ ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধাদাবতিপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু ক্রিয়ান্বয়িত্বে সতি সাক্ষ্যর্থমেব তৎ, স্তোকং পচতি ইত্যাদৌ অভেদেন পাকাদিপ্রকারীভূতোপি স্তোকাদির্ন সাক্ষ্যর্থ ইতি নাতিপ্রসঙ্গঃ।" (২।১ পত্রে)। দুঃখের বিষয়, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের অতি সামান্য অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাম তর্কালঙ্কার সম্ভবতঃ তাঁহার পিতার নিকটই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন বাচস্পতি : রুদ্র তর্কবাগীশ অনুমানদীধিতিরৌদ্রীর পূর্ব্বোদ্ধৃত বন্দনাশ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, মধুসূদন তাঁহার 'অগ্রজ' অর্থাৎ ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপমহিমা গ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ৭০, ৮১) যে মধুসূদনকে ভবানন্দের পুত্র বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। মধুসূদনকে বন্দনা করায় বুঝা যায়, রুদ্র তর্কবাগীশ তাঁহারই নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনুমান-দীধিতির রৌদ্রী টীকায় বহু স্থলে রুদ্র তাঁহার 'গুরুচরণে'র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২।১, ৬।১, ১১৩।১, ১৯৯।২, ২৩৮।২ পত্রে)। মধুসূদনও সুতরাং দীধিতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং ভবানন্দের টীকা তাঁহারও উপজীব্য ছিল। কারণ, রুদ্র তর্কবাগীশ সামান্যনিরুক্তিপ্রকরণে "গুরুচরণাস্তু···ইতি পিতামহ-ব্যাখ্যাং পরিচক্ষতে" বলিয়া একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১১৩।১ পত্রে)। এই মধুসূদনকে আমরা গুণানন্দের গুরু মনে করিয়াছিলাম (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৬৯-৭০), কিন্তু এক্ষণে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে—গুণানন্দ এই মধুসূদনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং তাঁহার গুরু মধুসূদন ষোড়শ শতাব্দীর অপর একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। ভবানন্দের পৌত্র মধুসূদন বাচস্পতির খ্যাতি প্রতিপত্তি নবদ্বীপে দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিল; তাঁহারই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রচারিত হইয়াছিল :—

মিথিলাতঃ সমায়াতে মধুসূদনগীষ্পতৌ।
চকম্পে ন্যায়বাগীশঃ কাতরোঽভূদ্‌গদাধরঃ॥

(সাহিত্য-পরিষদের ১২৬৯ সংখ্যক পুথির ২১।১ পত্র, ১০৯ শ্লোক)।

ন্যায়বাগীশ গদাধরের সমকালীন (বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশধর) গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ। উক্ত শ্লোকটির নানাবিধ পাঠ কল্পনা করিয়া প্রায় সকলেই তাহা মধুসূদন সরস্বতীর খ্যাতি-বিষয়ক বলিয়া ধরিয়াছেন (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৯২, ৯৬)—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন গদাধরের প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনি মিথিলা কিম্বা নবদ্বীপে পড়িয়াছিলেন, এরূপ কোনই প্রমাণ নাই।

রুদ্র তর্কবাগীশ : এই 'ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি' অর্থাৎ নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতিরৌদ্রী'র একমাত্র আবিষ্কৃত প্রতিলিপি আলোয়ার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (Peterson : *Ulwar Cat.*, p. 27)। সম্প্রতি সীতামৌ রাজ্যের মহারাজকুমার ডক্‌টর রঘুবীর সিংহের পরম সৌজন্যে এই অতিদুর্ল্লভ গ্রন্থের একটি অনুলিপি (পত্রসংখ্যা ৩৪৯) আমরা পরীক্ষা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং তজ্জন্য মহারাজকুমারের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। এসিয়াটিক সোসাইটীতে পক্ষতারৌদ্রীর নবসংগৃহীত পুথিও (H. M. 119, ২১ পত্র)

এই রুদ্র-রচিত। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রৌদ্রী টীকায় রুদ্র স্বরচিত এই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন ("অনুমানদীধিতিরৌদ্র্যামধিকং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ," ৩১।১ পত্র) এবং তিনি যে ভবানন্দেরই পৌত্র, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। গ্রন্থারম্ভ এই :—

শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁকারপ্রতিপাদ্যায় জগদানন্দদায়িনে।

নমো নিষেধশেষায় পরনির্বৃতিদায়িনে ॥ ১

তাতং… ॥ ২ (পূর্ব্বে উদ্ধৃত)

অবজ্ঞায় ন চ ত্যাজ্যা রুদ্রং ক্ষুদ্রমতিং পুনঃ।

বিভাব্যা কৃপয়া ধীরাঃ ব্যাখ্যা রৌদ্রী সুচিন্তকাঃ ॥ ৩

পূর্ব্বৈরুপেক্ষিতো ধীরৈঃ সুগমাচ্চিন্তনাশ্রয়ৈঃ।

যোঽর্থঃ সোঽয়ং বিভাব্যস্তু রুদ্রেণ ক্ষুদ্রদর্শিনা ॥ ৪

প্রারিপ্সিতগ্রন্থসমাপ্তিপরিপন্থিপ্রচুরবিঘ্নবিঘাতার্থং ইত্যাদি।

লিপিকরের প্রমাদে অনুলিপির পত্রসমূহ পৌর্ব্বাপর্য্যহীন হইয়া আছে—মধ্যে অনেক পত্র পতিত এবং শেষাংশ বাধপ্রকরণমধ্যে খণ্ডিত। পূর্ব্বখণ্ডের শেষে পুষ্পিকা যথা,—

প্রেম(ল)ক্ষণভক্ত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণপদপঙ্কজে।

সামান্যলক্ষণাচিন্তা ব্যধিয়া রুদ্রশর্ম্মণঃ ॥

ইতি শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণি-শ্রীরুদ্রভট্টাচার্য্যবিরচিতা সামান্যলক্ষণাদীধিতিরৌদ্রী সমাপ্তা (২৩৩-৩৪ পত্র)। উপাধিপ্রকরণের শেষে আছে :—

জগন্নির্মাতৃমিত্যর্থমুপাধী রুদ্রশর্ম্মণা।

মুমুক্ষুণা বিভাব্যেতি নিরস্তস্তেন বর্ণিতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণপদপঙ্কজে মতির্মেস্তু সর্ব্বদা। (২৮২।১ ও ৩২৩।২ পত্র)

সাধারণতঃ দীধিতির টীকাকারদের প্রমাণপঞ্জী শূন্যপ্রায়ই হইয়া থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ রুদ্রের প্রমাণপঞ্জী দীর্ঘ না হইলেও উল্লেখযোগ্য। মিশ্র-সার্ব্বভৌম প্রভৃতি সর্ব্বজনবিদিত নাম পরিত্যাগ করিয়া আমরা বর্ণানুক্রমে তাহা প্রদান করিলাম।

অনিরুদ্ধ (২১।২, ২২।১ পত্র, অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক প্রাচীন দার্শনিক), অবভিবাদ (২১৭।২, বিবেচিতমবচ্ছি-বাদে (?) অস্মাভিঃ), নঞ্‌বাদদীধিতিরৌদ্রী (৩০৭।২, রুদ্রকৃত অপর একটি বিলুপ্ত টীকা), নঞ্‌বাদ-দীধিতিসারমঞ্জরী (১০৫।১ : অতএব লোহিতো বহ্নির্নাস্তীত্যাদৌ নঞ্‌বাদদীধিতিসারমঞ্জর্য্যাং পিতামহ-চরণৈরেবমেব প্রতিপাদিতং সঙ্গচ্ছতে), নৈষধ (২২।২), পরীক্ষানুযায়িনঃ (৬৬।১), প্রমাণোদ্দ্যোত-কৃৎ (২১।২), বিদ্যাবাগীশ (৩২২।২=গুণানন্দ), রাঘব ভট্ট (শারদাটিপ্পন্যাং ওঁকারবিবেচন-প্রস্তাবে, ১।২), হরিদাস ভট্টাচার্য্য (১৮২।১, ১৯৭।১, দীধিতির প্রাচীনতম টীকাকার)। এতদ্ভিন্ন 'গুরুচরণাঃ' (৫ বার), 'পিতৃচরণাঃ (১৮ বার) এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী 'পিতামহচরণাঃ' (২।১ পত্র হইতে ৪৮ বার) বলিয়া স্বসম্প্রদায়ের বহুতর সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া রুদ্র তাঁহার এই টীকার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছেন। রুদ্র নামোল্লেখ না করিয়া বহুতর পূর্ব্বতন টীকাকারের বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে জগদীশ ও গদাধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগদীশের ব্যাখ্যা বহু স্থলে (৬।২, ৮।১,

৯।১ প্রভৃতি পত্রে) খণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপকভাবে নহে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক প্রকরণে গদাধরের ব্যাখ্যা পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছে এবং বহু স্থলেই অতি তীব্র ভাষায়। এক সামান্যনিরুক্তি-প্রকরণেই (১০২-২০ পত্রে) আমরা গদাধরের ব্যাখ্যা ১০ বার খণ্ডিত দেখিয়াছি—"ইতি কেনচিৎ প্রলপিতমনাদেয়ং" (১০৭।১), "ইতি কেনচিদলক্ষ্যদর্শিনা প্রলপিতমপাস্তং" (১০৬।১) প্রভৃতি ভাষার তীব্রতা তন্মধ্যে লক্ষণীয়। সব্যভিচারপ্রকরণে গদাধরের একটি ব্যাখ্যা "তদতীব হাস্যাস্পদং" বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১২০।২)। রুদ্র তর্কবাগীশ নিঃসন্দেহ গদাধরের সমকালীন এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহার এই টীকা অনুমান ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। গদাধরের পর নবদ্বীপে সমগ্র অনুমানদীধিতির উপর টীকা রচনার ইহাই শেষ চেষ্টা বলিয়া মনে হয় এবং বুঝা যায়, রুদ্রের সময় পর্য্যন্ত ভবানন্দের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু জগদীশ-গদাধরের ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতি রুদ্র রহিত করিতে পারেন নাই।

রুদ্র তর্কবাগীশের ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ 'বিবাহ-রৌদ্রী'র আরম্ভশ্লোক যথা,—

* * * তাতং শ্রীতর্কালঙ্কারমাদরাৎ।
প্রণম্য তনুতে রৌদ্রীং বিবাহস্য মুদে সতাং॥

(অস্মন্নিকটে রক্ষিত ১ম পত্র মাত্র)

তদ্ভিন্ন সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রৌদ্রী টীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মুক্তাবলীর উপর বাঙ্গালী পণ্ডিত-রচিত এই একটিমাত্র টীকাই সম্পূর্ণাকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহা মুদ্রিত হওয়া উচিত। গ্রন্থের পরিচয়শ্লোক ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—

তাতং শ্রী-রামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং।
নত্বা রুদ্রেণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বিশদ্যতে॥

"ইতি ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিশ্রীলশ্রীরুদ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীরৌদ্রী সমাপ্তা।"[১৫]

রুদ্র তর্কবাগীশের সম্যক্ পরিচয়াদি এখন উপলব্ধ হওয়ায় মুক্তাবলীর রচয়িতা যে বিশ্বনাথ পঞ্চানন নহেন, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যিনি অনুমানদীধিতির টীকা রচনা করিয়া গদাধরের ন্যায় পণ্ডিতকেও তাঁহার জীবদ্দশায় আক্রমণ করিয়াছেন, নৈয়ায়িকসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ভবানন্দের পৌত্ররূপে তাঁহার পক্ষে ভবানন্দের পরবর্ত্তী ভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং নবদ্বীপ-ভিন্ন দেশের (বিশ্বনাথ কাশীবাসী ছিলেন) এক সমকালীন পণ্ডিতের অর্ব্বাচীন গ্রন্থের উপর উপটীকা রচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। মুক্তাবলী-রৌদ্রীতে উদ্ধৃত তমঃসম্বন্ধীয় একটি মনোহর শ্লোক আমরা প্রকাশ করিলাম :—(৪।২ পত্রে)

১৫। কাশ্মীর সরস্বতীভবনস্থ ন্যায়বৈশেষিক ৮৮০ সং পুথি। তথায় অপর একটি খণ্ডিত পুথিও আছে, উভয়ই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। লণ্ডনে যে পুথি আছে (*I. O.* p. 673), তাহাও বঙ্গাক্ষরে লিখিত। অস্মন্নিকটে প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন একটি খণ্ডিত পুথি (৩১ পত্র মাত্র) আছে এবং নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারেও একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি দেখিয়াছি (৬৯৬ সং পুথি)। এই গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে এবং ইহার রচনাশৈলী অবিকল কারকচক্রের রৌদ্রীর সদৃশ—ক্ষুদ্র টিপ্পনী ব্যতীত বিস্তৃত সন্দর্ভ বিরল। দীনকরীর টীকাকার রামেশ্বরসুত 'রামরুদ্র ভট্ট' দাক্ষিণাত্যনিবাসী খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক—রামরুদ্রীয়ের কোন পুথি বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই।

তথা চোক্তং, দ্রব্যং খণ্ডনপণ্ডিতঃ ক্ষিতিগুণং মীমাংসকঃ শংসতে
তন্ত্রারোপিতভূগুণস্ত তিমিরং বৈশেষিকা মন্বতে।
আলোকানবভাসনে মতিবশাদ্ধ্বান্তোভিমানো গুরু-
র্ভাবাভাবং পুনরাহ গোতমমু[illegible]নন্দঃ ॥ ইতি

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে রুদ্রের একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গয়ঘড়ী বন্দ্যবংশীয় বৈদ্যনাথের কারিকায় ধ্রুবানন্দ (পৃ. ১২৯) গৌরীকান্তাদি ৪ পুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। গৌরীকান্তের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র শ্যামসুন্দরের কুলবিবরণে লিখিত আছে—"মুং রুদ্র তর্কবাগীশস্য কন্যাগ্রহণাত্মজঃ নবদ্বীপবাসী" (পরিষদের ২১০২ সং পুথির ২১।১ পত্র)। কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে এই ঘটনার কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পড়ে। কুলীনের কুলভঙ্গদ্বারা রুদ্রের সামাজিক মর্য্যাদা ও সমৃদ্ধি সূচিত হয়।

ভবানন্দের ধর্ম্মমত : স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ভবানন্দ ঘোর তান্ত্রিক ও মদ্যপায়ী ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে নবদ্বীপের জনসাধারণ তাড়াইয়া দিলে তিনি নলাহাটীতে চলিয়া যান (R. A. S. B. Mss. Vol. V, p. LXIX প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ভবানন্দ ও রুদ্রের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা ইহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া মনে করি। ভবানন্দ কোন কোন গ্রন্থ 'নন্দকিশোর'কে বন্দনা করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। শব্দমণিসারমঞ্জরীর অনেক প্রকরণের শেষে ভবানন্দের গোবিন্দভক্তি স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত রহিয়াছে :—

আকাজ্ক্ষা শ্রীভবানন্দশর্ম্মণো নিত্যমুৎকটা।
শ্রীগোবিন্দ তবৈবাঙ্ঘ্রিসরসীরুহবীক্ষণে ॥ ৫৫।১ পত্র
শ্রীকৃষ্ণ এব সিদ্ধান্তবাগীশস্যেতি বাক্যতঃ।
গতিরিত্যুক্তিজাদেব জ্ঞানাদ্ভবতি শাব্দধীঃ ॥ ৭২।১
অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবিস্মাপিতমনোভবং।
বপুস্ত্রিভঙ্গললিতং কিমপ্যভিনবং স্তুমঃ ॥ ৮৬।১

কেবল তাহাই নহে, এই গ্রন্থের একটি প্রাসঙ্গিক সন্দর্ভে বৈষ্ণব মতের অনুকূলে যেরূপ দার্শনিক বিচারের অবতারণা আছে, নবদ্বীপের নৈয়ায়িকসমাজে তাহা অপূর্ব্ব ও বিস্ময়জনক বলিয়া বিবেচিত হইবে :— "আবির্ভাবতিরোভাবশালি ভগবচ্ছরীরং নিত্যমেব ন তূৎপত্তিবিনাশবদিতি তু সা(ত্ব)তাঃ। যুক্তঞ্চৈতৎ, তত্তৎকার্য্যনির্ব্বাহায় ভগবতঃ শরীরেঽভ্যুপগতে তস্য ধ্বংসপ্রাগভাবকল্পনে প্রতিপদমনন্তাস্তৎকল্পনে চ গৌরবাৎ তন্নিত্যতায়ামেব বিশ্রামাদিতি। ন চ মনুষ্যাদিশরীরে···অস্তু বা রামকৃষ্ণাদিশরীরসন্তানস্যা-নাদিত্বমনন্তত্বঞ্চ প্রবাহাবিচ্ছেদরূপনিত্যত্বমেব চ ভগবচ্ছরীরনিত্যত্ববোধকাগমস্যার্থ ইতি" (৮৫-৬ পত্র)। রুদ্র তর্কবাগীশেরও গোবিন্দভক্তি পূর্ব্বোদ্ধৃত বন্দনায় পরিস্ফুট। কেবলব্যতিরেকিপ্রকরণের শেষে স্পষ্টতর উক্তি আছে :—

অনুমানবিভাগেঽস্মিন্ রুদ্রস্য চিত্তনশ্রমঃ।
রাধাধবসুধা(বা)গ্রৈ ভবেচ্চেৎ সার্থকস্তদা ॥

কুলপঞ্জীতেও রুদ্রকে নবদ্বীপবাসীই বলা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ভবানন্দের বংশলতা: আমরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ভবানন্দের একটি বংশধারা প্রকাশ করিলাম। নদীয়ার কালেক্টর Ogilvie সাহেবের ৩০।৭।১৮২৭ তারিখের মূল্যবান্ পত্রে প্রাণকৃষ্ণের বিবৃতি হইতে এবং ৬৮৭ নং তায়দাদ হইতে রুদ্রের বংশধারা সঙ্কলিত হইল। রাজসাহীর তৎকালীন জমিদার নবদ্বীপস্থ চতুষ্পাঠীর জন্য রুদ্র তর্কবাগীশকে ৫০৲ বৃত্তি দিতেন। নবদ্বীপে ভবানন্দের বংশ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

৬। গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ
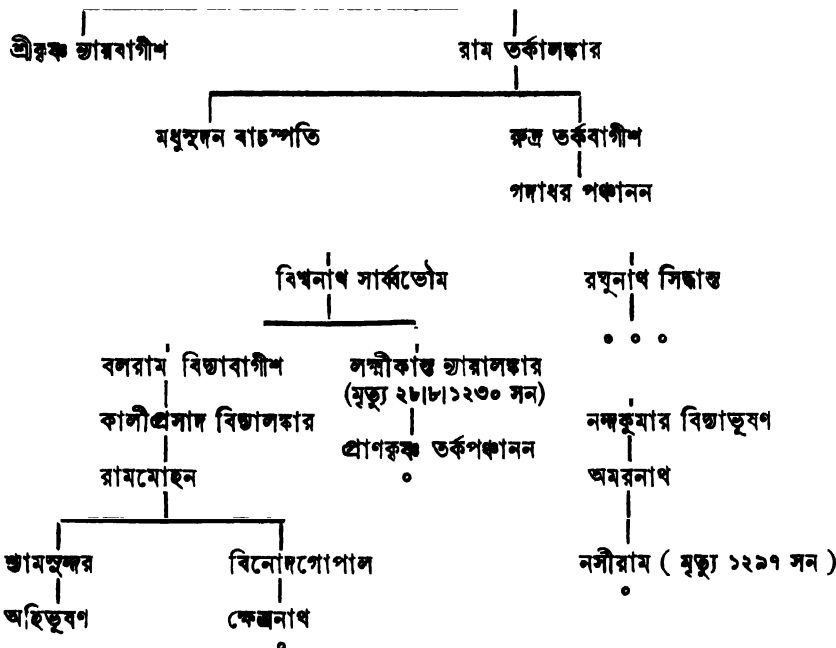
জৈন মহাপণ্ডিত ন্যায়াচার্য্য 'যশোবিজয় গণি' যখন কাশীতে অধ্যয়ন করেন, তখনও জগদীশ প্রভৃতির গ্রন্থ সুপ্রচারিত হয় নাই; কিন্তু যে মহানৈয়ায়িকের গ্রন্থ তখন অন্ততঃ কাশী অঞ্চলে প্রচারিত ছিল এবং যাঁহার মত যশোবিজয় গণি 'ন্যায়খণ্ডখাদ্য' গ্রন্থে বহু বার খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহার নাম গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ।[১৬] বর্ত্তমানে গুণানন্দের নাম ও গ্রন্থ নবদ্বীপ অঞ্চলে এবং বাঙ্গলার নৈয়ায়িক-সমাজে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত; যদিও এক সময়ে বাঙ্গলা দেশেও তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আমাদের নিকট রক্ষিত বৈশেষিকদর্শনের 'কর্ম্ম'লক্ষণঘটিত একটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থের এক স্থলে (৬ পত্রে)

১৬। ন্যায়খণ্ডখাদ্যে ১৬ স্থলে গুণানন্দের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, এক স্থলে মাত্র মথুরানাথের মত খণ্ডিত হইয়াছে (৪২।১ পত্রে)—বুঝা যায়, যশোবিজয় বৌদ্ধাধিকারদীধিতি গুণানন্দের টীকা সহ পড়িয়াছিলেন, অন্য কাহারও টীকা কাশীতে পড়ান হইত না।

'বিদ্যাবাগীশাস্ত' বলিয়া গুণানন্দের মত লিখিত পাওয়া যায়। গদাধরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলায় নৈয়ায়িকসমাজে যে চারি জন মাত্র সর্ব্বপ্রধান মহানৈয়ায়িকের প্রন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, গুণানন্দ তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৈতৃক পুথিসংগ্রহমধ্যে একটি নব্যন্যায়গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে নিম্নলিখিত মনোহর শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে :—

গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী কচিৎ কচিৎ॥

শ্লোকে গুণানন্দ-রচিত যে গ্রন্থের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহা রঘুনাথ শিরোমণি-রচিত (১) **গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতির** উপর বিবেক নামক টীকা। এই গ্রন্থই, দেখা যায়, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গৃহীত হইত। লণ্ডনে এই গ্রন্থের যে বঙ্গাক্ষর-প্রতিলিপি রক্ষিত ছিল, তাহার লিপিকাল 'বেদাগ্নিবাণেন্দুযুতে (১৫৩৪) শকাব্দে' অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীঃ—ইহাই গুণানন্দ-রচনায় প্রাচীনতম প্রতিলিপি। গ্রন্থের আরম্ভ ও পুষ্পিকা এই :—(*I. O.* I, p. 666)

নমো(স্ত) নীলকণ্ঠায় বলয়ীকৃতভোগিনে।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধচূড়ায় ভোগিহারাবতংসিনে॥
গুণপ্রকাশবিবৃতৌ প্রকাশে চ যথাযথং।
যত্নাত্তাৎপর্য্যসন্দর্ভো গুণানন্দেন তন্যতে॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতঃ গুণবিবৃতি-বিবেকঃ সমাপ্তঃ।

তাঁহার প্রতিষ্ঠাকালে 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি 'শিরোমণি' কিম্বা ভবানন্দের 'সিদ্ধান্তবাগীশে'র ন্যায় রূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই একনিষ্ঠ হইয়াছিল, বুঝা যায়।

গুণানন্দের সময়ে বাঙ্গলায় নব্যন্যায়ের পূর্ণ সমৃদ্ধি এবং দেখা যায়, তৎকালে যাঁহারাই গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রঘুনাথ শিরোমণির প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থের উপর টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। গুণানন্দও সম্ভবতঃ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এ-যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

২। **বৌদ্ধাধিকারদীধিতিবিবেক** : নানা পুথিশালায় রক্ষিত আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভ এই :— (*Ulwar Cat*, p. 54)

নমো দৈত্যকুলাক্রান্তভুবো ভারজিহীর্ষবে।
বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণায় চতুর্ব্ব্যূহায় বিষ্ণবে॥
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবোত্তাবকমাদরাৎ।
বিবিচ্যতে প্রযত্নেন গুণানন্দেন ধীমতা॥

এই গ্রন্থে তদ্রচিত অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত অপর একটি গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে,—

৩। **অনুমানদীধিতিবিবেক** : যথা, "প্রারিপ্সিতবিঘ্নাপনুত্তয়েঽনুষ্ঠিতমোঁকারোচ্চারণপূর্ব্বকং ভগবন্নমস্কারস্বরূপং মঙ্গলং নিবধ্নাতি 'ওঁ নম' ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমিদমনুমানদীধিতিবিবেকেঽস্মাভিঃ"॥

৪। **লীলাবতীদীধিতিবিবেক** : এই গ্রন্থের প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে। শিরোমণির কোন বাদগ্রন্থের উপর গুণানন্দরচিত টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুমান হয়,

আখ্যাতবাদাদির উপরও তিনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ-রচিত আখ্যাতবাদের টীকায় গুণানন্দের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ৮৮৬)।

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহুতর টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনখানি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

৫। **প্রত্যক্ষমণিটীকা :** এই গ্রন্থের আন্তন্তখণ্ডিত একমাত্র প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (ন্যায়বৈশেষিক, ৩৪১ সং পুথি)। মূল প্রামাণ্যবাদাদির উপর ইহা রচিত, দীধিতি কিম্বা আলোকের উপর নহে। পার্শ্বে 'গুণানন্দী' লিখিত থাকায় গ্রন্থকার বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৬। **ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতাৎপর্য্যবিবেক :** এই গ্রন্থও কাশীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ইহাতে কারিকাংশ ও গদ্যাংশ, উভয়েরই ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই গ্রন্থও এক সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যায় শিরোমণি ও গুণানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (*S. B. Studies*, V, p. 157)।

৭। **শব্দালোকবিবেক :** পক্ষধর মিশ্র-রচিত 'আলোক' গ্রন্থের শব্দখণ্ডের উপর টীকা। কাশীর সরস্বতীভবনে আমরা ইহার দুইটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; একটি খণ্ডিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আদিসমন্বিত। প্রারম্ভাংশ উদ্ধৃত হইল।

সিদ্ধেশ্বর্য্যৈ নমঃ। অথ।
নমো দৈত্যকুলাক্রান্তভুবো ভারজিহীর্ষবে।
বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণায় চতুর্ব্ব্যূহায় বিষ্ণবে॥
মধুসূদনসদ্ব্যাখ্যাসুধাক্ষালিতচেতসা।
গুণানন্দেন কৃতিনা শব্দালোকো বিবিচ্যতে॥ (ন্যায়বৈশেষিক, ৩৬৬ সং পুথি)।

মঙ্গল-শ্লোকটি অবিকল বৌদ্ধাধিকারটীকায় আছে। নাগরাক্ষরে লিখিত এই প্রতিলিপির পার্শ্বে 'শব্দ গু°' পরিচয়লিপি আছে। দ্বিতীয় প্রতিলিপি আদ্যন্তখণ্ডিত (২-৫৮, ১-৭৫, ১০২-৩৫ পত্র)—পার্শ্বের পরিচয়লিপি 'বি° বা°,' 'বিদ্যা°,' 'বি° শা°' ও 'বিদ্যাবা°' গ্রন্থকারের 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধির সংক্ষেপ। (ন্যায়বৈশেষিক, ২৮১ সং পুথি)। দ্বিতীয় শ্লোকে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, গুণানন্দের গুরুর নাম ছিল 'মধুসূদন'। এই মধুসূদন কে ছিলেন, গবেষণীয়।

গুণানন্দের বংশ-পরিচয় :—নবদ্বীপে গুণানন্দের নাম বিলুপ্ত হওয়ায় বুঝা যায়, তাঁহার বাড়ী নিজ নবদ্বীপে ছিল না। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার প্রান্তবর্ত্তী বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম 'সুবর্ণপুর'নিবাসী স্বর্গত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় 'ব্রাহ্মণবংশবৃত্তান্ত' (১৩২২ সন) নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম গুণানন্দের বংশ-পরিচয় মুদ্রিত করিয়া একটি মূল্যবান্ তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শরৎবাবু গুণানন্দের কোন গ্রন্থাদির পরিচয় জানিতেন না। তৎসত্ত্বেও কেবল প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন যে, গুণানন্দ [illegible] সন্তান নদীয়া, গাঙ্গুরিয়া গ্রামে অবস্থিত। "গুণানন্দ সুপণ্ডিত, সুতার্কিক ও সিদ্ধপ্রভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, মীমাংসা ও দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকার জগদীশ

তর্কালঙ্কার, ইঁহার তর্কশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী মহাদেবী, অদ্ভুত সহনশীলতা দেখাইয়া সহমৃতা হন।"—(৩২ পৃঃ)।

উদ্ধৃত লেখা হইতে বুঝা যায়, গুণানন্দের স্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেলেও তাঁহার উপাধি 'বিদ্যাবাগীশ' ও জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার সমকালীনত্বের ক্ষীণ স্মৃতি শরৎবাবুর গ্রন্থরচনাকালেও বাঁচিয়া ছিল এবং এই গুণানন্দ যে আমাদের আলোচ্য মহানৈয়ায়িক হইতে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শরৎবাবুর গ্রন্থে (পৃঃ ৩২-৩৩ ও ১১৪-৫) গুণানন্দবংশীয় বহু পণ্ডিতের নাম এবং একটি শাখার নামমালা মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু গুণানন্দের ধারাবাহিক বংশাবলী শরৎবাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমানেও অপ্রাপ্য। আমরা গুণানন্দের বংশধর সিমহাটনিবাসী পণ্ডিত শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যত দূর জ্ঞাত হইয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। গুণানন্দ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 'ডিংসাই'-গাঞি রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ী নদীয়া জিলার অন্তর্গত সুবর্ণপুর ও সিমহাট গ্রামের সংলগ্ন 'গাঙ্গুরিয়া' গ্রামে অবস্থিত ছিল। কাঁচড়াপাড়া হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী এই গ্রাম সুপ্রাচীন 'বহরমপুর রাস্তা'র পার্শ্বে অবস্থিত এবং বহু পূর্ব্বে একটি শাখানদী 'গুঞ্জ' বা 'সুন্মাবতী' গ্রামটির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছিল। এই 'মড়া গাঙ্গে'র খাত এখনও বিদ্যমান এবং তদনুসারেই গ্রামের নামকরণ ('গাঙ্গ্ ঘুরিয়া') হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। সংলগ্ন সিমহাট (পুরাতন পত্রানুসারে 'ছিমহাট') গ্রাম 'কেশর'-ভাবাপন্ন বহু কুলীন বংশের প্রসিদ্ধ একটি সমাজস্থান ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও নাগরিক সভ্যতার আকর্ষণে সিমহাটের সমৃদ্ধ অধিবাসিবৃন্দ পতনোন্মুখ বিশাল অট্টালিকাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামটিকে রিক্তপ্রায় করিয়া গিয়াছে।

গাঙ্গুরিয়া গুণানন্দবংশীয় ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর নামেই চিরকাল পরিচিত। তাঁহার বিস্তৃত বংশলতার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে এক সময়ে ইহা 'ছোট নবদ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল। কিম্বদন্তী আছে, জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমস্ত পণ্ডিতসমাজ জয় করিয়া এখানে আসিয়া বহুদিনব্যাপী বিচারে পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিসম্পাতেই এই বংশের ভীষণ অধঃপতন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রামটি প্রায় জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে এবং মুষ্টিমেয় অধিবাসীর মধ্যে এক ঘর মাত্র গুণানন্দের বংশধর বিদ্যমান আছে। নামমালা যথা,—আনন্দীরাম ন্যায়বাচস্পতি, তৎপুত্র রামকানাই বিদ্যাভূষণ (১২০২ সন, নিঃসন্তান), কালাচাঁদ পঞ্চানন (নিঃসন্তান) ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, তৎপুত্র ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ (ও নগেন্দ্রনাথ), তৎপুত্র শ্রীরাসবিহারী। ক্ষেত্রনাথ শিবদাস ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতৃসম্পর্কিত 'ত্রিরাত্র' জ্ঞাতি ছিলেন। এই বাড়ীর নিকটে কতিপয় ইষ্টকালয় বাস্তবাটীর ধ্বংসাবশেষ, তন্মধ্যে তিনটি ভগ্ন শিবলিঙ্গ এবং অদূরে একটি নাতিবৃহৎ দীর্ঘিকা গাঙ্গুরিয়ার ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছে। বাস্তবাটীর একটিতে দয়ারাম বাচস্পতি ও কালীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত বাস করিতেন, কালীশঙ্করের পৌত্র চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র আশুতোষ ও তৎপুত্র শ্রীঅনাথবন্ধু (বর্ত্তমানে সিমহাটনিবাসী)। এই দুই ঘর ও শিবদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ব্যতীত গুণানন্দের বিশাল বংশবৃক্ষের সমস্ত ধারা প্রলয়কারী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাদের নাম উদ্ধার করা অসাধ্য এবং শরৎবাবুর গ্রন্থে যে সকল নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে প্রমাণসিদ্ধ নহে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের গৃহে রক্ষিত

তায়দাদ ও অন্যান্য প্রাচীন পত্রাদি পরীক্ষা করিয়া আমরা এই বংশের প্রধান একটি শাখার এইরূপ নামমালা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি :—গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—(রামনারায়ণ)—(২-৩ পুরুষ পরে) অজ্ঞাতনামা (রমণ সিদ্ধান্ত, নিঃসন্তান ও প্রাণবল্লভ তর্কবাগীশ)—রামকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ—ভবানীচরণ তর্কবাগীশ (ও রামজয় সিদ্ধান্তপঞ্চানন, নিঃসন্তান)—দেবনাথ ভট্টাচার্য্য (সিমহাটে আসেন)—দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য (প্রভৃতি ৫ ভাই)—শিবদাস ভট্টাচার্য্য—শ্রীচণ্ডীচরণ—শ্রীশৈলেন্দ্র। ভবানীচরণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন—দানপত্রের তারিখ ১৪ চৈত্র ১১৬১ বঙ্গাব্দ।

প্রাণবল্লভ তর্কবাগীশের ৫ পুত্র—রামসন্তোষ বিদ্যালঙ্কার, রামানন্দ বিদ্যাভূষণ, ভৃগুরাম ন্যায়পঞ্চানন, রামশরণ ন্যায়বাগীশ কবিরঞ্জন ও হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার। রামসন্তোষ ভিন্ন সকলেই নিঃসন্তান এবং (হরিরাম ভিন্ন) সকলের সম্পত্তি রামসন্তোষের পুত্র ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য (ওরফে সাতু) ১২০২ সনের পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিলোচনের তিন পুত্র—মাধবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও যদুনাথ। ১২৮৩ সনে যদুনাথ স্বর্গী হইলে পূর্ণচন্দ্রের পত্নী নিস্তারিণী দেবী ও তৎপর যদুনাথের 'সপিণ্ড জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্র' দুর্গাদাস প্রভৃতিরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র একই তারিখে—১১৬০ সনের ১৭ শ্রাবণ—রামসন্তোষ প্রভৃতি ৫ ভাইয়ের প্রত্যেককে ৫০/০ বিঘা ভূমি দান করেন। সম্ভবতঃ ইহা পূর্ব্বতন একটা বৃহৎ ভূমিদানের অংশবিভাগ মাত্র। প্রবাদ আছে, এই ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী ১০০০/০ বিঘা ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন (ব্রাহ্মণবংশবৃত্তান্ত, পৃঃ ৩৩)। শিবদাস ভট্টাচার্য্যের সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে উপরিলিখিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য যদুনাথের ধারা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী এবং ক্ষেত্রনাথ আরও দূরতর ভ্রাতৃ-পর্য্যায়ের লোক ছিলেন। সুতরাং গুণানন্দ অন্যূন ১০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন সন্দেহ নাই।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'ডিংসাই'বংশীয় একজন খ্যাতনামা গুণানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ হইতে অভিন্ন সন্দেহ নাই। 'চৈতল' চট্টবংশীয় বিখ্যাত কুলীন চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবের পুত্র) রাজারামের কুলক্রিয়ার বর্ণনায় লিখিত আছে : "রাজারামে দিণ্ডী গুনানন্দস্য পৌত্রী রামনারায়ণস্য কন্যাবিবাহঃ।" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথির ৩২৬।১ পত্র)। বুঝা যায়, গুণানন্দ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাবেই এই কুলক্রিয়া সম্ভব হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশে' (পৃঃ ১৩৩) মাধব ও চন্দ্রশেখরের পিতামহ 'উদয় কুলবরে'র কুলকারিকা ১০৭ সমীকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চন্দ্রশেখরাদি ও গুণানন্দের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়। সম্প্রতি পরিষদের নবসংগৃহীত কুলপঞ্জীতে (২১০২ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি) গুণানন্দের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবসথী চট্টবংশের পালুপ্রকরণে 'পীতাম্বর' ৯৩ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন ছিলেন (মহাবংশাবলী, পৃ. ১২০)। তাঁহার কুলকারিকায় ধ্রুবানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বৈকুণ্ঠের নাম করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের পুত্র 'চণ্ডীদাস গোস্বামী' বালীর বিখ্যাত গোস্বামিবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রাম তর্কবাগীশ' (অপুত্রক) গুণানন্দের জামাতা ছিলেন—"দিণ্ডী গুণানন্দবিদ্যাবাগীশস্য কন্যাবিবাহ" (২৪৪।২ পত্র)। এতদনুসারে চণ্ডীদাসের বৈবাহিক গুণানন্দের অভ্যুদয়কাল ১৫৫০—৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্ণয় করা যায়। তিনি ভবানন্দের সমকালীন ছিলেন, ধরা যায় এবং তাঁহার ন্যায়গুরু 'মধুসূদন' কৃষ্ণদাসের সমকালীন একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ জীব গোস্বামীর গুরু 'মধুসূদন বাচস্পতি' হইতে অভিন্ন—বার্দ্ধক্যে কাশীবাসকালে জীব গোস্বামী তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকিবেন।

গুণানন্দের বিলুপ্ত বংশাবলীর অপর কতিপয় নাম এখানে সংগৃহীত হইল :—জগদীশ তর্কালংকার (১১৭৩ সনের সনদ, অপুত্রক), রামগোপাল বিদ্যানিবাসের পুত্র নন্দরাম ন্যায়ালংকার (১১৬০ সন, পুত্র পার্ব্বতীচরণ প্রভৃতি), মনোহর তর্কভূষণ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত (দৌহিত্র রামপ্রসাদ চট্ট প্রভৃতি), কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত (১১৬০ সন), আনন্দীরাম ন্যায়পঞ্চাননের পুত্রদ্বয় রামকান্ত ন্যায়ভূষণ ও কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীধর বিদ্যাভূষণের ভ্রাতা রামকান্ত তর্কালঙ্কার ও রামকান্তপুত্র রামলোচন বিদ্যানিধি (১১৬২ সন) ॥

৭। মথুরানাথ তর্কবাগীশ

যে সকল মহাপণ্ডিতের গ্রন্থরচনা দ্বারা ভারতবিখ্যাত নবদ্বীপ মহাবিদ্যালয়ের চরম অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় হইলেন 'মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ'। তাঁহার একটি টীকাগ্রন্থ—মূল চিন্তামণির উপর 'মাথুরী'—ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহাই তাঁহাকে এ-যাবৎ চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে এ-যাবৎ যে সকল কথা মুদ্রিত হইয়া বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই প্রবাদমূলক এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনা দ্বারা এখন নিশ্চিতভাবেই প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ সমস্ত প্রবাদ অমূলক ও প্রমাণবিরুদ্ধ।[১৭]

বঙ্গদেশের ৪ জন মহানৈয়ায়িকের প্রশস্তিশ্লোকে মথুরানাথের নাম তৃতীয় :—

গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী কচিৎ কচিৎ ॥

অর্থাৎ নব্যন্যায়ের সমস্ত আকরগ্রন্থের উপর মথুরানাথ সমীচীন টীকা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মথুরানাথ-রচিত গ্রন্থরাজি এ-যাবৎ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার পরিসর কত দূর বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার বিস্ময়কর বুদ্ধিকৌশল ও লেখনীশক্তির বলে তিনি কিরূপ এক বরেণ্য আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সারস্বত ইতিহাসে যাহার তুলনা হয় কি না সন্দেহ।

১৭। Ward সাহেবের 'হিন্দু' বিষয়ক বিরাট্ গ্রন্থের ২য় সংস্করণে মথুরানাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১৮২২ সনের পুনর্মুদ্রিত সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬, ২২৪ ও ৪৮৪)। তিনি মূলের টীকাকার ছিলেন, শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং নদীয়ারাজের আশ্রিত নবদ্বীপনিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই তিনটি মাত্র কথা তন্মধ্যে পাওয়া যায়। ১ম সংস্করণে (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫) মাত্র ৫ জন নৈয়ায়িকের নাম লিখিত হইয়াছিল—গঙ্গেশ, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (*Notices of Sans. Mss.*. I, 1871, p. 286) মথুরানাথ সম্বন্ধে যে প্রবাদ লিখিয়াছেন, তাহাই বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ৬৫-৯ ; ২য় সং, পৃ ১৪৯-৫২) অনুরূপ প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—মথুরানাথ ভবানন্দের গুরু ছিলেন, ইহাই পণ্ডিতসমাজে বহুল প্রচারিত প্রবাদ। একমাত্র স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দ্বারা মথুরানাথ সম্বন্ধে প্রামাণিক কথা কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন (ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৩-৮)। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরা মথুরানাথ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

গ্রন্থাবলী : (১) তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য : গঙ্গেশ-রচিত মূল তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের চারি খণ্ডের উপরই মথুরানাথ টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু 'উপমানখণ্ডে'র পঠন-পাঠন চিরকাল অপ্রচলিত বলিয়া তদুপরি মাথুরী টীকা অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। অন্য তিন খণ্ডের উপলভ্যমান টীকাংশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (১২৫০-১৩৪৩ সন) কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া মূল সহ সোসাইটি হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মথুরানাথের এই বিরাট্ টীকাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

(ক) **প্রত্যক্ষখণ্ড :** ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে 'মাথুরী' সন্নিকর্ষবাদ পর্য্যন্ত (পৃ. ৬৩৯) পাওয়া যাইতেছে। অবশিষ্টাংশের মাথুরী অমুদ্রিত রহিয়াছে। প্রারম্ভে পিতৃবন্দনাশ্লোক দ্বারা তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন :—

ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তেঃ।
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা॥

স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার ত্রিভুবনগীত জনক 'শ্রীরাম তর্কালঙ্কার'কে তুলনা করিয়া মথুরানাথ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। শ্রীরামের বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(খ) **অনুমানখণ্ড :** ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই গ্রন্থে মাথুরী বাধপ্রকরণ পর্য্যন্ত (পৃ. ৯৮২) পাওয়া যায়। ঈশ্বরবাদের মাথুরী অপ্রাপ্য ও অমুদ্রিত রহিয়াছে। ইহার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পূর্ব্ববৎ, কেবল একটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে। যথা,

আন্বীক্ষিকীপণ্ডিতমণ্ডলীষু সন্ত্যাগুবৈরধ্যয়নং বিনাপি।
মদুক্তমেতৎ পরিচিন্ত্য ধীরাঃ নিঃশঙ্কমধ্যাপনমাতনুধ্বম্॥[১৮]

এই টীকাংশই মথুরানাথের অতিপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার পঠন-পাঠন অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন পণ্ডিতসমাজের বহু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মাথুরীর এতদংশের স্থলে স্থলে 'পত্রিকা' রচনা করিয়া বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছেন। মথুরানাথের সময়ে অনুমানখণ্ডের চর্চ্চা কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, গ্রন্থারম্ভে তাহার সুস্পষ্ট সূচনা আছে—"যদ্যপীদং বহুভির্বহুধা বহুধা চর্ব্বিতং জায়তে চ কৈশ্চিৎ সামান্যতো হেত্বাভাসান্তং তথাপি" ইত্যাদি। এই সন্দর্ভে রঘুনাথ শিরোমণির উপর কটাক্ষ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে লিখিয়াছেন (R. L. Mitra, *Notices of Sans Mss.* Vol. 1, p. 286)। তাহা নিতান্ত অমূলক ; শিরোমণির সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সকলেই দীধিতি ব্যতীত মূলের উপরও

১৮। নবদ্বীপে মূল মাথুরীর অনুমানখণ্ডের একটি প্রতিলিপিতে আমরা মঙ্গলশ্লোক ও প্রারম্ভ বিভিন্নরূপ পাইয়াছি। যথা—

সনীরনীরদশ্যামং মঞ্জুখঞ্জনলোচনং।
বল্লবীবল্লভং বন্দে বৃন্দাবনবিহারিণম্॥
শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তেঽনুমানখণ্ডফক্কিকাঃ।
প্রত্যক্ষং নিরূপিতমিদানীমনুমানং নিরূপণীয়ম্…। ইত্যাদি

লক্ষ্য করিতে হইবে, অবতরণিকার প্রচলিত পাঠে আরম্ভে যে গর্ব্বসূচক বাক্য রহিয়াছে, তাহা এই পুথিতে নাই। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের ৮৩৩ সংখ্যক পুথিতে 'নবীননীরদশ্যামং' পাঠ আছে।

টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন—মথুরানাথের পরবর্ত্তী জগদীশ-গদাধরও করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেহই সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শিরোমণির সমকক্ষতা বা বিপক্ষতা লাভের দুরাশা পোষণ করেন নাই। এতদ্বিষয়ে নবদ্বীপে যে প্রবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৭-৮ প্রভৃতি), তাহা নিষ্প্রমাণ কল্পনা মাত্র। এই গ্রন্থের দুই স্থলে 'পিতৃচরণে'র ব্যাখ্যা মথুরানাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৬৩-৪ ও ২৯৪-৫) এবং প্রথম স্থলে খণ্ডনও করিয়াছেন। অনুমান হয়, শ্রীরাম মূলেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

(গ) **শব্দখণ্ড**: ইহার প্রথমাংশ (পৃ. ৫২৫) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষাংশ (পৃ. ৮৬৬) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জাতিশক্তিবাদ প্রকরণ হইতে (পৃ. ৫৫৬) মাথুরী অপ্রাপ্য বলিয়া মুদ্রিত হয় নাই। শব্দখণ্ডের মাথুরীর আরম্ভে শ্লোকত্রয় অবিকল অনুমানখণ্ডের ন্যায়। এই তিন খণ্ড টীকার উপলব্ধাংশ মূল বাদ দিয়া অন্যূন ২,০০০ মুদ্রিত পৃষ্ঠাব্যাপী এবং মোট গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০, অর্থাৎ মহাভারতের এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে। বিলুপ্তাংশ ধরিয়া আরও বেশী হইবে।

(২) মথুরানাথ পক্ষধর মিশ্রের 'আলোক' টীকার উপরও 'রহস্য' নামক উপটীকা রচনা করিয়াছিলেন। আলোকের পঠন-পাঠন বহু কাল হইল নবদ্বীপে এবং পক্ষধর মিশ্রের স্বকীয় সমাজ মিথিলায়ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং 'মিশ্রমাথুরী'র প্রতিলিপি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। আমরা নানা স্থানে ইহার খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিয়াছি। তন্মধ্যে **শব্দালোকমাথুরীর** প্রতিলিপি অনেকটা সুপ্রাপ্য—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে (৫২৮ সংখ্যক দর্শনের পুথি), লণ্ডনে (*I. O.* I, p. 630. পত্রসংখ্যা ২৩৮) এবং অন্যত্র ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রারম্ভ এই :—

কুঞ্চিতাধরপুটেন পূরয়ন্ বংশিকাং প্রচলদঙ্গুলিপঙ্‌ক্তিঃ।
মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ পাতু কোপি নবনীরদচ্ছবিঃ॥
শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।
শব্দমণিপরিচ্ছেদালোকো ব্যাখ্যায়তে স্ফুটম্॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে **প্রত্যক্ষালোকমাথুরীর** দুইটি অতিদুর্লভ খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (৩৯৯ খ-গ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৯৪+৩২ ও ২৮)। প্রথমটি অন্যথাখ্যাতি-প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার প্রারম্ভও একরূপই, কেবল শেষ পঙ্‌ক্তির পাঠ যথোচিত পরিবর্ত্তিত। যথা, —বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে "প্রত্যক্ষালোকফক্কিকাঃ।" **অনুমানালোকমাথুরীর** প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে (*I. O.* I, p. 630), মাত্র উত্তরখণ্ডের (উপাধিবাদ হইতে ঈশ্বরবাদ পর্য্যন্ত) পত্রসংখ্যাই ৭৩+১৫৫। সমগ্র গ্রন্থের আয়তন সহজেই অনুমেয়। সুতরাং মিশ্রমাথুরীও মূল মাথুরীর ন্যায় বিপুলায়তন বটে এবং এযাবৎ আবিষ্কৃত ইহার তিন খণ্ডের খণ্ডিতাংশ একত্র করিলেই গ্রন্থসংখ্যায় অন্যূন ৩০,০০০ হইবে। বিলুপ্তাংশ যোজনা করিলে সমগ্র টীকার পরিমাণ মহাভারতের অর্দ্ধাংশ হওয়া অসম্ভব নহে।

(৩) মথুরানাথ, শিরোমণির প্রচলিত ৮টি গ্রন্থের উপরই 'রহস্য' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষদীধিতি, পদার্থখণ্ডন ও নঞ্‌বাদের মাথুরী আমরা অদ্যাপি কোথাও দেখি নাই। সমুচিত অনুসন্ধান করিলে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অ-আনন্দ। **দীধিতিমাথুরীর পূর্ব্বখণ্ডের** (সামান্যলক্ষণাপ্রকরণ পর্য্যন্ত) একটি প্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত

আছে (১০৩৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্রসংখ্যা ৪৩+২৪৩, মধ্যে ১০০-১২১ পত্র নাই)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পূর্ব্বখণ্ডের একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (২০৯৮ সং পুথি, পত্রসংখ্যা ২৫০)। পরিষদের পুথির স্থলে স্থলে তেলুগু অক্ষরে পার্শ্বটীকা আছে। দীধিতির এই টীকা পরিমাণে জাগদীশী অপেক্ষা অনেক বড়, প্রায় দেড়া—পূর্ব্বখণ্ডের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০০। মথুরানাথের এই টীকা নৈয়ায়িকসমাজে কেন প্রচারলাভ করিল না—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। ইহার প্রারম্ভে 'কুঞ্চিতাধর' শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়:—

জগদ্গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্ধ্নি ধারয়ন্।
তৎসুতো মথুরানাথো দীধিতিং স্ফুটয়ত্যমুম্॥

(৪) **গুণদীধিতিমাথুরীর** প্রতিলিপি অনেকটা সুপ্রাপ্য—বহু পুথিশালায়ই ইহা রক্ষিত আছে। ইহার প্রারম্ভশ্লোক অবিকল অনুমানদীধিতিমাথুরীর ন্যায়। ইহার গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ বটে। উদয়নাচার্য্যের 'গুণকিরণাবলী' এবং তদুপরি বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত 'প্রকাশ' নব্যন্যায়ের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে নবদ্বীপে এবং অন্যত্র খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নিবিড়ভাবে টীকা-টিপ্পনী সহযোগে অধীত হইত।

(৫) **বৌদ্ধাধিকারদীধিতিমাথুরী:** ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা এক স্থলে ৬ পত্রের একটি পুথি দেখিয়াছিলাম—শেষে লিখিত আছে, "ইত্যন্তং প্রচরন্তী বৌদ্ধাধিকারশিরোমণের্ম্মাথুরী"। মথুরানাথ সম্পূর্ণ গ্রন্থেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

(৬) **লীলাবতীদীধিতিমাথুরী:** ইহার প্রতিলিপিও একাধিক পুথিশালায় রক্ষিত আছে এবং খণ্ডিত প্রথমাংশ বহু স্থলেই সুপ্রাপ্য। আরম্ভে 'কুঞ্চিতাধর' মঙ্গলশ্লোকের পর আছে:—

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশ-ধীমতা।
ভাবঃ প্রকাশ্যতে চারু লীলাবত্যাঃ শিরোমণেঃ॥

বলা বাহুল্য, শ্রীবল্লভাচার্য্যের 'ন্যায়লীলাবতী' প্রকরণ এবং তদুপরি বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের 'প্রকাশ' নব্যন্যায়ের অবশ্যপাঠ্য আকরগ্রন্থরূপে পরিগৃহীত হইত।

(৭) **আখ্যাতবাদটীকা:** শিরোমণির আখ্যাতশক্তিবাদ সুবিস্তৃত 'মাথুরী' টীকা সহ সোসাইটী হইতে শব্দখণ্ডের ২য় ভাগের শেষে (পৃ. ৮৬৭-১০০৯) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮) **দ্রব্যকিরণাবলীটীকা:** মথুরানাথ উদয়নাচার্য্যকৃত মূল দ্রব্যকিরণাবলী গ্রন্থের বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন ('দ্রব্যভাশেষফক্কিকাঃ')। নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু সবই খণ্ডিত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইহার যে প্রতিলিপি আছে (১৩৯ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ১০২), তাহা পৃথিবীগ্রন্থের পর কিয়দংশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান নৈয়ায়িকগণ মুক্তিবাদাদি নানাবিধ বিষয়ে এতদ্গ্রন্থে মথুরানাথের অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিতেছি:—(২৭।১ পত্র, অস্মদীয় পুথির ২৪।১ পত্র) "অশরীরমিতি—বাব ইতি সম্বোধনে সম্বোধ্যা মৈত্রেয়ী···মণিকৃতস্তু বাবসন্তমিতি যত্তুকি, তথাচ শরীরযোগং বিনা পুনঃ পুনঃ সন্তমিত্যর্থ ইত্যাহুঃ। তদসৎ তথা সন্তি বাবসন্তমিতি প্রয়োগঃ স্যাৎ 'অভ্যস্তাদন্তিরনকার' ইতি নকারলোপাৎ তস্মাৎ [illegible]

জ্যায়নী।" বুঝা যায়, মথুরানাথ পাণিনিব্যাকরণে অধীতী ছিলেন না—উদ্ধৃত সূত্র কলাপব্যাকরণের (চতুষ্টয়ের ১০৬ সূত্র) বটে। আর, কল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহার পড়া ছিল।

(৯) **গুণকিরণাবলীটীকা :** উদয়নাচার্য্যের মূল গুণকিরণাবলীর উপরও মথুরানাথ বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নানা স্থানে পাওয়া যায়। প্রারম্ভে 'কুঞ্চিতাধর' শ্লোক, তৎপর 'শ্রীমতা' ইত্যাদি শ্লোক (শেষার্দ্ধ 'বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে গুণগ্রন্থস্থ ফক্কিকাঃ'), তৎপর 'আন্বীক্ষিকী-পণ্ডিতমণ্ডলীষু' প্রভৃতি শ্লোক ও তৎপর নিম্নলিখিত গর্ব্বোক্তি :—

মদুক্তগ্রন্থং স্ববিচিন্ত্য যত্নাদ্ বৃহস্পতেরপ্যসুবোধমেতৎ।
শাস্ত্রং যথা কৃষ্ণপদারবিন্দধ্যানং বিনা সোঽপি ধিয়ং ন ধত্তে ॥

(১০) **বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি :** অর্থাৎ উদয়নাচার্য্যকৃত 'আত্মতত্ত্ববিবেক' প্রকরণের উপরও মথুরানাথ বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন ('বৌদ্ধাধিকারবিবৃতির্বিশদীকৃত্য রচ্যতে')। সোসাইটী হইতে প্রকাশিত সটীক গ্রন্থে ইহার কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে (৩৬ পৃষ্ঠার পর মাথুরী টীকা নাই), অথচ মুদ্রিত টীকা-চতুষ্টয়ের মধ্যে মাথুরীই আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

(১১) **লীলাবতীমাথুরী :** শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত 'ন্যায়লীলাবতী' প্রকরণের মাথুরী টীকাও খণ্ডিতাকারে বহু স্থানে পাওয়া যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ৪৫৫ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য (পত্রসংখ্যা ৫৮)—প্রারম্ভে আছে—"বিবিচ্যতে চ সিদ্ধার্থো লীলাবত্যাং বিশেষতঃ।"

(১২) **দ্রব্যপ্রকাশটীকা :** বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত 'দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশে'র মাথুরী টীকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা কতিপয় পত্র মাত্র এক স্থলে দেখিয়াছি।

(১৩) **গুণপ্রকাশবিবৃতি :** বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত 'গুণকিরণাবলীপ্রকাশে'র মাথুরী টীকার প্রথমাংশ সুপ্রাপ্য ("গুণপ্রকাশবিবৃতিঃ ক্রিয়তে বিদুষাং মুদে")। ইহার উপলভ্যমান অংশ হইতে বুঝা যায়, ইহাও আয়তনে বিস্তীর্ণ ছিল।

(১৪) **লীলাবতীপ্রকাশটীকা :** বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের মাথুরী টীকার কিয়দংশও নানা স্থানে পাওয়া যায় ("লীলাবত্যাঃ প্রকাশোঽথ বিশদীক্রিয়তে ময়া")। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইহার একটী খণ্ডিতাংশ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ৩১, চৌখাম্বা-সংস্করণের মাত্র ৫৩ পৃ. পর্য্যন্ত)। ইহাও বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা বটে।

বিলুপ্ত গ্রন্থ : (১৫) গৌতমসূত্রবৃত্তি : নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে একটি পুস্তক-তালিকার মধ্যে আমরা (জগদীশরচিত) 'গুণসূক্তি' ও 'গোতমসূত্রমাথুরী'র উল্লেখ পাইয়াছি। উভয় গ্রন্থই এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

(১৬) **সুপ্‌শক্তিবাদ :** আখ্যাতবাদের টীকার দুই স্থলে (পৃ. ৯৫৩-৪) মথুরানাথ স্বরচিত 'সুপ্‌শক্তিবাদ' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

সন্দিগ্ধ গ্রন্থ : মঞ্জরীটীকা : কাশীর সরস্বতীভবনে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য-চূড়ামণির রচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর একটী টীকাংশ আমরা দেখিয়াছি (ন্যায়বৈশেষিক, ২০২ সংখ্যক পুথি, মাত্র ৬ পত্র)। ইহার কোন মঙ্গলাচরণ নাই। পার্শ্বে সাঙ্কেতিক পরিচয়লিপি আছে 'ম-টী-ম' এবং পরবর্ত্তী হস্তাক্ষরে লিখিত আছে 'মথুরানাথী'। দুই স্থলে দীধিতিকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে—"ঈশ্বরাত্মনি মহত্ত্বপরিমাণস্থ

দীধিতিকৃদসম্মতত্বাৎ" (১ পত্র), "বিশিষ্টানুভবং প্রত্যেব বিশেষণধিয়ো হেতুত্বমিতি দীধিতিকৃতো বদন্তি" (৩।২ পত্র)। ইহা মথুরানাথ-রচিত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না।

মহিম্নঃস্তবটীকা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় মহেশ ন্যায়রত্নের সংগ্রহে (৬৮৯ সংখ্যক পুথি) মহিম্নঃস্তবের খণ্ডিত একটী টীকা আছে (পত্রসংখ্যা ৬, ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যাংশ পর্য্যন্ত)। ইহাতেও কোন মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্তু পার্শ্বে সুস্পষ্ট পরিচয়লিপি আছে 'মাথুরী'। গ্রন্থমধ্যেও নৈয়ায়িকের ভাষা পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থারম্ভ যথা :—"ননু গুণবত্ত্বেন কীর্ত্তনং স্তোত্রং গুণেন বিমুক্তাত্মনো ভগবতো স্তুতিং কশ্চিন্ন করোতি। অতঃ স্তোতব্যাপরিজ্ঞানে স্তুতেরসম্ভবিত্বমাশঙ্ক্য পরিজিহীর্ষুরাহ—মহিম্ন ইতি।" এ স্থলেও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের নিকট পৃথক্ আর একটি ক্ষুদ্রতর মহিম্নঃ-স্তবটীকা আছে, পত্রসংখ্যা ১০, কিন্তু প্রথম ২ পত্র নাই। পার্শ্বে সুস্পষ্ট পরিচয়লিপি আছে 'মহিম্নঃ মাথুরী' এবং শেষে পুষ্পিকা আছে—"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমথুরানাথতর্কবাগীশকৃতা মহিম্নঃস্তবকৌমদী সমাপ্তা" ॥ (লিপিকাল ১৭৩৪ শক)। এই টীকা প্রাঞ্জল হইলেও মহানৈয়ায়িক মথুরানাথের লিপিকৌশলবর্জিত এবং নিশ্চিতই অপর কোন মথুরানাথ-রচিত।

পাণিগ্রহণাদিবিবেক :—রাজেন্দ্রলাল মিত্র মথুরানাথ-রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপির সন্ধান পাইয়াছিলেন (L. 3164, পত্রসংখ্যা ২১)। প্রারম্ভে অবিকল 'কুঞ্চিতাধর' শ্লোক ও তৎপর 'শ্রীমতা' প্রভৃতি শ্লোক (শেষার্দ্ধ :—"পাণিগ্রহাদিকৃত্যানাং বিবেকঃ ক্রিয়তে ময়া") দেখিয়া ইহা নৈয়ায়িক মথুরানাথের রচনা বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতায় সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থেরই একটি সুবৃহৎ প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ২১২, মধ্যে ৭-২৩ পত্র নাই)। ইহাতে বহু গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম তুলিয়া দিতেছি :— নারায়ণোপাধ্যায় (৪।১ পত্র), নির্ণয়কার (২৬।২—নির্ণয়কৃতস্তু মকরস্থো যদা জীবঃ...), খনা (৩১।২, ৪২।২, ১৬১।১), জ্যোতিঃশিরোমণি (৫৪।১), জ্যোতিঃকৌমুদ্যাং রায়মুকুটঃ (৬৬।১, ১৭৬।২), সৌভরি (৬৭।১), দীপিকাটীকা (রাঘবাচার্য্যকৃত, ১০৩।২, ১৬৬-৭), জ্যোতিস্তত্ত্ব (১০৩।২, ১০৫।১), স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য (১১১।১), জ্যোতীরত্ন (১১৩), বাস্তুনির্ণয়ে রত্নমালায়াং (১২০।২), শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়ামাচার্য্য-চূড়ামণ্যাদেঃ (১৪৭।২)।

রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব ১৪৮৯ শকাব্দের (১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) পরে রচিত। ঐ সময়ে নিঃসন্দেহ মথুরানাথ জীবিত ছিলেন। নৈয়ায়িকপ্রবর সমকালীন স্মার্ত্তের নাম সসম্মানে উল্লেখ করিবেন, মনে হয় না। আর, নির্ণয়কার যদি গোপাল ন্যায়পঞ্চানন হন, তবে নিশ্চিতই এই মথুরানাথ পৃথক্ ব্যক্তি। গোপাল, নৈয়ায়িক মথুরানাথের পরবর্ত্তী—১৫৩৫ শকাব্দে (১৬১৩ খ্রীঃ) তিনি 'অশৌচনির্ণয়' রচনা করেন (L. 3188, "শাকে শরৈর্বহ্নিশরেন্দুমানে")। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গলার স্মার্ত্তপণ্ডিত-সমাজে মথুরানাথ তর্কবাগীশনামে একজন স্মৃতিগ্রন্থকারের নাম প্রচারিত ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার 'প্রায়শ্চিত্তসারসংগ্রহ' গ্রন্থে তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৭৭৪ শকের সংস্করণ, পৃঃ ২৮)।

স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'আয়ুর্দ্দায়ভাবনা' নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ নৈয়ায়িক মথুরানাথরচিত বলিয়া ধরিয়াছেন (*J. A. S. B.*, 1915, p. 278)। কিন্তু তাহা বোধ হয় পৃথক্ ব্যক্তির রচনা, যদিও প্রারম্ভশ্লোক হইতে তাহা বুঝা কঠিন (L. 2241, পত্রসংখ্যা ১২) :—

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে আয়ুর্দ্দায়স্য ভাবনাঃ॥

মৌলিক গ্রন্থ : পরিশেষে আমরা মথুরানাথের বিরাট্ মৌলিক গ্রন্থ সিদ্ধান্তরহস্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী সমাপ্ত করিতেছি। তাঁহার বহু টীকাগ্রন্থমধ্যে স্বরচিত সিদ্ধান্ত-রহস্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (অনুমানখণ্ড, পৃ. ৯৮, ১২৯, ২৭১, ২৮৪ : দ্রব্যকিরণাবলীরহস্য ৪।১, ৬৭।২ পত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) এবং বুঝা যায়, মথুরানাথ স্বয়ং তাঁহার ঐ বিচারমূলক বিপুল গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। নবদ্বীপের দুই জন প্রধান নৈয়ায়িক 'সিদ্ধান্তরহস্য' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন— রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও মথুরানাথ। পদার্থখণ্ডনের টীকায় রামভদ্র এক স্থলে স্বরচিত ঐ গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (কাশীর সং, পৃ. ৯৬-৭, অস্মদীয় পুথির ৭।২ পত্র)। কিন্তু রামভদ্রী সিদ্ধান্তরহস্য অদ্যাপি কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। নবদ্বীপে জগদীশ-বংশধর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহে একটি পুস্তকসূচির মধ্যে 'সিদ্ধান্তরহস্য মাথুরী'র উল্লেখ দেখিয়াছি এবং আদ্যন্তরহিত নামহীন একটি গ্রন্থও দেখিয়াছি, যাহা মাথুরী সিদ্ধান্তরহস্য বলিয়া আমাদের অনুমান হয়— মূর্ত্তত্বজাতিনিরাকরণং (১২৪।১ পত্র), দ্রব্যত্বজাতিপ্রমাণং (১৩০।১), গুণত্বজাতিখণ্ডনং (১৩১।১) প্রভৃতি প্রকরণ এবং 'ভট্টাচার্য্যাদিসকলপ্রামাণিকসিদ্ধত্বাৎ' (১২২।২) প্রভৃতি উক্তি ঐরূপ সূচনা করে। কোলব্রুক্ সাহেব মনোহর বঙ্গাক্ষরে লিখিত অজ্ঞাতকর্ত্তৃনাম 'সিদ্ধান্তরহস্য' গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পত্রসংখ্যা ৩৪৫ এবং প্রকরণসংখ্যা অন্যূন ৬০ (অধুনা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত :—*I. O.* I, pp. 644-5, No. 660)। ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মাথুরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে মনে হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে নাগরাক্ষরে লিখিত একটি 'সিদ্ধান্তরহস্য' আছে, পত্রসংখ্যা ২-৩৬২। শেষ প্রকরণ 'পাকজবিচাররহস্যং'। সৌভাগ্যবশতঃ ইহাই মাথুরী বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ হয়; কারণ, মধ্যে এক স্থলে (১৮৮।২) প্রারম্ভাংশ পাওয়া যাইতেছে। প্রথম শ্লোক 'কুঞ্চিতাধর' প্রভৃতি। তৎপর,

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা।
রহস্যং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং সিদ্ধান্তানাং প্রচক্ষ্যতে॥
আন্বীক্ষিকীপণ্ডিতমণ্ডলীষু সত্তাগুবৈরধ্যয়নং বিনাপি।
মদীয়সিদ্ধান্তরহস্যমেতদ্বিলোক্য ধীরাঃ সকলান্ জয়েয়ুঃ॥
বুধবরনিকরাগ্রে জ্ঞাপনেঽধ্যাপনে বা
বিশ (?) ইতরনিবদ্ধং তর্কবদ্ধং মদীয়ং।
সততমনবলোক্য প্রায়শো বাগধীশো
ভবতি ভুবনমধ্যে বাবদূকোপি মূকঃ॥

এই প্রতিলিপি অনেকটা বিপর্য্যস্ত হইয়া আছে। অনেক প্রকরণের শেষে সংখ্যানির্দেশ আছে— চিত্ররূপস্পর্শখণ্ডনং।৬৬ (৩০৮।২ পত্র) প্রভৃতি। মোট প্রকরণের সংখ্যা ৭৫ হইতে বেশী। কাশী,

চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত 'বাদবারিধি' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে একটি অজ্ঞাতকর্তৃনাম 'নিত্যসুখবাদ' মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১৪৮ দ্রষ্টব্য)। ইহা বস্তুতঃ মাথুরী সিদ্ধান্তরহস্যের ৭৫ সংখ্যক প্রকরণ "ঈশ্বরে নিত্যসুখ-ব্যপস্থাপনং" (৩৩৭।২-৩৪১।২ পত্র)। ইহার শেষে অতি দুর্লভ এক নৈয়ায়িকপ্রবরের সন্দর্ভ মথুরানাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন (বাদবারিধি, পৃ. ১৪৮, পুথির ৩৪১।২ পত্র—"পরে তু···ইত্যাহুঃ"); উদ্ধৃত সন্দর্ভের শেষে অজ্ঞাতনামা নৈয়ায়িক স্বরচিত একটি টীকার নামোল্লেখ করিয়াছেন—"অধিকং শব্দমণ্যালোক-বিস্তারে বিবেচয়িষ্যামঃ"। বর্ত্তমানে এই টীকাগ্রন্থ ও তাহার রচয়িতার নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরবিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকরণে মথুরানাথ নিত্যসুখবাদী রঘুনাথ শিরোমণির নাম করেন নাই; যাঁহার সন্দর্ভ সাদরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন নৈয়ায়িক তর্কশাস্ত্রের বাদমালা পৃথক্ গ্রন্থে সুনিপুণভাবে বিচার করিয়া গিয়াছেন। শিরোমণির 'পদার্থখণ্ডন' এ বিষয়ে একটি পথিপ্রদর্শক। গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থসমূহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে এবং ফলে অন্যান্য প্রাচীনতর ও সমকালীন তাদৃশ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কণাদের 'তর্কবাদার্থমঞ্জরী,' রামভদ্র ও মথুরানাথের 'সিদ্ধান্তরহস্য,' জগদীশের 'বিচার'সমূহ এবং ন্যায়বাগীশের 'বাদতত্ত্ব' প্রভৃতি এই ভাবে ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে হরিরামের রচনাও অনেক স্থলে গদাধরের বাদগ্রন্থের প্রসিদ্ধিহেতু বিরলপ্রচার হইয়াছে।

মথুরানাথের অসামান্য লেখনীশক্তি অভিজ্ঞ প্রশস্তিকার 'সর্ব্বজ্ঞ মথুরানাথী' পদে ব্যক্ত করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের উৎপত্তি উদয়নাচার্য্য হইতে এবং প্রথম পরিণতি গঙ্গেশের মণিগ্রন্থে। একমাত্র মণি, মণ্যালোক ও মণিদীধিতির সমগ্র মাথুরীই একযোগে লক্ষ গ্রন্থের অনেক উপরে যাইবে। অনুমান হয়, মথুরানাথের যাবতীয় গ্রন্থের পরিমাণসমষ্টি প্রায় ৩-৪ লক্ষ শ্লোক হইবে। আমরা দেখিয়াছি, একজন দক্ষ লিপিকার (অক্ষয়রাম শর্ম্মা) ছয় বৎসরে (১৭১২-১৭ শকাব্দে) সমগ্র মহাভারত (হরিবংশ বাদ দিয়া) নকল করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের সরল রচনার স্থলে সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ দুরূহ মাথুরী গ্রন্থমালা নকল করিতে একজন লেখকের প্রায় ২০-২৫ বৎসর লাগিবে, অর্থাৎ এক জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশই অতিক্রান্ত হইবে। মথুরানাথের প্রত্যেক রচনায় বহুতর পূর্ব্বতন গ্রন্থকারের মতবাদ ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত ও বিচারিত হইয়াছে। তাহার সম্যক্ আলোচনার দ্বারা মথুরানাথের পাণ্ডিত্যের পরিসর ও গভীরতা নির্ণয় করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা একজন গবেষকের পক্ষে অসম্ভব। নব্যন্যায়ের প্রসার জগতের সারস্বত ইতিহাসের এক অতুলনীয় অধ্যায় এবং তদ্বিষয়ক বিরাট্ সাহিত্যে মথুরানাথের লেখনীপ্রসূত গ্রন্থরাজির আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সন্দেহ নাই।

মথুরানাথ সম্বন্ধে অমূলক প্রবাদ :—মথুরানাথ (ও তৎপিতা শ্রীরাম) রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, ইহাই পণ্ডিতসমাজের চিরন্তন প্রবাদ এবং শতাধিক বৎসর যাবৎ নানা গ্রন্থে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া এই প্রবাদ এত দূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধে (*S. B. Studies*, Vol. V, p. 135) তাহা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া ধরিয়াছেন। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব সর্ব্বপ্রথম এক স্থলে ('*The Hindoos*,' 1822 ed.,

Vol. II, p. 6 *fn.*) শিরোমণির অন্যতম ছাত্র বলিয়া মথুরানাথের উল্লেখ করেন (*'one of Shiromunee's scholars,*)—এই তথ্য তিনি তৎকালীন পণ্ডিতসমাজের নিকট জানিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। শব্দকল্পদ্রুমে ('ন্যায়' শব্দ দ্রষ্টব্য) নব্যন্যায়ের গুরুপরম্পরাস্থলে তাহাই লিখিত হইয়াছে। নবদ্বীপনিবাসী কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রাচীনদের মুখে অবগত হইয়া যে সকল স্থানীয় প্রবাদ সুলিখিত 'নবদ্বীপমহিমা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা স্বভাবতই প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হয়। মথুরানাথ সম্বন্ধে প্রবাদ এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য (১ম সং, পৃ. ৬৫-৬৯; ২য় সং, পৃ. ১৪৯-৫২)। শিরোমণির ছাত্রতাঘটিত প্রবাদই মনোহর কাহিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিচারশীল প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতসম্প্রদায় লোকপ্রবাদের ভক্ত হইয়া মূল গ্রন্থোক্ত অকাট্য প্রমাণও উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত না হইয়াও অপূর্ব্ব গবেষণাশক্তি দেখাইয়া সর্ব্বপ্রথম মথুরানাথ সম্বন্ধে চিরন্তন প্রবাদের উপর সন্দেহ পোষণ করেন (*J. A. S. B.*, 1915, p. 278)। পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল মাত্র মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কষ্টসাধ্য গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মথুরানাথ, রঘুনাথ শিরোমণির নিকট পড়েন নাই এবং তাঁহার পিতা "শ্রীরাম তর্কালঙ্কারও শিরোমণির ছাত্র নহেন" (ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৩-৬)। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পরিপোষক অতিরিক্ত প্রমাণাবলী আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। (১) মথুরানাথ 'দীধিতিকার' ও 'ভট্টাচার্য্য' পদোল্লেখেই শিরোমণির মত ও সন্দর্ভ বহুতর স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি ঘুণাক্ষরেও সূচনা করেন নাই যে, দীধিতিকার তাঁহার সাক্ষাৎ অধ্যাপক ছিলেন। (২) কতিপয় বিরল স্থলে মথুরানাথ 'গুরুচরণাঃ' বলিয়া স্বকীয় অধ্যাপকের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, মূল মাথুরীর অনুমানখণ্ডের উপাধিবাদে (সোসাইটি-সং, পৃ. ৩৪৮) এবং শব্দখণ্ডের বিধিবাদে (ঐ, পৃ. ১২, ৩৪, ৫৮, ৬৭ ও ১০৪)। এই সকল স্থলে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই 'গুরুচরণ' শিরোমণি নহেন। (৩) অনুমানদীধিতির মাথুরী স্বল্পমাত্র আলোচনা করিলেই পরিগ্রহ করা যায় যে, মথুরানাথের পূর্ব্বেই শিরোমণির উপর বহুতর টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দীধিতির পাঠনির্ণয়ে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রকরণে বহু পাঠান্তর উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে এবং বহু পাঠ 'প্রামাদিক' বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে (পরিষদের পুথির ৫৫।২, ১৩৩।১, ১৬২।২, ১৭০।১ ও ১৯৩।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারদের মধ্যে 'প্রাঞ্চঃ' (ঐ, ১২৪।১, ১৩৮।২, ১৫৬।১, ১৬২।১, ১৬৩।১) ও 'নব্যাস্তু' (২৫।১, ১৬৮।২) পদ প্রয়োগ দ্বারা কালঘটিত পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় শিরোমণির সহিত মথুরানাথের কালব্যবধান গুরুশিষ্য-সম্পর্কের একান্ত অসম্ভবতাই প্রমাণিত করে। বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণের এক স্থলে পাঠভেদ ও পূর্ব্বতন একটি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাবচন খণ্ডিত হইয়াছে (১৬৬।১-১৬৭।১ পত্র)। যথা, "সাম্প্রদায়িকাস্তু পূর্ব্বং উপাধ্যনুপ্রবেশেনেতি যাবদিত্যেবাবহমানঃ পাঠঃ···ইত্যাহুঃ, তদসৎ"। এখানে 'সম্প্রদায়' বলিতে স্বভাবতঃ গ্রন্থকার শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্যপরম্পরাই বুঝায় এবং মথুরানাথের ভাষা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র হওয়া সুতরাংই একান্তভাবে অসম্ভব। পরবর্ত্তী অভএবচতুষ্টয় প্রকরণের এক স্থলে পর পর পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাচতুষ্টয় উদ্ধৃত ও দুই স্থলে

খণ্ডিত হইয়াছে (১৬৮।২-১৬৯।২ পত্র)। প্রথম ব্যাখ্যাই হইল "ইতি সম্প্রদায়:" এবং "তদসৎ" বলিয়া তাহা খণ্ডিত হইয়াছে।

নবদ্বীপের পণ্ডিতসম্প্রদায়মধ্যে আর একটি প্রবাদ দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে যে, মথুরানাথের ছাত্র ছিলেন ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। ইহাও নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হয়। উভয়ের অনুমানদীধিতিটীকা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ভবানন্দ মথুরানাথের গ্রন্থ দেখেন নাই। বরং মথুরানাথ দুই এক স্থলে ভবানন্দের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সঙ্গতিপ্রকরণের এক স্থলে মথুরানাথের বচনবিশেষ—"যত্ত্ প্রত্যাসত্তি: অনুমিত্যাত্মকফলসামানাধিকরণ্যরূপেতি তদসৎ" (মাথুরীর অনুমিতিগ্রন্থ, পরিষদের পুথি, ৫।১ পত্র)—তাহাই সূচনা করে (ভবানন্দী, সোসাইটি-সং, পৃ. ১০ দ্রষ্টব্য)। এতদ্দ্বারা আমাদের পূর্ব্বানুমানই সমর্থিত হয় যে, মথুরানাথ ভবানন্দের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় (১২৭৩-১৩৪৭ সন) অধুনালুপ্ত 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় 'ন্যায়দর্শন' নামে ধারাবাহিক কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৮ সনের চৈত্র-সংখ্যায় (পৃ. ২৪৩) তিনি মথুরানাথ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবাদ লিপিবদ্ধ করেন। তন্মধ্যে একটি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা এই যে, মথুরানাথের নিবাস ছিল 'কোটালিপাড়, জেলা ফরিদপুর'। দুঃখের বিষয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন নাই।

মথুরানাথের গুরু: অনুমানদীধিতির পূর্ব্বখণ্ডের টীকায় দুই স্থলে মথুরানাথ 'ইত্যস্মদ্গুরুচরণা:' বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমটি ব্যাপ্তিবাদে সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে সার্ব্বভৌমমতখণ্ডনস্থলে (পূর্ব্বে পৃ. ১২৮ উদ্ধৃত ; তর্কবাগীশের ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৪, পাদটীকা দ্রষ্টব্য—পরিষদের পুথিতে এই স্থল ত্রুটিত)। দ্বিতীয়টি বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণে—"বস্তুত: প্রত্যক্ষমণৌ সংযোগিভেদস্যাপি অব্যাপ্যবৃত্তিত্বোপগমাৎ......অভেদস্যেত্যাদিমূলস্যাপি কপিসংযোগিভেদপ্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নাভেদস্যেত্যর্থ-কত্বাদিত্যস্মদ্গুরুচরণা:" (পরিষদের পুথি, ১৪৪।২—১৪৫।১ পত্র ; ঢাকার পুথি ১৫১।১ পত্র)। এই দুই স্থলেই সুবিখ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কারও সন্দর্ভ দুইটি অবিকল 'ইত্যস্মদ্গুরুচরণা:' বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মথুরানাথ ও জগদীশ উভয়ে একই ন্যায়গুরুর অর্থাৎ রামভদ্র সার্ব্বভৌমের শিষ্য হইতেছেন। এই মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কারের ফলে বহু সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার এক সার্ব্বভৌমের শিষ্য ছিলেন ; এই সার্ব্বভৌমকে পূর্ব্বে আমরা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৩)। কিন্তু তিনি রামভদ্র সার্ব্বভৌম হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা—পিতা-পুত্রের এক গুরুর শিষ্য হওয়ার প্রবাদ তদ্দ্বারা অংশত: সমর্থিত হয়। শ্রীরাম রামভদ্রের (অভ্যুদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রী:) প্রথম সময়ের ছাত্র হইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা দেখা যায় না। অধিকন্তু, মথুরানাথ দীধিতির 'সম্প্রদায়ে'র সহিত নিজ সম্প্রদায়ের পার্থক্য সূচনা করিয়া যে বচনাদি খণ্ডনার্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই নূতন আলোকপাতে তাহা সঙ্গত হয়। কারণ, রামভদ্রের পিতা ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি 'নব্যাস্তু' পদোল্লেখে শিরোমণির এক বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রামভদ্র পদার্থখণ্ডনের টীকায় পিতৃমতই সমর্থন করিয়াছেন। রামভদ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব পঞ্চাননও 'আত্মতত্ত্বপ্রবোধ' গ্রন্থে শিরোমণির ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। ফলকথা, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ন্যায় চূড়ামণিও নব্যন্যায়ে পৃথক্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিরোমণির

অপূর্ব্ব সাফল্যে সকলের চেষ্টাই বিফল হইয়া যায় এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বাধ্য হইয়া শিরোমণির গ্রন্থসমূহের টীকা রচনা করিয়াই প্রতিভা প্রকাশ করেন। রামভদ্রের ছাত্র মথুরানাথ দীধিতির অনেক প্রচলিত পাঠ অপ্রামাণিক বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা একটি স্থল শ্রীরামের বিবরণে উদ্ধৃত করিয়াছি। লক্ষ্য করিতে হইবে, পাঠান্তরটি (মথুরানাথের পিতা) শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যকল্পিত বলিয়া লেখা পাওয়া গিয়াছে। এই পাঠান্তর প্রাচীনতর রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম যোটেই উল্লেখ করেন নাই এবং একমাত্র মথুরানাথই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। মথুরানাথের বৈশিষ্ট্য আর একটি স্থলেও লক্ষণীয়। ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবপ্রকরণে চতুর্দ্দশলক্ষণী মধ্যে যেটি প্রগল্ভের তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া আন্তস্ত সমস্ত টীকাকার উল্লেখ করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, মথুরানাথ একাকী তাহা 'বিশারদ'-লক্ষণ বলিয়াছেন (পরিষদের পুথি, ৪৩।১ পত্র)। মথুরানাথের এই নির্দ্দেশ নিশ্চিতই ভ্রমাত্মক। কারণ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম 'উত্তানাস্ত' বলিয়া এই প্রগল্ভ-লক্ষণই উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন (১৪।১ পত্রে)—সার্ব্বভৌম বিশারদকে উত্তান বলিতে পারেন না। আমাদের অনুমান, মথুরানাথের এই বৈলক্ষণ্যই তাঁহার 'দীধিতিরহস্য' সম্যক্ প্রচারিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে, পরমগুরু চূড়ামণির (ন্যায়সিদ্ধান্ত-)মঞ্জরী গ্রন্থের উপর টীকা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয়।

মথুরানাথের অভ্যুদয়কাল : মথুরানাথের কালনির্ণয় এখন সহজসাধ্য। তিনি তাঁহার সতীর্থ জগদীশ তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। জগদীশ স্থানে স্থানে মথুরানাথের বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, অবশ্য নামোল্লেখ করেন নাই। আমরা দুইটি স্থল উদাহরণস্বরূপ দেখাইতেছি। ব্যাপ্তিবাদ সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে এক স্থলে জগদীশ লিখিয়াছেন :—"যত্তু 'দ্রব্যে ধর্ম্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্ম্মণোঃ সাধ্যতাভ্রমং নিরাসতুমিদমিতি পক্ষনির্দ্দেশ' ইতি, তন্মন্দম্" (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ২১৩)। ইহা মাথুরীরই ব্যাখ্যা-বচন বটে (পরিষদের পুথি, ৯৮-৯ পত্র—তত্রত্য পাঠ 'ভ্রমনিরাসায়'), কৃষ্ণদাস কিম্বা ভবানন্দের নহে। সামান্যলক্ষণাপ্রকরণে শিরোমণির সুপ্রসিদ্ধ অন্ধকারলক্ষণ ("অন্ধকারস্তু তেজোবিশেষ-সামান্যাভাবঃ" ইত্যাদি) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জগদীশ লিখিয়াছেন—"উদ্ভূতানভিভূতরূপবন্মহাতেজঃ-সামান্যাভাবস্তু নার্থঃ…" (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ৪৬০)। ইহাও মাথুরীর বচন (২২০।২ পত্র—মহদ্ভূতানভি-ভূতরূপবত্তেজসঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসামান্যাভাব ইত্যর্থঃ), ভবানন্দাদির নহে। সুতরাং ধরা যায়, মথুরানাথ জগদীশের প্রায় এক যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থরচনাকালের অধস্তন সীমা প্রায় ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। কারণ, জাগদীশীর ১৫৩২ শকাব্দের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় এইরূপ কালনির্দ্দেশ এক্ষণে প্রমাণসিদ্ধ হয়। মথুরানাথের অভ্যুদয়কালের ঊর্দ্ধতন সীমা হইবে প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ইহা অনুমান করা চলে যে, এই অভ্যুদয়কালের প্রথমাংশে তাঁহার পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ১৪৯০ শকের (অর্থাৎ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের) "শ্রীরামতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যাণাং সদসি" সম্পাদিত বিক্রয়পত্র—যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ১২৫)। আমরা পূর্ব্বে তাঁহাকে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলাম (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৭১)। কিন্তু পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। ভবানন্দের পৌত্র (উক্ত রাম তর্কালঙ্কারের পুত্র) রুদ্রদেব তর্কবাগীশ গদাধরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও খণ্ডনকারী ছিলেন এবং প্রায় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতার সমৃদ্ধিকাল কিছুতেই ঘটে না। বিশেষতঃ

তৎকালে স্বয়ং ভবানন্দই নবদ্বীপের 'মহাধ্যাপক'রূপে জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, বিক্রয়-পত্রোক্ত মহাপণ্ডিত মথুরানাথের পিতা 'জগদ্‌গুরু' শ্রীরাম হইতে অভিন্ন। সাধারণতঃ এ-জাতীয় বিক্রয়পত্রাদি স্থানীয় সমৃদ্ধ ও প্রধান ব্যক্তির গৃহে সমবেত বহু জনসমক্ষে সম্পাদিত হইত। এ স্থলে পত্রটিতে ২১ জন সাক্ষীর স্বাক্ষর আছে এবং 'সদসি' পদ দ্বারা ভট্টাচার্য্যের মহাসমৃদ্ধি সূচিত হইয়াছে। সুতরাং এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ লেখ্য হইতে প্রমাণিত হয়, ঐ সনে শ্রীরাম সমৃদ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মথুরানাথের তখন পূর্ণ যৌবন।

মথুরানাথের বংশপরিচয়:—নবদ্বীপের বৃদ্ধপরম্পরা একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, নব্যন্যায়ের তিন জন মহারথী মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর যথাক্রমে রাঢ়ীয়, বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে মথুরানাথের বংশ চিরলুপ্ত বলিয়া (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯) তাঁহাদের কুলপরিচয়াদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে।[১৯] কিছু কাল পূর্ব্বেও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৪)। সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি একটি কুলপঞ্জীতে তাঁহার পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের নাম আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কুলপঞ্জীর পঙ্‌ক্তিটি যথাযথ বিবৃতি সহকারে উদ্ধৃত হইল। 'কাঁটাদিয়া' বন্দ্যঘটীবংশের 'ভরত' একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থে ৭৬ সমীকরণে তাঁহার সম্বন্ধে কারিকা দৃষ্ট হয় (নগেন বসুর সং, পৃ. ৯৩-৪)। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ 'শ্রীনাথ'। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রাম ও ব্যাস ৯১ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (ঐ, পৃ. ১১৭)। শ্রীনাথ 'বিদ্যাধরী'-মেলের কুলীন ছিলেন, তাঁহার বংশধারা ও বিস্তৃত কুলবিবরণ নানা কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার ৯ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ 'যদুনন্দন' (অথবা পাঠান্তর 'যদুনাথ'), তৎপুত্র 'গোবিন্দরাম' যশোহর, হোগলানিবাসী জমিদার কমল রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন (পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ১২৫।২ পত্র)। গোবিন্দ-রামের পুত্র 'রঘুনাথ' বল্লালী আদি কুলীন মকরন্দের অধস্তন 'দ্বাদশ' পুরুষ এবং নিঃসন্দেহ খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রায় ১৬০০ সনে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কুলবিবরণ অবিকল উদ্ধৃত হইল (ঐ, ঐ):—"অস্য বিবাহ চং শঙ্কর হালদারস্য কন্যা, **পশ্চাৎ মুং গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীকস্য কন্যাবিবাহ নদীয়াবাসী শ্রীরামতর্কালঙ্কারজঃ।**" এই উক্তি হইতে কতিপয় নূতন কথা জানা যাইতেছে। পারিবারিক বিবরণের আলোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, নবদ্বীপনিবাসী এই শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৫০০-৫০ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন, তিনি ভরদ্বাজগোত্র 'মুখোপাধ্যায়'বংশীয় ছিলেন এবং ভঙ্গকুলীনে পৌত্রী বিবাহ দেওয়ায় বুঝা যায়, সমৃদ্ধিশালী 'বংশজ' ছিলেন। নবদ্বীপে একই সময়ে দুই জন স্বনামধন্য শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, ইনিই মথুরানাথের পিতা। মথুরানাথের এক ভ্রাতার নাম পাওয়া যাইতেছে 'গৌরীকান্ত

১৯। আমরা নবদ্বীপের একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম, নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ৺যাদুভট্ট অর্থাৎ রায় সাহেব রামযাদু ভট্টাচার্য্যই মথুরানাথের বংশধর ছিলেন। বস্তুতঃ যাদুভট্টের আদিপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থকার পূর্ব্বস্থলীনিবাসী মথুরানাথ বিদ্যালঙ্কার—ইঁহারা ঋগ্বেদী উতথ্যগোত্র, পাশ্চাত্য বৈদিক। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান এই মথুরানাথের বহু প্রামাণিক বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, তিনি নৈয়ায়িক মথুরানাথ নহেন।

চক্রবর্ত্তী,' তিনিও নিঃসন্দেহ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। কারণ, তৎকালে বহু স্থলে 'ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী' উপাধিই সংক্ষেপে 'চক্রবর্ত্তী' বলিয়া খ্যাত ও লিখিত হইত। মথুরানাথ ও তাঁহার ভ্রাতার অধস্তন বংশধারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কালে যদি কোন কষ্টসহিষ্ণু গবেষক কুলপঞ্জীর নিবিড় অরণ্যে তাহা আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হন।

উপসংহার : মথুরানাথের একজন মাত্র ছাত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতামহ 'হরিহর তর্কালঙ্কার' মথুরানাথের ছাত্র ছিলেন। হরিহরের বিবরণমধ্যে তাহার প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য। তাঁহার মঙ্গলশ্লোকে বৃন্দাবনবিহারীর বন্দনা দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমত অনুমান করা চলে না—সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয় ত মহিম্নঃস্তবেরও টীকা করিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ কথা এবং ইহার অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে যে, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যগণ আবহমান কাল মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেন, কিন্তু শাস্ত্রীয় মীমাংসায় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মথুরানাথের কোন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক—সোসাইটি মুদ্রিত 'মূলমাথুরী' অনেক স্থলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদনা ও মুদ্রণ বিষয়ে বাঙ্গলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

৮। জগদীশ তর্কালঙ্কার

রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতিগ্রন্থের অনুমানখণ্ডের চর্চ্চা অতিসত্বর নবদ্বীপে এবং ক্রমশঃ ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং তদুপরি বহুতর টীকা রচিত হইয়া নব্যন্যায়ের এক অভিনব প্রস্থান গড়িয়া উঠে। শিরোমণির গ্রন্থরচনার পর প্রায় ১০০ বৎসর মধ্যেই দীধিতির উপর টীকাটিপ্পনীর পরিমাণ কিরূপ বিরাট্ আকার ধারণ করিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা সম্যক্ পরিগ্রহ করা যায় না। নবদ্বীপের জগদীশ তর্কালঙ্কার-রচিত দীধিতির টীকা প্রচারলাভ করিলে এই বিরাট্ সাহিত্য ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। জগদীশের এই কৃতিত্ব প্রায় তুলনারহিত। অনুমানখণ্ডের শেষে জগদীশ স্বয়ং দুইটি শ্লোকে অতি নিপুণ ভাবে তাঁহার কৃতিত্বের সূচনা করিয়াছেন এবং কালে তাঁহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। শ্লোক দুইটি উদ্ধারযোগ্য :—

> কুর্ব্বন্তি নিত্যমনুমানমণেরনেকে প্রায়ঃ প্রয়াসমধিদীধিতি নীতিভাজঃ।
> এষা পুনস্তদপি নৈব নিজং নিগূঢ়ং ভাবং প্রকাশয়তি তেন মমৈষ যত্নঃ॥
> অপি গূঢ়ো ময়কা কৃতে নিবন্ধে রুচিমুচ্চৈঃ পরগৌরবাদকরিষ্যৎ।
> গুণিনিন্দাব্রতভঙ্গভীতিরস্য প্রতিবেলং যদি নো মনস্তকরিষ্যৎ॥

ফলতঃ দীধিতির নিগূঢ় ভাব শত বৎসরের অগণিত মহানৈয়ায়িকের প্রয়াসেও অপ্রকাশিত থাকিয়া আজ জগদীশের যত্নে উদ্ঘাটিত হইল—এই সমস্ত উক্তির সার্থকতা জাগদীশীর অসাধারণ প্রচারেই প্রমাণিত হয়। অথচ সমকালীন মহারথীদের মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বশেষে কীর্ত্তিত হইয়াছিল :—

গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥

গ্রন্থপঞ্জী: জগদীশ বহু গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন, অনুমানদীধিতির সুপ্রসিদ্ধ টীকা ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত 'জাগদীশী' ব্যাখ্যাই এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। জগদীশ মূল তত্ত্বচিন্তামণির চারি খণ্ডেরই 'ময়ূখ'-নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

১। **প্রত্যক্ষময়ূখ:** ইহার মঙ্গলবাদমাত্র জগদীশবংশধর শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহে আমরা পরীক্ষা করিয়াছি—পত্রসংখ্যা ৪। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মঙ্গলবাদের প্রতিলিপি ছিল (পুথিবিবরণী, দর্শন খণ্ড, পৃ. ৩২৪—পত্রসংখ্যা ২১)। গ্রন্থারম্ভ যথা—

জটাজূটস্ফালস্খলিতখচরব্যূহরুচিরং
পদন্যাসক্লিশ্যৎক্ষিতিচলনবিভ্রান্তভুবনং।
মহাহাসোল্লাসপ্রমথকরতালৈরুপচিতং
বিরিঞ্চ্যাদিস্তুত্যং ত্রিপুরহরনৃত্যং বিজয়তে॥১
ইতরৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোপ্যধুনা।
মণিরয়মনুপমসরণিঃ শ্রীজগদীশপ্রকাশিতঃ স্ফুরতু॥২
শ্রীসার্ব্বভৌমস্য গুরোঃ পদাব্জং বিদ্যার্থিনাং কল্পতরোঃ প্রণম্য।
বিনির্ম্মিতঃ শ্রীজগদীশবিজ্ঞৈঃ বিদ্যোততামাপ্তমণের্ম্ময়ূখঃ॥৩

২। **অনুমানময়ূখ:** ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি মাদ্রাজের বিখ্যাত পুথিশালায় রক্ষিত আছে (R. 4029, পত্রসংখ্যা ১৩৬)। তাঞ্জোরের সরস্বতীমহালেও একটি খণ্ডিত পুথি আছে (*Tanjore Cat.* pp. 4607-8, পত্রসংখ্যা ৬১), আরম্ভে 'ইতরৈঃ' শ্লোক দৃষ্ট হয়। পুষ্পিকা যথা,—

দ্বিতীয়চিন্তামণিসূক্তিরত্র প্রকাশিতা শ্রীজগদীশশর্ম্মণা।
তয়ৈব ধীরাঃ পরিশীলয়ন্তু চিন্তামণেস্তুর্যনমস্তীপ্সবো যদি॥
ইত্যনুমানময়ূখে হেত্বাভাসপ্রসরঃ॥

এই 'মূলজাটী' অবয়বের কিয়দংশ মাথুরীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৬৮৯-৭৩১)। আমাদের নিকট অবয়বের সম্পূর্ণাংশ (১৪।১ পত্রে পুষ্পিকা—"ইতি দ্বিতীয়মণিবিবেকে জগদীশেহবয়ববিবেকঃ") ও ব্যাপ্তিবাদের বহুলাংশ (ব্যাপ্তিপঞ্চক হইতে সিদ্ধান্তলক্ষণ পর্য্যন্ত, পত্রসংখ্যা ৩২) রক্ষিত আছে। মাথুরীর সহিত মিলাইয়া পড়িলে জগদীশের ব্যাখ্যানৈপুণ্য ও সংক্ষেপক্ষমতায় মুগ্ধ হইতে হয়। জগদীশের মতে ব্যাপ্তিপঞ্চক 'টীকাকারে'র (অর্থাৎ বাচস্পতি মিশ্রের) লক্ষণ। পূর্ব্বপক্ষপ্রকরণে বাচস্পতি মিশ্রের একটি অতি দুর্লভ ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে (১২।১ পত্র), যদ্দ্বারা প্রমাণ হয়, এই বাচস্পতি মিশ্র অনুমানখণ্ডেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

৩। **উপমানময়ূখ:**—এই অতি দুর্লভ টীকার একটি পত্র উক্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহে দেখিয়াছি—আরম্ভে 'সস্মিতানন' শ্লোক এবং তৎপর 'ইতরৈঃ' শ্লোক—"উপমানং নিরূপ্যতে" ইত্যাদি।

৪। **শব্দময়ূখ:**—ইহারও কতিপয় পত্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহে দেখিয়াছি—আরম্ভশ্লোক:

প্রাচ্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপ্যধুনা।
পরমণিরনুপমসরণিঃ শ্রীজগদীশপ্রকাশিতঃ স্ফুরতু ॥

আচারমূলত্বম্ ইত্যাদি (বিধিবাদ)। আমাদের নিকট বিধিবাদের ১৬ পত্র এবং আকাংক্ষা হইতে বেদলক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথমাংশের ৩৫ পত্র আছে। মূলমাথুরীর পরে লিখিত মূলের চারি খণ্ড জাগদীশী উচিত সমাদর লাভ না করার প্রধান কারণ মথুরানাথের কৃতিত্ব ও অনেকটা ভাগ্য বলা চলে।

৫। **প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা**ঃ ইহার একটি মাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি শ্রীযুত তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহে দেখিয়াছি—পত্রসংখ্যা ২৭। প্রারম্ভশ্লোক যথা,

অনুচিতবিবিধক্ষোদৈরতিশয়কলুষীকৃতামপরৈঃ।
মণিদীধিতিমুজ্জ্বলয়তি শ্রীজগদীশো গুরূপদেশেন ॥

ইহা জ্ঞপ্তিবাদের মধ্যে খণ্ডিত এবং অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

৬। **অনুমানদীধিতিটীকা**ঃ জগদীশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অদ্যাপি অংশতঃ পঠিত হইতেছে এবং চৌখাম্বা-গ্রন্থমালায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। নবদ্বীপে দীধিতির টীকাসমূহের মধ্যে জাগদীশীর প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থলেখকের আত্মীয়বংশে নবদ্বীপনিবাসী 'রামশরণ তর্কবাগীশ' নামে একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশায় লিখিত একটি পত্রে নিজের পাঠ বিষয়ে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—"এবং আমি অনুমানগ্রন্থ দ্বিরাবৃত্ত জগদীশানুসারে পড়িয়াছি এবং শব্দখণ্ডে বিধিবাদ পর্য্যন্ত পড়িয়া অপূর্ব্ববাদারম্ভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেরূপে অবাদে পাঠ হয় ইতি।" (পত্রটি গ্রন্থলেখকের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের নিকট লিখিত—রুক্মিণীকান্তের জন্মশক ১৬২৮=১৭০৬ খ্রীঃ)।

৭। **লীলাবতীদীধিতিটীকা**ঃ এই অতিদুর্লভ গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি রাজেন্দ্রলাল মিত্র শান্তিপুরে পাইয়াছিলেন (L. 1203—পত্রসংখ্যা ২৭)। গ্রন্থারম্ভ এই :—

কর্পূরকুন্দকুমুদকৈলাসোদরসোদরম্।
বিঘ্নবিধ্বংসকং ধাম নমামঃ শৈবদৈবতম্ ॥
কণভক্ষমুনেঃ পক্ষরক্ষাবিন্যস্তবাসনাঃ।
বচাংসি জগদীশস্য চিন্তয়ন্তু বিচক্ষণাঃ ॥

আমাদের নিকট এই গ্রন্থেরই ('লীলাশি জগ') আদ্যন্ত খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে—একবারবাদ হইতে চৌখাম্বা-সংস্করণের ১০৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উপলব্ধ, পত্রসংখ্যা ৩৬। প্রসঙ্গতঃ এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে মূল্যবান্ একটি নির্দ্দেশ উদ্ধৃত হইল। স্বত্ববিচারের এক স্থলে বর্দ্ধমানের লীলাবতীপ্রকাশ ব্যাখ্যা করিয়া শিরোমণি লিখিয়াছেন—"সুতানামিতি (চৌখাম্বা-সং, পৃ. ৮২ দ্রষ্টব্য) হরিনাথমনুবর্ত্তমানেনাভিহিতম্" (লীলাবতীশিরোমণি, ১১।২ পত্র)। জগদীশের ব্যাখ্যা যথা,—"নন্বু পরস্পরপদন্যাসহকৃত্যোক্তক্রমেণ বচনব্যাখ্যানং প্রকাশকৃতোঽনুচিতমত আহ—হরিনাথমিতি। পিত্রা সমং বিভক্তা অবিভক্তা বা দায়াদাঃ পুত্রাঃ স্থাবরে সমা ইত্যেকঃ সন্ পিতা পুত্রাণামসম্মতো স্থাবরস্য চ বিক্রয়াদিকং ন কুর্য্যাদিত্যেবংক্রমেণৈব 'মৈথিলহরিনাথৈ'রুক্তবচনস্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ তন্মতমনুসৃত্যৈবমুক্তং, ন হি প্রকাশকৃতস্তত্রাস্থেতি ভাবঃ" (১৭।১ পত্র)। এই সন্দর্ভ হইতে প্রমাণ হয়, 'স্মৃতিসার'-কার বিখ্যাত মৈথিল স্মার্ত্ত হরিনাথোপাধ্যায়

বর্দ্ধমানের (এবং তৎপিতা গঙ্গেশের) পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। গঙ্গেশের কালনির্ণয়ে ইহা একটি মূল্যবান্ তথ্য।

৮। **দ্রব্যসূক্তি** : মূল বৈশেষিকভাষ্যের টীকা। ইহা কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। **গুণসূক্তি** : অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে একটি পুস্তক-সূচিতে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। প্রশস্তপাদভাষ্যের উভয় ভাগই জগদীশ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বুঝা যায়।

শিরোমণির অপরাপর গ্রন্থ কিম্বা পক্ষধর মিশ্রের আলোকের উপর জগদীশ টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু জগদীশ বহু মৌলিক প্রকরণ ও বাদগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল—

১০। **শব্দশক্তিপ্রকাশিকা** : এক সময়ে বাঙ্গলার প্রত্যেক চতুষ্পাঠীতে ইহা সাদরে অধীত হইত। রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশের টীকা সহ ইহা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বচন এবং ব্যাকরণের বহু কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ প্রদর্শিত হইল। কর্ম্মকারকপ্রকরণে দিবাকর, বর্দ্ধমান ও মীমাংসামহার্ণবকার বৎসেশ্বরের সন্দর্ভ উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। দিবাকর ও বৎসেশ্বর গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারকপ্রকরণেই 'ভর্তৃহরি'র নামে একটি কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা নিশ্চিতই ভর্তৃহরির নহে :—

> হন্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ প্রাপ্তুমর্থে তু সপ্তমীম্।
> চতুর্থীবাধিকামাহুশ্চূর্ণিভাগুরিবাভটাঃ॥

এই অদ্ভুত কারিকা জগদীশের গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি পাওয়া যায় না। কারিকোক্ত 'বাভট' ভর্তৃহরির পরবর্ত্তী এক বৈয়াকরণ। এই গ্রন্থে ন্যায়মতে ব্যাকরণের যাবতীয় বিষয়বস্তু অতিসূক্ষ্মবিচারপূর্ব্বক বিশ্লেষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈয়াকরণদের মতের সহিত বহু স্থলেই ঘোরতর বিরোধ ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে পাণিনির চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইলে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। উক্ত অদ্ভুত কারিকা কোন পাণিনীয় বৈয়াকরণের গ্রন্থে স্থান লাভ করিতে পারে না।

১১। **তর্কামৃত** : একটি ক্ষুদ্র অথচ নিপুণভাবে রচিত নিবন্ধ, বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা জগদীশের রচনা নাও হইতে পারে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৪৪-৫)।

১২। **ন্যায়াদর্শ** : নবদ্বীপে এই গ্রন্থের দুইটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি—জগদীশ-বংশধর শ্রীতর্কতীর্থগৃহে (পত্রসংখ্যা ৪৭, লিপিকাল ১৬২৭ শক—শুধু কারণতাবিচার) এবং সাধারণ পাঠাগারে (৪৯৯ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ৫১)।

গ্রন্থারম্ভ যথা, কর্পূরকুন্দ প্রভৃতি।১ (পাঠান্তর কৈলাসোদ্ভব, বিষয়ধ্বংসকং, শিব)।

> অন্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতঃ কবিভিঃ।
> ন্যায়াদর্শ ইদানীং শ্রীজগদীশপ্রকাশিতঃ স্ফুরতু॥২
> যস্মাদৃশে সমুপদিষ্টমদুষ্টযত্নৈঃ শ্রীসার্ব্বভৌমগুরুণা করুণাময়েন।
> সিদ্ধান্তসারমিদমাদরতস্তদস্ত বিদ্যার্থিনাং গুণকৃতে প্রকৃতে বরাম্ঃ॥৩

কারণতাবিচার এই গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ মাত্র। ইহার প্রথমাংশ চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত 'বাদবারিধি'তে (৩১ বীচি) মুদ্রিত হইয়াছে। অনুমান হয়, জগদীশ-রচিত যে সকল ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা স্যায়াদর্শেরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ। উক্ত তর্কতীর্থ-গৃহে আমরা জগদীশ-রচিত উপসর্গবিচার (জগদীশ-বংশধর ভবানন্দ শর্ম্মার স্বাক্ষর), "ইদানীং মতভেদেন মুক্তিস্বরূপভেদা নিরূপ্যন্তে" ইত্যাদি, স্বতলাদি (৭ পত্র), যোগরূঢ়ি, চিত্রগু, 'বর্ণাত্মকঃ শব্দো নিত্যো ন বা' (১ পত্র) এবং সংশয়ত্ববিচার দেখিয়াছি। "জগদীশতর্কালঙ্কারবিরচিতা জাতিবাধকব্যবস্থা" (১ পত্র) আমাদের নিকট আছে—'ব্যক্তেরভেদঃ' প্রভৃতি উদয়নকারিকার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ইহাতে পাওয়া যায়।

জগদীশের কুলপরিচয় ও বংশধারা :—নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরদের নিকট জানা যায়—এই বংশ কাশ্যপগোত্র, যজুর্ব্বেদী, পাশ্চাত্য বৈদিক এবং ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ মৈথিল-মতে সম্পাদিত হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্রই জগদীশ। সনাতন মিশ্রের পরিচয় নানা বৈষ্ণব গ্রন্থে নানারূপ পাওয়া যায়। আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জগদীশ-বংশধরপ্রদত্ত নামমালাই প্রামাণিক বলিয়া ধরিতেছি। বটেশ্বর মিশ্রের পুত্র সনাতন, তৎপুত্র মাধব মিশ্র, তৎপুত্র যাদব বিদ্যাবাগীশ (নৈয়ায়িক)। তাঁহার ৫ পুত্র—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার, ষষ্ঠীদাস ন্যায়বাগীশ, লক্ষ্মণ ও বাণীনাথ। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে 'রামচরণ বিদ্যাবাচস্পতি' নামে একজন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ষষ্ঠীদাসের বংশধর। রামচন্দ্রের পুত্র বলরাম সিদ্ধান্ত হইতে এই ধারার সকলে 'সিদ্ধান্ত' উপাধিতে পরিচিত। পূর্ব্বস্থলীনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন (মৃত্যু ৬-৮-১২৯৬ সন, ৭৫ বৎসর বয়সে) লক্ষ্মণের ধারায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জগদীশের ধারাই বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পাণ্ডিত্যপ্রতিভা এই ধারায় অক্ষুণ্ণ ছিল। জগদীশের দুই পুত্র রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। রুদ্রেশ্বরের পুত্র **রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ** শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকাকার। বর্ত্তমানে এই কনিষ্ঠ ধারা বিদ্যমান নাই। রঘুনাথ 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' ও 'আগমতত্ত্ববিলাস'-কার রঘুনাথ তর্কবাগীশ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি মূল চিন্তামণির সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করিয়াছিলেন—তাহার কতিপয় বিচ্ছিন্ন অংশ অদ্যাপি তর্কতীর্থের গৃহে রক্ষিত আছে। আমরা উপলভ্যমান পুষ্পিকাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—টীকাটির অনুলিপি অন্যত্র কুত্রাপি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৯০।১ পত্রে :— শ্রীমতা রঘুনাথেন তর্কালঙ্কারসূনুনা।
পক্ষতাপরমূলস্য নিগূঢ়ার্থঃ প্রকাশ্যতে ॥

১১৫।১ :—ইতি পরামর্শমূলটিপ্পনী সমাপ্তা। শ্রীরামশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং পুস্তকঞ্চ। তে° জ্যৈষ্ঠ শক ১৫৮৮।

১২৩।২ :—ইতি শ্রীরঘুনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতা কেবলান্বয়িমূলটিপ্পনী সমাপ্তা। শ্রীরামশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং।

১২৬।১ :—ইতি শ্রীরঘুনাথশর্ম্মণা বিরচিতা প্রাচ্যকেবলব্যতিরেকিমূলটিপ্পনী সমাপ্তা। শ্রীরামশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং পুস্তকঞ্চ। তে° জ্যৈষ্ঠ শক ১৫৮৮।

এই রঘুনাথের 'ভট্টাচার্য্য' ভিন্ন অন্য কোন উপাধি ছিল না, বুঝা যায়। রঘুনাথের দুই পুত্র—রাধানাথ তর্কবাচস্পতি ও রাম তর্কবাগীশ। রাধানাথের দুই পুত্র—শিবপ্রসাদ ও নারায়ণ ন্যায়বাগীশ। নারায়ণ ন্যায়বাগীশেরও দুই পুত্র—শ্যামসুন্দর তর্কভূষণ ও **রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ**। রমাবল্লভ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পঠদ্দশায় তাঁহার সহিত বিচার করিয়া প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন।

রমাবল্লভ এক জন নব্যন্যায়ের 'পত্রিকা'কার। তদ্রচিত অবয়বের পত্রিকা এবং সিদ্ধান্তলক্ষণ জাগদীশী পত্রিকার ২ পত্র ("যো যদীয়"-করোপরি) নবদ্বীপে আমরা দেখিয়াছি। রমাবল্লভের স্বর্গপ্রাপ্তিতে তাঁহার স্তুতিবাচক একটি মনোহর শ্লোক আমরা ন্যায়ের পত্রিকামধ্যে পাইয়াছি :—

স্বপৈতামহী টিপ্পনী যৈরখণ্ডি
প্রথূন্ পণ্ডিতান্ তান্ বিচারৈর্বিজিত্য।
গিরো গীষ্পতিং জেতুকামো (ধরায়াঃ)
রমাবল্লভো বল্লভো গাং জগাম॥

তাঁহার বংশ এখন লোপ পাইয়াছে। রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাম তর্কবাগীশের পুত্র ভবানন্দ বিদ্যানিবাস, ভবানন্দের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দরাম বিদ্যালঙ্কার। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার একজন পত্রিকা-কার— একটি পত্রিকা আমরা দেখিয়াছি। ১১৯৩ সন ২৫ পৌষ 'মহারাজাধিরাজ' শিবচন্দ্র এই রামকৃষ্ণের "বিবাহ আটক না হয়," তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—দলিলটি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। রামকৃষ্ণের পিতা তখন জীবিত এবং রামকৃষ্ণের 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধি ও তিন পুরুষের সোপাধিক নাম লিখিত আছে। "নদিয়ার শ্রীযুত কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি লিখিয়া দিবেন" বলিয়া পত্রমধ্যে নির্দ্দেশ আছে। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ রামকৃষ্ণের প্রপৌত্র।

জগদীশের প্রতিষ্ঠা : অধ্যাপক-জীবনের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা 'জগদ্গুরু' পদ দ্বারা সূচিত হয়। নবদ্বীপে শত শত 'মহামহোপাধ্যায়' ছিলেন, কিন্তু 'জগদ্গুরু'র সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জগদীশ 'জগদ্গুরু' ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে। উক্ত তর্কতীর্থের গৃহে 'সামান্যলক্ষণাজাটী'র শেষে (৫৩।২ পত্রে) একটি বিলক্ষণ পুষ্পিকা আছে :—"ইতি গৌড়দেশান্তর্গতনবদ্বীপনিবাসোত্ত(র)বাদিকতার্কিকচূড়ামণি-জগদ্গুরু-মহামহোপাধ্যায়শ্রীজগদীশতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতঃ পূর্ব্বগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।" বীরেশ্বর শর্ম্মার লেখা অপর একটি জাগদীশী পুথির শেষেও আছে :—(২২১।২ পত্র) "ইতি মহামহোপাধ্যায়-জগদ্গুরুশ্রীযুতজগদীশ-তর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতা সামান্যলক্ষণান্তদীধিতিটিপ্পনী সমাপ্তা।" জগদ্গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মার নাম। অনুমান হয়, নবদ্বীপে যিনি 'প্রধান' নৈয়ায়িকের আসনে অধিষ্ঠিত হইতেন, তিনিই এই উচ্চতম সম্মানের অধিকারী হইতেন।

জগদীশের অভ্যুদয়কাল : নিম্নলিখিত প্রমাণাবলীর বিশ্লেষণদ্বারা জগদীশের জীবৎকাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যায়।

(১) নবদ্বীপে একটি দলিল আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, যাহা "শ্রীযুত রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যের মাতাঠাকুরাণীর কহতে লিখিতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণঃ"—দলিলটির তারিখ ১৬৩৬ শকাব্দ তে° ১৮ আগ্রাহণ (অর্থাৎ ১৭১৪ খ্রীঃ)। বুঝা যায়, রমাবল্লভের পিতা তখন জীবিত ছিলেন না এবং তিনি স্বয়ং তখন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। তৎকালে তাঁহার বয়স ন্যূনপক্ষে ৩০ ধরিয়া এবং এক পুরুষের পড়পড়তা ৩৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ জগদীশের জন্মাব্দ হয় ১৫৪৪ খ্রীঃ, গড়পড়তার ন্যূনতম কল্প ৩০ বৎসর ধরিয়া হয় ১৫৬৪ খ্রীঃ। এই প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অধ্যাপকবংশে প্রকৃতপক্ষে একপুরুষকাল ৪০ বৎসরেরও উর্দ্ধে ছিল। লক্ষ্য করা আবশ্যক, রমাবল্লভের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ বিবাহ করিলেন ১৭৮৭ খ্রীঃ। সুতরাং জগদীশের জন্মাব্দ ১৫৪০-৫০ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত।

(২) ৮· সত্যব্রত সামশ্রমী নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। নবদ্বীপ হইতে তিনি শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণি-রচিত 'বিবাহতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থের ১৪৯১ শকাব্দের এক মূল্যবান্ প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার প্রচ্ছদপত্রে "শ্রীজগদীশশর্ম্মণঃ শুভকুমারে"র জাতপত্র আছে—১৪৯৬ শকের অগ্রহায়ণে জন্ম (= ১৫৭৪ খ্রীঃ)। ইহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জাতপত্র হইতে পারে (উষা, জ্যৈষ্ঠ ১৮১৩, পৃ. ২৩)।

(৩) জগদীশ-পুত্র রঘুনাথের মণিটিপ্পনীর লেখক 'শ্রীরাম শর্ম্মা' নিঃসন্দেহ রঘুনাথেরই দ্বিতীয় পুত্র রাম তর্কবাগীশ। ১৫৮১-৮৮ শকে (= ১৬৫৯-৬৬ খ্রীঃ) তিনি পুথির অনুলিপি করেন। পিতামহ জগদীশের অভ্যুদয়কাল তদনুসারে প্রায় ১৬০০ খ্রীঃ ধরা যায়।

(৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পৈতৃক পুথিসঞ্চয়ের মধ্যে 'সামান্যজাটী'র একটি প্রতিলিপির শেষে মনোহর পুষ্পিকা আছে :—(৩০।২ পত্রে) "ইতি সকলনবদ্বীপাধ্যাপকাগ্রগণ্য-মহামহোপাধ্যায়-শ্রীযুত-জগদীশতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতা দ্বিতীয়মণিদীধিতিপূর্ব্বখণ্ডটিপ্পনী সমাপ্তা ॥

শর-ত্রিপুরবৈরিদৃক্-শরপরেন্দুসংখ্যে শকে
রবৌ নভসমাগতে হরিতিথৌ সিতে পক্ষকে।
অলেখি কবিবিষ্ণুনা গুরুপদাব্জসংসেবিনা
দ্বিতীয়মণিদীধিতিপ্রথমখণ্ডটীকা শ্রমাৎ ॥
শ্রীবিষ্ণুদেবশর্ম্মণঃ পুস্তকং স্বাক্ষরঞ্চ ॥"

অর্থাৎ ১৫৩২ শকাব্দে (= ১৬১০ খ্রীঃ) এই পুস্তক লিখিত হয়। তৎকালে জগদীশ নিঃসন্দেহ জীবিত থাকিয়া 'প্রধান' নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পুষ্পিকার ভাষা হইতে বুঝা যায়। এই চরম প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পূর্ব্বেই তাঁহার গ্রন্থরচনা শেষ হইয়াছিল, অনুমান করা যায়। তাঁহার গ্রন্থরচনার কাল সুতরাং ১৫৮০-১৬০০ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করা যায়। তাঁহার গুরু রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ মথুরানাথ তর্কবাগীশের কাল নির্ণয়ের সহিত এ স্থলে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

নবদ্বীপে জগদীশ সম্বন্ধে বহু রুচিকর প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের বিবরণ 'নবদ্বীপ-মহিমা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য (১ম সং, পৃ. ৭২-৭৯ ; ২য় সং, পৃ. ১৬৩-৭১)। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে পাঠারম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ অধ্যাপক-পরম্পরায় প্রচারিত শ্লোকটি অমূলক না হওয়ারই কথা :—

"আদৌ জগা জগুঃ পশ্চাৎ জগচ্চ তদনন্তরং।
ইদানীং জ্ঞানসম্পত্ত্যাং জগদীশায়তে জগা ॥"

কিন্তু গদাধরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সংঘর্ষের যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। গদাধরের অধ্যাপনাসময়ে জগদীশ নিশ্চিতই জীবিত ছিলেন না। গদাধরের বিবরণে তাহার প্রমাণ আলোচিত হইল।

জগদীশের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন 'জগদীশ পঞ্চানন' নামে একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত নবদ্বীপে ছিলেন। তিনিই কাব্যপ্রকাশের টীকা, শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যাহা ভ্রমবশতঃ

অনেকে তর্কালঙ্কারের রচনা বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন। আমরা এক প্রবন্ধে (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৩৪-৪৪) জগদীশ পঞ্চাননের প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

৯। গোপীকান্ত (ন্যায়ালঙ্কার)

এই চিরলুপ্ত গ্রন্থকারের **অনুমানদীধিতিটীকার** খণ্ডিত একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রসংখ্যা ৪৫, সিংহব্যাঘ্রীপ্রকরণের শেষাংশ হইতে খণ্ডিত, প্রতি পত্রে পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ৭। ইহার প্রারম্ভ এই :—

বিঘ্নবারণপঞ্চাস্যং ভজে গণপ)তিং সদা।
যং ন তত্ত্বেন বেদো(পি) দেবং বেদ গজাননম্॥
ভজে সুবেলং তমসো নিহত্যৈ শম্ভোর্জটাঝাটতটে নিষণ্ণাং।
কন্দর্পকোটিদ্যুতিদেহকান্তিং কাশারহংসীমিব চন্দ্রলেখাম্॥
ক তার্কিকশিরোমণেরতিদুরূহভাবো গিরাং
ক বা মম মতিস্তথা তদপি সাহসং সাম্প্রতম্।
ভবেদপি জড়োপি ন প্রমথনাথপাদাম্বুজে
সমাহিতমনা মনাক্ কচন কুণ্ঠশক্তির্যতঃ॥
সদর্থগর্ভিণী বাণী **গোপীকান্তকবেরিয়ং**।
মনীষিমানসে হংসী প্রসূতে হর্ষশাবকম্॥

"প্রারিপ্সিতগৌরবাৎ বিঘ্নভূয়স্ত্বমাশঙ্ক্যাচরিতং পরমেশ্বরনমস্কারমধ্যয়নাধ্যারম্ভসময়ে প্রসঙ্গতো মঙ্গল-সম্পত্তয়ে শিক্ষায়ৈ কৌশলান্মাঙ্গলিকমোঙ্কারমুদ্ধরন্নেব নিবধ্নাতি ওঁ নম ইতি॥" গ্রন্থকার নিজেকে 'কবি' বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। চারিটি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে তাঁহার কবিত্বশক্তি যেরূপ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে তাহা নিরর্থক মনে হয় না। তাঁহার এই সমীচীন টীকাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল দেখিয়া বুঝা যায়, গ্রন্থের প্রচারাদি অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, কেবল পাণ্ডিত্যের উপর নহে। তাঁহার দুই একটি ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভক্তিপ্রবণতার অপূর্ব সমাবেশ দেখাইয়া দিতেছি। শিরোমণির 'সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে' পরমাত্মার বহুবিতর্কিত বিশেষণপদ। গোপীকান্তের ব্যাখ্যা যথা, "সর্বেতি সর্বভূতানি নিখিলপ্রাণিনো বিষ্টভ্য তত্তৎকার্য্যেষু নিযোজ্য নিয়ন্ত্রিতানি কৃত্বা বা পরিতিষ্ঠতে অভিব্যাপ্য বর্ত্তমানায়েত্যর্থঃ। অজ্ঞো জন্তুরনীশোয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো যাতি স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥ ইতি স্মৃতেঃ। তথা চ সর্ব্বভূতনিয়ামকতয়া স্বতন্ত্রঃ সর্বোত্তমো ভগবানেবোপাস্তো নাপর ইতি হৃদয়ম্। বিষ্টভ্যাতের্ধারণার্থকতয়া সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য বর্ত্তমানায়েত্যপি বর্ণয়ন্তি। তত্র ধারণা পতনানুৎপাদপ্রয়োজকঃ সংযোগবিশেষঃ পতনানুৎপাদ এব চ দ্বিতীয়ান্তার্থস্তু ভূতাদিভুবনবৃত্তিত্বতাদৃশাভাবাত্তেষাং পতনাপ্রসিদ্ধাবপি ন ক্ষতিঃ প্রযত্নবতো ভগবতঃ সংযোগেনৈব তেষাং গুরুত্ববতঃ পতনানুৎপাদাৎ। স্মর্য্যতে চ,

উত্তমঃ পুরুষস্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ইতি

যস্তু পৃথিব্যাদিমহাভূতানি ব্যাপ্য বর্ত্তমানারেত্যর্থঃ ব্যাপ্তিশ্চ সংযোগতাদাত্ম্যাভ্যাং যত্তপ্যাত্মসংযোগ-নিষেধাদিনা গগনসদৃশস্ত ভগবতঃ সংযোগো নাস্তি তথাপি ভগবদতিরিক্তমাকাশং নিরাকৃত্য মূর্ত্তমাত্রস্য গ্রন্থকৃতা পদার্থতত্ত্বেত্যুপগমাৎ্তাসঙ্গতিরিতি তু ন সম্যক্, সর্ব্বপদানর্থক্যাৎ। ন চ বিষ্টভ্যেত্যস্য সংযুজ্যেত্যর্থঃ সংযোগমাত্রার্থকধাতোরকর্ম্মকতয়া ভূতানীত্যস্যানুপপত্তেঃ সর্ব্বভূতব্যাপকত্বসংযোগয়োরাত্মান্তরসাধারণত্বে-নোৎকর্ষানাধায়কত্বাচ্চ।"

দ্বিতীয় শ্লোকে, "শ্রীমানিতি প্রশস্তধীমানিত্যর্থঃ শ্রীপদেন ধিয়ো মতুপা প্রাশস্ত্যস্য প্রতিপাদনাৎ। অন্যোপি শ্রীমান্ ভাস্বরশ্চিন্তামণের্মণিবিশেষস্য দীধিতিং বিস্তারয়তীত্যুপমাধ্বনিঃ।" আলঙ্কারিকোচিত এই ব্যাখ্যা অন্য টীকায় নাই। অনুমিতিপ্রকরণের শেষে একটি শ্লোক আছে :— (৩৫।২ পত্রে)

গোপীকান্তস্য কৃতিনো ব্যাখ্যানুমিতিলক্ষণে।
দ্রাক্ষেব রসমাধত্তে চর্ব্বিতা হৃদয়ে সতাম্॥

নব্যন্যায়ের অত্যধিক চর্চ্চার যুগে কর্কশ তর্কশাস্ত্রও দ্রাক্ষাতুল্য মধুর রস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল—বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইহাই এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য এবং এই রসাস্বাদনের জন্য ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে বহু সহস্র মনীষী আসিয়া নবদ্বীপকে গুরুস্থানরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই গোপীকান্তের উপাধি এবং পরিচয়াদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাপি একটা ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া আমরা অনুমান করিতেছি। এই টীকা পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের এক বংশধরের গৃহে ছিল। কৃষ্ণদাসের এক কন্যার 'নদীয়াবাসী' চট্টবংশীয় ভারতের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। গয়ঘড়-বন্দ্যবংশীয় কাশীনাথ চক্রবর্ত্তীর কুলবিবরণে লিখিত আছে—" ততঃ কন্যা চং গোপীকান্ত ন্যায়লঙ্কারে বিবাহ অং ভারতজ অত্র নাশ নবদ্বীপবাসী।"—(পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথি, ২৩।২ পত্র)। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র এবং কাশীনাথের জামাতা এই গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কারই আলোচ্য গ্রন্থকার বলিয়া আমরা মনে করি। উক্ত কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে, কাশীনাথের আর এক কন্যাকে "ভবানন্দ মজুমদারের পুরোহিত" রাঘব গাঙ্গুলী বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং গোপীকান্তের অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় ১৬০০ খ্রীঃ এবং জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার সমকালীন হইতেছেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের অন্যতম প্রপৌত্র গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার আলোচ্য গ্রন্থকার নহেন। তাঁহার সময়ে (প্রায় ১৭০০ খ্রীঃ) দীধিতির টীকা-রচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে—তখন 'পত্রিকা'র যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

১০। গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী

ইঁহার রচিত সমাসতত্ত্ব গ্রন্থ সুপ্রাপ্য – আমরা নানা স্থানে বহু প্রতিলিপি দেখিয়াছি। আমাদের নিকট একাধিক প্রতিলিপি আছে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে (৯।১পত্রে) "অয়ঞ্চ দীধিতিকৃৎসম্মতঃ পন্থাঃ" বলিয়া নঞ্‌বাদের পঙ্‌ক্তিবিশেষের (পৃ. ১০৩৭, "ষষ্ঠ্যাদেস্চৈত্রাদিনিরূপিতং স্বত্বাদিকমর্থো ন তু তন্নিষ্ঠং স্বামিত্বাদিকম্") অনুমোদন আছে। তদ্রচিত পদার্থখণ্ডনব্যাখ্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে (L. 1188,

পত্রসংখ্যা ৩৬; এসিয়াটিক সোসাইটীর সুপ্রাচীন পুথি, পত্রসংখ্যা ২৭)। পুষ্পিকায় 'মহামহোপাধ্যায়' ও 'ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' উপাধি লিপিবদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থকার সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় না। ইহাতে বহু স্থলে রামভদ্রী টীকার অনুবৃত্তি আছে (৮।২, ১০।১ পত্র প্রভৃতি)। তদ্রচিত আ[illegible] একটীকাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল (L. 1156, পত্র ১৮, খণ্ডিত)। কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ("আত্মতত্ত্বং প্রবক্তব্যং কেবলং মোক্ষহেতবে") ও গ্রন্থকারের উপাধিবিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থাগারে আমরা 'শ্রীগোবিন্দভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তি'-রচিত মু[illegible] গ্রন্থের একটি প্রাচীন প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার শেষে লিপিকাল সূচনা করিয়া একটি অদ্ভুত শ্লোক আছে :—

স্বয়ম্ভ্বাননং সাগরং বাণচন্দ্রং, রমাবল্লভং শঙ্করং চৈব নত্বা।
সিতেন্দৌ চ বারে তিথৌ পৌর্ণমাস্যাং লিলেখি শুভা পুস্তিকা রামশর্ম্মা॥

শ্লোকটিতে ১৫৪৪ কিম্বা ১৫৭৪ শকাব্দ সূচিত হইয়াছে। এই গোবিন্দ সুতরাং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ নবদ্বীপসমাজের পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। নতুবা তাঁহার 'সমাসবাদ' এতটা প্রচার লাভ করিতে পারিত না।

১১। রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি

রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এবং উপলভ্যমান পুস্তকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করিলে রামনাথের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত মধ্যযুগে বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে। মথুরানাথ ছিলেন কেবল নৈয়ায়িক। কিন্তু রামনাথ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ 'দায়রহস্য' নামে পরিচিত 'দায়ভাগবিবেকে'র শেষে গর্ব্বভরে লিখিয়াছেন :—

নিরবদ্যা সদা সর্ব্ববিদ্যা যস্য পুরঃসরী।
শ্রীবাচস্পতিনা তেনে তেনেদং তন্ত্রমুত্তমম্॥

আমরা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার লুপ্ত ও উপলব্ধ গ্রন্থের একটি সূচি মাত্র প্রদান করিলাম।

অভিধান : অমরকোষটীকা ত্রিকাণ্ডবিবেক (১৫৫৫ শকে রচিত)।

ব্যাকরণ : কাতন্ত্ররহস্য, কারকরহস্য, বর্ণবিবেকটীকা, ধাতুচিন্তামণিটীকা।

অলঙ্কার : কাব্যপ্রকাশটীকা, কাব্যরত্নাবলী।

স্মৃতি : স্মৃতিরত্নাবলী, স্মৃতিরহস্য, সময়রহস্য, সম্বন্ধরহস্য, প্রায়শ্চিত্তরহস্য, শ্রাদ্ধরহস্য, সংস্কাররহস্য, যজ্ঞরহস্য, দায়রহস্য, সংস্কারপদ্ধতিরহস্য (১৫৪৪ শকে রচিত), ধার্ম্মিককর্ম্মরহস্য, স্মৃতিপরিভাষাটীকা, সামগমন্ত্রব্যাখ্যান, শুদ্ধ্যাদিসংগ্রহ, দুর্গাপূজাপদ্ধতি।

জ্যোতিষ : রত্নাবলী, অরিষ্টসূচকানি।

বেদান্ত : বেদান্তরহস্য।

ন্যায় : শব্দার্থরহস্য, লীলাবতীবিবৃতিরহস্য, শব্দমণিরহস্য।

তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের কোন পুস্তক অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি নিজ নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক 'গন্ধর্ব্ব রায়' উপাধিক 'মহাকুলীন নৃপতি

নারায়ণ' কোন্ স্থানের অধিপতি এবং কোন্ বিদ্যাসমাজের নেতা ছিলেন, ভবিষ্যৎ গবেষণার ইহা একটি মূল্যবান্ বিষয় বলিয়া ধরা উচিত।

১২। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ

নবদ্বীপনিবাসী এই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকের কতিপয় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। **আখ্যাতবাদটীকা :** শিরোমণির আখ্যাতবাদের উপর রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ-রচিত সমীচীন টীকা সোসাইটি-মুদ্রিত শব্দখণ্ডের পরিশিষ্টে মূল ও মাথুরী টীকা সহ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৮৬৭-১০০৯)। টীকার মধ্যে রামচন্দ্র 'গুণানন্দে'র সন্দর্ভ এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ৮৮৬)। অন্যত্র 'ইত্যস্মদ্গুরুচরণ-সরোরুহদ্বন্দ্বম্' (পৃ. ১০০৭), 'মামকী স্থূলদৃষ্টিঃ' (পৃ. ১০০৩) প্রভৃতি লেখা আছে। **নঞ্বাদটীকা :** শিরোমণির নঞ্বাদের উপর রামচন্দ্রের টীকা দুষ্প্রাপ্য নহে। আমাদের নিকট দুইটি প্রতিলিপি আছে এবং নবদ্বীপেও ইহার প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থারম্ভে পিতামাতার নামোল্লেখ আছে। যথা,

ভবানীগর্ভজাতেন নয়নানন্দসূনুনা।
শ্রীমতা রামচন্দ্রেণ নঞো বাদঃ প্রতন্যতে॥

(অন্য একটি আধুনিক পুথির পাঠ 'লক্ষ্মণানন্দসূনুনা')

পুষ্পিকা যথা, মহামহোপাধ্যায়শ্রীরামচন্দ্রন্যায়বাগীশভট্টাচার্য্যকৃতা নঞ্বাদটিপ্পনী সমাপ্তা॥ ···শকাব্দাঃ ১৬।৬০॥ শ্রীরস্তু লেখকে॥

নত্বা কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং স্মৃত্বা পিতুশ্চাদরাৎ
দেবীং ভাগ্যবতীং (তথা) চ জননীং সংনম্য মূর্দ্ধ্না মুহুঃ।
এতৎপুস্তকপাঠকামবিলসন্নন্দিবং যত্নতো
যেনেদং লিখিতং পুনাতু কমলাকান্তঃ স্বয়ং তং হরিঃ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং॥ (১৪।২ পত্রে)

এই টীকা ১৬৬০ শকেও (১৭৩৮-৯ খ্রী:) সাদরে অধীত হইত, স্থানে স্থানে পার্শ্বটিপ্পনীদ্বারা তাহা সূচিত হয়। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে একটি সমীচীন দীর্ঘ বিচার লিপিবদ্ধ আছে,—তাহার আরম্ভে "প্রাঞ্চস্তু··· ইত্যাহুঃ," তৎপর **অত্রাস্মৎপিতৃচরণাঃ** (আধুনিকতর পুথির পাঠ **গুরুচরণাঃ**)···ইত্যাহুঃ, তৎপর **হরিচক্রবর্ত্তিনস্তু**···ইত্যাহুঃ এবং সর্ব্বশেষে আছে, অত্র মীমাংসকা·· ইত্যাহুঃ (১১-১২ পত্র)।

বাদতত্ত্ব :—ন্যায়বাগীশ-রচিত বহু 'বাদ'গ্রন্থ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে হরিরাম ও গদাধরের বাদগ্রন্থের সহিত সমকক্ষতা করিয়া রামচন্দ্র প্রচুর পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই সংগ্রহগ্রন্থের নাম ছিল 'বাদতত্ত্ব'। আমাদের নিকট তর্কতত্ত্বের পুথি আছে (৫ পত্রে সম্পূর্ণ), শেষের পুষ্পিকা এই, "ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীন্যায়বাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতং 'বাদতত্ত্বে' তর্কতত্ত্বং সমাপ্তং।" এই 'ন্যায়বাগীশ' যে রামচন্দ্র হইতে পৃথক্ নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সোসাইটি-প্রেরিত পণ্ডিত বিক্রমপুর বটেশ্বর গ্রামে 'রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ'রচিত কয়েকটি বাদগ্রন্থ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের লিপিকাল '১৫৯৮ শকাব্দ' (L. 977-84,—ব্যাপ্ত্যনুগম, যোগ্যতা, বিধিবাদ, অভিধা, আসত্তি ও শব্দনিত্যতা)।

পাঞ্জাব হইতে আমরা অতি মনোহর বঙ্গাক্ষরে লিখিত ন্যায়বাগীশের 'মঙ্গলবাদ' গ্রন্থ আনাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

রামচন্দ্র গদাধরের প্রায় সমকালীন ছিলেন, ধরা যায়। গুণানন্দের নামোল্লেখ করায় বুঝা যায়, তিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্ত্তী নহেন। পক্ষান্তরে, ১৫৯৮ শকের প্রতিলিপি তাঁহার গ্রন্থরচনার অধস্তন সীমা নির্দ্দেশ করে। আমরা নবদ্বীপে একটি 'কর্ষপত্রং' পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার তারিখ ১৫ কার্ত্তিক ১০৮৪ সাল (অর্থাৎ ১৬৭৭ খ্রীঃ)—"শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ-মহাশয়েষু" লিখিত। আলোচ্য গ্রন্থকার হইতে তিনি অভিন্ন হইতে পারেন—অতি প্রাচীন অবস্থায় ঐ সময় তিনি জীবিত ছিলেন, অনুমান করিতে হইবে।

নবদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ বংশে ('জোড়াখড়ীর ভট্টাচার্য্য'বংশে) নয়নানন্দের পুত্র রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ছিলেন। তিনি জগদীশ পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৩৮-৯)। এই জগদীশ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ছাত্র এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া আমরা অবধারণ করিয়াছি। এই রামচন্দ্রই আলোচ্য গ্রন্থকার সন্দেহ নাই—নঞ্‌বাদটীকায় পিতৃনাম কীর্ত্তিত হওয়ায় এই পরিচয় প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। তাঁহার অভ্যুদয়কালও সুতরাং শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (গদাধরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে) পড়িবে। তাঁহার পুত্র (কাশীনাথ ও) নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুত্র শ্যাম সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌমের প্রপৌত্র রাঘব নিঃসন্তান হওয়ায় রামচন্দ্রের বংশ লোপ পাইয়াছে।

১৩। রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন

হরিদাসের বিবরণে আমরা অনুমান করিয়াছি যে, এই মহাপণ্ডিত সম্ভবতঃ **অনুমানদীধিতির টীকা** রচনা করিয়া যুগোপযোগী পাণ্ডিত্যের পরমোৎকর্ষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পাণ্ডুলিপির কতিপয় পত্র ভাবানন্দীর প্রতিলিপিতে রক্ষিত আছে। তদ্রচিত বহু বাদগ্রন্থ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি।

(১) **বিবাহতত্ত্বঃ** অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির আরম্ভ যথা,—

> অজ্ঞানতিমিরধ্বংসী কংসবংশনিসূদনঃ।
> পাতু পীতাম্বরঃ কোপি যশোদানন্দনন্দনঃ॥
> বিলোক্য তন্ত্রাণি বহূনি যত্নান্নত্বা চ পাদৌ শিবয়োর্গুরূণাং।
> **সিদ্ধান্তপঞ্চানন** এব ধীরো বিবাহতত্ত্বং সুগমং তনোতি॥

শেষ যথা, "ইতি শ্রীসিদ্ধান্তপঞ্চাননকৃতদ্বৈতত্তত্ত্বে বিবাহতত্ত্বং সমাপ্তমিতি (৩৫।১)।" আমরা যে কতিপয় বিবাহবাদ এ-পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ন্যায়মতে স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার তৎকালে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়া নৈয়ায়িকদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২) **বাক্যতত্ত্বঃ** আরম্ভশ্লোক, বিলোক্য…বাক্যস্য তত্ত্বং…। ইহাও দ্বৈততত্ত্বের অন্তর্গত। পুথির লিপিকাল যথা, (৬৮।১ পত্রে : ৩৫।২ হইতে আরম্ভ)

ষড়ঙ্কবাণভূশাকে নত্বা ভাস্করপঙ্কজং।
মুদা শ্রীকৃষ্ণদেবেন লিখিতং স্বীয়পুস্তকং ॥
মহীসুতাহে ব্যশিতাখ্যপক্ষে শুচ্যাখ্যমাসে মিথুনে গতে রবৌ ॥

অর্থাৎ ১৫৯৬ শকের আষাঢ় মাস (১৬৭৪ খ্রীঃ)।

(৩) **নির্দ্ধারণতত্ত্ব**—শেষ পত্রে (১৭।২) পুষ্পিকা যথা,—

"ইতি শ্রীসিদ্ধান্তপঞ্চাননকৃতং ন্যায়তন্ত্রে নির্দ্ধারণতত্ত্বং সমাপ্তং।"

উক্ত তিন গ্রন্থই তালপত্রে লিখিত, একজনের স্বাক্ষর এবং শুদ্ধ।

(৪) **বিধিতত্ত্ব** ঃ অস্মন্নিকটে রক্ষিত (১, ১২-৩১ পত্র)। আরম্ভ যথা,—

ভূয়ঃ প্রণত্য দেবেশং **রামগোপাল**শর্ম্মণা।
শ্রীমতাং বিদুষাং প্রীত্যৈ বিধিতত্ত্বং বিবিচ্যতে ॥

শেষে পূর্ব্ববৎ, "ইতি শ্রীসিদ্ধান্তপঞ্চাননকৃতং ন্যায়তন্ত্রে বিধিতত্ত্বং সমাপ্তং ॥"

এই গ্রন্থে স্বকীয় নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার সকল সংশয় দূর করিয়াছেন। বুঝা যায়, তাঁহার সময়ে তিনি একমাত্র উপাধিদ্বারাই সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন।

(৫) **কারকতত্ত্ব** ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। আরম্ভ যথা, (২১৪১ক সংখ্যক পুথি, অন্তে খণ্ডিত)

আলোক্যাখিলতন্ত্রমুত্তমধিয়া সংভাব্য সারং মুহুঃ
নির্ণীয়ৈতদজানতাং সুবিদুষাং হৃত্তাপ(শা)ন্ত্যৈ মুদা।
নত্বা কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং ষট্‌কারকাণাং কৃতী
তত্ত্বং ব্যাতনুতে সদর্থভবনং সিদ্ধান্তপঞ্চাননঃ ॥

কারকত্ব, কর্ত্রাদি অধিকরণান্তুতত্ত্ব ও সর্ব্বশেষে ষষ্ঠ্যর্থ অতি পাণ্ডিত্যসহকারে বিবৃত হইয়াছে। দুই একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল।

অধিকরণপ্রকরণে (৩৫২৪ সংখ্যক পুথির ৪৬।২ পত্র) আছে, "মান্যাস্তু, গুণকর্ম্মান্যত্বে সতীত্যত্র সামানাধিকরণ্যং দৈশিকমেব···।" এ স্থলে 'কারকচক্র'কার ভবানন্দকে মান্য বলা হইয়াছে। অপাদান-প্রকরণে 'বৌদ্ধাধিকারবিবৃতৌ দীধিতিকারে'র বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, 'গুরুচরণাস্তু' বলিয়া একটি দীর্ঘ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"ধূমাদিত্যাদৌ পঞ্চম্যা জ্ঞানমেবার্থ···। ইত্থঞ্চ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ধূমজ্ঞানজন্য-জ্ঞানবিষয়বহ্নিমদভিন্নঃ পর্ব্বত ইতি বোধঃ···। ইত্থঞ্চ পঞ্চম্যা জ্ঞানমাত্রার্থকত্বেনৈবোপপত্তৌ সমভিব্যাহৃতধূমাদিপদস্য মুখ্যত্বরক্ষণায় নঞর্থান্বয়ানুপপত্তিপরীহারায় পঞ্চম্যা জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্বানুসরণং দীধিতিকৃতাং নাস্মভ্যং রোচত ইতি প্রাহুঃ।"—(৩৯।১ পত্র)। এই গুরু কে হইতে পারেন, গবেষণীয়। এই সকল গ্রন্থে সিদ্ধান্তপঞ্চানন স্বরচিত অধুনালুপ্ত স্বত্বতত্ত্ব, সমাসতত্ত্ব, স্তেয়তত্ত্ব, আখ্যাততত্ত্ব, তিঙ্‌তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বাদগ্রন্থের নাম করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৬২৫-৫০ খ্রীঃ মধ্যে অনায়াসে অবধারণ করা যায়। তিনি সম্ভবতঃ নিজ নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন না।

১৪। গদাধর ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

অনুমানদীধিতির সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ টীকার রচয়িতা গদাধরকে দীধিতি-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশেষ এবং চরম গ্রন্থকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা যত দূর জানি, তাঁহার পর একজন মাত্র নবদ্বীপনিবাসী নৈয়ায়িক সমগ্র অনুমানদীধিতির টীকা রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র গদাধরের সমকালীন রুদ্র তর্কবাগীশ। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে গদাধরই সুনির্দ্দিষ্ট তৃতীয় যুগের অবসানকারী। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাসমন্বিত গ্রন্থের প্রভায় প্রাচীনতর দীধিতির টীকাগ্রন্থসমূহ ক্রমশঃ ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—কেবল জগদীশ ও কোন কোন স্থলে ভবানন্দের গ্রন্থ বাঁচিয়া রহিল। নবদ্বীপে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে—অধুনা তাহা প্রায়শঃ অমূলক ও কল্পিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

গ্রন্থসূচি : (১) **মূল তত্ত্বচিন্তামণির টীকা** : শব্দখণ্ডের খণ্ডিতাংশ নানা স্থানে পাওয়া যায় এবং কিয়দংশ কাশীর 'শাস্ত্রমুক্তাবলী'-গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাঞ্জোরের একটি পুঁথি হইতে প্রারম্ভ-শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত হইল :—

ভজে শ্রীমদ্দেবাসুরমুকুটমাণিক্যনিকর-
প্রভা রাজদ্দন্তাবলবদনপাদাম্বুজযুগম্।
অশেষপ্রত্যূহপ্রকরশমনৈকান্তনিপুণং
সদা ভক্তাভীষ্টপ্রসরনবকল্পদ্রুমদলম্ ॥১
নিজগুরু-হরিরাম-নামভূমী-সমুদিতভাস্করবাঙ্ময়ূখযোগাৎ।
স্ফুরদমলচিদর্ককান্তরত্ন-শ্চরমমণিং বিবরীতুমুদ্যতোঽস্মি ॥২

('ভাস্বর' ও 'বিদর্ক' পাঠ অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ একটি মিশ্রগাদাধরীর প্রচ্ছদপত্রে প্রাপ্ত)

নিবদ্ধাঃ প্রাচীনৈশ্চতুরুদধিপর্য্যন্তবিচরদ্-
যশোহাসৈঃ সদ্ভির্ভুবি বিরচিতাঃ সন্ত্যপি যদি।
তথাপ্যেষা কাচিৎ বচনপরিপাটী নিজগুণৈ-
র্গভীরা ধীরাণাং সপদি মুদমাধাস্যতিতরাম্ ॥৩

তৃতীয় শ্লোকে সে যুগে নৈয়ায়িকদের অসামান্য কীর্ত্তি সহজেই 'চতুঃসমুদ্রে' কিরূপ প্রসারিত হইত, তাহার সূচনা রহিয়াছে এবং গদাধরের নিজ প্রতিভাবিষয়ে নৈয়ায়িকসুলভ সদম্ভ নির্দ্দেশ বেশ উপভোগের বস্তু।

(২) **মূল অনুমানখণ্ডেরও** টীকা গদাধর রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের নিকট 'সিদ্ধান্তলক্ষণস্য মূলগাদাধরী ব্যাখ্যা' (৭ পত্র) রক্ষিত আছে।

(৩) **শব্দমণ্যালোকটীকা** : অপূর্ব্ববাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় (L. 1864, পত্রসংখ্যা ৩১২ : *Tanjore Cat.* pp. 4525-27, পত্রসংখ্যা ৩১৮ ও ৫০৬ প্রভৃতি)। আরম্ভশ্লোক যথা,

প্রণম্য গীর্ব্বাণগণৈকবন্দ্যং পাদারবিন্দং পুরুষোত্তমস্য।
নিগূঢ়মাবিষ্কুরুতে প্রযত্নাদ্ গদাধরঃ পক্ষধরস্য ভাবম্ ॥

তাঞ্জোরের একটি পুঁথির শেষে অপূর্ব্ব দম্ভোক্তি রহিয়াছে :—

কুশাগ্রধিষণাভুষাবতুলগর্ব্বসংশোষণং
জনেষু জড়চেতসাং তরুণ এব কর্ণজ্বরঃ।
অনর্গলসমুচ্চলদ্বহলতর্কজালাকুলং
গদাধরমনীষিণঃ কিমপি কৌতুকং জৃম্ভতে ॥

(৪) **প্রত্যক্ষালোকটীকা**ঃ ইহার খণ্ডিতাংশ নানা স্থানে পাওয়া যায়। 'প্রামাণ্যমিশ্র ভট্টী' (২৮ পত্র, প্রথম বিপ্রতিপত্তি পর্য্যন্ত) নবদ্বীপে দেখিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেও এক খণ্ড আছে (পুথিসংখ্যা ২১১৯, পত্র ৫-৪১)।

(৫) **অনুমানালোকটীকা**ঃ মিশ্র গাদাধরীর অনুমানখণ্ড অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য—একটি ছিন্ন অংশ মাত্র আমরা দেখিয়াছিলাম।

(৬) **প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা**ঃ কাশীর 'শাস্ত্রমুক্তাবলী'-গ্রন্থমালায় 'আপ্তিবাদ' পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে (১ম সং, ১৯০১; ২য় সং, ১৯৩০)। নবদ্বীপে সম্পূর্ণ প্রতিলিপি দেখিয়াছি।

(৭) **অনুমানদীধিতিটীকা**ঃ এই বিরাট গ্রন্থ সোসাইটী হইতে অংশতঃ এবং চৌখাম্বা হইতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। গদাধরের এই শ্রেষ্ঠ রচনা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং ইহার অন্তর্গত হেত্বাভাসের সামান্যনিরুক্তি প্রভৃতি প্রকরণে তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশল অদ্যাপি প্রতিভাশালী ন্যায়পাঠার্থীকে আকৃষ্ট ও বিস্মিত করিয়া আসিতেছে।

(৮) **নঞ্‌বাদব্যাখ্যা**ঃ সোসাইটী-মুদ্রিত শব্দখণ্ডের পরিশিষ্টে মূল সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

(৯) **বৌদ্ধাধিকারদীধিতিটীকা**ঃ কিয়দংশ চৌখাম্বা-সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। বরোদায় একটি প্রতিলিপি আছে, পত্রসংখ্যা ২৩৫।

(১০) **কুসুমাঞ্জলিটীকা**ঃ ইহার একটি প্রতিলিপি Kielhorn সাহেব মধ্যপ্রদেশে আবিষ্কার করিয়াছিলেন (*Search of Mss.*, Central Provinces, 1874, p. 144)—পত্রসংখ্যা ৮৩। চান্দানিবাসী গণপতি শাস্ত্রীর গৃহে ইহা রক্ষিত ছিল। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অপ্রাপ্য।

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী (*JASB*, 1915, p. 289) একটি অদ্ভুত কথা লিখিয়াছেন যে, গদাধর 'মুক্তাবলীটীকা' রচনা করেন—তাহা প্রসিদ্ধ ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর ব্যাখ্যা নহে, পরন্তু গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম-রচিত 'সদ্যুক্তিমুক্তাবলী'র ব্যাখ্যা। প্রকৃত কথা এই। Buhler সাহেব কতিপয় পুথির (*Z. D. M. G.*, Vol. 42, p. 555) খসড়া সূচি (rought list) মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গদাধর-রচিত মুক্তাবলীটীকার নাম আছে। পরে দেখা গেল, ঐ পুথি বস্তুতঃ গদাধর-রচিত প্রসিদ্ধ 'মুক্তিবাদ' গ্রন্থের।

নব্যন্যায়ে গদাধরের অন্য কোন টীকাগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। তদ্রচিত বহু বাদগ্রন্থ নানা স্থানে পাওয়া যায়—তাহাদের মোট সংখ্যা কত, প্রবাদানুযায়ী ঠিক ৬৪ কি না, নির্ণয় করার উপায় নাই। শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, বিষয়তাবাদ ও বিধিস্বরূপ তন্মধ্যে প্রধান এবং একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে—ইহাদের পঠন-পাঠন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। 'বাদবারিধি'তে গদাধরের নয়টি বাদগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে (২, ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৬, ৩০, ৩৪, ৩৭ বীচি দ্রষ্টব্য)।

ন্যায়শাস্ত্রের বাহিরে গদাধর দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

(১) ঋগ্বেদোক্ত দশকর্ম্মপদ্ধতি—গদাধরের বংশ 'ঋগ্বেদী' এবং তাহার পৃথক্ পদ্ধতি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ধারায় ইহার প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা যায়, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করার সুযোগ পাই নাই।

(২) কাব্যপ্রকাশটীকা (চতুর্থোল্লাস পর্য্যন্ত): সোসাইটীতে এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পুথি আছে। আরম্ভশ্লোক যথা, (শঙ্করমিশ্রটীকার আরম্ভ দ্রষ্টব্য)

প্রণম্য গীর্ব্বাণগণৈকপূজ্যং পাদারবিন্দং পুরুষোত্তমস্য।
গদাধরো ব্যাকুরুতে প্রযত্নৈঃ কাব্যপ্রকাশস্য দুরূহপঙ্‌ক্তীঃ॥

প্রত্যেক উল্লাসের শেষে যে শ্লোক দৃষ্ট হয়, তাহা উদ্ধারযোগ্য (সোসাইটীর ৬৫৮৩ সংখ্যক পুথি):

'ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' গদাধর উদারধীঃ।
ব্যাকার্ষীৎ প্রথমোল্লাসমুল্লাসায় সুমেধসাম্॥ (১০।১ পত্র)

কাব্যপ্রকাশস্য মহাদুরূহমুল্লাসমুল্লাসিতবান্ দ্বিতীয়ং।
গদাধরো ধীরধুরন্ধরাণাং প্রমোদমাধিৎসুরতিপ্রযত্নাৎ॥ (৩৪।২ পত্র)

কাব্যপ্রকাশস্যোল্লাসং তৃতীয়ং শ্রীগদাধরঃ।
ব্যাখ্যাতবানসংখ্যাতসংখ্যাবৎপ্রীতিমাবহন্॥ (৩৯। ১ পত্র)

ব্যাকরোদিদমনল্পধীমতাং কৌতুকেন কুতুকী গদাধরঃ।
ন্যায়দুর্গ্রহসদর্থচিন্তনৈর্নির্বৃতোঽভবদয়ং ততঃ পুনঃ॥ (৪৬।২ পত্র)

পূর্ব্বতন টীকাকার চণ্ডীদাস (২৬।২ পত্র) ও কাব্যপ্রদীপকারের (২০।২, ২৯।২ পত্র) উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়। এই টীকাকার নৈয়ায়িকপ্রবর নহেন বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক (*J. A. S. B.* 1915, p. 290), "অধিকং চিন্তামণিটিপ্পন্যাং বিবেচিতম্" (১১।১ পত্র) উক্তি দ্বারা তাহা নিরস্ত হয়। তৃতীয় উল্লাসে 'প্রতিভা' শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে গদাধর কৌতুকজনক উক্তি করিয়াছেন:—

"যস্যৈব পরিণামভেদো বাসনেত্যুচ্যতে, যচ্ছূন্যানাং শুদ্ধতার্কিকবৈয়াকরণাদীনাং ন ব্যঙ্গার্থবোধো ন বা শৃঙ্গারাদিরসাস্বাদঃ (৩৫।১ পত্র)। তথা চোক্তং,

সবাসনানাং নাট্যাদৌ রসস্যানুভবো ভবেৎ।
নির্ব্বাসনাস্তু রঙ্গান্তর্বেশ্মকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥ (৩৫।২ পত্র)

দুর্দ্ধর্ষ তার্কিকের মুখ হইতে এইরূপ উক্তি বিস্ময়জনক মনে হইবে। বস্তুতঃ তার্কিক ও আলঙ্কারিকের এই সমন্বয় বাঙ্গলা দেশে চিরপ্রচলিত এবং গদাধরের অন্তস্তল কর্কশ তর্কজালাবৃত থাকিয়াও যে বেশ সরস ছিল, তাহা অসম্ভাবিত নহে। 'তর্কাচার্য্য' উপাধিধারী গদাধর-রচিত এক 'চণ্ডীটীকা' পাওয়া যায়—নবদ্বীপে ইহার পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায় নৈয়ায়িক গদাধরের সহিত তাঁহাকে অভিন্ন ধরা হইয়াছে (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ১৭৪, ১৭৭-৮)। ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। টীকাটি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—চণ্ডীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী টীকাকারদের সহিত তুলনায় গদাধরের টীকা অতি নগণ্য এবং ভ্রান্তিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ 'পিনাকধৃক্' পদের ব্যুৎপত্তি এই টীকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"পিনাকং ধ্বজতীতি পিনাকধৃক্ মহাদেবঃ" (২৬।২ পত্র)। দ্বিতীয়তঃ, গদাধর ভট্টাচার্য্যের 'তর্কাচার্য্য' উপাধি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তৃতীয়তঃ, গদাধর ন্যায়গ্রন্থে পাণিনিসূত্র উদ্ধার করিয়াছেন—অনুমিতিপ্রকরণের প্রারম্ভেই 'চাদয়োঽসত্ত্বে',

'নমঃ স্বস্তী'ত্যাদি সূত্রোল্লেখ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে গদাধর তর্কাচার্য্য কলাপব্যাকরণে অধীতী ছিলেন। মার্কণ্ডের শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে 'অত্র্যাদিত্বাদেয়ন্,' 'এয়েঽকক্রপাণ্ডুস্ত লুপ্যন্তে' ইত্যুকারলোপঃ প্রভৃতি বচন গদাধর ভট্টাচার্য্যের লেখনীপ্রসূত হইতে পারে না।

গদাধরের উপাধি ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী : নবদ্বীপ সমাজের পণ্ডিতগণ এখন প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন যে, নব্যন্যায়ের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে 'ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' উপাধি বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল—আমরা শতাবধি ঐ উপাধিবিশিষ্ট পণ্ডিতের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। এই বৃহদাকার উপাধির ব্যবহারোপযোগী সংক্ষেপ পূর্ব্বে ছিল শুধু 'চক্রবর্ত্তী' (যথা, চতুর্দ্দশলক্ষণীর 'চক্রবর্ত্তি'লক্ষণ) এবং পরে চক্রবর্ত্তী পদ বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে সংক্ষেপ হইল শুধু 'ভট্টাচার্য্য'। গদাধর পাঠ সমাপন করিয়া 'ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং যদিও প্রায় সর্ব্বত্র তাহার সংক্ষিপ্তাকার ভট্টাচার্য্যমাত্র প্রচারলাভ করিয়াছে, তথাপি তাঁহার উপাধিটি সম্পূর্ণাকারে কতিপয় লিপিকার উদ্ধার করিয়াছেন। গদাধর স্বয়ংই কাব্যপ্রকাশটীকার প্রথমোল্লাসের শেষে পূর্ণ উপাধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং উহা লিপিকারদের মনঃকল্পিত বিশেষণ-পদরূপে গ্রহণ করা যায় না। Hall সাহেব একটি পুথিতে 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি দেখিয়াছিলেন (*Index*, p. 31)। নবদ্বীপেই (জগদীশবংশধর তর্কতীর্থ-গৃহে) একটি 'পক্ষতা'র শেষে (৪৩।২ পত্র) পুষ্পিকায় দেখিয়াছি—"ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়গদাধরভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তিবিরচিতা" (লিপিকাল, "শাকে মরুৎকাল-ধরাপ্রমাণে" অর্থাৎ ১৬৪৯ শকাব্দ)। মাদ্রাজে (D. 4302) গদাধর ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তি-বিরচিত শক্তিবিচারের পুথি আছে। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে ৮৮০ সংখ্যক পুথিতে আছে (সিদ্ধান্তলক্ষণটিপ্পনী) —'শ্রীগদাধরভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তিবিরচিত' এবং ৮৮২ সংখ্যক পুথিতে আছে (গদাধরকৃত 'বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ-বিচার') 'শ্রীমদ্‌ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তি-বিরচিত'। তাঞ্জোরের একটি পুথির পুষ্পিকায় আছে, "ইতি শ্রীমন্মহোপাধ্যায়গৌড়দেশীয়-গদাধরচক্রবর্ত্তিবিরচিতা"। এখানেও মূল উপাধির স্পষ্ট সূচনা রহিয়াছে।

গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশ : মূল শব্দখণ্ডের টীকায় গদাধর নিজগুরুর নামোল্লেখ করিয়া 'ভূমীসমুদিতভাস্কর' পদে তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। প্রত্যক্ষদীধিতির টীকারম্ভেও গদাধর গুরুর দিগন্তপ্রসারী কীর্ত্তির কথা উজ্জ্বল ভাষায় খ্যাপন করিয়াছেন :—

নত্বা নন্দতনূজসুন্দরপদং স্মৃত্বা গুরোরাদরাৎ
উর্ব্বীমণ্ডলমণ্ডনায়িতযশোরাশেরশেষা গিরঃ।
(বহু পুথির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত হইল)

সুতরাং নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ৭০-১,৮২,৮৭) যে প্রাচীন প্রবাদবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"হরের গদা, গদার জয়। জয়ার বিশু লোকে কয়॥"—তাহা অংশতঃ প্রমাণসিদ্ধ হইল এবং হরিরাম "তৎকালে ন্যায়ের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন" (ঐ, পৃ. ৭০), গদাধরের বর্ণনাদ্বারা তাহাও সমর্থিত হয়। হরিরাম সর্ব্বোচ্চ সম্মানসূচক 'জগদ্‌গুরু' পদে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। হরিরাম-রচিত বহু বাদগ্রন্থের পুথি আমাদের নিকট আছে; একটির পুষ্পিকা হইল—"ইতি হরিরাম-ত(র্ক)বাগীশমহামহোপাধ্যায়জগদ্‌গুরুবিরচিতং প্রামাণ্যবাদস্বপ্রকাশরহস্যং সম্পূর্ণম্" (১১।১ পত্র)।

হরিরামের গ্রন্থরচনা বিষয়ে অনেকেই ভ্রমোক্তি করিয়াছেন। তিনি মণি কিম্বা দীধিতির 'টীকা' রচনা করেন নাই—এ বিষয়ে' *J A S B*, 1915, p. 288 প্রভৃতি সংশোধনীয়। সপ্তপদার্থীব্যাখ্যা হরি-কৃত (Hall's *Index*, p. 75), নিশ্চিতই হরিরাম-কৃত নহে (নবদ্বীপ-মহিমা এ স্থলে সংশোধনীয়)। পরন্তু, চিন্তামণির প্রচলিত তিন খণ্ডের প্রধান বিষয়বস্তু লইয়া 'বিচাররহস্য' নামে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ মৌলিক বাদগ্রন্থে মণিকার, আলোককার কিম্বা দীধিতিকার প্রভৃতির মতের খণ্ডন-মণ্ডন করিয়া সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা অতি সত্বর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে; সমস্ত পুথিশালায় হরিরামের বাদগ্রন্থের কতিপয় প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। 'বাদবারিধি'তে তিনটি মুদ্রিত হইয়াছে (১১, ৩৩ ও ৩৬ বীচি)। তাহাদের মোট সংখ্যা নির্ণয় করা বর্ত্তমানে অসাধ্য। কারণ, অধিকাংশ স্থলেই রচয়িতার নাম লিখিত নাই। আমাদের নিকট রক্ষিত একটি বিশুদ্ধ বাদমালায় পৃথক্ বাদসংখ্যা ৩৩—লেখক শ্যামসুন্দর সিদ্ধান্তবাগীশ (এক স্থলে স্তুতি আছে "অপি কুর্থগজগ্রামকেশরী শ্যামসুন্দরঃ") কেবল এক বার রচয়িতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"ইতি মহামহোপাধ্যায়তর্কবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতং প্রামাণ্যবাদরহস্যং সম্পূর্ণম্"। অনুমান হয়, ৬৪ বাদ কথাটার উৎপত্তি হরিরাম হইতেই প্রথম হইয়াছিল এবং তাঁহার উৎকৃষ্ট বিচারপ্রণালীর ফলে এ-জাতীয় পূর্ব্বতন গ্রন্থসমূহ—রামভদ্র ও মথুরানাথের 'সিদ্ধান্তরহস্য,' জগদীশের 'ন্যায়াদর্শ' প্রভৃতি—বিরলপ্রচার হইয়া যায়। প্রত্যক্ষখণ্ডের মঙ্গলবাদ, প্রামাণ্যবাদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শব্দখণ্ডের বিধিবাদ, অপূর্ব্ববাদ প্রভৃতি পর্য্যন্ত হরিরামের রচনা সুপ্রাপ্য—অধিকন্তু ব্রাহ্মণত্বজাতিবিচার, স্বত্ববিচার, 'অশৌচান্তদ্বিতীয়দিননিরুক্তি' প্রভৃতি কৌতুকজনক অবান্তর বিষয়েও তাঁহার রচনা পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ নামসূচি দেওয়া নিরর্থক। 'রত্নকোষবিচার' চিন্তামণিগ্রন্থেরই একটি পঙ্‌ক্তি-ঘটিত—হরিরামের বহু পূর্ব্বেই তরণিমিশ্রের 'রত্নকোষ' গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যায়। Hall সাহেব (*Index* p. 54) 'বাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতাবিচারে'র ১৭১১ সম্বতের (১৬৫৫ খ্রীঃ) পুথি দেখিয়াছিলেন। আমাদের নিকট 'সন্নিকর্ষরহস্যে'র একটি প্রতিলিপি আছে—লিপিকাল "শকাব্দা ১৫৯০ তেরিখ ২৬ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতিবার" (১৬৬৮ খ্রীঃ), লেখক কৃষ্ণদেব শর্ম্মা। হরিরাম স্বয়ং কোন বৃহৎ টীকাগ্রন্থ রচনা না করিলেও দিক্‌পালসদৃশ তাঁহার দুই জন প্রধান শিষ্য নব্যন্যায়ের নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গুরুর কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, নবদ্বীপের গদাধর এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কাশীর অধ্যাপক রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার। উভয়ের কালবিচার দ্বারা হরিরামের অভ্যুদয়কাল বর্ত্তমানে অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করা যায়।

গদাধরের জন্মাব্দ :—গদাধরের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ (রঘুমণি বিদ্যাভূষণের পুত্র) নবদ্বীপ-নিবাসী দ্বারকানাথ বিদ্যাবাগীশ (৭৯ বৎসর বয়সে ১৩১৯ সনে মৃত্যু) কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, গদাধরের জন্ম ১০০৬ সনে এবং ১০৪ বৎসর বয়সে ১১১০ সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। দ্বারকানাথের পৌত্র শ্রীরামগোপাল তর্কতীর্থের নিকট জানিয়া ইহা কেহ কেহ মুদ্রিত করিয়াছেন (কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎপ্রকাশিত 'মুক্তিবাদে'র ভূমিকা, পৃ. ৬৪ এবং ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ৩১)। পক্ষান্তরে, গদাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রাজসাহী জেলার আগ্‌দীঘা-নিবাসী শ্রীরামকমল তর্কতীর্থের নিকট জানিয়া শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন (অদ্বৈতসিদ্ধি, ১ম ভাগ, ভূমিকা, পৃ. ৯৪) "১০১১ সালের পৌষ মাসে

গদাধরের জন্ম এবং ১১১৫ সালের ফাল্গুন মাসে ১০৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়"। শেষোক্ত নির্দেশই প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হইবে; কারণ, তাহাতে মাসের উল্লেখ অমূলক হইতে পারে না এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের ধারারূপে ও চৌগাঁ, তাহেরপুর প্রভৃতি রাজবংশের দীক্ষাগুরুরূপে অভ্রান্ত তথ্য পুরুষপরম্পরায় নির্দ্দেশকারীর হস্তগত হওয়া স্বাভাবিক। এতদনুসারে গদাধরের জীবৎকাল হয় "ডিসেম্বর ১৬০৪—ফেব্রুয়ারি ১৭০৯ খ্রীঃ"। গদাধরের জন্মাব্দ যে পূর্ব্বে হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাহার একটি প্রমাণ লিখিত হইতেছে। তাঁহার তৃতীয় পুত্র 'রামদেব তর্কবাগীশ' নবদ্বীপাধিপতি রাজা রঘুরামের (রাজত্বকাল ১২২২-৩৫ সন) নিকট ভূমিদান পাইয়াছিলেন (নদীয়া কালেক্টরীর ১১৯২৭ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য—ভূমির পরিমাণ ২৬৬/০)। রামদেবের পৌত্রই কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার (সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরাম শিরোমণির পিতা, মৃত্যুসন ১২২৬ সন, বয়স অনধিক ৮০)। এই সকল পারিবারিক তথ্যের বিশ্লেষণ দ্বারা গদাধরের জন্মাব্দ ১৬০৪ খ্রীঃ হওয়াই সুঘট, পূর্ব্বে হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গদাধর সম্বন্ধে অমূলক প্রবাদঃ নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে গদাধর সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে (১ম সং, পৃ. ৮২-৫ ; ২য় সং, পৃ. ১৭৩-৭৬)। তাহাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, যদিও এই সকল চিরপ্রচলিত প্রবাদ নবদ্বীপ-সমাজ হইতে প্রচারিত হইয়া সর্ব্বত্র সত্য ঘটনা বলিয়া শিক্ষিতসমাজে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আমরা দুই একটি প্রধান কথার অমূলকতা দেখাইয়া দিতেছি। (১) "গদাধরের পাঠ শেষ না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান নাই। সুতরাং তাঁহার বংশের উপাধি 'ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত হন।" (ঐ, পৃ. ৮৩) ইহা সম্পূর্ণ কল্পিত কথা। তিনি পাঠ শেষ করিয়া 'ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশে তাঁহার পূর্ব্বে কাহারও ভট্টাচার্য্য উপাধি ছিল না (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃ. ২৬১ ; কুলশাস্ত্রদীপিকা, পৃ. ১২৫-৬)। আমরা হস্তলিখিত কুলপঞ্জী হইতে তাঁহার ঊর্দ্ধতন ৭ পুরুষের নামমালা লিখিতেছি। "জানকিনাথ চক্র°—জগদানন্দ মিশ্র—বিশ্বনাথ চক্র°—রামচন্দ্র পাঠক—যুক্তাম্বর পাঠক—শতানন্দ আচার্য্য—জিবু আচার্য্য—গদাধর ভট্টা° দয়ারাম সার্ব্বভৌম গোপীকান্ত নেয়লঙ্কার রাজেন্দ্র চক্র॥" (১৭০।১ পত্র) গদাধরের প্রচলিত উপাধি অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কল্পনার আশ্রয়ে গল্প সৃষ্টি করিলেন, তিনি 'বিশেষব্যাপ্তি' পর্য্যন্ত মাত্র পাঠ করিয়াছিলেন, কিম্বা মতান্তরে 'বৌদ্ধাধিকার' পাঠ তাঁহার অবশিষ্ট ছিল। (২) বৌদ্ধাধিকারদীধিতির একটি সন্দর্ভে (সোসাইটী-সং, পৃ. ১৬—"ন চাপ্রবর্ত্তমানা অপি কর্মাশয়েন সীব্যন্তে") গদাধর প্রমাদপাঠ 'সিচ্যন্তে' বজায় রাখিয়া নূতন ব্যাখ্যাদ্বারা জগদীশ তর্কালঙ্কারকেও মুগ্ধ করিয়াছিলেন—এই প্রবাদও অমূলক। প্রথমতঃ, 'সিচ্যন্তে' পাঠ প্রামাদিক নহে, বহু পুথিতে ইহা পাঠান্তররূপে কল্পিত হইয়াছে, যশোবিজয়রচিত 'ন্যায়খণ্ডখাদ্যে' ঐ পাঠই দৃষ্ট হয় (৯১ পত্র)। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিকৌশলের বিজৃম্ভণার্থ ইদানীংও অনেক নৈয়ায়িক 'নয়'কে 'হয়' করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। গদাধরও করিয়া থাকিবেন, অসম্ভব নহে। কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি যাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চিতই জগদীশ তর্কালঙ্কার নহেন। কারণ, বর্ত্তমানে হরিরামই জগদীশের পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন। বৌদ্ধাধিকারদীধিতির টীকায় 'সীব্যন্তে' পদের উপর গদাধরকৃত কোন টিপ্পনী দৃষ্ট হয় না।

হরিরামের মৃত্যুকাল ঃ জগদীশ ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তৎকালে গদাধরের বয়স মাত্র ৫।৬ বৎসর। সুতরাং জগদীশের পরিণত বয়সে মৃত্যুর পর প্রায় ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে হরিরাম প্রাধান্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা যায়। আমরা শ্রীরামগোপাল তর্কতীর্থের নিকট শুনিয়াছি, গদাধর পাঠ সমাপন করিয়া দেশে চলিয়া যান। পরে, হরিরাম মুমূর্ষু অবস্থায় গদাধরকে আনাইয়া চতুষ্পাঠীর ভারার্পণ করেন—তৎকালে গদাধরের বয়স ছিল ৩৪-৫। এতদনুসারে প্রায় ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে হরিরাম স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, বুঝা যায়। তাঁহার পর সম্ভবতঃ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশধর 'মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ' প্রাধান্য লাভ করেন এবং গদাধর হয় ত তাঁহাকেই 'সিদ্ধান্তে' পাঠের ব্যাখ্যাদ্বারা মোহিত করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী ছাত্রদ্বারা গুরুর চতুষ্পাঠী রক্ষা নবদ্বীপে অনেক বার ঘটিয়াছে—ভুবন বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর কাশী হইতে তাঁহার উত্তম ছাত্র জয়নারায়ণ তর্করত্ন আসিয়া তাঁহার টোলে ১০ বৎসর সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। লেখকের জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ রঘুদেব তর্কবাগীশ (১১৮৯-১২৭৫ সন) নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক কাশীনাথ তর্কচূড়ামণির শেষ সময়ের ছাত্র ছিলেন। ১২৩১ সনে পাঠ সমাপনকালে অপুত্রক চূড়ামণি তাঁহাকে টোলের ভার লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—কারণবশতঃ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। সম্বৎসরমধ্যে চূড়ামণির মৃত্যুর পর তাঁহার বাটী ও চতুষ্পাঠী অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইয়া যায় (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ৫০)। গদাধরের স্তুতি সহ হরিরামের স্বর্গপ্রাপ্তির একটি মনোহর শ্লোক পরিষদের এক পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল (১২৬৯ সংখ্যক পুথি, 'কবিতাসংগ্রহে'র ১৭।২ পত্রে 'সামান্য কবিতা'র অন্তর্গত ৪৯ শ্লোক):—

> কস্ত্বং, ব্রাহ্মণবংশজঃ, কুত ইহ, শ্রীগৌড়ভূমণ্ডলাৎ,
> জানে যত্র 'গদাধরঃ,' শৃণু সখে ব্রূতে স মাং পণ্ডিতম্।
> শ্রুত্বৈতদ্বচনং বৃহস্পতিমুখাৎ 'শ্রীতর্কবাগীশ্বরো'
> লজ্জানন্দময়ার্ণবে নিপতিতো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥

[স্বর্গত তর্কবাগীশের সহিত দেবগুরু বৃহস্পতির এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া কবি কল্পনা করিয়াছেন। "আপনি কে? ব্রাহ্মণসন্তান। এখানে কোথা হইতে? গৌড়দেশ হইতে। জানি, যেখানে গদাধর আছেন—বন্ধু, তিনি কি আমাকে পণ্ডিত বলেন?" ('বাগীশ' অর্থ বৃহস্পতি, তন্নিমিত্তই সখিসম্বোধন)। দেবসভায় তর্কবাগীশ বৃহস্পতির মুখে এই কথা শুনিয়া লজ্জা ও আনন্দসাগরে যে নিমগ্ন হইলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার বিশ্রাম ঘটে নাই!]

হরিরাম-গদাধরের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নবদ্বীপসমাজে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তদ্বিষয়ে এখনও বৃদ্ধমুখে দুই একটি ঘটনা শুনা যায়। হরিরাম ব্যাকরণে কাঁচা ছিলেন। কোন বিশিষ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"স্থানো নাস্তি"! শিষ্য গদাধর অগ্রসর হইয়া ব্যাখ্যা করিলেন—"নঃ অস্মাকং স্থা স্থানং নাস্তি।"

গদাধরের বৈশিষ্ট্য ঃ গদাধরের পিতা জীবু আচার্য্য বামাচারী তান্ত্রিক ছিলেন এবং গদাধর স্বয়ং মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্য অধুনা তাঁহার দিগন্তপ্রসারী পাণ্ডিত্য-কীর্ত্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের ধারা অদ্য পর্য্যন্ত

প্রধানতঃ গুরুতা-ব্যবসায়ী এবং তাঁহার মন্ত্রসাধনের ফল উত্তরাধিকারসূত্রে তাহাতে বর্ত্তিয়াছে। পক্ষান্তরে, নবদ্বীপের ধারায় ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ৭ পুরুষ ধরিয়া চলিবে, গদাধর এইরূপ ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। একাধারে শাস্ত্রব্যবসায় ও মন্ত্রসাধনার সংযোগ বাঙ্গলার অধ্যাপকমণ্ডলীতে বিরল নহে; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে পরম সাফল্য গদাধরের ন্যায় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

গদাধরের প্রধান গ্রন্থরচনার কাল ১৬৪০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করা যায়। নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘব রায় তাঁহাকে ৩৬০/০ ভূমি দান করিয়াছিলেন, দানপত্রের তারিখ ১০৬৮ সন ২২ আষাঢ় অর্থাৎ ১৬৬১ খ্রীঃ (নদীয়া কালেক্টরীর ১৮৮১২ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য—১২০২ সনে কৃষ্ণকান্ত তর্কবাগীশ-প্রমুখ ৯ জন দখলকার ছিলেন)। বুঝা যায়, ঐ সময়ে তিনি নবদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। গদাধরের সময় হইতে নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের খ্যাতি-প্রতিপত্তি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল এবং অনুমানখণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপ্রণালী ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যাসমাজকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নবদ্বীপের পরবর্ত্তী ইতিহাস বিস্ময়জনক। গ্রন্থরচনার পরিবর্ত্তে একনিষ্ঠ অধ্যাপনা দ্বারা এক দিকে শাস্ত্ররক্ষা এবং অপর দিকে নানাদেশীয় ছাত্রমণ্ডলীর নিকট গুরুগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখাই নবদ্বীপের নৈয়ায়িকসমাজের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িল। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথিতনামা শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রাধান্যকালে 'নদীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে'র যে কৌতুকজনক মূল্যবান্ বিবরণ মুদ্রিত হয় (*Calcutta Monthly Register*, Jan. 1791 reprinted in *Cal. Review* XXV. 112-15), তাহাতে লিখিত আছে, ঐ সময়ে এক নবদ্বীপেই ১৫০ অধ্যাপক ও প্রায় ১১০০ ছাত্র ছিল—কিন্তু তখন ঘোরতর অবনতির যুগ। উন্নতির যুগে (গদাধরের জীবদ্দশায়) রাজা রুদ্র রায়ের রাজত্বকালে নবদ্বীপের ছাত্রসংখ্যা ছিল অন্যূন ৪০০০ এবং অধ্যাপকসংখ্যাও ছিল তদনুপাতে (অর্থাৎ প্রায় ৫৫০)।[২০] এই অতুলনীয় বিদ্যারসের চর্চায় গদাধরের গ্রন্থ ও তদীয় বংশধরদের অধ্যাপনা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তদ্বংশীয় প্রধান পণ্ডিতদের নামোল্লেখ করিয়া আমরা গদাধরপ্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

গদাধরবংশীয় পণ্ডিত : কুলপঞ্জীতে গদাধরের অধস্তন বিস্তৃত বংশাবলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইতে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের নাম উদ্ধৃত হইল। গদাধরের পাঁচ পুত্র :—(১) জ্যেষ্ঠ রাম তর্কালঙ্কার, তৎপুত্র রঘুনন্দন বাচস্পতি, তৎপুত্র গোবিন্দ ন্যায়পঞ্চানন ও রামকান্ত বিদ্যালঙ্কার। গোবিন্দ একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিসম্পাতের ফলে তাঁহার বংশ সম্প্রতি লোপ পাইয়াছে এবং তদবধি কয়েক পুরুষ যাবৎ এই ধারা পণ্ডিতশূন্য ছিল। (২) দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাভূষণ নবদ্বীপনিবাসী। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া ভ্রাতা রামদেবের পুত্র হরদেব তর্কসিদ্ধান্তকে দত্তক

২০। In College of Nuddea alone, there are at present about eleven hundred students and one hundred and fifty masters. These numbers, it is true, fall very short of those in former days. In Rajah Rooddre's time there were at Nuddea, no less than four thousand students, and masters in proportion." (*Cal. Review*, July 1855, p. 114). নবদ্বীপে ন্যায়চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে। এই সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তথ্য হিসাবে বেশ মূল্যবান্। স্মরণ রাখিতে হইবে, নবদ্বীপে তৎকালে নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতি ছাড়া অন্যান্য লঘু বিদ্যার অধ্যাপনা হইত না।

লইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন 'ঋগ্বেদিসন্ধ্যাপ্রয়োগ' গ্রন্থের শেষে (১২৯১ সনে প্রকাশিত) বংশাবলীবর্ণনে (পৃ. ৯৫) হরদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

হরদেব ইতি খ্যাতঃ কৃষ্ণচন্দ্রো যদা নৃপঃ।
জগন্নাথেন সহ তদ্বিচারোভূন্ন্ পান্তিকে ॥
সন্তুষ্টেন নৃপেণাস্মৈ হরদেবায় ভূর্দ্দদে।
স্বল্পায়ুরচিরাৎ স্বর্গং গতঃ··· ॥

অর্থাৎ ত্রিবেণীর জগন্নাথের সহিত বিচার করিয়া তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পায়ু ছিলেন। হরদেবের পাঁচ পুত্র—তিতুরাম তর্কপঞ্চানন, কৃপারাম তর্কভূষণ (স্মার্ত্ত), শ্যাম সার্ব্বভৌম, গোকুল বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার। তিতুরাম ও কৃষ্ণকান্ত শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। Ward সাহেবের গ্রন্থে (খ্রীঃ ১৮২২ সন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫) গদাধরের প্রপৌত্র তিতুরাম ও কৃষ্ণকান্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম শরণ ও শঙ্কর ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মধুসূদন লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকান্তো মহানেব শঙ্করপ্রতিযোগিকঃ," অর্থাৎ কান্ত বিদ্যালঙ্কার শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। Ward সাহেবের তালিকানুসারে (১৮১৭ সনে) কান্ত বিদ্যালঙ্কারের টোলে ৪০ জন ছাত্র ছিল। অর্থাৎ প্রধান নৈয়ায়িক (শঙ্করপুত্র) শিবনাথের পরই তাঁহার টোল বৃহত্তম ছিল। ১২২৬ সনে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **শ্রীরাম শিরোমণি** (১২০০-৬৫ সন) মাত্র তিন জন ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অত্যল্পকালমধ্যেই নবদ্বীপ সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। গদাধরের সময় হইতে নবদ্বীপে নব্যন্যায়চর্চ্চার দুইটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এক সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রতিভা কেবল অনুমানখণ্ডের আলোচনায় নিবদ্ধ ছিল। অন্য সম্প্রদায়ে নব্যন্যায়ের সকল প্রচলিত গ্রন্থই অধীত হইত—শঙ্কর তর্কবাগীশ এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। কান্ত বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীরাম প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, অনুমানখণ্ডের হেত্বাভাসপ্রকরণে তাঁহাদের বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রচারলাভ করে। ১২৩২ সনে কাশীনাথ তর্কচূড়ামণির মৃত্যুর পর শ্রীরাম নবদ্বীপের 'প্রধান নৈয়ায়িকে'র পদে অধিষ্ঠিত হন[২১] এবং দীর্ঘ ৩০ বৎসরের পর ১২৬১ সনে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। ১২৬৫ সনের ৪ আষাঢ় জামাইষষ্ঠী দিন তিনি স্বর্গত হন। ঐ সনের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের ১৮ আষাঢ়ের সংখ্যায় তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল :—"আমরা সীমাশূন্য শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি। নবদ্বীপনিবাসী সুবিখ্যাত পূজ্যবর ৺শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করতঃ যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন, এই মহাশয় যদিও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ইদানীং এতদ্দেশে তাঁহাকে

২১। নবদ্বীপ-মহিমার মতে (১ম সং, পৃ. ১০৪ ; ২য় সং, পৃ. ৩২৩) কাশীনাথের পর 'দণ্ডী' প্রধান নৈয়ায়িকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহা ঠিক নহে, শঙ্কর-পুত্র শিবনাথের পরেই রাজা গিরীশচন্দ্র বিদেশী দণ্ডীকে ঐ পদে বৃত করিয়াছিলেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২), কিন্তু তাঁহার প্রাধান্য পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হয় নাই। এই দণ্ডী গোস্বামীর নাম ছিল 'স্বরূপপ্রকাশ' এবং তিনি ও তদীয় ছাত্র দণ্ডী গোস্বামী 'ঈশ্বরব্রহ্মাশ্রম' দীর্ঘকাল 'দণ্ডীর টোলে' সুখ্যাতির সহিত ন্যায়শাস্ত্র পড়াইয়াছেন। Lord Minto ১৮১১ সনে College of Nuddea স্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রবাদ অনুসারে, তাহা দণ্ডীর টোলেই হওয়ার কথা ছিল (*Proc. A. S. B* June 1867, p. 92)। নবদ্বীপের রাধাবাজার পল্লীতে ইহার অবস্থান ছিল।

সকলে তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিগণ্য করিতেন। অতএব তন্মহাত্মার লোকান্তর গমন সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই তাবতে ক্ষুব্ধ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?"

শ্রীরাম ও তদীয় সহোদর রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (১২০৬-১২৮৮ সন) সংযুক্তভাবে একই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন—শ্রীরাম ছিলেন বিচারমল্ল এবং রঘুমণি নীরব গ্রন্থব্যাখ্যাতা। উভয় ভ্রাতা (কান্ত বিদ্যালঙ্কারের ছাত্র) তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মুর্শিদাবাদ ব্যাসপুরনিবাসী কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র ছিলেন! শ্রীরামের শত শত ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জনের নাম একটি প্রবাদবাক্যে কীর্তিত হইয়াছে—"আলোক-গোলোক-রুদ্রমঙ্গল-হরি-গৌরী"। শ্রীরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন তর্কচূড়ামণি ১২৭২ সনে মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক হন এবং ১৬ বৎসর প্রাধান্য ভোগ করিয়া ১২৮৮ সনের আরম্ভে পরলোকগত হন। তিনি 'ছাত্রেচ্ছয়া' ১৭৮৫ শকে (শাকে বাণবসুদশীন্দুবিমিতে) 'সামান্যলক্ষণাজাগদীশীর টিপ্পনী" রচনা করিয়াছিলেন (L. 1160, পত্রসংখ্যা ২৬)। তৎপদে তাঁহার ভ্রাতা 'মহামহোপাধ্যায়' ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন (ফাল্গুন ১২৩০-শ্রাবণ ১৩০০) প্রতিভা ও সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা করিয়া 'ভুবনান্তো গদাধরঃ' প্রবাদবাক্যের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। (৩) গদাধরের তৃতীয় পুত্র রামদেব তর্কবাগীশের ছয় পুত্র ছিল, কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদেবের পুত্র রামরাম সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন। এই ধারা রাজসাহী অঞ্চলে ছিল ('সাং মাটাইহাষসাজিড়')। (৪) চতুর্থ পুত্র মহাদেবের ধারায় তাঁহার পৌত্র (রতিদেবের কনিষ্ঠ পুত্র) রামানন্দ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিত ছিলেন। (৫) কনিষ্ঠ পুত্র রঘুদেব ন্যায়বাগীশ, তৎপুত্র হরিনারায়ণ বাচস্পতি, তৎপুত্র গোপাল সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন (ও নন্দগোপাল) প্রত্যেকে নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। গোপাল এবং কৃষ্ণজীবন উভয়েই নব্যন্যায়ের পত্রিকাকার ছিলেন। পক্ষতাগাদাধরীর উপর "শ্রীযুক্ত-রামগোপাল-সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যস্য পত্রমেতৎ" আমরা দেখিয়াছি এবং সংশয়পক্ষতাগাদাধরীর উপর "শ্রীকৃষ্ণজীবনন্যায়ালঙ্কারভট্টাচার্য্যপরিশীলিতা পদবী"র এক পত্র এবং সামান্যনিরুক্তি 'ভ. পা. কৃষ্ণজীবনী' (৬ পত্রে সম্পূর্ণ) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গোপাল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন (নদীয়ার ১৮৮১১ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য) এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকান্ত তর্কবাগীশ এই অধুনালুপ্ত ধারার শেষ পণ্ডিত ছিলেন। 'দুর্গভঞ্জন'কার নবদ্বীপনিবাসী 'বারেন্দ্রান্বয়সম্ভূত' চন্দ্রশেখর রাজা রামজীবনের (রাজত্বকাল ১০৯২-১১২১ সন) আশ্রয়ে মীমাংসাশাস্ত্রীয় 'তত্ত্বসম্বোধিনী' গ্রন্থ রচনা করেন, অধিকরণ পদের ব্যাখ্যাস্থলে তাঁহার পঙ্ক্তি—"এবমেব ন্যায়গুরু-ন্যায়বাগীশভট্টাচার্য্যচরণাঃ"—হইতে অনুমান হয়, গদাধরপুত্র বারেন্দ্রান্বয় রঘুদেব ন্যায়বাগীশই তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। এই রঘুদেব নব্যন্যায়ের নানাগ্রন্থকার গদাধরের বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ কাশীনিবাসী রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার হইতে পৃথক্ ও পরবর্তী (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ১৮১ সংশোধনীয়)।

অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

উল্লিখিত ১৪ জন ব্যতীত শিরোমণির সম্প্রদায়ভুক্ত বহুতর মহানৈয়ায়িকের নাম ও গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস ও ভবানন্দের গ্রন্থে নামোল্লেখ না করিয়া যে সকল প্রাচীনতর পূর্ব্বতন

টীকাকারের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে। ভাবানন্দীর উপব্যাখ্যাকার তাঁহাদের কতিপয়ের নাম ও সন্দর্ভ কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে **গৌরিদাস ভট্টাচার্য্যের** পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এক বার মাত্র অনুমিতিপ্রকরণে (মুদ্রিত ভাবানন্দী, পৃ. ৮১ দ্রষ্টব্য) তাঁহার ব্যাখ্যাবচন উপব্যাখ্যাকার উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভাবানন্দী, ১৭।২ পত্র)। সিংহব্যাঘ্রীপ্রকরণে সার্ব্বভৌম-মতের খণ্ডনস্থলে (মুদ্রিত ভাবানন্দী, পৃ. ১২৬) শিরোমণি ও সার্ব্বভৌমের ভক্তদের মধ্যে প্রচুর বাদানুবাদ চলিয়াছিল। এই সকল সূক্ষ্ম বিচার দ্বারাই নব্যন্যায়ের চর্চ্চা উদ্দীপিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে। ভবানন্দের ব্যাখ্যার দোষ ধরিয়া ভবানন্দ হইতে পৃথক্ একজন অজ্ঞাত **সিদ্ধান্তবাগীশের** যুক্তি উপব্যাখ্যাকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২৬।২ পত্রে)। ব্যধিকরণপ্রকরণে 'কূট'ঘটিত সার্ব্বভৌমলক্ষণের বিচারে উভয় পক্ষে কত দূর বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। বিদ্যানিবাসের উদ্ভাবিত কল্পোপরি (ভাবানন্দী, পৃ. ২২০) বিদ্যানিবাসের পক্ষপাতী একজনের যুক্তি উপব্যাখ্যাকার উদ্ধৃত করিয়াছেন—"নাতিপ্রসঙ্গশঙ্কাপীতি **যাদববিদ্যালঙ্কারভট্টাচার্য্যাঃ**" (৪৬।২ পত্রে)। তদুপরি 'অত্র কেচিৎ' বলিয়া একটি দীর্ঘ সমালোচনার শেষে আছে—"তস্মাদ্যাদবভট্টাচার্য্যজল্পিতমেব সম্যক্"। কিন্তু উপব্যাখ্যাকার স্বয়ং "বস্তুতস্তু বিদ্যালঙ্কারজল্পিতং ন সম্যক্···ইতি সম্যগুৎপশ্যামঃ" লিখিয়া উপসংহার করিয়াছেন। তৎকালপ্রসিদ্ধ এই বিদ্যালঙ্কারের পরিচয়াদি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উপব্যাখ্যাকার এক স্থলে (৩১।১ পত্রে, মুদ্রিত ভাবানন্দীর পৃ. ১৪৬ দ্রষ্টব্য) 'অস্মদ্গুরুচরণাস্তু' বলিয়া নিজগুরুর মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ভবানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী এক অজ্ঞাত **ন্যায়বাগীশের** দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১২২।১-২ পত্রে)। ইঁহারা সকলেই খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর লোক, পরবর্ত্তী নহেন।

গদাধরের পূর্ব্বকালীন আমাদের গোচরীভূত কয়েকটি গ্রন্থের বিবরণ এখানে সঙ্কলিত হইল। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ বহু বিলুপ্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধার করা যায়।

লীলাবতীদীধিতির একটি অজ্ঞাত টীকার কতিপয় পত্র (৮৮-১০৪ মাত্র) আমরা নবদ্বীপে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এই টীকা অতীব প্রাচীন এবং অতীব মূল্যবান্। ইহাতে শিরোমণির পরবর্ত্তী কাহারও নাম নাই, কিন্তু শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী পক্ষধরমিশ্রাঃ (৯৩।২), মিশ্রাঃ (৯৫।২, ৯৬।১—পক্ষধর হইতে পৃথক্, বোধ হয় শঙ্কর মিশ্র হইতে পারেন), প্রগল্ভাঃ (৯৬।১, ১০৩।২) এবং বাচস্পতিমিশ্রাঃ (১০৩।২)—এই চারি জন মহানৈয়ায়িকের অতি দুর্লভ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। দীধিতিকারের প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট (৯৬।২, ৯৯।২)। যথা "অবধিমত্ত্বঞ্চ অবধিত্ববৎ অতিরিক্তপদার্থান্তরম্ ইত্যনুমানদীধিতৌ ব্যক্তঃ" (৯৮।২)। বর্দ্ধমানরচিত লীলাবতী-প্রকাশের পরবর্ত্তী টীকাসমূহ, এক শঙ্কর মিশ্রের টীকা ব্যতীত, শিরোমণির অপূর্ব্ব সাফল্যে লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে লক্ষ্য করা আবশ্যক, পক্ষধর মিশ্রের টীকাও অন্যতম।

প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা :—ইহার প্রথম পত্রটি মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার মনোহর মঙ্গলশ্লোক হইতে বুঝা যায়, আমাদের পরীক্ষিত এবং প্রচলিত সমস্ত টীকা হইতে ইহা পৃথক্ এবং গ্রন্থকারের নামটিও জ্ঞাত হওয়ার উপায় নাই। গ্রন্থারম্ভ যথা,—

বীক্ষ্য বিধুপ্রতিবিম্বং স্মরয়া মৌলৌ মুহুর্মুহুর্নিহিতান্।
আচমনাম্ভোবিন্দূন্ বন্দে বৈধবকলামৌলেঃ ॥
"ফলবদিত্যাদি। সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং" ইত্যাদি।

শিষ্টলক্ষণনির্ণয় :—আসামী অগ্রছালে লিখিত ২ পত্রের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ বর্দ্ধমান, সাতগেছের দুলাল তর্কবাগীশের গৃহে আমরা পাইয়াছিলাম, গ্রন্থকার 'বিশ্বনাথ বিদ্যাবাগীশচক্রবর্ত্তী' এবং তদীয় গুরু 'যদুনাথ' সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রাচীন নৈয়ায়িক। গ্রন্থারম্ভ যথা,

প্রণম্য যদুনাথস্য চরণাম্বুরুহদ্বয়ীং।
ক্রিয়তে বিশ্বনাথেন শিষ্টলক্ষণনির্ণয়ঃ ॥
পাদাব্জং বিশ্বনাথস্য বিদ্যাপীযূষপায়িনঃ।
নত্বা লিখত্যুমানন্দঃ শিষ্টনির্ণয়লক্ষণং ॥
"কিমিদং শিষ্টত্বং, ন তাবদ্বেদবিহিতানুষ্ঠানত্বং শিষ্টত্বং" ইত্যাদি।

গ্রন্থশেষ যথা,— মতং শ্রীবর্দ্ধমানস্য ক্বচিদন্যমতং তথা।
বিভাব্য বিপুলং শিষ্টলক্ষণং সমুদীপিতং ॥
ইতি শ্রীবিদ্যাবাগীশচক্রবর্ত্তিবিরচিতঃ শিষ্টলক্ষণনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

গ্রন্থমধ্যে একটি 'সাংখ্যসূত্র' উদ্ধৃত হইয়াছে—"ক্ষীণদোষপুরুষত্বং শিষ্টত্বং। 'দোষা রাগদ্বেষমোহা' ইতি সাংখ্যসূত্রং" (১।১)।

অন্বীক্ষানয়কৌমুদী :—ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা নানা গ্রন্থের টীকাকার রুদ্রদেব তর্কবাগীশ-রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 'রৌদ্রী' টীকা এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে বেশ প্রচলিত হইয়াছিল। আমরা নবদ্বীপাদি নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি দেখিয়াছি। ষষ্ঠাঙ্কের টীকায় এক স্থলে রুদ্রদেব পিতৃরচিত এক ন্যায়গ্রন্থের নাম ও বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং পদার্থনিরূপণাধীনমিতি অন্বীক্ষানয়কৌমুদ্যামস্মৎপিতৃচরণাঃ" (৪১।২ পত্র)। রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্মৃতিচন্দ্রাদি নানা গ্রন্থের রচয়িতা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার 'তিথিকলা' নামক প্রকরণের শেষে উর্দ্ধতন তিন পুরুষের নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ. ৭-৮, ১৪ দ্রষ্টব্য)। প্রথমতঃ, 'গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণভট্টাচার্য্য' ষড়্দর্শন, শৈবাদিসিদ্ধান্ত, পুরাণ, মহাভারত ও চতুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তৎপুত্র 'শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য' পিতৃসদৃশ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র হরিহরের সম্বন্ধে ভবদেব লিখিয়াছেন :—

… … হরিহরস্তস্যাত্মজস্তৎসমঃ
আসীন্নামবিপর্য্যয়াদনুদিনং তর্কার্ণবপ্লাবনাৎ।
তর্কালঙ্করণাদ্বহন্তি সুধিয়স্তদ্রূপবিদ্যার্থতো
ভট্টাচার্য্যপদাশ্রয়ম্… ॥

অর্থাৎ শিবকৃষ্ণের পুত্র 'হরিহর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য' পিতৃতুল্য পণ্ডিত ছিলেন এবং সর্ব্বদা তর্কশাস্ত্রের আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন। তদ্রচিত উক্ত বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের ৪ পত্র মাত্র সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে (পুথিসংখ্যা ৮৯৭)। গ্রন্থারম্ভ যথা,—

'শিবরুদ্র'পদ্মদ্বন্দ্বমনিশং মূর্দ্ধ্নি ধারয়ন্।
অধীত্য মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতঃ॥
তর্কালঙ্কার-বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ হরিহরঃ সুধীঃ।
তনোতি বিবুধামোদমম্বীক্ষানয়কৌমুদীম্॥

"ইহ কিল মোক্ষোপায় আত্মনস্তত্ত্বজ্ঞানমিতি বাদিনা(ঋষি)বাদঃ। তচ্চ পদার্থনিরূপণাধীনমিতি পদার্থা নিরূপ্যন্তে। তে পুনঃ সপ্তবিধাঃ...।" প্রথম ৩ পত্রের পর ২।১টি পত্র নাই। শেষ পত্রের শেষে পুষ্পিকা যথা,—

ইতি শ্রীহরিহরতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতাম্বীক্ষানয়কৌমুদ্যাং পদার্থনিরূপণপরিচ্ছেদঃ॥

বুঝা যায়, ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয়ের সার সঙ্কলন করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। মথুরানাথের ন্যায় হরিহরও 'ভট্টাচার্য্যাঃ' বলিয়া শিরোমণির মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা, "রূপরসগন্ধস্পর্শানামুদ্ভূতত্বানুদ্ভূতত্বয়োর্ন প্রমাণমিতি ভট্টাচার্য্যাঃ" (২।২ পত্র)। ৩।১ পত্রে জাতিবাধক-সংগ্রহকারিকার (ব্যক্তেরভেদঃ ইত্যাদি) উল্লেখের পর 'ব্যাখ্যান্তত্র দ্রষ্টব্যা' লিখিত আছে। ইহা সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর নির্দ্দেশ হইতে পারে।

হরিহরের কালনির্ণয় সহজসাধ্য। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত 'চন্দ্রশেখর বাচস্পতি' স্বকৃত 'দ্বৈতনির্ণয়' গ্রন্থে ১৫৬২ শকাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে দ্বৈতনির্ণয়ের রচনাকাল ১৫৬৩-৪ শকে (১৬৪১-২ খ্রীঃ) অবধারিত হয় (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ. ১০-১১)। হরিহরও ঐ সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হয়, তিনি মথুরানাথের নিকট কখন্ পড়িয়াছিলেন? ভবদেব ১৬৫১ শকে (১৭২৯ খ্রীঃ) 'তীর্থসার' গ্রন্থ রচনা করেন (ঐ, পৃ. ৮)। তৎকালে তাঁহার বয়স ১০০ ধরিয়াও এবং তাঁহার জন্মকালে পিতা হরিহরের বয়স ৫০ ধরিয়াও হরিহরের জন্ম ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয় না। বস্তুতঃ মথুরানাথের বার্দ্ধক্যে (প্রায় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে) হরিহর অল্পবয়সে তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন এবং মথুরানাথ হয় ত নবদ্বীপের 'প্রধান' নৈয়ায়িকপদে মোটেই অধিষ্ঠিত ছিলেন না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কিম্বা, জগদীশের পূর্ব্বে (১৬১০ সনের পরে নহে) এবং ভবানন্দের পরে কিয়ৎকাল তাঁহার 'প্রাধান্য' ঘটিয়া থাকিতে পারে।

অনুমানদীধিতিটীকাঃ মাদ্রাজে তেলুগু অক্ষরে লিখিত এই গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (D. 4038, পত্রসংখ্যা ২৫৯, কেবলব্যতিরেকি-প্রকরণ পর্য্যন্ত)—গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। আরম্ভের মঙ্গলশ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইল :—

মহেশং ত্রিপুরাং লক্ষ্মীং নরসিংহং গণেশ্বরং।
সরস্বতীং প্রণম্যাথ লিখ্যতে বিদুষাং মুদে॥
বক্ষোজকুম্ভযুগনম্রশরীরবল্লীং, ব্রহ্মাদিমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপদ্মাম্।
বক্ত্রপ্রভালববিনির্জিতপূর্ণচন্দ্রাং, বন্দে গিরীন্দ্রতনয়াং জগদেকরম্যাম্॥

শিবাদি পঞ্চ দেবতার মধ্যে 'ত্রিপুরা'র উল্লেখ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ইষ্টদেবতা গিরীন্দ্রতনয়ার বন্দনা হইতে গ্রন্থকার বাঙ্গালী শাক্ত ছিলেন বলিয়া ধরা যায় এবং গ্রন্থকার কাশীবাসী ছিলেন, এইরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশেই ইহা রচিত হইয়া থাকিবে।

নারায়ণ সার্ব্বভৌম : তাঞ্জোরে "শ্রীনারায়ণসার্ব্বভৌমীয়ঃ প্রতিযোগিজ্ঞানকারণতাবিচারঃ" (*Tanjore Cat.*, pp. 4798-9, নাগরাক্ষর, ৬ পত্র) এবং আলোয়ারে তদ্রচিত 'সামগ্রীপ্রতিবন্ধকতা-বিচারঃ' রক্ষিত আছে (*Ulwar Cat.*, p. 30, 55)। এইরূপ বাদগ্রন্থ গদাধরের পরে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। হরিরাম-গদাধরের প্রতিপক্ষভূত এই সার্ব্বভৌমের পরিচয়াদি অদ্যাপি অজ্ঞাত। এইরূপ গ্রন্থকারের সংখ্যা অল্প ছিল না। একই বিষয়ে অপর একটি বাদ তাঞ্জোরেই রক্ষিত আছে (p. 4849), অন্য একটি 'বাদবারিধি'তে মুদ্রিত হইয়াছে (১৩ বীচি) এবং আমাদের নিকটও পৃথক্ একটি আছে—কুত্রাপি গ্রন্থকারের নাম নাই।

রামনাথ তর্কবাচস্পতি নামক অজ্ঞাতপরিচয় গ্রন্থকারেরও একটি দুর্লভ বিচার (বিশেষণবিশিষ্ট-জ্ঞানহেতুমত্তাবনিরূপণ) পুণায় রক্ষিত আছে (Bhandarkar's *Rep.* 1887-91, No. 789, পত্রসংখ্যা ১০) এবং বিদ্যানিধির পুত্র **জগন্নাথ**-রচিত 'নঞ্‌বাদ-বিবেক' গ্রন্থের দুইটি প্রতিলিপি জম্মুর রঘুনাথ-মন্দিরে ছিল (Stein's Cat., p. 147)। উভয়েই গদাধরের পরবর্ত্তী নহেন বলিয়া ধরা যায়।

রূপনারায়ণ নামে অজ্ঞাত পণ্ডিত আখ্যাতবাদ ও নঞ্‌বাদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে আখ্যাতবাদটীকার সুপ্রাচীন প্রতিলিপি এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে (৪৩৪৬ সংখ্যক পুথি)। দুইটি মূল্যবান্ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল—"অত্র নব্যমতে যত্নমাত্রে শক্তিরুচ্যতে। তথা চ প্রাগ্ যন্মীমাংসকপ্রাচীন-নৈয়ায়িকয়োর্বিচারো লিখিতস্তত্র প্রতিজ্ঞায়াম্ আখ্যাতস্য জনকযত্নো বাচ্য ইত্যেব লিখিতুমুচিতমাসীন্ন তু যত্নো বাচ্য ইতি শিরোমণেরনবধানমিতি গুরবো বদন্তি" (৫।২ পত্র)। "মেঘো মেঘং গচ্ছতীত্যাপি প্রয়োগো ভবতু পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাদিত্যারাধ্যচরণাঃ" (১৬।১ পত্র)। রূপনারায়ণ শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের (২।২ পত্র) পরবর্ত্তী এবং নিঃসন্দেহ গদাধরের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

পরিশেষে **মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য**-রচিত 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। "অধ্যেতৄণাং লঘু বর-সমস্তার্থবিজ্ঞানহেতোঃ" লিখিত এই প্রমাণচতুষ্টয়াত্মক অতি সংক্ষিপ্ত-গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে—বহু স্থানে আমরা প্রতিলিপি দেখিয়াছি, বিশেষ করিয়া শব্দখণ্ডের। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় সিদ্ধান্তপ্রদীপের শব্দখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটীর ৩৪৩৩ সংখ্যক পুথি ৫৮ পত্রে সম্পূর্ণ এবং 'বসুবাণঋতুচন্দ্র' (১৬৫৮) শাকে অনুলিখিত। অনুমানখণ্ডের এক স্থলে (২৯।১ পত্র) ভগবচ্ছরীরের নিত্যতা প্রতিপাদন ও 'ভাগবতীয়া অপ্যেবং' বলিয়া তাহার সমর্থন দৃষ্ট হয়। মহেশ্বর ১৭শ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও আলঙ্কারিক মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার হইতে ভিন্ন ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গদাধরোত্তর যুগ

নব্যন্যায়ের ইতিহাসে যে চরম যুগে আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তাহার সমুচিত বিবরণ লেখা অতীব দুঃসাধ্য। ইহা প্রধানতঃ 'পত্রিকা'র যুগ, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র শত-সহস্র-সংখ্যায় উপলভ্যমান ন্যায়ের পত্রিকাসমূহ আবর্জ্জনাবোধে প্রযত্নপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গলার বাহিরে এই বিরাট্ পত্রিকাসাহিত্যের প্রতি এতটা বিদ্বেষ ও অনাদর এখনও দেখা যায় না। কলিকাতার কোন পুথিশালায় ন্যায়পত্রীর সূচি বা বিবরণী যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হয় নাই। অথচ পত্রিকার মধ্যে নব্যন্যায়চর্চ্চার যে চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হয়, অন্যূন ২০০ বৎসর ধরিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের দিগ্দিগন্ত হইতে প্রবীণ ও প্রতিভাশালী ছাত্রমণ্ডলী আসিয়া নবদ্বীপকে মহাতীর্থের মর্য্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছিল। নবদ্বীপাদি সমাজে উপলভ্যমান পত্রিকাসমূহের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, কোন অবাঙ্গালী-রচিত নব্যন্যায়ের পত্রিকা বাঙ্গলা দেশে কোন দিনই প্রচার লাভ করে নাই। অর্থাৎ নব্যন্যায়ে বাঙ্গালী তাহার গুরুগৌরব শেষ পর্য্যন্ত প্রযত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল এবং তদ্বিষয়ে বিদেশী পণ্ডিতের নিকট তাঁহাদের কিছুমাত্র জ্ঞাতব্য ছিল না। নবদ্বীপে আমরা একটি মাত্র ব্যাপ্তিপঞ্চক-মাথুরীর 'বলদেবীয়া' পত্রিকা (পত্রসংখ্যা ১৫) দেখিয়াছিলাম। প্রবাদ অনুসারে বলদেব মিথিলানিবাসী এবং গোলোক ন্যায়রত্নের পরবর্ত্তী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পত্রিকাসমূহে রচয়িতার নামোল্লেখ বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত বিরল—তাহা শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখেই প্রচারিত থাকিত। বর্ত্তমানে শাস্ত্রচর্চ্চার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অলিখিত মূল্যবান্ তথ্যও প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, অনুষ্ঠানাদিতে শাস্ত্রীয় বিচার সে কালে শিক্ষিতসমাজে ও জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া সমাজের সজীবতা ও শক্তির পরিচয় দিত—সর্ব্বোপরি ন্যায়শাস্ত্রের বিচার। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাসমাজের মহারথিগণ যে পদ্ধতিতে বিচারে জয়লাভের চেষ্টা করিতেন, তাহা প্রায়শঃ পত্রিকা-নিবদ্ধ হইত এবং তাহা বিপক্ষসমাজের নিকট প্রযত্নপূর্ব্বক গোপন করা হইত। এই ভাবে বাঙ্গলার অগণিত বিদ্যাসমাজে অসংখ্য পত্রিকা রচিত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল শ্রেষ্ঠ সমাজের উৎকৃষ্ট পত্রিকাই বাঁচিয়া রহিল।

পত্রিকার বিষয়বস্তু হইল জগদীশ, গদাধর ও মথুরানাথের লেখায় বুদ্ধিকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পদে পদে অনুপপত্তি উত্থাপন ও তাহার সমাধান—বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীর প্রতিভা এই ব্যাপারে কত দূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। পত্রিকারচনার আরম্ভকালে জগদীশ-প্রমুখ তিন জনের টীকাই মাত্র পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাহাও প্রধানতঃ অনুমানখণ্ডে—দীধিতিসম্প্রদায়ের অন্যান্য টীকার প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১২১৭ সালে নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশের বিশ্ববিখ্যাত চতুষ্পাঠীতে আগমন করিয়া জনৈক ছাত্র এক খণ্ড পত্রে সর্ব্বাগ্রে লিখিলেন—"লেখ্য। অনুমিত্যাদি বাধান্ত মাথুরী পত্রিকা ১। ঐ ঐ জাগদীশী পত্রিকা ১। ঐ ঐ গাদাধরী পত্রিকা ১"। একটি 'ন্যায়পত্রিকা'-মধ্যে অনুমিত্যাদি বাধান্ত ২৫ প্রকরণের পর শক্তিবাদ, প্রামাণ্যবাদ ও নিযোজ্যান্বয়ের

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। জাগদীশী 'সিদ্ধান্তলক্ষণ' ও গাদাধরী 'সামান্যনিরুক্তি' সর্বোপরি পরিগণিত ছিল। বলা বাহুল্য, মাথুরী পদে কুলের মাথুরী নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই পত্রিকা-সাহিত্যেরও মূল উৎস হইল নবদ্বীপ এবং আদি পত্রিকাকার 'জয়দেব তর্কালঙ্কার' হইতে 'গোলোকনাথ ন্যায়রত্নে'র সুবৃহত্তম বিশ্লেষণ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বৎসরের নব্যন্যায়ের ক্রমপরিণতির বিবরণ সূত্রাকারে এই অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইল। এই সময়ে পত্রিকা ব্যতীত কতিপয় টীকাটিপ্পনীও রচিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ সমাজের বাহিরে পত্রিকাকারের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব—যাঁহাদের পত্রিকা নবদ্বীপে এবং বাঙ্গলার বাহিরে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদের বিবরণও যথাসাধ্য সঙ্কলিত হইল। জগদীশ ও গদাধরের অধস্তন বংশধারায় কতিপয় পত্রিকাকার ছিলেন, তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের বিবরণমধ্যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

Hall সাহেব সে কালে কাশী অঞ্চলের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সহিত মিশিতেন এবং দরিদ্র পণ্ডিতগৃহ হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রতিলিপি এবং সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান, যাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। যথা, যজ্ঞপতির 'প্রভা' (*Index*, p. 30), রঘুদেবকৃত কণাদসূত্রব্যাখ্যা (p. 68) প্রভৃতি। পণ্ডিতদের যুক্তিতে দোষ ধরিতে তিনি চতুর্মুখ ছিলেন, ইহা আমরা অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ক্রোড় অর্থাৎ ন্যায়পত্রী সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য কৌতুকজনক এবং উদ্ধারযোগ্য (p. 32)।

The word *kroda* demands explanation. It is used to indicate groups of stray notes, as distinguished from consecutive comments. Collections thus denominated are very abundant in private collections ; and they are held in high esteem. They are frequently by eminent authors and their value consist in combining great conciseness with an exclusive attention to real difficulty. They are almost the only sensible elucidations which the Hindus possess. I shall make no attempt to impart an idea of the precise subjects of the several *krodas* entered below and after the *Jagadisi*. We have now come to the arcana of Hindu dialectics. No European seems as yet even to have begun to thread the perplexing labyrinth ;·········

ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় যে, বিদেশী সাহেবের নিকট যাহা হিন্দুদের একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাবচন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, আজ ৯০ বৎসর পরে তাহা হিন্দুদের নিকটই আবর্জ্জনামধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া নব্যন্যায়ের বিলাসভূমি এই বাঙ্গলা দেশে! একজন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী 'রামভদ্রী কুসুমা' কি বস্তু, বুঝিতে পারেন নাই (*I. H. Q*, XIX, p. 341)!

১। জয়দেব তর্কালঙ্কার

পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার 'হিন্দু' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নামোল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন (১৮২২ খ্রীঃ, লণ্ডনের সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৪) :—"Juyudeva, author of a small treatise explaining the difficult passages in several works of the modern

Noiyayikus." ইনিই নবদ্বীপ সমাজের আদি পত্রিকাকার 'জয়দেব তর্কালঙ্কার'। আমরা একাধিক স্থানে তদ্রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা দেখিয়াছি। নবদ্বীপগৌরব মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের গৃহে 'কেবল জয়দেবতর্কালঙ্কারস্ত' (৩ পত্র) অর্থাৎ কেবলান্বয়িগ্রন্থের উপর তাঁহার টিপ্পনী ছিল। পূর্ব্বস্থলীর কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের গৃহে 'দাহো দহনস্ত' পঙ্‌ক্তির উপর জয়দেব তর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যা (২ পত্র) আছে। আমাদের নিকটও সিদ্ধান্তলক্ষণের উপর ১ পত্র আছে—শেষে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে, "সিদ্ধান্তগ্রন্থস্ত জয়দেবতর্কালঙ্কারীয়বাদার্থোয়মিতি।" ইহা মূল দীধিতির পঙ্‌ক্তি ধরিয়া বিচার—জাগদিশী কিম্বা গাদাধরীর উপর নহে। যে গোলকধাঁধার কথা Hall সাহেব লিখিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট সূচনা জয়দেবের বাদার্থে পাওয়া যায়। এই জয়দেবই গদাধরের ছাত্র ছিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য রচিত হইয়াছিল—"হরের গদা, গদার জয়। জয়ার বিত্ত লোকে কয়।" গদাধরের এই ছাত্রের সম্বন্ধে এক অতি বিস্ময়কর ভ্রম অন্যূন ৯০ বৎসর যাবৎ মুদ্রিত বহু গ্রন্থে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। Hall সাহেব লিখিয়া গেলেন (*Index*, p. 56), কাশী সংস্কৃত কলেজে গদাধরের শক্তিবাদের এক টীকার প্রথমাংশের প্রতিলিপি তিনি দেখিয়াছিলেন, টীকাকারের নাম অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁহার গুরুর নাম ছিল 'জয়রাম তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য'। পণ্ডিতদের উপাধি সম্বন্ধে সাহেবের কোন কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না; তাঁহার মতে পক্ষধর মিশ্রের প্রকৃত নাম ছিল জয়দেব 'তর্কালঙ্কার' (p. 38), রঘুনাথ শিরোমণির নামান্তর ছিল 'তার্কিকচূড়ামণি' ও 'চূড়ামণি-ভট্টাচার্য্য' (p. 80), গদাধরের এক উপাধি ছিল 'ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ' (p. 56) ইত্যাদি। পরে শক্তিবাদের উক্ত টীকাকারকেই ভ্রমক্রমে জয়রাম ধরা হইল (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৯২; ২য় সং, পৃ. ১৮৪) এবং তিনি হইলেন নবদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ বংশের আদিপুরুষ। সমস্তই আদ্যন্ত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ উক্তিপরম্পরা এবং এ স্থলেও প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে কুলগ্রন্থের আলোচনা দ্বারা। কাশী সংস্কৃত কলেজে উক্ত শক্তিবাদটীকা আমরা দেখি নাই এবং সম্ভবতঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজও দেখিতে পান নাই (*S. B. Studies*, V, p. 155)। মাদ্রাজে একটি প্রতিলিপি আছে (D. 4303, পত্রসংখ্যা ৪১, অন্তে খণ্ডিত)—আরম্ভের একটি শ্লোকার্দ্ধ এই:—

শরণং জয়রামগুরোশ্চরণদ্বন্দ্বস্ত সন্নিধীকরণম্।

এই জয়রামগুরুর উপাধি কি ছিল, তাহা পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ উক্ত সাহেব কল্পনা করিয়া অথবা কোন অনভিজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আমরা মনে করি, কাশীনিবাসী বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের কোন অবাঙ্গালী ছাত্র গুরুর স্বর্গারোহণের বহু পরে ঐ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শক্তিবাদ গ্রন্থ অদ্যাপি বাঙ্গলা দেশে নিবিড়ভাবে অধীত হয়। নবদ্বীপাদি সমাজে উক্ত টীকা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

নবদ্বীপের আম্পুলিয়াপাড়ায় যে সান্যাল-বংশ বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে 'জয়রাম' নামে কেহ ছিলেনই না। আমরা নবদ্বীপ হইতেই সংগৃহীত কুলপঞ্জী পরীক্ষা করিয়া প্রামাণিক বৃত্তান্ত লিখিতেছি। ইহাঁরা 'সুক্রীগ্রামে'র সান্যাল (কুলশাস্ত্রদীপিকা, পৃ. ১৫৯-৬০)। নামমালা যথা, শ্রীধরের পুত্র কেশাই (= কেশব)—জয়রাম—যদুনন্দন—মধুসূদন চক্র°—রাঘব চক্র°—গোপীকান্ত চক্র°—দেবীদাস ভট্টাচার্য্য—জয়দেব তর্কালঙ্কার—কৃষ্ণরাম পঞ্চানন (জয়রাম নহে)—রামেশ্বর,

রামচন্দ্র ও কালীশঙ্কর। ৺কৃষ্ণকুমার সান্ন্যাল রামচন্দ্রের প্রপৌত্র ছিলেন (কুলপঞ্জীর ১৫৬।২ পত্র)। রুদ্রবাগছীবংশীয় শ্রীনারায়ণ সরকারের বিবরণে লিখিত আছে, "পরে কন্যা দেন নদিয়া কৃষ্ণরাম পঞ্চাননের পুত্র রামেশ্বর ভট্টাং"। দলিলপত্র হইতে জানা যায়, জয়দেব ১০৮২ সন হইতে ভূমিদান পাইয়াছেন এবং ১১০৭ সনে (১৭০০ খ্রী:) গদাধরের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ১৮৪— এই মৃত্যুসন সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে)। ১০৮৭ সনের বৃত্তিদানপত্রে তাঁহার নাম ও উপাধি বিশুদ্ধ ভাবেই লিখিত হইয়াছিল (পূর্ণিমা, ১৩০৩, পৃ. ৩৮)।

জয়দেব বরেন্দ্রভূমি ছাড়িয়া কেন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তাহার এক মনোরম কাহিনী গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ 'লঘুভারতে'র তৃতীয় খণ্ডে (১২৭৯ সনে প্রকাশিত) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লঘুভারত নিষ্প্রমাণ ও কল্পিত বহু কথায় পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তন্মধ্যে বর্ণিত বরেন্দ্রসমাজের অনেক প্রবাদ ও বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া আপাততঃ ধরা যায়। বরেন্দ্রসমাজে নাটোর রাজ্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে চারিটি রাজ্য পণ্ডিতদের আশ্রয়স্থলরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যথা,—

সান্তোলং লস্করপুরং নবদ্বীপশ্চ ভূষণা।
মণ্ডলানি চ চত্বারি শস্তানি বহুপণ্ডিতৈঃ॥ (লঘুভারত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১১)

তন্মধ্যে সান্তোলের প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রামকৃষ্ণের বহু বিবরণ লঘুভারতে পাওয়া যায় (পৃ. ২১০-১৯)। তাঁহার সভাস্থিত ব্রাহ্মণদের আচারাদি দর্শনে তিনি কৌতুকজনক শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন—পূর্ণ ব্রাহ্মণ, অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ, ত্রিপাদ ও একপাদ ব্রাহ্মণ। অর্দ্ধব্রাহ্মণের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন জয়দেব ও তার্কিক রামকৃষ্ণ।

ভেজে পঙ্ককরগ্রাম্নং জয়দেবঃ সুপণ্ডিতঃ।
আরক্তাঙ্গুলিচিহ্নেন স চার্দ্ধব্রাহ্মণোঽভবৎ॥
তার্কিকো রামকৃষ্ণশ্চ সুবিখ্যাতঃ সুপণ্ডিতঃ।
ব্যবসায়ান্তরেণৈব সোঽপ্যর্দ্ধব্রাহ্মণোঽভবৎ॥ (ঐ, পৃ. ২১১)

পূর্ণব্রাহ্মণদের মধ্যে জয়দেবের জ্ঞাতিভ্রাতা দিব্যসিংহ একজন ছিলেন।

ডেমরা-নিবাসী এক রায়োপাধি শ্রোত্রিয়ের চারিটি কন্যারত্ন ছিল। প্রথম দুইটি—শিবা ও ভবানীকে তিনি কুলীনের সহিত বিবাহ দেন। তৃতীয় রাজা রামকৃষ্ণের পত্নী রাণী সর্ব্বাণী। রামকৃষ্ণ রূপমোহে সর্ব্বকনিষ্ঠা রুদ্রাণীকেও বিবাহ করিতে চান এবং স্বকীয় বন্ধু 'জয়দেব তর্কালঙ্কার'কে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। জয়দেব রুদ্রাণীকে স্বয়ং বিবাহ করিয়া নবদ্বীপে পলায়ন করেন—নবদ্বীপাধিপতি 'রাজা রঘুরাম' তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লন (ঐ, পৃ. ২১৬-১৭)। এখানে উল্লেখযোগ্য, লঘুভারতকার জয়দেবের নাম ও উপাধি লিখিতে ভুল করেন নাই। কিন্তু তৎকালীন নবদ্বীপাধিপতি রাজা রঘুরাম (রাজত্বকাল ১১২২-৩৫ বঙ্গাব্দ) না হইয়া রাজা রাঘব রায় কিম্বা তৎপুত্র রুদ্র রায় হওয়া সম্ভব। এই প্রবাদ সত্য হইলে, জয়দেবের প্রথম পৃষ্ঠপোষক পুটীয়ার (অর্থাৎ উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে লস্করপুরের) রাজা না হইয়া সাঁতৈরের সুবিখ্যাত রাজা রামকৃষ্ণ হইবেন। ১১০৭ সনের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইয়াছিল। জয়দেবের প্রকৃত পরিচয়াদি নবদ্বীপে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে অজ্ঞাত ছিল না। আমরা কতিপয় গ্রন্থকারের বিবরণাত্মক একটি ক্ষুদ্র লেখা নবদ্বীপ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার অংশবিশেষ

অবিকল উদ্ধৃত হইল :—"গ্রন্থকার—জয়দেব তর্কালঙ্কার, গদাধরের ছাত্র, কৃষ্ণ সান্ন্যালের পূর্ব্বপুরুষ। গ্রন্থ—অনুমানখণ্ডের দীধিতির কোন কোন গ্রন্থের টীকা আছে।"

২। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম

বাঙ্গলার শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতসমাজে ক্ষুদ্র 'পদাঙ্কদূত' কাব্য (শ্লোকসংখ্যা মাত্র ৪৫) যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বথা তুলনারহিত। প্রায় প্রত্যেক পণ্ডিতগৃহে ইহা বিদ্যমান ছিল এবং আমরা ইহার শত শত প্রতিলিপি নানা স্থানে দেখিয়াছি। ইহা রচিত হওয়ার ত্রিপাদশতাব্দীর মধ্যে শান্তিপুরের মহাপণ্ডিত রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ইহার উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটির এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার হেতু ত্রিবিধ—প্রথমতঃ, ইহার বিষয়বস্তু গোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নকে দূতরূপে কল্পনা আপামর সকলেরই চিত্তাকর্ষক। দ্বিতীয়তঃ, নবদ্বীপের পূর্ণ অভ্যুদয়কালে রচিত হইয়া নবদ্বীপ হইতে ইহা অতি সত্বর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহার কতিপয় শ্লোক ন্যায়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের কণ্ঠভূষণস্বরূপ ছিল। যথা,—

> অপ্রামাণ্যং জনয়তি সদা নন্দসূনোর্বিয়োগো
> ব্যাপ্যজ্ঞানাৎ ব্রজকুলভুবাং ব্যাপকস্যাপি সিদ্ধৌ। (২১ শ্লোক)
> সামগ্রী চেন্ন ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি তত্ত্বং। ইত্যাদি (৩১-২ শ্লোক)
> আকাঙ্ক্ষা যা গ্লপয়তি মনঃ ইত্যাদি শেষ চারি শ্লোক (৪২-৪৫)।

গোস্বামীর টীকা সহ পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে, কবি ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন। কাব্যটি ১৬৪৫ শকে (১৭২৩ খ্রীঃ) "ধীরশ্রীরঘুরামরায়নৃপতেরাজ্ঞাং গৃহীত্বাদরাৎ" (৪৬ শ্লোক) রচিত হইয়াছিল। কবির বাসভূমি বিষয়ে যে বহু কাল বিতর্ক চলিয়াছিল, তাহা একেবারেই অনর্থক। শেষ শ্লোকের টীকা গোস্বামী করেন নাই, কিন্তু করিয়াছেন অপর টীকাকার গোস্বামীর সমকালীন রাধাঘাটনিবাসী নৈয়ায়িক 'জয়রাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য'। তাঁহার ব্যাখ্যাত উক্ত পাঠই প্রামাণিক বটে; টীকারম্ভেও আছে—"অথ রঘুরামরায়নৃপতিনির্দেশিতঃ শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌমনামা কশ্চিৎ কবিঃ শ্রীপদাঙ্কদূতকাব্যগ্রন্থং চিকীর্ষুঃ…" (আমাদের নিকট পুথি আছে, অন্যত্রও দুষ্প্রাপ্য নহে)। বহু পুথিতে যে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ("খ্যাতশ্রীযুত-রামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ"), তাহাও কবিকৃত ও প্রামাণিক বটে, কিন্তু তাহা কবির বিলুপ্তপ্রায় অপর কাব্য হইতে গৃহীত। ইহা লক্ষ্য করিলে নিরর্থক বিতর্কের অবসান বহু পূর্ব্বেই হইতে পারিত। কবির এই প্রথমরচিত কাব্যের নাম 'কৃষ্ণপদামৃত' (L. 1125)। আমরা ইহার একটি অশুদ্ধিপূর্ণ প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ২৫)। আরম্ভ যথা,—

> মাঙ্গল্যানাং প্রধানং বহুভবতমসাং শারদং সর্ব্বরীশং
> পীযূষাণাং নিধানং মুনিগণমনসামেকবিশ্রামধাম।
> সংসারাব্ধিং তিতীর্ষোস্তরণিমতিদৃঢ়ং নারদাদের্মহর্ষে-
> র্জীবাতোর্হৃদরবিন্দং মম হরিচরণদ্বন্দ্বমানন্দকন্দম্॥

মালাঝিনী ছন্দে ২৫০ শ্লোকে কবি শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়াছেন—সাধকোচিত বর্ণনায় কবির কবিত্ব পদে পদে স্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষা লইয়া শ্লোক রচনা ইহাতে না থাকায় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের চিত্ত ইহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। ফলে, ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি আমরা কোথাও দেখি নাই। শেষে পাওয়া যায় :—

নির্ম্মিতং ভূরিযত্নেন শ্রীলশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণা।
তরণায় ভবব্যাধেঃ পিব 'কৃষ্ণপদামৃতম্' ॥
শাকে বহ্নি-হুতাশ-ষড়্‌বিধুমিতে (১৬৩৩) শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার্পিতন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে 'কৃষ্ণপদামৃতং' ত্রিভুবনত্রাণায় দানাদিভিঃ
খ্যাতশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ ॥

লক্ষ্য করা আবশ্যক, ১৬৩৩ শকে (১৭১১-১২ খ্রী.) নাটোরের রাজা রামজীবন 'মহারাজাধিরাজ' পদবী প্রাপ্ত হন নাই।

প্রবাদ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম 'স্মৃতিশাস্ত্রে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন' (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ১২৪ ; ২য় সং, পৃ. ২০০)। ইহা নিষ্প্রমাণ উক্তি এবং সম্ভবতঃ দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সহিত অভেদ কল্পনায় এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। সম্প্রতি তদ্রচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব দুইটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়ায় তিনি যে একজন প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা প্রমাণ-সিদ্ধ হইতেছে। গ্রন্থদ্বয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অতীব মূল্যবান্। আমরা তাহাদের সম্যক্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একটি গ্রন্থের নাম মুকুন্দপদমাধুরী, ইহার তিনটি মাত্র বিচ্ছিন্ন পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ একটি পত্রে পুষ্পিকা থাকায় গ্রন্থের পরিচয়াদি জ্ঞাত হওয়া যায় ; শেষাংশ সহ তাহা উদ্ধৃত হইল :—

সন্ত্যেব বাহ্যবস্তূনি তেষাং ভেদস্তথৈব হি।
বাহ্যানাং স্থিতিরেকত্র ভেদানামিতরত্র তু ॥

অত্রেদং তত্ত্বং—ভেদস্য প্রতিযোগিনা সহ বিরোধে দেশস্যৈব নিষ্পাদকত্বং, অত্যন্তাভাবস্য তু কালস্যাপি। অতএব একত্র সমবায়িত্বব্যাপ্যবৃত্ত্যোর্ভাবাভাবয়োঃ সত্ত্বম্। এবং বিজ্ঞানবাদিনয়ে স্মরণানুপপত্তিশ্চ। ন চানুভবশালিনালয়বিজ্ঞানেন বাসনাবদ্বিজ্ঞানং তেন চ স্মরণশালিবিজ্ঞানং জন্যতে ইতি নাতস্তন্মতে স্মরণানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্, অনুভবসংস্কারস্মরণানাং সামানাধিকরণ্যপ্রত্যাসত্ত্যৈব কার্য্যকারণভাবাৎ। অন্যথা ব্যধিকরণানুভবাদিতোপি সংস্কারাদ্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদিতি কৃতং পল্লবিতেন ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মবিরচিতায়াং মুকুন্দপদমাধুর্য্যাং প্রথমাস্বাদঃ ॥ ইদানীং পরমাত্মানং নিরূপয়তি :—

ব্রজস্ত্রীস্তনশৈলেন্দ্র-স্ফুরচ্চরণপঙ্কজঃ।
নিত্যজ্ঞানবিশিষ্টো যঃ পরমাত্মা স উচ্যতে ॥

নন্ন তথাপি নাত্মনো জ্ঞানরূপতানিরাকরণং ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদাদিত্যত আহ :—

ভিন্নো হি ধর্ম্মিণো ধর্ম্মো নো চেদেবং কথং তদা।
নো গৃহ্লাতি রসং চক্ষুরূপং বা রসনেন্দ্রিয়ম্ ॥

নো গৃহ্লাতীতি ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদে রূপরসয়োরপ্যভেদাদিতি ভাবঃ। এবং ভেদাভেদব্যবস্থাহুপপত্তিরিষ্টব্যা। ইত্যাদি—

এই সন্দর্ভ হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি ও বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থের অনুকরণে বৌদ্ধমতনিরাস ও ন্যায়মতে পরমাত্মনিরূপণ বিষয়ে এই প্রকরণ লিখিয়াছিলেন। ইহাতেও মধ্যে মধ্যে কারিকা ও গদ্যে তাহার বিবৃতি রহিয়াছে। এক স্থলে "আচার্য্যানুযায়িনস্তু…ইত্যুপক্রম্য ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদং নিরাচক্রুঃ" সন্দর্ভে প্রাচীন মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদাঙ্কদূতের শেষ শ্লোকদ্বয়ে ("বৌদ্ধদ্বৈতমতবিটপিনঃ" ইত্যাদি) এই বৌদ্ধ মত নিরাসের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। উদয়নের সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থকারের পার্থক্য হইল এই যে, উদয়নের নিকট পরমাত্মা ছিলেন শিব—"তস্মৈ প্রমাণং শিবঃ" (কুসুমাঞ্জলির চতুর্থ স্তবকের শেষ শ্লোক) প্রভৃতি বচনে তাহা পরিস্ফুট হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম তাঁহার পিতৃদত্ত নাম সার্থক করিয়া স্ফুটতর ভাষায় বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণকেই পরমাত্মস্বরূপ বলিয়াছেন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িকসমাজে ইহা অভিনব বস্তু বটে। এই মতবৈলক্ষণ্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের বিচারমূলক প্রকরণ পণ্ডিতসমাজে অনাদৃত হইয়াছিল কি না বিবেচ্য। পদাঙ্কদূত কাব্যে যাহা জনপ্রিয় বস্তু হইতে পারিয়াছিল, কর্কশ তর্কশাস্ত্রে তাহা একান্তভাবে অচল।

শ্রীকৃষ্ণ-রচিত অপর গ্রন্থের নাম **সিদ্ধান্তচিন্তামণি**—ইহার প্রথম ছয় পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ যথা :—

ভুজগেন্দ্রফণারত্নরঞ্জিতশ্রীপদাম্বুজং।
যশোদানন্দনং বন্দে সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥

নম্বু ভগবদ্বিগ্রহস্য চিদানন্দরূপত্বে কথং চক্ষুষা গ্রহণং কথং বা নিত্যত্বং, পদার্থমাত্রস্যৈব ক্ষণিকত্বাৎ যশোদানন্দনত্বেন জন্যত্বাচ্চ ইত্যত আহ :—

কালঃ ষড়িন্দ্রিয়গ্রাহ্যো জ্ঞানঞ্চ স্থিরমস্থিরং।
সত্তা চ ত্রিবিধা প্রোক্তমিতি বেদান্তকোবিদৈঃ॥

কালো যথা নীরূপত্বেপি চক্ষুর্গ্রাহ্যস্তথা ভগবদ্বিগ্রহোপি ইত্যাবেদনায় কাল ইত্যাদিকমুক্তং…ত্রিবিধা পারমার্থিকী ঈশ্বরে ব্যবহারিকী ঘটাদৌ প্রাতীতিকী চ রজ্জুসর্পাদৌ।…প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ যথা, **ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মবিরচিতসিদ্ধান্তচিন্তামণেঃ প্রত্যক্ষদীধিতিঃ সমাপ্তা।** (৫।১ পত্র)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ যথা,—

সংবদ্ধয়া রসনয়া গতিশূন্যয়া (চ), স্পর্শেচ্ছয়া বিনিহিতং কিল বাহুযুগ্মং।
সৎকাঞ্চনাভ-বসনাঞ্চলযুগ্মযোগি, গোপীপতেঃ পদসরোজবরং নমামঃ॥

ইদানীমনুমানং নিরূপয়তি :—

দ্বিতীয়প্রমিতের্মানমনুমানমুদাহৃতং।
ব্যাপারশ্চাত্র সংস্কারো ন বিশিষ্টমতিঃ পুনঃ॥
(…বিশিষ্টেতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত ইতি বুদ্ধিরিত্যর্থঃ)

শেষ যথা, প্রকটরজতাদেরাশ্রয়ং নিরূপয়তি :—

জ্ঞেয়ত্বেনমবচ্ছিন্নচৈতন্যং প্রকটাশ্রয়ং।
অবিদ্যাধারমত্রৈব সাক্ষাদন্যস্য চেতয়ৎ॥

অন্যস্য অপ্রকটরজতাদেঃ ইতরৎ রজতাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যং॥ ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মবিরচিতচিন্তামণেরনুমান-দীধিতিঃ…॥ (৬।১ পত্র)

এই গ্রন্থেও বহু কারিকা আছে। আমরা একটি উদ্ধৃত করিতেছি—

তিমিরাদ্‌যদি ভীতোসি বিখ্যাতদীধিতিং (তদা)।
কুরু চিন্তামণিং চিত্তে গুরোরপি পদাম্বুজম্॥ (৬।১)

ইহা দ্ব্যর্থক; গ্রন্থকারের টিপ্পনী আছে—চিন্তামণিমিতি মণিকারমতে।

শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত উদ্ধারযোগ্য :—

"অথবা শ্রীবিগ্রহো নিত্যঃ অজন্যত্বে সতি ভাবত্বাৎ। বিশেষণসিদ্ধিস্তু
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৯০।২৫)

ইত্যনেনেতি ধ্যেয়ং। নব্যাস্তু অনুপদোক্তপদ্যৈকদেশস্য ব্রজবনিতানাং কামং বর্দ্ধয়ন্ জয়তি ইত্যর্থঃ, তচ্চ শ্রীবিগ্রহস্য শুকোক্তিসময়ে সত্ত্ব এব সংভবতি ইতি তস্য নিত্যত্বসিদ্ধিঃ। অতএব,

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাহদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ (ঐ, ১১।৩১।৬)
অদগ্ধ্বেত্যর্থকতয়া স্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতমিতি প্রাহুঃ।"

তৎপর একটি মূল্যবান্ শ্লোক আছে :—

(পদ্ম্যা)মেব ফণাগণস্য বিষয়ব্যাধেশ্চ চিন্তামণেঃ
সান্দ্রানন্দময়স্য দেবকসুতাজন্মপ্রবাদস্য চ।
নিত্যত্বং জগদীশ্বরস্য বপুষঃ শ্রীকৃষ্ণনাম্না ময়া
ধীরশ্রীরঘুরামরায়নৃপতেরাজ্ঞাবশাদ্বর্ণিতম্॥ (৪।২ পত্র)

এ স্থলে গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষকের নামে পাঠান্তরকল্পনার অবসর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের কুলপরিচয় সম্বন্ধে দুইটি মত মুদ্রিত হইয়াছে। এক মতে তিনি মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতামহ ছিলেন (উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলন, ১৩১৭, কার্য্যবিবরণ, পৃ. ১৩০-৩১)। কৃষ্ণনাথের পিতা রামকিশোর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাণী ভবানীর বৃত্তিভুক্ ছিলেন এবং ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গী হন (Adam's *Report*, p. 63); তন্নির্ম্মিত ১৭৩৩ শকাব্দের (১৮১১ খ্রীঃ) শিবমন্দির অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ, ব্যাসপুরে বিদ্যমান আছে। এই রামকিশোরের পিতা (শ্রীকৃষ্ণ) ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। যাঁহারা গ্রন্থকারকে নাটোরের রাজসভার লোক বলেন (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২য় সং, পৃ. ১১২), এই পরিচয় তাঁহাদের দ্বারাই কল্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মতে, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম ছিলেন শান্তিপুরনিবাসী চৈতল-চট্টবংশীয় (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ২০০)। ইহা অমূলক প্রবাদ মাত্র; চৈতলবংশের সম্পূর্ণ নামমালা কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম' নামে কেহ ছিলেন না। চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের ভ্রাতা মাধবের এক বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ছিলেন 'কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম'—তিনি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। তাঁহাকেই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান গ্রন্থকারের সহিত অভিন্ন ধরা হইয়াছে।

নবদ্বীপ হইতে সংগৃহীত বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমে'র নাম আবিষ্কার করিয়াছি। বারেন্দ্রশ্রেণীতে বাৎস্যগোত্র 'পুখরিয়া' অথবা 'পুখুয়ার' সান্যালবংশ প্রসিদ্ধ। এই বংশে অর্জুন মিশ্রের ৮ পুত্র ছিল (কুলশাস্ত্রদীপিকা, পৃ. ১৫৬, ছয় পুত্রের নাম আছে)। তন্মধ্যে সুলোচনের ধারা এই:—সুলোচন, বিশ্বরূপ, রাজ্যধর, জানকীনাথ চক্রং, জগদীশ চক্র, কমল চক্র, রামকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ, 'শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম'। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর মালবপারা, ঝাউডাঙ্গা ও নিজ নবদ্বীপে ছিল। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন 'রঘুরাম বিদ্যালঙ্কার'। রঘুরামের মধ্যম পুত্র ছিলেন 'জগন্নাথ তর্কভূষণ'। রঘুরামের এক বৃদ্ধপ্রপৌত্র (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ) ঈশ্বর সান্যাল নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন (কুলপঞ্জী, ১৪০-১ পত্র)। এই শ্রীকৃষ্ণই আলোচ্য গ্রন্থকার ছিলেন অনুমান করা যায়।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ রায় শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমকে ভূমি দান করিয়াছিলেন, দানপত্রের তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১১১০ সন (১৭০৩ খ্রী:)। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ভূমি নিজ শিষ্য 'রামজীবন পঞ্চানন'কে ১০ই কার্ত্তিক ১১২৩ সনে পুনর্দ্দান করিয়াছিলেন (নদীয়া কালেক্টরীর ১৬৬৩৩ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। এই শ্রীকৃষ্ণও আলোচ্য গ্রন্থকার হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা মনে করি। বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ তিন রাজার সময়ে খ্যাতি লাভ করেন—রামকৃষ্ণ, রামজীবন ও রঘুরাম।

সান্যাল-বংশীয় উক্ত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের এক ভাই ছিলেন 'কৃষ্ণরাম' (কুলপঞ্জীর ১৪১।১ পত্র)। এই কৃষ্ণরামের কোন উপাধি লিখিত নাই। ১১২৫ সনে পরকীয়াতত্ত্ব-ঘটিত বিচারে 'শ্রীপাট নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য' প্রমুখ অনেকে সভাসদ্ ছিলেন। এই অজ্ঞাতপরিচয় কৃষ্ণরাম পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা হইতে পারেন। নবদ্বীপে শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে একটি পুথির শেষে লেখা আছে, "সমাপ্তা কেবলান্বয়িদীধিতিটীপ্পনী। শ্রীগোপালন্যায়ালঙ্কারেণ ময়া শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া লিখিতাসৌ॥" এই টিপ্পনী জগদীশরচিত বটে। গোপাল নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৪১-৩)। এই লেখা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার ন্যায়গুরু ছিলেন এক শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমও হইতে পারেন।

৩। বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার

নবদ্বীপনিবাসী এই বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও পত্রিকাকারের নাম-পরিচয় বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ১৮৫) জয়রামের (?) ছাত্র বিশ্বনাথের নাম ও অদ্যাপি বিদ্যমান তাঁহার বংশধরের নাম লিখিত হওয়ায় মূল্যবান্ তথ্যের সূচনা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, "জয়ার বিশু লোকে কয়" বলিয়া যে প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য নবদ্বীপে প্রচলিত ছিল (ঐ, ১ম সং, পৃ. ৮৭), তাহা জয়দেব তর্কালঙ্কারের ছাত্র বিশ্বনাথ 'ন্যায়ালঙ্কার' সম্বন্ধেই বটে। এক সময়ে (ঐ. পৃ. ৯২) সুবিখ্যাত

বিশ্বনাথ পঞ্চাননই উক্ত প্রবাদের বিষয়ীভূত বলিয়া গণ্য হইতেন (*S. B. Studies*, V, p. 155)। কিন্তু ইহা যে নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক, তদ্বিষয়ে বর্ত্তমানে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপ ও অন্যত্র আমরা 'বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার'-রচিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা দেখিয়াছি। প্রথমতঃ জগদীশ-বংশধর শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহে এক পত্র আবিষ্কৃত হয়। পরে শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে বহু পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান, সাতগেছেনিবাসী দুলাল তর্কবাগীশের গৃহেও হেত্বাভাসসামান্যনিরুক্তির গাদাধরীর উপর এক পত্র আমরা পাইয়াছি—শেষে লিখিত আছে, "ইতি পরৈরপরিশীলিতঃ পন্থা ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথন্যায়ালঙ্কারবিরচিতমেতৎ।" বুঝা যাইতেছে, শঙ্কর, দুলাল প্রভৃতি বাঙ্গলার শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িকগণ পরম প্রামাণিক বোধে বিশ্বনাথের রচনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পক্ষতা-জাগদীশীর উপর তদীয় পত্রিকার শেষে আমরা লেখা পাইয়াছি, "ইদন্তু শ্রীবিশ্বনাথন্যায়ালঙ্কারভট্টাচার্য্যমহামহোপাধ্যায়েন পরিশীলিতং"। মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা এ স্থলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও অধ্যাপনার চরম প্রতিষ্ঠা খ্যাপিত হইয়াছে। জাগদীশী, গাদাধরী প্রভৃতি ব্যতীত হরিরামের বাদগ্রন্থের উপরও তাঁহার পত্রিকা পাওয়া যায়। ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও নব্যন্যায়ের চর্চ্চার দুর্দ্দশা আরম্ভ হয় নাই, নানাবিধ প্রামাণিক গ্রন্থের অধ্যয়ন তখনও চতুষ্পাঠীসমূহে প্রচলিত ছিল, অল্পকাল পরেই যাহা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। আমরা নিদর্শনস্বরূপ 'বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবোধে' বিশ্বনাথের পত্রিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধস্য বিশেষ্যে বিশেষণমিতি রীত্যা জায়মানবোধাৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবৈলক্ষণ্যায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধে বিশেষণতাবচ্ছেদকবিশেষণোভয়পর্য্যাপ্তৈকবিষয়তা স্বীকৃতা সিদ্ধান্তলক্ষণ-প্রভৃতিভিঃ। অথ দণ্ডী পুরুষ ইত্যাদিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধস্য দণ্ডত্বাংশে ভ্রমত্বানুপপত্তিঃ দণ্ডত্বাভাববৎ-পুরুষনিষ্ঠা বা দণ্ডাদিনিষ্ঠপ্রকারতা * * * ইথঞ্চ রক্তদণ্ডবান্ পুরুষ ইত্যাদৌ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধীয়া যা উভয়পর্য্যাপ্ত-প্রকারতা সা দণ্ডত্বাদিনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাপন্নদণ্ডবৃত্তিঃ অতো ন কোপি দোষঃ ইতি হরিরামতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যোণোক্তম্। অত্রেয়মনুপপত্তিঃ....।"

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কারের পরিচয়াদি আমরা প্রামাণিক উপকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি। বৈদ্যকুলোদ্ভব মহারাজ রাজবল্লভ দ্বিজাচারে উপনয়ন অনুষ্ঠান পুনঃ প্রবর্ত্তনকালে পণ্ডিতদের ব্যবস্থা লইয়াছিলেন। এই ব্যবস্থানুসারে রাজবল্লভ-প্রবর্ত্তিত প্রথম উপনয়নের কাল 'রাজবিজয়নাটকে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে, "শাকে সিন্ধুমুনিরসৈকসংখ্যমাঘে" (পৃ. ১৭) অর্থাৎ ১৬৭৪ শকের মাঘ মাস (= ১৭৫৩ খ্রীঃ)। সিন্ধু অথবা সমুদ্র শব্দের মুখ্যার্থ শাস্ত্রানুসারে ৪ অঙ্ক, ৭ নহে (ঐ *Introd.* p. VII সংশোধনীয়), মূল ব্যবস্থা কিছু কাল পূর্ব্বে প্রায় ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া থাকিবে। ১৭৬৭ শকে প্রকাশিত 'অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা' গ্রন্থে এই 'শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজবল্ল(ভ)নিমন্ত্রিতমহারাষ্ট্রাদিনানাদিগ্‌দেশীয়পণ্ডিতৈ-র্ব্যবস্থাপত্রিকা' মুদ্রিত হইয়াছিল (পৃ. ৮২-৮৮)। আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত অনুলিপিও পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থানুসারে তাহাতে ১৩৩ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর ছিল—তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'নবদ্বীপনিবাসিনঃ' ১৮ জনের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, 'বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার' তাঁহাদের অন্যতম (ঐ, পৃ. ৮৫)। উক্ত রাজবিজয় নাটকে 'নবদ্বীপনিবাসিনো ভট্টাচার্য্যান্ বিলোক্য' রাজার উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য :—

পঞ্চানন্দন্যায়চর্চ্চাবিকশিতবদনা ব্যাপ্তিবাদপ্রবীণা-
শ্চার্ব্বাকাদ্যুত্থিতার্থাগদগণদলনে যে চ শক্ত্যাপ্রকাশাঃ।
সত্তর্কাকারবাক্যৈর্ব্বিদধতি বিদুষাং সংশয়চ্ছেদমার্য্যাঃ
ভুক্ষ্মীকুর্ব্বন্ত এতেহখিলমিতিরবুধং তর্কদক্ষা ইহৈতাঃ॥

বাঙ্গলার শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িকদের এই মনোহর বর্ণনা যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন নাই।

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন। আমরা তাঁহার নামে দুইটি তায়দাদ দেখিয়াছি। একটিতে ২৮ অগ্রহায়ণ ১১৫৮ সনের সনদদ্বারা ৮৯৷৷০ পরিমাণ ভূমি দানের উল্লেখ আছে, ১২০২ সনে দখলকার ছিলেন বিশ্বনাথের পৌত্র 'রঘুরাম তর্কবাগীশ সাং নদিয়া' (নদীয়া কালেক্টরীর ৮১৫৮ নং তায়দাদ)। অপরটিতে 'মিত্র দেওয়ানির' ২৮ কার্ত্তিক ১১৫৮ সনের ছাড়পত্রের উল্লেখ আছে, ভূমির পরিমাণ ৯৫৸১, ১২০২ সনে দখলকার ছিলেন বিশ্বনাথের পুত্র 'কালীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার' (ঐ, ৯০৭১ নং তায়দাদ)।

বিশ্বনাথের বংশধারা অদ্যাপি নবদ্বীপে আত্মবিস্মৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের গোষ্ঠীতে অদ্যাপি 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি পরিত্যক্ত হয় নাই। শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহস্থিত পুথির মধ্যে আমরা বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্রের জন্মপত্রিকা দেখিয়াছি—জন্মশকাব্দাঃ ১৬৬১।৮।১৮।৫৬ (অর্থাৎ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস)। এই পুত্রের নাম 'কালীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার'—তিনিও বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন। ১১৭০ সনের একটি হিসাবপত্রে তাঁহার নাম আছে—তখন তাঁহার পঠদ্দশা প্রায় শেষ হইয়াছে। রাজবাটীর একটি 'ভিক্ষার নির্ণয়'-পত্রে তাঁহার নাম সর্ব্বশেষে দৃষ্ট হয়। কালীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুরাম (তর্কবাগীশের) জন্মশকাব্দাঃ ১৬৮৮।৭।০।৫৯ (অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)। জন্মপত্রিকায় অতিরিক্ত একটি 'রাজাব্দে'রও উল্লেখ আছে (১৬৮৮ শক = রাজাব্দাঃ ৩৮)—১৬৫০ শকে কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেক হইতে তাহার আরম্ভ। অন্যত্রও এই রাজাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালীপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র কমলাকান্ত (তর্কচূড়ামণির) জন্মশকাব্দাঃ ১৬৯১।৯।১৮।৪৬।১৪ (অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস)। কমলাকান্ত একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। পাদ্রী ওয়ার্ডের গ্রন্থে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর তালিকায় তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়—ছাত্রসংখ্যা ২৫। এই বংশের শেষ নৈয়ায়িক ছিলেন (রঘুরামের এক পৌত্র) 'রঘুমণি তর্কপঞ্চানন'। Cowell সাহেব তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (*Proc. A. S. B.*, June 1867, p. 92), কিন্তু সাহেবের পরিদর্শনকালে তাঁহার কোন চতুষ্পাঠী ছিল না। বিশ্বনাথ 'পুখুরিয়া'র সান্যালবংশীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু কুলপঞ্জীতে তাঁহার বংশধারা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

৪। শিবরাম বাচস্পতি

গদাধর-রচিত মুক্তিবাদের উপর শিবরাম বাচস্পতির টীকা বহুল প্রচার লাভ না করিলেও দুষ্প্রাপ্য নহে। Hall সাহেব সর্ব্বপ্রথম ইহার এক প্রতিলিপি কাশীতে পরীক্ষা করিয়াছিলেন (*Index*, p. 49.

—পত্রসংখ্যা ১২)। আমরা নবদ্বীপে ও কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে ইহার প্রতিলিপি দেখিয়াছি। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে মুদ্রিত হওয়ায় (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটি এখন সুপ্রাপ্য। গ্রন্থারম্ভ যথা,—

প্রণম্য শান্তং হরমদ্বিতীয়ং, বেদান্তবেদ্যং জগদেকহেতুং।
গদাধরোক্তে নব-মুক্তিবাদে, তনোতি টীকাং শিবরামনামা॥

'নব'-পদের সার্থকতা আছে। কারণ, গদাধরের পূর্ব্বে বহু প্রধান নৈয়ায়িক মুক্তিবিচার করিয়াছেন—রামভদ্র সার্ব্বভৌমের মোক্ষবাদ, মথুরানাথের মুক্তিরহস্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনুমানখণ্ডের চরম প্রতিষ্ঠাকালে এই সকল গ্রন্থ এবং মূল চিন্তামণির মুক্তিবাদ বিরলপ্রচার হইলেও তদ্বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। গদাধরের উৎকৃষ্ট সারসঙ্কলনে এবং শিবরামের টীকায় নানা দর্শনে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা নিদর্শনস্বরূপ শিবরামের একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিতেছি। (পৃ. ২৬),—"উক্তং জরন্নৈয়ায়িকৈঃ, ষড়িন্দ্রিয়াণি ষড়্ বিষয়াঃ ষড়্ বুদ্ধয়ঃ সুখং দুঃখং শরীরঞ্চেতি একবিংশতি-দুঃখনাশো মুক্তিঃ।" এই সুপ্রাচীন মতের উল্লেখ অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য।

শিবরাম কাশীতে বসিয়া ১৬৬৪ শকাব্দে (১৭৪২-৩ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—মুদ্রিত সংস্করণে এই মূল্যবান্ তথ্য লিখিত হয় নাই। আমরা নবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের স্বহস্তলিখিত প্রতিলিপিতে টীকার শেষে এই শ্লোক পাইয়াছি (১৩।১ পত্রে) :—

শাকে চতুঃষষ্ঠরসেন্দুমানে, স্থানে প্রণম্যেশপদে বিমুক্তেঃ।
গদাধরোক্তে নবমুক্তিবাদে, চকার টীকাং শিবরামনামা॥

(নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ১৮৫—পাদটীকায় শিবরাম-লিখিত ১৬২৬ শকাব্দের শ্রাদ্ধতত্ত্বের পুথি আলোচ্য টীকাকারের স্বাক্ষর বলা হইয়াছে; তাহা ভ্রমাত্মক)। শিবরাম-রচিত গৌতমসূত্রবৃত্তি (ঐ, ঐ) আমরা অদ্যাপি দেখি নাই, যদিও একাধিক অজ্ঞাত বৃত্তির খণ্ডিতাংশ আমাদের নিকট আছে। অনুমান-খণ্ডের চর্চ্চা চরমে উঠিলে স্বভাবতই অনাদৃত প্রাচীনন্যায়ের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পতিত হয়—শিবরামের লেখনী এই ভাবে সার্থক হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নবদ্বীপে প্রাচীনন্যায়ের গ্রন্থ পুনরালোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় (পৃ. ৬৫) শিবরামের পরিচয়াদি প্রদত্ত হয় নাই। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়-রচিত 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' (১৯৩২ বিক্রমাব্দ, পৃ. ১৪৬) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালীন প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে 'ষড়্দর্শনবিৎ শিবরাম বাচস্পতি'র নাম আছে। তাঁহার পুত্র 'হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত' শঙ্করের পূর্ব্বে নবদ্বীপের 'প্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, ৯৪ ও ১০২ পৃ.)। ইহা প্রায় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। রাজবল্লভের সভায় শিবরাম নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (অষ্টাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৫) এবং অল্প দিন পূর্ব্বেও তাঁহার অধস্তন বংশধর নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিলেন।

৫। জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য্য

বহু কাল যাবৎ সংস্কৃত পরীক্ষায় 'শব্দার্থসারমঞ্জরী' বা সংক্ষেপে 'সারমঞ্জরী' গ্রন্থ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ন্যায়মতে কারক-সমাসাদি ব্যাকরণের বিষয়সমূহের লক্ষণাদিবিচার বহু গ্রন্থকার করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র। অধুনা নব্যন্যায়চর্চ্চার অবসানকালে ইহাই হইল অজ্ঞাত গ্রন্থকারের পরম গুণ। কোলব্রুক্ সাহেব এই গ্রন্থের যে বঙ্গাক্ষর প্রতিলিপি লণ্ডনে লইয়া যান (পত্রসংখ্যা ১৭), তাহার পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের 'মহামহোপাধ্যায়' ও 'তর্কাচার্য্য' উপাধি লিখিত আছে (*I. O.*, I, p. 191)। ইহা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। ভবানন্দের 'শব্দার্থসারমঞ্জরী' (যাহার কারকাংশ মাত্র সুপ্রচারিত রহিয়াছে), জগদীশের 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া জয়কৃষ্ণ কালধর্ম্মে অধুনা যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সৌভাগ্যই সূচনা করে। অথচ তদ্রচিত অপর সহচর গ্রন্থের নামও কেহ অধুনা অবগত নহেন। 'বাদার্থসারমঞ্জরী'র একটিমাত্র প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬০৫ক সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ৩৬)। গ্রন্থারম্ভ যথা,—

বাগ্‌দেবতাপদদ্বন্দ্বং প্রণম্য মনসা মুহুঃ।
ক্রিয়তে জয়কৃষ্ণেন 'বাদার্থসারমঞ্জরী'॥

গ্রন্থশেষে আছে,— বিলোক্য বিবিধগ্রন্থং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
কৃতেয়ং জয়কৃষ্ণেন 'ন্যায়বাদার্থমঞ্জরী'॥ (শব্দার্থসারমঞ্জরীর শেষ শ্লোক দ্রষ্টব্য)
শ্রীকালীপ্রসাদশর্ম্মালেখীৎ শকাব্দাঃ ১৭৪৯॥

কতিপয় স্থলে পার্শ্বটীকা আছে। বুঝা যায়, ১২৫ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা অধীত হইয়াছে। ইহার বাদসংখ্যা মোট ৬৬—তত্রাদৌ শ্রীপরমেশ্বরনিরূপণং, মঙ্গলবাদ, দণ্ডঘটয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিধিবাদঃ, সপিণ্ডীকরণকারণতাবিচারঃ, হরিবংশাদিপাঠকারণতাবিচারঃ ও অথ শ্রীপরমেশ্বর-প্রাপ্তিবিচারঃ পর্য্যন্ত। হরিরাম-গদাধরের প্রায় প্রত্যেকটি বাদের অর্দ্ধপত্রে সারসঙ্কলন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থও মুদ্রিত করিয়া পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিলে অধুনা জনপ্রিয় হইতে পারে এবং নব্যন্যায়ের বিষয়সূচি লোকসমাজে প্রচারিত হইতে পারে। জয়কৃষ্ণ খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন নিশ্চিত এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্ববর্ত্তীও নহেন। তিনি সম্ভবতঃ নবদ্বীপবাসীই ছিলেন। ভবানন্দের 'কারকচক্রে'র একটি টীকা নবদ্বীপ অঞ্চলে পাওয়া যায়—গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। কিন্তু নবদ্বীপনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ঐ টীকা জয়কৃষ্ণরচিত বলিয়া স্বকীয় পুথিতে পরে লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণং 'জয়কৃষ্ণেন' ধীমতা।
কারকাভর্থবিবৃত্তের্বিবৃতিস্তন্যতে মুদা॥

ইহা ভ্রান্ত হইতে পারে; কারণ, এই মঙ্গলশ্লোক অন্য কোন প্রতিলিপিতে নাই। কিন্তু জয়কৃষ্ণের নাম-পরিচয় মাধবচন্দ্রের জ্ঞানগোচর ছিল প্রমাণিত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রথম কল্পে জয়কৃষ্ণের নবদ্বীপনিবাসই সূচিত হয়। সারমঞ্জরীকারকে লঘুকৌমুদীর টীকাকার অবাঙ্গালী শাব্দিক জয়কৃষ্ণ ভট্টের সহিত অভিন্ন ধরা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বাদার্থসারমঞ্জরীর আবিষ্কার দ্বারা প্রমাণিত হয়—জয়কৃষ্ণ বাঙ্গালী তার্কিক ছিলেন।

৬। শঙ্কর তর্কবাগীশ (১১৩০ ?—১২২৩ বঙ্গাব্দ)

পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও শাস্ত্রব্যবসায়, প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির এই পবিত্র ত্রিবেণীসঙ্গমে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত 'নদের শঙ্কর' আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরাজশাসনের অবসানকালে পাশ্চাত্য প্রভাবে ম্রিয়মাণ আর্য্য-সভ্যতার প্রতীকরূপে ভারতবিখ্যাত নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ দীপ্তির ন্যায় কর্কশ তর্কশাস্ত্রে প্রতিভার মুখ্য অবতার ছিলেন শঙ্কর তর্কবাগীশ। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবদ্দশায় লিখিত নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণে তাঁহার প্রশস্তি উদ্ধারযোগ্য :—

Shunkur pundit is the head of the College of Nuddea, and allowed to be the first philosopher and scholar in the whole university : his name inspires the youth with the love of virtue, the *pundit* with the love of learning, and the greatest Rajahs, with its own veneration.

(*Cal. Review*, July 1855, p. 114 citing *Calcutta Monthly Register* for Jan. 1791)

সাহেবের লেখা এই প্রশস্তিতে গুরু-শিষ্য-রাজপুরুষের মধুর মিলনচিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যাহা এখন অতীত ইতিহাসের বস্তুমধ্যে পরিগণ্য। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব সরকারের আদেশে নদীয়ার টোল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহচর ছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, যাঁহার নিকট কাউয়েল সাহেব কয়েক বৎসর ধরিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত বিবরণী অতীব মূল্যবান্ এবং বহু স্থলে সাহেবের স্তুতি-নিন্দাজড়িত মন্তব্য বেশ উপভোগ্য। তিনি নবদ্বীপের মাত্র পাঁচ জন গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন—শিরোমণি, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর ও সর্ব্বশেষে শঙ্কর তর্কবাগীশ :—

"who wrote a commentary called Patrika, on the harder passages of Mathura Natha, Jagadisa, and Gadadhara. He seems to have flourished about sixty or seventy years ago : and it is he who is said to have brought to its height the present vicious system of disputatious logomachy which prevails in Nuddea." (*Proc. A. S. B.*, June 1867, p. 89)

নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণে যে-কোন সাহেবের মাথা ঘূর্ণিত হইলেও নদীয়ার প্রবীণ ছাত্রগণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ৯০) এবং স্বয়ং ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইলেও ন্যায়শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম বিচার যে তাঁহার সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই, তাহাও তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ৯৫)। যে অনুগম অথবা নিবেশ-প্রবেশপ্রণালী ন্যায়শাস্ত্রকে দুরূহতম করিয়া তুলিয়াছিল, গদাধরের সময় হইতে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার শঙ্কর-প্রমুখ পত্রিকাকারদের সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ রচনাদ্বারা সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়া গিয়াছে বলা চলে। পুঞ্জীভূত পত্রিকাসমূহের মধ্যে কোন্‌গুলি শঙ্কররচিত, তাহা এক্ষণে অবধারণ করা অতীব কঠিন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় পুথিতে পত্রিকা-রচয়িতাদের নাম না লেখাই প্রায় নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলের পুথিই শঙ্করের নাম বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। Hall সাহেব শঙ্কর-রচিত 'পঞ্চলক্ষণীক্রোড়ে'র এবং অনুমিতি-পরামর্শবাদে 'শঙ্করক্রোড়ে'র (মাত্র ২ পত্র) উল্লেখ করিয়াছেন (*Index*, pp. 35, 58)।

কাশী অঞ্চলে শঙ্কর-রচিত 'জাগদীশী টীকা' আবিষ্কৃত হইয়াছিল (N. W. P., I, 1874, p. 350, পত্রসংখ্যা ৮১)—ইহাও নিঃসন্দেহ জাগদীশীর নানা স্থলে তদীয় পত্রিকামাত্র, ধারাবাহিক টীকা নহে। মাদ্রাজে যে 'শঙ্করভট্টীয়া' সামান্যনিরুক্তিটিপ্পনী রক্ষিত আছে (D. 4083, পত্রসংখ্যা ১১০), তাহাও শঙ্কর তর্কবাগীশ-রচিত হওয়া সম্ভব। বাঙ্গলা দেশে হেত্বাভাস-সামান্যনিরুক্তির গাদাধরীর উপর বহুতর পত্রিকা প্রচলিত ছিল—বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগেও কোন্‌টা কাহার রচিত, পণ্ডিতদের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। তন্মধ্যে যেটি শঙ্কর তর্কবাগীশ-রচিত বলিয়া আমরা নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইল। ইহার আরম্ভ এই :—"স্বব্যধিকরণেতি (সোসাইটী-মুদ্রিত গাদাধরী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭ দ্রষ্টব্য) স্বং বিশেষ্যতা, বৈয়ধিকরণ্যঞ্চ স্বাধিকরণাবৃত্তিত্বং নতু স্বানধিকরণবৃত্তিত্বং" ইত্যাদি। আমরা নানা স্থান হইতে ইহার বহু প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি—একটির লিপিকাল 'শাকে সমুদ্রসামুদ্রমানে সপ্তিবিধৌ যুতে" অর্থাৎ ১৭১৪ শক (১৭৯২-৩ খ্রী.)। বিভিন্ন প্রতিলিপিতে অনুচ্ছেদের সংখ্যায় অনেক হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বুঝা যায়, কালক্রমে শঙ্কর স্বয়ংই নূতন নূতন ফক্কিকা ও তাহার সমাধান যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। অবিকল এই পত্রিকারই একটি প্রতিলিপি দ্বারভাঙ্গা রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (পুথিসংখ্যা ১৪৭২, পত্রসংখ্যা ১৯)। তাহার পরিপূর্ণ পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—ইতি মহামহোপাধ্যায়-তর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্য-শ্রীশ্রীশঙ্করতর্কবাগীশবিরচিতা সামান্যনিরুক্তিটিপ্পনী সমাপ্তা॥ লিখিতমিদং শ্রীচিত্রপতিশর্ম্মণা স্বার্থম্॥ সন ১২৪৮ সাল কার্ত্তিকশুক্লনবম্যাং কুজে মঙ্গলবনীগ্রামে॥ (বলা বাহুল্য, 'তর্কপঞ্চানন' এ স্থলে বিশেষণ-পদ, উপাধি নহে)।

এই পত্রিকার একটি অনুচ্ছেদে গদাধর-প্রদর্শিত 'অসম্ভব' দোষের উপর (গাদাধরী, পৃ. ২৬-৭ দ্রষ্টব্য) 'অত্রেয়মাশঙ্কা' বলিয়া একটি কঠিন পূর্ব্বপক্ষ কল্পিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বপণ্ডিতকৃত তিনটি সমাধান লিখিত আছে। একটিমাত্র প্রতিলিপিতে (৪।২. পত্র) প্রথম সমাধানে নামনির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়—"অত্রেদং সমাধানং **শ্রীতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্যেণ** কৃতং"। শঙ্করের উপজীব্য এই তর্কপঞ্চানন কে ছিলেন, গবেষণার বিষয় বটে। আমাদের অনুমান, শঙ্করের পূর্ব্বে যিনি নবদ্বীপের 'প্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন, বুনো রামনাথ ও কৃষ্ণকান্তের ন্যায়গুরু সেই রামনায়ণ তর্কপঞ্চাননের ব্যাখ্যাই এ স্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শঙ্করের প্রতিপক্ষভূত ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম এ-ভাবে তাঁহার রচনার মধ্যে গৃহীত হইতে পারে না। সম্ভবতঃ রামনারায়ণও পত্রিকা রচনা করিয়াছিলেন।

শঙ্করের পিতৃপরিচয় ও জন্মাব্দ :—পারিবারিক প্রবাদ অনুসারে শঙ্করের পিতা 'যদুরাম সার্ব্বভৌম' মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে নবদ্বীপে প্রথম আগমন করিয়াছিলেন। ইহা প্রায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। কারণ, বর্দ্ধমানের রাজা জগৎরায় (রাজত্বকাল ১০৯৯-১১০৯ বঙ্গাব্দ) তাঁহাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন (তায়দাদ নং ৩৮১৬৭)। অপর দিকে, নদীয়ার ২৪১৪ নং তায়দাদে দৃষ্ট হয়, রাজা রামজীবন রায় (শেষ রাজত্বকাল ১১১০-২১ বঙ্গাব্দ) (উক্ত যদুরামের পুত্র) 'শরণদীগর'কে ১০০/ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ১১২১ সনের পূর্ব্বেই যদুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র (রাম)শরণ তর্কালঙ্কারের জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ ভূমিদান তৎকালে প্রায়ই অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে পরিকল্পিত হইত। এই বংশ রাঢ়ীশ্রেণী 'ঘোষাল' গাঞি এবং বংশজ। কুলপঞ্জীতে আমরা যদুরামের একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ পাইয়াছি। ফুলিয়া মেলের কুলীন গঙ্গানন্দের অধস্তন অষ্টম পুরুষ ছিলেন রামশঙ্কর। রামমালা কথা,

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য—রামানন্দাচার্য্য—গোপাল ঠাকুর—মহেশ পঞ্চানন—মুরহর তর্কবাগীশ—মথুরেশ—রত্নেশ্বর—রামশঙ্কর। তাঁহার বিবরণে আছে, "শঙ্করে ঘোং যদুরামং সার্ব্বভৌমস্য কন্যাবিবাহাৎ ভঙ্গঃ" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথি, ৪০৬।১ পত্র)। অপর একটি পুথিতে এই যদুরামের নিবাসস্থল লিখিত আছে 'মৌলা' (ঐ, ৭৮৭ সংখ্যক পুথি, ১৫৪।২ পত্র)। মৌলা বা মহুলা এক সময়ে মুর্শিদাবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসমাজ ছিল। কুলীনে কন্যাসম্প্রদানদ্বারা যদুরামের সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়। তদুপরি তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহার কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

যদুরামের তৃতীয় অথবা কনিষ্ঠ পুত্র রামশঙ্কর তর্কবাগীশ অনুমান ১১৩০ সনে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এই জন্মাব্দের অনুমাপক তিনটি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরণ তর্কালঙ্কার রাজা রামজীবনের দানভাজন ছিলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত তায়দাদ হইতে তাহা প্রমাণিত হয় এবং উভয় ভ্রাতার বয়োব্যবধান দশ বৎসর ধরিয়া শঙ্করের জন্ম ১১৩০ সনের পরে হয় না, কিছু পূর্ব্বে হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৬৩ সনে (খুব সম্ভবতঃ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে) ৮০/০ বিঘা ভূমি দান পাইয়াছিলেন (নদীয়ার ২৪১২ নং তায়দাদ)। তৎকালে শঙ্করের বয়স ৩৩ হইতেছে এবং তাহা ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের তদানীন্তন রীতি-নীতি হইতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রতিপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, রাজা রাজবল্লভের সভায় নিমন্ত্রিত নবদ্বীপের ১৮ জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মধ্যে সর্ব্বশেষ নাম 'শ্রীশঙ্করতর্কবাগীশস্য' (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৫) অর্থাৎ, অনুমান হয়, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। এই নিমন্ত্রণ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ঘটে নাই, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।[1] নিমন্ত্রণকালে তাঁহার বয়স ৩০ অতিক্রম করে নাই এবং অল্প বয়সেই তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভার কথা প্রচারিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

শঙ্কর, রঘুনাথ শিরোমণির বংশধর ছিলেন। শিরোমণির বিবরণে এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য আলোচিত হইয়াছে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করের জীবদ্দশায় অসন্দিগ্ধ ভাষায় প্রকাশিত এতদ্বিষয়ক উক্তির মধ্যে কতিপয় বিষয় সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সার উইলিয়াম জোন্‌স্ তখন জীবিত এবং ১৭৮৫ সন হইতে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর কৃষ্ণনগর যাইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। তিনি স্বয়ং কিম্বা তাঁহার অনুগত কোন সহচর উক্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। আলোচ্য স্থলে শিরোমণির প্রসঙ্গে শিরোমণির বংশধররূপেই শঙ্করের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং পরে পৃথক্‌ভাবে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতরূপে শঙ্করের স্তুতিবাদ করা হয়, যাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। খুব সম্ভবতঃ স্বয়ং শঙ্কর এবং নবদ্বীপের জনসাধারণ এই তথ্য জোগাইয়াছিলেন—ইহা ভ্রান্তিমূলক কিম্বা বিস্মৃতিমূলক হইতে পারে না। লক্ষ্য করা আবশ্যক, এখানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে যে, শঙ্কর স্বকীয় পাণ্ডিত্যদ্বারা 'নিজবংশের' পাণ্ডিত্যখ্যাতি বিশেষভাবে রক্ষা করিতেছিলেন ("supports the literary reputation of his own family and of Nuddeah, in a very distinguished manner.")। বুঝা যায়, শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষগণ মহানৈয়ায়িকের বংশরূপে পূর্ব্বেই

১। স্বাক্ষরকারী নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন 'খাগটিয়া'-নিবাসী শ্রীরাম বাচস্পতি (পৃ. ৮৮)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বহস্তলিখিত কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমান গ্রন্থলেখকের একজন পূর্ব্বপুরুষ অমরদেব চক্রবর্ত্তী ১১৫৯ সনে (=১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে) ক্রয় করিয়াছিলেন।

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের অসাধারণ প্রতিভার ফলে বর্ত্তমানে তাঁহার নামেই বংশের পরিচয় চলিয়াছে। পিতা যদুরাম ভিন্ন পূর্ব্বপুরুষগণের নাম এবং তন্মধ্যে শিরোমণির নাম লোপ পাইয়াছে। পরে আমরা যে পত্র উদ্ধৃত করিব, তাহার একটি বিশেষণপদ ('সার্ব্বভৌমকুল[illegible]') হইতেও প্রমাণিত হয় যে, শঙ্কর কোন বিখ্যাত পণ্ডিতের বংশধর ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাক্রমে শঙ্করের একজন পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, বিরুদ্ধ প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

অধ্যাপনা : শঙ্কর তাঁহার পিতা যদুরাম সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ১০২)। কালক্রমে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকপদে সুদীর্ঘ কাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বাঙ্গালী প্রতিভার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে তিনি ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের কোন নৈয়ায়িকের ভাগ্যে কোন কালে তাহা ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁহার সুবৃহৎ চতুষ্পাঠীতে একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রই অধীত হইত। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তৎকালে নবদ্বীপে দুইটি পৃথক্ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক সম্প্রদায়ে কেবল অনুমানখণ্ডই বিশেষ ভাবে অধীত হইত। শঙ্কর তর্কবাগীশের সম্প্রদায়ে ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ অধীত হইয়া জ্ঞানের পরিসর পরিবর্দ্ধমান ছিল, অথচ অনুমানখণ্ডেও তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত বিরল ছিলেন। একমাত্র অনুমিতিপ্রকরণের প্রথমাংশে তাঁহার অধ্যাপনীয় তত্ত্বসমূহের একটি মূল্যবান্ সূচি আমাদের হস্তগত হইয়াছে—'বিষ্ণ্বাদিপদশক্তি' হইতে 'কারণতাবখণ্ডনং' পর্য্যন্ত বিষয়সংখ্যা মোট ৯০। তাঁহার চতুষ্পাঠীর শেষ সময়ের এক ছাত্রের 'পাঠ্য'-পুস্তকের তালিকা আমরা পাইয়াছি। ন্যায়শাস্ত্র ব্যতীত তন্মধ্যে দায়ভাগাদি স্মৃতিশাস্ত্র (১৪) ও কাব্য-প্রকাশাদি গ্রন্থ (১০) আছে, তন্মধ্যে বেদান্তপরিভাষা ও সাংখ্যকৌমুদী উল্লেখযোগ্য। ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ্যসূচি অনেকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারে বলিয়া অবিকল উদ্ধৃত হইল :—(১) জাটী—অনুমিতি, ব্যাপ্তি, অবয়ব, পরামর্শ, আচার্য্যাদ্য, সামান্যনি ও সৎপ্রতিপক্ষ। (২) গাটী—ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যাঘ্র, সিদ্ধান্ত, অবচ্ছেদ, সামান্যাভাব, তর্ক, ব্যাপ্ত্যনু, ব্যধিকরণ, সামান্যলক্ষণা, পক্ষতা, পরামর্শ, আচার্য্যাদ্য, কেবলান্বয়ি, সব্যভিচার, সাধারণ, অসাধারণ, অনুপসং, বিরোধ, সৎপ্রতিপ, বাধ। (৩) মাথুরী—হেত্বাভাস, অবয়ব, আসত্তি, যোগ্যতা, আকাংক্ষা, তাৎপর্য্য, বিধিবাদ, অপূর্ব্ববাদ, মঙ্গলবাদ, প্রামাণ্য, আখ্যাতবাদ, লীলাবতী। (৪) বাদ—প্রথমব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়ব্যুৎপত্তি, শক্তিবাদটী, নঞ্‌বাদটী, প্রামাণ্যটী, মঙ্গলটী, ধর্ম্মিতা, নিযোজ্যান্বয়, বিধিস্বরূপ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী লিখিয়া কাটিয়া দেওয়া। ১১৭০ সনের একটি 'হিসাবপুস্তক' আমরা শঙ্করের পুথিমধ্যে পাইয়াছি। যথা, শব্দপ্রামাণ্য (৫৮ পত্র), লীলাবতী (৪৩ পত্র), আখ্যাতবাদ (১৮ পত্র) ও বৌদ্ধাধিকার (৩ পত্র)। তৎপর, 'পুস্তক লিখিতে অপেক্ষিত যে যে তাহার জায়'—উপায়, গুণ, লীলাবতীর শিরোমণি, নঞ্‌বাদ, মঙ্গলবাদের মিশ্র, মিশ্রের টিপ্পনী, মুক্তিবাদ, সন্নিকর্ষ, বাধের বাদার্থ, অভিধা টী, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, অন্যথাখ্যাতি, কারকতাবাদার্থ, বিধিস্বরূপ, শাস্ত্রদীপিকার মূল, তাহার টিপ্পনী, কাব্যপ্রকাশ, তাহার টীকা। তন্মধ্যে সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য হইল মীমাংসাপ্রকরণ শাস্ত্রদীপিকা ও তাহার টীকা। পশ্চিমদেশীয় ছাত্রদের সংস্পর্শে মীমাংসা ও বেদান্তের গ্রন্থ তৎকালে নবদ্বীপে লিখিত ও আলোচিত হইত, ইহা একটি মূল্যবান্ তথ্য সন্দেহ নাই। শঙ্করের এই নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কোন নৈয়ায়িকই তাঁহার ন্যায় ছাত্রসম্পদ্ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি অন্যূন ৬৫ বৎসরব্যাপী অধ্যাপক-জীবনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সহস্র প্রবীণ ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য করিয়া দিয়াছিলেন। দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ কবিপণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি (১২৪৮-১৩১৫ সন) নবদ্বীপের ছাত্র ছিলেন। তিনি এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন (এডুকেশন গেজেট, ১৩০৪, পৃ. ৬৪৩)—শঙ্করের চতুষ্পাঠিতে এক সময়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল "৩ শত"। তৎকালে নদীয়ার ছাত্রদের দুইটি বিভাগ ছিল, নবদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী স্থানের 'দেশীয়' ছাত্র এবং দূরাগত 'বিদেশী' ছাত্র। শঙ্করের 'বিদেশী' ছাত্রের সংখ্যাই এক সময়ে ছিল ৮০, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমাদের হস্তগত একটি পত্র উদ্ধৃত হইল। উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মাতুলবংশ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার মাতামহ তারাচরণ তর্কসিদ্ধান্তের পিতৃব্যপুত্র 'রামতনু ন্যায়ভূষণ' প্রায় ১২১০ সনে শঙ্করের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক উত্তরপাড়ার 'জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র নিকট বিচিত্র ভাষায় লিখিয়াছিলেন :—

স্বস্তি নিরন্তর-পরদেবতা-চরণারবিন্দস্যন্দমান-মকরন্দ-পানানন্দিত-ভূগীর্বান-পরম্পরা-প্রতিপালনার্জ্জিত-যশঃপ্রকাশীকৃতাশেষদিঙ্মণ্ডলক-শ্রীলশ্রীযুক্ত-জয়কৃষ্ণ-বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু-দেওয়ান-ভায়াজী-বহুতর-বিপ্রবর-বরাশিষাশ্রয়েষু (।)

ভবদব্যাহতভব্যভাবনৈকনিকেতন-শ্রীরামতনুদেবশর্ম্মণো নিবেদনমিদমাদৌ শ্রীমতাস্তবতামতিমহতীং শ্রিয়মুত্তরোত্তরমেধমানামসমানামনন্যমনাঃ সদা সমীহেতরাং নিতরাং যেনাস্মত্তাবুকমিতি পরং—আমি নবদ্বীপ পৌছিয়া শ্রীযুত 'তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের নিকট' সচ্ছন্দপূর্ব্বক পাঠারম্ভ করিয়াছি। এখানে নানা দেশীয় ৮০ জন ছাত্র আছেন। বঙ্গদেশীয় শ্রীযুত কালীচরণ ন্যা(য়)বাগীশ প্রভৃতি সকলে মহাশয়ের যশোৎকীর্ত্তন করেন। মহাশয় আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন ইহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য এবং সকল ছাত্রেরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়া নিরন্তর মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমি এখানে দক্ষিণদেশীয় প্রধান ছাত্রেরা যেরূপ খরচ পত্র করেন সেইরূপ করিতেছি। মহাশয় সর্ব্বসম্পাদক কিমধিকং বিজ্ঞবরেষিতি।

তৎকালে 'দেশীয়' ছাত্রের সংখ্যা বিদেশী অপেক্ষা অনেক বেশী থাকিত। সুতরাং শঙ্করের ছাত্রসংখ্যা কোন সময়ে প্রায় ৩০০ হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। নবদ্বীপে নানাদেশীয় বিপুল ছাত্র-সমাগমের মধ্যে আচারাদি বিষয়ে সকলেই স্ব স্ব সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং পত্রটিতে আভাস পাওয়া যায়, 'দক্ষিণদেশীয়' প্রধান ছাত্রদেরও একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ছিল।

তৎকালে 'বিদেশী' ছাত্রের জন্য মোট মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই বৃত্তিসংক্রান্ত একটি মূল্যবান্ পত্র এখানে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে শঙ্করের চারি জন ছাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

শরণং

নমস্কারঃ শিবং প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ।
তোমার কুশল চাহি। বিক্রমপুরের শ্রীভৈরব
বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীরামজীবন ন্যায়ালঙ্কার কহিলেন
নবদ্বীপের শ্রীযুত শঙ্কর তর্কবাগীশভট্টাচার্য্যের নিকট

> তর্কশাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছেন বাসা খরচয়ে যোগ্র নাহি
> ভট্টাচার্য্যের ছাত্র বিক্রমপুরের শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার
> ও শ্রীরামজয় তর্কভূষণ কৃতবিদ্য হইয়া দেশে গিয়াছেন
> তাঁহারদিগের উদ্বৃত্ত বৃত্তি আছে অতএব সেই
> উদ্বৃত্ত বৃত্তি দামাসহীমত ইহাঁরদিগের বাসাখরচের
> নিমিত্ত মাহ ব মাহ দিবা যাবন্নবদ্বীপে থাকিয়া ভট্টাচার্য্যের
> নিকট অধ্যয়ন করেন ইতি সন ১২১০।
> তারিখ ৩ পৌষস্ত সহী

পত্রপ্রেরকের নাম নাই, কেবল উপরে বৃহদক্ষরে লিখিত আছে 'পত্রে জানিবা'—তাহা রাজা গিরীশচন্দ্রের স্বাক্ষর হইতে পারে। পত্রোক্ত রামজীবন বিক্রমপুরান্তর্গত অধুনা নদীমগ্ন 'বটেশ্বর'-নিবাসী 'গঙ্গাধর ন্যায়বাগীশে'র পুত্র—পিতা পুত্র উভয়েই বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। রামজয় 'আরিয়ল'-নিবাসী বন্দ্যবংশীয় নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌমের পুত্র। অপর দুই জনের পরিচয় অজ্ঞাত। লক্ষ্য করা আবশ্যক, পণ্ডিতদের উপাধি নবদ্বীপে পাঠারম্ভকালেই প্রচারিত হইত, পাঠান্তে নহে। এ বিষয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে।

শঙ্করের চারি জন নবদ্বীপনিবাসী শ্রেষ্ঠ ছাত্র 'নাথচতুষ্টয়' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম আমরা বৃদ্ধমুখে এইরূপ শুনিয়াছি—কাশীনাথ, রামনাথ, হরিনাথ ও শিবনাথ। কাশীনাথ তর্কচূড়ামণি শিবনাথের পর নবদ্বীপের 'প্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন (১২২৭-৩২ সন)। পাদ্রী ওয়ার্ডের তালিকায় তাঁহার ছাত্রসংখ্যা লিখিত আছে ৩০, অর্থাৎ শিবনাথ ও কান্ত বিদ্যালঙ্কারের পর তাঁহার ছাত্রসম্পদ্ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। মুখোপাধ্যায়বংশীয় রামচরণ বিদ্যাবাগীশের পুত্র কাশীনাথ নবদ্বীপ, দেয়ারা-পাড়ার (পূর্ব্বনাম 'সিদ্ধান্তপাড়া') বাসিন্দা ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ভবানীশঙ্কর বিদ্যাভূষণের বংশ বিদ্যমান আছে। শঙ্করের ছাত্রদ্বয় রামনাথ পঞ্চানন ও হরিনাথের পরিচয়াদি অধুনা অজ্ঞাত। চতুর্থ শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি শঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র, তিনি মাত্র ৪ বৎসর (১২২৩-২৭ সন) নবদ্বীপের 'প্রাধান্য' রক্ষা করিয়া অকালে কালকবলিত হন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃ. ৪৬—মৃত্যুর কাল জ্যৈষ্ঠ ১২২৭ বঙ্গাব্দ)।

শঙ্করের পরলোকগমন:—১২২৩ বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগে প্রায় ৯৩ বৎসর বয়সে শঙ্কর স্বর্গত হইয়াছিলেন। নদীয়ার কালেক্টর ৬ আগস্ট ১৮১৬ তারিখের এক পত্রে রাজসাহীর বৃত্তি বিষয়ে শঙ্করের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবনাথের দরখাস্ত বোর্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান হয়, ঐ সনের শ্রাবণ মাসের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার সরকারী বৃত্তি বার্ষিক ৯০৲ টাকা তুল্যাংশে তাঁহার দুই পুত্রকে অর্পিত হয়। কিন্তু ঐ সনের চৈত্র মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে অনেক লেখালেখির পর শিবনাথ একাই সমগ্র বৃত্তি পাইয়াছিলেন—শেষ নিষ্পত্তিপত্রের তারিখ ১২ জুন ১৮১৮ খ্রীঃ। নদীয়ার কালেক্টার W. Armstrong কর্তৃক ১৬ এপ্রিল ১৮১৭ তারিখে বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

In reply to your letter of the 28th ult. I have the honor to report the demise of Keshen Chund Biddalunkar and request to be informed whether the pension of 90 Rs. per annum enjoyed by the late Sunker Turkbagis is to be paid to the surviving son Sibnaut Biddabachusputty as lately conferred by His Excellency the Right Hon'ble the Governer General in Council upon him and his late Brother or what part of it.

লক্ষ্য করা আবশ্যক, অ্যাডাম সাহেব এতদ্বিষয়ে যে ক্ষুদ্র সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সমস্ত পত্র দেখিয়া সাবধানে লিখিত হয় নাই এবং তাহাতে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। ওয়ার্ডের গ্রন্থে শঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার পৃথক্ কোন চতুষ্পাঠী ছিল না এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ছিল না।

অসামান্য প্রতিষ্ঠা : বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্করের নাম মুখে মুখে প্রচারিত ছিল এবং এমন কোন বিদ্যাসমাজ ছিল কি না সন্দেহ, যেখানে তাঁহার ছাত্রসম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে বহু মনোহর গল্প প্রচলিত আছে, আমরা দুই একটি উল্লেখ করিতেছি। শঙ্কর এক বার ব্যস্তচিত্তে নদী পার হইয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন এবং মাঝিকে শীঘ্র পার করিয়া দিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। মাঝি বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল, "আঃ, উনি নদের শঙ্কর তর্কবাগীশ এলেন আর কি! সব কাজ ফেলিয়া ওঁকে পার করতে হবে!" জনসাধারণের মধ্যে তখনও গৌরবের নিদান ছিল বিদ্যা এবং তদ্বিষয়ে শঙ্করের নাম প্রবাদমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছিল।

তৎকালে 'বঙ্গ'দেশে অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্বকূলে চারি জন প্রধান নৈয়ায়িক বিদ্বদ্গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহাদের নামে একটি শ্লোকার্দ্ধ প্রচারিত হয় :—"শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্করঃ"। শঙ্করকে এক বার প্রশ্ন করা হইল, "আপনার নাম সর্ব্বশেষে কেন?" শঙ্কর তৎক্ষণাৎ প্রশ্নকর্ত্তাকে নিম্নলিখিত শ্লোক স্মরণ করিতে বলিলেন :—

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

শ্লোকার্দ্ধে উল্লিখিত নৈয়ায়িকদের মধ্যে শ্রীকান্তের পরিচয় অজ্ঞাত; বোধ হয়, তিনি বাক্‌লা পণ্ডিতসমাজের নেতা 'শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার' (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৭)। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার 'পুড়া'র ভট্টাচার্য্য-বংশীয়—তিনি দম্ভ সহকারে বলিতেন—"কমলাকান্ত শর্ম্মা যে স্থানে থাকিবেন সেই স্থানই নবদ্বীপ!" বলরাম তর্কভূষণ কামালপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্যবংশীয় এবং কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজের নেতা ছিলেন—এই সমাজেও নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় নবদ্বীপের সমকক্ষতা কামনার বিষয় ছিল।

নবদ্বীপের অধ্যাপকদের মর্য্যাদা পশ্চিমদেশীয় ছাত্রগণ কতটা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ-পত্র অত্যন্ত বিরল। সৌভাগ্যবশতঃ শঙ্করের এক বিদেশী ছাত্রের নাগরাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল। গুরু-শিষ্যের কি অপূর্ব্ব মধুর সম্পর্ক তৎকালে বিদ্যাসমাজগুলিকে পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করিত, তাহার একটি উৎকৃষ্ট চিত্র এবং শঙ্করের অসাধারণ প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রভা ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে :—

শ্রীঃ ॥

জগতি জয়ন্তীপতির্জয়তি ॥

১। অনবন্তবিদ্যোত্তোতোল্লোতিতভব্যা/বাপৃথিবীমণ্ডলেষু শ্রীশরণতর্কালংকারেষু গণেশশর্মণঃ প্র/ণতয়ঃ কৃপাস্নেহৌ পূর্ব্বাধিকৌ/স্থাপনীয়াবিতি বিজ্ঞপ্তিঃ শ্রীঃ

২। (বামপার্শ্বে) শ্রীমৎসু শিবরামবাচস্পতি/শর্মসু মম প্রণতয়ো বাচ্যাঃ

৩। স্বস্তি শ্রীমচ্চুমারমণচরণপরিচরণপরায়ণান্তঃকর/ণাসাদিতসকলপুমর্থসার্থ-সার্থকীকৃতনিজবংশা-বতা/রেষু করকলিতকর্কশতরতর্ককরবালজন্যযশঃপূরক/পূ'রপূরপরিপূরিতহরিদন্তরালেষু মন্মনোবিশ্রামধাম-ম/দাপ্ততমশ্রীশঙ্করতর্কবাগীশেষু ইতো গোদাবরী-পরিসরাল/ঙ্কার"পুণ্যস্তম্ভ"স্থিতিখ্যাতগণেশশর্মনির্মিতাঃ প্রণতয়ঃ/সমুল্লসন্ত শমিহ শ্রৈমতং তদনুদিনমব্যাহতমীহে উদন্ত/ন্ত মাঘকৃষ্ণাষ্টম্যাং বুধে তারকোদয়বেলায়াং হুগলীগ্রামে সু/খেনাগতোস্মি. কিঞ্চ শেনপহাড়ীপ্রদেশে জগচ্ছ্রেষ্ঠসেবকজন্য/পণ্ডিতো গতস্স তু পঞ্চ বা ষড়্দিনমধ্যে পরাবৃত্য আযাস্যতি / ততস্সমবায়িকারণলাভানন্তরং ময়া সর্বথৈবাগম্যতে।

সত্যং প্রেম তয়োরেব যয়োর্যোগবিয়োগতঃ।
বৎসরা বাসরীয়ন্তি বৎসরীয়ন্তি বাসরাঃ ॥ ১
মানসোপবনে যোয়ং কৃপাকল্পলতাঙ্কুরঃ।
স স্নেহামৃতসারিণ্যা শতশাখো বিধীয়তাম্ ইত্যলং ॥ ২
গৌতমগবীঘনতমগহনবিচারসঞ্চারচতুরেষু শ্রীরস্তু

৪। (অপর পৃষ্ঠে) ইত এব বালকৃষ্ণভট্টেভ্যোপি নতিঃ।

এই মূল্যবান্ পত্রে শঙ্করের দুই জন দাক্ষিণাত্যবাসী ছাত্রের নাম আছে—'পুণ্যস্তম্ভস্থিত' (অর্থাৎ পুন্তম্‌কার) গণেশ ও বালকৃষ্ণ ভট্ট। শেষোক্ত ব্যক্তি কাঞ্চীনিবাসী 'তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশিকা'র রচয়িতা বিখ্যাত রায় নরসিংহের সদ্‌গুরু 'মহামহোপাধ্যায় বালকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয় (D. 3971, *Tanjore Cat*, pp. 4694 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। রায় নরসিংহ খ্রী. ১৯শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। এই পত্রে উল্লিখিত শঙ্করের প্রত্যেকটি বিশেষণ-পদ সার্থক এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কি কি গুণে শঙ্করপ্রমুখ নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণ সুদূর গোদাবরীতীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার বিবৃতি তন্মধ্যে পাওয়া যায়। শিবের উপাসনায় সকল পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কর 'আপ্ততম' পর্য্যায়ে উঠিয়াছিলেন—শাস্ত্রমতে আপ্তের লক্ষণ ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-শূন্য ব্যক্তি। প্রতিভাশালী ছাত্রের নিকট তাঁহার এই অসামান্য যশই ছিল সৎকামনার পরিসীমা ('মনোবিশ্রামধাম')। এই পত্রে শরণ-শঙ্কর ভ্রাতৃদ্বয় ব্যতীত তৃতীয় একজন বিশেষণরহিত পণ্ডিতের নাম আছে—শিবরাম বাচস্পতি। তিনি মুক্তিবাদের টীকাকার নহেন, তাঁহার পরবর্ত্তী পত্রলেখকের কোন সতীর্থ হইবেন। নদীয়ার ৩৮৮৩ নং তায়দাদে রামদেব তর্কবাগীশের পৌত্র এবং ৩৭৯৪৭ নং তায়দাদে কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র নবদ্বীপনিবাসী শিবরাম বাচস্পতি ১২০২ সনে দখলকার ছিলেন। পত্রোক্ত শিবরাম বোধ হয় একই ব্যক্তি।

বংশের পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ :—যদুরামের বংশ নবদ্বীপের অন্যান্য বহুতর বিলুপ্ত ও বিস্মৃত 'ভট্টাচার্য্য' গোষ্ঠীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের বংশ ছিল এবং অদ্যাপি 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি বংশের অতীত গৌরব

বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (রাম)শরণ তর্কালঙ্কার নবদ্বীপের একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ছিলেন। উদ্ধৃত পত্রে তাঁহার দিগন্তবিশ্রুত কীর্ত্তি সুদীর্ঘ বিশেষণপদে খ্যাপিত হইয়াছে। রাজবল্লভের বৃহৎ সভায় তিনিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১৯২৴০ বিঘা ভূমি দান করিয়াছিলেন (নদীয়ার ২৪১০ নং তায়দাদ)—১১ অগ্রহায়ণ ১২০২ সনে দখলকার ছিলেন তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (বিদ্যালঙ্কার নহে) ও পৌত্র রামনিধি তর্কসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ ১২০২ সনের পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার এক পুত্র (রামরাম) স্বর্গত হইয়াছিলেন। শরণের কবিত্বশক্তির প্রমাণস্বরূপ যে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ৩২২), তাহা বস্তুত তদ্রচিত নহে। রামচন্দ্রের দুই পুত্র—শ্রীরাম তর্কভূষণ ও ভোলানাথ শিরোমণি, উভয়েই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ওয়ার্ড সাহেবের তালিকায় তাঁহাদের নাম আছে, ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ২০ ও ১২। শ্রীরামের পুত্র ভৈরবনাথ তর্কপঞ্চানন ও ভোলানাথের পুত্র উমাচরণ ন্যায়রত্ন এই ধারার শেষ পণ্ডিত।

যদুরামের দ্বিতীয় পুত্র রামহরি। তৎপুত্র রামগোপাল তর্কপঞ্চানন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন (২৪১১ নং তায়দাদ, ২২৴০ বিঘা ভূমি, দখলকার খোদ)। তৎপুত্র রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণি সার্ব্বভৌম এই ধারায় শেষ পণ্ডিত এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। কাউয়েল সাহেব তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (*Proc. A. S. B.* 1867, p. 92), যদিও তৎকালে তাঁহার কোন চতুষ্পাঠী ছিল না। ১২৯১ সনে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গত হন। ১২৯২ সনের ১০ বৈশাখের হিন্দুরঞ্জিকা পত্রে বিগত বর্ষে 'পণ্ডিতপ্রধান' নীলমণি প্রভৃতি চারি জনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। নীলমণির কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারণচন্দ্র ন্যায়রত্ন অপুত্রক ছিলেন।

যদুরামের কনিষ্ঠ পুত্র (রাম)শঙ্কর তর্কবাগীশও স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৫৮ সনে ৯৫৴০ বিঘা ভূমি দান পাইয়াছিলেন (তায়দাদ নং ২৪১৩) এবং বর্দ্ধমানরাজ তিলকচাঁদেরও দানভাজন ছিলেন (বর্দ্ধমানের ৩৮১৬৮ নং তায়দাদ)। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের চারি পুত্রের মধ্যে প্রথম দুই পুত্রের বংশ আছে—হরচন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র তর্কভূষণ। আনন্দের পুত্র রাজনারায়ণ ন্যায়ভূষণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন, কাউয়েল সাহেব তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করের দ্বিতীয় পুত্র স্বনামধন্য শিবনাথের চারি পুত্র—রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কার, হরিনাথ, রামনাথ ন্যায়রত্ন ও কৃষ্ণনাথ তর্কচূড়ামণি। রঘুনাথের পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ তর্কালঙ্কার (৭৩ বৎসর বয়সে ১৩০৭ সনে স্বর্গত) এই বংশের শেষ পণ্ডিত।

নূতন গবেষণার ফলে বহু পুরাতন প্রবাদই নিষ্প্রমাণ প্রতিপন্ন হইয়াছে—শঙ্করের শ্রাদ্ধবাসরে ত্রিবেণীর জগন্নাথের সহিত শিবনাথের চিত্তাকর্ষক বিচারকাহিনী এইরূপ একটি অমূলক প্রবাদ (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ১০৩-৪)। জগন্নাথ শঙ্করের বহু পূর্ব্বেই স্বর্গত হইয়াছিলেন। তবে শঙ্কর-শিবনাথ ও জগন্নাথ-ঘনশ্যাম—নব্যন্যায়ে প্রতিভার তৎকালীন এই চারিটি অবতারের মধ্যে যে বহু সভায় বহু সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

৭। কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ

নবদ্বীপনিবাসী এই নৈয়ায়িকের নাম ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ১৫—অর্থাৎ ছাত্রসম্পৎ লক্ষ্য করিলে তিনি নবদ্বীপের একজন নিকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন এবং তৎকালে তদপেক্ষা কম ছাত্র মাত্র তিন জন বয়ঃকনিষ্ঠ অধ্যাপকের টোলে বিদ্যমান ছিল। অথচ নানা শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া এই কৃষ্ণকান্ত শঙ্করপ্রমুখ নবদ্বীপের গৌরবস্থানীয় মহাধ্যাপকগণকে নিঃশব্দে পশ্চাৎপদ করিয়াছেন এবং বহু গবেষক অধুনা তাঁহার নাম স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া এবং তাঁহার 'অসাধারণ পাণ্ডিত্য' (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ ৯৯ ; ২য় সং, পৃ. ৩১৮) খ্যাপন করিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। গদাধরোত্তর যুগে বাঙ্গলার নৈয়ায়িক-সমাজে গ্রন্থরচনায় বৈমুখ্য এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে এবং লক্ষ্য করা আবশ্যক, তদ্দ্বারা নব্যন্যায়ে বাঙ্গালীর গুরুগৌরব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ, ঐ গৌরবের নিদান ছিল প্রকৃত পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনাশক্তি ও আচারনিষ্ঠা—গ্রন্থরচনা নহে। তদ্রচিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বরূপ অনেকটা প্রকাশ পাইবে।

রচনাবলী :—(১) **শক্তিসন্দীপনী** অর্থাৎ জগদীশকৃত শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকা। কাশী হইতে মুদ্রিত এই টীকা এখন সুপ্রাপ্য। ইহাই সম্ভবতঃ কৃষ্ণকান্তের প্রথম রচনা—১৭২৩ শকাব্দে ('শাকে রামাক্ষিশৈলক্ষিতিপরিগণিতে' অর্থাৎ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত এই গ্রন্থের প্রতিলিপিও আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থারম্ভের প্রথম চারিটি শ্লোক কৃষ্ণকান্তের রচনাশক্তির পরিচায়ক—তিনি 'শ্লেষ'প্রিয় ছিলেন এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার শ্লোকরচনা প্রাঞ্জল নহে, পরন্তু দুরূহ ও কষ্টকল্পিত। গ্রন্থমধ্যেও তাঁহার ব্যাখ্যা সকল স্থলে সমীচীন নহে, ইহাই প্রবীণ শাস্ত্রব্যবসায়ীদের মত। তথাপি তাঁহার টীকা জগদীশের প্রকরণ-গ্রন্থটিকে অনেকাংশে পাঠনোপযোগী করিয়াছে এবং কৃষ্ণকান্তের এই কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নহে।

(২) **ন্যায়রত্নাবলী** :—এই গ্রন্থের একটিমাত্র প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (L. 602—পত্রসংখ্যা ১২১, রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে ইহা রক্ষিত ছিল)। আমরা অদ্যাপি তাহা পরীক্ষা করিতে পারি নাই। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের বাদসমষ্টিস্বরূপ এবং শেষ প্রকরণে 'অভাববাদ' আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ যথা,—নব্য-প্রাচীন-তার্কীন-সর্ব্বার্থাধীনধীমতা।

তন্যতে কৃষ্ণকান্তেন 'ন্যায়রত্নাবলী' মতা ॥

শ্লোকটির দুরূহতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। জগদীশের গ্রন্থের ন্যায় ইহা কারিকা ও গদ্যবৃত্তিময়। কৃষ্ণকান্ত স্বয়ং এই গ্রন্থের গৌরবে নির্ভরশীল ছিলেন এবং তদুপরি তাঁহার স্বরচিত একটি ক্ষুদ্রায়তন টীকারও খণ্ডিতাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল (L. 603—পত্রসংখ্যা মাত্র—২১—ইহাও রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে ছিল)। এই টীকার নাম (৩) **ন্যায়রত্নপ্রকাশিকা** : আদিশ্লোক এই,—

ন্যায়রত্নাবলীটীকাং তন্বং নত্বা চ নীলিকাং।
তনোতি শ্রীকৃষ্ণকান্তঃ 'ন্যায়রত্নপ্রকাশিকা'ম্ ॥

তাঁহার কারিকা-রচনার নিদর্শনস্বরূপ ন্যায়রত্নাবলীর দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। অনুমিতির লক্ষণ যথা,—

স্মৃত্যন্যা জ্ঞানসামান্যজন্যা যানুমিতির্মিতিঃ।
ব্যাপ্যা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানজা মণিকৃন্মতা ॥ (সৌত্রসন্দীপনী, ৬১২ পত্র)

জাতিপদার্থের লক্ষণ,— সমবায়েন সম্বন্ধেনাবচ্ছিন্নপ্রকারতা।

অবচ্ছিন্নেতরা তদ্বৎ সামান্যং দ্বিবিধং স্মৃতম্॥ (তর্কামৃততরঙ্গিণী, ২।১ পদ্ম)

জগদীশের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া লিখিত হইলেও গ্রন্থদ্বয় নবদ্বীপে একটুও প্রচার লাভ করে নাই।

(৪) তৃতীয়মণিদীপনী অর্থাৎ উপমানখণ্ডের টীকা, মাথুরীর অপ্রাপ্তি হেতু সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাও কৃষ্ণকান্তের এক পরম সৌভাগ্য বলিতে হয়। উপমানখণ্ডের চর্চ্চা কোন কালেই প্রচলিত ছিল না এবং তদুপরি টীকারচনার কোন সার্থকতা নাই, কেবল অনায়াসে যশোলাভের একটা উপায় মাত্র। চতুর্থ শ্লোকের শ্লিষ্টবাক্যে কৃষ্ণকান্তের দম্ভোক্তি লক্ষণীয় :—

শ্রীকৃষ্ণকান্তবচনং তত্ত্বজ্ঞানফলপ্রদং।

বিহায় মাথুরীচিন্তা ক্রিয়তে সূরিভিঃ কথম্॥

(৫) পদার্থখণ্ডনের টীকা : নবদ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (H. P. Shastri, *Rep*. 1901-02 to 1905-06, p. 9), কিন্তু আমরা কুত্রাপি ইহার পুথি দেখি নাই।

(৬) সৌত্রসন্দীপনী অর্থাৎ গোতমসূত্রের টীকা। আমাদের নিকট ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে (পত্রসংখ্যা ৫৭)। আরম্ভ যথা,—

যস্যাঃ পাদরজঃ-কণাগুণগণান্ নির্ব্বক্তুমীশোঽভবদ্-
ভূতেশো নিতরামলং হরিরসৌ যো নন্দগোপাত্মজঃ।
বিষ্ণোর্নাভিসরোজজো বিধিরলং বেদাঃ সমস্তাস্ততঃ
তস্মাদ্দ্রাক্ চরণারবিন্দযুগলং তস্যা ভজেঽহং গিরঃ॥
অন্বীক্ষানয়বেশ্মমধ্যবিলসৎসংগুপ্তরত্নাবলীং
শ্রীমদ্-গৌতমতাপসেন নিহিতামাকৃষ্য সদ্গ্রাহকে।
সর্ব্বস্মিন্ বিতরীতুমেব নিয়তং তেনেঽহমান্বীক্ষিকী-
টীকাং বৈদিকবংশজঃ সুললিতাং শ্রীকৃষ্ণকান্তঃ সুধীঃ॥
জনায় দানায় বিধায় বিত্তং বিহায় কায়ং ত্রিদিবং গতস্য।
মহামুনেস্তদ্ধনসংগ্রহীতু-র্লোকায় দানায় ন চৌর্য্যদোষঃ॥
টীকাকৃতাং বৃত্তিকৃতাঞ্চ ভাবং সূত্রোত্থিতং গূঢ়মতীপ্সবো যে।
ধীরা মমৈতাং সকলা হি সৌত্র-সন্দীপনীং সাধু বিবেচয়ন্তু॥

গ্রন্থশেষ যথা,—ইতি শ্রীকৃষ্ণকান্তবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং সৌত্রসন্দীপন্যামান্বীক্ষিকীটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়ব্যাখ্যা (প্রত্যেক অধ্যায় ও আহ্নিকের শেষে এইরূপ পুষ্পিকা আছে)। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শাকে নভোবেদমুনীন্দুমানে, পক্ষেঽবলক্ষে শুচিসংক্রমাসে।
টীকা কৃতা গোতমসূত্রসন্দী-পনী ময়া ধীরহিতায় কাচিৎ॥
জ্ঞানেচ্ছুকানাঞ্চ সুপণ্ডিতানাং শ্রদ্ধা ভবেদত্র নিতান্তমেব।
অজ্ঞানিনাং দ্বেষবশাদবজ্ঞা ভূতাপি দুঃখায় ন মে কদাচিৎ॥
বিভাব্য দূষ্যং মম বাক্যমেতৎ ধীরৈঃ স্থিরৈর্ন্যায়মতাভিবিজ্ঞৈঃ।
প্রতারকৈঃ সংসদি মূর্খবর্য্যৈঃ দুষ্টং যথেষ্টং ন দুনোতি চিত্তম্॥

ন্যায়সূত্রের বৃত্তিরচনায় প্রচেষ্টাই এ সময়ে প্রশংসাযোগ্য এবং ১৭৪০ শকে (১৮১৮ খ্রীঃ) রচিত এই টীকা একেবারে অজ্ঞাত নহে। আমাদের পুথিটাতে কিছু কিছু পার্শ্বটীকা আছে; বুঝা যায়, ইহা সাবধানে অধীত হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে গ্রন্থকারের প্রৌঢ়িবাদ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই টীকাই ন্যায়সূত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ আহ্নিক মাত্র ১৬ পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত। গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার দুই একটি নিদর্শন উদ্ধার করা আবশ্যক। ৫।২।১৫ সূত্রের ব্যাখ্যা যথা,—"প্রসঙ্গাদনুবাদমাহ—অর্থাদিতি। তস্য পুনরুক্ত-ভিন্নত্বাদিত্যর্থঃ। আপন্নস্য পূর্ব্বপ্রাপ্তস্যার্থস্য স্বশব্দেন তদ্বোধকান্যশব্দেন পুনরভিধানং স ইত্যর্থঃ। অভেদে তৃতীয়া।" (৫৭।১ পত্র) ভাষ্যকার হইতে গোস্বামী পর্য্যন্ত কেহই পুনরুক্ত হইতে পৃথক্ 'অনুবাদে'র লক্ষণ এই সূত্রে ব্যাখ্যা করেন নাই। ৫।১।৪২ সূত্রের ব্যাখ্যার তুলনা সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না:—"প্রতিষেধমস্বভাবয়তি—প্রতিষেধমিতি। প্রসঙ্গ ইতি, ইতীতি শেষঃ। মতানুজ্ঞাঃ—ন্যায়মতজ্ঞা বদন্তীতি শেষঃ"!!! (৫৬।১ পত্র)। ৪।২।৫১ সূত্রের ব্যাখ্যা:—"উপসংহরতি—তাভ্যামিতি। ইতীত্যাদিঃ। তাভ্যাং অর্থিবস্থল-জল্পবিতণ্ডাস্থলাভ্যাং বিগৃহ্য বিশিষ্য কথনমিত্যর্থঃ!! (৫৩।২ পত্র)।

কৃষ্ণকান্তের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এই টীকা তাঁহার নিজ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিমাপক মাত্র—বিশ্বনাথবৃত্তি প্রভৃতি অনতিদুর্লভ গ্রন্থ পর্য্যন্ত না দেখিয়া তাঁহার এই অসমসাহসিক কর্ম্ম নবদ্বীপসমাজের কলঙ্কজনক হইলেও প্রকৃতপক্ষে এতটা দুরবস্থা তদঞ্চলে তখনও উপস্থিত হয় নাই। গোস্বামি-রচিত টীকা কুত্রাপি এত দূর ভ্রান্ত নহে। এই টীকার দুই স্থলে কৃষ্ণকান্ত স্বরচিত ন্যায়রত্নাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন (৬।২, ১২।১ পত্র)।

(৭) **তর্কামৃততরঙ্গিণী**। ইহার একমাত্র আবিষ্কৃত প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবনে আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (৭৮৫ সংখ্যক ন্যায়বৈশেষিক পুথি, পত্রসংখ্যা ২৩, বঙ্গাক্ষর, খণ্ডিত)। ইহাতেও এক অতি বিস্ময়কর কথা আছে। মূল 'তর্কামৃত' প্রকরণ জগদীশ-রচিত বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধি আছে এবং প্রায় সমস্ত পুথির পুষ্পিকায় তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের মতে তর্কামৃত তাঁহার নিজ প্রপিতামহ 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তি'-রচিত:—

প্রপিতামহকৃতে গ্রন্থে ভাবব্যাখ্যোচিতা মম।
অতস্তর্কামৃতগ্রন্থব্যাখ্যাবান্ প্রযতেঽধুনা॥ (২।১ পত্র)

গ্রন্থটি কৃষ্ণকান্তের মতে বহু অধ্যায়ে ('তরঙ্গে') বিভক্ত। প্রত্যেক তরঙ্গের শেষে কৃষ্ণকান্ত লিখিয়াছেন:— অস্মৎপিতামহপিতুর্বচনামৃতেন, তর্কার্থসার্থসুখবোধরসান্বিতেন।

শ্রীকৃষ্ণকান্তরচিতা তু তরঙ্গিণী যা, তত্রাদিমঃ পরিসমাপ্ততরঙ্গ এষঃ॥ (৯।২ পত্র)

অত্র দ্বিতীয়পরিসমাপ্ততরঙ্গনামা (১১।১), তস্যাশ্চতুর্থসুসমাপ্ততরঙ্গ এষঃ (১৮।২), তস্যাঃ সমাপ্তশরসংখ্যতরঙ্গ এষঃ (২২।১)। অর্থাৎ চিরপ্রসিদ্ধির বিরুদ্ধে এই অভিনব কর্তৃত্বারোপ পদে পদে পাঠককে স্মরণ করান হইতেছে—শ্লোকগুলিতে ছন্দঃপতন, দূষণীয় সমাস প্রভৃতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই গ্রন্থেও ন্যায়রত্নাবলী (১৪।২, ২৩।১ পত্রে) ও তট্টীকার (১৪।২) উল্লেখ আছে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের কুলপরিচয় বিশেষভাবে আলোচনীয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক, আমাদের সংগৃহীত একটি তর্কামৃতের পুথিতে পুষ্পিকা আছে, "ইতি মহামহোপাধ্যায়-কৃতিচূড়ামণি-রামকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতং তর্কামৃতং সমাপ্তং। শকাব্দা ১৬৭৩।"

([illegible]) [illegible] নবদ্বীপের ছাত্রদের বোধ্য ছিলেন—তর্কশাস্ত্রের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই সমস্তার সমাধান ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর

ভায়পত্রী কৃষ্ণকান্ত তৎকালীন রীতি অনুসারে পত্রিকা রচনা করিয়া পাণ্ডিত্যের [দে]খাইতে চেষ্টা [ক]রিয়াছেন। তদ্রচিত কয়েকটি ক্ষুদ্র পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। [ব]াগদীশী স্বরস্তিচন্দন-পঙ্‌ক্তির উপর অর্দ্ধপত্র মাত্র। পুষ্পিকাটি কৌতুকজনক এবং কৃষ্ণকান্তের [ই]-সঙ্গত বটে—"ইতি শ্রীযুতকৃষ্ণকান্তবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যভাভানালোচতো নবীনো রমণীয়ঃ পন্থাঃ। বিপক্ষেষু গোপনীয়ঃ॥" এইরূপ এক পত্রে পাকপদের শক্তিবিচারের শেষে আছে :—

ইতি শ্রীকৃষ্ণকান্তেন কল্পিতাপণ্ডিতগুর্ব্বা।
বহুকষ্টসমাধেয়া ধ্যেয়া ধ্যেয়া মনীষিভিঃ॥

এতদ্ভিন্ন ব্যাপ্তিপঞ্চক মা বা (১ পত্র), ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবানুগম (১ পত্র) এবং সিদ্ধান্তলক্ষণোপধি (১ পত্র) তৎকৃত পত্রী আমরা পাইয়াছি।

ভায়শাস্ত্রের এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত কৃষ্ণকান্ত অন্যান্ত বিষয়ে বহুবিধ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত সূচি প্রদত্ত হইল। স্মৃতিশাস্ত্রে 'দায়ভাগের টীকা' ভরত শিরোমণির সুবৃহৎ সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে (১৮৬৬ খ্রী., পৃ. ৩৬১-৪৫৮), রচনাকাল 'শাকে ধরাবেদধরৈকমানে' মধুমাসে অর্থাৎ ১৭৪১ শকের চৈত্র মাসে (১৮২০ খ্রী.)। চূড়ামণি ও তর্কালঙ্কারের টীকা তাঁহার উপজীব্য ছিল। স্থানে স্থানে নব্যন্যায়ের অবতারণা (পৃ. ৩৩৬, ৩৬৯, ৩৭৩) ব্যতীত টীকাটির কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে 'তারার্চ্চন,' 'অন্নদাতত্ত্বামৃত' ও 'কালীপদামৃত'—শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থ (শ্লোকসংখ্যা ৫৩) রাজা গিরিশচন্দ্রের প্রীত্যর্থে রচিত হইয়াছিল :—

শ্রীকালিকাচরণপঙ্কজযুগ্মমত্তঃ, সা[ন্ত]ন্তরত্যবিরতং গিরিশঃ সুযোগী।
কালীপদামৃতমিদং তদুতেহস্ত বোরং শ্রীকৃষ্ণকান্তকবিরেব মুদে মুপস্য॥

তদ্রচিত বেদান্তে 'বেদান্তসারটীকা,' 'কলিকল্মষকৌতুক' নামে চম্পূকাব্য, চৈতন্যভক্তের জন্য 'চৈতন্য-চিন্তামৃত,' চারি 'অনুষ্ঠানে' বিভক্ত 'কামিনীকামকৌতুক' (মোট শ্লোকসংখ্যা ১০০—অধ্যায়ের নাম 'নবোঢ়ানুষ্ঠানং,' প্রাপ্তযৌবনা, জাতমানা ও পতিবিরহিণী) ও 'গঙ্গাষ্টক' নবদ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (Shastri : *Rep.* 1901-02 to 1905-06, pp. 9-10)। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের উত্তরস্থ মাঠে এক গোপালমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় (ওয়ার্ডের গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭)—তদুপলক্ষ্যে কৃষ্ণকান্ত 'গোপাল-লীলামৃত' রচনা করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত মোট ১৮টি গ্রন্থের মধ্যে কেবল দুইটি (শক্তিসন্দীপনী ও গোত্রসন্দীপনী) নবদ্বীপের বাহিরে যৎকিঞ্চিৎ প্রচারিত হইয়াছিল, অন্যান্ত সমস্তই কেবল নবদ্বীপে কৃষ্ণকান্তের আত্মীয়গৃহে পাওয়া গিয়াছে [illegible] তাঁহার কোন গ্রন্থই বাঙ্গলার বাহিরে প্রচারিত হয় নাই। বুঝা যায়, কোন বৈদেশিক ছাত্র তাঁহার স্বয়ংখ্যাপিত পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রতিভাবর্জ্জিত রচনার মধ্যে তিনটি মুদ্রিত হইয়া গেল, অথচ প্রতিভা[illegible]শত রচনা বিলুপ্ত, বিস্মৃত ও অনাদৃত হইয়া রহিল—বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাসের ইহা একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। এখানে উল্লেখযোগ্য, 'অন্বয়' ও 'কৃত্যাপল্লবদীপিকা' নামক

উক্তরূপ তান্ত্রিক নিবন্ধের রচয়িতা বৈদিকাখ্যন ও নবদ্বীপনিবাসী 'শ্রী[illegible]' সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি এবং কৃষ্ণকান্ত অপেক্ষা অনেক প্রাচীন—তদ্রচিত পুথি বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে (নবদ্বীপমহিমা, ২য় সং, পৃ. ৩১৮ সংশোধনীয়)।

কুলপরিচয় ও বংশাবলী : কৃষ্ণকান্ত যেরূপ দাম্ভিক ছিলেন, তাহাতে নিজ বংশগৌরব সম্বন্ধে তাঁহার নীরব থাকার কথা নহে। বর্ত্তমানে তাঁহার নবদ্বীপস্থ ও পূর্ব্বস্থলীস্থিত বংশধরগণ একটি [illegible] কুলপরিচয় প্রদান করেন যে, তিনি 'মধুকর মিশ্রের সন্তান,' অর্থাৎ স্বয়ং মহাপ্রভুর জ্ঞাতিবংশীয় ছিলেন, যদিও সামবেদী ভরদ্বাজগোত্র। আমরা একটি কৃত্রিম বংশলতাও পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে কৃষ্ণকান্তবর্ণিত কোন নামই নাই !! তর্কামৃততরঙ্গিণীর প্রারম্ভে কৃষ্ণকান্ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নামকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ ভবানন্দের বিবরণমধ্যে দ্রষ্টব্য। কোটালিপাড়া-নিবাসী 'সমস্তবৈয়াকরণৈকমান্য' কলাপের পণ্ডিত ছিলেন 'গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী'—কৃষ্ণকান্ত তাঁহার সম্বন্ধে একটি উক্তি করিয়াছেন, যাহা সত্য হইতে পারে না :—

স্মৃত্যর্থসারাম্বুধিপারগামী, স্মৃতিং সমস্তামপি শুদ্ধবুদ্ধিঃ।

'বিবেক'মাত্রে কৃতবান্ সুটীকাম্, আলম্ব্য তামেব বুধাঃ সুধীরাঃ ॥ (২য় শ্লোক)

শূলপাণির বিবেকোপরি যে সুটীকা অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা কৃতার্থ হইতেন, তাহার রচয়িতা নিশ্চিতই কোটালিপাড়ার 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিধারী অপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ নহেন, পরন্তু রঘুনন্দনেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য। কৃষ্ণকান্ত এ স্থলে একটি কৃত্রিম কথা লিখিয়াছেন সন্দেহ নাই। গোবিন্দের তিন পুত্র—দুর্গাপ্রসাদ, চণ্ডিদাস ও 'দেবীদাস বিদ্যাভূষণ'। দেবীদাস ভবানন্দের ছাত্র ছিলেন :—

তমালপত্রশাস্ত্রার্থবাদেন তুষ্টো ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ এবঃ।

ভবান্ মহীয়ান্ ভবিতাত্র শাস্ত্রে, উচে মহাধীরকুলাতিধীরঃ ॥ (৬ শ্লোক)

এই শ্লোকের মনোহর প্রথমার্দ্ধ চিরঞ্জীবের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' হইতে গৃহীত এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের অক্ষম রচনায় ছন্দ ও অক্ষরসংখ্যার পার্থক্য কৃষ্ণকান্তের দৃষ্টিতে পড়ে নাই !! দেবীদাস কাশীতে (অধ্যয়ন ও) অধ্যাপনা করেন এবং পরে পুত্র 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী'র বিবাহ উপলক্ষ্যে আসিয়া পাটলীতে বাস স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ কৃষ্ণকান্তের প্রপিতামহ—তদ্রচিত গ্রন্থের সূচি কৃষ্ণকান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী মমায়ং (প্র)পিতামহঃ।

ন্যায়ে 'বাদার্থসিন্ধুঞ্চ' স্মৃতৌ চ 'স্মৃতিসাগরং' ॥

'তর্কামৃতং' পদার্থেষু 'জ্যোতির্দীপন'মেব চ।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিবদ্ধঞ্চ কৃতবান্ স কৃতী যতঃ ॥

বলা বাহুল্য, পাটলীনিবাসী এই 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী' কাশীনিবাসী মহানৈয়ায়িক 'জগদ্গুরু' রামকৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উক্ত গ্রন্থসূচিতে শেষোক্ত রামকৃষ্ণের কোন গ্রন্থেরই নাম নাই। এ বিষয়ে ডক্টর কবিরাজের লেখা সংশোধনীয় (*S. B. Studies*, V, pp. [illegible])। রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত কেহ নবদ্বীপে বাস স্থাপন করেন নাই, কৃষ্ণকান্তের বিবরণ হইতে এইরূপই সিদ্ধান্ত হয়। কৃষ্ণকান্তের মাতা

(তারিখ) জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশের কর্তা ছিলেন, ইহাই প্রমাণ কথা। কৃষ্ণকান্ত জগদীশের সাক্ষাৎ দৌহিত্রবংশীয় ছিলেন, ইহা ঠিক নহে (Shastri : *Rep.*, pp. 9-10—দুই স্থলে দুই রকম উক্তি আছে)। রামকৃষ্ণের পুত্র 'বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার' রাজা রঘুরামের নিকট ভূমিদান পাইয়াছিলেন (২৮৭নং তায়দাদ, সনদের তারিখ ৯ বৈশাখ ১১২৮, ১২০২ সনে দখলকার পৌত্র কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, ভূমির পরিমাণ ১৪/০, ৪১২৬৮ নং তায়দাদে ভূমির পরিমাণ ৩৭৪/০)। তিনিই প্রথম নবদ্বীপে আসেন। তৎপুত্র 'কালীচরণ ন্যায়ালঙ্কার' রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন (২৮৬নং তায়দাদ)। কৃষ্ণকান্ত স্বয়ং ১১৬২ সনে ৫০/০ ভূমি পাইয়াছিলেন (৪১৬৪৫নং তায়দাদ, "সে সনদ আমার পড়ুয়া বঙ্গদেশীয় শ্রীযুত রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ পুথির সঙ্গে লইয়া যায়")। ইহা অন্নপ্রাশনের সময়ে হইয়া থাকিলে কৃষ্ণকান্তের জন্ম হয় ১১৬১-২ সনে। তাঁহার পত্নী 'উমাময়ী' প্রাচীনাবস্থায় ভূমি বিক্রয় করিয়াছিলেন, বিক্রয়পত্রের তারিখ ৬ আষাঢ় ১২৫১ সন। কৃষ্ণকান্তের পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ (নবদ্বীপনিবাসী হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন) বোধ হয় শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। তৎপুত্র মাধবচন্দ্র শিরোমণির অধস্তন ধারায় ভট্টাচার্য্য উপাধির পরিবর্ত্তে গোস্বামী উপাধি বর্ত্তমানে চলিতেছে। পূর্ব্বস্থলী ও বাহাদুরপুরে তাঁহার বংশে ভট্টাচার্য্য উপাধি অদ্যাপি পরিত্যক্ত হয় নাই।

৪। মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপসমাজের পাণ্ডিত্যখ্যাতি যাঁহাদের দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'মাধব সিদ্ধান্ত' একজন অগ্রণী। তিনি বিচারমল্ল ছিলেন না, তথাপি অধ্যাপনাগুণে তিনি সুবিখ্যাত শ্রীরাম শিরোমণির প্রতিপক্ষরূপে নৈয়ায়িকসমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে তাঁহার উৎকৃষ্ট বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (২য় সং, পৃ. ৩২৪-২৬)—আবশ্যক পরিবর্দ্ধন ও পরিপূরণ সহ তাহা পুনর্লিখিত হইল।

গ্রন্থাবলী : মাধবচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার—তিনিই নবদ্বীপসমাজের শেষ নৈয়ায়িক গ্রন্থকার ছিলেন, এক প্রকারে বলা যাইতে পারে। (১) **শক্তিবাদটীকা :** 'মাধবী' নামে প্রসিদ্ধ এই টীকা একাধিক বার কাশী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের মূল্যবান্ পরিচয়শ্লোকটি শুদ্ধাকারে লিখিত হইল :—

> খ্যাতঃ 'পূতি'-কুলার্ণবেন্দুসদৃশো যশ্চক্রপাণিঃ স্বয়ং
> তদ্বংশ্যো নদরাজভৈরবমহাবেগাস্তথাকারকঃ।
> যো 'বাজেন্দ্র'-কৃতী তদীয়কুলজো বিখ্যাতবিশ্বেশ্বর-
> তৎপুত্রোঽহমিমাং করোমি বিবৃতিং শ্রীমাধবস্তার্কিকঃ॥

(২) **কারকচক্রবিবৃতি :** বহু বার কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রিত সংস্করণের প্রত্যেক সম্পাদক এই 'মাধবী' টীকার রচয়িতাকে মাধব 'তর্কালঙ্কার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ভ্রমাত্মক, ঐ নামোপাধিবিশিষ্ট কোন নৈয়ায়িক নবদ্বীপ কিম্বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ সমাজে বিদ্যমান ছিলেন না। আমরা ইহার পুথি দেখিয়াছি। আমাদের এক

বৃদ্ধপিতামহ হরমোহন ভট্টাচার্য্য (১২৫৭-৭৮ সন) নবদ্বীপ 'পাকাটোলে'র [illegible] তর্করত্নের ছাত্র ছিলেন—তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুথির পুষ্পিকায় যথাযথ আছে 'মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত'। (৩) পদার্থখণ্ডনবিবৃতি : (L. 1072, পত্রসংখ্যা ২৭; মাধব সিদ্ধান্তের গৃহেই আমরা একটি প্রতিলিপি দেখিয়াছি—পত্রসংখ্যা ২১)—আরম্ভ যথা,

যো বিষ্ণবে ত্রিজগতঃ প্রণিধায় ভারং স্বাভীষ্টয়া গিরিজয়া কুতুকী সদৈব।
দেবং তমেব প্রণিপত্য পদার্থতত্ত্বে শ্রীমাধবো বিতনুতে বিবৃতিং সুবোধাং॥

শিরোমণির মৌলিক প্রকরণের উপর টীকা রচনায় ইহাই শেষ প্রচেষ্টা এবং তৎকালে ইহা বিশেষ কৃতিত্ব সূচনা করে। (৪) ন্যায়পত্রী : যুগোপযোগী পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি কতিপয় 'পত্রিকা' রচনা করিয়াছিলেন—আমরা নবদ্বীপে সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশীর 'মাধবী' পত্রিকা দেখিয়াছি (পত্রসংখ্যা ২৫)। (৫) কাব্যমালিকা (কাব্যচন্দ্রিকার টীকা) : আরম্ভ যথা,—

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানামীশায় পরমাত্মনে।
নমঃ সর্ব্বায় সর্ব্বেষাং সর্ব্বদাত্রে নভস্বতে॥
শ্রীনবদ্বীপবসতিঃ শ্রীমন্মাধবসংজ্ঞকঃ।
বিদ্বজ্জনবিনোদার্থং তনুতে কাব্যমালিকাম্॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আমরা ইহার প্রতিলিপি দেখিয়াছি (পত্রসংখ্যা ২৬)।

(৬) হাস্যার্ণবটীকা :—মাধব সিদ্ধান্তের নিজস্ব পুথিমধ্যে ইহা আমরা আবিষ্কার করিয়াছিলাম (পত্রসংখ্যা ১৫)। আরম্ভ যথা,—

তারাপাদসরোরুহং মুনিগণৈর্দেবৈঃ সদা বন্দিতং
যদ্ধ্যানেন সরস্বতী রসবতী বক্ত্রাদ্বিনির্গচ্ছতি।
তন্নিত্যং বিদুষাং মনঃস্থিতমলং বন্দে জনানাং সদা
দেবোরঃস্থলসারসে স্থিতমহো দ্বন্দ্বং সদাহং কিল॥
প্রণম্য সচ্চিদানন্দং মাধবেন সুধীমতা।
হাস্যার্ণবীয়টীকেয়ং ক্রিয়তে প্রমাদরাৎ॥

(৭) মুগ্ধবোধটীকা : কারকপ্রকরণের অতিবিস্তৃত টীকা তিনি আরম্ভ মাত্র করিয়াছিলেন—আমরা ২ পত্র দেখিয়াছি। আরম্ভশ্লোক এই,—

প্রণম্য পরমং জ্যোতির্মাধবেন বুধপ্রিয়া।
ক্রিয়তে মুগ্ধবোধস্য টীকা সন্দেহভঞ্জিনী॥

এতদ্ভিন্ন তিনি অমরকোষের ন্যায় একটি অভিধানও রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠা : মাধবচন্দ্র শঙ্কর-পুত্র শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন বলিয়া আমরা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছিলাম। ওয়ার্ড সাহেবের ১৮১৭ সনের তালিকায় তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়—ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫। অধ্যাপনার সূত্রপাতকালেই তাঁহার এই ছাত্রসম্পৎ তাঁহার অপূর্ব্ব সাফল্য সূচনা করে। তিনি নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করিয়াছেন, কেবল প্রথম জীবনে কিছু কাল (১২২৮-৩১ সনে) নলডাঙ্গারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১২৩৬ সনে তিনি বর্দ্ধমানরাজের বিখ্যাত 'তারণাদ্য বিদ্যালয়ে' পণ্ডিত নিযুক্ত

হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করেন নাই। ১২৬১ সনে শ্রীরাম শিরোমণি "পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন মৃতপ্রায় ও ইতস্ততো গতিশক্তিতে স্থগিত আছেন, অতএব প্রধান রীতি যে সভারূঢ় হইয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত দ্বারা সভ্য জনান্তঃকরণকে সন্তোষিত করণ তৎপক্ষে অক্ষম হইয়াছেন, এই সকল হেতুপন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে (নবদ্বীপাধিপতি রাজা শ্রীশচন্দ্র) তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকল্পিত নিয়মানুসারে সকল পণ্ডিতাভিপ্রায় গ্রহণক্রমে ১৯ আশ্বিন তারিখে প্রাধান্তপদে নিযুক্ত করিয়াছেন" (সংবাদ ভাস্কর, ১৭।১০।১৮৫৪ খ্রীঃ সংখ্যা)। ১০-১১ বৎসর নবদ্বীপসমাজের 'প্রধান' নৈয়ায়িক থাকিয়া তিনি ১২৭২ সনে বৈশাখের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) ৮২ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কাউয়েল সাহেবের পরিদর্শনকালে তাঁহার টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬—তন্মধ্যে বাকলার ৪ জন, দিনাজপুরের ২ জন ও যশোহরের ২ জন। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তাঁহার ছাত্রসম্প্রদায় বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার পরমগুরু শঙ্কর তর্কবাগীশের কীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। প্রায় ৫০ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া তিনি বহু শত ছাত্রকে নব্যন্যায়ে কৃতবিদ্য করিয়া গিয়াছিলেন।

কুলপরিচয় : রাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্র 'পূতিতুণ্ড'বংশে তাঁহার জন্ম—তিনি স্বয়ং শক্তিবাদটীকায় সাধকশ্রেষ্ঠ 'গাংফিরানো ভট্টাচার্য্য' বাজেন্দ্রের (রাজেন্দ্র নহে) বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। আমরা কুলপঞ্জী হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিশুদ্ধ নামমালা লিখিতেছি। পূতিতুণ্ড-বংশীয় চক্রপাণি ২৫ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, পৃ. ২৬)। তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ ছিলেন 'বাদেন্দ্র ভট্টাচার্য্য'। যথা, চক্রপাণি—ব্যাস (ঐ, পৃ. ৪৮)—শুক্লাম্বর (পৃ. ৭৫)—ত্রিলোচন বা তেকাই মিশ্র (পৃ. ৯৮)—হয়গ্রীব (পৃ. ১২০)—সুনন্দ (মতান্তরে সুরানন্দ) —শ্রীকান্ত—রামভদ্র—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—বাদেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ ও রাঘবেন্দ্র। এই বাদেন্দ্র নিশ্চিতই সংক্ষিপ্তসার-কার 'বাদীন্দ্রচক্রচূড়ামণি' ক্রমদীশ্বর নহেন এবং যশোহর, ভূগীলহাটের 'গাংফিরানো ভট্টাচার্য্য'-বংশের আদিপুরুষও নহেন (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং, পৃ. ৩৭৬-৭ সংশোধনীয়)। শেষোক্ত সিদ্ধপুরুষ 'বাদেন্দ্র তর্কপঞ্চানন' চক্রপাণির অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং প্রথমোক্ত বাদেন্দ্রের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন—বাঙ্গলার বহু বংশ তাঁহাকে আদিপুরুষ বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিতেছে। মাধব সিদ্ধান্ত প্রথমোক্ত বাদেন্দ্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। যথা, বাদেন্দ্র—স্মার্ত্ত বাসুদেব বিদ্যাবাগীশ—রুদ্রদাস বাচস্পতি —(গোবিন্দ সার্ব্বভৌম ও) মহাদেব পঞ্চানন—চন্দ্রশেখর (ন্যায়বাগীশ)—বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি—মাধব সিদ্ধান্ত (পরিষদের ২১০২ সং পুথি, ২৫৫।১ ও ৫৭৭।২ পত্র)। এই পণ্ডিতবহুল গোষ্ঠী বহু শতাব্দী ধরিয়া নবদ্বীপনিবাসী এবং 'ব্যাদড়া বংশ' নামে পরিচিত—তাহার কাহিনী এবং বংশের অন্যান্য কীর্ত্তিকথা নবদ্বীপমহিমা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য (২য় সং, পৃ. ৩৭৬-৮২)। পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় মাধব সিদ্ধান্তই এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। আদিপুরুষের নামটি কুলপঞ্জীতে 'বাদেন্দ্র' লিখিত হইলেও মাধব স্বয়ং তাহা বিশুদ্ধাকারে লিখিয়াছেন 'বাজেন্দ্র'।

৯। গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন (১২১৩-৬১ সন)

সাক্ষাৎ গৌতমাবতার এই মহাপণ্ডিতের জীবনী ১২৮১ সনে 'চরিতচতুষ্টয়' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] তাহার সারাংশ পরে নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে মুদ্রিত হয় (১ম সং, পৃ. ১০৪ ; ২য় সং, পৃ. ৩২৬-২৮)। চরিতকারের মতে ১৭২৮ শকাব্দে (১৮০৬-৭ খ্রী.) গোলোকনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন—পিতার নাম হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরাম শিরোমণির নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি এক বৃহৎ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা বন্যায় ভাসিয়া যায়। পরে শান্তিপুরের 'শিবচন্দ্র বাবু' নূতন চতুষ্পাঠী করিয়া দিয়াছিলেন। অতিসত্বরই ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার প্রতিভার কথা সমস্ত বিদ্যাসমাজে প্রচারিত হয় এবং ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে প্রতিভাশালী ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আসিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন 'পরিষ্কার'-প্রণালী আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। নদীয়ার সদর-আমীন বিখ্যাত রামলোচন ঘোষের চেষ্টায় তিনি বিক্রমপুর-সমাজে নিমন্ত্রিত হইয়া তত্রত্য মহারথিগণের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে জয়ী হইয়াছিলেন—তাঁহার গৌরবময় সারস্বত জীবনের জয়যাত্রা এই ঘটনা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। চরিতকার মুরশিদাবাদ, দেবীপুরে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ বিচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (পৃ. ৪৮-৫১)—ঐ বিচারে স্বয়ং শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব সিদ্ধান্ত পরাভূত হইয়াছিলেন এবং মধ্যস্থ নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন গোলোকনাথেরই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরাম শিরোমণি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক কলুষিত করেন এবং বহু বিচার-সভায় গোলোক-নাথকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। নবদ্বীপসমাজের এই উত্তেজনাপূর্ণ যুগের বহু কাহিনী আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি। পরিশেষে কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মহাসভায় পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী 'পরমহংস জ্যোতিঃস্বরূপে'র সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে গোলোকনাথের পরম সাফল্য ও দেবভাষায় বক্তৃতাশক্তি তাঁহাকে 'জগদ্বিখ্যাত' (পৃ. ৫৫) করিয়া তুলিয়াছিল (১৯।৯।১৮৫৪ ইং সংখ্যা সম্বাদভাস্কর, পৃ. ২৭৪ দ্রষ্টব্য)। ভাস্কর-সম্পাদকের একটি মনোহর শ্লেষোক্তি গোলোকনাথের স্তুতিস্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

"লক্ষ্মীকান্তের লক্ষ্মী সরিয়াছেন, ব্রজনাথ পক্ষপাত করেন, মাধবে বিচারমধু দেখিতে পাই না, তবে আর কে আছেন, লোকেরা গোলোকে নির্ভর করুন" (ঐ, ১৮।৩।৫৪ ইং সংখ্যা, পৃ. ৫৭৫)। সে কালের অদ্বিতীয় পণ্ডিতসেবী দুর্দান্ত ভূস্বামী রতন রায়ের কাশীপুরস্থ ভবনে গোলোকনাথ বিসূচিকা রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন (১৭৭৬ শকাব্দের শেষ ভাগে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে)। তৎকালে তাঁহার টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০—সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয় সরকার মহাশয় ঐ সময়ের ছাত্র মহামহোপাধ্যায় কৈলাস শিরোমণির নিকট জানিয়া এ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (পূর্ণিমা, ১৩১৫, পৃ. ৫০৩)। নরহরি বিশারদ হইতে গোলোকনাথের পৌত্র সর্ব্বেশ্বর পর্য্যন্ত ৪৫০ বৎসর মধ্যে গোলোকনাথের এই অতুলনীয় ছাত্রসম্পৎ,

---

২। চারি আনা মূল্যের এই অতিদুর্লভ গ্রন্থ নবদ্বীপনিবাসী 'শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য' বাঙ্গালী স্কুল হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রচনা লোহারাম শিরোরত্ন দেখিয়া দিয়াছিলেন। চারি জনের জীবনী ইহাতে সঙ্কলিত হয়—রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (অর্থাৎ বুনো রামনাথ) পৃ. ১-৩৪, গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন, পৃ. ৩৫-৬২, চাণক্য পণ্ডিত, পৃ. ৬২-৭৮ এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, পৃ. ৭৮-৯৫। গোলোকনাথের চরিত উক্ত স্কুলের হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। বাঙ্গলা ভাষায় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের জীবনী রচনায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা, যদিও শোচনীয়ভাবে উপেক্ষিত।

বোধ হয় একমাত্র শঙ্কর তর্কবাগীশ ব্যতীত, কোন নৈয়ায়িক অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং লক্ষ্য করা আবশ্যক, সকল ছাত্রই প্রবীণ ও চরম পর্য্যায়ের শিক্ষার্থী। আমরা একজন নৈয়ায়িকের মুখে শুনিয়াছি, ছাত্রসর্ব্বস্ব গোলোকনাথ ৺তীরস্থ হইয়া বিকারাবস্থার শেষ মুহূর্ত্তে রামনামের পরিবর্ত্তে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিন বার 'আওড়াও, আওড়াও, আওড়াও' উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পত্রিকা-রচনা : গোলোকনাথের পুত্র হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মুক্তিবাদটীকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন :—"আমি গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। ঐ ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রাদিতে অসাধারণ ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র পরিষ্কার নিমিত্ত নানাবিধ নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কোন কোন গ্রন্থের পত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িগণ প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। অল্প কালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ইচ্ছা থাকিলেও কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই।" গোলোকনাথ বাল্যকাল হইতেই লিপিকুশল ছিলেন এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুলিপি নবদ্বীপে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে শাঙ্করভাষ্য, বৈয়াকরণভূষণসার ও সাংখ্যসূত্রবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত প্রাণগোপাল তর্কতীর্থের নিকট গোলোকনাথের লিখিত একটি বিরাট্ পত্রিকাসঙ্কর দেখিয়াছিলাম—পত্রসংখ্যা ৫৩১। চোরের হাত হইতে রক্ষার জন্য গোলোকনাথ একটি শ্লোকার্দ্ধ যোজনা করিয়াছিলেন—"ইদং হরতি যো মূঢ়ঃ স হি নির্ব্বংশকো ভবেৎ।" কোন কোন অনুলিপির শেষে, যথা—১৭৭৪ শকে লিখিত গৌতমসূত্রের বিশ্বনাথবৃত্তিতে, গুরুবন্দনা আছে, "শ্রীশ্রীরামশর্ম্মণে গুরবে নমঃ।" তাঁহার রচিত পত্রিকাসমূহ প্রধানতঃ কালীশঙ্করী পত্রিকার পরিবর্দ্ধন ও পরিষ্কার এবং নবদ্বীপ হইতে বিদেশী ছাত্রের দ্বারা তাহা সত্বরই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র (বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ অঞ্চলে) প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা নবদ্বীপে তদ্রচিত বহু পত্রিকা দেখিয়াছি—ব্যাপ্ত্যনুগম জাপা (৯ পত্র—শেষে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লিখিত আছে), অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি গোলোকী (৬২ পত্র) প্রভৃতি। মাদ্রাজে 'পঞ্চলক্ষণীবিবেচনী' ও 'গোলোকন্যায়রত্নীয়ম্' (R. 1583 a-b) আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবচ্ছেদক জাপা ('তাদাত্ম্যসাধ্যাভাবঘটকত্বস্তু') ৪ পত্রে সম্পূর্ণ—শেষের শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :—

> অতিকষ্টৈঃ সুচিতোঽয়ং বিশিষ্টৈরিষ্টকারিভিঃ।
> ব্যলেখি পাঠপুষ্ট্যৈ হি নত্বা কৃষ্ণপদং ময়া॥

বস্তুতঃ গোলোকনাথের অতিকষ্টসূচিত তত্ত্বসমূহ নব্যন্যায়ের জটিলতাকে শেষ সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছিল, স্বয়ং রাখালদাস ন্যায়রত্ন তাহা স্বীকার করিয়াছেন (বিজয়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৬৪১)। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, এই চরম জটিলতাও তৎকালে আকর্ষণের বস্তু ছিল—ভীতির বা উপেক্ষার নহে।

হেত্বাভাসের সামান্যনিরুক্তিগ্রন্থে গদাধরের পঙ্‌ক্তিবিচার পত্রিকাসাহিত্যের মূর্দ্ধাভিষিক্ত পরিচ্ছেদ এবং গোলোকনাথ তদুপরি জীবনপাত করিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইয়া উক্তি করিয়াছিলেন—"ন হি ন হি রক্ষতি সামান্যনিরুক্তিঃ"। অনুগত প্রতিভাবান্ ছাত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে গ্রন্থের গ্রন্থিভেদ সুকর নহে। গোলোকনাথের শত শত ছাত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ও তাঁহার প্রিয়তম ছিলেন 'পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি' এবং সামান্যনিরুক্তির গোলোকী বিবেচনা উভয়ের চিন্তাপ্রসূত কুসুম। বহু পূর্ব্বে মহীসুর হইতে তেলেগু অক্ষরে ইহা মুদ্রিত হয় এবং পরে অন্য সংস্করণও হইয়াছিল। আমরা ১৮১৫ শকাব্দের নাগরাক্ষর সংস্করণ দেখিয়াছি। রামদেশিকের রচনা

বলিয়া মুদ্রিত হইলেও গোলোক ও তাঁহার ভ্রাতার নাম মূলতঃ নির্দিষ্ট হইয়াছে—বস্তুতঃ গোলোকনাথের ছাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে স্তুতিশ্লোকটি গোলোকনাথের বিষয়েই সার্থক হয় :—

শিরোমণেরভিনবভাববর্ণনং গদাধরঃ সংপ্রথয়াম্বভুব।
গদাধরস্বাভিমতভাবপত্রিকাং চকার হ্যার্য্যস্বধীর্মহাত্মা॥

উক্ত পার্বতী বাচস্পতি পরে পঞ্চকোটরাজের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিচারনিপুণতা বাঙ্গলার সমস্ত বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। পঞ্চকোটরাজ নবদ্বীপাদি সমাজের পণ্ডিতগণকে বিচারে আহ্বান করিয়া প্রচুর মর্য্যাদা করিতেন—কিন্তু নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকগণও বাচস্পতির সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেন না এবং রাজার আমন্ত্রণ তন্নিমিত্ত প্রায়ই গ্রহণীয় হইত না। আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি, এক বৎসর শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্র শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ একাকী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া বাচস্পতির সহিত বিচারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আসিয়াছিলেন। ভাটপাড়ায় ৺পঞ্চানন তর্করত্নের গৃহে এই বাচস্পতির স্বহস্ত-লিখিত 'ব্যুৎপত্তিবাদ' গ্রন্থ রক্ষিত আছে। বাচস্পতির এক কৃতী ছাত্র ছিলেন বড়িশার জানকীনাথ তর্করত্ন।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত : গোলোকনাথের কৃতী পুত্র ও ছাত্র। তিনি বিচারপটু ছিলেন না, কিন্তু উৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন এবং সমকালীন নৈয়ায়িকদের মধ্যে তাঁহার ছাত্রসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। কাউএল সাহেবের পরিদর্শনকালে (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) যে আট জন নৈয়ায়িকের চতুষ্পাঠী নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ হরিনাথের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩—'বিদেশী' ছাত্র মেদিনীপুরের ৫ জন, মিথিলার ৪ জন ও নেপালের ১ জন (p. 92.)। তিনি মূলাজোড়ের বিখ্যাত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন (১২৭৯-৯১) এবং তাঁহার সময়েই উক্ত বিদ্যালয়ের নামযশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া বেশী কাল জীবিত ছিলেন না—১২৯৬ সনে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৫ জন (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ১০৬ ; ২য় সং, পৃ. ৩৩০)—গৌড়ীয় নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের নির্ব্বাণোন্মুখ উজ্জ্বলতার ইহাই শেষ স্ফূর্ত্তি।

হরিনাথ গ্রন্থকার ছিলেন। তদ্রচিত গদাধরীয় মুক্তিবাদের টীকা মূলাজোড় অবস্থানকালে ১২৮৪ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল ; পিতৃপরিচয়শ্লোকটি মনোহর এবং উদ্ধারযোগ্য :—

তর্কো ভৃঙ্গমিবাম্ভোজং গোলোকনাথমাপ যম্।
তৎসূনু-হরিনাথেন মুক্তিবাদো বিশদ্যতে॥

শক্তিবাদের টীকা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে—১৯৪১ সম্বতে ইহা প্রথমতঃ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে একাধিক বার কাশী হইতে ইহা নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ১২৯৪ সনে প্রকাশিত 'ন্যায়তত্ত্বপ্রবোধিনী' তদ্রচিত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ। সর্ব্বশেষে তিনি গৌতমসূত্রের এক অভিনব বৃত্তি প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ রচনারম্ভ করেন, কিন্তু প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিক মাত্র (পৃ. ৮৮) মুদ্রিত করিয়াই তিনি স্বর্গত হন। পরে হরিনাথের ছাত্র আশুতোষ তর্কভূষণ টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সাহায্যে 'ন্যায়দর্শন' সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন (১৮৩৫ শকাব্দ, পৃ. ৬৭৭)। এই গ্রন্থের অংশবিশেষ (পৃ. ২১৯-৪৯৯) হরিনাথের কৃতী পুত্র ও ছাত্র সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম বিশেষ যোগ্যতার সহিত রচনা করিয়াছিলেন (২৫৪, ৪০০, ৪৯৯ পৃষ্ঠার পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বেশ্বর পিতামহের প্রতিভা ও বাগ্মিতা

লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সনে তাঁহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬। পিতার অনুসরণ, 'নবদ্বীপ বিদ্বজ্জননী সভা'র সম্পাদকতা, ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের সংস্করণ প্রভৃতি পণ্ডিতজনোচিত কার্য্যে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও তৎপরতা নবদ্বীপে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে সহসা নির্ব্বাপিত করিয়া ১৩০৭ সনের আশ্বিন মাসে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে সর্ব্বেশ্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। বিগত শতাব্দীর পূর্ত্তিবৎসরে সংঘটিত এই শোচনীয় ঘটনাতেই আমরা বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সমাপ্তিরেখা অঙ্কিত করিব। নরহরি বিশারদের মণিটীকা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের গৌতমসূত্রটীকা পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ৪৫০ বৎসরের সারস্বত অবদান নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের অতুলনীয় কীর্ত্তি এবং বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ১৯০১ সনে প্রকাশিত প্রত্যক্ষ-গাদাধরীর সম্পাদক কাঞ্চীনিবাসী* অনন্তাচার্য্য গদাধরের বিবরণ-সংগ্রহার্থ 'প্রিয়সুহৃৎ শ্রীমান্ সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে'র নিকট দুই বার পত্র লিখিয়াও উত্তর পান নাই—তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ যথাসময় কাঞ্চীতে পৌঁছাইলে ইহা লিখিত হইত না। নবদ্বীপে সহাধ্যয়নকালেই উভয়ের সৌহৃদ্য সম্ভাবিত হয়—সুতরাং সুদূর কাঞ্চীনিবাসী 'প্রতিবাদী' অনন্তাচার্য্য হরিনাথের ছাত্র ছিলেন, সন্দেহ নাই।

১০। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১১০১—১২১৪ সন)

স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রগুরু সুদীর্ঘজীবী মহাপণ্ডিত বিগত তিন শতাব্দী-মধ্যে বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনীসংক্রান্ত অনেক কথা এখন প্রধানতঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিশ্রমে সুবিদিত। জীবদ্দশায় তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠার প্রামাণিক চিত্র সর্ব্বাগ্রে অঙ্কিত করা আবশ্যক—বাঙ্গালী এখন তাহা ভুলিতে বসিয়াছে। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব হিন্দুদের বিবরণ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ ৪ খণ্ডে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন।[৩] গ্রন্থের প্রথমাংশ রচনাকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জীবিত ছিলেন। বাঙ্গলার তৎকালীন চতুষ্পাঠীসমূহ বিষয়ে ওয়ার্ড সাহেবের কৌতূহলজনক মূল্যবান্ উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"At Trivanee, about 28 miles north of Calcutta, is a large chauvaree, where a bramhun named Jugunnat'hu Turku Punchanunu presides. He knows a little of the vadus, and, it is said, has studied the vadantu, shankhya patunjulu, the nya, smrittee, tuntru, ulunkaru, kavyu, pooranu, and other shastrus. He is supposed to be the most learned and the oldest man in Bengal. He is said to be 109 years old. At Nudea is the second chouvaree in Bengal. Here Shunkuru Turku Vageeshu presides. He is learned in the nya shastrus. There are a great number of chouvarees in Bengal ; amongst others of inferior note are those

৩। W. Ward : *Account of Writings, Religion and Manners of the Hindoos* : 4 Vols. মুখপত্রে Jan, 1811 তারিখ আছে, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে (II. 315) ১৭২৯ শকাব্দের (১৮০৭ খ্রীঃ) পঞ্জিকার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, মূল রচনা ১৮০৭ সনের পরে নহে। এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণসমূহ অনেক পরিবর্ত্তিত বটে।

at Koomarhuttu, Muhoola, Valee, Gooptipara, Santipooru, etc." (I. p. 200) নবদ্বীপের পূর্ণ অভ্যুদয়কালেও জগন্নাথের সর্ব্বাতিশায়ী প্রতিষ্ঠা অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী নিজে তাঁহাকে কি চোখে দেখিতেন, একবার জানা আবশ্যক। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্বৎসেবী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে 'নবরত্ন' সভা স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার-রচিত 'মাধব-মালতী' গ্রন্থে নবকৃষ্ণের 'নবরত্ন' সভার বর্ণনা এই :—

তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ। সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ। তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নন্দের শঙ্কর। বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিবরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম। শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ। আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥ (পৃ. ৪)

রাজা রামমোহন রায় জগন্নাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—Jagannath was universally acknowledged to be the first literary character of his day, and his authority has nearly as much weight as that of Raghunandana. (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭৩১, পাদটীকা।) অর্থাৎ জগন্নাথ তাঁহার সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন এবং তাঁহার প্রামাণ্যগৌরব প্রায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সমান ছিল। জগন্নাথের জনৈক ছাত্র রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্বরচিত 'বার্ত্তিকমালা' (সোসাইটির পুথিবিবরণী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৭-১৮) গ্রন্থে উৎকৃষ্ট গুরুস্তুতি করিয়াছেন,—

বিদ্যাবিত্তবয়ঃকুলাদিবিভবৈঃ খ্যাতোঽদ্বিতীয়ঃ স্বয়ং
শশ্বদ্‌গেয়গুণো গুণাকরনৃণামাসীত্রিবেণীপুরে।
শ্রেয়ঃশ্রেণিবিধানসাধনজগন্নাথেন নাম্নাপি চ
শ্রীপঞ্চাননসোদরো দ্বিজবরো যস্তর্কপঞ্চাননঃ॥

অর্থাৎ জগন্নাথ বিদ্যায়, বিত্তার্জ্জনে, বয়সে এবং কুলমর্য্যাদাদিতে 'অদ্বিতীয়' ছিলেন। জগন্নাথ পিতৃশ্রাদ্ধের পর একটি 'অমৃতি' মাত্র সম্বল করিয়া সংসার আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকালে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং বহু সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান।

জগন্নাথের ছবি : জগন্নাথের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। এই দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির বিবরণ এই :—

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৮০৫ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গাজীপুরে পরলোক গমন করেন। কলিকাতার সাহেবেরা সভা করিয়া, চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে গাজীপুরে তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরমধ্যে কর্ণওয়ালিসের প্রস্তরক্ষোদিত দক্ষিণাভিমুখী মুখাকৃতির (Medallion bust) সম্মুখে এক ব্রাহ্মণের ও পশ্চাতে এক মুসলমানের দণ্ডায়মান অধোমুখ পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে এই ব্রাহ্মণই বাঙ্গালী শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ক্ষোদিত লিপিতে কিম্বা সরকারী কাগজপত্রে ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই বটে, কিন্তু

সোমপ্রকাশে এক পত্রলেখক নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যে উহা জগন্নাথের মূর্ত্তি বলিয়াই লিখিয়াছেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৭৩৫)। মূর্ত্তিগুলির ক্ষোদিতার নাম Flaxman (Fisher : N. W. P. Gazetteer, Gazipur, 1883, pp. 122-3 দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথের চরিতকার প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানিয়া জগন্নাথের শরীরের বর্ণনা করিয়াছেন,—"জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গৌরাঙ্গ ছিলেন না—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার দেহ সুগঠিত ও লোমশ, বাহু দীর্ঘ, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত এবং চক্ষু উজ্জ্বল ছিল।" (উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত জীবনী, পৃ. ১৫)। বর্ত্তমান ছবির সহিত এই বর্ণনার মিল রহিয়াছে। আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি, তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'লোমশ মুনি' আখ্যা দিয়াছিলেন। জগন্নাথের বিস্ময়কর জীবনাখ্যানের মূলকথা আমরা সংক্ষেপে লিখিতেছি[৪]।

জন্ম-মৃত্যুর তারিখ :—জগন্নাথের জন্মাব্দ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; এক মতে ১১০১ সন এবং অন্য মতে ১১০২ সন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ওয়ার্ড সাহেব তিন স্থানে তিন প্রকার দিয়াছেন :—১০৯, ১১২ এবং ১১৭।[৫] জগন্নাথের মৃত্যুসন বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; বিশ্বকোষ, চরিতাষ্টক, উমাচরণ ভট্টাচর্য্য-রচিত জীবনীগ্রন্থ ও রজনীকান্ত গুপ্তের 'চরিতকথা'য় ১২১৪ সনে তাঁহার মৃত্যু অভ্রান্তরূপে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ ইংরাজি সনটি ১৮০৭ না হইয়া ১৮০৬ হইয়া রহিয়াছে। জগন্নাথের মৃত্যুদিবসের উল্লেখ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তৎকালে ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে জন্ম-মৃত্যুর শকাঙ্ক অপেক্ষা তিথিটিই অভ্রান্তরূপে প্রচারিত হইত। উমাচরণ ভট্টাচার্য্যের লেখানুসারে জগন্নাথের মৃত্যুতিথি 'আশ্বিনী কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া' (পৃ. ৫৫), গণনানুসারে তদ্দ্বারা ১২১৪ সনের ৪ কার্ত্তিক

৪। জগন্নাথের জীবনী কালীময় ঘটকের প্রথম চরিতাষ্টকে, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত গ্রন্থে (১৮৮০, পৃ. ৬০), রজনী গুপ্তের চরিত-কথায়, বিশ্বজীবন পত্রিকায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথার ২য় খণ্ডে (পৃ. ৭২৯-৩৫) এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৪৯, পৃ. ১-১৪) দ্রষ্টব্য।

৫। 'being 109 years old at the time of his death" (2nd Ed., 1818, Vol. I, p. 595, 3rd Ed., Vol. IV, 1820, p. 496)

"who lived to be about 117 years of age" (3rd Ed., Vol. III, p. 196 f. n.)। এ স্থলে ওয়ার্ড সাহেব একান্নবর্ত্তী পরিবারের উদাহরণস্বরূপ জগন্নাথের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও একজন বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রভৃতি ৭০-৮০ জনের সুবৃহৎ পরিবারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—In this family, for many years, when at a wedding or on any other occasion, the ceremony called the Shraddhu was to be performed, as no ancestor had deceased, they called the old folks, and presented their offerings to them. (উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত জীবনী, পৃ ৫১ দ্রষ্টব্য)।

জগন্নাথ বাল্যকালে ৺পঞ্চানন ঠাকুরের দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি ওয়ার্ড সাহেব এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :—The late Jugunnat'hu-Turkku-Punchanunu, WHO DIED IN THE YEAR 1807 AT THE GREAT AGE OF 112, and who was supposed to be the most learned Hindoo in Bengal, used to relate the following anecdote of himself : Till he was twenty years old, he was exceedingly wild, and refused to apply to his studies. One day his parents rebuked him very sharply for his conduct, and he wandered to a neighbouring village, where he hid himself in the vutu tree, under which was a very celebrated image of Punchanunu While in this tree he discharged his urine on the god, and afterwards descended and threw him into a neighbouring pond. The next morning, when the person whose livelihood depended on this image arrived, he discovered that his god was stolen !!...(1st Ed., Vol. III, p. 251 f. n.)

(অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রীঃ, ১৯ অক্টোবর) জগন্নাথের মৃত্যুদিবস নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়। তাঁহার জীবদ্দশায় পৌত্র ঘনশ্যামের এবং কৃষ্ণনগরের জজ-পণ্ডিত (১৭৯৩-১৮০৭ খ্রী.) অপর পৌত্র গঙ্গাধর তর্কভূষণের অকালমৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হইয়া তিনি মারা যান—উভয়েই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ও তাঁহার প্রিয়তম ছিলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ জগন্নাথের জন্মশকাব্দে সন্দেহনিরসনের উপায়ও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে জগন্নাথের বয়স ১১১ (চরিতাষ্টক) হইতে ১১৩ (উমাচরণ ভট্টাচার্য্য) মধ্যে ছিল; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জন্মতিথি 'আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমী' (উমাচরণ, পৃঃ ৬) এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার রাশ্যাশ্রিত নাম ছিল 'রামরাম'। জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে একমাত্র 'তুলা রাশি'তে রকারাদি নাম নির্ব্বাচন হয়। ১০৯৯, ১১০০, ১১০২ ও ১১০৩ সনে আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীতে তুলারাশি ছিল না, ছিল বৃশ্চিক রাশি। ১১০১ ও ১১০৪ সনে ঐ তিথিতে তুলা রাশির সংযোগ ছিল। মৃত্যুকালে জগন্নাথের বয়স ১১০এর উপর ছিল, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং ১১০৪ সন ছাড়িয়া আমরা ১১০১ সনেই জগন্নাথের জন্ম নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করিতে পারি। গণনানুসারে ১১০১ সনের ৯ আশ্বিন, বৃহস্পতি বার বিশাখা নক্ষত্রে তাঁহার জন্মকাল নির্ণীত হয়[৬] (অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৬৯৪ খ্রীঃ)। কৌতূহলী পাঠকের জন্য জগন্নাথের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান এখানে প্রদত্ত হইল; ঐ দিবস পঞ্চমী ৫৬।১৫ পল ব্যাপী এবং বিশাখা নক্ষত্র ২০।৩০ পল ব্যাপী ছিল। সুতরাং [illegible] ৬ দণ্ডমধ্যে জন্ম হইলে তুলা রাশি হয়। মিথুনে কেতু, কর্কটে বৃহস্পতি, সিংহে বুধ ও শুক্র, কন্যায় লগ্ন ও রবি, তুলায় চন্দ্র (১৬ নক্ষত্র) ও মঙ্গল এবং ধনুতে শনি ও রাহু।

কুলপরিচয় :—'বিবাদভঙ্গার্ণবে'র পুষ্পিকায় জগন্নাথ তাঁহার পরিচয় এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—"পরিচ্ছেদাতীতাখিলবিদ্যাধারাপরিশীলনবিমলীকৃত-'পালধি'-কুলপ্রসূত-জাহ্নবীসমলংকৃত-ত্রিবেণীনিলয়শ্রীরুদ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীজগন্নাথতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্যকৃতে বিবাদভঙ্গার্ণবে………"। অর্থাৎ জগন্নাথ রাঢ়ীয় শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্র, 'পালধি'গাঞী, শুদ্ধ শ্রোত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বংশ সমস্ত শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা ন্যায়-স্মৃতি-প্লাবিত বঙ্গদেশে একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিল এবং জগন্নাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বীজ ধারণ করিয়াছিল। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে শ্রোত্রিয়বংশের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ত্রিবেণীর পালধিবংশে জগন্নাথের পূর্ব্বে কুলক্রিয়া

৬। ১৭৮৯ সালে সার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ 'Fatal Ring' নামে প্রকাশ করেন। ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিত আছে যে, নাটকখানা জগন্নাথের কণ্ঠস্থ ছিল—"The venerable Compiler of the Hindu Digest, *who is now in the eighty-sixth year* has the whole play of Sacontala by heart as he proved when I last conversed with him to my entire satisfaction." এতদনুসারে জগন্নাথের জন্ম হয় ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যুকালে বয়স হয় ১০৩ মাত্র—ইহা সমস্ত বিবরণের বিরোধী। জোন্স ৯৬ স্থলে ভ্রমক্রমে ৮৬ লিখিয়াছেন। কারণ, ১৭০৪ সালে আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীর সহিত তুলারাশির সংযোগ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যম পুত্র গঙ্গাধরের জন্মসন ১১৩৪ সালের পরে নহে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে। ঐ সনে, সম্ভবতঃ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে, গঙ্গাধর নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভূমি দান পাইয়াছিলেন (নদীয়ার ২২৮০২ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথের প্রথম পৌত্রের জন্মকালে সুতরাং তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৪৫—দরিদ্র ভট্টাচার্য্য-বংশে ইহা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, জগন্নাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাসের জন্ম ১১৯৯ সনে, কি কিছু পূর্ব্বে এবং এক পুরুষের গড়পড়তা হয় ২৪ বৎসরেরও কম—ইহাও অসম্ভব। সুতরাং ভ্রম-সংশোধনপূর্ব্বক ১৬৯৪ সনেই (১৬৯৫ নহে) তাঁহার জন্ম-সন নির্ণীত হইল।

দ্বারা কেহ সমৃদ্ধি সূচনা করেন নাই। জগন্নাথই প্রথম সমৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়া তিন কন্যাই কুলীনে সম্প্রদান করিয়া সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ফুলিয়ামেলের বিখ্যাত কুলীন নারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র এবং মুলুকচন্দ্রের পুত্র রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কুলক্রিয়ার বর্ণনায় কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়—"ত্রিবেণী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্ত কন্যাবিবাহঃ, স তু আধুনিক পালধি।" (পরিষদের ১৮১৫ সং পুথির ৩২৪।২ পত্র এবং পৃথক্ ৭।২ পত্র)। আমাদের হস্তগত একটি কারিকা উদ্ধৃত হইল : 'আধুনিক' জগন্নাথতর্কপঞ্চানন। তার সুতা লইয়াছিলেন গোপাল ভাজন॥ কুলাচার্য্যের এই উক্তি দ্বারা ত্রিবেণীর পালধিবংশ মূলতঃ বিশুদ্ধ কি না, সন্দেহ উত্থাপিত হইতেছে। যাহা হউক, এই রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্র (জগবন্ধু) নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—ইহাও জগন্নাথের গৌরবজনক সন্দেহ নাই। ফুলিয়ামেলের বিষ্ণুঠাকুরসন্ততি রামদেব-বংশ সীতারাম-গোষ্ঠী-সম্ভূত 'রামরাম মুখোপাধ্যায়' 'ত্রিপিণি' জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন (ঐ, ৩।১ পত্র)।

এই বংশ ত্রিবেণী-সমাজের মৌলিক বংশ নহে। জগন্নাথের আদিপুরুষ দীননাথ ঠাকুর যশোহর হইতে এখানে আসেন। 'ষড়্দর্শন'বিৎ গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ, তৎপুত্র শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন, তৎপুত্রদ্বয় চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ও হরিহর তর্কালঙ্কার (পৃ. ১৮৯-৯০ দ্রষ্টব্য), হরিহরের পুত্রদ্বয় ভবদেব ও রুদ্রদেব এবং সর্ব্বোপরি জগন্নাথের অলৌকিক প্রতিভায় ত্রিবেণীর প্রাচীন বংশগুলি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। জগন্নাথের বংশে একটি বিস্ময়কর প্রবাদ প্রচলিত আছে—এক পুরুষ অন্তর এই বংশে প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। জগন্নাথের পিতা ও জ্যেঠা অপেক্ষা পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ পিতামহ (চন্দ্রশেখর বাচস্পতি) অধিক প্রতিভাশালী ছিলেন এবং চন্দ্রশেখরের পিতা অপেক্ষা পিতামহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপর দিকে জগন্নাথের পুত্রাপেক্ষা পৌত্র ঘনশ্যাম এবং ঘনশ্যামেরও পৌত্র রামদাস প্রতিভার অবতার ছিলেন।

বাল্যজীবন : বাল্যে জগন্নাথের মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়েন। তাঁহার পঠদ্দশায় দুইটি প্রতিভাসূচক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি পিতার নিকট ব্যাকরণাদি পড়িয়া জ্যেঠা ভবদেব ন্যায়ালংকারের বাঁশবেড়িয়াস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র পড়েন। "একদিন ভবদেব তাঁহার পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতি-প্রণীত প্রসিদ্ধ দ্বৈতনির্ণয় নামক স্মৃতিগ্রন্থ জনৈক কৃতবিদ্য ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন ; বহু চিন্তাতেও এক স্থানে আর্থিক আপত্তির উপপত্তি করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'এই স্থানটি জেঠা মহাশয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই।' অদূরবর্ত্তী জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'মহাশয়ের জেঠা উত্তম বুঝিয়াছিলেন, আমার জেঠা বুঝিতে পারিতেছেন না।' (উমাচরণ, পৃ. ৯-১০)। দ্বৈতনির্ণয় স্মৃতিশাস্ত্রের কূটবিষয়ের মীমাংসাগ্রন্থ এবং তাহার দুরূহ পঙ্ক্তি-বিশেষের অর্থসঙ্গতি করা সহজ নহে। জগন্নাথের ন্যায়গুরু ছিলেন রঘুদেব বাচস্পতি, ইনি কামালপুরের ভট্টাচার্য্যবংশের তৎকালীন প্রধান নৈয়ায়িক এবং ত্রিবেণীতে তাঁহার টোল ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য আছে, 'ত্রিবেণ্যাং রঘু-রাঘবৌ'। ন্যায়শাস্ত্র আরম্ভ করার এক বৎসর পরে জগন্নাথ নবদ্বীপের রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করেন (উমাচরণ, পৃ. ১২-১৫)। রমাবল্লভ দীধিতির টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

অধ্যাপনা : ২৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর অতি নিঃস্ব অবস্থায় তিনি টোল করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তাহা হইতে বিরত হন। অর্থাৎ পূর্ণ ৯০ বৎসর (১৭১৮-১৮০৭ সন) তিনি অবাধে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। জগতের সারস্বত ইতিহাসে এই বিস্ময়কর ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে ঘটে নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল "ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্ব্বেদ" (উমাচরণ, পৃ. ১৭)। তন্মধ্যে ন্যায়ের ছাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তদ্ভিন্ন বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশে তৎকালে এই সকল শাস্ত্রের পৃথক্ অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল না। কালক্রমে বর্দ্ধমান-রাজ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির পোষকতায় তিনি বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন এবং পূর্ণ অভ্যুদয়কালেও নবদ্বীপকে নিষ্প্রভ করিয়া দেন। নবদ্বীপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিতে বাঁশবেড়িয়া, কুমারহট্ট প্রভৃতি সমাজ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র জগন্নাথই তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যে কতটা কৃতিত্ব সূচিত হইয়াছে, আমরা আজ তাহা বুঝিতে অসমর্থ। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে ৫০০ বৎসরে (১৪০০-১৯০০ সাল) যত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমষ্টি-সংখ্যা হইতেও ন্যূন কি না, সন্দেহ। বাংলায় শাস্ত্রচর্চ্চার এই বিস্ময়কর প্রসার জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। অলৌকিক প্রতিভা, অদ্ভুত মেধা ও সুদীর্ঘ জীবনবলে জগন্নাথই প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া এই লক্ষাধিক পণ্ডিতের শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার তেজস্বিতার নিদর্শন-স্বরূপ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার অদ্ভুত বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায় (উমাচরণ, পৃ. ২৩-৩৪)। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া জগন্নাথ সমাজভ্রষ্ট এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া 'বাজপেয়' যজ্ঞের ১৫ দিনব্যাপী বিরাট্ অনুষ্ঠানকালে জগন্নাথকে বাদ দিয়া নানাদেশীয় বহুতর পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন। সুবৃহৎ পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া জগন্নাথ অনিমন্ত্রিত অবস্থায়ই যজ্ঞের পঞ্চম দিবসে এক শত ছাত্র সহ রাজবাটীতে গমন করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বব্যয়ে অবস্থান করেন। যজ্ঞশেষে কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথকে প্রশ্ন করিলেন,—"যজ্ঞ কিরূপ হইল?" জগন্নাথ উত্তর করিলেন,—"যাহাতে জগন্নাথ বুবাহুত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কি?" পরে, জগন্নাথের সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে 'গলদেশে স্বর্ণকুঠার বন্ধন-পূর্ব্বক' জগন্নাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য : মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একটি উক্তি মুদ্রিত হইয়াছে যে, গঙ্গেশ হইতে জগন্নাথই নব্যন্যায়ের যুগ (বিজয়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৬৪২)। একটি কবিতার রসাস্বাদনকালে জগন্নাথ এক বার কামালপুরের বলরাম তর্কভূষণকে বলিয়াছিলেন,—"ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তা অপেক্ষা কি ইহাতে অধিক আনন্দ হয়?" (ঐ, পৃ. ৬৩৯)। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা শফরীর ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে বিচরণ করিয়া নব্যন্যায়েই চরম নির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার চিন্তাপ্রসূত ফল যুগোপযোগী প্রথানুসারে পত্রিকানিবদ্ধ হইয়াছিল এবং ঐ পত্রিকাসমূহ এক সময়ে ভারতের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। মাদ্রাজে জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য-রচিত 'সামান্যনিরুক্তিপত্রম্' রক্ষিত আছে (D. 4327, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫২)। বরোদা হইতে প্রকাশিত 'কবীন্দ্রাচার্য্যসূচিপত্রে' বিভিন্ন ক্রোড়পত্রের একটি সূচি

আছে, তন্মধ্যে 'জগন্নাথীয়' অন্যতম (পৃ. ৫)। আমরা জগন্নাথের এক বংশধর হইতে দুইটি মাত্র পত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—কিয়দংশ 'ব্যধিজা'র পঙ্‌ক্তিঘটিত এবং কিয়দংশ 'সিদ্ধান্তগ্রন্থস্থ'। একটি পত্র ১১৬৮ সনে লিখিত। সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশীর পঙ্‌ক্তিবিচারে 'ইত্যস্মদ্‌গুরুচরণাঃ' বলিয়া জগন্নাথ এক স্থলে তদীয় ন্যায়গুরু রঘুদেব বাচস্পতির সামাধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু পত্রিকা-রচনা বাদ দিয়াও জগন্নাথের নব্যন্যায়ে পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনা-শক্তি তৎকালে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

গ্রন্থরচনা : যৌবনে জগন্নাথ 'রামচরিত' নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লোপ পাইয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থরচনায় তিনি কমই কালক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় সার উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র 'বিবাদভঙ্গার্ণব' রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই বিরাট্ গ্রন্থ রচনা করিতে ৪ বৎসর (১৭৮৮-৯২ সাল) লাগিয়াছিল এবং ইহার ইংরেজী অনুবাদ দৃষ্টে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। গ্রন্থ-সমাপ্তিকালে জগন্নাথের বয়স ছিল ৯৮। রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে ইহার যে প্রতিলিপি আছে, তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৭০। বাঙ্গালীপ্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সুরক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

১২১৪ সনে (১৮০৭ খ্রীঃ) বিজয়াদশমী দিন বিসর্জ্জন দেখিয়া জগন্নাথ আর গৃহে গমন করেন নাই। ৯ দিন গঙ্গাবাস করিয়া আশ্বিনী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় গঙ্গালাভ করেন (৪ কার্ত্তিক—১৯ অক্টোবর), তখন তাঁহার বয়স সৌর মানে ১১৩ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া কিঞ্চিদধিক এক মাস হইয়াছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনের চিত্র অতি বিস্ময়কর। তিনি অন্যূন ৫০ বৎসর বিপত্নীক ছিলেন। কথায় বলে—"নাতির নাতি স্বর্গে বাতি"—জগন্নাথ বহু বারই স্বর্গে বাতি জ্বালিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালের ৬ চৈত্র (১৮০৩ খ্রীঃ) তিনি ভূসম্পত্তির যে বিবরণ প্রদান করেন, তন্মধ্যে দখলকার স্থলে ৩০ জনের নাম আছে—তিনি স্বয়ং, এক পুত্র রামনিধি বিদ্যাবাচস্পতি (বুঝা যায়, জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তখন স্বর্গী হইয়াছেন), ১০ পৌত্র, ১৫ প্রপৌত্র ও ৩ বৃদ্ধপ্রপৌত্র। তাঁহার জীবনের বাকী চারি পাঁচ বৎসরে প্রপৌত্র ও বৃদ্ধ-প্রপৌত্রের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছিল। ইহাদের পত্নী ও কন্যা সন্তান সহ টোলের ছাত্র ও ভৃত্যাদি স্বজনের সমষ্টি ৩০০ ব্যক্তি প্রতি দিন একান্নে আহার করিত। দুই মাসে ছয় দিন করিয়া এক এক নাতবৌয়ের রান্নার পালা ছিল। বৃদ্ধপ্রপৌত্রদের অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আবশ্যক হইত না, তিন পুরুষ একত্র বসিয়া আহার করিতেন। বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতির উপনয়নসংস্কারে জগন্নাথ স্বয়ং অন্যূন ১১০ বৎসর বয়সে 'আচার্য্য'-পদে বৃত হইয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতা ও প্রগতির যুগে একান্নভুক্ত পরিবারের এই উজ্জ্বল চিত্র স্বপ্নের অগোচর হইয়াছে। ১৯ কিম্বা ২০ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিলে জগন্নাথ শতবর্ষজীবী হইতে পারিতেন না, সাংসারিক চিন্তায়ই তাঁহার আয়ুক্ষয় হইত। ১১৩ বৎসর বয়সেও নব্যন্যায়ের কূট প্রশ্ন সমাধান করার শক্তি জগন্নাথের ছিল। বর্ত্তমানে এতাদৃশ অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব স্বপ্নেরও অগোচর হইয়াছে কেন, ভাবিবার বিষয়।

প্রসঙ্গ-কথা :—জগন্নাথের সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং চরিতকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দুই-একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত গল্প এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

(১) রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপত্র লাভের জন্য জনৈক পণ্ডিত উপস্থিত-কবি কবিচন্দ্রকে জগন্নাথের নিকট সুপারিশ করিতে বলেন। কবিচন্দ্র নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত (মহাকবি বাণেশ্বরের পৌত্র) চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ধরিতে উপদেশ করেন। পণ্ডিতটি বলিলেন, এ ব্যাপারে চতুর্ভুজের হাত নাই। কবিচন্দ্র উত্তর করিলেন :—

"চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি।"—(পুরীর জগন্নাথ নির্ভুজ)।

(রামগতি ন্যায়রত্নের গোষ্ঠীকথা, ৫৬ গল্প)।

(২) নবদ্বীপে প্রবাদ আছে, দিবারাত্রির মধ্যে অন্তত: এক ক্ষণের জন্যও নবদ্বীপে সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন। শুনিয়া জগন্নাথ বলিলেন, ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবারাত্র প্রত্যক্ষ। শ্লেষ অলঙ্কারদ্বারা সরস্বতীপদে নদীকে বুঝাইতেছে। (ঐ, ৯৬ কথা)।

(৩) জগন্নাথের কৃপণতার খ্যাতি ছিল। ডাকাত-সর্দার শ্যাম মল্লিক এক প্রাতে রীতিমত দক্ষিণা দিয়া জগন্নাথের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন, "লুঠের দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব আছে কি না?" জগন্নাথ স্বত্ব আছে বলিয়া লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতি হয়। আমরা 'বিবাদভঙ্গার্ণব' হইতে এই অতি বিস্ময়কর অথচ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :— "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে, পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যাদিপ্রতিরূপকসাহসৈঃ। ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্॥ ইতি বচনেন চৌর্য্যস্য স্বত্বজনকত্বম্। অতএব তদ্দ্রব্যস্য ঋণদানেঽপি চৌরস্য বৃদ্ধিলাভঃ এবং তদ্ধনেন পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন কিঞ্চিৎ ফলং ভবতি। পিতামহচরণাশ্চ চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্ব্বন্তি।" (পৃ. ৭৬)। ১২০২ সনের তায়দাদে জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—"আমাদিগের বাটীতে ডাকাতি হইবাতে এবং কোটা পড়িয়া কাগজপত্রাদি ও পুস্তক অনেক তছরূপ হইয়াছে।"

জগন্নাথের বংশধর :—জগন্নাথের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ কালিদাস নিঃসন্তান। মধ্যম কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও কনিষ্ঠ রামনিধি বিদ্যাবাচস্পতি, উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ রাজবল্লভের বৃহৎ সভায় ত্রিবেণীর ৪ জন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যথা, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রামানন্দ ন্যায়বাগীশ, রামশঙ্কর বাচস্পতি ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৬-৭)। কৃষ্ণচন্দ্রের ধারায় নব্যন্যায় ও রামনিধির ধারায় স্মৃতিশাস্ত্র চর্চ্চিত হইত। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। বংশের প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জগন্নাথ অপেক্ষাও বেশী ছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কিছু কাল উন্মাদরোগে পরিণত হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় এবং সেকস্‌পিয়র-বর্ণিত কবি, দার্শনিক ও উন্মাদগ্রস্তের সমধর্ম্মিতার উদাহরণ যোগাইয়াছিল। ঘনশ্যাম জগন্নাথের শেষ বয়সের নিত্যসহচর ছিলেন এবং উভয়ের বিচার-নিপুণতা মিলিত হইয়া তৎকালীন আ-নবদ্বীপ বঙ্গদেশের যাবতীয় পণ্ডিতসমাজকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে এক স্থলে কোন শ্রাদ্ধব্যাপার হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত একটি কাল্পনিক কথোপকথন চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনাটি কল্পিত হইলেও শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত তৎকালীন প্রধান পণ্ডিতগণের যে নামনির্দ্দেশ আছে, তাহা প্রামাণিক। ইহাতে সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথ ও তৎপৌত্র ঘনশ্যামের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে :—"Many learned bramhuns were present, as Jugunnat'hu-turkku-punchanunu, Ghunushyamu-sarvvu-bhoumu, and Kanaee-

nayu-vachusputee, of Trivanee ; Shunkuru-turkku-vageeshu, Kantu vidyalunkaru, and Ram-dasu-siddhantu-punchanunu, of Nadeeya ; Doolal-turkku-vageeshu, of Satgacha ; Buluramu-turkku-bhooshunu, of Koomaru-huttu, etc." (1st ed., vol. IV, p. 197). নদীয়ার স্মার্ত্ত রামদাস ভিন্ন ইঁহারা সকলেই প্রধানতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন।

ঘনশ্যাম ব্যবহারশাস্ত্রেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং 'বিবাদভঙ্গার্ণব' রচনায় সহকারী ছিলেন। ১৮০১ সনে সদর দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠা হইলে জগন্নাথের ছাত্র ও সহকারী রাধাকান্ত তর্কবাগীশ প্রথম পণ্ডিত হন। ১৮০২ সনে রাধাকান্তের মৃত্যুর পর ঘনশ্যাম ঐ পদ কোলব্রুক্ সাহেবের অনুরোধে গ্রহণ করেন—১৮০৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৪।৩।১৮০৫ ইং তারিখে প্রেরিত নিজামত আদালতের প্রশ্নের উত্তরে ঘনশ্যামই সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা দেন যে, সতীদাহ শাস্ত্র ও সদাচার-বিরুদ্ধ (জন্মভূমি, ফাল্গুন ১৩০০, পৃ. ১৬৯-৭০)। ১৮৬২ খ্রীঃ ত্রিবেণীতে প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় এবং অল্পকাল মধ্যে ত্রিবেণীর গৌরবরবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়। একমাত্র জগন্নাথের ধারায়ই ত্রিবেণীতে ২৫ জন শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। আমরা কেবল এই বংশের শেষ মহাপণ্ডিত প্রতিভার অবতার উক্ত ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌমের উপযুক্ত পৌত্র, মধুসূদন বিদ্যালঙ্কারের পুত্র এবং জগন্নাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র (চরিতাষ্টকে এবং অন্যত্র ভ্রান্তিবশতঃ প্রপৌত্র লিখিত হইয়াছে) ও শেষ উপনীত শিষ্য মহামহোপাধ্যায় রামদাস তর্কবাচস্পতির নামোল্লেখ করিব। জগন্নাথের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮।১০ বৎসর ছিল (চরিতাষ্টক দ্রষ্টব্য) এবং তিনি ১২৭৫ সনে স্বর্গারোহণ করেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার নৈয়ায়িকমণ্ডলীর শীর্ষস্থান তিনিই অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার ন্যায় ছাত্রসম্পদ্ তৎকালে বঙ্গের অন্য কোন নৈয়ায়িকের ভাগ্যে প্রায় ঘটে নাই। বিক্রমপুরসমাজের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম ও সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, বাঁশবাড়িয়ার ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন এবং গুপ্তিপাড়ার গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। ১৩১৯ সনের চৈত্র মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ছাত্র, বংশের শেষ নৈয়ায়িক অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্নের মৃত্যু হইলে ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজ বিলুপ্ত হইয়া যায়—ইহার গৌরবময় ইতিহাস অন্যূন ৩৫০ বৎসরব্যাপী।

১১। সাতগেছের দুলাল তর্কবাগীশ (১১৩৮-১২২২ সন)

বহু বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এক আত্মীয়গৃহে ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থরাশি পরীক্ষা করিয়া আমরা এক খণ্ড 'দৌলালীয়' পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, কাশী অঞ্চলে যে সকল নৈয়ায়িকের পত্রিকা সূচিনিবদ্ধ হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজন ছিলেন 'দুলাল ভট্টাচার্য্য' (*N. W. P.* II-III, 1878 দ্রষ্টব্য)।[৭] বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ 'ক্রোড়পত্রসংগ্রহে'র বিজ্ঞাপনে (পৃ. ২) প্রধান পত্রিকাকারদের মধ্যে দুলালের নাম করিয়াছেন। ১৩৫১ সনে আমরা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'সাতগেছে' গ্রামে যাইয়া এই

৭। লেখকের খুল্লপিতামহ কাশীনিবাসী আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১২৩৫-১৪ সন) বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত ৭৫টি ন্যায়ের গ্রন্থ সূচিতে নির্দিষ্ট হইয়াছিল—তন্মধ্যে দুলাল-রচিত বহু পত্রিকার নাম আছে।

বিলুপ্তস্মৃতি মহানৈয়ায়িকের প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহ করি এবং তাঁহার লুপ্তাবশিষ্ট গ্রন্থাগার পরীক্ষা করিয়া বহু মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করি। তাহার সারাংশ এখানে সঙ্কলিত হইল।

কুলপরিচয়াদি:—মূল কুলগ্রন্থে দুলালের বংশপরিচয় সুপ্রাপ্য। আমরা দুইটি গ্রন্থ হইতে (পরিষদের ৭৮৭ সং, ২৯৮।২ পত্র; ২১০২ সং, ২৩৬।১ পত্র) তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। অবসথী চট্টবংশে দোকড়ি প্রকরণে আদি কুলীন বহুরূপের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বিখ্যাত কুলীন বিদ্যাধর পাঠক হইতে (মহাবংশ, পৃ. ৯৭) 'বিদ্যাধরী' মেলের উৎপত্তি। বিদ্যাধরের অধস্তন নবম পুরুষ দুলাল। যথা, বিদ্যাধর, জগন্নাথ (জগাই), দেবানন্দ, গোকুল মিশ্র, বিনোদ রায়, শ্যাম রায়, সন্তোষ রায়, ভূপতি রায়, বিজয়রাম রায়, রামদুলাল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য (প্রভৃতি)। 'রায়' উপাধি দ্বারা দুলালের ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষের বিষয়কর্ম্ম সূচিত হইতেছে, কিন্তু একনিষ্ঠ বিষয়কর্ম্ম তৎকালে অজ্ঞাত ছিল। একটি শুদ্ধিতত্ত্বের অনুলিপি "হেতোঃ শ্রীলবিনোদরায়বিদুষঃ" ১৫৩০ শকের মধু মাসে অর্থাৎ ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ("শাকে বিষ্ণুপদানলাশুগনিশানাথাঙ্কিতে," ৮৪।২ পত্রে) লিখিত হইয়াছিল। দুলাল হইতে যে পাণ্ডিত্যপ্রতিভার সূত্রপাত হয়, তাহা দীর্ঘকাল এই গোষ্ঠীতে চলিয়াছিল এবং দুলাল ব্যতীত দুই এক জন সংস্কৃত গ্রন্থকারও ইহাতে জন্মিয়াছেন।

বহু মহাপুরুষের ন্যায় দুলালের বিদ্যার্জ্জন অলৌকিকভাবে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধারাবাহিক প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। বাল্যকালে তাঁহার নিরক্ষরতা দূর করার অভিপ্রায়ে তাঁহার মাতা স্বামীর প্ররোচনায় অন্নে ছাই মিশাইয়া দিয়াছিলেন। সে দিন জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণ নবমী ছিল—বালক তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিয়া ৩ মাইল দূরে 'সোতলা'র মাঠে এক নীলগাছের তলায় রাত্রি যাপন করেন। দেবী 'খর্পরচণ্ডী' প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং একটি পুথি ও একটি বিল্বফল তাঁহাকে প্রদান করেন। আদেশ ছিল, দেহপাতের সঙ্গে যেন পুথিটি গঙ্গায় বিসর্জ্জিত হয়। কিন্তু দেবীর এই আদেশ যথাসময়ে পালিত হয় নাই। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দুলালের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রতিভাশালী ন্যায়পাঠার্থী প্রভাকর ভট্টাচার্য্যের অকালমৃত্যুর পর পুথিটি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই দেবীদত্ত পুথির প্রভাবেই দুলাল অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি। রামদুলালের জন্মশকাব্দাঃ ১৬৫৩।৫।১৩।৪১ কৃষ্ণা দ্বাদশী বৃহস্পতি বার (=১৬ সেপ্টেম্বর, ১৭৩১ খ্রীঃ)। কৌতূহলী পাঠকের জন্য গ্রহসংস্থান লিখিত হইল—কর্কট লগ্ন, সিংহে শুক্র-মঙ্গল-চন্দ্র (১০), কন্যায় রবি-বুধ-বৃহস্পতি, ধনুতে রাহু, মীনে শনি ও মিথুনে কেতু। ১২২২ সনে (১৮১৫ খ্রীঃ) ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠাঃ দুলালের কনিষ্ঠ পুত্র সুকবি গুরুচরণের বহু রচনার ছিন্নাংশ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা হইতে দুলালের অসাধারণ প্রতিষ্ঠার কথা সঙ্কলিত হইল। 'শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বুধি' নাটকের শেষে গুরুচরণ লিখিয়াছেন :—

আসীদাসীমভূমীতলবিদিতযশা রামপূর্ব্বো দুলালঃ
খ্যাতো যস্তর্কবাগীশক ইতি সুধিয়োঽদ্যাপি গায়ন্তি কীর্ত্তিং।
যস্যাম্বীক্ষানয়েঽস্মিন্ মহতি জলনিধৌ দুস্তরেঽন্যাং কবীনাং
সন্তারার্থং ব্যকার্ষীদগতিকৃতিসুখদং সেতুমত্যন্তভেদ্যম্॥

অন্যত্র আছে,—

খ্যাতা সপ্তমহীরুহাখ্যনগরী যত্র স্থিতঃ শ্রীযুতঃ .
নানাশাস্ত্রবিশারদঃ সুরগুরুর্বৈতো দুলালঃ সুধীঃ।

জনৈক ধনীর আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া গুরুচরণ বাঙ্গলা কবিতায় আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন,—

সাতগাছে নামে গ্রাম ভুবনে বিদিত।
তর্কবাগীশ নামে ছিলেন পণ্ডিত॥
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি যত দেশ আছে।
গুরুর সমান মান বিদ্যাবান্ কাছে॥

সাতগেছের দুলালের কীর্ত্তি বিদেশী ছাত্রের দ্বারা বাঙ্গলার বাহিরেও সুপ্রচারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 'সাতগেছে' নামটির বিচিত্র ব্যুৎপত্তির আভাস একটি নিমন্ত্রণপত্রে আমরা পাইয়াছি। উলার বিখ্যাত জমিদার মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে ১১৮৩ সনে দুলাল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পত্রের পাঠ নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

স্বর্যাতাঃ সলিলে স্থলে চ বিধিবদ্বিষ্ণুস্তু দেহং মুদা
স্মৃত্বা স্বেষ্টমনুং বিহায় চ তনুং মোক্ষং যযৌ মৎপ্রসূঃ।
তৎকৃত্যং ভবিতা শুচের্নিমিতে চন্দ্রস্য বারে বুধৈ-
র্নানাশাস্ত্রবিচারচারুচতুরৈরত্রেত্য সম্পাদ্যতাম্॥

ইহাতে ঠিকানা লিখিত আছে—'উলার পত্র / দেনা বাইগণ সাতগাছিয়া'। অর্থাৎ যে সপ্ত মহীরুহ হইতে গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল, তাহা বেগুনগাছ!

ঐ সময়ে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন নদের শঙ্কর। ভৈরবচন্দ্র নামক একজন ছাত্রের পত্রে সমকালীন উভয় তর্কবাগীশের সম্বন্ধে কৌতুকজনক উক্তি আছে,—"নবদ্বীপের তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের টোলে দশ দিন ছিলাম তাহাতেহ্‌তিশয় কষ্ট হইল একজন সঙ্গি ব্যতিরেকে সে স্থানে থাকা হয় না এ কারণ সাতগেছেতে শ্রীযুত ৺ভট্টাচার্য্যের টোলেতে আছি কোন ব্যামোহ নাই ক্রিহারা তত্ত্বাবধারণ করেন"।

পত্রিকারচনা : পুত্র গুরুচরণের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে দুলালের রচনার কথা প্রশস্তি সহকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্রচিত বহুতর পত্রিকা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। এক সময়ে এই সকল পত্রিকা নবদ্বীপাদি সমাজে এবং বাঙ্গলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি পঠদ্দশায় (১৪ শ্রাবণ ১২২৪ সনে) দুলালের পুত্রের নিকট হইতে সামান্যনিরুক্তির পত্রিকা ধার লইয়াছিলেন। দুলাল, শঙ্করের সমকালীন প্রতিপক্ষ হইলেও সম্ভবতঃ শঙ্করের পত্রিকা আলোচনা করিয়াই পরে নিজ পত্রিকা রচনা করিয়াছিলেন। সামান্যনিরুক্তি-প্রকরণে শঙ্করের পঙ্‌ক্তি যথা, "(স্বব্যধিকরণপদে) বৈয়ধিকরণ্যঞ্চ স্বাধিকরণাবৃত্তিত্বং ন তু স্বানধিকরণবৃত্তিত্বম্" ইত্যাদি। দুলালের পঙ্‌ক্তি যথা, "অত্র স্বব্যধিকরণত্বং যদি যেন কেনাপি সম্বন্ধেন স্বাধিকরণাবৃত্তিত্বং তদা পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্ ইত্যত্রাপি * * * উচ্যতে। স্বনিষ্ঠপ্রকারতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-স্বনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত-উভয়সম্বন্ধেন স্বনিষ্ঠাঙ্কা যা যা বিশেষ্যতা তন্নিরূপকত্বাভাবকূটস্বনিবেশেন সর্ব্বমনাকুলম্।" এই সকল 'মামকঃ কোপি পন্থাঃ' ঐ যুগে কত দূর

চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দুলালের বহু বিখ্যাত ছাত্রের নাম আমরা উদ্ধার করিয়াছি—(১) শালিখার জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন তর্কবাগীশের ন্যায়গুরু। এই অতিসুবিখ্যাত 'গোতমোপম' মহাপণ্ডিতের স্তুতি জয়নারায়ণ নানা গ্রন্থে করিয়াছেন। যথা, (বৈশেষিক দর্শনের শেষে ১১ শ্লোক)

সত্তর্ককর্কশমতেঃ সহজানুভাব-বাগ্‌বৈভবস্ফুরিতনির্জিতবাদিবৃন্দাৎ।
যস্তর্কদর্শনমিতঃ স্থিরধীরধীত্য বাদস্ফুরদ্‌বুধসমাজসমাদৃতোঽভূৎ॥

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যু হইলে তাঁহার টোলেই জয়নারায়ণ অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং পরে মধুসূদন দীর্ঘকাল সেখানেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন। (২) কলিকাতার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—ওয়ার্ডের তালিকায় 'টালার বাগানে' ইঁহার চতুষ্পাঠীর উল্লেখ আছে, ছাত্রসংখ্যা ৫। ১২৩৭ সনের ১৫ আশ্বিন ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ 'সমাচারচন্দ্রিকা'য় (৪।১০।১৮৩০ ইং সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। (৩) কলিকাতার কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর—সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রপৌত্র এবং সদর দেওয়ানি আদালতের পণ্ডিত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের পুত্র। তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন 'রাধাকান্তচম্পূ'তে 'সুরেজ্যসদৃশঃ' বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন (৩য় শ্লোক)। কিন্তু সে কালের উচিতবক্তা উপস্থিতকবি 'কবিচন্দ্র' ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁহার সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন :—

আবিরাসীন্ন্যায়রত্নো দ্বিভুজোঽপি চতুর্ভুজঃ।
তস্য পুত্রঃ কান্তিচন্দ্রো দ্বিপদোঽপি চতুষ্পদঃ॥

(৪) রাণাঘাটের জয়রাম পঞ্চানন—পদাঙ্কদূতের টীকাকার। (৫) বর্দ্ধমানের জজ-পণ্ডিত অম্বিকা কালনানিবাসী দুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন—সুপ্রসিদ্ধ তারানাথ তর্কবাচস্পতির জ্যেষ্ঠতাত। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গত হন। এতদ্ভিন্ন পানিহাটীর কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, বালীর রামসুন্দর ন্যায়ভূষণ, শ্রীরামপুরের রামজয় ন্যায়ালঙ্কার, বেলুড়ের গঙ্গানারায়ণ শিরোমণি প্রভৃতি দুলালের ছাত্র ছিলেন—ইঁহাদের কীর্ত্তি এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বংশধর : দুলালের তিন পক্ষে ৪ পুত্র ছিল—শিবপ্রসাদ তর্কালঙ্কার (ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের জন্মশক ১৭১৪, ১৩ অগ্রহায়ণ), দুর্গাপ্রসাদ (জন্মশকাব্দাঃ ১৭০৪।৬।১৭।২৫), কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন (জন্মশকাব্দাঃ ১৭০৭।৩।১৮, বিবাহ ১৩ মাঘ, ১২০৪) ও গুরুচরণ তর্কপঞ্চানন। তন্মধ্যে গুরুচরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। অ্যাডাম তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (*Rep*, 1836, p. 432)। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন ("পিতুঃ পঠিতমাদরাদখিলশাস্ত্রদীক্ষাগুরোর্গুরোরিব সমস্তয়া বিদিতবিশ্ববিশ্বন্তরাৎ। প্রবীণমধুনাদৃতং স্মৃতিপুরাণতর্কাদিকং···।") এবং পিতার মৃত্যুর পর 'হরিরাম' নামক লুপ্তস্মৃতি পণ্ডিতের নিকট পাঠ শেষ করিয়া ("পুনশ্চ হরিরামতো নিখিলশাস্ত্রদীক্ষাগুরোঃ পদাব্জমভিসন্দধৎ ব্যতরদেতদাযত্নতঃ।")—"তৎপশ্চান্নিজধামনির্ম্মিতমঠশ্ছাত্রান্ বহূনাদৃতান্, আহূয় স্মৃতিতর্ককাব্যনিচয়ানধ্যাপয়ন্মানিতঃ।" পারিবারিক কলহে দেশত্যাগী হইয়া তিনি কিছু কাল বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত 'কামাসিনে' ভাগবতাদি পাঠ দ্বারা কাল যাপন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের তুষ্টির জন্য তিনি 'শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বুধি' নামে এক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক রচনা

করিয়াছিলেন—রচনাকাল ১৭৫৩ শক ("বহ্নীষুহয়শীতাংশৌ")। অ্যাডাম এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (*3rd Rep.*, Long's ed., p. 166)। ইহার কতিপয় ছিন্ন পত্র মাত্র আমরা পাইয়াছি। গুরুচরণের তিন পুত্র—যাদবেন্দ্র তর্করত্ন (জন্মশকাব্দা: ১৭৩৫।১১।৭), মাধবেন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার (জন্মশকাব্দা: ১৭৩৮।৩।১২) ও তারিণীচরণ (জন্মশকাব্দা: ১৭৫২।৬।২৬)। মাধবেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকান্ত ন্যায়রত্নের পুত্র প্রভাকর নবদ্বীপে জয়নারায়ণ তর্করত্নের ছাত্র ছিলেন। ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু হইলে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা এই বংশে লোপ পাইয়াছে। প্রভাকরের পুত্র শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কাব্যতীর্থ এবং পিতৃব্যপৌত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, উভয়ের উদারতা এবং সৌজন্যে আমরা দুলালের এই চিরলুপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখযোগ্য, দুলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীচরণ চৌধুরীর পুত্র কাশীনাথ 'পদ্যমুক্তাবলী' নামে এক ছন্দ:শাস্ত্রের গ্রন্থ পাঁচ পরিচ্ছেদে ১৭২৫ শকাব্দে রচনা করেন—পূর্ব্বোক্ত গুরুচরণলিখিত এই গ্রন্থের প্রতিলিপি ২৫ পত্রে সম্পূর্ণ—লিপিকাল ১৭৩৮ শকাব্দ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পুষ্পিকা এই : (২১।২ পত্রে)—

চট্টো বৈকডিবংশজোঽবসতিকো নৈকষ্য।বগাধরি:
শাকে পঞ্চযুগাব্ধিসিন্ধুতনয়ে মাসে শুচৌ ভার্গবে।
কাশীনাথধরামরেণ রচিতা শ্রীপদ্যমুক্তাবলী
তস্যা যুগ্মপরিচ্ছদং গতমিদং তেনৈব পদ্যে সমে ॥

১২। শান্তিপুরের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য

কলিযুগপাবনাবতার অদ্বৈতাচার্য্যের অধস্তন সপ্তম পুরুষ[৮] **রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য** শান্তিপুর বিদ্যাসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং স্মৃতি ন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে তাঁহার রচিত টীকা ও নিবন্ধ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এবং তাঁহার নব্যন্যায়ের পত্রিকাসমূহ এক সময়ে বাঙ্গলার বাহিরেও প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার কিছু কিছু বিবরণ নানা গ্রন্থে পাওয়া যায় : তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-রচিত 'শান্তিপুর-পরিচয়' গ্রন্থে (২য় ভাগ, ১৩৪৯, পৃ. ৬৫৬-৬৯) মুদ্রিত বিস্তৃত বিবরণ। আমরা আবশ্যকমত পরিপূরণ সংশোধন করিয়া তাঁহার জীবনীর সার কথা এবং তদ্রচিত গ্রন্থের সূচি এবং ন্যায়গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ লিখিতেছি।

তাঁহার জন্মতারিখ খ্রী: ১৮শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১৭৩০-৪০ খ্রী: মধ্যে) পড়িবে। কারণ, নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি'কে ৮১/০ ভূমি দান করেন—তন্মধ্যে শান্তিপুর বাস্তু ১/০। দানপত্রের তারিখ ২১ মাঘ, ১১৬৯ সন (= ১৭৬৩ খ্রী: ; নদীয়ার ৬২৭৭ নং তায়দাদ

৮। নামমালা যথা,—অদ্বৈতাচার্য্য, বলরাম, মধুসূদন, নরোত্তম, শ্রীরাম, রামানন্দ, রাধামোহন (কুলপাঞ্জদীপিকা, পৃ. ২৬৩-৪ প্রভৃতি)। অদ্বৈতের ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং রাধামোহনের ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম ধরিয়া এক পুরুষের গড়পড়তা হয় ঠিক ৫০ বৎসর। অদ্বৈতপ্রকাশের মতে বলরামের জন্ম ১৪২৬ শকে (১৫০৪ খ্রী:)—তদনুসারেও গড়পড়তা দাঁড়ায় ৪৬ বৎসর। অথচ এখনও কেহ কেহ এক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া গণনা করেন।

দ্রষ্টব্য)। আমাদের নিকট তদ্রচিত কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যাবিবরণের একটি প্রতিলিপি আছে—লিপিকাল ১৭০৩ শকাব্দাঃ (১৭৮১-২ খ্রীঃ)। বুঝা যায়, ঐ সময়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি শান্তিপুরের বাহিরেও প্রচারিত হয়। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থরচনা ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, আমরা কৃষ্ণনগরে বিল্বগ্রামনিবাসী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার স্বহস্তলিখিত 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি'র প্রতিলিপি দেখিয়াছি। পুষ্পিকাটি উদ্ধারযোগ্য :—

> ন্যায়সূত্রস্য বৃত্তিঃ শ্রীবিশ্বনাথকৃতা শুভা।
> লিখিতা 'শ্রীমোহনেন রাধাপূর্ব্বেণ' যত্নতঃ॥
> বাণবেদমিতে শাকে সমুদ্রে চন্দ্রসংযুতে। (১৭৫৩)
> মাসি ভাদ্রপদে কৃষ্ণে দ্বিতীয়া-শনিসংযুতে॥
> রাত্রৌ যামমিতে দীপং প্রজ্বাল্য লিখিতং ময়া॥

সুতরাং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি অতি বার্দ্ধক্যাবস্থায় জীবিত থাকিয়া তাঁহার এক প্রিয় গ্রন্থের অনুলিপি সযত্নে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স নিঃসন্দেহ ৮০ অতিক্রম করিয়াছিল।

আমরা নবদ্বীপে অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন—'জোড়াবাড়ী'র বিখ্যাত 'গোপাল ন্যায়ালঙ্কার'। তাঁহার ন্যায়গুরুর নাম আমরা জানিতে পারি নাই। শান্তিপুর-পরিচয়ে এক স্থলে (পৃ. ২৮৩-৪) লিখিত হইয়াছে, তিনি শান্তিপুরের 'হঠী বিদ্যালঙ্কারে'র নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অপর প্রবাদ (পৃ. ৬৫৭), তিনি 'নপাড়ী চাঁদ ভট্টাচার্য্যে'র ছাত্র ছিলেন—এই নিষ্প্রমাণ উক্তির মূল গবেষণীয়।

গ্রন্থাবলী : তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—বৈষ্ণবশাস্ত্র, নব্যস্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র। বংশগত ও সম্প্রদায়গত ব্যবসায়ানুযায়ী তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে বহু কৃতিত্বপূর্ণ রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। (১) **ভাগবত-তত্ত্বসার** (L. 668, পত্রসংখ্যা ১৭)—শ্রীমদ্ভাগবতের বিতর্কিত কোন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা : নবদ্বীপ গোস্বামীর 'শ্রীগৌরাঙ্গমঙ্গলসঙ্গীত-লীলারসতত্ত্বসারসংগ্রহ' গ্রন্থে অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৩য় সং, ১৩০৮, পৃ. ১৭৩, ১৭৮-৮০, ২৪৯)। (২) **তত্ত্বসংগ্রহ** (L. 688, পত্রসংখ্যা ৫৪ ; *I. O.*, p. 811 ; শান্তিপুর-পরিচয়, পৃ. ৬৬০, ৫৪ পত্র—লিপিকাল ৮ চৈত্র ১৭২৪ শক)। (৩) **ভক্তিরহস্য**—ভাগবতের শ্রুতিস্তুতি ও ব্রহ্মস্তুতির ব্যাখ্যা (শান্তিপুর-পরিচয়, পৃ. ৬৬১)। (৪) **কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব** (L. 4057, পত্রসংখ্যা ১৮৬ ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮৯৬ সং পুথি, ২০৫ পত্র, মধ্যে খণ্ডিত)। (৫) **শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা** (পরিষদের ৮৯৭ সং পুথি, ১৭০ পত্র, মধ্যে খণ্ডিত)। (৬) **তত্ত্বদীপিকা,** গৌতমীয়তন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা (ঐ, ১৭৭, ৩২৬, ৩৩৫ সং খণ্ডিত পুথি—প্রায় অর্দ্ধাংশ)। (৭) **শ্রীকৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহ** (L. 3137, ৫৫ পত্র)। (৮) **তত্ত্বসন্দর্ভটিপ্পনী** (কলিকাতা, দৈবকীনন্দন প্রেস হইতে সমূল মুদ্রিত, চৈতন্যাব্দ ৪৩৩)। (৯) **কৃষ্ণতত্ত্বামৃত** (L. 1183, পত্রসংখ্যা ২৪)। (১০) **কৃষ্ণভক্তিরসোদয়** (L. 1192, পত্রসংখ্যা ১২, খণ্ডিত ; *I. O.* p. 815-16, পত্রসংখ্যা ৬০, দশ উল্লাসে সম্পূর্ণ)। এই সকল গ্রন্থে ভজন, পূজন, আচার, দার্শনিক বিচার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে গোস্বামী ভট্টাচার্য্য যে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবাচার ও স্মার্ত্তাচারের মধ্যে বিরোধের যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব হইলেও বিস্মৃতপ্রায়

হইয়াছে। কেহই এ যাবৎ এই সকল গ্রন্থের সম্যক্ বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। 'সুরধুনী' কাব্যে দীনবন্ধু মিত্র গোস্বামী ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১ম ভাগ, অষ্টম সর্গ) :—

পবিত্র অদ্বৈতবংশপঙ্কজতপন।	সাহসী 'গোঁসাই' ভট্টাচার্য্য মহাজন ॥
পণ্ডিতপটলপদ্ম প্রভাময় মতি।	বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি আরাধ্য তাঁহার।	তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার ॥
দ্বিজদল গর্ব্ব করি বলিল সভায়।	"গৌরাঙ্গ পরমব্রহ্ম সংশয় কি তায়" ॥
উত্তর গোঁসাই দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়।	"নন্দ নন্দনন্দনেতে গৌরাঙ্গ কোথায়" ॥

এই অদ্ভুত প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবগ্রন্থের সহিত বিন্দুমাত্র পরিচয় থাকিলে এইরূপ একটি গ্লানিকর জনশ্রুতি প্রচার করিতে কেহ সাহসী হইতেন না। তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় মঙ্গলশ্লোকের প্রথমেই আছে, "চৈতন্যং পরমানন্দমদ্বৈতং দ্বৈতকারণং।" টীকামধ্যেও আছে (পৃ. ৮২), "তথা স্বয়ং ভগবদবতারোঽপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ···।" অন্যত্রও আছে—"গৌরচন্দ্রস্য ভগবদবতারত্ব-মতুল্যাতিশয়বীর্য্যপ্রকাশকতয়া চরণাদিচিহ্নধারণেন চাবধারিতং তত্তৎকালীনমহানুভাবৈরিতি" (নবদ্বীপ গোস্বামীর গ্রন্থ, পৃ. ১৭৮)। আমরা শুনিয়াছি, শান্তিপুরের অপর এক দাম্ভিক গোস্বামীর নিজস্ব অভিমত এখানে ভ্রান্তিক্রমে অন্যের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে (পৃ. ১৯৬) গোস্বামী ভট্টাচার্য্যরচিত **পদাঙ্কদূতটীকার** উল্লেখ করিয়াছি—তাহাও বৈষ্ণবগ্রন্থের অন্তর্ভূত বলা চলে।

স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ : বাঙ্গলার দ্বিতীয় গৌরব 'নব্যস্মৃতি'র চর্চ্চা অদ্য প্রায় ১৫০ বৎসর যাবৎ প্রধানতঃ গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের টীকাসমূহদ্বারা চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুনন্দনের প্রধান গ্রন্থের উপর তদীয় টীকা বাঙ্গলার সমস্ত বিদ্যাসমাজে সুপ্রচারিত হয়, যদিও নিজ নবদ্বীপে সেগুলি রচিত হয় নাই। ইহাই তাঁহার সারস্বত জীবনের একাংশকে পরম সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছে। এই সকল টীকার একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে—মলমাসতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব ও একাদশীতত্ত্বের টীকা। যাঁহারা গ্রন্থ কয়টি গোস্বামীর টীকা সহ সামান্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, নব্যস্মৃতির কূট বিষয়ের বিচার তাঁহার হস্তে নব্যন্যায়ের সাহায্যে এক অভিনব সূক্ষ্ম স্তরে উন্নীত হইয়াছে। নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতির এই সমন্বয়, চিরপ্রচলিত প্রবাদানুসারে, গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের স্মার্ত্তগুরু নবদ্বীপসমাজের অধিনায়ক গোপাল ন্যায়ালঙ্কারদ্বারা ব্যাপকভাবে প্রথম সাধিত হইয়াছিল। মলমাসতত্ত্বে শিরোমণিমত খণ্ডনস্থলে এবং পর্য্যুদাসবিচারের উপর গোস্বামীর টীকা নিদর্শনস্বরূপ দ্রষ্টব্য—নব্যন্যায়ে কৃতবিদ্য না হইয়া এ জাতীয় সন্দর্ভ আয়ত্ত করা অসম্ভব। মিতাক্ষরার উপর 'সিদ্ধান্তসংগ্রহ' নামক রাধামোহন-রচিত এক গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (Aufrecht : *Oxford Cat.*, p. 263)—ইহা গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের রচনা কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আমাদের নিকট তদ্রচিত একটি দুর্লভ স্মৃতিনিবন্ধের পুথি আছে—নাম **প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থানির্ণয়** (পত্রসংখ্যা ৬৬)। আরম্ভ যথা,—

নত্বা বৃন্দাবনাসীনং সানন্দং নন্দনন্দনং/ভক্তানামিষ্টদং কৃষ্ণমদ্বৈতব্রহ্মরূপিণং।
শ্রীমদদ্বৈতবংশেন রাধামোহনশর্ম্মণা/প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থায়া নির্ণয়ঃ ক্রিয়তে স্ফুটম্ ॥

প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ইহা একটি উৎকৃষ্ট সারসঙ্কলন এবং প্রথম পাঠার্থীর উপযোগী।

ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও গ্রন্থরচনা :—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য-রচিত **ন্যায়সূত্রবিবরণ** কাশীতে 'পণ্ডিত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া সুপ্রাপ্য হইয়াছে (১৯০৩ খ্রীঃ)—সম্পাদক ছিলেন ৺সুরেন্দ্রলাল তর্কতীর্থ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে মূল গৌতমসূত্রের যে সকল ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বহু স্থলে অভিনব রীতি অবলম্বনপূর্ব্বক তদতিরিক্ত ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই কৃতিত্ব জগদীশাদি দীধিতি-সম্প্রদায়ের গ্রন্থালোচনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেও (৩২ পৃ. জগদীশের নামোল্লেখ দ্রষ্টব্য) তাঁহার নিজস্ব প্রতিভাই প্রধানতঃ সূচনা করে। তিনি যে সূত্রপাঠ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে প্রচলিত পাঠ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন—সম্পাদক তর্কতীর্থ মহাশয় এই সকল পাঠান্তর পাদটীকায় অতি নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বনাথের বৃত্তি তাঁহার প্রধান উপজীব্য ছিল এবং তিনি বহু স্থলে তাঁহার সন্দর্ভ সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক গৃহীত এবং ব্যাখ্যাত কতিপয় সূত্র সম্পূর্ণ নূতন—বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত কেহই তাহা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই। যথা, প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রের পর "সংস্কারোদ্ভবা প্রত্যভিজ্ঞা" একটি অধিক সূত্র তৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে (পৃ. ১৪—"সবিকল্পমপি দ্বিবিধং সংস্কারোদ্ভব-তদনুদ্ভবভেদাদিত্যাহ")। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে "তত্ত্বং তু বাদরায়ণাৎ" (৪।২।৫০, পৃ. ২৯৯) অপর একটি অতিরিক্ত সূত্র এবং গোস্বামী তাহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধুনা অনেকেই এই প্রক্ষিপ্ত সূত্র উচ্চারণ করিয়া মহর্ষি গৌতমের বেদান্তমতে স্বরস সূচনা করেন। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, গোস্বামী ভট্টাচার্য্য স্বয়ং এই সূত্রটি প্রক্ষেপ করেন নাই। নবদ্বীপসমাজে তাঁহার পূর্ব্বেই এইরূপ এইটি সূত্র প্রচলিত হইয়াছিল, প্রমাণ আছে, যদিও কৃষ্ণকান্ত 'সৌত্রসন্দীপনী'তে তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে 'রামানন্দ তীর্থস্বামী' নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎকৃত 'যথার্থমঞ্জরী'র শেষে পাওয়া যায়—"অহো মহচ্ছাস্ত্রাচার্য্যনৈয়ায়িকা অপি পরমার্থবিষয়ে এতত্তু কণ্টকাবরণং কৃতবন্তঃ—'তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাদিকৃতম্' ইত্যুক্তং—কিমন্যে।" (ঢাকার ৪০৯৩ সং পুথির ৮৫।২ পত্র, লিপিকাল ১৭৩৪ শক; নবদ্বীপের প্রাচীনতর পুথি, ৪০।১ পত্র)। সূত্রটির পাঠান্তর লক্ষ্য করা আবশ্যক—যদি লিপিকরপ্রমাদকৃত না হয়। ন্যায়সূত্রের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোক গৌতমরচিত বলিয়া গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পৃ. ৩৪৫, "গ্রন্থাবসানে স্বশাস্ত্রস্য ফলমুপসংহরতি—আম্নায়ার্থেত্যাদি।"):—

আম্নায়ার্থাবিরোধেন ন্যায়চর্চ্চাং করোতি যঃ।
তেন নিঃশ্রেয়সং প্রাপ্যং গোমায়ুযোনিরন্যথা॥

ইহাও প্রামাণিক কোন গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয় না।

কুসুমাঞ্জলিকারিকার হরিদাসী টীকার উপর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য **ব্যাখ্যাপ্রকাশ** নামে উৎকৃষ্ট উপটীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিলিপি দুষ্প্রাপ্য নহে, যদিও প্রায়ই খণ্ডিত (L. 1056, মাত্র ৯ পত্র, পার্শ্বে পরিচয়লিপি 'মোহনী')। আমাদের নিকট দুইটি পুথি আছে, একটি খণ্ডিত (মাত্র ১৫ পত্র, পরিচয়লিপি 'হরিকুসু গোস্বামী') এবং একটি সম্পূর্ণ (৪৫ পত্র, 'কুসুমস্যোপরি,' ৮।২ পত্রে 'মোহনী')। নব্যন্যায়ের চরম পরিণতিকালেও আন্বীক্ষিকীর মূল উদ্দেশ্য প্রধান অধ্যাপকগণের লক্ষ্যভ্রষ্ট

হইত না, গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের এই টীকা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। ইহার অতি মনোহর মঙ্গলশ্লোক গোস্বামীর অপরাপর বহুতর মঙ্গলশ্লোকের ন্যায় উদ্ধারযোগ্য :—

শিশুরসি দুগ্ধমুখস্ত্বং কলয়সি মুরলীং কুতোঽতিরসচিত্রং।
ইতি গোপীস্মিতবচনৈঃ সুস্মিতবদনো হরিঃ পাতু ॥

একটি পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—"ইতি শ্রীরাধামোহনগোস্বামিভট্টাচার্য্যবিরচিত-হরিদাসীয়কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা-প্রকাশে প্রথমস্তবকঃ" (১৮।১ পত্র)। ন্যায়সূত্রবিবরণের বিজ্ঞাপনে তর্কতীর্থপরীক্ষিত পুথির পুষ্পিকায় 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধিও লিখিত আছে। নব্যন্যায়সুলভ আধুনিক রীতি অবলম্বন করিলেও গোস্বামী কিরণাবলী (১১।১ পত্র), সাংখ্যকৌমুদী (১৩।২ পত্র) ও বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীর (১৩।২, ১৪।১) বচন এই টীকায় উদ্ধৃত করিয়া প্রাচীন গ্রন্থের সহিত পরিচয় সূচিত করিয়াছেন। উদীচ্য রামকৃষ্ণ-রচিত সাংখ্যকৌমুদীর উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নবদ্বীপের বাহিরে নব্যন্যায়ের পত্রিকা রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে গোস্বামী ভট্টাচার্য্য অন্যতম। তাঁহার পত্রিকা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এবং কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল—'কবীন্দ্রাচার্য্যসূচিপত্রে' (পৃ. ৫) 'গোসাবী' ক্রোড়ের নামোল্লেখ আছে এবং বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ 'ক্রোড়পত্রসংগ্রহে'র বিজ্ঞাপনে (পৃ. ২-১) 'রাধামোহন গোস্বামি'-রচিত ক্রোড়পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে তাঁহার পত্রিকাসমূহ অদ্যাপি দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটীতে 'মোহনীয়া' ব্যধি-জা-পা অর্থাৎ ব্যধিকরণপ্রকরণে জাগদীশীর উপর পাতড়া রক্ষিত আছে (তত্রত্য পুথিবিবরণী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২০)। নবদ্বীপে গোলোক ন্যায়রত্নের স্বহস্তলিখিত ঐ অংশের 'মোহনীয়া পত্রিকা' (২০ পত্রে সম্পূর্ণ) দেখিয়াছি। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে একাধিক 'মোহনীয়া' সানি-গা-পা (অর্থাৎ নব্যন্যায়ের চরম পরিণতির চরম অংশ গাদাধরী সামান্যনিরুক্তির উপর পত্রিকা) রক্ষিত আছে—একটি ৩৫ পত্রে সম্পূর্ণ। ইহার আরম্ভ প্রতীক—"অথ মূলোক্তলক্ষণানাং দুষ্টহেতুলক্ষণত্বে দোষেষতিব্যাপ্তিঃ।" ইহাতে উপলভ্যমান 'স্বব্যধিকরণ'-পঙ্‌ক্তির পরিষ্কার (২ পত্রে) শঙ্কর ও দুলালের পত্রিকার সহিত মিলাইয়া পড়িলে গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

১৩। ইদিলপুরের চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন

সে কালের সমাজ-ব্যবস্থায় বিদ্যাবিষয়ে প্রতিভাস্ফূর্ত্তির কোন প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারিত না। নবদ্বীপপ্রমুখ বিদ্যাসমাজের তুলনায় ইদিলপুর অতি নগণ্য স্থান—কিন্তু তথাপি চন্দ্রনারায়ণের পাণ্ডিত্যখ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছিল। যদিও শেষ জীবন কাশীতে যাপন করায় তাঁহার নামযশঃ সহজে ছড়াইয়া পড়ে, তথাপি আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। কারণ, নব্যন্যায়ে 'চান্দ্রনারায়ণী' (সংক্ষেপে 'চান্দ্রী') পত্রিকা তাঁহার কাশী গমনের পূর্ব্বেই নবদ্বীপাদি সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, প্রমাণ আছে।

চন্দ্রনারায়ণের উৎকৃষ্ট জীবনকথা তাঁহার বংশধর কাশীর ৺হরিহর শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছিলেন (অর্চ্চনা, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ. ২৩৭-৪৪ : অস্মল্লিখিত প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২, পৃ. ৭৬৭-৯)

—চন্দ্রনারায়ণ তাঁহার মাতামহীর পিতামহ ছিলেন। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণার 'ধান্থকা' গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়বংশে তাঁহার জন্ম—বহু শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত এই বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন (নগেন বসু, ব্রাহ্মণকাণ্ড, তৃতীয়াংশ, পৃ. ১৫৪-৭ দ্রষ্টব্য)। প্রসিদ্ধ বিদুষী 'আনন্দলতিকা'র অংশ-রচয়িত্রী 'জয়ন্তী দেবী'র ভ্রাতা এবং জগদানন্দ তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার চন্দ্রনারায়ণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ—তদ্রচিত একটি স্মৃতিগ্রন্থের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ যথা,—

নত্বা শ্রীজগতাং ধাত্রীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং। যৎকৃপয়া স্থিরা চাত্র লক্ষ্মীর্বাণী সদা মুদা ॥

'ধান্‌কুয়া'গ্রামবাস্তব্যঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যো দ্বিজো মহান্। করোত্যজ্ঞপ্রবোধায় 'দায়তত্ত্বস্য নির্ণয়ং' ॥

চন্দ্রনারায়ণের পিতামহ 'রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত' ভ্রাতা কাশীশ্বরের সহিত বিষয় বিভাগ করেন—বণ্টননামার তারিখ ১১ অগ্রহায়ণ, ১১৬৫ সন (=নবেম্বর ১৭৫৮ খ্রীঃ) এবং রামেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার তাহাতে সাক্ষী ছিলেন। কৃষ্ণজীবন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার পুত্র ও ছাত্রই চন্দ্রনারায়ণ। তিনি নবদ্বীপাদি অন্য কোন সমাজে পাঠ স্বীকার করেন নাই, পিতার নিকটই সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। কৃষ্ণজীবনও তাঁহার এক পিতৃব্য 'বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্তে'র ছাত্র ছিলেন—১৬৮০ শকে তল্লিখিত 'মাথুরী'র শেষে তাহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (ব্যোমব্যালগুহাননোডুপশকে কাব্যেঽহ্নি মিত্রেঽলিগে, ন্যায়াদিজ্ঞগুণজ্ঞসর্ব্বগুণবৎশ্রীবিষ্ণুদেবস্য বৈ। সিদ্ধান্তস্য পদারবিন্দযুগলং নত্বা লিলেখ স্বয়ং, তচ্ছাত্রাধম-কৃষ্ণজীবনবটুশ্চিন্তামণেষ্টিপ্পনীম্ ॥) কৃষ্ণজীবন পুত্রকে মনোমত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং সভায় সভায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বংশগত প্রেরণাবলে চন্দ্রনারায়ণ পাঠদ্দশায়ই দ্বাদশ বার পুরশ্চরণদ্বারা ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত তারামূর্ত্তি অদ্যাপি কাশীতে পূজিতা হইতেছেন। মন্ত্রসাধনা ও পাঠসমাপনান্তে, প্রবাদ আছে, তিনি এক বার বাঙ্গলার প্রধান বিদ্যাসমাজগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং স্বকীয় শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা নদীয়ার শঙ্কর, ত্রিবেণীর জগন্নাথ ও মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পত্রিকারচনা: মাথুরী, জাগদীশী ও গাদাধরীর উপর চন্দ্রনারায়ণ উৎকৃষ্ট পত্রিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পার্য্যন্ত নব্যন্যায়ের অনেক চতুষ্পাঠীতে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই সকল পত্রিকা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, ধরা যায়। কারণ, 'চান্দ্রী' পত্রিকা 'কালীশঙ্করী'র পূর্ব্বে রচিত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়তঃ, চন্দ্রনারায়ণ কাশীতে বসিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোনটাই বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত পত্রিকাসমূহ তাঁহার কাশীগমনের পূর্ব্বেই রচিত হইয়া থাকিবে। পত্রিকা রচনায় চন্দ্রনারায়ণের সাফল্য 'কালীশঙ্করী'র অতুলনীয় প্রসার সত্ত্বেও চান্দ্রীর জনপ্রিয়তার দ্বারাই সূচিত হয়। আমরা দুলাল তর্কবাগীশের গৃহ হইতে 'অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি পত্রিকা চান্দ্রনারায়ণী' (জাগদীশীর উপর, ১৩ পত্র), 'বিশেষব্যাপ্তি চান্দ্রী' (১৩ পত্র), 'পরামর্শীয় মাথুরী চান্দ্রনারায়ণী পত্রিকা' (৮ পত্র) এবং 'পক্ষতাব্যাপ্তি চা' (৩০ পত্র, খণ্ডিত) সংগ্রহ করিয়াছি। দুলালের কোন বংশধর সাক্ষাৎ চন্দ্রনারায়ণের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। প্রায় সমস্ত পুথিশালায় চান্দ্রী পত্রিকা পাওয়া যায়—'চন্দ্রনারায়ণীয়ং গদাধরীয়ব্যাখ্যানং' মান্দ্রাজে (D. 4081, সামান্যনিরুক্তির উপর, ৮৬ পত্র) এবং আলোয়ারে (৬৩৩ সং পুথি) আছে, কলিকাতা ও কাশীর ত কথাই নাই। কর্ণাটদেশে চন্দ্রনারায়ণের ছাত্রসম্প্রদায় অল্প দিন পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল এবং

তদ্দেশীয় অক্ষরে বহু 'চান্দ্রী' পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছে। মহীশূর, কোচীন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের সুদূর প্রান্তেও চন্দ্রনারায়ণের ছাত্রসম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। সুতরাং চন্দ্রনারায়ণের নাম হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশ হইতে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও ভারতবর্ষের অন্যত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

কাশীতে অধ্যাপনা ও প্রতিষ্ঠা ঃ 'সুরধুনী' কাব্যে দীনবন্ধু মিত্র কাশী সংস্কৃত-কলেজ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

চন্দ্রনারায়ণগুণে এই বিদ্যালয়।
করেছে পণ্ডিত মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়॥ (চতুর্থ সর্গ)

Nicholls-কৃত উক্ত কলেজের ঐতিহাসিক বিবরণী হইতে (মার্চ, ১৮৪৯ খ্রীঃ) আমরা চন্দ্রনারায়ণের কর্ম্মজীবনের প্রামাণিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চন্দ্রনারায়ণ মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পূর্ণ ২০ বৎসর পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১২৪০ সনের বৈশাখে) অবসর গ্রহণের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। ১৮২০ সনে H. H. Wilson এবং Edward Fell সাহেবদ্বয় ন্যায়শ্রেণীর পরীক্ষাকালে জানিতে পারেন, চন্দ্রনারায়ণের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট নানাদেশীয় বহু ছাত্র তাঁহার নিকট বাড়ীতে অধ্যয়ন করে ("The Pandit of this class bears a high character, one consequence of which, as stated by himself, is likely to have an unfavourable effect upon his zeal for his college pupils, we mean his giving instruction out of the college to various persons, attracted from different parts of the country by his celebrity—")। ১৮২৫ সনে তাঁহার বেতন হয় মাসিক ৮০৲ টাকা—Secretary Captain Thoresby বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবকালে মন্তব্য করিয়াছিলেন, চন্দ্রনারায়ণ ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন ("was the most celebrated Logician in India")। কথা ছিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সহকারী অধ্যাপক হইয়া কালে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। ১৮২৭ সনে ঐ সাহেবই ন্যায়শ্রেণীর উন্নতিবিষয়ে মন্তব্য করেন, কাশীতে দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রে এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগার এবং ইহা কিছু মাত্র অপ্রত্যাশিত নহে ("But this is no more than might be expected, considering that it is instructed by a Pandit of such eminent acquirements as Narain Bhattacharji")। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়পাঠার্থীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যায় (১৮৩৯ সনে তৎপুত্র 'কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি'র বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। কাশীতে চন্দ্রনারায়ণের এই অসামান্য প্রতিষ্ঠার কথা অদ্যাপি বৃদ্ধমুখে শ্রুত হওয়া যায়। সে কালে শাস্ত্রীয় বিচারেই পাণ্ডিত্যযশ সত্বর সর্ব্বত্র সহজে প্রসারিত হইতে পারিত। চন্দ্রনারায়ণের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারপটুতা উভয়ই অসাধারণ ছিল—তিনি জীবনে কখনও বিচারে পরাজিত হন নাই। তৎকালে কাশীর সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন 'অহোবল শাস্ত্রী'—দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার বিখ্যাত চতুষ্পাঠীতে ১৮১৭ সনে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫ (ওয়ার্ড, ১৮২২এর সং, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১)। তাঁহার সহিত সপ্তাহব্যাপী বিচারে চন্দ্রনারায়ণ জয়ী হইয়াছিলেন। নবদ্বীপাদি সমাজের সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া সে কালের বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী 'অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার' চন্দ্রনারায়ণের সহিত বিচারের জন্য নবদ্বীপ হইতে নৌকাযোগে কাশী যান—চন্দ্রনারায়ণ চতুঃষষ্টিযোগিনীর ঘাটে আহ্নিক করিতেছিলেন। আলাপ-পরিচয়ের পূর্ব্বেই ঘাটে বসিয়া

উভয়ের মধ্যে তুমুল বিচার হয় এবং পক্ষতা-গাদাধরীর একটি কঠিন ফক্কিকার নানাবিধ উত্তর অভয়ানন্দের সূক্ষ্ম ধীর নিকবেও নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিয়া চন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে অবাক্ করিয়া দিয়াছিলেন। 'আপনিই সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ' বলিয়া জীবনের এই প্রথম পরাজয়দিনে অভয়ানন্দ, চন্দ্রনারায়ণের পদধূলি লইয়া ঘাট হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আজ ১২৫ বৎসর পরেও এই বিস্ময়কর বিচারকাহিনী বর্ণনা করিয়া প্রাচীনেরা বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাশীরাজ 'উদিতনারায়ণ সিংহ' কাশীতে একটি ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—"তৎকালপ্রসিদ্ধৈরসংখ্যাতগুণগণস্তব্যৈর্বারাণসীবাস্তব্যৈঃ শ্রীভৈরবমিশ্র-শ্রীচন্দ্রনারায়ণতর্কালঙ্কার(?)প্রমুখৈর্বিদ্বদ্বর্য্যৈঃ সহ মন্ত্রয়িত্বা" (পণ্ডিত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫)। তাঁহাদের পরলোকপ্রাপ্তির পর সভাটিও উঠিয়া যায়।

গ্রন্থরচনা : চন্দ্রনারায়ণ কাশীতে বসিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র (অর্থাৎ রাধাকান্ত শিরোমণির দত্তক পুত্র) নৈয়ায়িক রজনীকান্ত তর্করত্ন (২ মাঘ ১৩১৮ সনে মৃত্যু) 'সারমঞ্জরী'র বালবোধিনী টীকায় লিখিয়াছেন :—

নানাশাস্ত্রবিচারমার্জ্জিতমতির্ন্যায়ে স্বয়ং গোতমঃ
কাশ্যাং রাজমঠে বৃতো গুরুপদে যশ্চন্দ্রনারায়ণঃ।
প্রাণৈষীদতিগৌরবামনুগমে টীকাং তথা টিপ্পনীং
ব্যাখ্যানং কুসুমাঞ্জলেশ্চ বিমলং ন্যায়স্য বৃত্তিং বরাম্॥

অর্থাৎ পত্রিকা ব্যতীত চন্দ্রনারায়ণ পৃথক্ টীকা-টিপ্পনী, কুসুমাঞ্জলির টীকা ও ন্যায়সূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল রচনা কাশী অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল, এখন বোধ হয়, সবই লোপ পাইয়াছে। আমরা একটি সূচি-পুস্তক হইতে (N. W. P., I., 1874) পূর্ব্বাবিষ্কৃত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লিখিতেছি। (১) চন্দ্রনারায়ণকৃত **ইন্দ্রিয়ার্থবাদ** (পত্রসংখ্যা ১১)। (২) **কালখণ্ডনবিচার** (৬৪ পত্র, মির্জাপুরের গোবিন্দ ভট্টের নিকট ছিল)। (৩) **সামগ্রীপ্রতিবন্ধকতাবাদটিপ্পনী** (১১ পত্র)। (৪) **কুসুমাঞ্জলিটীকা** (৭৪ পত্র, মির্জাপুরের গোবিন্দ ভট্টের গৃহে)। (৫) **চিন্তামণিটিপ্পনী** (২০৫ পত্র, প্রতি পৃষ্ঠে ১৮ পংক্তি)। (৬) **গৌতমসূত্রবৃত্তি** (৩৫ পত্র)। এই সকল গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিলিপি করিয়া রাখিলে চন্দ্রনারায়ণের সমুচিত স্মৃতিরক্ষা হয়।

চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ : প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রনারায়ণের সগোত্র ও ছাত্র ইদিলপুরের দ্বিতীয় রত্ন পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সভাপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণের গ্রন্থপরিচয় এবং কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানেই সঙ্কলিত হইল। তাঁহার একটি মাত্র টীকা আমরা দেখিয়াছি—সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর 'মহাপ্রভা' (কাশী সরস্বতীভবনের ৮৮১ সং ন্যায়বৈশেষিক পুথি, ৪০ পত্র, খণ্ডিত ; Hultzsch, II, p. 60, 137, ১০৯ পত্র)। আরম্ভ এই,—

ভাগ্যোদ্ভূতৈকভূতীনমুদিনমনোদ্ভাবিতস্বাববোধান্
স্বস্থানে স্থাপয়ন্ যঃ প্রভুরমুভবনং স্বস্য বিশ্বস্য কুর্ব্বন্। (পাঠান্তর স্বস্যান্তে)
বিশ্বব্যাপিপ্রভাবান্ বিচরতি সততং স্বক্রিয়ামাত্রনিঘ্নং
শ্রীলো নীলো মণির্নঃ স্ফুরতু স হৃদয়ে ধ্বান্তবিধ্বংসহংসঃ॥

শ্রীশারাধনসাধনেন বহুধা কৃত্বা নিনিঃসারিতা
দুর্ব্যাখ্যাবৃতিবিচ্ছিদাং সুকৃতিনাং প্রাচামিয়ং রাজতাং।
বিষ্ণোর্বক্ষসি বিশ্বনাথনিহিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী
তস্যাস্তু 'মহাপ্রভা' প্রপদগা ত্রৈলোচনী রোচনী ॥

অন্বীক্ষিকি! প্রজহতা কিল লোকবৃত্ত-মত্যন্তমুস্থমনসা মম সেবিতাসি।
নব্যার্থয়ে স্বহমিদং ভবতীমিদানী-মন্ত্রেপ্সিতে সচিবতাং স্বহিতাং বিধেহি ॥

বিদ্যাদানসুবৃত্তনির্জিতসুরাচার্য্যাদিরাজর্ষিকং
প্রাচ্যে যাচ্যমপূর্ব্বসর্ব্ববিভবৈর্ভূপৈরপীষ্টার্থদম্।
'কৃষ্ণাত্রেয়'-কুলং সমস্তি জনতামান্যং পরং বৈদিকং
রামাদির্জয়তি স্ম তত্রবতদুর্গোপালপঞ্চাননঃ ॥

ততো জাতঃ সুমহতঃ শ্রীল-চন্দ্রমণির্দ্বিজঃ।
তেনে কাব্যতনুং কাঞ্চিদ্-'বাণীকল্পলতা'ভিধাম্ ॥
স দৈবান্মথুরোপজ্ঞং মধ্যমাদৌ ত্রিলোচনঃ।
প্রসিদ্ধো রচয়ত্যেনাং মুক্তাবল্যা মহাপ্রভাম্ ॥

এই টীকা লাহোরের রণজিৎ সিংহের সভায় রচিত হইয়াছিল অনুমান করা যায় এবং তজ্জন্য বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। চন্দ্রমণির অপর নামই ত্রিলোচন (ষষ্ঠ শ্লোক: Hultzschএর বিবরণ ভ্রমাত্মক, p. xv)—মধুসূদন গোস্বামিরচিত অপর প্রাচীনতর 'মহাপ্রভা' টীকা সম্পূর্ণ অলীক বস্তু। মধুসূদনের পুত্র রাধানাথ গোস্বামী (মৃত্যু ১৮৭৫ খ্রী:) সে কালে সংস্কৃত গ্রন্থরক্ষায় উৎসাহী ছিলেন—তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থালয়ে ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্যকৃত দুইটি গ্রন্থ ছিল, 'ব্যাকরণকোটিপত্রং' এবং 'ন্যায়সংকেতঃ' (*Radh.*, p. 9, 13)। এই ত্রিলোচন নিঃসন্দেহ চন্দ্রমণি এবং রাধানাথ নিশ্চয়ই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভা টীকা বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং চন্দ্রমণি বহু প্রাচীন গ্রন্থের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা বঙ্গদেশে তৎকালে প্রচলিত ছিল না। দুইটি বচন উদ্ধৃত হইল,—"শশধরাচার্য্যাদিভিঃ ক্ষীণদোষগুরুত্বং শিষ্টত্ব-মিত্যাভিহিতম্" (৬।১ পত্র) এবং "উপাধির্দ্বিবিধঃ সখণ্ডোঽখণ্ডশ্চেতি ত্রিসূত্রিতত্ত্ববোধে বর্দ্ধমানোপাধ্যায়াঃ তদনুসারিণশ্চ প্রগল্‌ভাচার্য্যাদয়ঃ" (৩৯।২ পত্র)। বচনদ্বয় শশধরের 'ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ' (পৃ. ১৮-১৯) ও 'অনুমানপ্রগল্‌ভী' (কাশীর পুথি, ১৩।১ পত্র) হইতে অবিকল উদ্ধৃত। চন্দ্রমণি নিঃসন্দেহ কাশীতে লোকবৃত্ত পরিত্যাগ করিয়া 'অত্যন্তসুস্থমনে' চন্দ্রনারায়ণের পদপ্রান্তে বসিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যার চরম সাধনা করিয়াছিলেন এবং কাশী হইতেই লাহোরে যাইয়া নব্যন্যায়ে বাঙ্গালীর বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রী: রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমদেশীয় বহু ছাত্র সহ দেশে আসিয়া অধ্যাপনা করেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি অদ্যাপি ইদিলপুরে প্রচারিত আছে (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ. ৩২৮-৩০ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রমণি পত্রিকাও রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহার বংশধর 'অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ' ব্যধিকরণ জাগদীশীর 'প্রভা'-টীকা রচনা করিতে তাঁহার সাহায্য লইয়াছিলেন ("সমালোক্য পুস্তকম্বাং পূর্ব্বলোকেন নির্ম্মিতাম্" ১৪ শ্লোক)। 'প্রভা'র প্রারম্ভে চন্দ্রমণির কুলপরিচয় ও প্রশস্তি আছে। আমরা

প্রশস্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি—চন্দ্রমণির শাস্ত্রজ্ঞানের পরিসর, দৈবী শক্তি ও ভারতব্যাপী সুযশের কথা বাঙ্গালীর বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে (পৃ. ৯) :—

তর্কব্যাকরণাগ্ন-বেদ-কবিতা-বেদান্তসাংখ্যাবলী-
মীমাংসাচয়-সংহিতাভিরভিতঃ শাস্ত্রৈশ্চ যুক্ত্যাদিভিঃ।
ধ্বস্তব্রহ্মনিরূপণাহতমনঃপাষণ্ডগর্ব্বাবলি-
র্মাহোরেশ্বরমন্দিরে শিবমনাঃ দৈবীং চ শক্তিং গতঃ ॥ ৫
ন্যায়ভূষণোপনামা চন্দ্রমণিস্তদাত্মজঃ।
ভারতে সুযশো যস্য রবেরংশুরিবাভবৎ ॥ ৬

১৪। বিক্রমপুরের কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ

অধুনা নব্যন্যায়ের প্রায় সমস্ত চতুষ্পাঠীতে 'কালীশঙ্করী' পত্রিকা সহ জগদীশ গদাধরের পাঠ্য গ্রন্থাংশ অধীত হইয়া থাকে—নবদ্বীপে, কাশীতে, অথবা মান্দ্রাজে। কারণ, সকল সমাজের সকল নৈয়ায়িকের মতে অগণিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে 'কালীশঙ্করী'ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ফলে প্রাচীনতম সকল পত্রিকাই ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়—নিজ নবদ্বীপেই শঙ্কর-প্রমুখ পত্রিকাকারদের রচনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অথচ কালীশঙ্কর নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন না, ছিলেন বিক্রমপুরনিবাসী। বাঙ্গলার তৎকালীন বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর সমাজ-নির্ব্বিশেষে গুণগ্রাহিতার এই নিদর্শন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া যে অগণিত বিদ্যাসমাজ বাঙ্গলার পরগণায় পরগণায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে সামাজিক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় ও সুশাসনে বিক্রমপুরসমাজই এক সময়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। তজ্জন্যই কালীশঙ্করের পত্রিকা সকল সমাজে এত সত্বর প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল।

বিক্রমপুরসমাজে বজ্রযোগিনীর 'পুশিলাল'-বংশ (রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্র, কিন্তু যজুর্ব্বেদী) প্রসিদ্ধ 'শ্রোত্রিয়' এবং পুরুষানুক্রমে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সম্মানিত। এই বংশের আদিপুরুষ শ্রীধরের পাঁচ পুত্র হইতে পাঁচটি ধারা নির্দ্দিষ্ট আছে—হলাই, বলাই, কেশব, চতুর্ভুজ ও পুরন্দর। তন্মধ্যে গুরুতা ও যাজকতাব্যবসায়ী কেশব পণ্ডিত ও চতুর্ভুজ পণ্ডিতের ধারায় পুরুষানুক্রমে বহুতর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। চতুর্ভুজের ধারায় বজ্রযোগিনীর 'পুরোহিতপাড়া' পল্লীতে কালীশঙ্কর অনুমান ১১৮৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ স্বকীয় জ্ঞাতি উক্ত কেশব পণ্ডিতের বংশধর বজ্রযোগিনীর 'ভট্টাচার্য্যপাড়া'-নিবাসী গোলোক সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কথা—সম্বাদটি আমরা কালীশঙ্করের পৌত্র সোনারগাঁ কৃষ্ণপুরানিবাসী শরচ্চন্দ্র তর্করত্নের (১২৭২-১৩৩৯ সন) নিকট জানিয়াছিলাম। কালীশঙ্কর পরে ধানুকার স্বনামধন্য চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট তাঁহার কাশীগমনের পূর্ব্বেই পাঠ সমাপন করেন। তিনি চন্দ্রনারায়ণের ন্যায় নবদ্বীপাদি সমাজে পড়েন নাই। 'ক্রোড়পত্রসংগ্রহে'র বিজ্ঞাপনে (পৃ. ৩-৪) বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কালীশঙ্করের অধ্যয়ন বিষয়ে তদীয় বাল্যগুরু কালীপ্রসাদ শিরোমণির নিকট জানিয়া নিতান্ত এক অমূলক কথা লিখিয়াছেন যে, কাশীতে চন্দ্রনারায়ণের গৃহে কালীশঙ্কর 'পাককর্ত্তা' ছিলেন

এবং "পাকং কুর্ব্বন্নধ্যয়নং বিনৈব গুরোরধ্যাপনং শৃণ্বন্নেব কতিপয়ৈর্বর্ষৈরনেকান্ ন্যায়গ্রন্থান্ সমভ্যস্তবান্" ইত্যাদি। চন্দ্রনারায়ণের পৌত্রই কথাটার অসম্ভবতা লিখিয়া জানান, কিন্তু বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ প্রতি-বিজ্ঞাপনে (২য় সংখ্যায় মুদ্রিত) নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে পূর্ব্বকথার সমর্থন করেন। "সিদ্ধান্তবাগীশ এত দরিদ্র ছিলেন না যে…পাচকতা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, ইহা নিতান্তই অমূলক কথা" (উক্ত তর্করত্নের পত্র)। দ্বিতীয়তঃ, কালীশঙ্কর পঠদ্দশায় কাশী যান নাই, চন্দ্রনারায়ণের কাশীগমনকালে সিদ্ধান্তবাগীশ বিক্রমপুরের একজন প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন, প্রমাণ আছে। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ নিশ্চিতই এ স্থলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন—সে যুগের 'না পড়িয়া পণ্ডিত' কাহারও প্রসঙ্গ তিনি ভুল করিয়া কালীশঙ্করের নামে চালাইয়াছেন।

সিদ্ধান্তবাগীশ বিচারপটু ছিলেন না—প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কোন বিচারকথার প্রসিদ্ধি নাই। বরং তাঁহার ২য় পত্নীর পিতৃব্য অপরাজেয় 'দেবাংশ' পণ্ডিত সোনারগাঁর ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন তাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে অপদস্থ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চিন্তাশীল ছিলেন এবং ফলে অনেক সময়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া হাস্যকর ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই অতিচিন্তার দুইটি ফল তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—একটি 'কালীশঙ্করী পত্রিকা,' যাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। দ্বিতীয় ফল কফরোগ—অতিচিন্তায় কফরোগ জন্মে। তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং পৌত্রদ্বয় এই কফরোগেই মারা যান। তাঁহার প্রথমা পত্নী কৌশল্যা দেবীর মৃত্যুকালে (প্রায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি মৈমনসিংহ, সুসুঙ্গের রাজা রাজসিংহের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু বৎসরের মধ্যে ৬ মাস বিক্রমপুরসমাজের 'প্রাধান্য' রক্ষার জন্য দেশে থাকিয়া অধ্যাপনা করিতেন এবং বাকী ৬ মাস সুসুঙ্গরাজবাড়ীতে গিয়া পড়াইতেন। সুসুঙ্গরাজাদের পণ্ডিতপ্রিয়তা চিরপ্রসিদ্ধ। ১২৩৬ সনে (১৮৩০ খ্রীঃ) তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কালীনাথ তর্কপঞ্চাননকে (১২৩৬-৮১ বঙ্গাব্দ) ৬ মাসের শিশু রাখিয়া তিনি ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার' বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মারা যান। সিদ্ধান্তবাগীশের পত্রিকারচনার কাল নিঃসন্দেহে ১৮১০-৩০ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করা যায়। তাঁহার বহু ছাত্রের নাম আমরা জানি—তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন দুই জন—মহেশ্বরদি-চাকদানিবাসী 'কমলাকান্ত তর্কশিরোমণি' তাঁহার প্রথম পক্ষের শ্যালক এবং প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য তিনি 'সোনার কমল' (অথবা 'স্থলকমল') আখ্যা পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, বিক্রমপুর-কাঁটাদিয়ানিবাসী 'কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম' ('রূপার কমল' বা 'জলকমল' আখ্যায় পরিচিত) অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন এবং কালে রাঢ়-বঙ্গের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন (১২৬৩ সনে মৃত্যু)। ইনি পরে নবদ্বীপে কাশীনাথ চূড়ামণির ছাত্র ছিলেন। এই কমল সার্ব্বভৌম কুলাংশে নিকৃষ্ট ছিলেন (রাঢ়ীয় কাশ্যপ, পাবড়াশীগাঞি), কিন্তু বিক্রমপুর বিদ্যা-সমাজের মুকুটমণি হইতে তাঁহার কোন অন্তরায় ঘটে নাই। কালীশঙ্করী পত্রিকা প্রধানতঃ তদ্দ্বারাই দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার বহু বিদেশী ছাত্রের মধ্যে শেষ সময়ে দুই জন দ্রাবিড়ী ছিলেন (বিক্রমপুর, ১ম বর্ষ, পৃ. ১০)। কালীশঙ্করী পত্রিকার পঙ্ক্তি লইয়া তিনি নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণির সহিত বহু সভায় বহু বিচার করিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাঁহার গুরুর লেখা নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালীশঙ্করী পত্রিকার অংশ বহু পূর্ব্বেই কাশী হইতে মুদ্রিত হয়—

পরে চৌখাম্বা গ্রন্থমালায় অনুমানখণ্ডের জাগদীশী ও গাদাধরীর উপর সম্পূর্ণ কালীশঙ্করী 'ক্রোড়পত্রসংগ্রহ' নামে মুদ্রিত হইয়া সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু মাথুরী প্রভৃতি গ্রন্থোপরি তদীয় পত্রিকা অদ্যাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে।

অন্যান্য পত্রিকা ও রচনা : নবদ্বীপের বাহিরে প্রায় সমস্ত বিদ্যাসমাজেই নব্যন্যায়ের কিছু কিছু পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ সমাজের বাহিরে প্রচারিত হইতে পারে নাই এবং সাময়িক উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক পত্রিকাকারের পরিচয়াদিও অধুনা জানিবার উপায় নাই। নৈহাটীতে আমরা একটি 'সিজা পা' (অর্থাৎ সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশীর উপর পত্রিকা) পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার রচয়িতা **রামজীবন তর্কালঙ্কার** কোন্ সমাজের পণ্ডিত ছিলেন, জানা যায় না। কাশীর সরস্বতীভবনে একটি পত্রিকার শেষে পুষ্পিকা এই, (১০৮৭ সং ন্যায়ের পুথি, পত্রসংখ্যা ৫)—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-হুবিবনু(?)-ভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীযুতরামভদ্র-ন্যায়ালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতং সংশয়পক্ষতাবিচাররহস্যং সম্পূর্ণম্।" ইঁহারও পরিচয়াদি অজ্ঞাত। **রামহরি** নামক একজন অজ্ঞাত নৈয়ায়িক 'তর্কপ্রদীপ' নামে ক্ষুদ্র কারিকাত্মক নিবন্ধ (৯ পত্রে সম্পূর্ণ) রচনা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের ক্ষুদ্রতম সারসঙ্কলন করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে ইহার পুথি আছে। আরম্ভ যথা,—

যস্যাঃ পাদনখেন্দুরশ্মিততমঃ সংহারয়ত্যঞ্জসা-
ধ্বান্তং তদ্‌গতচেতসাং বিষয়িণাং তত্বর্দ্ধয়ত্যন্তরং।
তস্যাঃ পাদসরোরুহং পরিণমংস্তর্কপ্রদীপাহ্বয়ং
গ্রন্থং রামহরির্দ্বিজো বিতনুতে শ্রীমান্ সতাং সম্মুদে॥

পঞ্চ-'জ্যোতিঃ'-সমন্বিত এই গ্রন্থের অনুমানখণ্ড ১ পত্রে (২।২-৩।২) সমাপ্ত। ব্যাপ্তিলক্ষণটি উদ্ধারযোগ্য :—

ব্যাপ্তির্বিধেয়াভাবাধিকরণাবৃত্তিতা স্মৃতা।
কিম্বা সাধ্যাভাববতো যাবন্তস্তত্র বর্ত্ততে।
যদভাবস্তত্ত্বমেব ব্যাপ্তির্বৃদ্ধৈরুদাহৃতা॥ (৩।১ পত্র)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে **রামশঙ্কর ন্যায়বাগীশ**-রচিত 'তর্কসার' গ্রন্থের পুথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম (৪৪৭৫ সং, ৮৬ পত্র)। আরম্ভ যথা,—

রামং প্রণম্য জনকং শ্রীরামশঙ্করশর্ম্মণা কুতুকাৎ।
সুখবোধায় সর্ব্বস্য তর্কসারস্তনুতে হরিতুষ্ট্যৈ॥
ন্যায়াব্ধের্মন্থনং চাদৌ শাব্দবোধাম্বুধেস্ততঃ।
তৃতীয়ে সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধের্ব্রহ্মনির্ব্বচনস্ততঃ॥

একটি পুষ্পিকা যথা,—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-মুরারিপঞ্চাননাত্মজ-রামরামবিদ্যাবাগীশাত্মজ-শ্রীরামশঙ্কর-ন্যায়বাগীশবিরচিতে তর্কসারে প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ (১৫।১ পত্র)। এই পণ্ডিতগোষ্ঠীর পরিচয়াদি গবেষণীয়। কাশী অঞ্চলে **হরনারায়ণের** পত্রিকাসমূহ এক সময়ে সুপ্রচারিত ছিল —তাঁহার পরিচয়াদিও অজ্ঞাত।

পঞ্চম অধ্যায়

কাশীধামে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক

অবিমুক্তপুরী বারাণসী সুপ্রাচীন যুগ হইতে চতুর্থাশ্রমীর মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসমাজরূপে তাহার খ্যাতি অবিচ্ছিন্ন ধারায় অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্ত বিদ্বৎসম্প্রদায় কাশীর সহিত যোগসূত্র প্রাচীন কাল হইতে সাদরে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বহু বাঙ্গালী গ্রন্থকারও কাশীতে বসিয়া রচনা করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থের প্রচার বিষয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—কাশীতে রচিত গ্রন্থ সহজেই সকল বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইতে পারিত। গৌড়দেশীয় বিখ্যাত 'কবিপণ্ডিত' শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের আশ্রয়ে কাশীধামেই তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থদ্বয় (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ও নৈষধচরিত) রচনা করিয়া অতিসত্বর সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণি প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দার্শনিক জগতে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রায় ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অধ্যাপনা সর্ব্বপ্রথম কাশীধামে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল একজন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত দ্বারা। তদবধি প্রায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৫০ বৎসর ধরিয়া কাশীতে নব্যন্যায়চর্চ্চা প্রধানতঃ বাঙ্গালীদের দ্বারাই পরিরক্ষিত হইয়াছে। কোন অবাঙ্গালী অধ্যাপক বা গ্রন্থকার কাশীবাসী বাঙ্গালীর এই গুরুগৌরব কস্মিন্ কালেও ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। যে সকল বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর এই সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া এই হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশে। আমরা প্রগল্ভ, শিরোমণি ও চূড়ামণি—এই তিনটি সম্প্রদায়ভেদে তাঁহাদের নাম ও গ্রন্থাদির পরিচয় যথাসাধ্য সঙ্কলন করিতেছি।

১। প্রগল্ভাচার্য্য

অনুমানদীধিতি গ্রন্থে টীকাকারদের ব্যাখ্যানুসারে বহু স্থলে প্রগল্ভের মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (প্রসারিণী, পৃ. ৭৩, ১৩৯, ২০০; জাগদীশী, পৃ. ৫০৪, ৫৩২, ৫৬১ ইত্যাদি)। তন্মধ্যে 'ব্যধিকরণ'-প্রকরণে প্রগল্ভের লক্ষণত্রয় ন্যায়পাঠার্থীর সুবিদিত। প্রগল্ভ মৈথিল ছিলেন বলিয়া এত কাল পণ্ডিতসমাজে ধারণা ছিল। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন, 'প্রগল্ভমিশ্রাদিভি-র্মৈথিলপণ্ডিতৈঃ' (ক্রোড়পত্রসংগ্রহের বিজ্ঞাপন, পৃ. ১) এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতীভবন হইতে প্রকাশিত 'মঙ্গলবাদে'র সংস্করণে 'মৈথিলসম্প্রদায়ানুরোধিনী' যে টীকাচতুষ্টয় প্রথম মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আলোক, দর্পণ ও কণ্টকোদ্ধারের সহিত প্রগল্ভীও আছে। ১৩৫৭ সনে আমরা প্রথম আবিষ্কার করি যে, প্রগল্ভ বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ছিলেন (সা-প-প, ১৩৫৭, পৃ. ৬৯-৭৭)।

গ্রন্থাবলী:—প্রগল্ভরচিত তত্ত্বচিন্তামণির টীকা অদ্যাপি দুষ্প্রাপ্য হয় নাই—কলিকাতা, কাশী, পুণা, বরোদা, বোম্বে প্রভৃতি স্থানের পুথিশালায় তাহার প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে। আমরা চারি খণ্ডই

পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। (১) প্রত্যক্ষপ্রগল্‌ভীর চারিটি প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি, কাশী সরস্বতীভবনের ২৯৯ সংখ্যক আদ্যন্তখণ্ডিত পুথি (৩৯-১০৪ পত্র), ৩০০ সংখ্যক অন্তে খণ্ডিত পুথি (১-১৭৯ পত্র), এসিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বে শাখার সম্পূর্ণ প্রাচীন পুথি (১৬৬।১ সংখ্যক, পত্র ১-১৪২, লিপিকাল '১৫৭৮ সংবৎ চৈত্র বদি ১০ শনৌ') এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর মধ্যে খণ্ডিত প্রাচীনতম পুথি (১১৭৫ সং, পত্র ২৩৮, মধ্যে ১২২-৫৫ পত্র নাই; 'কাশ্যাং' ১৫৭৫ সংবতে অনুলিখিত)। গ্রন্থারম্ভ যথা:—

বাণীসংসেব্যমানং তমজমক্ষয়মব্যয়ং। নারায়ণমনাথৈকনাথং নত্বা সহস্রধা॥
আচার্য্যশ্রীপ্রগল্‌ভেন জাহ্নবীগর্ভসংভুবা। পিতুর্নরপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা নিরুচ্যতে॥

গ্রন্থশেষ যথা:—

অশুদ্ধং যদি বা শুদ্ধং লিখিতং যত্তু কিঞ্চন।
তেন শ্রীজগতাং নাথ: পাতু শ্রীমধুসূদন:॥

ইতিশ্রীনরপতিমিশ্রতনয়-জাহ্নবীগর্ভসংভব-রুক্মিণীপতি-শ্রীপ্রগল্‌ভাচার্য্যকৃতৌ প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ: সমাপ্ত:।
মধ্যেও অনেক প্রকরণে মঙ্গলশ্লোক আছে, আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি (কলিকাতার পুথি):—

নমামি পরমানন্দমানন্দায় পুন: পুন:। 'প্রামাণ্যে' মদ্‌গিরা দেব প্রামাণ্যমুপপাদয়॥ (২৩।১)
'নির্ব্বিকল্পং' নিরীহং যৎ জ্ঞানানন্দং সদাত্মকং। প্রণম্য শ্রীপ্রগল্‌ভোয়ং নির্ব্বিকল্পো নিরুক্তবান্॥ (২৩২।২)
যচ্চৈতন্যং পরং শুদ্ধং নির্বিশেষণমদ্বয়ম্। উপলক্ষণহীনং তং ভুঞ্জেহং সর্বকামদম্॥ (২৩৬।১)

প্রামাণ্যপরিচ্ছেদের শেষে পুষ্পিকা আছে,—"ইতি শ্রীহরিহরচরণৈকশরণ-নরপতিমহামিশ্রতনয়াচার্য্য-শ্রীপ্রগল্‌ভবিরচিতে" (১১১।২)। কিন্তু পরতত্ত্বসাধনের শেষে আছে, "শ্রীমৎপ্রগল্‌ভভট্টাচার্য্যবিরচিতে" (৯৫।১, বোম্বের পুথি, ৫৬।২)।

(২) অনুমানপ্রগল্‌ভীর দুইটি পুথি আমরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়াছি—সরস্বতীভবনের ২৯৮ সংখ্যক পুথি (পত্র ১-৩৩, ৩৯-১৭৪, ১৭৪-২০৮ ঈশ্বরবাদের শেষ পর্য্যন্ত) এবং বোম্বের পুথি (১৬৫ পত্র, শক্তিখণ্ডন পর্য্যন্ত)। গ্রন্থারম্ভ যথা:—

নারায়ণস্য চরণং শরণং প্রণম্য, মাত: সরস্বতি তবাপি পদারবিন্দং।
ধ্যাত্বা পিতুর্নরপতেশ্চরণদ্বয়ং চ, শ্রীমৎপ্রগল্‌ভ ইহ কিঞ্চিদহং ব্রবীমি॥

কেবলান্বয়িপ্রকরণের শেষে মঙ্গলশ্লোক হইতে জানা যায়, প্রগল্‌ভের অপর এক নাম ছিল 'শুভঙ্কর':—

কেবলান্বয়িগোবিন্দং প্রণম্য শ্রীশুভঙ্কর:।
রুক্মিণীকৃতনির্বাহ: কশ্চিদাহ যথামতি॥ (৬৫।১)

উপাধিবাদের শেষেও পাওয়া যায় (৪৭।১):—

প্রণম্য জগতামীশং পতিং সততমদ্বয়ং।
'শুভঙ্কর' উপাধীনাং সদা বিরহমুক্তবান্॥

মধ্যে ও শেষে বহু মনোহর মঙ্গলশ্লোক পাওয়া যায়। কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।—

যতো জাতমিদং বিশ্বং যত্রান্তে লয়মেষ্যতি। তৎ প্রণম্য পরং ব্রহ্ম কিঞ্চিদুক্তং যথামতি॥
(সামান্যলক্ষণার শেষে, ৩১।১।)

সপক্ষে চ বিপক্ষে চ তুল্যা যস্ত স্থিতিঃ প্রভোঃ। কেবলান্বয়িনং হেতুমপূর্ব্বং তমহং ভজে ॥। (৯৪।২)
সপক্ষং চ বিপক্ষং চ পক্ষং ব্যাপ্য স্থিতোস্তি যঃ। সাধ্যসাধকমীশানং নৌমি হেতুং তমদ্ভুতম্ ॥ (১০২।১)
যদজ্ঞানকৃতং সর্বং হেত্বহেতুবিবেচনং। নিরুপাধিকমাত্মানং তং ভজে দেবকীসুতম্ ॥
যস্ত সিদ্ধ্যা জগৎসিদ্ধির্যদসিদ্ধৌ নিবর্ত্ততে। তমসিদ্ধহরং সিদ্ধং বন্দে হরিহরং পরম্ ॥ (১২৫।১)
নমামি পরমানন্দমানন্দায় পুনঃ পুনঃ। বাধাদিদোষে নিস্তীর্ণো যস্তানুস্মরণাদহম্ ॥
কার্য্যত্বমীশ্বরে লিঙ্গং হেত্বাভাসবিবর্জ্জিতং। উক্তগ্রন্থপ্রবন্ধেন সাধিতং বোধ্যতেঽধুনা ॥ (১৪৭।১)

এবং ভক্ত্যা পরমপুরুষস্থাপনে যুক্তি(রুক্তা)
নানাশাস্ত্রপ্রথিতমতিনা শ্রীপ্রগল্‌ভেন যত্নাৎ।
এতজ্জন্যৈঃ সুকৃতনিচয়ৈরর্পিতঃ সোঽহস্ত দেবঃ
শ্রীমান্ রামঃ সকল(জগতী)নায়কঃ প্রীয়তাং মে ॥ (১৭৪।১)
নৈসর্গিকীয়ং শক্তির্দ্দূরীকৃতা শ্রীপ্রগল্‌ভেন যুক্ত্যা।
নৈসর্গিকশক্তিমতা শাস্ত্রার্থনিরূপণে গহনে ॥
প্রাগল্‌ভ্যেন প্রগল্‌ভেন যৎ কৃতং শক্তিখণ্ডনং।
সর্বশক্তিবিনির্ম্মুক্তো রামঃ প্রীতোস্তু তেন মে ॥ (১৯১।২)

সর্ব্বশেষ :—

বন্দে শ্রীনন্দপুত্রস্য পাদাম্ভোজমহর্নিশং। যৎপ্রসাদা(দ)হংশ্চৈব মুক্তঃ স্যাং ভবসাগরে ॥
অনেকেষাং লিপিং দৃষ্ট্বা স্বয়ং কিঞ্চিদ্বিচার্য্য চ। লিখিতং যৎ প্রগল্‌ভেন তেন তুষ্যতি কেশবঃ ॥ (২০৮।২)

এই গ্রন্থে প্রগল্‌ভাচার্য্যের নিম্নলিখিত প্রমাণপঞ্জী হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রসার বুঝা যাইবে। উদয়নাচার্য্য, কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ, খণ্ডনকৃৎ, খণ্ডনোপায় (বর্দ্ধমানকৃত ২৪।২), গুণকিরণাবলী ও প্রকাশ, জয়নৈয়ায়িক (১০২।১), তত্ত্ববোধ, ন্যাসকার (৯৬।১), প্রভাকর, প্রমাণটীকা ও নিবন্ধ, প্রমেয়ভাষ্যটীকা-নিবন্ধ, যজ্ঞপতি, বর্দ্ধমান, লীলাবত্যুপায় (২৭।২)। স্বরচিত গ্রন্থের নির্দ্দেশ এই ভাবে দৃষ্ট হয়,—"ইত্যাদি বহূক্তং প্রত্যক্ষোপায়ে" (১৩০।২), 'মঙ্গলবাদোপায়ে ময়া' (২০১।২), 'বিস্তরস্তু বিধিবাদোপায়ে বোধ্যঃ' (১৫৫।১)। এই নির্দ্দেশের ভাষা হইতে বুঝা যায়, 'উপায়'কার বর্দ্ধমান মণিটীকা রচনা করেন নাই। ৭ স্থলে 'মিশ্রাস্তু' বলিয়া এক মণিটীকাকারের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে (১৪৮।২, ১৫৭।১, ১৬৭।২, ১৭৪।১, ১৮২।২, ১৮৪।২, ১৮৬।১—সমস্তই ঈশ্বরবাদোপরি)। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এই মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র নহেন। শঙ্কর মিশ্রও শুধু 'মিশ্র'পদবাচ্য কোন কালে হন নাই। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্র হইবেন। প্রগল্‌ভ কিছু কিছু নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা, দিবাকর (১৯০।১) ও 'জগদ্‌গুরু' (১৫৭।২) গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই জন আচার্য্যের নাম—তন্মধ্যে জগদ্‌গুরুর নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মণিটীকাকারদের মধ্যে প্রগল্‌ভের টীকাই ঈশ্বরবাদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সমগ্র গ্রন্থের চতুর্থাংশের অধিক (১৪৭-২০৮ পত্র)।

(৩) প্রগল্‌ভকৃত উপমানসংগ্রহের পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে (১৭৫৫ সংখ্যা, ১৮ পত্র, ব্রাহ্মণভাং "সংবৎ ১৬৪৩ বর্ষে পৌষ শুদিঃ রবৌ" লিখিত)। প্রগল্‌ভ ব্যতীত গৌড়-মিথিলার কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উপমানখণ্ডের ব্যাখ্যা করেন নাই—অত্যাধুনিক নগণ্য কৃষ্ণকান্তটীকার পরিবর্ত্তে উপমানখণ্ডের প্রগল্‌ভী সোসাইটী-সংস্করণে মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল। প্রারম্ভ যথা,—

আবির্ম্মেত্ত হৃদন্তোজে পরং কিমপি তন্মহঃ।
উপমানং ন যস্যাস্তি নির্ব্বিকল্পমনল্পকম্॥ ১
উপায়াঃ প্রত্যক্ষে চরমমনুমানে চ কৃতিভিঃ,
কৃতা শব্দে চিত্রং ন বিলিখনমস্ত্যেষু কিমপি।
ন চোচ্ছ্বাসোপায়োপমিতিকরণেঽকারি গহনে
নিরালম্বে কিঞ্চিল্লিখতি ভুবি যঃ সোঽত্র বিরলঃ॥ ২
তত্র প্রবৃত্তস্য গুরূপদেশ-মাত্রৈকবিত্তস্য মমোৎসুকস্য।
টীকাং বিধাতুং ভবতু প্রসন্না, বাণী যথা পূর্ণমনোরথ(ঃ স্যাম্)॥ ৩

এই সমীচীন টীকানুসারে গঙ্গেশ উপমানখণ্ডে জরন্মীমাংসকমত (১।২), শাবরমত (ঐ), গুরুমত (২।১), 'প্রভাকরোপাধ্যায়'কৃতলক্ষণ (৪।১), 'অনুপদোক্ত' (৫।১), আচার্য্যপরিশেষ (৫।২), 'প্রভাকরনবীনদের (৭।১) মত ও 'প্রভাকরম্' (১৬।১) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৪) শব্দপ্রগল্ভীর খণ্ডিত প্রতিলিপি সরস্বতীভবনে (২৯৭ সংখ্যক পুথি, ১২ পত্র মাত্র) এবং পুণা হইতে আনাইয়া (NO. 22 of 1898-99, ৮১ পত্র, বিধিবাদের পৃ. ১৭৪ পর্য্যন্ত) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। আদিতে মঙ্গলশ্লোক অবিকল অনুমানখণ্ডের ন্যায় এবং বিভিন্ন প্রকরণে পূর্ব্ববৎ বহু মঙ্গলশ্লোক আছে। একটি মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

সৃষ্টিসংহাররক্ষাণাং কারকং কারণং পরং।
ভজেঽহং দেবকীপুত্রং শিবরূপমহর্নিশম্॥ (বিধিবাদারম্ভে, ৬৩।১)

(৫) দ্রব্যপ্রগল্ভী অর্থাৎ প্রগল্ভকৃত 'দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশটীকা'—১২ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ পাঠাগারে এই মহামূল্যবান্ গ্রন্থের একটি তাড়িপত্রে লিখিত অন্তে খণ্ডিত বঙ্গাক্ষর সুপ্রাচীন প্রতিলিপি আবিষ্কার করিয়া আমরা নব্যন্যায়ের ইতিহাসে বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইতে পারিয়াছি। গ্রন্থারম্ভ যথা,—

নত্বা নারায়ণন্দেবং মাতরঞ্চ সরস্বতীং।
আচার্য্যশ্রীপ্রগল্ভেন জাহ্নবীগর্ভসম্ভুবা॥
পিতুর্ন্নরপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
দ্রব্যে চ তদুপায়ে চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিরুচ্যতে॥

গ্রন্থশেষ (১৬৪।১ পত্রে)—"যথাশ্রুতে দোষমাহ 'তথা চেতি' দ্রব্যং॥ লসং ৩৮৬ আশ্বিনস্য শু… (উপা)ধ্যায়শ্রীমদ্ধরিকেশেন লিখিতৈষা পুস্তিকেতি"। বহু স্থলে স্বরচিত অনুমানোপায়, প্রত্যক্ষোপায় ও শব্দোপায়ের নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন প্রগল্ভের বিশিষ্ট প্রমাণপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত হইল :— উপাধ্যায়াঃ (১৪৭।১, বর্দ্ধমানের টীকাকার), কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ (৬৫।১), তত্ত্ববোধাদৌ (১৩।২), 'তচ্ছকারকারমতং' (৭১।১, বর্দ্ধমানোপরি), দিবাকর (৩০।১ হইতে ৫০ বার, দ্রব্যকিরণাবলীর অতি প্রামাণিক টীকাকার ও বর্দ্ধমানের পূর্ব্ববর্ত্তী), পরমমাস্থাঃ (৩৪।২), প্রভাকর (৮৬।১, ৯৮।২, ১১৬।২, ১৩০।১, ১৩২।২, ১৩৬।২—কিরণাবলীর অজ্ঞাতপূর্ব্ব টীকাকার), ভবদেবাদৌ (১০।২), মাস্থাঃ (১৪।১, ৪১।২, ৬৭।১, ৭২।২, ১১০।২) ও বাদীন্দ্রাঃ (১০৪।২, ১৩৪।২, ১৩৮।২, ১৩৯।১)।

(৬) **গুণপ্রগল্‌ভী :** এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্রব্যপ্রগল্‌ভীর এক স্থলে ইহার নির্দ্দেশ আছে :—"কর্ম্মবতি যথা ন কর্ম্মোৎপদ্যতে তথা 'গুণোপায়প্রকাশে' বক্ষ্যতে" (১০৬।১ পত্রে)।

(৭) **লীলাবতীপ্রগল্‌ভী :** এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। নবদ্বীপে শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহে লীলাবতীদীধিতির উপর এক সুপ্রাচীন টীকার কতিপয় পত্র (৮৮-১০৪ পত্র মাত্র, বিষয়গ্রন্থের পর হইতে 'পরমাণুবাদ' পর্য্যন্ত) আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। দুই স্থলে প্রগল্‌ভের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—

"প্রগল্‌ভাস্তু আপাদানগোচরত্বং প্রত্যাসত্তিঃ। তথা চ, ক্ষিত্যাদিকং জ্ঞানচিকীর্ষাকৃতিজন্যং কার্য্যত্বাদিত্যনুমানশরীরং, ব্যাপ্তিশ্চ যত্র কার্য্যত্বং তত্রা(পা)দানত্বপ্রত্যাসত্ত্যা জ্ঞানাদিজন্যত্বং * * * ইত্যাহুঃ।" (৯৬ পত্রে)

"প্রগল্‌ভাস্তু কামিনীচরণসংযোগধ্বংসজন্যাশোকপুষ্পে ব্যভিচারবারকমেতৎ। তদপি তুচ্ছম্"… (১০৩।২ পত্রে)।

(৮) **খণ্ডনদর্পণ :** চৌখাম্বা হইতে পঞ্চটীকাসমন্বিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের যে বৃহৎ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়েছিল, তন্মধ্যে প্রগল্‌ভ-রচিত খণ্ডনদর্পণ একটি। গ্রন্থারম্ভে প্রগল্‌ভের পরিচয়সূচক শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত হইল :—

যস্মিন্ দেবা অপি সুরপুরীবাসমাস্বাদয়ন্তো
ধন্যাঃ স্মঃ কিং বয়মিতি জনিং সাদরং কাময়ন্তে।
লাঢ়ীবংশে কলুষরহিতে তত্র পুণ্যপ্রভাবাৎ
ধীরঃ শ্রীমন্নরপতিমহামিশ্রবর্য্যো বভূব ॥

তস্যাত্মজঃ সকলশাস্ত্রনিরূঢ়চেতাঃ শ্রীমচ্ছুভঙ্কর ইতি প্রথমঃ কবীনাম্।
আবির্বভূব ভুবি বিশ্রুতকীর্ত্তিচন্দ্রো লাঢ়ীয়বংশ-সরসীরুহবাসরেশঃ ॥

তেনাক্ষুণ্ণবিচারমন্থমথনৈরুদ্ধৃত্য বিদ্যার্ণবাৎ
প্রজ্ঞানেত্রতয়া নিরূঢ়বিলসৎসৎখণ্ডনার্থামৃতম্।
'শ্রীমচ্ছঙ্কর-বর্দ্ধমান'-রচিতোপায়ান্ বিলোড্যাপি চ
শ্রীহর্ষস্য কৃতের্ময়া কৃতিমুদে শ্রীদর্পণো রচ্যতে ॥

মুদ্রিত সংস্করণে প্রথম শ্লোকের পাঠে দুইটি ভুল আছে, আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত পুথি দেখিয়া পাঠ সংশোধন করিলাম।

কুলপরিচয় ও বংশাবলী :—প্রগল্‌ভ যে বাঙ্গালী ছিলেন, নিশ্চিতই মৈথিল নহেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থমধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ দ্রব্যপ্রগল্‌ভীর আরম্ভে মঙ্গলাচরণশ্লোকের ব্যাখ্যায় বর্দ্ধমানোদ্ধৃত উদয়নের রাত্রিলক্ষণ ("নিরস্তৈতদ্দ্বীপবর্ত্তিরবিরশ্মিজালস্য কালবিশেষস্য রাত্রিত্বাৎ," কিরণাবলী, পৃ. ১০৪) ও তদুপরি বর্দ্ধমানের টিপ্পনী ('দ্বীপোত্র ভারতং বর্ষং') পরিষ্কার করিতে যাইয়া প্রগল্‌ভ নিপুণভাবে লিখিয়াছেন :—"অত্র দ্বীপে কঃ কালবিশেষো রাত্রিপদবাচ্য ইতি প্রশ্নে এতল্লক্ষণম্। তথা চ, এতদ্দ্বীপবিনষ্টসম্বন্ধপ্রাগভাবক-রবিরশ্মিসমূহবালসূর্য্যাকিরণং কালো রাত্রিরিত্যর্থঃ। এতদ্দ্বীপপদং বিশিষ্য গৌড়দেশপরং, ন চানুগমঃ লক্ষ্যাণামপ্যাসন্নগতত্বাৎ। এবঞ্চ তত্তদ্দেশগর্ভে তত্তদ্রাত্রিলক্ষণং

বোধ্যম্। যত্তু ভারতভূমিপ(রং তন্ন) উৎকলদেশে একদণ্ডরাত্রৌ রাত্রিদণ্ডদ্বয়ে বাংব্যাপ্তেঃ, তদা কামরূপাদৌ সূর্য্যরশ্মিসত্ত্বাৎ তত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রস্য প্রমাণত্বাৎ।"—(১-২ পত্র)। রুচিদত্ত (কিরণাবলী, পৃ. ৩) প্রগল্‌ভের এই মত 'কেচিত্তু' বলিয়া সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই গৌড়দেশপর ব্যাখ্যা কোন মৈথিলের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, যে কলুষরহিত ব্রাহ্মণকুলে দেবতারাও সাদরে জন্ম কামনা করিয়া থাকেন, সেই সুবিদিত 'লাটীবংশ' মিথিলার ব্রহ্মণসমাজে সম্পূর্ণ অবিদিত। পরন্তু এই শাণ্ডিল্যগোত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিখ্যাত কুলীনবংশে নরপতি মহামিশ্র ও তাঁহার অন্যতম পুত্র প্রগল্‌ভ ভট্টের নাম মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রায় সমস্ত কুলপঞ্জীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বংশের নাম বর্ত্তমানে 'লাহিড়ী' বলিয়া পরিচিত হইলেও হস্তলিখিত কুলগ্রন্থে নানা পাঠভেদ দৃষ্ট হয়—লাড়ি, লাহাড়ী, লাহেড়ী, লাহিড়ী প্রভৃতি। আমরা বহুতর হস্তলিখিত বংশাবলী, করণ, ব্যাখ্যা, কল্প প্রভৃতি মিলাইয়া মুদ্রিত গ্রন্থ (যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তিকৃত 'কুলশাস্ত্র-দীপিকা,' ২য় সং, পৃ. ১৬৪-৭; নগেন বসুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, পৃ. ২২৪, ২৪১; গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃ. ১২৩ প্রভৃতি) সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া বিশুদ্ধ কুলপরিচয় লিখিতেছি।

পীতাম্বরস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সাধু রুদ্র লোকনাথ। লোকনাথ হৈলা লাহাড়ি। পুত্র ভূতনাথ পুত্র দিগম্বর পুত্র ভূগর্ভ পুত্র বেদগর্ভ পুত্র সনাতন পুত্র টুটু ওঝা পুত্র বলী অর্থাৎ বল্লভাচার্য্য হৈলা কুলীন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি লীলাবতী কন্যা বল্লভাচার্য্যে সমর্পণ। বল্লভাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র 'কেশাই গেলেন নকৈড়'। লাহিড়ীবংশের কুলস্থান 'সমাজমালা'নুসারে ছয়টি, তন্মধ্যে প্রথম হইল নকৈড়। কেশাইর পুত্র শ্রীনারায়ণ 'তস্য নাম খেধাই'। তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, মাধব (=মাধাই) প্রভৃতি। মাধাইর পুত্র নরপতি মহামিশ্র, পক্ষে বাড়কৈড় প্রভৃতি অর্থাৎ নরপতি তাঁহার মাতার একমাত্র সুসন্তান ছিলেন। তিনি একাধারে সমাজে মহাকুলীন এবং পাণ্ডিত্যে মহামিশ্র ছিলেন—তাঁহার ১৭টি কুলক্রিয়ার মধ্যে (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৭২-৭৩) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল মধ্যগ্রামের ত্রৈলোক্যনাথ মৈত্রের সহিত করণ। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে 'প্রগল্‌ভ ভট্ট' চতুর্থ কিম্বা মতান্তরে পঞ্চম ছিলেন। মহামিশ্রের বিশাল বংশধারার বিস্তৃত পারিবারিক বিবরণ কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (রাজসাহীর ৪২৬ সংখ্যক পুথির ১৭।২—৩০।১ পত্রে)। আমরা প্রগল্‌ভের ধারাটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রগল্‌ভের ৩ পুত্র: (১) রামাচার্য্য (কু° পসাই সা° বৎস সা°), পুত্র বিজয় (কু দিঘাই মৈ° বৈকুণ্ঠ চাম°) ও ভবানন্দ (কু° রমানাথ সা° হৃদয় লস্কর মৈ°)। (২) শ্রীকান্ত (অকরণ), তৎপুত্র শ্রীনাথাচার্য্য (কু° রাম ভা°, হিরণ্য সা° নিধিকুন্দি,° মহানন্দ মজু°), তৎপুত্র গোপাল (অকরণ) ও গোপীনাথ (কু° পুরুষোত্তম চক্র°)। (৩) হরি ভট্ট (কু° মুকুন্দ ভা°), তৎপুত্র বাসুদেব আচার্য্য ও কামদেব (অকরণ), তৎপুত্র রঘুনাথ (টু° সহস্রাক্ষ সরকার) ও গোবিন্দ (কু° জগন্নাথ সার্ব্বভৌম ট° আগমবাগীশ ভট্টা°)॥ শেষোক্ত তথ্যটি অতীব মূল্যবান্। প্রগল্‌ভের সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রপৌত্র নবদ্বীপের আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন।

প্রগল্‌ভের পৌত্র ভবানন্দ পরে কুলভঙ্গ করিয়া 'কাপ' হইয়া দেশত্যাগী হন এবং নবদ্বীপাদি নানা স্থানে বিবাহ করিয়া বংশবিস্তার করেন। তাঁহার এক পুত্র রামচন্দ্র মজুমদারের বংশধারা মৈমনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছার সন্নিহিত 'নারায়ণডহর' গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছেন। এই ধারায় বিস্তৃত বিবরণ

সম্প্রতি আমরা কুলপঞ্জীতে আবিষ্কার করিয়াছি। বাহুল্যবোধে মুদ্রিত হইল না (সা-প-প, ১৩৩৮, পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য)।

ভবানন্দের অপর একটি প্রসিদ্ধ ধারার বিবরণ 'ভিটাদিয়ার শাণ্ডিল্যবংশাবলী' গ্রন্থে (১৩৪৮ সন) সবিস্তার মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রকাশিত ভবানন্দের ঊর্দ্ধতন ১৯ পুরুষের নাম সম্পূর্ণ কৃত্রিম, কল্পিত এবং কলঙ্কজনক। প্রামাণিক কুলগ্রন্থের নিকষে অতি বিস্ময়কর কৃত্রিম বস্তু কি ভাবে ধরা পড়ে, তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচনীয়। নগেন বসু কোন প্রতারকের কবলে পড়িয়া লিখিয়াছেন (পৃ. ২৪১-৪৪), ভবানন্দের এক পুত্র পদ্মগর্ভ ক্রমদীপিকার টীকাকার ছিলেন এবং ঐ টীকা হইতে ১৯টি শ্লোক যথাযথ উদ্ধৃত করেন। শ্লোকানুসারে ভবানন্দের পিতার নাম লিখিত হইয়াছে (অগণিত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রমাণের বিরুদ্ধে) মধুসূদন বাচস্পতি মিশ্র তর্কবাগীশ এবং না কি

মিশ্রস্মৃতিঃ কৃতা তেন স্মৃতীনাং সারসংগ্রহঃ।
মন্বাদীনাং স্মৃতীনাং বৈ টীকা কৃতাতিযত্নতঃ ॥ (৬ শ্লোক) !!!

দ্বিতীয়তঃ, ক্রমদীপিকার টীকা ব্যতীত পদ্মগর্ভের রচনাসমূহের সূচি ১৭ শ্লোকে আছে, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী এক বার বিস্ফারিতনেত্রে অবলোকন করুন—গীতাভাষ্য, দ্বাদশ উপনিষদ্ভাষ্য, পৈঙ্গীরহস্যের ভাষ্য এবং সর্ব্বোপরি বেদান্তভাষ্য, মৈমনসিংহের পূর্ব্বপ্রান্তে 'ভিটাদিয়াখ্যনগরে' বসিয়া পদ্মগর্ভ একাকী রচনা করিয়াছিলেন !!! তৃতীয়তঃ, (ইহা শ্লোকে নাই) পদ্মগর্ভ "পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপে প্রথম বিবাহ করেন, নবদ্বীপের পত্নীর গর্ভজাত পুরুষোত্তম আচার্য্য, সন্ন্যাসাশ্রমে নাম স্বরূপদামোদর গোস্বামী, বাসস্থান নবদ্বীপ, চৈতন্যের প্রিয়পার্ষদ।"—(পৃ. ২৪২)। চতুর্থতঃ, পদ্মগর্ভের পৌত্র রূপনারায়ণ সরস্বতীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী, যাহা বহু লেখক প্রামাণিক বলিয়া মুগ্ধচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রগল্‌ভাচার্য্যের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং ১০৮৭ সনে জীবিত ব্রজকিশোর শিরোমণির (কেদারনাথ মজুমদারকৃত ময়মনসিংহের বিবরণ, ১৩১১, পৃ. ৭০-৭১) পিতামহ রূপনারায়ণের জন্ম প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণসিদ্ধ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ নিশ্চিতই চৈতন্যের তিরোধানের পর জন্মিয়াছিলেন। উভয়ের কীর্ত্তিকাহিনী, পদ্মগর্ভের গ্রন্থরচনা ও মধুসূদনের নামপরিচয় সমস্তই আকাশকুসুম। বহু কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

প্রগল্‌ভের অন্য নাম ছিল 'শুভঙ্কর' এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতামহ অনিরুদ্ধেরও এক পৌত্র ছিলেন বিখ্যাত কুলীন 'শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী'। তৎকৃত 'সঙ্গীতদামোদর' ও 'হস্তমুক্তাবলী' গ্রন্থের বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৫৪, পৃ. ৩৮-৪২)। সমকালীন কৃতী ভ্রাতৃদ্বয়ের অভেদশঙ্কা দূর করার জন্য বোধ হয় প্রগল্‌ভ নামই অধিক প্রচারিত হইয়াছিল।

নরপতির 'মহামিশ্র' উপাধি হইতেই পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ পরিস্ফুট হয়। প্রগল্‌ভ প্রত্যক্ষখণ্ড ও দ্রব্যখণ্ডের টীকারম্ভে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, পিতার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তাহা রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ মহামিশ্রই প্রগল্‌ভের ন্যায়গুরু ছিলেন এবং নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণিও তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল, যদিও দুরূহ শাস্ত্রের অর্থনিরূপণে প্রগল্‌ভের একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল ("নৈসর্গিকশক্তিমত্তা শাস্ত্রার্থনিরূপণে গহনে," অনুমানপ্রগল্‌ভী, ১৯১।২ পত্র)। মহামিশ্র-রচিত একমাত্র আবিষ্কৃত গ্রন্থ ব্যাকরণের টীকা 'ন্যাসপ্রকাশে'র বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে এখানে লিখিত হইল। সুদূর কাশ্মীরান্তর্গত জম্মুর রঘুনাথজীর মন্দিরে বহু মূল্যবান্ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে 'ন্যাসপ্রকাশ' নামক

ব্যাকরণের টীকা অন্যতম (Stein's *Jammu Cat.*, 1894, pp. 41 & 258-9— পত্রসংখ্যা ২৫ মাত্র)। এই সকল পুথির অনেকগুলি পূর্ব্বে কাশীতে পণ্ডিতগৃহে রক্ষিত ছিল, এইরূপ প্রমাণ আছে। ন্যাসপ্রকাশও কাশী হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের অনুমান। আরম্ভের ৩-৫ শ্লোক হইতে আমরা গ্রন্থকারের পরিচয় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি :—

নরপতিকৃতিরেষা কামিনী নন্দিনীব গুরুতমকৃততোষা নাশিতাশেষদোষা।
সুললিতগতিবন্ধা নির্জ্জিতাশেষতেজা জয়তি জগদুপেতা মালিনী জাহ্নবীব ॥ ৩
শিবং প্রণম্য দেবেশং তথা শিবপতিং শিবাং।
প্রকাশঃ ক্রিয়তে ন্যাসে মহামিশ্রেণ ধীমতা ॥ ৪
বিদ্যাপতেঃ প্রেরণকারণেন কৃতো ময়া ব্যাকরণপ্রকাশঃ।
যত্রাত্র কিঞ্চিৎ স্খলনং ভবেন্মে ক্ষন্তব্যমীষদ্গুণিনাং বরৈস্তৎ ॥ ৫

এই গ্রন্থকার 'নরপতি মহামিশ্র' যে প্রগল্‌ভাচার্য্যের পিতাই বটেন, পৃথক্ কেহ নহেন, তাহা বিদ্যাপতির নামোল্লেখে প্রমাণিত হয়। কারণ, বিদ্যাপতি ছিলেন, সমস্ত কুলগ্রন্থানুসারে মহামিশ্রের প্রথমা পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমাদের হস্তগত অতি প্রামাণিক 'চান্দে মুকুন্দ কল্লের' পুথি হইতে এক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—(২-৩ পত্র) "মাজগ্রামের ত্রৈলক্ষনাথের কুশে মহামিশ্রীর গঙ্গালাভ। মহামিশ্রের পুত্র বিদ্যাপতি-সর্ব্বানন্দ-গোসাঞীমিশ্রী-প্র(গ)ল্‌ভট্ট-রঘুপতি-মুকুন্দ অকরনে ছয় মহামিশ্রী"। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সাহায্যে আমরা জম্মুর দুর্ভেদ্য পুথিশালা হইতে ন্যাসপ্রকাশের শেষ পৃষ্ঠার নকল আনাইয়া পরীক্ষা করিয়াছি। আবিষ্কৃত পুথিটি পাণিনির ১।১।৪৭ সূত্র পর্য্যন্ত (মুদ্রিত ন্যাসের মাত্র ৯০ পৃ. পর্য্যন্ত) উপলব্ধ। বুঝা যায়, বিরাট্ ন্যাসগ্রন্থের বিষমপদব্যাখ্যাস্বরূপ হইলেও এই টীকাগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া থাকিলে আয়তনে প্রকাণ্ড ছিল। উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থকারের একটি টিপ্পনী উদ্ধৃত হইল :—

"অনুহীতি ন্যাসে (পৃ. ৮৯)—কর্মবদতিদেশাৎ আত্মনেপদং যদুক্তং তল্লোপপদ্যতে স্বরিতে বোদ্ধব্যম্। যে পুনরিদং প্রদেশে যণ ইপীতি কৃত্বা প্রত্যাচক্ষতে তেহনির্গতশৈশবা অতঃ সম্প্রসারণে দোষং ন দৃষ্টবন্তঃ।"

ব্যাকরণের টীকাকার হইলেও মহামিশ্র যে মূলতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা ন্যাসপ্রকাশের মঙ্গলশ্লোকে স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে :—

যতঃ প্রকাশাত্তমসো বিনাশাৎ, পদার্থতত্ত্বানি বিকাশয়ন্তি।
দ্রব্যাদিভাবেন তু সর্ব্বতত্ত্বং তমীশ্বরং সর্ব্বমিদং নমামি ॥ ১

প্রগল্‌ভের অভ্যুদয়কাল : অধুনা সহজেই নির্ণয় করা যায়। খণ্ডনদর্পণে প্রগল্‌ভ তিন জন পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারের সারসঙ্কলন করিয়াছেন—বিদ্যাসাগর, বর্দ্ধমান ও শঙ্কর মিশ্র। অনুমানখণ্ডে তিনি যজ্ঞপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শঙ্কর মিশ্রের এবং যজ্ঞপতির বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। পক্ষান্তরে অনুমানমণিপরীক্ষার ব্যধিকরণ-প্রকরণে বাসুদেব সার্ব্বভৌম লিখিয়াছেন :—(১৪।১ পত্র) "উদ্ভানাস্তু, সাধ্যাভাববতি যদ্‌বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতি-বিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বং লক্ষণমাহুঃ। তন্ন, সাধ্যাভাববতীত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ সর্ব্বস্যৈব সাধ্যাভাববত্ত্বাৎ। কিং চানুমিতিবিরোধিত্বম্ অনুমিতি-প্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বং, তদভাবঃ স্বরূপসন্নেবানুমিতিনিয়ামকো নতু জ্ঞায়মানোপযোগী ব্যাপ্তিঘটকঃ।"

ইহা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ কল্প দীধিতি গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে এবং মিথিলার কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। দীধিতির টীকাকারগণ (মথুরানাথ ভিন্ন) সকলেই ইহা প্রগল্‌ভের তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যদিও অনুমানপ্রগল্‌ভীতে লক্ষণত্রয় অপ্রাপ্য। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, সার্ব্বভৌম উক্ত স্থলে প্রগল্‌ভের মতেই দোষ ধরিয়াছেন— "সার্ব্বভৌমস্য চ প্রগল্‌ভমতদূষণং সাধ্যাভাবপদবৈয়র্থ্যং···" (প্রতিবিম্ব, ৭১।২ পত্র)। সুতরাং প্রগল্‌ভ সার্ব্বভৌমের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রায় ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৫০-৭০খ্রী. মধ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পক্ষধর মিশ্রের পরবর্ত্তী নহেন, সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কোন কোন টীকাকারও এইরূপ সূচনা করিয়াছেন—যথা, তর্কতাণ্ডবের টীকায় রাঘবেন্দ্র তীর্থ (মহীশূর-সং, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৬)। পদ্মনাভ মিশ্র বহু স্থলে তাঁহাকে পক্ষধরের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে খ্যাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ নব্যন্যায়ের ইতিহাসে এক শিরোমণি ব্যতীত কেহই এতদধিক খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রগল্‌ভের পিতা মহামিশ্র নিশ্চিতই মিথিলার শঙ্কর-বাচস্পতির বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়েরই পূর্ব্বে তত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চার ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আবিষ্কার উপেক্ষণীয় নহে।

কুলশাস্ত্রের বিবরণের সহিত এই কালনির্ণয়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। নরপতির জন্ম ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে হইলে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ বল্লভাচার্য্যের জন্ম হয় প্রায় ১২৫০ খ্রী. এবং উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর কৌলীন্যব্যবস্থা ও পরীবর্ত্তধর্ম্ম প্রায় ১২৭৫-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। এই সামাজিক সংস্কারে উদয়নাচার্য্যের অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন সুবিখ্যাত কুল্লুক ভট্ট (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃ. ১০৪), যাঁহার অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে এখন আর কোন সংশয় নাই। আমাদের হস্তগত 'আদিশূররাজার সংস্কৃত ব্যাখ্যা' হইতে এতদ্বিষয়ক শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—(৩।২ পত্র)

কুল্লুকভট্টকথিতস্তপরো ময়ূরো, ভট্টশ্চ সোপি নহু মঙ্গলভট্টওঝাঃ।

সচ্ছ্রোত্রিয়ত্রয়মিদং পরিতোঽবলম্ব্য, প্রাভূদ্দ্বয়োঃ কথিতধর্ম্মবরোঽগ্রিমোয়ম্॥

লঘুভারতকারের মতে (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০-৬১) কুল্লুক উদয়নাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন। কুল্লুক ভট্টের নবনির্ণীত অভ্যুদয়কালদ্বারা কুলশাস্ত্রের মূল তত্ত্বসমূহের প্রামাণিকতা সমর্থিত হইল।

কাশীতে প্রগল্‌ভের অধ্যাপনা ও প্রতিষ্ঠা :—প্রগল্‌ভাচার্য্য সাক্ষাৎ নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন না এবং তাঁহার সময়ে মিথিলা-নবদ্বীপের ন্যায় কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজ বরেন্দ্রভূমিতে বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং প্রশ্ন হয়, তিনি কোথায় বসিয়া তাঁহার গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার সদুত্তর তাঁহার গ্রন্থমধ্যেই আবিষ্কার করা যায়। তাঁহার ন্যায়গুরু তাঁহার পিতৃদেব 'মহামিশ্র' হইলেও তাঁহার বেদান্তাধ্যাপক ছিলেন সন্ন্যাসী 'অনুভবানন্দ'। তদ্রচিত 'খণ্ডনদর্পণে'র পুথি আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ১১২, লিপিকাল ১৯৪১ সম্বৎ—সূচিতে এই টীকার নাম 'খণ্ডনোদ্ধার' দেওয়া আছে, তাহা ভ্রান্তিমূলক)। একটি পরিপূর্ণ পুষ্পিকা তাহা হইতে উদ্ধৃত হইল :— "ইতি শ্রীজ্ঞানানন্দ-ভগব(ৎ-পূ)জ্যপাদশিষ্য-শ্রীমদনুভবানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীপ্রগল্‌ভাচার্য্যস্য কৃতৌ খণ্ডনদর্পণে বিদ্যাসাগরাচার্য্যাদিকৃ(ত)-খণ্ডনোপায়াদিসংগ্রহে পরপ্রকাশখণ্ডন-স্বপ্রকাশব্রহ্মস্থাপনপরিচ্ছেদঃ॥" (২১।২ পত্র)। অন্যত্র গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আছে 'কৃতখণ্ডনোদ্ধার-খণ্ডনে' (১১।২), 'খণ্ডিতখণ্ডনোদ্ধারে'

(৬৮।২) অথবা 'খণ্ডনোদ্ধারখণ্ডনে' (৯৪।১)। বোধ হয়, মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের 'খণ্ডনোদ্ধার' গ্রন্থের যুক্তিসমূহ ইহাতে খণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রগল্‌ভের পরমগুরু জ্ঞানানন্দ বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের গুরু ছিলেন। এই প্রকাশানন্দ সুতরাং প্রায় ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দেই কাশীর বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত বহুকালপরবর্ত্তী চৈতন্যপার্ষদ প্রবোধানন্দের অভেদকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। রঘুনাথকৃত 'খণ্ডন-ভূষামণি'র এক স্থলে (কলিকাতার পুথি, ১০৭।২ পত্র) 'অত্র প্রকাশানন্দ-সরস্বতীশ্রীপাদাঃ' বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। খণ্ডনদর্পণের অনুমানপরিচ্ছেদের শেষে একটি মঙ্গলশ্লোক আছে :—

অনেন জগতাং নাথঃ প্রীণাতু মধুসূদনঃ।
শ্রীবিশ্বেশ্বরভূমৌ যঃ কাশ্যাং মোক্ষপ্রদঃ শিবঃ॥ (১০৪।২ পত্র)।

সুতরাং বুঝা যায়, তিনি কাশীতেই অধ্যয়নান্তে অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরোক্ষ প্রমাণ অনেক আছে। প্রথমতঃ, কুল্লুক ভট্টের মনুবৃত্তির ন্যায় প্রগল্‌ভের মণিটীকা পক্ষধর মিশ্র ও শিরোমণির সাফল্য সত্ত্বেও ভারতের নানা স্থানে প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং তাহা অংশতঃ কাশীধামের মাহাত্ম্যে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার প্রধান ছাত্র বলভদ্র মিশ্রও কাশীতে অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, বহু মৈথিল গ্রন্থকার প্রগল্‌ভের নামোল্লেখ করিয়াছেন—নরহরি উপাধ্যায় 'অনুমানদূষণোদ্ধার' গ্রন্থে (তাঞ্জোরের ১০৯৪৪ সংখ্যক পুথি, ১৪।১, ১৬।২, ১১১।২, ১১৪।১, ১১৬।২, ১২৬।২, ১৩৬।২ পত্র), পক্ষধরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র বাসুদেব মিশ্র 'অনুমানচিন্তামণিটীকায়' (লণ্ডনের পুথি, ১২।২, ৩৮।১, ৬৭।১ ও ৭১।২ পত্রে—অন্তিম স্থলে "প্রগল্‌ভবিপ্রলব্ধস্য বচনমপাস্তং" বলিয়া প্রগল্‌ভশিষ্যের উল্লেখ কৌতুকজনক), মধুসূদন ঠক্কুর 'আলোককণ্টকোদ্ধারে' (সোসাইটীর পুথি, প্রত্যক্ষখণ্ড, ৪।১, ১২।২ ও ১৬।১ পত্র ; অনুমানখণ্ড, ২৩।১ পত্র) এবং মহেশ ঠক্কুর 'আলোকদর্পণে' (প্রত্যক্ষখণ্ড, সোসাইটীর পুথি, ২৯।১ পত্র—প্রগল্‌ভের স্বতন্ত্র-লক্ষণ, প্রত্যক্ষপ্রগল্‌ভীর ২৫।১ পত্র হইতে)। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, কেহই তাঁহাকে 'গৌড়' বা 'গৌড়ীয়' পদে নির্দ্দেশ করেন নাই! এইরূপে গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিয়া নামোল্লেখ গৌড়দেশের বাহিরে তাঁহার অবস্থিতি সূচনা করে। কালক্রমে দীধিতিকার শিরোমণির সর্ব্বাতিশায়ী সম্প্রদায়ের অসামান্য প্রতিষ্ঠা কাশীতে পরিব্যাপ্ত হইলে প্রগল্‌ভাচার্য্যের সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তথাপি কিন্তু প্রগল্‌ভের নাম কাশীতে প্রায় চিরস্মরণীয় হইয়াছিল। কাশীর নেতৃস্থানীয় মহাপণ্ডিত কমলাকর ভট্ট (যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ 'নির্ণয়সিন্ধু' ১৬৬৮ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল) স্বরচিত কাব্যপ্রকাশব্যাখ্যার শেষে নানা শাস্ত্রে স্বকীয় পাণ্ডিত্য উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

তর্কে দুস্তর্কমেঘঃ ফণিপতিভণিতিঃ পাণিনীয়ে প্রপঞ্চে,
ন্যায়ে প্রায়ঃ প্রগল্‌ভঃ প্রকটিতপটিমা ভট্টশাস্ত্রপ্রঘট্টে। (২ শ্লোক)

অর্থাৎ নিজের ভাষায় তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রায় 'প্রগল্‌ভ'-তুল্য ছিল। বুঝা যায়, ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভেও প্রগল্‌ভের খ্যাতি কাশীতে বিলুপ্ত হয় নাই এবং কমলাকরের ন্যায় দাম্ভিক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের লেখায় বাঙ্গালী প্রগল্‌ভাচার্য্যের নাম উপমানরূপে গৃহীত হওয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সূচনা করে। কমলাকর

বরং কেবল শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের-টিপ্পনী রচনা করিয়াই নব্যন্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—১৭০৬ সম্বতের একটি প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে।

শ্রীমান ভট্টাচার্য্য : আমরা প্রসঙ্গক্রমে প্রগল্‌ভের সমকালীন এবং সম্ভবতঃ সম্পর্কিত এই মহাপণ্ডিতের নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি—তিনি পাণিনিমতের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তৎকৃত 'ন্যাসটীকা,' 'পরিভাষাবৃত্তিটিপ্পনী,' অধুনালুপ্ত 'অনুন্যাসসার' ও 'তন্ত্রপ্রদীপটীকা'র বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি (পুরুষোত্তমরচিত পরিভাষাবৃত্তি প্রভৃতি, রাজসাহী সং, ভূমিকা, পৃ. ১৭)। তিনি নৈয়ায়িকও ছিলেন—'বর্ষকৃত্য' নামক স্মৃতিগ্রন্থে (L. 2311, পত্রসংখ্যা ২৪০) তাঁহার অধিগত শাস্ত্র-পঞ্চকের মধ্যে 'তর্ক' অন্যতম ("ব্যাকারতর্কস্মৃতাগমকাব্য-বারি—")। পদ্মনাভ-রচিত 'বর্দ্ধমানেন্দু' গ্রন্থে এক অতীব মূল্যবান্ সন্দর্ভ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। যথা, "অত্রাস্মৎপ্রথমপরমগুরবঃ শ্রীশ্রীমানভট্টাচার্য্যাস্ত শব্দপরো নির্দ্দেশঃ, তথা চ বিপ্রাবিপ্রয়োঃ শব্দয়োঃ সন্ধ্যারজনীভ্যাং সহনিরূপণাদুচ্চারণাদ্-রবিরুদেতা লভ্যতে ইত্যর্থমাহুঃ" ।—(পুণার পুথি, ২১১ পত্র, সোসাইটির সারদাক্ষর পুথি, ঐ)। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, পদ্মনাভের পিতা বলভদ্র প্রথম শ্রীমানের এবং পরে প্রগল্‌ভের ছাত্র ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমানের 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি ন্যায়শাস্ত্রের ব্যবসায় প্রধানতঃ সূচনা করে এবং বুঝা যায়, প্রগল্‌ভের ন্যায় তিনিও দ্রব্যকিরণাবলী ও বর্দ্ধমানকৃত দ্রব্যপ্রকাশের টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতে উক্ত বর্ণিত ব্যাখ্যাবচন পদ্মনাভ সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছেন—'নিরূপণাৎ' পদটি বর্দ্ধমানের দ্রব্যপ্রকাশ হইতে গৃহীত (সোসাইটি-সং, পৃ. ২)। শ্রীমানের কুলপরিচয় 'বারেন্দ্র-চম্পাহট্টীয়' (পরিভাষাবৃত্তিটিপ্পনীর শেষে), অর্থাৎ তিনি ছিলেন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্যগোত্র, চম্পটিগাঞি। তাঁহার নিবাসস্থল অদ্যাপি অজ্ঞাত।

২। জগদ্‌গুরু বলভদ্র মিশ্র

সম্রাট্ আকবরের অভিষেককালে যে ৩২ জন হিন্দু মহাপণ্ডিতের নামযশ দরবারে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৫ জন তার্কিক—তাঁহাদের ষষ্ঠ নাম হইল 'বলভদ্র মিশ্র' (প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬৪-৫ দ্রষ্টব্য)। তিনি ও তৎপুত্র পদ্মনাভ বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতির 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত' নিদর্শন বটে। বলভদ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা, (১) সন্দর্ভ নামক শিবাদিত্য-রচিত সপ্তপদার্থীর টীকা (L. 137, পত্রসংখ্যা ১৮), কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালায় সপ্তপদার্থী সংস্করণের শেষে (পৃ. ১৪৭-৫৯) ইহা মুদ্রিত হইয়া সুপ্রাপ্য হইয়াছে। মঙ্গল-শ্লোকে তাঁহার কাশীবাস স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে :—

নত্বা ঢুণ্ঢিপদদ্বন্দ্বং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
অনল্পমতিসম্ভূত্যৈ বলভদ্রঃ সমাতনোৎ॥

পুষ্পিকা যথা, "ইতি শ্রীবাসুদেবপরায়ণ-শ্রীমৎত্রিপাঠিবিষ্ণুদাসতনুজন্ম-মাধবীসূনুবলভদ্রকৃতসন্দর্ভঃ সমাপ্তঃ।" পদার্থচন্দ্রিকাকার শেষানন্ত বলভদ্রের পরবর্ত্তী, বলভদ্রের বহু ব্যাখ্যাবচন (যথা "নিরিন্দ্রিয়-প্রদেশঃ স্বপ্নবহনাড়ী," পৃ. ১৫৮) তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৮১)। (২) তর্কভাষাপ্রকাশিকা—পুণার একটি পুথি (No. 200 of 1884-6, পত্র ১-৪, ৮-৫৮) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। আরম্ভ যথা,—

বিভ্যন্নির্জরবৈরিতর্জনপরং চণ্ডীশমুক্তণ্ডকং
স্তৌমি স্তত্যময়েয়গাত্রনিভৃতং চঞ্চৎকপালোজ্জ্বলং।
চণ্ডীরিঙ্গণচারুবক্ত্রকমলং বন্দে মুদা ভৈরবং
যোগিধ্যেয়মখণ্ডবিত্তিবিলসৎব্রহ্মৈকরূপং পরম্॥
বিষ্ণুদাসতনুজেন বলভদ্রেণ তন্যতে।
ধ্যাত্বা বিষ্ণুপদাম্ভোজং তর্কভাষাপ্রকাশিকা॥

শেষ যথা,— বিষ্ণুদাসতনুজেন মাধবীপুত্রেণ যত্নতঃ।
অকারি বলভদ্রেণ তর্কভাষাপ্রকাশিকা॥

ইতি শ্রীমৎ-ত্রিপাঠিবিষ্ণুদাসতনয়-বলভদ্রবিরচিতা…। (লিপিকাল সংবৎ ১৬১২, রক্তাক্ষবৎসর আশ্বিন শুক্লাষ্টমী সোমবার = ১৫৫৫ খ্রী.) এই গ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলে বহুল প্রচারলাভ করিয়াছিল—Buhler সাহেব এক বার পরিভ্রমণ করিয়াই ১৯টি প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন (Fasc. iv, 1873, p. 14)। মঙ্গলশ্লোকে ভৈরবের বন্দনাও কাশীবাস সূচনা করে। আরম্ভশ্লোকে বালপদের ব্যাখ্যা অতীব কৌতুকজনক :—"অধীতব্যাকরণোঽনধিগতশাস্ত্রো যঃ শাস্ত্রে প্রবেশমিচ্ছতি স ইহ বালশব্দেনোক্তঃ। তেন ন বালকমাদায় দোষাবকাশো ন বাসভ্যাবয়ববিশেষলোমস্মারকতা"! ৪।১ পত্রে 'মৎকৃতদ্রব্যোপায়-বিমলে' এবং ৪।২ পত্রে 'ত্রিসূত্রীতত্ত্ববোধাদৌ' লক্ষণীয় নির্দ্দেশ। (৩) তার্কিকরক্ষাটীকা বা বরদরাজীয় ব্যাখ্যা—ইহার খণ্ডিত একটি পুথি পুণা হইতে আনাইয়া আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (No. 760 of 1887-91, ৩৪ পত্র, জাতিপরিচ্ছেদ হইতে)। একটি পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল (১৯।২ পত্র :—"ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যা(য়)শ্রীবিষ্ণুদাসমিশ্রতনুজশ্রীমাধবীসুতশ্রীবলভদ্রমিশ্রকৃতৌ বরদরাজীয়-ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ো জাতিপরিচ্ছেদঃ।" একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশও উদ্ধৃত হইল :—"ইদং চ পঞ্চমাধ্যায়প্রকাশে নিগ্রহস্থানাহ্নিকশেষে বর্দ্ধমানমিশ্রৈঃ প্রকাশিতম্" (৩১।১ পরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে পৃথক্ ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশের পঞ্চমাধ্যায়ের অস্তিত্ব এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে)। (৪) প্রমাণমঞ্জরীটীকা :— 'তার্কিকচক্রচূড়ামণি' সর্ব্বদেবসূরি-রচিত সুপ্রাচীন বৈশেষিক নিবন্ধ 'প্রমাণমঞ্জরী' সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে (নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৩৭ ইং, ১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ), তদুপরি বলভদ্রের টীকাও পুণায় আছে (No. 780 of 1887-91, ২৫ পত্র)। আরম্ভ যথা,—

নত্বা হরিপদং মত্বা গুরোরর্থং চ যত্নতঃ।
প্রমাণমঞ্জরীটীকা বলভদ্রেণ তন্যতে॥

শেষ যথা,— যন্মিশ্রবলভদ্রেণ নিরটঙ্কীহ কিঞ্চন।
তচ্ছোধয়ন্তু সুধিয়ঃ সারাসারবিবেচকাঃ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুদাসত্রিপাঠিত(নু)জমাধবীপুত্রমিশ্রশ্রীবলভদ্রকৃতা…। এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ বলভদ্র, গুরু (প্রগল্ভের) নিকট পড়িয়াছিলেন, ইহা একটি নূতন তথ্য। এ-জাতীয় গ্রন্থের পঠনপাঠন একমাত্র কাশীতেই সম্ভব—টীকাতে পূর্ব্বতন ব্যাখ্যারও উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়। স্বরচিত একই গ্রন্থান্তরের নির্দ্দেশ দুই স্থলে দুই প্রকার দৃষ্ট হয়—"তদুপপাদিতমস্মাভিঃ দ্রব্যপ্রকাশপ্রকাশে" এবং "ব্যাখ্যানং চৈতৎ দ্রব্যোপায়োপায়ে" (৩।১ পত্র)। (৫) দ্রব্যপ্রকাশবিমল—ইহাই বলভদ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং 'বলভদ্রী' নামে পরিচিত।

আমরা পুণার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছি (No. 754 of 1884-7, পত্রসংখ্যা ৭০)। আরম্ভ যথা,—

ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্ভোজং দুঃখরাশিবিনাশনং।
ভক্তিতো বলভদ্রোঽসৌ মাধবীপুত্রো যথামতি ॥ ১
বিদ্বন্মণ্ডনজাতকীর্ত্তিনিকরস্ফূর্ত্তেঃ পিতুঃ সাদরো
ধ্যায়ন্নঙ্ঘ্রিযুগং তনোতি বিমলং দ্রব্যপ্রকাশার্ণবং।
মত্বা তর্কবিচারচঞ্চুরমনঃ-শ্রীমৎ-প্রগল্‌ভাদ্‌গুরোঃ
সিদ্ধান্তং পর(মং) মুনেরপি মনঃসৌখ্যায় য(ঃ) কল্পতে ॥

প্রতিলিপিটি সোসাইটি-সংস্করণ দ্রব্যপ্রকাশের পৃ. ৮৯ পর্য্যন্ত গিয়াছে (শেষ প্রতীক "অপকর্ষবৎ নিরাকর্ত্তুং কর্ত্তব্যমনুমানমুদ্ভাব্য নিরাকরোতি 'তথাপী'তি" ৭০।২ পত্র)। সুতরাং সম্পূর্ণ গ্রন্থ আয়তনে বৃহৎ ছিল, বুঝা যায়। এই গ্রন্থ অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং দ্রব্যপ্রকাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা বলিয়া মনে হয়। বহু স্থলে দ্রব্যপ্রগল্‌ভীর ব্যাখ্যাবচন অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে—বস্তুতঃ বলভদ্রী দ্বারাই পূর্ব্বতন দ্রব্যপ্রগল্‌ভী প্রভৃতি টীকার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। বলভদ্রের পুত্র পদ্মনাভ 'বর্দ্ধমানেন্দু' গ্রন্থে পিতৃগ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং 'অবশিষ্টং বলভদ্র্যাং' (২।২ পত্র) ও 'বিস্তরস্তু বলভদ্র্যাং' (৩।১ পত্র) বলিয়া তাহার আকরত্ব সূচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম ('বিমল') স্বয়ং বলভদ্র তর্কভাষা-টীকার পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পদ্মনাভও স্পষ্টতর ভাষায় সেতুটীকায় লিখিয়াছেন (পৃ. ১১৭—"অস্মৎপিতৃচরণবিরচিতবর্দ্ধমানপ্রকাশস্য চ বিমলনাম্নঃ তাৎপর্য্যমবধার্য্যমিতি")। বর্দ্ধমানেন্দুর প্রারম্ভশ্লোকত্রয়ে উপমানচ্ছলেই অম্ভোধি, যুক্তিকল্পদ্রুম ও যুক্তিকামগবী বলিয়া বলভদ্রীর প্রশস্তি রচিত হইয়াছে—তাহা গ্রন্থনাম নহে (কিরণাবলীভাস্কর, ভূমিকা, পৃ. ৫-৭ সংশোধনীয়)। (৬) **বৌদ্ধাধিকার-প্রকাশব্যাখ্যা**—এই গ্রন্থ এবং বর্দ্ধমানকৃত প্রকাশ বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে। তর্কভাষাপ্রকাশিকার এক স্থলে আছে (২৫।১ পত্র)—"অত্রাপ্রসিদ্ধ্যাদিদোষনিরাসোপায়স্তু বৌদ্ধাধি(কারো)পায়াদৌ বোধ্যঃ"। ইহা এই বিলুপ্ত গ্রন্থের নির্দ্দেশ হইতে পারে। পদ্মনাভ সেতুটীকায় (পৃ. ৩৭৮) এই গ্রন্থের স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন ("বৌদ্ধাধিকারবর্দ্ধমানটীকাব্যাখ্যায়ামস্মৎপিতরঃ")। পদ্মনাভ 'অনুমানপরীক্ষা' গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রে স্বকীয় মনীষার বীজ 'পৈতৃকী ভক্তি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বলভদ্র স্বয়ং মণিগ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। মণিপ্রস্থানের নানা গ্রন্থে পদ্মনাভ পুনঃ পুনঃ পিতৃগুরু প্রগল্‌ভেরই নাম করিয়াছেন—'পক্ষধরোদ্ধারে'র এক স্থলে মাত্র আমরা 'বিপঞ্চিতং চৈতৎ পিতৃভিঃ' বলিয়া একটি নির্দ্দেশ পাইতেছি (৭২।২ পত্র)। অন্যথাসিদ্ধি-বিষয়ক ঐ নির্দ্দেশ দ্রব্যপ্রকাশ-বিমলেরই হইতে পারে, বলভদ্রকৃত বিলুপ্ত কোন মণিটীকার নহে।

বলভদ্রের পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠা : বলভদ্র খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৫০০-৫০ সনে) একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পদ্মনাভ 'সময়ালোকে'র পুষ্পিকায় তাঁহার বিশেষণ-পদ দিয়াছেন 'পরম-প্রতিষ্ঠিত' এবং 'কিরণাবলীভাস্কর,' 'খণ্ডনদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহাকে 'জগদ্গুরু' পদে ভূষিত করিয়া অধ্যাপকজীবনের চরম শিখরে স্থাপন করিয়াছেন। পদ্মনাভের একটি পিতৃবন্দনাশ্লোক উদ্ধারযোগ্য ;—(দুর্গাবতীপ্রকাশ, ৫০ শ্লোক)—

তর্কাম্ভোজার্কভাসো নিরুপমকবিতাকৈরবেন্দুপ্রকাশাঃ
সাংখ্যাসংখ্যাতসংখ্যাঃ কণভুগহৃমতপ্রাঞ্জলোদ্বোধভাজঃ।
বেদান্তাম্রান্তবাচঃ ফণিভণিতিবিদঃ কর্ম্মকাণ্ডপ্রবীণাঃ
শিষ্যা যেষামনেকে বয়মিহ মনসা তান্ গুরূনানমামঃ॥

বুঝা যায়, বলভদ্রের অধ্যাপনার বিষয় ছিল তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, সাংখ্য, বৈশেষিক, বেদান্ত, মহাভাষ্য এবং কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র। বলভদ্রের এক ছাত্র 'ভাস্কর' কারিকাত্মক একটি বৈশেষিক নিবন্ধ 'গুণরত্নাবলী' রচনা করেন (কাশী সরস্বতীভবনের ৯০৮ সং পুথি, ১০ পত্র, ২৭৮ কারিকা—লিপিকাল "১৫৭০ সময়ে মার্গশির বদি দ্বাদশী শুক্রবাসরে" অর্থাৎ গণনানুসারে ২৪ নবেম্বর ১৫১৩ খ্রীঃ); শেষে গ্রন্থকারের পরিচয়শ্লোক আছে,—

'বলভদ্রমিশ্র'-চরণাম্বুজদ্বয়ে প্রণিধায় চেতমিহ ভাস্করোঽকরোৎ।
গুণরত্নরাজিমখিলেশতোষদাং প্রমুদে সতাং ভবতু সা মনীষিণাম্॥

বলভদ্রের জীবদ্দশায় রচিত এবং অনুলিখিত এই গ্রন্থের শেষে চারি শ্লোকে অপূর্ব্ব গুরুপ্রশস্তি আছে। যথা,—

যদ্বাগ্‌বিলাসং সহসানুভূয় বাচস্পতির্বাক্‌পতিতাভিমানম্।
জহাতি লজ্জাভরমন্থরাত্মা নমোঽস্তু তস্মৈ বলভদ্রনাম্নে॥
যেন দ্বিজানাং হৃদয়ান্ধকারং বিজ্ঞানদীপেন কুবুদ্ধিরূপম্।
বিনাশিতং পণ্ডিতমণ্ডনায় নমোঽস্তু তস্মৈ বলভদ্রনাম্নে॥
যেষাং নিতান্তং রসনাগ্ররঙ্গে সরস্বতী তাণ্ডবমাতনোতি।
সদর্পবিদ্বজ্জনবৃন্দবন্দ্যান্ নমাম্যহং তান্ বলভদ্রমিশ্রান্॥
যদুচ্ছলৎ-সংস্কৃতনীরপূরৈরাক্ষালিতে চেতসি বাড়বানাং।
পদার্থতত্ত্বং হি চকাস্তনল্পং নমাম্যহং তান্ বলভদ্রমিশ্রান্॥

১। **অভ্যুদয়কাল:** বলভদ্রের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় সহজসাধ্য। তাঁহার ছাত্র-রচিত গ্রন্থের লিপিকাল ইং ১৫১৩ খ্রীঃ। সুতরাং ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাঁহার অধ্যাপকজীবনের আরম্ভ ধরা যায়, কিন্তু বেশী পূর্ব্বে নহে। কারণ, বলভদ্রীয় অনেক স্থলে রুচিদত্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যথা, (১) "প্রকৃত্যর্থান্বিতস্বার্থবোধকত্বব্যুৎপত্তের্ন বিপরীতানুভব ইতি বস্তুর..." (২৬।২ পত্র, রুচিদত্ত, সোসাইটী-সং, পৃ. ১৫—"ক্ত্বাবাচ্যসমানকর্ত্তৃকত্বস্য প্রকৃত্যর্থ এবান্বয়নিয়মাদত এব বৈপরীত্যেনাপি নানুভব ইতি ভাবঃ")। (২) "কেচিত্তু নমস্কারনিষ্ঠৌ জাতিবিশেষৌ ভক্তিশ্রদ্ধে ইত্যাহুস্তন্ন..." (৩০।১ পত্র, রুচিদত্ত, পৃ. ১৭)। প্রগল্‌ভাচার্য্যের ছাত্ররূপেও বলভদ্রের ঐরূপ কালই সূচিত হয়। পক্ষান্তরে আইন্-ই-আক্‌বরীতে তাঁহার নামোল্লেখ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত করে। 'দুর্গাবতীপ্রকাশে'র রচনাকালেও (১৫৬৩ খ্রীঃ) তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া ঐ গ্রন্থের সুদীর্ঘ পুষ্পিকার একটি মূল্যবান্ বিশেষণপদ ("ত্রিদশসিন্ধুবন্ধুর-বাগ্‌বিলাসোদয়দূরীকৃতনিঃশেষদেশপ্রভববিদ্যার্থিতোমাজ্ঞানপঙ্ক)" হইতে এবং নিম্নোদ্ধৃত প্রার্থনাশ্লোক হইতে বুঝা যায়।

মিশ্রশ্রীবলভদ্র-ভদ্রকৃতিনামারাধ্য পাদাম্বুজ-
দ্বন্দ্বং যৎ কিমপীহ ধর্ম্মবিষয়েঽস্মাভির্বিবিচ্যোচ্যতে।

তস্মাৎসর্ব্বমপাস্ত শুদ্ধহৃদয়া ধীরা ধরাভূষণ-
ভূতাঃ সাধু বিচারয়ন্তু ন খলাদস্মাদৃশাং নিগ্রহঃ ॥—(৫১ শ্লোক)।

সুতরাং তাঁহার অধ্যাপনার কাল ন্যূনপক্ষে ৬৫ বৎসর ছিল এবং লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহার বিদ্যার্থিবর্গ ভারতের সকল ('নিঃশেষ') দেশ হইতে আসিয়া গঙ্গাপ্রবাহতুল্য তদীয় মধুর বাগ্‌বিন্যাস শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। 'ত্রিদশসিন্ধুবন্ধুর' পদটি দ্বারা তাঁহার কাশীবাস পুনঃ সূচিত হইতেছে।

বলভদ্রের পিতা বিষ্ণুদাসও সুপণ্ডিত ছিলেন, বলভদ্র তাঁহার তিনটি উপাধি (ত্রিপাঠী, মিশ্র ও মহামহোপাধ্যায়) লিপিবদ্ধ করিয়া এবং বলভদ্রীর পিতৃবন্দনায় বিদ্বৎসমাজে তাঁহার 'কীর্ত্তিনিকরস্ফূর্ত্তি'র উল্লেখ করিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বলভদ্রের মাতার নাম 'মাধ্বী,' মাধবী নহে এবং পত্নীর নাম 'বিজয়শ্রী'। তাঁহার তিন পুত্রই কৃতী ছিলেন,—বিশ্বনাথ, পদ্মনাভ ও গোবর্দ্ধন। কাশীনিবাসী এই বিদ্বৎগোষ্ঠী যে বাঙ্গালী ছিলেন, তদ্বিষয়ে বর্ত্তমানে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। প্রমাণাবলী পদ্মনাভের বিবরণে দ্রষ্টব্য।

৩। পদ্মনাভ মিশ্র

ভারতবর্ষের সারস্বত ইতিহাসে এই মহাপণ্ডিতের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত এবং পৃথক্ গ্রন্থে তাঁহার গ্রন্থাদির বিবরণ এবং অপূর্ব্ব প্রতিভা সম্যক্ আলোচিত হইলে তাঁহার সমুচিত স্মৃতিতর্পণ হইতে পারে। আমরা সূত্রাকারে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। তিনি মূলতঃ কাশীনিবাসী ছিলেন সন্দেহ নাই (সেতুটীকা, পৃ. ৩৫৭—"কাশীমলর্কপুরাৎ পূর্ব্বেণ যাহি" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাঁহার সারস্বত জীবন কাশীর বাহিরে বিভিন্ন রাজসভায় যাপিত হইয়াছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যসূচক একটি বিশেষণপদ দৃষ্ট হয়,—**সকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্য্য**—ইহা যে নিরর্থক গর্ব্বোক্তি নহে, তাঁহার রচনাবলীর বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। আমরা শাস্ত্রবিভাগক্রমে তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

রচনাবলীঃ (১) কাব্যশাস্ত্রে **বীরভদ্রদেবচম্পূ**—১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বঘেল-বংশীয় মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রদেবের কীর্ত্তিবর্ণনা করিয়া এই কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন, যাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। 'শরদাগমে' তিনি স্বরচিত বহু উৎকৃষ্ট কবিতা 'মম' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ৫৬-৬১)। তদ্দ্বারা তাঁহার রচনাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) অলঙ্কারশাস্ত্রে **শরদাগম** জয়দেব-রচিত চন্দ্রালোকের উৎকৃষ্ট টীকা 'কাশী-সংস্কৃতগ্রন্থমালা'য় মুদ্রিত হইয়া (১৯২৯ খ্রী., ৮২ পৃ.) সুপ্রাপ্য হইয়াছে। চিরঞ্জীবের 'কাব্যবিলাসে' (পৃ. ২) ইহার নামোল্লেখ আছে এবং 'কুবলয়ানন্দে'র শ্লিষ্ট শ্লোকে ("চন্দ্রালোকো বিজয়তাং শরদাগমসম্ভবঃ"—পৃ. ১৬৮) ইহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। সেতুটীকার এক স্থলে (পৃ. ৮২) তিনি স্বরচিত ছয়টি অলঙ্কারগ্রন্থের নাম করিয়াছেন—"মৎকৃতালঙ্কারভাস্কর-কাব্যপ্রকাশপ্রকাশ-ভৎখণ্ডনৈকাবলীবিবরণ-শরদাগম-মনোরমাদৌ…"। শরদাগম ব্যতীত সবই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কমলাকর ভট্ট কাব্য-প্রকাশটীকায় পদ্মনাভের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন (কাশীর লিথো-সং, ১৯২৩ সম্বৎ, পৃ. ৩১।২—

"অনভিব্যক্তো ভাবঃ স এবাভিব্যক্তো রস ইতি পদ্মনাভঃ" ও পৃ. ৩৩।২—"ইয়ং চ বাধসমানকালীনত্বা-দাহার্য্যভ্রমরূপেতি পদ্মনাভঃ"—উভয়ই কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসের পঙ্‌ক্তি-ঘটিত)। দেখা যাইতেছে, অপ্পয্য দীক্ষিত, কমলাকর ও চিরঞ্জীবের নিকট পদ্মনাভ একজন প্রমাণপুরুষ ছিলেন। (৩) ধর্ম্মশাস্ত্রে **দুর্গাবতীপ্রকাশ**—গড়মণ্ডলের অধিরাজ্ঞী ভগবতী দুর্গার সাক্ষাৎমূর্ত্তিস্বরূপা বীররমণীকুলের শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী দুর্গাবতীর (১৫৪৮-৬৪ খ্রী.) 'নিদেশে' পদ্মনাভ সাত খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট্ গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—প্রথম খণ্ড 'সময়ালোকে'র প্রথমাংশ মাত্র রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। লণ্ডনে, বিকানীরে ও এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রতিলিপি আছে। গ্রন্থারম্ভে ৫৬ শ্লোকে অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ 'গঢ়া'-নগরীর বর্ণনা, রাণীর শ্বশুর সংগ্রামসাহির স্তুতি, পুত্র শ্রীবীরসাহির যুদ্ধযাত্রাদি ও 'সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী' রাণীর কীর্ত্তিকথা দৃষ্ট হয় (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ. ৩-৪ দ্রষ্টব্য)। সোসাইটীর প্রতিলিপি 'সংবৎ ১৬২১ সময়ে পৌষসুদি ২ ভৌমে' (অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর ১৫৬৪ খ্রী.—রাণীর শোচনীয় মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পরে) কাশীতে অনুলিখিত। সুদীর্ঘ পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল:—"ইতি শ্রীমন্নিরবদ্যগদ্য-পদ্যহৃদ্যবিদ্য-বিদ্বদ্‌বৃন্দানন্দসন্দোহকন্দযশোঽরবিন্দসন্দর্ভ-সম্ভাবিতনিখিলভুবনকাদম্বর্য্যাঃ বুধার্ককরনিকর-প্রৌঢ়তরপ্রতাপপ্রভাবপটিমপাটিতাতিবিকটপ্রতীপরাজোরস্তটকপাটঘাটায়া নিরবধিসুবর্ণভারবিতরণ-কৃতার্থীকৃতার্থিসার্থায়াঃ মহারাজাধিরাজ-দলপতিপ্রেয়স্যাঃ শ্রীদুর্গাবত্যাঃ প্রকাশে ত্রিদশসিন্ধুবন্ধুরবাগ্-বিলাসোদয়দূরীকৃতনিঃশেষদেশ-প্রভববিদ্যার্থিস্তোমাজ্ঞানপঙ্ক-পরম প্রতিষ্ঠিত-সন্মিশ্রশ্রীবলভদ্রাত্মজ-বিজয়শ্রী-গর্ভসংভব-সকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্য্য-মিশ্রশ্রীপদ্মনাভকৃতে সময়ালোকে প্রথমঃ প্রচারঃ পূর্ণঃ" (২৩১-২ পত্র)। এই গ্রন্থ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া থাকিবে—রাজকুমার বীরসাহির তখন পূর্ণ যৌবন (৩২-৩৭ শ্লোকে বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। রাণীর পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার রচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই। রচিতাংশ সত্বরই বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল—কাশীর সুবিখ্যাত জগদ্‌গুরু নারায়ণ ভট্টের পুত্র শঙ্কর ভট্ট 'দ্বৈতনির্ণয়' গ্রন্থে 'দুর্গাবতীপ্রকাশে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন (*Annals*, B. O. R. I., III, p. 71)। পদ্মনাভের এই কৃতিত্বপূর্ণ রচনা গৌড়কর্ত্তৃক মিথিলাজয়ের অপর একটি দূরপ্রসারী প্রতিধ্বনিরূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ, গড়মণ্ডলের রাজপুরোহিত সংগ্রামসাহির রাজত্বকালে (১৪৮০-১৫৩০ খ্রী) ছিলেন মিথিলার 'দামোদর ঠক্কুর'—ঐ রাজা 'স্বপুরোধসমগ্রবেধসং' (৩য় শ্লোক) ঐ দামোদরকে নিযুক্ত করিয়া 'বিবেকদীপক' নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন (*I. O.*, I, p. 551)। দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারভাঙ্গার মহেশ ঠক্কুরও, প্রবাদানুসারে (S. N. Singh : *Hist. of Tirhut*, p. 215) রাণী দুর্গাবতীর আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বিজয়দ্বারা মিথিলার প্রাধান্য ঐ রাজ্যে লুপ্ত হইয়াছিল। পদ্মনাভ পূর্ব্বেও স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, দুর্গাবতীপ্রকাশের এক স্থলে (৫২।১ পত্রে) পাওয়া যায়:—"স্নানবিধিস্তু মৎকৃতনিবন্ধান্তরাদবসেয়ো নেহ বিতন্যতে বিস্তর-ভয়াৎ"। তৎকৃত **প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ** রাণাঘাটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (L. 2121, ৮৪ পত্র, বঙ্গাক্ষর)। (৪) বেদান্তে **খণ্ডনপরাক্রম**—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও আলোয়ারে (p. 43) পুথি আছে। আরম্ভ যথা,—

বন্দে তমখিলাধারং ভালেন্দুভয়বিহ্বলা।
কাকোলকপটাদ্‌গূঢ়া যৎকণ্ঠকুহরে কুহূঃ॥

বলভদ্রমিশ্রকৃতিনশ্চরণসরোজে সমারাধ্য।
শ্রীপদ্মনাভসুকৃতী খণ্ডনটীকামিমাং তনুতে ॥
শ্রীপদ্মনাভকৃতিনো বচসাং বিলাসৈঃ শ্রীহর্ষনির্মিতিমিমামধিগম্য সম্যক্।
ধীরা যশোনিচয়পূরিতদিগ্‌বিভাগা লোকেষু খণ্ডনপরাক্রমমাতনুধ্বম্ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমাণখণ্ডন প্রকরণের শেষে পাওয়া যায় (কলিকাতার পুথি, ১৫৯।২ পত্র ; আলোয়ারের পুথি এই পর্য্যন্ত) :—

শ্রীপদ্মনাভকৃতিনা কৃতিনাং গরিষ্ঠমানম্য লোকবিদিতং বলভদ্রমিশ্রং।
এতাবতা যদুপদিষ্টমদুষ্টবর্ত্ম তুষ্টোস্তু তেন স কৃতী সুকৃতী প্রগল্ভঃ ॥

এ স্থলে পদ্মনাভ তাঁহার পরমগুরু প্রগল্ভের তুষ্টি কামনা করিয়া স্বসম্প্রদায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিকাতার পুথি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত—পুষ্পিকা যথা :—"ইতি শ্রীজগদ্‌গুরুমিশ্রবলভদ্রাত্মজ-সকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতনভট্টাচার্য্যমিশ্রপদ্মনাভকৃতৌ খণ্ডনপরাক্রমে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥" তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভশ্লোকটি মনোহর :—

অচ্যুতং ত্বয়ি মজ্জন্তে রুদ্রারাধনলোলুপাঃ।
সর্বাত্মকঃ পুনরিহ প্রমাণৈরবধার্য্যসে ॥—(দ্বিতীয়াংশ, ৮৭।১ পত্র—পুথিটির মুদ্রিত বিবরণী ভ্রমাত্মক, তৃতীয়াংশ ১-১৪৩ পত্র 'শাঙ্করী' টীকা, পদ্মনাভকৃত নহে)।

(৫) ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের উভয় অংশ—প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়—পদ্মনাভের অদ্ভুত প্রতিভার বিলাসস্থল ছিল এবং তদ্বিষয়ে বহু টীকা ও নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এ-যাবৎ আবিষ্কৃত তদ্বিষয়ক রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। (ক) বৈশেষিকভাষ্যের সেতু চৌখাম্বা হইতে মুদ্রিত হইয়া সুপ্রাপ্য হইয়াছে—ইহা দ্রব্যভাগের উপর রচিত এবং পৃষ্ঠপোষক বীরভদ্রের বদান্যতায় ঋণমুক্ত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ 'বীরবরীয়' নামে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে বহু অভিনব ব্যাখ্যাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে এবং গ্রন্থশেষের শ্লোক হইতে বুঝা যায়, পদ্মনাভ পিতৃগ্রন্থে অকৃতপ্রবেশ স্বকীয় ভ্রাতার বোধসৌকার্য্যার্থ ইহা নূতন প্রণালীতে রচনা করেন :—

যথা নিষ্ঠান্নীতং মুনিমতমিদং তাতচরণৈঃ
তথা ভ্রাতুর্নাত্র প্রভবতি (বিবোধো) গুরুরপি।
অতুচ্ছিষ্টং যচ্চেদিহ হি পরবিস্তরধিয়া
তদাস্বাদ্যাস্বাদ্যং ভবতু কৃতিনস্তর্ককৃতিনঃ ॥ (পৃ. ৪২৩)

তমঃপদার্থের বিচারস্থলে কন্দলীকারের মতসমর্থন (পৃ. ৪২) ও 'পিতৃচরণারাধ্য' শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচার্য্যের মতোল্লেখ (পৃ. ৪৩) বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সম্ভবতঃ ইহাই পদ্মনাভের সর্ব্বশেষ রচনা এবং বীরভদ্র তৎকালে আর যুবরাজ নহে, স্বয়ং 'পৃথিবীপতিঃ' (১৫৯২-৩ খ্রীঃ)। তাঁহার পূর্ব্বরচিত বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ ইহাতে আছে (পৃ. ৩৫, ৪২, ৮২, ১৩৬, ৩৮৯) এবং মোক্ষবাদের এক স্থলে লিখিত আছে—"অস্মাকন্তু কেষুচিৎ গ্রন্থেষু তথা লিখনং ত্বরিততদনুরোধত্যাগবৈমুখ্যেনেতি" (পৃ. ২৭)।

(খ) ন্যায়কন্দলীসার ঃ কাশীর বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ ইহার প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন এবং আরম্ভশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (ন্যায়কন্দলীর ভূমিকা, পৃ. ৪) :—

উপদিষ্টা গুরুচরণৈরস্পৃষ্টা বর্দ্ধমানাদ্যৈঃ।
কন্দল্যাঃ সারার্থাস্তন্যন্তে পদ্মনাভেন ॥

বুঝা যায়, কন্দলীর উপর বর্দ্ধমানাদিরচিত টীকা না থাকিলেও পদ্মনাভ পিতার নিকট তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে কন্দলীর পাঠনা কাশীতে হইত, ইহা একটি মূল্যবান্ তথ্য।

(গ) **কিরণাবলীভাস্কর :** এই উৎকৃষ্ট টীকা সরস্বতীভবন-গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতেও প্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্যের তমোলক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ৪০)। "বিচারস্তু বলভদ্র্যাং বর্দ্ধমানেন্দৌ বা" (পৃ. ২৮) বলিয়া পিতৃকৃত ও স্বকৃত বিচারমূলক গ্রন্থের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(ঘ) **বর্দ্ধমানেন্দু :** বর্দ্ধমানরচিত দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশের উৎকৃষ্ট টীকা এবং পিতৃরচিত বলভদ্রীর সারসঙ্কলন। ইহা দুষ্প্রাপ্য নহে, আমরা পুণার একটি সম্পূর্ণ পুথি (No. 166 of A. 1882-83) পরীক্ষা করিয়াছি—আরম্ভশ্লোকত্রয় যথা,—

বলভদ্রকৃতাম্ভোধেরুদ্ধৃত্যাতিপ্রযত্নতঃ। বর্দ্ধমানেন্দুরধুনা পদ্মনাভেন তন্যতে ॥
বলভদ্রকৃতগ্রন্থ-যুক্তিকল্পক্রমাদসৌ। বুদ্ধিস্যূতপ্রসংবন্ধান্নির্যাসস্তু ময়াহৃতঃ ॥
বলভদ্রকৃতা টীকা যুক্তিকামগবী ক্ষমা। সবৎসা যুক্তিদুগ্ধায় তদ্বৎসোঽয়ং বিভাব্যতাম্ ॥

ইহাতে উদ্ধৃত শ্রীমান ভট্টাচার্য্যের সন্দর্ভ পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি (পৃ. ২৪৮)—তদ্ভিন্ন 'অত্র প্রগল্‌ভাঃ' (১ পত্র), 'তৈরভুক্তাস্তু' (২।১ পত্র—"অত্র বিভক্তিবিপরিণামঃ তথা চ বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং সন্ধ্যারজস্তোনিরূপণাদিত্যর্থমাহুঃ—তন্ন……"; রুচিদত্ত, ২ পৃ. 'ইত্যেকে' বলিয়া এই ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন) এবং "অতিরিক্তাশ্চাত্র যুক্তয়ো মদীয়লিখনান্তরে পিতৃলিখনে বাহবসেয়াঃ" (৪১।১ পত্র) উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তি। (ঙ) **বর্দ্ধমানেন্দু :** ন্যায়নিবন্ধ-প্রকাশের টীকা—ইহার অস্তিত্ব কেবল Hall (*Index*, p. 21) ও বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের উক্তি (ন্যায়বার্ত্তিকস্য ভূমিকা, পৃ. ৭) দ্বারা সিদ্ধ হয়। অন্যথা ইহা অদ্যাপি অপ্রাপ্য। (চ) **লীলাবত্যনুনয় :** এই উৎকৃষ্ট টীকার প্রথমাংশের প্রতিলিপি আদিয়ারের পুথিশালায় রক্ষিত আছে (40. B. 26)—আমরা অনুলিপি আনাইয়া পরীক্ষা করিয়াছি। আরম্ভ যথা,—

উপাস্মহে সরোজন্মনাভীনিলয়মীশিতুঃ। অত্নুঃস্বপ্নচতুর্বক্ত্রনিঃশ্বাসোদ্ভূতসৌরভম্ ॥
বন্দামহে পদাম্ভোজং বলভদ্রগুরোর্বয়ম্। ব্যাখ্যাস্যামঃ প্রসাদেন যস্য লীলাবতীনয়ম্ ॥
লীলাবতীমধুরিমা সহজো ময়াস্মিন্ আধীয়তে তদপি কোপি বিশেষ এব।
লাবণ্যমম্বুজদৃশাং কুচকুম্ভয়োর্যৎ পুষ্ণাতি কিং ন বিশদঃ কিমু ভারহারঃ ॥
অথাপ্তমণিভারস্য গৃহীতকুসুমাঞ্জলেঃ। লীলাবতীবশীকারোপায়োঽনুনয় এব সঃ ॥
শ্রীবলভদ্রতনূজোঽবরজঃ শ্রীবিশ্বনাথানাম্। অনুনয়মস্যাস্তনুতে লীলাবত্যাঃ প্রসাদায় ॥
পদ্মনাভকৃতী রম্যা বিশ্বনাথোক্তিবন্ধুরা। আচন্দ্রার্কমিয়ং ভব্যা বর্ত্ততাং বিদুষাং মুদে ॥

ষষ্ঠ শ্লোক হইতে বুঝা যায়, এই গ্রন্থে পদ্মনাভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথের রচনা মিশ্রিত আছে—তাঁহার অপর কোন রচনার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রতিলিপি প্রত্যক্ষখণ্ডের সংশয়-প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে—এই প্রকরণে এক স্থলে পাওয়া যায়—"বর্দ্ধমানোপাধ্যায়াস্তু যদত্র যোজয়ন্তি তদয়ং ন বিদ্মঃ"। এই গ্রন্থই পদ্মনাভের প্রাথমিক রচনা হইতে পারে। (ছ-জ) **রাদ্ধান্তমুক্তাহার** ও তদুপরি **কাণাদরহস্য** নামক

টীকা—মূল কারিকাংশ অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। টীকার অনুলিপি পুণায় ও তাঞ্জোরে আছে। আরম্ভ যথা (No. 86 of 1866-68, পত্রসংখ্যা ২২, লিপিকাল ১৫৪৬ শক) :—

জয়তি পুরনিহন্তুঃ কোভপঙ্কেষুবাণো জনিরবনিপুমর্থানেককল্পক্রমাণাম্।
যুগপদসুরজানাং তদ্দ্রুহাং ত্রাসহাসৌ নিরবধিগুণসীমা কোপি ভীমাকটাক্ষঃ॥
স্তম্বেরমাশ্রয়ণীয়ং ভ্রমরকুলং দানপানরমণীয়ং। প্রদ্যোতমানগণ্ডস্থলমণ্ডলমণ্ডনং জয়তি॥
আরচয্য প্রযত্নাদ্যৈরিহৈকাশীতিকারিকাঃ। আচার্য্যপদ্মনাভেন ব্যাখ্যা সংপ্রতি তন্যতে॥

শেষাংশ ও পুষ্পিকা তাঞ্জোরের বিবরণীগ্রন্থে দ্রষ্টব্য (pp. 4450-51)। কয়েকটি মূল্যবান্ প্রমাণপঞ্জী উদ্ধৃত হইল :—ইত্যস্মদ্গুরু-প্রগল্ভ-পক্ষধরাদয়ঃ (২।১ পত্র), বিস্তরশ্চাত্রত্যো মৎকৃতপ্রত্যক্ষখণ্ডভূষণবিন্যাসে অধ্যবসেয়ঃ (২।২), কুসুমাঞ্জলিবর্দ্ধমানে (৫।১), বৌদ্ধাধিকারপ্রথমফক্কিকাবসরে বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ৈঃ (৭।১), শ্রীপ্রগল্ভভট্টাচার্য্যাস্তু (৭।২), নাদ্যঃ—তৈরভুক্তমতানুগ্রহেপি গৌড়ীয়রাদ্ধান্তবিরোধাৎ···অত্র তৈরভুক্তাঃ···ইতি পক্ষধরপক্ষাবলম্বিনঃ সর্বেপি সর্বৈকবাক্যতয়া বদন্তি। অত্র শ্রীপ্রগল্ভমুখারবিন্দ-নির্গলদমলবচনমকরন্দসন্দর্ভোপজীবিনাং ধ্বনিঃ (১৫।১—বৈশিষ্ট্যপদার্থবিচারে)। (৬) তত্ত্বচিন্তামণি ও মণ্যালোকের উপর পদ্মনাভ বহু টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন। আমরা কয়েকটির মাত্র সন্ধান পাইয়াছি। (ক) **প্রত্যক্ষচিন্তামণিপরীক্ষা**—এসিয়াটিক সোসাইটীর একটি মূল প্রত্যক্ষখণ্ডের পুথিতে (III. E. 93.) এই দুর্লভ গ্রন্থের প্রথম ৮ পত্র মাত্র ভুল করিয়া সংযোজিত হইয়াছে। আরম্ভ যথা,—

বলভদ্রপদাম্ভোজে সমারাধ্য বিধানতঃ। চিন্তামণিপরীক্ষেয়ং পদ্মনাভেন তন্যতে॥
চিন্তামণেঃ পরীক্ষা ভূষণবিন্যাসকামানাম্। ইতি বলভদ্রতনুজন্তন্যা বিধিমাদরাত্তনুতে॥
বলভদ্রোদিতানর্থান্ স্মৃত্বা স্মৃত্বা যথামতি। বক্রানপি ঋজুপ্রায়ান্ করোতি বলভদ্রজঃ॥

তৃতীয় শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বলভদ্র মণিটীকা রচনা করেন নাই—'অত্রাস্মৎপিতরঃ' বলিয়া যে সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (৫।১ পত্র), তাহা মৌখিক উপদেশ কিম্বা অন্য গ্রন্থের হইবে। কয়েকটি মূল্যবান্ সন্দর্ভ সঙ্কলিত হইল। "অয়ং পক্ষধরাশয়ো ভূষণবিন্যাসে ময়েত্থমেব নিরূপিত ইতি তত্রাপ্যনুসন্ধেয়ঃ" (২।২), "অত্র শ্রীযজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ঃ" (৪।১, ৮ পঙ্‌ক্তির সন্দর্ভ), "অত্রাস্মৎকুলমানসবোধকুমুদবন-সুধাংশূনাং শ্রীমৎপ্রগল্ভভট্টাচার্য্যাণাং সিদ্ধান্তসরণিঃ" (৪।২) এবং "বিস্তরস্তন্যস্যাং মৎকৃতৌ" (৫।২)। এই গ্রন্থেরই একটি ক্ষুদ্রাংশ পুণা হইতে আনাইয়া আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (No. 235 of 1889-1915, আদ্যন্তহীন ১০ পত্র, প্রামাণ্যবাদের টীকা)। একটি বচন তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—'অন্যে তু' বলিয়া একটি ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে, তৎপরে পাওয়া যায়—"প্রগল্ভমতানুসার্য্যস্মদুক্তাস্বরসেন যত্তৈরুক্তম্···তৎ পরাস্তম্" (৩।২ পত্র)। যে সমকালীন টীকাকারের মত এখানে দূষিত হইল, তিনিও পদ্মনাভের পূর্বতন টীকায় দোষ ধরিয়াছিলেন, ইহা অনেকটা বিস্ময়জনক। পরেও 'প্রগল্ভাস্তু' বলিয়া একটি দীর্ঘ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৬।১ পত্র)—গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও এই 'মণিপরীক্ষা' যে পদ্মনাভকৃত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। (খ) **অনুমানমণি-পরীক্ষা** অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ —ইহার আরম্ভশ্লোক পদ্মনাভ 'শরদাগমে' উদ্ধৃত করিয়াছেন :— গুরুবিষয়াঽনুমানখণ্ডপরীক্ষায়াং মম—

যুক্তিশ্রেণীতিমিবিষয়তা-পূর্ব্বপক্ষোগ্রনক্র-
স্ফূর্জৎপত্রস্ফুটবিকটতাতুঙ্গবিস্তারভাজি।
ন্যায়াম্ভোধৌ যদিহ বহুধা মাদৃশাং বোধসম্পৎ
বীজং তস্যাঃ প্রথিতমভিদা পৈতৃকী ভক্তিরেব ॥ (পৃ. ৫৯)

(গ) **শব্দপরীক্ষা**—সেতুটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ৩৮৯—"বিস্তরশ্চাস্য শব্দপরীক্ষায়াং")। ইহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। (ঘ—চ) তিন খণ্ড **ভূষণবিন্যাস** অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। (ছ) **পক্ষধরোদ্ধার**—অনুমানখণ্ডের পুথি বরোদায় (Accession No. 11968, পত্রসংখ্যা ১৬৪—সম্পূর্ণ) এবং পুণায় আছে (No. 735 of 1887-91, ৯০ পত্র, হেত্বাভাসপ্রকরণমধ্যে খণ্ডিত)। পুণার পুথিটি পরীক্ষা করিতে পারিয়া আমরা বহু মূল্যবান্ তথ্য জ্ঞাত হইয়াছি। আরম্ভ যথা,—

গৌরীবল্লভনতিততিদূরীকৃতবিঘ্নজালেন।
শ্রীপদ্মনাভকৃতিনা পক্ষধরাণাং প্রকাশ্যতে ভাবঃ ॥

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পঙ্‌ক্তি নির্দ্দিষ্ট হইল—(১) "প্রগল্‌ভচরণপ্রবেশোপি ন নিস্তারায়েতি চেন্ন" (১৩।১ পত্র, ব্যধিকরণপ্রকরণে)। (২) 'অত্র শ্রীপ্রগল্‌ভাঃ' (১৪।২, পূর্ব্বপক্ষপ্রকরণে)। (৩) "তস্মাদত্যন্তাভাবত্বমখণ্ডমিতি প্রগল্‌ভমতং বাবলম্ব্যতাং পক্ষধরাণামেব বেতি" (২৪।২)। (৪) "ত্বন্মতে দূষণত্বাদিতি বিচারসংক্ষেপঃ" (২৫।২)। (৫) "এবং চ মিলিতঘটত্বয়ং হি ন পদার্থান্তরং কিন্তু ঘটাবেব তত্র চ যাবদ্বিশেষাভাবঃ প্রত্যেকাবৃত্তিধর্ম্মত্বাদিতি **সার্বভৌমভাষিতং** নামানুরূপভাষিতমেব" (২৮।১)। (৬) "ইতি প্রগল্‌ভপ্রসাদাদাকলয়ামঃ" (৭০।১)। (৭) "অত্র ভ্রম···ইতি স্বকীয়ং প্রগল্‌ভভক্তিনিবন্ধনং পদ্মানং" (৭৪।১)। মিথিলার সুবর্ণযুগে যজ্ঞপতি ও পক্ষধরের ভক্তদের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল, পদ্মনাভ তাহাতে যোগদান করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পক্ষধরের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বিপক্ষের প্রতি প্রযুক্ত তাঁহার ভাষা অনেক স্থলে কৌতুকজনক—"তত্তু গুরুদ্রোহনিবন্ধনমেব" (২২।২), "তদপি স্বগ্রন্থানভ্যাসনিবন্ধনমেব" (ঐ), "তত্তু পিতৃভক্তিমাত্রনিবন্ধনম্" (২৭-২৮—এ স্থলে নরহরির সন্দর্ভ খণ্ডিত হইয়াছে), "তদপি ভবদীয় এব বাণো ভবতি প্রহরতীতি ন্যায়মনুহরতি" (৩৩।২), "তদেতদখিলমনক্ষরপক্ষপাতনিবন্ধনমেব" (ঐ), "তন্নিখিলমপি তস্য নিজকৌপীনবিবরণমিব" (৭২।১) এবং "তন্নির্গলশৈশবস্তোচিতমেব" (৭৩।২)। (জ) **প্রত্যক্ষপক্ষধরোদ্ধার**—অনুমানখণ্ডের দুই স্থলে (৬৬।১, ৭২।২) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মণি-প্রস্থানে পদ্মনাভের গ্রন্থসংখ্যা ন্যূনপক্ষে ৮ হইতেছে।

পদ্মনাভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ছাত্র **গোবর্দ্ধন মিশ্র** 'তর্কভাষাপ্রকাশ' রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন—টীকাটি বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে (পুণা হইতে পারঞ্জপে-সম্পাদিত ১ম সং, ১৯০৯, ২য় সং, ১৯১৭)। এই গোবর্দ্ধন অন্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন ("বিস্তরস্তস্তাং মৎকৃতৌ পিতৃকৃতৌ বাধ্যবসেয়ঃ" ২য় সং, পৃ. ১১ দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। বহু কাল মুদ্রিত 'ন্যায়বোধিনী' নামক তর্কসংগ্রহটীকা নিশ্চিতই এই গোবর্দ্ধনরচিত নহে—সকলেই উভয়ের অভেদ কল্পনা করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন মিশ্র অন্নংভট্টের সমকালীন ছিলেন। পক্ষান্তরে ন্যায়বোধিনীতে পিতৃপরিচয় কিম্বা 'মিশ্র' উপাধি নাই—ইহা আধুনিক কোন অজ্ঞাত পণ্ডিতরচিত এবং বিশেষ কৃতিত্বসূচক নহে।

ভট্টাচার্য্য উপাধি ও পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠা :—পদ্মনাভের সময়ে নব্যন্যায়ে পরম কৃতিত্বসূচক 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় ছিল। তাঁহার বিপুল গ্রন্থসংগ্রহে মাত্র তিন জন ভট্টাচার্য্যের নাম দৃষ্ট হয়—তাঁহার পরমগুরুদ্বয় শ্রীমান ও প্রগল্‌ভ এবং পদ্মনাভ স্বয়ং। তাঁহার আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ সামান্যমাত্র আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি তাঁহার সময়ে পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার এই অসামান্য নামযশঃ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাবতীপ্রকাশ রচনার পূর্ব্বেই দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের আরম্ভে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

ইত্থং শ্রীপদ্মনাভেন 'ভট্টাচার্য্যেণ' নির্ম্মিতে।
দুর্গাবত্যাঃ প্রকাশেঽস্মিন্ সপ্তালোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ (৫৫ শ্লোক)

'শরদাগমে' দুই স্থলে 'ভট্টাচার্য্য' পদ তাঁহাতেই একনিষ্ঠরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—

ক্রিয়তে তস্য নিদেশাৎ চন্দ্রালোকে প্রকাশোঽয়ম্।
শরদাগম ইতি বিদিতো 'ভট্টাচার্য্যেণ' যত্নতঃ ॥ (পৃ. ২)
যস্যাজ্ঞয়া বিধত্তে 'ভট্টাচার্য্যঃ' শুভাং টীকাং।
হরিরিহ কূর্ম্মাবতরঃ শর্ম্মাদিশতু প্রভোস্তস্য ॥ (পৃ. ১৯)

আইন-ই-আক্‌বরির তালিকায় ১৫ জন তার্কিকের মধ্যে ত্রয়োদশ নাম শুধু 'ভট্টাচার্য্য' (পৃ. ৬৫ দ্রষ্টব্য)—এই নামহীন ভট্টাচার্য্য পদ্মনাভ হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা মনে করি। অসামান্য কীর্ত্তিমতী রাণী দুর্গাবতীর ন্যায় তাঁহার দিগ্‌বিজয়ী সভাপণ্ডিতের নামও সম্রাট্‌সভায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের তৎকালীন মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে পিতা-পুত্র উভয়ের একত্র নামোল্লেখ একটা অতুলনীয় ঘটনা বটে।

পদ্মনাভ বাঙ্গালী ছিলেন : প্রগল্‌ভের ন্যায় পদ্মনাভও মিথিলানিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ মুদ্রিত হইয়াছে (S. N. Sinha : *Hist. of Tirhut*, p. 155) এবং অনেকেই তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়াছেন। পদ্মনাভের গ্রন্থমধ্যে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল, তদ্দ্বারা অধুনা প্রমাণিত হয় যে, এই বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী নিশ্চিতই মূলতঃ বাঙ্গালী ছিল, মৈথিল নহে। কতিপয় প্রমাণসূত্র সঙ্কলিত হইল। (১) পদ্মনাভের পিতা বলভদ্রের গুরুদ্বয় শ্রীমান ও প্রগল্‌ভ উভয়েই বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ সময়ে গৌড়-মিথিলার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে কোন মৈথিল পণ্ডিতের পক্ষে এবং বিশেষ করিয়া শীর্ষস্থানীয় বলভদ্র-পদ্মনাভের পক্ষে কোন গৌড়ীয় পণ্ডিতের শিষ্যত্বগ্রহণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। (২) পদ্মনাভ 'তৈরভুক্ত' মত খণ্ডন করিয়া 'গৌড়ীয়রাদ্ধান্তে'র প্রতি সুললিত ভাষায় যে পক্ষপাত দেখাইয়াছেন, কোন মৈথিলের লেখনী হইতে ঐ যুগে তাহা বাহির হইতে পারে না। (৩) 'সার্ব্বভৌম-ভাষিতে'র প্রশস্তিপূর্ব্বক উদ্ধৃতিও কোন মৈথিলের গ্রন্থে সম্ভাবিত হয় না। (৪) শ্রীমান ও প্রগল্‌ভের ন্যায় পদ্মনাভের গৌড়ীয়ত্ব 'ভট্টাচার্য্য' উপাধিদ্বারাই সূচিত হইয়াছে। (৫) পরমগুরু প্রগল্‌ভের প্রতি পদ্মনাভ পদে পদে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন—তন্মধ্যে একটি পদ 'অস্মৎকুলমানসবোধকুমুদবনসুধাংশুনাং' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বুঝা যায়, প্রগল্‌ভ কেবল বলভদ্রেরই শিক্ষাগুরু ছিলেন না—উভয় বংশে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ আরও ব্যাপক ছিল। এতদ্দ্বারা প্রথম কল্পে অনুমান হয়, বলভদ্রও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার সমর্থক দুইটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত বাচস্পতি মিশ্রের তীর্থ-

চিন্তামণির অন্তর্গত 'গয়াপ্রকাশ' প্রকরণের একটি মনোহর নাগরাক্ষর অনুলিপিতে লিপিকারের পরিচয় এই—"শ্রীযুতশ্রীবলভদ্রমিশ্রাণাং স্বকীয়পুস্তকমিদম্। লিখিতং শ্রীযদুনাথচক্রবর্ত্তিনা শ্রীবলভদ্রমিশ্রাণামর্থে প্রয়াগমণ্ডলে" (১১৩৬ সং পুথির ২৫।২ পত্র)। এই বলভদ্র মিশ্র পদ্মনাভেরই পিতা হইবেন এবং তদীয় শিষ্য যদুনাথ চক্রবর্ত্তী 'মন্ত্ররত্নাকর' ও 'আগমকল্পবল্লী' নামক তান্ত্রিক নিবন্ধের রচয়িতা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়—নিবন্ধদ্বয়ের নাগরাক্ষর ও কাশ্মীরাক্ষর অনুলিপি (সোসাইটীর তন্ত্রপুথিবিবরণী, পৃ. ৩৪৭-৫৩ ও ৩৯৩-৯৫) বাঙ্গলার বাহিরে রচনা সূচিত করে। মন্ত্ররত্নাকরের প্রধান উপজীব্য দুইটি নিবন্ধ—আগমকল্পদ্রুম ও সুন্দরীরহস্যবৃত্তি—বারেন্দ্রব্রাহ্মণের রচনা এবং যদুনাথ-বলভদ্রও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণই হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, গৌড়োত্তরদেশনিবাসী 'রাঢ়ান্বয়' গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম তর্কভাষার টীকায় বলভদ্র ও তৎপুত্র গোবর্দ্ধনকে 'বর্বর' ও 'গোবুদ্ধি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—স্বদেশীয় প্রতিপক্ষভূত বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর প্রতিই এ-জাতীয় উৎকট জিগীষাপূর্ণ ভাষা প্রযুক্ত হইতে পারে এবং উত্তরবঙ্গ অদ্য পর্য্যন্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সমাজস্থান বটে।

৪। জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী

শিরোমণির সাক্ষাৎশিষ্য এই মহানৈয়ায়িকের নাম বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং নবদ্বীপাদি স্থানে তাঁহার কোন টীকাগ্রন্থের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। রামকৃষ্ণ, শিরোমণির একনিষ্ঠ মহাভক্ত ছিলেন ; কারণ, এ-যাবৎ আবিষ্কৃত তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই শিরোমণির উপর রচিত বটে। যথা,—

(১) **প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা :** কাশীর সরস্বতীভবনে এই গ্রন্থের নাগরাক্ষর খণ্ডিত একটি প্রতিলিপি আছে (পত্রসংখ্যা ৩১)। প্রারম্ভ যথা,—

শরণীকৃতবিশ্বেশচরণোঽবনতো গুরূন্।
শ্রীরামকৃষ্ণো ব্যাচষ্টে প্রত্যক্ষমণিদীধিতিম্॥

(২) **অনুমানদীধিতিটীকা :** সোসাইটীতে পুথি আছে (১০০২ সং, ২৩৮ পত্র, নাগরাক্ষর—বিশেষ-ব্যাপ্তির কিয়দংশ পর্য্যন্ত) ; জার্ম্মেণীর Jolly সাহেবের নিকট কেবলব্যতিরেকানুমান পর্য্যন্ত বৃহত্তর পুথি ছিল (*Munchen mss.*, 1912, p. 33-No. 344)। আরম্ভ যথা,—

প্রণম্য বাণীমুন্নীতঃ সদ্‌ভিঃ সমনুগৃহ্যতাং।
অধিদীধিতি ভাবার্থো রামকৃষ্ণপ্রকাশিতঃ॥

(৩) **আখ্যাতবাদটীকা :** তাঞ্জোরে (p. 4795) এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে। প্রারম্ভ যথা,— মুকুন্দচরণদ্বন্দ্বমাদায় হৃদয়াম্বুজে।
আখ্যাতবাদসদ্ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণেন তন্যতে॥

(৪) **নঞ্‌বাদটীকা :** আলোয়ার রাজগ্রন্থাগারে ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রারম্ভবাক্য যথা,— কৃত্বা হরিহরচরণৌ শরণে শ্রীরামকৃষ্ণেন।
অথ নঞ্‌বিচারভাবো দীধিতিকর্ত্তুঃ প্রকাশ্যতে কোপি॥

পুষ্পিকায় "ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তি-শ্রীরামকৃষ্ণবিরচিতা" বলিয়া গ্রন্থকারের উপাধি স্পষ্ট লিখিত আছে (Peterson : *Ulwar Cat.*, p. 29+55)। (৫) **গুণদীধিতিপ্রকাশ :**

এই গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[১] শিরোমণির বিবরণে (পৃ. ১০৩-৪) মঙ্গলশ্লোকটি আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকায়ও রামকৃষ্ণের 'ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' উপাধি দৃষ্ট হয়। (৬) **লীলাবতীদীধিতিটীকা :** কাশীর সরস্বতীভবনে এবং তাঞ্জোরে (p. 4573-5) ইহার প্রতিলিপি আছে। প্রারম্ভ যথা,—

কৃত্বা হরিহরচরণং শরণং শ্রীরামকৃষ্ণেন।
অয়ি-লীলাবতি ভাবো দীধিতিকর্ত্তুঃ প্রকাশ্যতে কোঽপি ॥

পদার্থ-খণ্ডন ও আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতির উপর রামকৃষ্ণের টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 'ন্যায়দীপিকা' নামক রামকৃষ্ণ-রচিত এক গ্রন্থের প্রতিলিপি পাওয়া যায় (Sastri : *Notices*, II, p. 97)। কিন্তু এই গ্রন্থকারের উপাধি ছিল 'তর্কাবতংস' এবং গ্রন্থমধ্যে অনুমিতি-গাদাধরীর পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, p. XX)। সুতরাং 'ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী' হইতে তিনি পৃথক্ লোক সন্দেহ নাই।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে তার্কিকদের যে তালিকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের নাম পঞ্চম। এই রামকৃষ্ণ 'জগদ্‌গুরু' মহানৈয়ায়িক কাশীনিবাসী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয় এবং সম্রাট্-সভায়ও তাঁহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বুঝা যায়। রামকৃষ্ণের দীধিতিটীকাসমূহ বিশেষভাবে পরীক্ষণীয়। তিনি হরিদাসের পরবর্ত্তী ছিলেন (অনুমানখণ্ড, ৭০।২ পত্র) এবং অনেক পূর্ব্বতন ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমরা রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে একজন 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী'র পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গভূষণ চট্টবংশীয় শ্রীগর্ভ আচার্য্য-শিরোমণির পুত্র হৃদয় বিদ্যাভূষণ ৯৮ সমীকরণের অতিপ্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী, পৃ. ১২৫)। হৃদয়ের পুত্র দেবীদাস, তৎপুত্র রামদাস ও তৎপুত্র শ্রীহরি। আদিকুলীন অরবিন্দ হইতে শ্রীহরি দ্বাদশ পুরুষ অধস্তন এবং নিঃসন্দেহ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে :—"শ্রীহরিকন্যা বং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তীনঃ কন্যাগ্রহণাদ্ভঙ্গঃ"।—(পরিষদের ২১০২ সং পুথি, ৩২১।২ পত্র)। কুলীনের কুলভঙ্গ তৎকালে সমৃদ্ধি সূচনা করিত। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যঘটীয় বংশজ-ভাবাপন্ন এই রামকৃষ্ণই আলোচ্য গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া মনে হয়। উভয়েই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক হইতেছেন। রামকৃষ্ণের এই দৌহিত্র-বংশ পণ্ডিতবহুল এবং বিখ্যাত ছিল। ঐ কুলগ্রন্থানুসারে ইঁহারা 'দিঘা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। Hall সাহেব লিখিয়াছেন (*Index*, p. 66, 236), রামকৃষ্ণ, শিরোমণির পুত্র ছিলেন—ইহা অলীক কল্পনা মাত্র।

১। *I. O. Cat.*, p. 664 (দুইটি প্রতিলিপি); কাশীর সরস্বতীভবনে এবং এশিয়াটিক সোসাইটিতেও প্রতিলিপি আছে—সবই নাগরাক্ষরে লিখিত।

৫। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার

'মীমাংসারত্ন' নামক পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থকাররূপেই রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের নাম এত কাল প্রসিদ্ধ ছিল।[২] কাশীর সরস্বতীভবনে তদ্রচিত অনুমানদীধিতিটীকার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (বঙ্গাক্ষর, পত্র-সংখ্যা ১০১) পরীক্ষা করিয়া আমরা বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি। প্রারম্ভ যথা,

নন্দগোপাঙ্গনাগারে মাতৃহস্তাবলম্বিনং।
লক্ষ্যালয়পদাম্ভোজং বিশ্বালম্বং সমাশ্রয়ে॥
অপেতদোষা কৃতিরস্ফুটার্থা তথা ন তোষায় যতোঽলসানাং।
স্বশিষ্যনির্ব্বন্ধবশানুয়াতঃ কৃতো নিবন্ধো রঘুনাথনাম্না॥

প্রতিলিপিটি 'ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব' প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। অনুমিতিপ্রকরণের শেষে লিখিত আছে :—(৪৭।১ পত্র) **ইত্যনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্বেঽনুমিতিলক্ষণৈককিরণপ্রতিফলিতিঃ।** পুষ্পিকার অভাবে গ্রন্থকারের উপাধি অজ্ঞাত থাকিলেও সৌভাগ্যবশতঃ গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে তদ্রচিত মীমাংসা-নিবন্ধের উল্লেখ আছে :—যথা চ যাগাদপূর্ব্বং সিধ্যতি তথা **মীমাংসারত্নে নির্ণীতমস্মাভিঃ।** (৩৬।২ পত্রে) রঘুনাথের ব্যাখ্যায় অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা প্রাচীনতার নির্দ্দেশক। রঘুনাথও কাশীবাসী ছিলেন ; কারণ, তাঁহার ব্যাখ্যা নবদ্বীপে প্রচার লাভ করে নাই। কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। শিরোমণ্যুক্ত স্থলসমূহ ব্যতীত বিদ্যালঙ্কার বহু স্থলে সাদরে সার্ব্বভৌমের সন্দর্ভ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন (৫।১, ৩৫।২ ও ৫১।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। এক স্থলে (৫১।২ পত্রে) 'সার্ব্বভৌমচরণাঃ' বলিয়া শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বিদ্যালঙ্কারের সহিত সার্ব্বভৌমের দেশতঃ ও কালতঃ সান্নিধ্য সূচিত হয়। দীধিতির ব্যধিকরণগ্রন্থে ব্যাপ্তির চতুর্দ্দশলক্ষণীমধ্যে প্রগল্ভ-লক্ষণের পর 'কেচিত্তু' কল্পে যে সাজাত্য-লক্ষণ পরিষ্কৃত হইয়াছে, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমস্ত টীকাকারের মতে তাহা মিশ্র-লক্ষণ বটে এবং বস্তুতই পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থে ঐরূপ বিচার পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের মতে উহা 'বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ে'র লক্ষণ :—

"**প্রমাণপ্রকাশে** ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববাদিমতে ধ্রুবং সাধ্যাভাবসমানাধিকরণ-যাবদভাব-প্রতিযোগিত্বং ব্যাপ্তেঃ লক্ষণং, তৎ সপরিষ্কারং লিখতি কেচিত্তু ইতি।" (৮২।১ পত্র) প্রমাণপ্রকাশ অর্থাৎ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-রচিত 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি-প্রকাশ' গ্রন্থের প্রমাণ-প্রকরণে (সোসাইটি-সং, পৃ. ৬৮১) উক্ত লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু তাহা 'সাজাত্য'-ঘটিত নহে। এখানেও বিদ্যালঙ্কার, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গ্রন্থ অনুসরণ করিতে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। সার্ব্বভৌমের সন্দর্ভই প্রায় অবিকল এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

২। *Cat. of Sans. Mss.*, Benares, Pt. I (Purvamimansa), 1923, p. XI and p. 39. *I. O. Cat.*, No. 3046. *S. B. Studies*, VI., p. 177. গ্রন্থমধ্যে তন্ত্ররত্নাদি ব্যতীত দুই স্থলে (সরস্বতীভবনের পুথি, পৃ. ৯, ৩১) 'উৎকল-মীমাংসকাঃ' এবং দুই স্থলে (পৃ. ৪০, ৪২) জয়দেব ভট্টের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩। "অথ সাধ্যাভাবাসামানাধিকরণ্যমিত্যস্য স্বসমানজাতীয়-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বমর্থঃ সমানাধিকরণ-ব্যধি-করণধর্ম্মাবচ্ছিন্নয়োরভাবয়োঃ সমানজাতীয়ত্বমিতি।" (অনুমানালোক, অস্মদীয় পুথি, ৬।২ পত্র)

"ন চ প্রমাণপ্রকাশে এতন্বাদিমতে উদ্ধৃতং সাধ্যাভাব-সমানাধিকরণ-যাবদত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং লক্ষণং যুক্তং যাবদত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্যাসম্ভবাৎ।" (১৩।২ পত্র)। এসিয়াটিক সোসাইটীতে রঘুনাথকৃত আখ্যাতবাদটীকার পুথি আছে (১৭৪৬ সং, ১৬ পত্র)। শেষের শ্লোক,—

শিরোমণিকৃতাখ্যাতবাদব্যাখ্যানকৈ(তবা)ৎ।
রঘুনাথেন বিহিত আখ্যাতার্থবিনির্ণয়ঃ ॥

এই রঘুনাথ অভিন্ন হইতে পারেন। 'প্রমাণরত্ন' নামক মীমাংসাপ্রকরণও এই বিদ্যালঙ্কার-রচিত হইবে (সোসাইটীর ৮৮৫৯ সং পুথি, ১৮ পত্র—অর্থাপত্তি ও অভাবসহ ষট্‌প্রমাণবিচার)। আরম্ভ যথা,

আনন্দশ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণায়ককলেবরং। উপাস্মহেতদ্বিশেষাং নীলাচলগতং মহঃ॥
লক্ষীধরকৃপালেশগলিতাশেষদুর্গতিঃ। প্রমাণরত্নং বিদ্বদ্‌ভ্যো রঘুনাথঃ প্রযচ্ছতি ॥

(পার্শ্বে টিপ্পনী আছে 'লক্ষীধর এতদ্‌গ্রন্থকৃতো গুরুঃ পক্ষে')। সমাপ্তিশ্লোক যথা,—

প্রমাণরত্নদানেন পরিতুষ্টো রমাপতিঃ।
ভূয়াদ্বিবদ্‌গতির্দৈবশ্চন্দ্রশেখরিতাকৃতিঃ ॥

আমরা অনুমান করি, সার্ব্বভৌমের প্রশিষ্য 'খণ্ডনভূষামণি'কার এই রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারই হইবেন—নীলাচলে ও কাশীতে অবস্থিতি তাহা হইলে সঙ্গত হয় এবং তদীয় গুরু লক্ষীধর পুরীতে সার্ব্বভৌমের ছাত্র প্রতিপন্ন হন। রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন (৭।২, ১৫।১ প্রভৃতি পত্রে)—এক স্থলের ভাষা—("বালভাবিতমিদমতিমনোহরমিব ভাসমানমপি ব্যাকরণস্মৃতিবিরোধাৎ ধর্ম্মস্মৃতিবিরুদ্ধমশ্লীলভাষণমিব নিবারণীয়মেব"—১৫।২ পত্র—প্রসারিণী, পৃ. ১০-১১ এবং বর্ত্তমান গ্রন্থের ১২০-২১ পৃ. দ্রষ্টব্য) উভয়ের সমকালীনতা সূচনা করে। রঘুনাথ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থ রচনা করেন, সন্দেহ নাই।

৬। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি

বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র কাশীস্থ বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন—তাঁহার রচিত গ্রন্থের একটি সূচিমাত্র এখানে সঙ্কলিত হইল। (১) **প্রত্যক্ষালোকপরীক্ষা** (অনাবিষ্কৃত) —দ্রব্যপরীক্ষায় উল্লিখিত ("ক্ষেমরূপজন্যত্বস্য মদীয়প্রত্যক্ষালোকপরীক্ষায়াং বিস্তরেণ নিরস্তত্বাচ্চ"—মদীয় অনুলিপি, পৃ ২৭)। (২) **অনুমানালোকপরীক্ষা** (অনাবিষ্কৃত)। (৩) **শব্দালোকপরীক্ষা**—পুণায় খণ্ডিত পুথি আছে (No 815 of 1887-91, পত্র ১-৪, ৯-৫১)। আরম্ভ যথা,—

শ্রীগোবিন্দমুখেন্দুরন্তরতমো মথ্নাতু মূঢ়স্য মে
দৃষ্টিঃ সিঞ্চতু তে কৃপাম্বুকলিলা সন্তাপতপ্তং মনঃ।
দোর্দণ্ডাস্তব দেব দানবভিদো নিঘ্নন্তু বিঘ্নং চ নঃ
পাদৌ তাম্রবিসপ্রসূনপিশুনৌ বাঞ্ছান্বিকং বর্ষতাম্ ॥
বিদ্যানিবাসপুত্রস্য ন্যায়বাচস্পতেরিয়ং।
নির্মিতির্নির্ম্মলধিয়ামানন্দয়তু মানসম্ ॥

দৃষ্ট্বা গ্রন্থং যে মদীয়ং কদাচিৎ কেচিৎ গ্রন্থং কুর্বতে দুর্বিনীতাঃ।
তেষাং মূর্দ্ধ্নি প্রাঙ্মুখৈর্বিপ্রমুখ্যৈর্দত্তোয়ং স্যাৎ সর্ব্বনাশায় শাপঃ॥

(৪) **প্রত্যক্ষদীধিতিপরীক্ষা**—কাশীতে ও পরিষদে (১৬৫২ সং, ৭১ পত্র) পুথি দেখিয়াছি। আরম্ভ যথা,—
অনির্ব্বাচ্যগুণগ্রামমমানতাশেষকামদং।
চিরায় চিন্ময়ং ধাম ঘনশ্যামমুপাস্মহে॥
বিদ্যানিবাসপুত্রস্য ইত্যাদি।

পরিপূর্ণ পুষ্পিকা একটি পুথিতে দ্রষ্টব্য (L. 1547, ১২৬ পত্র, লিপিকাল সংবৎ ১৬৭০)। (৫) **অনুমানদীধিতিপরীক্ষা**—পূর্ব্বখণ্ডের ও উপাধিবাদের আদিহীন পুথি কাশীতে আছে (৪৫৩, ৪৫৫ ও ৪৬৭ সং), উত্তরখণ্ডের শেষাংশ মাদ্রাজে আছে (D. 4039, ২৪৪ পত্র—পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বখণ্ডের শেষে একটি শ্লোক আছে :—
মণিদীধিতিতাৎপর্য্যমবধার্য্য সমীরিতাঃ।
ন্যায়বাচস্পতের্বাচো মোদয়ন্তু মনীষিণঃ॥ (৪৬৭ সং পুথি, ২৪২।২ পত্র)।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ভাবানন্দী প্রভৃতির সহিত মিলাইয়া পড়িতে পারিলে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। (৬) **গুণদীধিতিপরীক্ষা**—কিরণাবলীর বিজ্ঞাপনে (পৃ. ৪-৫) বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ আরম্ভ ও সমাপ্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৭) **লীলাবতীদীধিতিপরীক্ষা**—কাশীতে পুথি আছে (৬২৩ সং), দ্রব্যপরীক্ষায় (পৃ. ১৮৪) ও শব্দপরিচ্ছেদে (৬২।২ পত্রে) উল্লিখিত। (৮) **বৌদ্ধাধিকারদীধিতিপরীক্ষা**—(অনাবিষ্কৃত)। (৯) **আখ্যাতবাদটীকা**—পুণার একটি পুথি (No. 99 of A. 1879-80, ২৬ পত্র) আমরা দেখিয়াছি। শেষ শ্লোক,—
বিদ্যানিবাসপুত্রস্য ন্যায়বাচস্পতেরিদং।
আখ্যাতবাদব্যাখ্যানমানন্দয়তু কোবিদান্॥

(১০) **নঞ্বাদটীকা** (অপ্রাপ্য)—শব্দপরিচ্ছেদে উল্লিখিত (৫৯।১ পত্রে)। (১১) **পদার্থখণ্ডনটীকা**—লণ্ডনে (*I. O.*, p. 627) ও আমাদের নিকট পুথি আছে (১১ পত্র)। (১২) **দ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা**—বিকানীরের পুথির (R. L. Mitra *Cat.*, p. 546) অনুলিপি আমরা আনাইয়াছি। ইহা পুত্রের জন্য রচিত হইয়াছিল—শেষে আছে :—
ক্ষিত্যপ্তৈজসসংভৃতা বহুগুণৈরুদ্দীপিতা কর্মভিঃ
শ্লাঘ্যা জাতিবিশেষযোগসুভগা সার্থা পরীক্ষা ময়া।
রম্যা কাপি পুরীব পৌরুষরুচেঃ সূনোরনূনোন্নতেঃ
গোবিন্দস্য কৃতে কৃতেয়মমলপ্রজ্ঞপ্রমোদাস্পদম্॥

(১৩) **কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা**:—কাশীতে সম্পূর্ণ পুথি আছে (১০১ সং, ১১০ পত্র) আরম্ভ যথা,—
বিদ্যানিবাসপুত্রস্য শ্রীরুদ্রস্য মনীষিণঃ।
করোতু কারিকাব্যাখ্যা কৌতুকং কৃতিনাং মুদে॥

(১৪) **লীলাবতীপ্রকাশটীকা**—ইহা মূল ও বর্দ্ধমানের উপর—শিরোমণির উপর নহে। কাশীতে পুথি আছে (৬১১ সং)। (১৫) **শব্দপরীক্ষা**—জম্মুতে পুথি আছে (Stein's *Cat*, p. 144, 98,

পত্র)। শব্দখণ্ডের মূলের ব্যাখ্যা হইতে পারে। (১৬) **শব্দপরিচ্ছেদ**—মৌলিক নিবন্ধ। এসিয়াটিক সোসাইটীতে সম্পূর্ণ পুথি আছে (১২৩১ সং, ৬৩ পত্র)—শেষে আছে:—

শ্রীনীলকণ্ঠকৃতিনঃ পণ্ডিতরাজস্য নির্বন্ধাৎ।
বিদধে ময়া প্রবন্ধো যত্র ন কাঠিন্যগন্ধোঽপি॥
('নিবন্ধাৎ' পাঠ ভ্রমাত্মক ও পুথিতে নাই)

(১৭) **বাদপরিচ্ছেদ**—Hall সাহেবের নিকট ছিল (*Index*, p. 49)। চিত্ররূপ, অপূর্ব্ববাদ, লকারবাদ প্রভৃতি পৃথক্ বাদমালার অন্তর্গত কাশীতে ও অন্যত্র পাওয়া যায়। (১৮) **কারকপরিচ্ছেদ**—জম্মুতে (p. 135, ২১ পত্র) এবং তাঞ্জোরে (p. 4488-9) আছে। (১৯) **নিযোজ্যান্বয়বিবরণম্**—পুণায় ও আদিয়ারে আছে। (২০) **অধিকরণচন্দ্রিকা**—মীমাংসাশাস্ত্রের প্রকরণ। কাশীর পুথি (৫৩৫ সং) খণ্ডিত এবং বিপর্য্যস্ত—দুই স্থলে 'শূলপাণয়ঃ' উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন তদ্রচিত তিনটি কাব্য-গ্রন্থ আছে—তন্মধ্যে **ভাববিলাস** ('কাব্যমালা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১-২৮, মুদ্রিত) মানসিংহের জীবৎকালে তৎপুত্র ভাবসিংহের (১০৩০ হিজরীতে মৃত্যু) নামে রচিত। **ভ্রমরদূত**ও মুদ্রিত হইয়াছে।[৪] কেবল **বৃন্দাবনবিনোদ** (৭৫০ শ্লোকাত্মক) অমুদ্রিত রহিয়াছে, যদিও দুষ্প্রাপ্য নহে। এই বিপুল গ্রন্থসমূহে ন্যায়বাচস্পতির অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকটিত রহিয়াছে। কাশীর দক্ষিণী পণ্ডিত মাধবদেব 'তর্কভাষাসারমঞ্জরী'তে রুদ্র ভট্টাচার্য্যের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র ও ছাত্র **গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য** একটিমাত্র ন্যায়নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন—১৭২ কারিকাত্মক স্বরচিত টীকা সহ 'ন্যায়রহস্য' বা 'ন্যায়সংক্ষেপ,' রচনাকাল ১৫৫০ শক (=১৬২৮-৯ খ্রী:. Stein's *Jammu Cat.* p. 149)। তিনি ১৬৫৭ খ্রী: কাশীর একটি নির্ণয়পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন (চিত্‌পেভট্ট প্রকরণ, পৃ. ৭৯; *I. H. Q.* XXI, pp. 34-5)। বিকানীর রাজগ্রন্থাগারে তদ্রচিত **পদ্যমুক্তাবলী**র পুথি আছে—১০০ শ্লোকে সম্রাট্ সাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর মনোহর প্রশস্তি। প্রথম ১৭ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ, তৎপর প্রশস্তির আরম্ভ। যথা.—

অস্তি ক্ষ্মাচক্রশক্রাকবর-কুলমণি-শ্রীজহাংগীরসূনু-
শ্রীমচ্ছ্রীসাহজাহাভিধনৃপতিমণেস্তু মহেন্দ্রস্য মন্ত্রী।
নাম্না শ্রীআসফ-ক্ষ্মাপতিরিতি জগদুদ্গীতসংকীর্ত্তিপূরঃ
ক্রূরপ্রত্যর্থিপৃথ্বীপতিনিচয়চমূচূর্ণনোদীর্ণতেজাঃ॥ (১৮ শ্লোক)

সমাপ্তি যথা,—

অন্যোক্তিপ্রণিধানকৌশলজুষো বৈদগ্ধ্যদীক্ষাগুরো-
গূঢ়োক্ত্যাশয়বর্ণনৈকবিদুষঃ শ্রীআসফ-ক্ষ্মাপতেঃ।
অন্তর্মোদবিধানসাধনতয়া রত্নাবলীয়ং ময়া
তস্যৈব গ্রথিতা গুণৈঃ সুমনসাং ভূয়াৎ কবীনাং মুদে॥ (১০১ শ্লোক)

ইতি শ্রীমহোপাধ্যায়-শ্রীরুদ্রন্যায়বাচস্পতিভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীগোবিন্দভট্টাচার্য্য-বিরচিতা পদ্যমুক্তাবলী সমাপ্তা।

৪। সংস্করণটি বাঙ্গলার একটি কলঙ্কস্বরূপ—বটতলার গ্রন্থেও এত ভ্রমপ্রমাদ থাকে না। প্রচ্ছদপত্রে ও ভূমিকায় রুদ্রের উপাধি লিখিত হইয়াছে 'ন্যায়পঞ্চানন' এবং তাহা যে ভ্রমাত্মক, এক যুগ পরেও বোধ হয় সম্পাদকপ্রবর অবগত নহেন!! প্রথম শ্লোকেই 'দীর্ঘোৎকণ্ঠ' স্থলে মুদ্রিত হইয়াছে '(অ)দীর্ঘাকণ্ঠ' (?) ইত্যা ?।

৭। বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন

রুদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথের রচনাবলী এই :—(১) **গৌতমসূত্রবৃত্তি**—১৮২৮ খ্রীঃ হইতে বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে—রচনাকাল 'রসবাণতিথৌ' শকাব্দ (১৫৫৬=১৬৩৪ খ্রীঃ) মুদ্রিত সংস্করণে না থাকিলেও নানা স্থানের বহু পুথিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বয়সে বৃন্দাবনে বসিয়া রচিত এই গ্রন্থই বিশ্বনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, ভাষা-পরিচ্ছেদ-মুক্তাবলী বিশ্বনাথের রচনাই নহে (১১৭-২০ পৃ. দ্রষ্টব্য)। (২) **ন্যায়ালোক**—ইহাও স্বসিদ্ধান্তানুসারে ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা (বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ : ন্যায়বার্ত্তিকস্য ভূমিকা, পৃ. ১৩২ পাদটীকা ও ১৪৫)। (৩) **আখ্যাতবাদটীকা**—পুণার একটি পুথির (No. 407 of 1886-92, ২-৩১ পত্র) শেষ। যথা,—

বিদ্যানিবাসসূনোঃ কৃতিরেষা বিশ্বনাথস্য। বিদুষামতিসূক্ষ্মধিয়ামমৎসরাণাং মুদে ভবিতা ॥

কঠিনে নির্মাণেঽস্মিন্ কৌটিল্যেনাপি সূক্ষ্মতরবুদ্ধ্যা। দত্তো দোষোঽপি মুদে কুচ ইব বিহিতো নখাঘাতঃ ॥

আরম্ভের সন্দর্ভে ("পুষ্পবন্তাদিবদেকোচ্চারণান্তর্ভাবেন…ইত্যাহুঃ—তদপি ন") জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্রের ব্যাখ্যা খণ্ডিত হইয়াছে। (৪) **নঞ্‌বাদটীকা**—পুণার পুথির (No. 117 of A. 1879-80, ৩০ পত্র) আরম্ভ যথা,—

লজ্জমানেবাভিমুখ্যে শ্রুতিশ্রেণী নবাঙ্গনা।
যদাহ নেতি নেত্যেব তন্নৌমি পরমং মহঃ ॥

সমাপ্তি যথা,—

মদুক্তং যুক্তং চেত্তদিত সদয়ং নৈবমিতি চেদ্ উপেক্ষধ্বং দ্বেষো যদি ভবতি সংদূষয়ত তৎ।
পরং স্বস্মন্নামগ্রহণরহিতং যো লিখতি তৎ তথাচেষ্টো দুষ্টঃ স ভবতু জগৎপাতকনিধিঃ ॥

বিদ্যানিবাসসূনোঃ ইত্যাদি। ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্বিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীবিশ্বনাথসিদ্ধান্ত-পঞ্চাননভট্টাচার্য্যকৃতা নঞ্‌বাদব্যাখ্যা সমাপ্তা। লিপিকাল 'সংবৎ ১৭১৯' (অর্থাৎ ১৭০৯=১৬৫২ খ্রীঃ)। (৫) **পদার্থতত্ত্বাবলোক** : (*I. O.* p. 671)—আমাদের পরীক্ষিত সোসাইটীর পুথি (৫৩ পৃ.) অশুদ্ধিপূর্ণ। সমাপ্তি যথা,—নির্মাংসে কঠিনেঽস্মিন্ ইত্যাদি। বিদ্যানিবাসসূনোঃ ইত্যাদি। তৎপর,—

স্বচ্চিন্তারহিতেন তাবকমহামায়াবিমূঢাত্মনা
সংসারার্ণবদুর্নিবারলহরীজালেষু মোমুহ্যতা।
বিদ্যোর্জৎসদসদ্বিবেকরহিতেনেদং ময়া বর্ণিতং
তেনানেন পদার্পিতেন ভগবান্ প্রীণাতু নারায়ণঃ ॥

পুষ্পিকায় 'সিদ্ধান্তপঞ্চানন' উপাধি দ্রষ্টব্য। টীকাটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শিরোমণির দীধিতিপঞ্চকের উপর বিশ্বনাথ টীকা করেন নাই। (৬-৮) **সুবর্থতত্ত্বালোক, ন্যায়তন্ত্রবোধিনী** ও **অলঙ্কারপরিষ্কার** নিবন্ধত্রয় দুষ্প্রাপ্য নহে—আমরা অদ্যাপি দেখি নাই। (৯) **ভেদসিদ্ধি**—(কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে) কাশীতে বসিয়া বেদান্তমতের খণ্ডনপূর্ব্বক ন্যায়মতের এই প্রতিপাদনচেষ্টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। (১০) **মাংসতত্ত্ববিবেক** (কাশীতে মুদ্রিত)—অতীব কৌতুকজনক ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'সৌগতপ্রায়' নিরামিষাশীর সহিত মৎস্যাহারীর শাস্ত্রীয় বিচার। বিধাতার বিচিত্র বিধানে এই বিষয়ে প্রতিপাদিত শাস্ত্রমত

মৎস্যমাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ স্বয়ং ও তদীয় বংশধরগণ 'নিরামিষ'ঠাকুর নামে অদ্যাপি পরিচিত। (১১) **প্রাকৃতপিঙ্গলটীকা** (সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে)—পুষ্পিকায় (পৃ. ৫১৫) যথাযথ 'বিদ্যানিবাসাত্মজ' লিখিত আছে। (১২) **সূক্তিমুক্তাবলী**—১২২ শ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, বিকানীরের পুথির অনুলিপি আমরা আনাইয়াছি। ১৯ শ্লোকে আছে—

বিদ্যানিবাসপুত্রেণ বিশ্বনাথেন নির্মিতাং।
কণ্ঠে কুর্বন্তু তে সন্তঃ সূক্তিমুক্তাবলীমিমাম্॥

বিশ্বনাথের একটি কুলক্রিয়া কুলগ্রন্থে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খড়দহ মেলের কুলীন মুখবংশীয় যোগেশ্বর পণ্ডিতের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রুদ্র (যোগেশ্বর—মুকুন্দ—হৃদয়—রামানন্দ চক্রবর্ত্তী—রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—রুদ্র)। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—"রুদ্রস্য বিবাহ বং বিশ্বনাথ পঞ্চাননস্য কন্যা বারাণসীবাসী" (পরিষদের ২১০২ সং পুথি, ৪৭৬।১ পত্র ; শ্রীরামপুরের পুথি, ২৫২।২ পত্র)। রুদ্র খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। বিশ্বনাথের পুত্র 'রামদেব ভট্টাচার্য্য' (কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়, পৃ. ৪-৫) সম্ভবতঃ আওরঙ্গজেব ১৬৬৯ সনে বিশ্বনাথমন্দির ধ্বংস করিলে কাশী ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর, পশ্চিমপাড়া গ্রামে আসেন—তাঁহার নামে একটি 'সিকিমী তালুক' অদ্যাপি তাঁহার আত্মবিস্মৃত বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। রামদেবের অধস্তন ৮ম পুরুষ (অর্থাৎ বিদ্যানিবাসের দশম পুরুষ) বংশের শেষ পণ্ডিত 'অমরচাঁদ ন্যায়ভূষণ' আমাদের সংবাদাতা ৺চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্যের 'স্নানে শুদ্ধি' জ্ঞাতি ও সম্পর্কে জ্যেঠা ছিলেন (পৃ. ৭৫-৭৭ দ্রষ্টব্য—পৌষ ১৩৫৭ সনে উক্ত ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইয়াছে)। অমরচাঁদের উর্দ্ধতন পুরুষের নামমালা আমরা সম্পূর্ণ পাই নাই।

৮। গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম

গৌরীকান্ত-রচিত (১) **ভাবার্থদীপিকা** 'তর্কভাষা'র সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা—বঙ্গদেশে বালোপযোগী তর্কভাষা-গ্রন্থ কোন কালেই প্রচারিত ও পঠিত হয় নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা সুপ্রচারিত ছিল। এক তাঞ্জোরেই গৌরীকান্তটীকার ১৮টি অনুলিপি আছে (pp. 4666-72)। তিনি (দীক্ষাগুরু) বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর ও (বিদ্যাগুরু) রামভদ্রের বন্দনা করিয়াছেন—এই রামভদ্র নবদ্বীপের রামভদ্র সার্ব্বভৌম হইবেন। গৌরীকান্ত পদে পদে 'গোবুদ্ধি' বলিয়া গোবর্দ্ধনের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন (পুণার No. 294 0f 1895-1902, ২৪।২, ২৯।২, ৩৫।১, ৩৬।২ পত্র)। এক স্থলে (৮।২ পত্রে) গোবর্দ্ধন ও বলভদ্রের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—'উভাবপি বর্বরৌ'! (২-৩) তদ্রচিত **বৈশেষিকভাষ্য-বিবরণ ও মণিদীধিতিবিবেচন** (*S. B. Studies*, V, p. 146) আবিষ্কৃত হয় নাই। (৪) **আনুযুক্তি-মুক্তাবলী**—৮ পরিচ্ছেদে বিভক্ত কারিকাত্মক ঈশ্বরবাদবিষয়ক উৎকৃষ্ট নিবন্ধ, মোট কারিকা ৩৪০। পুণার পুথিতে (No. 461 of Visramabhaga I, পত্র ১৩) প্রথম পত্র নাই। সমাপ্তি যথা,—

মুক্তাবলী বিশুদ্ধেয়মীশ্বরে বিনিবেদিতা।
সন্তঃ স্ফুরন্তা নৈবান্তে যোগ্যাসু প্রতিপত্তিষু॥ ৫৫
যো নানাবিধশাস্ত্রতর্কনিপুণশ্চক্রে নিবন্ধান্ বহূন্
পূজাং ভূরিমহীভুজাং সদসি যো লেভেতিধীমান্ কবিঃ।

যো গৌড়োত্তরদেশদিগ্‌গজ ইহ শ্রীসার্বভৌমাভিধো
গৌরীকান্ত ইমাং স এব নিদধে সদ্‌যুক্তিমুক্তাবলীম্‌ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীগৌরীকান্তসার্বভৌমভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং সদ্‌যুক্তিমুক্তাবল্যামষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ। লিপিকাল 'সংবৎ ১৬৯৯ বর্ষে অশ্বিন বদি ১১ তিথৌ শুক্রদিনে' (= ১৬৪২ খ্রী.)। (৫) **আনন্দলহরীতরি**—তৎকৃত উৎকৃষ্ট টীকা তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শিতা সূচিত করে (L. 2490)। ইহাতে তাঁহার পরিচয় আছে 'গৌড়ীয়রাঢ়ান্বয়-সচ্ছ্রোত্রিয়' এবং পূর্ণানন্দের 'শ্যামারহস্য' ইহাতে উদ্ধৃত হওয়ায় আমরা অনুমান করি, তিনি স্বয়ং পূর্ণানন্দের জ্ঞাতি হইতে পারেন। (৬) **বিদগ্ধমুখমণ্ডনবীটিকা**—আমরা দেখি নাই। তিনি নিঃসন্দেহ প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। 'তর্কসংগ্রহটীকা' তদ্রচিত কি না সন্দেহ।

আমরা প্রসঙ্গতঃ তর্কভাষার অপর একজন অজ্ঞাতপরিচয় বাঙ্গালী টীকাকার **বিদ্যাবাগীশের** নাম এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি—তদ্রচিত 'ভাষাপ্রসাদিনী' (পুণার No. 756 of 1884-5, ৪৯ পত্রে সম্পূর্ণ) ১৬ পরিষ্কৃতিতে বিভক্ত। আরম্ভ যথা,—

বিদ্যাদেহাধ্যক্ষং বিদ্যাত্মানং হয়াননং দেবং। বিদ্যাদানবদান্যং বন্দে বিদ্যাবিশেষেভ্যঃ ॥
পুরতঃ স্ফুরতঃ সূক্তির্মহিতা চার্থসংগতিঃ। যাভ্যামনুগৃহীতস্য তৌ মাতাপিতরৌ স্তমঃ ॥
অনুসৃত্য পুরাণতর্কভাষামভিলাষাদুপগচ্ছতামধীত্যৈ।
তনবানি নবানি সূনৃতানি প্রমদায় প্রতিভাজুষাং তু পুংসাম্‌ ॥

সমাপ্তি যথা,—

যৎপ্রসাদমনাসাদ্য শাস্ত্রীয়জ্ঞানবানপি। নাপবৃজ্যেত তামেব দেবতাং সেবতাং মনঃ ॥
ভাষাপ্রসাদিনীমেনাং পথতথ্যোপদেশিনীং। সন্তো যন্মানয়িষ্যন্তি তন্মাত্রং মন্মনোমুদে ॥
ভ্রমভ্রংশাদক্ষপাদমক্ষপাদকুলাদ্রিজং। পক্ষপাতমুপাশ্রিত্য নাবেক্ষন্তাং কুচক্ষুষঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাবাগীশপ্রকাশিতা ভাষাপ্রসাদিনী।

পুথিটি বোধ হয় গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি—স্থানে স্থানে সংশোধনাদি দৃষ্ট হয়। একটি পঙ্‌ক্তি (২৪।২ পত্রে "তদুপপত্তিস্তু ন্যায়বাচস্পতিবিরচিতাচ্ছদপরিচ্ছেদাদূহ্যা") গ্রন্থকারের কাশীবাস ও খ্রী. ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে অবস্থিতি সূচিত করে।

৯। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী বাঙ্গলার বাহিরে সুপ্রাপ্য। (১) **তত্ত্বদীপিকা**—মূল চিন্তামণির টীকা, অনুমানখণ্ডের পূর্ব্বভাগের পুথি মাদ্রাজে আছে (D. 3999--১১৬ পত্র)। (২) **নিরুক্তিপ্রকাশ**—তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার তিন খণ্ডের বহু পুথি কাশীর সরস্বতীভবনে এবং অন্যত্র আছে। প্রত্যক্ষ-খণ্ডের আরম্ভশ্লোকে গুরু 'তর্কবাগীশ্বরে'র বন্দনা দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ তিনি হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন। তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বর্ণিত হইয়াছে :—(সরস্বতীভবনের ৩৩৪ সং পুথি)

প্রত্যক্ষতত্ত্বদালোকাত্তদীয়টিপ্পনাদপি।
অর্থাঃ সংগৃহ্য লিখ্যন্তে রঘুদেবেন যুক্তিভিঃ ॥

মণি, মণ্যালোক ও আলোকের কোন টিপ্পনীর উপর ইহা রচিত—শিরোমণির উপর নহে। অনুমান-খণ্ডের আরম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে আছে :—

অযত্নতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীনাং গূঢ়ার্থতত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
সংক্ষেপতঃ শ্রীরঘুদেবশর্ম্মা নবীননির্ম্মাণমিদং তনোতি ॥ (D. 4000)

'নবীননির্ম্মাণ' গ্রন্থনাম নহে, ইহাও নিরুক্তিপ্রকাশেরই অংশ (*Tanjore Cat.*, p. 4792)। (৩) **কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা**—কাশীতে (*S. B. Studies*, V, p. 167) ও কাশ্মীরে (*Jammu Cat.*, p. 148) পুথি আছে। (৪) **দ্রব্যসারসংগ্রহ** : বৈশেষিক দর্শনের উৎকৃষ্ট নিবন্ধ, ইহা দ্রব্যকিরণাবলীর টীকা নহে—কাশ্মীরে (ঐ, p. 147), এসিয়াটিক সোসাইটীতে (III. A. 9, পত্রসংখ্যা ৯২) ও অন্যত্র পুথি আছে। আরম্ভ যথা,—

যত্তাদাত্ম্যস্ফুটপরিচয়োৎপাদনায়ার্দ্ধদেহং, গৌরী প্রাপ্তা হরিরপি যদীয়ার্দ্ধদেহং জহার।
অত্যুদ্দামাপরিমিতগুণগ্রামমীশং তমাত্মং, বন্দে যস্মাদমলমতিভিঃ প্রাপ্যতে মোক্ষলক্ষ্মীঃ ॥
রঘুদেবকৃতদ্রব্যসারসংগ্রহলোকনৈঃ।
সন্তশ্চরন্তু নিঃশঙ্কং সিদ্ধান্তসিদ্ধবর্ত্মসু ॥

মঙ্গলবিচার হইতে মনোনিরূপণ পর্য্যন্ত দ্রব্যগ্রন্থের সারসঙ্কলন ইহাতে পাওয়া যায়। এসিয়াটিক সোসাইটীর ও বার্লিনের পুথির পুষ্পিকায় (Weber, I, p. 204—লিপিকাল ১৭৫৭ সংবৎ) স্পষ্ট লিখিত আছে—ইতি 'শ্রীযুত-মহামহোপাধ্যায়হরিরামতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যশিষ্য' ইত্যাদি—নবদ্বীপমহিমার এ বিষয়ে সন্দেহ (১ম সং, পৃ. ৮০-১) অমূলক। Hall-বর্ণিত 'কণাদসূত্রব্যাখ্যান' (*Index*, p. 68) বোধ হয় পৃথক্ গ্রন্থ নহে—এই গ্রন্থেরই খণ্ডিতাংশ। (৫-৭) **আখ্যাতবাদটীকা** (*Tanjore Cat*, p. 4787), **নঞ্‌বাদটীকা** (ঐ, p. 4568) ও **পদার্থখণ্ডনব্যাখ্যা** (কাশীতে মুদ্রিত) দুষ্প্রাপ্য নহে। শিরোমণির দীধিতিপঞ্চকের উপর রঘুদেবের টীকা আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে আদিয়ারে একটি পুথি আছে (25-B-4), তাহার পুষ্পিকা এই :—"ইতি শ্রীমহোপাধ্যায়ভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং **নিরুক্তিপ্রকাশিকায়াং** দীধিতিভাববোধিন্যাং ব্যাপ্তিবাদে পূর্ব্বপক্ষরহস্যং সংপূর্ণম্।" ইহা রঘুদেবরচিত বলিয়া মনে হয়। আমাদের নিকট **সিদ্ধান্ততত্ত্ব** নামক মৌলিক নিবন্ধের তিন পত্র আছে (১-২, ৪)—আরম্ভ যথা,—

নন্দাত্মজত্বেন বিভাব্যমানং গোপালবালাঙ্গনরিঙ্গমাণং।
প্রণম্য বালপ্রতিবোধনায় তনোতি তত্ত্বং রঘুদেবধীরঃ ॥

অথ সিদ্ধান্ততত্ত্বং নিরূপ্যতে। অথ সামান্যতঃ পদার্থো দ্বিবিধঃ অভাবো ভাবশ্চ। ইহাও এই রঘুদেবরচিত হইতে পারে। তাঁহার বহু বাদগ্রন্থ (মুক্তিবাদ, সামগ্রীবাদ, অনুমিতিপরামর্শবাদ, নিশ্চয়ত্বনিরুক্তি প্রভৃতি—*I. H. Q.*, xxi, p. 94) বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র সুপ্রচারিত হইয়াছিল। কাশীনিবাসী এই মহাপণ্ডিত নবদ্বীপসমাজের অধ্যাপক ছিলেন না—তাঁহার কুলপরিচয়াদি অজ্ঞাত (নবদ্বীপমহিমার উক্তি এ স্থলে ভ্রমাত্মক, ১ম সং, পৃ. ৮০-৮১ ; ২য় সং, পৃ. ১৮১-২)। যশোবিজয়ের 'অষ্টসহস্রীবিবরণে' রঘুদেবের নাম আছে (*J. A. S. B.*, 1910, p. 468) এবং ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্ণয়পত্রে তিনিও স্বাক্ষর করিয়াছেন (চিত্‌লেভট্টপ্রকরণ, পৃ. ৭৯)। অপর স্বাক্ষরকারী (ঐ, পৃ. ৮০) সুপ্রসিদ্ধ নাগোজী ভট্টের ন্যায়গুরু **রামরাম ভট্টাচার্য্যের** কোন গ্রন্থ নাই এবং পরিচয়াদিও অজ্ঞাত।

রঘুদেবের ছাত্র ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য—'কাব্যবিলাসে' (কাশী-সং পৃ. ১৫) গুরুবিষয়া রতির মনোহর উদাহরণশ্লোক দ্রষ্টব্য। তাঁহার কিম্বা তাঁহার পিতা শতাবধান ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্য নব্যন্যায়মূলক হইলেও তাঁহাদের কোন ন্যায়গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই—পিতা-পুত্র উভয়ে মধ্যভারতে 'লাহায়িরে'র গৌড়-রাজসভায় নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গুপ্তিপাড়া-নিবাসী বাঙ্গালীর গৌরবস্থানীয় এই বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য (*I. H. Q.*, xvi, pp. 1-10; প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৫৫, পৃ. ৬৪-৬৯)।

১০। জগদ্‌গুরু জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন

এই মহাপণ্ডিতের রচনাবিবরণ কাশী হইতে প্রকাশিত 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা'র ভূমিকায় সুপ্রাপ্য। (১) **অনুমানদীধিতির গূঢ়ার্থবিদ্যোতন** তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—কাশীতে, লণ্ডনে (*I. O.*, I, p. 620) এবং অন্যত্র পুথি আছে। (২) **গুণদীধিতিবিবৃতি**: কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে পুথি আছে (Hall : *Index*, p. 67)। (৩) **আখ্যাতবাদব্যাখ্যা**: তাঞ্জোরে পুথি আছে (p. 4786)। (৪) **নঞ্‌বাদব্যাখ্যা**: আরম্ভশ্লোক যথা,— অথ শ্রীজয়রামোঽসৌ ন্যায়পঞ্চাননঃ কৃতী।

নঞর্থবিবৃতেস্তত্ত্বং বিবৃণোতি সমাসতঃ॥ (ন্যায়সিদ্ধান্তমালার ভূমিকা, পৃ. ২৪)

(৫) **কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা**: কাশীতে (৯৪-৬ সং পুথি) ও তাঞ্জোরে (p. 4724-26) পুথি আছে। (৬) **শব্দালোকরহস্য**—আখ্যাতবাদের টীকাশেষে স্বয়মুদ্ধৃত (L. 845)। (৭) **ন্যায়-সিদ্ধান্তমালা**—ন্যায়সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের আলোচনাত্মক মৌলিক গ্রন্থ (সরস্বতীভবন-গ্রন্থমালায় অংশবিশেষ মুদ্রিত, ১৯২৮, পৃ. ১৭৮)। এই বৃহৎ গ্রন্থের প্রমাণলক্ষণাংশ (অমুদ্রিত) ও হেত্বাভাসাংশ (পৃ ৭৩-১১৯) বিস্তীর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আরম্ভশ্লোক, সমাপ্তিশ্লোক ও সুদীর্ঘ প্রমাণপঞ্জী (ভূমিকা, পৃ. ১২-১৬) দ্রষ্টব্য। (৮) **পদার্থমালা**—বৈশেষিকোক্ত সপ্ত পদার্থের স্থাপনা—নানা স্থানে পুথি আছে (*Tanjore Cat.*, pp. 4462-3—আরম্ভশ্লোক ও সমাপ্তি দ্রষ্টব্য)। সোসাইটীর পুথি (III. A. 32, ৮০ পত্র) হইতে ইহার কতিপয় প্রকরণের নাম লিখিত হইল—এবকারবাদ, শক্তিবাদ, সাদৃশ্যবাদ, বৈশিষ্ট্যবিচার, কারণতাবিবেচন ইত্যাদি। (৯-১০) **কারকবাদ** ও **সমাসবাদ**—বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'বাদার্থসংগ্রহে'র দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত (১৯১৪ খ্রী. পৃ. ২৪-৪৭, ৪৮-৬৬)। (১১) **অন্যথা-খ্যাতিবাদ**—তাঞ্জোরে পুথি আছে (p. 4784-5)। (১২) **কাব্যপ্রকাশটীকা**—পুণার একটি খণ্ডিত পুথি (No. 207 of 1882-3, মাত্র ১৯ পত্র) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। আরম্ভ যথা,—

শ্রীজয়রামঃ সুকৃতী নত্বা শম্ভোঃ পদাম্ভোজং।
কাব্যপ্রকাশটীকাং তনুতে বিদ্বদ্বিনোদায়॥

৬।১ পত্রে একটি পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়—"ইতি জয়রামন্যায়পঞ্চাননকৃতা তৃতীয়োল্লাসব্যাখ্যা।" বহু স্থলে 'চক্রবর্ত্তী'র ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে।

জয়রাম কাশীতে কিরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই জন অবাঙ্গালী ছাত্রের লেখা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। 'মঞ্জরী'র টীকারম্ভে 'ব্যাস'বংশীয় জনার্দ্দন তাঁহাকে 'জগদ্‌গুরু' আখ্যা দিয়াছেন ("নত্বা জনার্দ্দনব্যাসো জয়রামং জগদ্‌গুরুম্") এবং শেষে লিখিয়াছেন :—

নরীনর্ত্তি চ জিহ্বাগ্রে যস্য বাগ্‌দেবতা পরা। গুরুং তং পরমং নৌমি জয়রামাভিধং সদা ॥
ন্যায়পঞ্চাননশ্রীমজ্জয়রামমুখাম্বুজাৎ। শ্রুত্বা ন্যায়মশেষং তু কৃতিরেষা ময়া কৃতা ॥

কাশীর তৎকালীন একজন প্রধান পণ্ডিত নানা গ্রন্থকার 'লৌগাক্ষিভাস্কর' জয়রামের ছাত্র এবং তদ্রচিত 'পদার্থমালা'র টীকাকার ছিলেন—পদার্থমালাপ্রকাশের পুথি কাশী, তাঞ্জোর (p. 4464) প্রভৃতি স্থানে আছে। জয়রাম-পদের অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি করিয়া তিনি গুরুস্তুতি করিয়াছেন—"শ্রীমতা সকলশাস্ত্রপারংগমত্বজনিততেজোবিশেষবতা তত্ত্ববাদিনিরাসপ্রসূতজয়ো রমতেঽস্মিন্নিত্যন্বর্থজয়রামসংজ্ঞাবতা…" (কাশীর পুথি, ৪।২ পত্র)।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্ণয়পত্রে জয়রামের স্বাক্ষর আছে—তজ্জন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, তাঁহার গুরু রামভদ্র সার্ব্বভৌম না হইয়া রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ হইবেন (*S. B. Studies*, V, p. 149 50, ন্যায়সিদ্ধান্তমালার ভূমিকা, পৃ. ১৭)। ইহা নিতান্তই অমূলক। জয়রাম বহু স্থলে গুরুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—অসিদ্ধিপ্রকরণে তাঁহার গুরুকৃত দীধিতির অভিনব পাঠকল্পনা (পৃ. ৯৮ দ্রষ্টব্য) রামভদ্র সার্ব্বভৌম ভিন্ন অপর কোন রামভদ্র করেন নাই—জগদীশের পৌত্র রামভদ্র ত নিশ্চিতই না। ন্যায়সিদ্ধান্তমালায় (পৃ. ৬২—*I. H. Q.*, XXI, p. 97) 'গুরবস্তু' বলিয়া যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমরা রামভদ্র সার্ব্বভৌমকৃত 'ন্যায়রহস্যে' পাইয়াছি (কাশীর পুথি, ২৬-২৭ পত্র।)

১১। রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ

কাশীর সরস্বতীভবনে এই অজ্ঞাত পণ্ডিতকৃত প্রত্যক্ষদীধিতিবিবেচনের পুথি আমরা দেখিয়াছি (৪৫২ সং, ৪৮ পত্র)। আরম্ভ যথা,— শ্রীসিদ্ধেশ্বর্য্যৈ নমঃ।

শ্রীরামচন্দ্রশর্ম্মা প্রণম্য রামাভিধং জ্যোতিঃ।
শিষ্যাণামুপকৃতয়ে মণিদীধিতিমাদিমাং বিবেচয়তি ॥

পুষ্পিকা যথা, "ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীরামচন্দ্রসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতং প্রত্যক্ষমণিদীধিতিবিবেচনং সমাপ্তম্। সংবৎ ১৭৪৬ বৈশাখ শুদ্ধপ্রতিপদি লিখিতমদঃ পুস্তকং মহাদেবেন ॥" লিপিকার কাশীর সুপ্রসিদ্ধ মহাদেব পুন্‌তমকার বটেন। কাশীতেই ইহার অপর এক খণ্ডিত অনুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল (*S. B. Studies*, V, pp. 160-61) এবং অন্য একটি (১-৭, ১৫-৪৮ পত্র) বার্লিনে আছে (Weber : *Berlin Cat.*, I, 1853, p. 198—পাঠান্তর 'বিজ্ঞানামুপকৃতয়ে')। এই রামচন্দ্র সম্ভবতঃ কাশীবাসীই ছিলেন। গৌতমসূত্রের 'মিতভাষিণী'-কার ভট্টাচার্য্য মহাদেবও (*S B. Studies*, V, pp. 159-60) কাশীবাসী কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত হইবেন, উভয়েই ১৭শ শতাব্দীর লোক, পরবর্ত্তী নহেন।

১২। ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর বাঙ্গালী টীকাকার

জানকীনাথের সংক্ষিপ্ত মঞ্জরীগ্রন্থ বঙ্গদেশে কোন কালেই প্রচারিত হয় নাই—নব্যন্যায়ে বাঙ্গালীর সংক্ষেপরুচি শেষ পর্য্যন্ত জন্মে নাই। বাঙ্গলার বাহিরে এই গ্রন্থের বহু টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে দুইটি বাঙ্গালীরচিত। নরসিংহ পঞ্চানন বেদলক্ষণদীধিতির টীকা করিয়াছিলেন (পৃ. ৮৩)

—তৎকৃত 'মঞ্জরীভূষা' উৎকৃষ্ট টীকা এবং বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। লণ্ডনের পুথির (No. 1976) লিপিকাল "সম্বৎ ১৭৩০ জ্যৈষ্ঠ বদি ৪ শুক্রে" (= ১৬৭৩ খ্রীঃ)। আমরা পুণার পুথি (No. 185 of 1883-4—১২২ পত্র, মধ্যে অনেক পত্র পাই) পরীক্ষা করিয়াছি। আরম্ভ যথা,—

নত্বা গুরুপদদ্বন্দ্বং চিন্তয়িত্বা সিতং মহঃ। সিদ্ধান্তমঞ্জরীভূষাং করোমি শিশুকর্ণয়োঃ॥

শ্রীমচ্ছ্রীযুতগৌড়মণ্ডলমহীবিখ্যাতসৎকীর্ত্তিতা-

তর্কালংকৃতিনঃ পরং সুকৃতিনো গোবিন্দনামাভিধাঃ।

তৎসূনুর্নরসিংহ এষ সুকৃতী ভাবং তু পঞ্চাননো

বালানাং হিতকাঙ্ক্ষয়া স্ফুটয়তি ব্রাগ্‌ ন্যায়সিদ্ধান্তিতে॥

সিদ্ধান্তমঞ্জরীতর্কমধুরঙ্কমধুব্রতান্। মার্গগান্ কর্ত্তুমামোদবাতভাবো বিরচ্যতে॥

গ্রন্থশেষে 'নৃসিংহপঞ্চানন' পাঠ দৃষ্ট হয়। বহু স্থলে দীধিতিকারের বিশিষ্ট মত আলোচিত হইয়াছে (১।১, ২৬।২, ৩৯।১, ৪৯।১, ৬২।২, ৮৩।১ পত্রে) এবং 'শব্দনির্ণয়ে বাচস্পতিমিশ্রাঃ' (৬৭।১) একটি দুর্লভ নির্দ্দেশ। পিতা-পুত্র বাঙ্গলার কোন্ বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী ভূষিত করিয়াছিলেন, গবেষণার বিষয়। কৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ-রচিত 'ভাবদীপিকা' ক্ষুদ্র গ্রন্থ (L. 1408)—কাশীর পুথি (২২৯ সং, ৩৮ পত্রে সম্পূর্ণ) হইতে আরম্ভ উদ্ধৃত হইল :—

শৈবালবত্যা রুচিরে তটিন্যান্তীরে ভবাস্বাদরলেশশূন্যা।

ইন্দ্রাদিমান্যা ভুবনেষনন্যা মাং পাতু ধন্যা গিরিরাজকন্যা॥

প্রণম্য শিবয়োঃ পাদৌ শ্রীমতা কৃষ্ণশর্ম্মণা। সিদ্ধান্তমঞ্জরীব্যাখ্যা ক্রিয়তে ভাবদীপিকা॥

প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদের শেষে পুষ্পিকা—"ইতি শ্রীগোবিন্দন্যায়ালঙ্কারভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীকৃষ্ণন্যায়বাগীশ…" (১৯।২)। অনুমানখণ্ডের এক স্থলে আছে,—"এতদ্বিবরণং তু বালানামনুপযুক্তত্বাদ্‌গ্রন্থগৌরবভয়াচ্চ বিশিষ্য ন কৃতমনুমানখণ্ডে শিরোমণৌ সুধীভির্দ্রষ্টব্যমিতি" (২৩।২)। এই টীকা "শক্রশল্যতনূজস্য ভাবসিংহমহীপতেঃ" আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল (*S. B. Studies.*, V, p. 161)।

১৩। ইংরাজরাজত্বে ন্যায়ের অধ্যাপক

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর তারিখে কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তৎকালে হুগলীর অন্তর্গত 'ইলছোবা'র ভট্টাচার্য্যবংশীয় (রাঢ়ীয়, কাঁটাদিয়া বন্দ্য) বাঁশবাড়িয়া বিদ্যাসমাজের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক **রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন** কাশীবাসী হইয়াছিলেন —৮২ বৎসর বয়সে তিনিই ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ২২ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ১৮১৩ সনের এপ্রিল মাসে মাসিক ৫০৲ টাকা পেনসন ও একটি পরওয়ানা পাইয়া তিনি ১০৩ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন—তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অটুট ছিল ('bore a high character for learning and attention to his duties')। সারা জীবন সুস্থ থাকিয়া ১০৫ বৎসর বয়সে এক দিন প্রাতে তিনি প্রথম ক্ষুধামান্দ্য অনুভব করেন এবং 'বৈদ্যপ্রায়শ্চিত্ত'-স্বরূপ কিঞ্চিৎ ঔষধ সেবন করিয়া ঐ দিনই দেহত্যাগ করেন। ইলছোবায় এবং কাশীর মদনপুরায় তাঁহার

পাকাবাড়ী এখন ধ্বংসাবশিষ্ট—কেবল ইলছোবায় এবং বাঁশবাড়িয়ার চৌবাটীতে তৎস্থাপিত শিবমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান। তাঁহার পুত্র রামনিধি ন্যায়বাচস্পতির অধস্তন বংশধারা নানা স্থানে আছে।

রামপ্রসাদের পর ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন **চন্দ্রনারায়ণ** (পৃ. ২৪৫-৪৮) এবং তৎপর চন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র **কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার** (সরকারী রিপোর্টে ভুল করিয়া লিখিত হইয়াছে 'কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি')। কৃষ্ণচরণ ততটা প্রসিদ্ধ ছিলেন না—১৮৪৬ সনের জানুয়ারিতে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎস্থলে চন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ছাত্র **রাধাকান্ত (তর্ক)শিরোমণি** ("considered to be one of the most learned in the Nyaya Shaster now living"—*Gen. Report*, N. W. P. 1946-47, p. 40) নিযুক্ত হন। কিন্তু দেশ হইতে আসার সম্বৎসরমধ্যে ১৮৪৭ সনের জানুয়ারিতে তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি হয় এবং তৎস্থলে (কৃষ্ণচরণের জামাতা) **কালীপ্রসাদ শিরোমণি** ক্রমে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন (ঐ, 1847-48, p. 24)। ১৮৮০ সনে কালীপ্রসাদের মৃত্যুর পর সহকারী অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ **কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি** (৫।১০।১২৩৭—৩।১২।১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ধাত্রীগ্রামের মুখবংশীয়, ১৮৯৬ সনে মহামহোপাধ্যায়) প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯০৭ খ্রী. পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ন্যায়গুরু ছিলেন যথাক্রমে পিতৃব্য জনার্দন তর্কবাগীশ, দেবীপুরের হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, নবদ্বীপের গোলোক ন্যায়রত্ন ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন। নব্যন্যায় ব্যতীত বেদান্ত প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনা-নৈপুণ্য তাঁহাকে কাশীর বিদ্বৎসমাজের শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় করে। তিনি 'ভাষ্যচ্ছায়া' নামে ন্যায়সূত্রের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র **সুরেন্দ্রলাল তর্কতীর্থ** (১২৭৭—২৫।১২।১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পালসিট-ভৈটার গোস্বামিবংশীয়) 'অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃতবিৎ' হইয়া ১৮৯৬ সনে কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি অতীব যোগ্যতার সহিত বিশ্বকর্মার 'ন্যায়প্রদীপ' সহ 'তর্কভাষা' এবং গোস্বামীর 'ন্যায়সূত্রবিবরণ' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৮ এপ্রিল ১৯০৩ সনে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু কাশীতে বাঙ্গালীপ্রভাবের অবসান সূচনা করে। সুরেন্দ্রলালের প্রথম ন্যায়গুরু ছিলেন কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।

আমরা চন্দ্রনারায়ণের দুই জন কাশীবাসী ছাত্রের নাম করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। চৌখাম্বার মিত্রবাবুদের গুরু রাজনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত চন্দ্রনারায়ণের কাশীবাসে প্রবল সহায় ছিলেন—তৎপুত্র **হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কার** চন্দ্রনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। সরস্বতীভবনে তদ্রচিত 'জাগদীশী পত্রিকা' (২৫ পত্র) রক্ষিত আছে। চন্দ্রনারায়ণের অপর ছাত্র গ্রন্থলেখকের বৃদ্ধপ্রপিতামহ **রামশঙ্কর তর্কপঞ্চানন** (বৈশাখ ১২০৫—বৈশাখ ১২৭৪ বঙ্গাব্দ) কাশীর একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন—সোনারপুরায় তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। নেপাল-রাজকুমার 'মুছিলা সাহেব' (অর্থাৎ উপেন্দ্রনারায়ণ বিক্রমসাহ) তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ছাত্র আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মাঘ ১২৩৫—জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪) কাশীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন—শিবকুমার শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, তাতিয়া শাস্ত্রী, দণ্ডী স্বামী রামেশ্বরানন্দ প্রভৃতি কাশীর বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত তাঁহার ছাত্র ছিলেন। আনন্দচন্দ্র একজন 'দলপতি' ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিপক্ষভূত অপর 'দলপতি' কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননও কাশীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন—শিবকুমার শাস্ত্রী তাঁহার নিকটও পড়িয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাস করিয়া অনেকে অধ্যাপনা করিয়াছেন—(হটী বিদ্যালঙ্কারপ্রমুখ) তাঁহাদের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গদেশে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী

নব্যন্যায়ের সৃষ্টি অবধি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল অধ্যাপক চতুষ্পাঠী করিয়া রীতিমত নব্যন্যায়ের চর্চ্চা করিয়াছেন, অথচ যাঁহাদের কোন রচনা ছিল না কিম্বা প্রচার লাভ করে নাই, তাঁহাদের সংখ্যা বহু সহস্র—হয় ত অর্দ্ধ লক্ষ হইবে। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দ্বারা উদ্দীপিত বিদ্যাসমাজ-সমূহের সম্যক্ বিবরণ দেওয়া একান্তভাবে অসম্ভব। ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছিলেন (১৮২২ সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬)—"Almost every town in Bengal contains some Nyayayika schools, though they are most numerous at Nudeeya, Trivenee and Vasvariya. There are in Nudeeya not less than fifty or sixty schools:—" কিন্তু কার্য্যকালে তিনিও নদীয়ার মাত্র ১৭ জন নৈয়ায়িকের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহা যে চরম সূচি নহে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরে, প্রত্যেক গণ্ডগ্রামে চতুষ্পাঠী ছিল—"এরূপ আর্য্যাবর্ত্তের আর কোথাও নাই" (সাধারণী, ১৭।৯।১২৮৯ সংখ্যা)। আমরা 'সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরঙ্গা' ন্যায়ানুসারে আমাদের গবেষণার গোচরীভূত কতিপয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় নৈয়ায়িকের নামপরিচয় বর্ত্তমান অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়া এই অপার সমুদ্র উল্লঙ্ঘনে আমাদের অক্ষমতাই জ্ঞাপন করিতেছি—যাঁহাদের নাম ও সমাজ অনুক্ত রহিল, তাঁহাদের অনেকের পুণ্যস্মৃতি স্থানীয় ইতিহাসে, বংশবৃত্তান্তে ও সামাজিক বিবরণে অংশতঃ বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

এক নবদ্বীপের ন্যায়চতুষ্পাঠীর সংখ্যাই বহু সহস্র ছিল—বহু শত সংখ্যক নৈয়ায়িকের নাম সংগৃহীত এবং কিয়দংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে। একটি প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশের বিবরণ দিগ্দর্শনস্বরূপ প্রদত্ত হইল—ইহা আদ্যন্ত নৈয়ায়িকের বংশ। গয়ঘড়-বন্দ্যবংশীয় দিবাকর মিশ্র প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (মহাবংশ, পৃ. ৫৯)—তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র (কবিচন্দ্রাচার্য্যের পুত্র) কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী 'আনন্দনিবাড়িয়া' গ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসেন। আইন্-ই-আকবরির তালিকাস্থ সর্ব্বশেষ নাম (পৃ. ৬৫ দ্রষ্টব্য) ইঁহারই বলিয়া আমরা অনুমান করি। কাশীনাথের সর্ব্বকনিষ্ঠ পৌত্র (নারায়ণের পুত্র) মহাদেব তর্কবাগীশ—তৎপুত্রত্রয় রামভদ্র সিদ্ধান্ত, (রাম-)গোপাল সার্ব্বভৌম ও প্রাণনাথ পঞ্চানন নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। ১৬৪৮ শকাব্দে (=১৭২৭ খ্রী.) নবদ্বীপে অনুলিখিত এক খণ্ড জাগদীশীর শেষে লেখক 'কৃষ্ণজীবন' অপূর্ব্ব গুরুস্তুতি করিয়াছেন :—

> তেজঃশোষিতপঙ্ক এষ ভুবনোৎপন্নস্য মিত্রং ভৃশং
> জীয়াদ্বাসরকৃৎসমোঽহিততমাঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ সুধীঃ।
> ধর্ম্মেশপ্রিয় উত্তটো নবযুগদ্বীপেষু হর্য্যন্তরো
> বাগীশাদিমতোপি দেবভুবনাদূর্ব্বী হি গুর্ব্বী যতঃ ॥

নো যস্যামরপাদপা অপি সমা বিদ্যাপ্রদাতুর্ধিয়া
শূন্যা বাক্‌পতিনা চ কীৰ্ত্তিরমলা নো গোত্ৰভিৎসেবিনা।
লেভেঽনন্তফণী ন যস্য সদৃশঃ ক্রূরস্বভাবঃ কবি-
র্ন্নো ধত্তে তুলনাং কবীশিতুরহং তং রামভদ্রং ভজে॥
তর্কব্যাকরণাদিশাস্ত্রনিবহব্যাখ্যাং নিশম্যাততাং
লোকান্যাচ্চিরমাবিভাব্য গুরুণা ধর্ত্তা ধরিত্র্যা অহিঃ।
যত্তং স্তৌতি ভৃশং প্রকম্পিতশিরা বুদ্ধা চ তাং হর্ষিতঃ
কাদাচিৎক ইতীব বেপথুরিহ ক্ষৌণীতলে জায়তে॥

রামভদ্র সম্ভবতঃ ঐ সময়ে 'প্রধান' নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি পরে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। গোপাল সার্ব্বভৌমের তিন পুত্র—রামজীবন ন্যায়ালঙ্কার, সদাশিব বাচস্পতি ও রক্ষাকর তর্কসিদ্ধান্ত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভ্রাতৃত্রয়কে দুইটি মৌজা দান করেন (নদীয়ার ৫০০১ নং তায়দাদ, দানপত্রের তারিখ ১৯।১১।১১৬২ সন, ভূমির পরিমাণ ৫৭৮॥২)। রামজীবনের পুত্র পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ, সদাশিবের পুত্র রামশঙ্কর ন্যায়বাগীশ এবং রক্ষাকরের পুত্র চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার। এই ধারার শেষ পণ্ডিত ছিলেন প্রভাকর তর্করত্ন। প্রাণনাথের পুত্র রামদুলাল বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র রামকুমার ন্যায়ভূষণ এবং রামকুমারের তৃতীয় পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন (১২২০—১২।১২।১২৯১ সন)। তিনি গোলোক ন্যায়রত্নের প্রিয় ছাত্র ও নৈয়ায়িক ছিলেন—১৮৬৪ সনে তাঁহার টোলে যশোহরনিবাসী দুই জন ন্যায়পাঠার্থী ছিল (কাউয়েল, পৃ. ৯২)। তাঁহার দুইটি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল—'সৎকাব্যকল্পদ্রুম' (L. I163-4) ও 'সংশয়তমোহর'। তিনিই রমাবাইকে নৈয়ায়িকসঙ্গত সমস্যা পূরণ করিতে দিয়াছিলেন—"ভূতৈঃ সৎপ্রতিপক্ষতাং প্রবিদধন্মা ধাব রে পদ্মিনীম্।" আমরা বিগত শতাব্দীর অপর তিন জন মাত্র নৈয়ায়িকের নাম করিয়াই নবদ্বীপের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব—প্রত্যেকেরই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। **রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের** (অর্থাৎ বুনো রামনাথের) নাম ওয়ার্ড উল্লেখ করেন নাই—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা 'চরিতচতুষ্টয়ে' (পৃ. ১-৩৪) দ্রষ্টব্য। তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন না—আমরা যত দূর অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছি, তিনি ধাত্রীগ্রামের গুরুভট্টাচার্য্যবংশীয় অভয়রাম তর্কভূষণের পুত্র ছিলেন এবং নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিয়া নিঃসন্তান পরলোকগত হন। রাজা নবকৃষ্ণের সভায় তৎকর্তৃক দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয় প্রসিদ্ধ ঘটনা—বিচারের বিষয় ছিল নব্যন্যায়, বেদান্ত নহে (সুরধুনী কাব্যের উক্তি এ স্থলে অমূলক)। তাঁহার বিষয়নিঃস্পৃহতা শাস্ত্রব্যবসায়ীর আদর্শ লোকসমাজে উদ্বুদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। **অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার** (ওয়ার্ড-লিখিত চতুর্থ নাম, ছাত্রসংখ্যা ২০) সে কালের অতি বিখ্যাত 'দেবাংশ' পণ্ডিত—মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে ১১।১।১২২৯ সনে ৬ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া নিঃসন্তান মারা যান (প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৫-৬ তাঁহার বিস্ময়কর জীবনকথা দ্রষ্টব্য)। তিনি পাশ্চাত্য বৈদিক-বংশীয় ছিলেন এবং ভট্টপল্লীতে (বোধ হয়, বিবাহ করিয়া) বাড়ী করিয়াছিলেন। **প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন** 'পাকাটোলে'র বিখ্যাত অধ্যাপক—পাকাটোলের উৎপত্তি কৌতুকজনক (কাউয়েল, পৃ. ৮৯-৯০, নবদ্বীপমহিমা, ২য় সং, পৃ. ৩২৯ দ্রষ্টব্য)। এই টোলেই বিদেশী ছাত্রের সমাগম সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ছিল।

১৮৬৪ সনে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮— তন্মধ্যে ৬ জন মিথিলার, ৫ জন দিল্লী-লাহোরের, ২ জন পুরীর এবং একজন মাদ্রাজী (কাউয়েল, পৃ. ৯১)। প্রসন্ন তর্করত্ন রাজপুরোহিত-বংশীয় এবং গোলোক ন্যায়রত্নের ছাত্র ছিলেন। রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননপ্রমুখ পরবর্ত্তী অধ্যাপকদের কথা নবদ্বীপমহিমা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য (২য় সং, পৃ. ৩৩৩-৪৪)। নবদ্বীপেতর সমাজের নাম বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত হইল।

অম্বিকা-কালনা: বর্দ্ধমানাধিপতির পোষকতায় যে সকল বিদ্যাস্থান বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, তন্মধ্যে ইহা শীর্ষস্থানীয় এবং নানা স্থানের বহু অধ্যাপকের সমাগমে ইহা এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রখ্যাত হইয়াছিল। শ্রীরাম ন্যায়বাগীশপ্রমুখ অনেক নৈয়ায়িক ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। শেষ নৈয়ায়িক ছিলেন গুপ্তিপাড়ার গঙ্গাধরের ছাত্র দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন। রাজা রাজবল্লভ অম্বিকার অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৬)।

আন্দুল (ওয়ার্ড, ১৮২২ ইং সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৬—১০-১২টি ন্যায়ের টোল) খ্রী. ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'দক্ষিণ-নবদ্বীপ' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। স্থানীয় জমিদার বসুমল্লিক ও রাজা রামলোচন রায়গোষ্ঠীর পোষকতায় এই বিদ্যাস্থানে বহুতর পণ্ডিতের অভ্যুদয় হয়। নপাড়ী বন্দ্যবংশীয়, 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' ও (১৬০৯ শকে রচিত) 'আগমতত্ত্ববিলাসে'র রচয়িতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ ও তদীয় এক জ্ঞাতি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কারের বংশে যে সকল মহাপণ্ডিত আন্দুলে জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিশালী ছিলেন রঘুনাথের এক প্রপৌত্র ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর (রঘুনাথ—রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, ১৬৪৭ শকে 'আগমচন্দ্রিকা' রচনা করেন—রূপরাম ন্যায়বাগীশ—ভৈরবী)। তিনি ১২০৯ সনে জীবিত ছিলেন না—ভূরসুট পরগণায় তাঁহার একটি দেবত্র ছিল (হুগলীর ৩৭৪০৮ নং তায়দাদ)। তাঁহারই পৌত্র (গোপীমোহন বিদ্যাভূষণের পুত্র) রামনারায়ণ তর্করত্ন আন্দুল বিদ্যালয় স্থাপনে একজন উদ্যোক্তা ছিলেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৬৯-৭১)। রঘুনাথের পৌত্র (মুকুন্দ সিদ্ধান্তের পুত্র) রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বরের পৌত্র কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও রামকৃষ্ণের অপর পৌত্র (ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌমের পুত্র) সাতুরাম তর্কভূষণের নাম ঐ স্থলে কীর্তিত হইয়াছে। এই দুইটি গোষ্ঠীতে ৪।৫ পুরুষে শতাবধি পণ্ডিতের উদ্ভব হয়—১৮৩৮ সনে ১২ জনের নাম উক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য (পৃ. ৭১)।

উত্তরপাড়া: ঘোষাল পশোর সন্তান বালীগ্রামে পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার একটি শাখা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরপাড়ায় বাস করে। রামশরণ রায় চৌধুরীর দান পাইয়া যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র দয়ারাম সিদ্ধান্ত উত্তরপাড়া আসেন—দানপত্রের তারিখ ৫ মাঘ ১১২৩ সন (হুগলীর ৬২১৭৩ নং তায়দাদ)। দুর্গারামের পৌত্র (দয়ারাম স্মার্ত্তবাগীশের পুত্র) কৃষ্ণকান্ত ন্যায়পঞ্চানন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন এবং কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র রামলোচন তর্কভূষণ ও (শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র) রামতনু ন্যায়ভূষণও ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যদ্বারা উত্তরপাড়ার খ্যাতি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। দুর্গারামের অপর পৌত্র (রাঘব চক্রবর্ত্তীর পুত্র) স্মার্ত্ত রামকান্ত তর্কবাগীশের পুত্রই (সুপ্রসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ) নৈয়ায়িক-শিরোমণি তারাচরণ তর্কসিদ্ধান্ত। তারাচরণের পুত্র (অর্থাৎ জয়কৃষ্ণের মাতুল) জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গলার একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। আমরা প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি, তিনিও ন্যায়শাস্ত্রে 'পত্রিকা' রচনা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন ও

কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। প্রায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার 'বঙ্গদেশীয়' ছাত্র উমাকান্ত তর্কালঙ্কার সুখ্যাতির সহিত উত্তরপাড়ায় অধ্যাপনা করিয়াছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ (ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়রচিত 'বংশাবলীগ্রন্থ,' পৃ. ৫৫)। বিদ্যাসমাজরূপে পূর্ব্বে উত্তরপাড়ার পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না—উহা বালীরই একটি পাড়ারূপে পরিগণিত হইত। জয়শঙ্করের সময় বালীর সুপ্রাচীন বিদ্যাসমাজের প্রতিপত্তি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়া, উত্তরপাড়ার নামই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

উলা : (বা বীরনগর)—নদীয়া জিলার একটি বিখ্যাত এবং সুপ্রাচীন বিদ্যাসমাজ। ইহা শান্তিপুরের সন্নিহিত এবং প্রতিপক্ষভূত। ১২৬৩ সনের মরকে এই সুবৃহৎ গণ্ডগ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসমাজের প্রাচীন কথা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। ন্যায়দাদ, কুলপঞ্জী প্রভৃতি নানা উপকরণ হইতে আমরা উলার শতাধিক পণ্ডিতের নাম সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নৈয়ায়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন নামে উলার একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন—নদীয়াকাহিনী গ্রন্থে তাঁহার বিস্ময়কর কথা দ্রষ্টব্য (২য় সং, পৃ. ৩২৬)।

কলিকাতা : ইংরাজ-শাসনের আরম্ভে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টে প্রথম বেতনভুক্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তদবধি শাস্ত্রচর্চ্চার অত্যন্ত বিরোধী অপণ্ডিতের স্থান হইলেও জনকোলাহলময় এই রাজধানী ক্রমশঃ একটি বিদ্যাসমাজে পরিণত হইয়াছে। ওয়ার্ড সাহেবের তালিকায় কলিকাতায় ২৮ জন পণ্ডিতের নাম আছে, ছাত্রসংখ্যা মোট ১৭৩ (অর্থাৎ গড়ে প্রতি টোলে মাত্র ৬ জন ছাত্র ছিল)—ইহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কোন নৈয়ায়িকের নাম নাই। নব্যন্যায়ের ছাত্র বিশেষ কারণ ব্যতীত বিগত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় আকৃষ্ট হয় নাই। হরনাথ ন্যায়রত্ন নামক একজন নৈয়ায়িক ("Professor of Nyaya in a Chowbaree") কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত 'পাঠশালা'য় মাসিক ১৬৲ বেতনে ১৮।১।১৮৪০ সনে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৮৪০-৪২ সনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। সন্নিহিত পণ্ডিতের স্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়া রীতিমত চতুষ্পাঠী করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন নারীটের ভট্টাচার্য্যবংশীয় ঠাকুরদাস চূড়ামণি—তাঁহার হাতীবাগানের টোলে সর্ব্বশাস্ত্র' পড়ান হইত এবং ছাত্রসংখ্যা এক সময়ে প্রায় ৫০ হইয়াছিল। ১২৯৪ সনের কার্ত্তিক মাসে ৯৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি হয় (২৯।৭।১২৯৪ সংখ্যা নববিভাকর-সাধারণী দ্রষ্টব্য)—তৎকালে হিন্দুরঞ্জিকায় লিখিত হয় (৮।৮।১২৯৪ সংখ্যা), 'ইঁহার তুল্য পণ্ডিত বাংলায় আর নাই'। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বনামধন্য মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার টোলেই প্রথম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কাঁচরাপাড়ানিবাসী নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ নিমাইচন্দ্র শিরোমণি প্রথমতঃ একনিষ্ঠ নব্যন্যায়ের ছাত্র লইয়াই ন্যায়শ্রেণীর অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে রামধন বিদ্যাবাগীশ, মহেশ্বর চূড়ামণি ও প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের নাম উল্লেখযোগ্য। পুঁড়ার বিখ্যাত ভট্টাচার্য্যবংশীয় প্রাণকৃষ্ণ, টাকীর কালীনাথ মুন্সীর আশ্রয়ে খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমাইচন্দ্র 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' সম্পাদন করেন—তদবধি নব্যন্যায়ের চর্চ্চা সংস্কৃত কলেজ হইতে উঠিয়া যায়। কেবল জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের (১৮০৬—৭২ খ্রী.) অধ্যাপনা-

কালে ১৮৪৭ সনে দীধিতি সহ অনুমানখণ্ড প্রথম পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং গ্রন্থদ্বয় মুদ্রিতও হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবানুসারে ১৮৫১ সন হইতে তাহা পরিত্যক্ত হয়। সংস্কৃত পরীক্ষার সৃষ্টি হইলে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা ক্রমশঃ সংস্কৃত কলেজেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৫০-২৬।১১।১৩৪৩) ১৮৮১ হইতে ১৯১১ খ্রী. পর্য্যন্ত ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কোন প্রতিভাশালী ছাত্র সংস্কৃত কলেজে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে নাই। জয়নারায়ণের অপূর্ব্ব প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক তাঁহার গৃহে পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন—নবদ্বীপের অধ্যাপক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, ভাটপাড়ার রাখালদাস ন্যায়রত্ন ও কলিকাতার মহেশ ন্যায়রত্ন। নব্যন্যায়ের চরম পরিণতি হইতে প্রাচীন ন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ প্রধানতঃ জয়নারায়ণ দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—তাঁহার রচিত 'কণাদসূত্রবিবৃতি' এবং সম্পাদিত 'ন্যায়ভাষ্য' বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চ্চায় যুগান্তর আনয়ন করিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। কামাখ্যানাথও বিরাট্‌ 'মূল মাথুরী' গ্রন্থ ও গাদাধরীর কিয়দংশ সম্পাদন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন এবং প্রথম যৌবনেই স্বগৃহে প্রতিভাশালী নব্যন্যায়ের ছাত্র পড়াইয়া খ্যাতিমান্‌ হইয়াছিলেন। ১৮৮২ সনে তাঁহার ছাত্র প্রসন্নকুমার তর্কনিধি ও হৃদয়নাথ তর্ককণ্ঠ তর্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কাউগাছির শঙ্কর বাচস্পতি খ্রী. ১৮শ শতাব্দীতে একজন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার পুণ্যস্মৃতি অদ্যাপি পণ্ডিতসমাজে বিলুপ্ত হয় নাই। বঙ্গভূষণ চট্টবংশীয় তপনের পুত্র বাঙ্গাল মেলের বিখ্যাত কুলীন শ্রীগর্ভাচার্য্যশিরোমণির (মহাবংশ, পৃ. ১০৩) কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিদাসের (ঐ, পৃ. ১০৪) অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ঘনশ্যাম (হরিদাস—গৌরীদাস—মহেশ—মধুসূদন—ঘনশ্যাম)। ঘনশ্যামের ছয় পুত্র—রামশরণ পঞ্চানন (নিঃসন্তান), রামরাম তর্কালঙ্কার, রামকিশোর তর্কবাগীশ, রামচরণ ন্যায়বাগীশ (নিঃসন্তান), রামশঙ্কর বাচস্পতি ও রামপ্রসাদ। রামরামের পুত্র হরিরাম বিদ্যাবাগীশ ও জগন্নাথ বিদ্যালঙ্কার—হরিরামের পুত্র রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার (১২০২ সনে জীবিত)। এই নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িক-বংশে শঙ্করই ছিলেন দিক্‌পালসদৃশ। তিনি বংশবাটীর রাজা গোবিন্দদেবের (নদীয়ার ৩৩০১৮ নং তায়দাদ —"সনন্দ মিরজাফরি হেঙ্গামায় খোয়া গিয়াছে"), বর্দ্ধমানরাজ তিলকচাঁদের (৩৩০২১ নং তায়দাদ) এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (২০৩৩৮ নং তায়দাদ, ১১৬৮ সনের দান) দানভাজন ছিলেন—১২০২ সনে দখলকার ছিলেন তাঁহার দুই পুত্র—কৃষ্ণচরণ সার্ব্বভৌম ও ভবানীচরণ তর্কপঞ্চানন এবং এক পৌত্র (রামসুন্দরের পুত্র) তারাচন্দ্র ন্যায়ভূষণ। কাউগাছির শেষ পণ্ডিত তারাচন্দ্রের পুত্র পতিতপাবন ন্যায়রত্ন প্রায় ১২৯৭ সনে অন্যূন ৯০ বৎসর বয়সে স্বর্গী হইয়াছেন। শঙ্করের এক প্রধান ছাত্র ছিলেন ভাটপাড়ার জনার্দ্দন বিদ্যাবাচস্পতি (বাশিষ্ঠবংশপরিচয়, পৃ. ৫৩—'তর্কবাগীশ' উপাধি ভ্রমাত্মক)। শঙ্কর ত্রিবেণীর জগন্নাথের সমবয়স্ক ও শঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতির বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

কামালপুর—চাকদা স্টেশনের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এই গণ্ডগ্রাম অধুনা জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা 'ভট্টাচার্য্য-কামালপুর' নামে বিখ্যাত থাকিয়া বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চার সুবর্ণযুগের এক বিস্ময়কর স্মৃতি অদ্যাপি বহন করিতেছে। প্রধানতঃ দুইটি বংশ এই গ্রামে অধিষ্ঠিত ছিল। গাঙ্গুলী-বংশে তেকড়ির সন্তান বাণপুত্র চতুর্ভুজ কুলীন ছিলেন (মহাবংশ, পৃ. ১০২)। চতুর্ভুজের পৌত্র (চন্দ্রশেখরের এক পুত্র) 'দুবাই' কুলভঙ্গ করিয়া 'দুর্গায়ি' (বা দুগই) নামে পরিচিত হন। তৎসম্বন্ধে

কারিকা আছে, "হুবাইর কি কহি কুলের দুর্গতি। জার কন্যা বিয়া করে ফরফরছাতি॥"—(পরিষদের ২১০২ সং পুথির ৫৭০।১ পত্র)। হুবাইর ছয় পুত্রের অধস্তন বংশধারায় ৫।৬ পুরুষের মধ্যে এত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই, ইহা জোর করিয়াই বলা চলে। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামভদ্র চক্রবর্ত্তী কামালপুরনিবাসী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—গোপীবল্লভ ন্যায়বাগীশ ও হরিবল্লভ চক্রবর্ত্তী। গোপীবল্লভের ৪ পুত্র—মধুসূদন পঞ্চানন, মুকুন্দ ন্যায়ালঙ্কার, সিদ্ধেশ্বর সার্ব্বভৌম ও রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। মধুসূদন নদীয়ার রাজা রাঘব রায়ের দানভাজন ছিলেন (নদীয়ার ৪৪৪৩ নং তায়দাদ) অর্থাৎ তিনি গদাধরের সমকালীন ছিলেন। মধুসূদনের দুই পুত্র - বাসুদেব বিদ্যালঙ্কার (রাজা রঘুরাম ১০।১১।১১২৪ সনে ভূমি দান করেন—১২০২ সনে দখলকার ছিলেন পৌত্র অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র রামেশ্বর ন্যায়ভূষণ) ও রঘুদেব বাচস্পতি (রাজা রঘুরাম ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন, ১৯৭৮১ ও ৪৪৪৪-৫ নং তায়দাদ)। রঘুদেবের সুপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ছিল ত্রিবেণীতে এবং তাঁহারই ছাত্র স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। কৃষ্ণচন্দ্র ১১৫২ সাল হইতে তাঁহাকে নগদ ৫১৲ বৃত্তি দিতেন এবং চাকলা শ্রীনগরের একটি গ্রাম 'বাগডোব' (ভূমির পরিমাণ ৮১০⁄) উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন (২১৭৩১ নং তায়দাদ)। তাঁহার পুত্র হরিদেব বিদ্যাবাগীশ ১২০২ সনে ৮৪ বৎসর বয়সে জীবিত ছিলেন—তাঁহার পুত্র চন্দ্রশেখর (বা চাঁদ) ন্যায়পঞ্চাননের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র একটি বালক এই ধারার শেষ ক্ষীণ প্রতিনিধি কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে। কুলপঞ্জী ও তায়দাদ হইতে লুপ্তোদ্ধৃত এই বিবরণ পাঠ করিয়া বালকটির চিত্তে কিছু মাত্র কৌতূহল জাগিবে কি না সন্দেহ।

এই ভট্টাচার্য্যবংশের দুইটি বৈশিষ্ট্যই কালে মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁদের গুরুতা ও যাজকতা কোন কালেই বিদ্যমান ছিল না—ইহাঁদের একমাত্র বৃত্তি ছিল শাস্ত্রব্যবসায় এবং তাহাও একনিষ্ঠ নব্যন্যায়ের চর্চ্চা মাত্র। কালরূপী ইংরাজশাসন অভিনব ব্যবস্থার সৃষ্টি করিলে শিষ্য-যজমান-বিহীন প্রতিভাবিলাসীর বহু শত বৎসরের প্রভাব স্বপ্নের মত বিলীন হইয়া গেল। একনিষ্ঠ শাস্ত্রব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইংরাজশাসনের ফল কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভট্টাচার্য্য-কামালপুর ও তাহার প্রধান চতুষ্পাঠীস্থান গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুমারহট্টের ফেরুরবমুখরিত অরণ্য এক বার প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। গঙ্গার উভয়তীরবর্ত্তী বহু বিদ্যাসমাজ এই বংশদ্বারা উদ্দীপিত হইয়াছিল—কুমারহট্ট, গরিফা, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, শিবপুর, কেওটা প্রভৃতি। সিদ্ধেশ্বর সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত—তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র তর্কালঙ্কার ত্রিবেণীতে টোল করিয়াছিলেন ('ত্রিবেণ্যাং রঘুরাঘবৌ')। তাঁহার পাঁচ পুত্রের প্রত্যেকেই দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িক ছিলেন—রাজবল্লভ ন্যায়বাচস্পতি, কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি, লোকনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, জগন্নাথ ন্যায়পঞ্চানন ও বলরাম তর্কভূষণ। কামদেব, বলরাম ও লোকনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবরাম তর্কপঞ্চানন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের নব রত্নের তিন রত্ন (পৃ. ২২৬ দ্রষ্টব্য)। বলরামের নাম অদ্যাপি পণ্ডিতসমাজে সম্যক্ প্রচারিত আছে। রাজবল্লভের বৃহৎসভায় বলরাম নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ ৮৭)। রাখালদাস ন্যায়রত্নের মতানুসারে ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িকগণ বলরামের ছাত্রসম্প্রদায় (বিজয়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৬৩৯)—বলরাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেবের ছাত্র ছিলেন এবং সমগ্র বাঙ্গলা দেশে একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। "শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্করঃ" শ্লোকার্দ্ধে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। নবকৃষ্ণ যে সকল

মহাপণ্ডিতের সপ্তাহব্যাপী বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া এক দিনেই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বলরাম একজন অগ্রণী (সম্বাদভাস্কর, ২৩ মে, ১৮৫৪ সংখ্যা)। তাঁহারই একটি বিদ্রূপোক্তি শুনিয়া রামপ্রসাদ গান বাঁধিয়াছিলেন :—

রসনে কালীনাম রট রে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জট রে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘট পট রে॥ ইত্যাদি

একা লোকনাথ ব্যতীত সকল ভ্রাতাই ১২০২ সনের পূর্ব্বে স্বর্গত হইয়াছিলেন। বলরামের ধারা এখন দৌহিত্রগত হইয়াছে। শিশুরাম ডাকাতের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বর সার্ব্বভৌমের এক পৌত্র (বিষ্ণুরাম বাচস্পতির পুত্র) নীলকণ্ঠ সিদ্ধান্তপঞ্চানন বংশবাটীর সংলগ্ন শিবপুরে চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন (হুগলীর ২০৮৯৭ নং তায়দাদ, দাতা মুকুন্দরাম, ভূমির পরিমাণ ১৩৫⁄)—তাঁহার বংশধর বিদ্যমান আছে। মুকুন্দ ন্যায়ালঙ্কারের ধারায় দুই বাড়ী বিদ্যমান আছে। অবশিষ্ট প্রায় শতসংখ্যক বাড়ী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মুকুন্দের এক পৌত্র বাণেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন ভাটপাড়ায় টোল করিয়াছিলেন এবং রাধাকান্ত তর্কবাগীশের এক পৌত্র কাশীনাথ ন্যায়পঞ্চানন ব্যাণ্ডেলের সন্নিহিত কেওটায় চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন—ইংরাজ আমলে চতুষ্পাঠী উঠিয়া গিয়া কেওটা ডাকাতের আড্ডা হইয়াছিল। আমরা দিগ্‌দর্শনস্বরূপ এই বিখ্যাত নৈয়ায়িকগোষ্ঠীর কয়েকটি নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। দুবাইর ভ্রাতা পুরাইর ধারায় ইছাপুর গ্রামে বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন—সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া এখন যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা হইয়াছে।

কামালপুরের চট্টবংশও শিষ্য-যজমানহীন ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। প্রথমতঃ মহাদেব তর্কবাগীশ ৪০৲ টাকা নগদ বৃত্তি পাইতেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বেশ্বর বাচস্পতি সাবর্ণ-চৌধুরীবংশীয় শ্রীরাম ও রামকৃষ্ণের নিকট "ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এই সুরতে পান" ৪১⁄০ ভূমি, দানপত্রের তারিখ ১ মাঘ ১০৯৪ সন। তৎপর বংশবাটীর রাজা রঘুদেব ও মনোহর ১১০৪ সনে তাঁহাকে বহু ভূমি দান করিয়াছিলেন—"ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নের চৌপাড়ী বাটী, পাট অদ্যাবধি হইতেছে" (পৌত্র রামশরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতির বিবৃতি, হুগলীর ৪২৭২০ নং তায়দাদ)। বিশ্বেশ্বরের ছাত্র ছিলেন রঘুদেব বাচস্পতি, এইরূপ প্রবাদ আমরা শুনিয়াছি। বিশ্বেশ্বরের পুত্র রূপনারায়ণ সার্ব্বভৌমের অধস্তন ধারায় বহু পণ্ডিত ছিলেন—শেষ পণ্ডিতের নাম বনমালী তর্কপঞ্চানন।

কুমারহট্ট অথবা চলতি কথায় 'হালিসহরে'র বিদ্যাসমাজের নাম ওয়ার্ড সাহেব নবদ্বীপ ও ত্রিবেণীর পর সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন (১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০)। নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় কুমারহট্ট নবদ্বীপের সমকক্ষতা লাভ করিয়া এক সময়ে গৌরবান্বিত ছিল এবং উভয় স্থলের পণ্ডিতদের মধ্যে বহু কাল বাদবিচার চলিয়াছিল। এক কুম্ভকার কর্তৃক নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের ধিক্কারের কাহিনী (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ২য় সং, অনুক্রমণিকা, পৃ. ৫৭-৮) অমূলক না হওয়ারই কথা। এই বিদ্যাসমাজের সমৃদ্ধি স্থানীয় ভূস্বামী সাবর্ণ-চৌধুরীদের ও নদীয়ার রাজবংশের বিদ্বৎসেবিতার ফলে ঘটিয়াছিল। স্থানীয় এবং ভিন্নস্থানীয় বহু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর সমাগমে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই পল্লী বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কামালপুরের কামদেব, বলরাম ও শিশুরামের চতুষ্পাঠী কুমারহট্টের শিবের গলিতে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের সন্তান দমদমার ভট্টাচার্য্যবংশীয় দুলাল বিদ্যালঙ্কারের কুমারহট্টে দুইটি চতুষ্পাঠী ছিল—এই দুলালও রাজবল্লভ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৬)। আমরা অন্যান্যবংশীয় কুমারহট্টের বহুতর পণ্ডিতের নাম সংগ্রহ করিয়াছি, বাহুল্যবোধে এখানে লিখিত হইল না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বহু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর বাসস্থান ও চতুষ্পাঠীস্থান পৃথক্ ছিল।

কুশদ্বীপ বা কুশদহ সে কালের একটি বিখ্যাত পরগণা এবং ইছাপুরের ব্রাহ্মণ চৌধুরীবংশের কীর্ত্তি-মণ্ডিত অধিকারস্থল। ১৩০৮ সনে প্রকাশিত 'কুশদ্বীপকাহিনী' গ্রন্থে বহু অধ্যাপকের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে (পৃ. ১৫৩-২৪২)—বাঙ্গলার বহুতর স্থানীয় ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র এইটিতেই পণ্ডিতদের কথা সংগৃহীত হইয়াছে। কুশদহের আদিপণ্ডিত অজ্ঞাতনামপরিচয় 'তর্কসিদ্ধান্ত,' শিরোমণির মিথিলাবিজয়-যাত্রার সহচর ছিলেন। 'দেশাবলীবিবৃতি' নামক কৃত্রিম গ্রন্থে বাঙ্গলার পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রচলিত 'তর্কসিদ্ধান্ত' পাঠের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণসিদ্ধান্ত' কল্পিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে মনোহর আকাশকুসুম রচনা করিয়া লিখিত হইয়াছে :—(সোসাইটীর পুথি, ৪১।১ পত্র)

কুশদ্বীপে পণ্ডিতাশ্চ জায়ন্তে বহবঃ সদা। তেষাং মধ্যে চ বিখ্যাতঃ কৃষ্ণসিদ্ধান্ত ঈরিতঃ॥
ষষ্টিবেদেন্দুসংখ্যে চ বৎসরে ব্যত্যয়ে পুনঃ। পণ্ডিতঃ কৃষ্ণসিদ্ধান্তঃ কুশদ্বীপে বিরাজতে॥
কুশদ্বীপ-নলদ্বীপ-নবদ্বীপনিবাসিনঃ। কৃষ্ণসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণিমনীষিণঃ॥

শিরোমণির সহচর উভয়েই 'সিদ্ধান্ত' ছিলেন এবং কুশদ্বীপের সিদ্ধান্ত ১৪৬০ শকে (=১৫৩৮-৯ খ্রী.) 'বিরাজতে' (?)—সম্পূর্ণ অলীক কথা। কুশদ্বীপকাহিনীতে লিখিত হইয়াছে—"রামভদ্র দেশে তর্কসিদ্ধান্ত ও পরে মিথিলায় যাইয়া ন্যায়ালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হন" (পৃ. ২৩০)—ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কুশদ্বীপ পরগণায় তিনটি প্রধান পণ্ডিতস্থান ছিল—মাটিকোম্‌রা, গৈপুর ও খাঁটুরা। মাটিকোম্‌রার পূতিতুণ্ডবংশীয় রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের নাম আমরা কুলপঞ্জীতে ও তায়দাদে আবিষ্কার করিয়াছি—তদ্দ্বারা আবহমান জনশ্রুতি "নদের গদা, কুশদহের ভদা" (পৃ. ২২৯) প্রামাণিক বলিয়া নির্ণীত হয়। রামভদ্র গদাধরের সমকালীন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ইছাপুরের রাজা রঘুনাথ চৌধুরী ২ ফাল্গুন ১০৬৯ সনে (=১৬৬৩ খ্রী.) তাঁহাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন (নদীয়ার ৪০৭৫ নং তায়দাদ—মাটিকোমরায় ৪৫/০)। এই বংশে পরে রামশরণ ন্যায়বাচস্পতি-প্রমুখ বহু নৈয়ায়িক জন্মিয়াছিলেন। গৈপুরেও বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন (পৃ. ২৩৫)—কুলপঞ্জী প্রভৃতি হইতে অনেকের নাম উদ্ধারযোগ্য। খাঁটুরার বন্দ্যবংশেও বহু নৈয়ায়িক ছিলেন—রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি ও গৌরমাণ ন্যায়ালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে কাশীবাসী ও দ্রাবিড়ী ছাত্র ছিল (পৃ. ১৬৪)।

কোটালিপাড় : পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর এই সুপ্রসিদ্ধ সমাজস্থান হিন্দু আমল হইতেই একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজরূপে পরিচিত আছে। কষ্টসাধ্য গবেষণাদ্বারাই এ স্থলের অগণিত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের এবং বিশেষ করিয়া নৈয়ায়িকদের বিবরণ সঙ্কলিত হইতে পারে। আমরা কেবল দুইটি সর্ব্বজনবিদিত নাম উল্লেখ করিব। 'মহামহোপাধ্যায়' রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১২৪২-১৩১২ সন) পূর্ব্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার সদাচারপূত মূর্ত্তি, সভাজয়ী গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা অতুলনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সমাবেশে অদ্যাপি বহু শাস্ত্রব্যবসায়ীর নিকট

আদর্শস্বরূপ। তিনি নবদ্বীপের হরমোহন তর্কচূড়ামণির ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭। মহেশ ন্যায়রত্ন মন্তব্য করিয়াছিলেন,—"He is the best Naiyayika in Faridpur. A man of character"। রামনাথের পরই জয়নারায়ণ তর্করত্ন (১৫ চৈত্র ১৩১৫ সনে ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু)—নদীয়ার ভুবন বিদ্যারত্নের শেষ সময়ের প্রিয়তম ছাত্র (প্রথম বৎসরের সংস্কৃত পরীক্ষায় ১৮৭৯ সনে উত্তীর্ণ)। তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল কাশীতে (ছাত্র 'মহামহোপাধ্যায়' রামব্রহ্ম ও গণেশ তর্কতীর্থ) ও নবদ্বীপের গুরুগৃহে (১৩০০-০৯ সাল)। তাঁহার একটি গ্রন্থ 'তর্করত্নাবলী' কাশীরাজের অর্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে অজিত ন্যায়রত্নের মনোহর শ্লেষোক্তি উদ্ধারযোগ্য :—

পবর্গপ্রেমার্থী বিজহদপবর্গপ্রদভুবং, মহেশং সোপাধিং ভজতি নিরুপাধৌ হতরুচিঃ।
পরিত্যজ্য ন্যায়ং পদমপি ন গচ্ছেদিহ হি যো নবদ্বীপোদ্দীপী জয়তি জয়নারায়ণকৃতী॥

কোঁড়কদী ফরিদপুর জিলায় অবস্থিত—বারেন্দ্রশ্রেণীর ভট্টাচার্য্যবংশ এই পল্লীকে সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত করিয়া গিয়াছে। রামধন তর্কপঞ্চানন এই গ্রামের সর্ব্বজনবিদিত শেষ মহাপণ্ডিত। তাঁহার তর্কশাস্ত্রের বিচারের কথা অদ্যাপি প্রাচীনেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি নবদ্বীপের মাধব তর্কসিদ্ধান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। আমরা প্রসঙ্গক্রমে মাধব সিদ্ধান্তের অপর বিখ্যাত ছাত্র কাশীপুরের জানকীজীবন ন্যায়রত্নের নাম এখানেই লিপিবদ্ধ করিলাম। ১২৯১ সালের শেষ ভাগে পরিণত বয়সে রামধনের মৃত্যু হয়। তদ্রচিত বিচারমূলক 'বিধবাবেদননিষেধক' গ্রন্থ (১২৭৪ সন, ১৬৪ পৃ.) সে যুগে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। উমাপতিধর-রচিত প্রদ্যুম্নেশ্বরপ্রশস্তির তৎকৃত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে তাঁহার একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি হইতে পারিত—১২৭৫-৭৬ সালের 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় প্রথম দশ শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার বহুতর ছাত্রের মধ্যে কোঁড়কদীর জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ (১৩২৫ সালে স্বর্গত, ১৮৮০ খ্রী. তর্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ৮) ও নকুলেশ্বর ন্যায়বাগীশ (১৮৮১ সনে ন্যায়দর্শনে উত্তীর্ণ, ১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ৯) এবং ১৮৮৩ সনে উত্তীর্ণ নবদ্বীপের 'মহামহোপাধ্যায়' আশুতোষ তর্কভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কোন্নগর—গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজ ছিল এবং নানাবংশীয় বহু পণ্ডিত এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা একটি বংশের নামোল্লেখ করিতেছি। কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশে গঙ্গাগতি প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (মহাবংশ, পৃ. ৯৩)—তৎপুত্র নারায়ণখণ্ডের ১১ পুত্রের অন্যতম আনন্দ সার্ব্বভৌম হইতে কোন্নগরের প্রধান ভট্টাচার্য্যবংশের উৎপত্তি। যথা, আনন্দ—গোপীনাথ—রামেশ্বর—রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ—রাধাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত-প্রমুখ ছয় পুত্র, সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীনিবাস তর্কবাগীশ (১১২২ সনে ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু, হুগলীর ২৩৯৮৯ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য—১১২৬-৬৮ সাল মধ্যে চাঁদ রায়, সন্তোষ রায়, কীর্ত্তিচন্দ্র, মনোহর প্রভৃতি-দত্ত ভূমির পরিমাণ ৯৫৫/০)। শ্রীনিবাস—রামকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত (১২২২ সনে ১০৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু)—কাশীনাথ ন্যায়বাচস্পতি (১২৪০ সনের আশ্বিনে ৬৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু)—হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (৪ কার্ত্তিক ১২৮০ সনে ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু)—আদি 'মহামহোপাধ্যায়' দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (২৬ আশ্বিন ১৩০২ সনে ৭৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু)। কাশীনাথ নদীয়ার শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র এবং দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার সময়ে কোন্নগর 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ' আখ্যা লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণির প্রথমাবস্থার এক বিচারে কাশীনাথ এক জন মধ্যস্থ

ছিলেন (সম্বাদভাস্কর, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪ সংখ্যা, পৃ. ৫৩৬)। দীনবন্ধুর জীবদ্দশায় কোন্নগরের পাণ্ডিত্যখ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। দীনবন্ধু প্রথমত: উত্তরপাড়ার জয়শঙ্করের ও পরে নদীয়ার মাধব সিদ্ধান্তের ছাত্র ছিলেন—১৮৯১ সনে তাঁহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬। তাঁহার প্রতিভায় ও অধ্যাপনাগুণে আকৃষ্ট হইয়া বহুতর কৃতী ছাত্র তাঁহার নিকট নব্যন্যায়ে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন—বাকলা, কলসকাঠির কাশীশ্বর তর্কবাগীশ (১৩১৫ সনে স্বর্গত) ও চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ (১২৪৯-১৩২৪ সন) উভয়ে ১৮৮০ সনে পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং সুরেন্দ্রলাল (১৮৯০ সনে) ও লক্ষ্মণচন্দ্র তর্কতীর্থ (১৮৯২ সনে) উভয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। তদ্ভিন্ন কোটালিপাড়ের আশুতোষ তর্করত্ন (১৩৩০ সনে ৬৮ বৎসর বয়সে স্বর্গত) ও যশোহর, নহাটার কৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। দীনবন্ধু কলিকাতা পণ্ডিতসভার প্রথম সভাপতি এবং কোন্নগরের 'ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা সভা'র সম্পাদক ছিলেন। দীনবন্ধুর গভীর পাণ্ডিত্য, তেজস্বিতা ও চতুর পরিহাসপ্রিয়তার কথা বৃদ্ধমুখে অদ্যাপি প্রচারিত আছে।

গুপ্তিপাড়া (ওয়ার্ড, ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০)—প্রায় ৪০০ বৎসর যাবৎ একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজ বলিয়া পরিচিত। বিভিন্ন বংশে গুপ্তিপাড়ার শতাধিক পণ্ডিতের নাম আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথিতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। গুপ্তিপাড়ার প্রধান বংশ 'চট্ট শোভাকরে'র সন্তান—একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, "বাঁদর শোভাকর মদের ঘড়া। এই তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া॥" অর্থাৎ এক সময়ে গ্রামটি বীরাচারী তান্ত্রিকের সাধনস্থল ছিল। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার শোভাকরবংশের সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান্ পুরুষ (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ. ৪৩-৫৪ দ্রষ্টব্য)। 'বিবাদার্ণবসেতু'র অন্যতম রচয়িতা হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ত্রিবেণীর জগন্নাথের ন্যায় নব্যন্যায়মূলক ছিল—রাজা নবকৃষ্ণের সভায় সপ্তাহব্যাপী বিচারে তিনিও একজন অগ্রণী ছিলেন (সম্বাদভাস্কর, ২৩।৫।১৮৫৪ ইং) এবং বিচার যে নব্যন্যায়ঘটিত ছিল, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। তদ্রচিত 'চন্দ্রাভিষেক' নাটকের সুদীর্ঘ প্রস্তাবনা হইতে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধারযোগ্য :—(আকাশে কর্ণং দত্বা) কিং ব্রূথ 'কীদৃশোঽসৌ কবিরিতি'? আর্য্যবিদগ্ধমিশ্রাঃ!

কিং তন্ন্যায়নয়াদিসূক্ষ্মসরণীদীক্ষাভিদাক্ষ্যাদিভিঃ
সম্প্রোক্তৈরপরৈশ্চ সদ্‌গুণগণৈর্জাতস্য তস্মিন্ কুলে। (৪০ শ্লোকার্দ্ধ)

এ স্থলে বাণেশ্বর স্পষ্টাক্ষরে নিজের নব্যন্যায়ে অধ্যাপনানৈপুণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—চন্দ্রাভিষেক ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং তখন বাণেশ্বরের পূর্ণ অভ্যুদয়কাল। তাঁহার পিতা রামদেব তর্কবাগীশ একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। বাণেশ্বর উক্ত নাটকের আরম্ভে আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন, "মহামহোপাধ্যায়স্য সুরাচার্য্যসোদর্য্যস্য রামদেবতর্কবাগীশ-ভট্টাচার্য্যস্য পুত্রেণ।" নবদ্বীপীয় একটি 'মাথুরী'র প্রচ্ছদপত্রে আমরা স্মারকলিপি দেখিয়াছিলাম—"ক্ষণভঙ্গবাদশিºটীকা শ্রীরামদেব তর্কবাগীশ স্থানে গুপ্তিপাড়ার"। অর্থাৎ রামদেব কেবল অনুমানখণ্ডেই কৃতবিদ্য ছিলেন না, বৌদ্ধাধিকারশিরোমণির টীকাও সংগ্রহ করিয়া পড়িয়াছেন।

গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীব-বংশে, চৈতলচট্টবংশে ও বন্দ্যসিদ্ধান্তবংশে বহু পণ্ডিত ছিলেন—বাহুল্যবোধে উল্লিখিত হইল না। আমরা কেবল গুপ্তিপাড়ার শেষ নৈয়ায়িক পাশ্চাত্য বৈদিক ঋগ্বেদী শৌনকগোত্র রাধামোহন তর্কভূষণের পুত্র গঙ্গাধরতুল্য গঙ্গাধর বিদ্যারত্নের (চৈত্র ১২২০—২৩।১১।১২৯৫ সন) নাম

করিত। তিনি ১৮ বৎসর ত্রিবেণীর রামদাস তর্কবাচস্পতির নিকট নব্যন্যায়ের সাধনা করিয়া অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে নানাদেশীয় ১৪-১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত—বিশেষতঃ বিক্রমপুর ও বাকলার বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক তাঁহার নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ইছাপুরা ভট্টাচার্য্য-বংশের কুলীন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ৬—১৩ বৎসর পাঠ করেন), হরপাড়ার রজনীনাথ তর্কপঞ্চানন (ছাত্রসংখ্যা ৩), মাঐসারের গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারিণীচরণ শিরোমণির সহযোগে ছাত্রসংখ্যা ১২), বাকলা জলাবাড়ীর হরকুমার তর্করত্ন (ছাত্রসংখ্যা ২), মৈমনসিংহ বর্ণীকুরার জয়নাথ তর্কালঙ্কার (১৮৮০ সনের পরীক্ষোত্তীর্ণ, ছাত্রসংখ্যা ৫), ফরিদপুর পরাণপুরের কালীকুমার বিদ্যারত্ন (ছাত্রসংখ্যা ৫) এবং কালনার দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশও তাঁহার নিকট কিছু কাল পাঠ করিয়াছিলেন এবং ত্রিবেণীর রামদাস নিজ পুত্র অম্বিকাচরণকে তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ পাঠাইয়াছিলেন।

নৈহাটী বহু শত বৎসর যাবৎ একটি বিদ্যাস্থানরূপে প্রসিদ্ধ আছে। কবি উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—(সতীত্বচিত্রভানু, ১২৬৭ সন, পৃ. ৫-৬)।

তদন্তর কহি সবে কর অবধান। জাহ্নবীর পূর্ব্বতটে নৈহাটী আখ্যান॥
অতি অনুপম গ্রাম ত্রিদীব সমান। শিবরূপে যথা বিরাজেন ভগবান্॥
নৈয়ায়ীক সুধিগণ বসিয়া যেখানে। সতত হর্ষিত হন শাস্ত্রের বাখানে॥

নৈহাটীর একজন সুপ্রাচীন পণ্ডিতের নাম ছিল রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন—তিনি ৫৴০ ভূমি দান পাইয়াছিলেন, দানকর্ত্তা স্বয়ং '৺ পাদসা' (নদীয়ার ৪১২৬৬ নং তায়দাদ, ১২০২ সনে দখলকার ছিলেন দুই জন বৃদ্ধপ্রপৌত্র ও দুই জন অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র)। যশোহরের অন্তর্গত দাঁতিয়া পরগণায় 'কুমরিয়া' গ্রাম পাঁচটি বিভিন্ন ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীদ্বয়ো অলঙ্কৃত একটি প্রাচীন এবং বিখ্যাত পণ্ডিতস্থান ছিল। বন্দ্যবংশীয় রামবল্লভ নদীয়ারাজ রঘুরামের (৪১৪৪৪ নং তায়দাদ) দানভাজন ছিলেন—তাঁহার তৃতীয় পুত্র মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ নৈহাটীর সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য্যবংশের আদিপুরুষ এবং তৎকালের একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন (শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত 'নৈহাটীর ভট্টাচার্য্যবংশ' দ্রষ্টব্য)। তাঁহার প্রপৌত্র নন্দকুমারের প্রশংসাপত্রে রমাপ্রসাদ রায় লিখিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ২৫), বঙ্গদেশের তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর অর্দ্ধাংশই নৈহাটীর ভট্টাচার্য্যবংশের ছাত্রসম্প্রদায়। মাণিক্যচন্দ্র ১১৬৪ সনে, কি কিছু পূর্ব্বে নৈহাটীতে চতুষ্পাঠী করেন এবং হালিসহরের সাবর্ণ-চৌধুরী সন্তোষ রায় (৪২১৩০ নং তায়দাদ), রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১১৬৭ সনে) প্রভৃতির নিকট বহু ভূমি দান পাইয়াছিলেন। তিনি নব্যন্যায়ের একজন প্রসিদ্ধ 'পত্রিকা'কার ছিলেন। নদীয়ার গোলোক ন্যায়রত্নের সংগ্রহে আমরা 'ব্যধিকা মাণিক্য পা' দুই পত্র দেখিয়াছি এবং আমাদের নিকট 'সুরভি চন্দনমিত্যত্র' ১ পত্র আছে। তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য বহু প্রতিভাশালী ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। রাজা নবকৃষ্ণের সভায় যে সপ্তাহব্যাপী বিচার হইয়াছিল, তাহাতে একজন অগ্রণী হইয়া তিনিও বহু সহস্র টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন (সম্বাদ-ভাস্কর, ২৩ মে ১৮৫৪)। ১২১৫ সনের মাঘে-ফাল্গুনে (১৮০৯ খ্রী.) পুত্র শ্রীনাথের হত্যাকাণ্ডে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি পূর্ণ শত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত নৈহাটীর চতুষ্পাঠীদ্বয় অতঃপর তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সদাশিব তর্কপঞ্চানন (১৭৭২ শকেও জীবিত)

এবং চতুর্থ পুত্র নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন (জন্মশকাব্দা: ১৭০৪।২।৭।২১) বিশেষ যোগ্যতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। নীলমণির প্রচুর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—নদীয়ার শ্রীরাম শিরোমণির এক বিচারে তিনিও একজন মধ্যস্থ ছিলেন (সম্বাদভাস্কর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪)। খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের অনেকে নীলমণির ছাত্র ছিলেন—তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ঐ সমাজের বিখ্যাত পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত (৫ ভাদ্র ১২৮৯ সনে স্বর্গত, তৎকৃত 'শ্রীরামস্তোত্রশতকম্' ১৯২৬ সম্বতে মুদ্রিত হয়)। নীলমণির অপর ছাত্র সুবিখ্যাত 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য' (গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রথিতনামা সাংবাদিক শাস্ত্রব্যবসায়ও শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন—শ্রীহট্টের 'মহামহোপাধ্যায়' কালীকিশোর তর্করত্ন (১২৪০—১৩২০) তাঁহার নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধিলাভ করেন (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১-২)। মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার এক শিশু পুত্র রাখিয়া দস্যুহস্তে নিহত হন (শ্রাবণ ১২১৫)—ইনিই নৈহাটীর শেষ প্রথিতনামা নৈয়ায়িক রামকমল ন্যায়রত্ন (১৫।৯।১২১২—মহালয়া, ১২৬৮ সন)। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বারাণসী বিদ্যালঙ্কার, ক্ষীরপাইর শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারও নব্যন্যায়ের 'পত্রিকা' ছিল—সিদ্ধান্তলক্ষণ প্রকরণের 'যো যদীয়' কল্পোপরি এক পত্র আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে 'অত্রাস্মৎপিতামহচরণাঃ' বলিয়া মাণিক্যের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'দেবাংশ' পণ্ডিত প্রতিভার অবতার নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু তর্করত্ন শাস্ত্রব্যবসায়ী হইতে পারেন নাই—তাঁহার অদ্ভুত জীবনকথা সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় ও অন্যত্র দ্রষ্টব্য (নৈহাটীর ভট্টাচার্য্যবংশ, পৃ. ১৮-২৬ ; প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৭)।

পুঁড়া :—(২৪ পরগনা, বসিরহাটের অন্তর্গত) ঘোষাল পশোর পৌত্র কৃষ্ণ মিশ্র (মহাবংশ, পৃ. ৪০) নানা স্থানে বহু বিখ্যাত বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। তাঁহার এক প্রপৌত্র কালিদাস কুলভঙ্গ করেন এবং তৎপৌত্র শ্রীকর বিদ্যাবল্লভ হইতে পুঁড়ার ভট্টাচার্য্যবংশের উৎপত্তি। শ্রীকরের প্রপৌত্র রামগোবিন্দ পঞ্চানন জমিদার রুদ্রদাস কর্ত্তৃক আঁধারমাণিক হইতে পুঁড়ায় আনীত হইয়াছিলেন (নদীয়ার ২০০৩৩ নং তায়দাদ, ৯।৬।১১১৪ সনের সনন্দ)। তাঁহার জনবহুল ধারায় বহু নৈয়ায়িক ছিলেন—তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল তাঁহার পৌত্রদ্বয় (কৃষ্ণরাম সিদ্ধান্তের পুত্র) কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার (১৫ মাঘ ১২০৩ সনে স্বর্গত) এবং কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার। কমলাকান্তের নাম "শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্করঃ" শ্লোকার্দ্ধে চিরকীর্ত্তিত আছে। তিনি রাণী ভবানীর নিকট ১১৭৩ সন হইতে নগদ ৬০৲ বৃত্তি পান (দুর্গাদাস লাহিড়ী : রাণী ভবানী, ৩য় সং, পরিশিষ্ট ৮) এবং জমিদারের নিকট বহু ভূমিদান লাভ করেন (২০০৪৯-৫৩, ৫৮ নং তায়দাদ)। কিন্তু তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই—সাহঙ্কারে বলিতেন, "কমলাকান্ত শর্ম্মা যে স্থানে থাকিবেন, সেই স্থানই নবদ্বীপ।"—(কালীবর বেদান্তবাগীশ : ন্যায়দর্শন, মঙ্গলাচরণ, ।৶০)। রামগোবিন্দের অপর এক পুত্র রমানাথ ন্যায়বাচস্পতি এবং তাঁহার পুত্রত্রয় কৃষ্ণচরণ ন্যায়বাগীশ, দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ ও কন্দর্প তর্কসিদ্ধান্ত দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কন্দর্প সিদ্ধান্তের খ্যাতির কথা সাময়িক পত্রে পাওয়া যায় (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ২০৬)।

বর্দ্ধমান : নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে রাঢ়দেশ এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণরাঢ়ই ছিল বাঙ্গলার সারস্বত কেন্দ্র (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৩-১৭)। মোগল আমলে বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান

অবাঙ্গালী মহারাজাধিরাজবংশের বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়—দক্ষিণ-রাঢ়ের পূর্ব্বতন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করিয়া ও গ্রাস করিয়া—ভুরসুট্, চেতুয়া, বরদা প্রভৃতি রাজ্য কীর্ত্তিচন্দ্র বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি রাজ্যে অথবা পরগণায় পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যাসমাজ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বাঙ্গলার সারস্বত জীবন বিশেষভাবে উন্নীত হইয়াছিল। ঐ সকল রাজ্যের বিনাশের সহিত বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাসের উপকরণরাজিও চিরবিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান রাজবংশের বিদ্যোৎসাহিতার ফলে বর্দ্ধমান নগরকে কেন্দ্র করিয়া খ্রী. ১৮শ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে শত শত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে বহুশতসংখ্যক ন্যায়ের চতুষ্পাঠীও ছিল। অ্যাডামের তৃতীয় বিবরণীতে পাওয়া যায়, ১৮৩৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলায় চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল ১৯০—তন্মধ্যে চারিটি ছিল বৈদ্যশাস্ত্রের (Long's ed., 1868, p. 186)। রাজা রাজবল্লভের বৃহৎ সভায় 'বর্দ্ধমাননিবাসিনঃ' (অর্থাৎ বোধ হয় বর্দ্ধমানরাজসভার) পাঁচ জন পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—জগন্নাথ পঞ্চানন, শম্ভুরাম বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন বাচস্পতি, রুদ্রনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ ও রাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৬)। তন্মধ্যে মধুসূদন ছিলেন কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমবংশীয় এবং নিঃসন্দেহ নৈয়ায়িক (পৃ. ১২২ দ্রষ্টব্য)। শম্ভুরাম অবসথী চট্টবংশীয় একটি বিখ্যাত বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর তৎকালীন একজন প্রধান পণ্ডিত। গঙ্গানন্দবংশে রুদ্র কুলভঙ্গ করেন—তাঁহার ২১ পুত্রের মধ্যে নৃসিংহ শিরোমণি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন—নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত 'কুবিজপুর' নামক গ্রামে। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই নৈয়ায়িক—দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুরাম রাজা তিলকচাঁদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শম্ভুরামের প্রথম দুই পুত্র কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণকান্ত তর্কভূষণ উভয়েই শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক এবং রাজা তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কালীকান্তের পুত্রগণও কৃতবিদ্য ছিলেন—দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, উমাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ও হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন। নদীয়ার শঙ্কর প্রভৃতির সমকালে রাঢ়ের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন লক্ষ্মণ ("রাঢ়দেশে তু লক্ষ্মণঃ")। এই লক্ষ্মণের নিবাস ছিল 'করকলা' গ্রামে—বাঙ্গালপাশী বন্দ্যবংশীয় 'চান্দাই মুকুন্দ' প্রকরণে রঘুর পুত্র রাজবল্লভ বাচস্পতি এই বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর আদিপণ্ডিত। তাঁহার প্রপৌত্র লক্ষ্মণ ন্যায়ালঙ্কার (রাজবল্লভ—অনন্তরাম ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী—রামদেব ন্যায়বাগীশ—লক্ষ্মণ) ব্যতীত এই বংশে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেবীপুরের হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশ (১৮৫৭ খ্রী. ফেব্রুয়ারি মাসে স্বর্গত—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২৮) রাঢ়দেশের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন—কৈলাস শিরোমণি প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। তিনিও অবসথী চট্টবংশের এক বিখ্যাত পণ্ডিতগোষ্ঠীর লোক। শ্রীগর্ভের সন্তান বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার দেবীপুরের আদিপণ্ডিত—তাঁহার প্রপৌত্র হরচন্দ্র (বাণেশ্বর—রামনাথ তর্কবাগীশ—কৃষ্ণানন্দ বিদ্যালংকার—হরচন্দ্র) বৃহৎ পরিবারে 'কর্ত্তা ভট্টাচার্য্য' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পৌত্র ও ছাত্র বরদাকান্ত ন্যায়রত্নও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন—বাক্‌লা, মানপাশার ভট্টাচার্য্যবংশীয় নরায়ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন (১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ৫) তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সাতগেছের দুলালের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৩৩-৩৭)। বলা বাহুল্য, বিশাল বর্দ্ধমান জিলার পক্ষে এই ক্ষুদ্র বিবরণ দিগ্‌দর্শন মাত্র।

বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের (রাজত্বকাল ১৭৭০-১৮৩২ খ্রী.) সময়ে অনুমান ১৮১৫ খ্রী. বর্দ্ধমান রাজধানীর 'ভারতপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (মহেশ ন্যায়রত্নের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)—বঙ্গদেশে

সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসে ইহা একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। প্রাচীন চতুষ্পাঠীর আদর্শ যত দূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই 'কালেজে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রকৃত পক্ষে "৺প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর" এবং তেজশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কিছু কাল ইহার 'মলিনাবস্থা' হইয়াছিল (সম্বাদভাস্কর, ২৮ শ্রাবণ, ১২৫৬ সন)। মহাতাপচন্দ্রের সময় ইহতে ইহার পুনরভ্যুদয় হয় এবং বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, ব্যাকরণ, বাংলা ও পারস্যাদি শিক্ষার পরীক্ষা করা হইত। বিপুল অর্থব্যয়ে পরিচালিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সহিত ইহার ফলাফল তুলনীয়। ১২৪৬ সনের আষাঢ় মাসে বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজের এই 'ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যালয়ে' নদীয়ার মাধব সিদ্ধান্তকে পণ্ডিত নিযুক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছিল—সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য স্বীকার না করায় বাঁকুড়া, সোনামুখীনিবাসী উমাকান্ত তর্কালঙ্কার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৭৩ সনে ৭৩ বৎসর বয়সে এই 'মহামহোপাধ্যায়ে'র মৃত্যু হইলে অগ্রহায়ণ মাসের 'শিক্ষাদর্পণে' (পৃ. ৬২-৩) সম্পাদক স্বয়ং ভূদেব যে শোকলিপি মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"ইনি নৈয়ায়িক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং সাহিত্যশাস্ত্রেও ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্মৃতি, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পরন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য অপেক্ষায় নির্ম্মল চরিত্রই অতি প্রসিদ্ধ।...তাঁহার এরূপ শান্ত প্রকৃতি ছিল এবং তিনি এরূপ বাহ্যাড়ম্বরশূন্য ছিলেন যে,...দৃষ্টিমাত্র উহাঁকে মহামহোপাধ্যায় বলিয়া চিনিতেই পারিতেন না।" তাঁহার একান্ত সমকালীন ছিলেন কলিকাতার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। উমাকান্তের শূন্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইল্‌ছোবার বন্দ্যবংশীয় বাঁশবাড়িয়া বিদ্যাসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক প্রথিতনামা ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন (১২৩৩—১২৯৭ সন)—আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি, সমকালীন নৈয়ায়িকদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন এবং বিচারসভাদিতে অফল বিতণ্ডার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি উত্তরপাড়ার জয়শঙ্কর ও ত্রিবেণীর রামদাসের ছাত্র ছিলেন এবং অল্প বয়সেই অধ্যাপনায় যশস্বী হইয়াছিলেন। কলিকাতায় জয়নারায়ণ অবসর গ্রহণ করিলে জনৈক পত্রলেখক 'সোমপ্রকাশে' (১৮।১২৭৬ সংখ্যা, পৃ. ১৬) দীনবন্ধু, রাখালদাস-প্রমুখ ১১ জন নৈয়ায়িকের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে লেখেন,—"আমরা বর্দ্ধমান মহারাজের কালেজস্থিত শ্রীযুত ব্রজনাথ (?) বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলে পরমানন্দিত হইব।" ব্রজকুমার চিররুগ্ন ছিলেন এবং স্বীয় ছাত্র আদ্যচরণ ন্যায়রত্ন তর্কভূষণকে (১৮৭৯ সনে প্রথম পরীক্ষায় তর্কশাস্ত্রে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ, কার্ত্তিক ১৩২৭ সনে স্বর্গত) স্বপদে নিযুক্ত করিয়া, কিয়ৎকাল ত্রিবেণীর গুরুগৃহে অধ্যাপনা করিয়া কাশী গমন করেন এবং প্রকৃত মুমুক্ষুর ন্যায় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ও কাশীরাজের নানাবিধ সম্মানাদি প্রত্যাখ্যান করিয়া ৬৪ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার ছাত্র 'মহামহোপাধ্যায়' রাসমোহন সার্ব্বভৌম কিয়ৎকাল তৎপদে বর্দ্ধমানে অধ্যাপক ছিলেন। ব্রজকুমারের বহু পশ্চিমদেশীয় ছাত্রের মধ্যে বর্দ্ধমানের 'দেবপ্রতিপালক সাধু' ও কাশীর 'আদিভট্ট রামমূর্ত্তি'র (১৮৮৭ সনে তর্কতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত) নাম উল্লেখযোগ্য।

বাক্‌লা : পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত বিদ্যাসমাজ এবং বিক্রমপুরের প্রতিপক্ষভূত। প্রসিদ্ধি আছে, কোন বিক্রমপুরবাসী বাক্‌লায় পাঠ স্বীকার করেন নাই এবং পক্ষান্তরে কোন বাক্‌লানিবাসীও বিক্রমপুরে পড়েন নাই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয় সমাজের সারস্বত জীবনে কল্যাণকর উদ্দীপনা

সৃষ্টি করিয়াছিল। বাকলা সমাজের পাঁচটি বিভাগের (বাকলা, পৃ. ১৪৫) অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে কত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ও বিশেষ করিয়া নৈয়ায়িক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন, স্থানীয় ইতিহাসে ও বংশবৃত্তান্তে বহু নাম মুদ্রিত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার তারতম্য সম্যক্ ভাবে নির্ণীত হয় নাই। মহেশ ন্যায়রত্নের গণনায় ১৮৯১ সনে বাকলায় মোট ৫৫টি টোলের মধ্যে (৪৪৭-৫০১ সং) ১৯টি ন্যায়ের টোল ছিল, কিন্তু অনেক স্থানেই ব্যাকরণাদির সহিত ন্যায়ের চর্চ্চা বাঁচিয়াছিল—কেবল ন্যায়পাঠার্থীর সংখ্যা কম। সমগ্র বাকলা সমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া নলচিড়ার ভট্টাচার্য্য-বংশ অধিনায়ক ছিল এবং এই শ্রেষ্ঠতার নিদর্শনস্বরূপ পণ্ডিতসভায় তাঁহাদের 'আগ্-বিদায়' নির্দ্দিষ্ট ছিল (কাশ্যপবংশভাস্কর, পৃ. ৪২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। 'বঙ্গভূষণ' চট্টবংশীয় ভবনাথের পুত্র রামগোপাল কবিরাজচক্রবর্ত্তী এই বংশের আদি পণ্ডিত। রাজা রাজবল্লভের বৃহৎ সভায় বাকলার ১১ জন পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে চাঁদসীর পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার এবং নলচিড়া ও সংলগ্ন আগরপাড়া-নিবাসী রামগোপালের তিন প্রপৌত্র কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ (রামগোপাল—গণেশ তর্কালঙ্কার—রাম তর্কবাগীশ—কালীশঙ্কর), লক্ষ্মীনারায়ণ সিদ্ধান্ত (গণেশ—কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ—লক্ষ্মী°) ও জগন্নাথ পঞ্চানন (রামগোপাল—মাধব চক্রবর্ত্তী—রমাকান্ত বাচস্পতি—জগন্নাথ) ব্যতীত ৭ জনের পরিচয় অজ্ঞাত (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৭)। জগন্নাথ প্রভৃতির সময়ে নলচিড়া 'নিম্ নবদ্বীপ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল (নিম্ পারসী শব্দ = অর্দ্ধ)। এই নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকবংশের প্রাধান্যকালে বহু কাশীবাসী ও দ্রাবিড়ী ছাত্র নলচিড়ায় অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র নলচিড়ার সুকবি লোকনাথ ন্যায়পঞ্চানন বাকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং বহু বিখ্যাত ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিয়াছেন—বাকলা, উজীরপুরের 'দেবাংশ' পণ্ডিত গৌরীনাথ তর্কবাগীশ (যিনি পরে নদীয়ার শ্রীরাম শিরোমণির নিকট অধ্যয়নকালে পরলোক গমন করেন), নড়াইলের রতন রায়ের সভাপণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও তদীয় সহোদর স্মার্ত্তপ্রবর পার্ব্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (১২০৮—১৩০৩ সন) প্রভৃতি।[১] তৎপর মানপাশার সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভট্টাচার্য্যবংশ বাকলায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'আড়িয়া' মুখটিবংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ তর্কবাগীশের ভ্রাতুষ্পুত্র রামনাথ সার্ব্বভৌম ত্রিবেণীর জগন্নাথের ছাত্র ছিলেন—তাঁহার পৌত্র (রঘুনাথ তর্কালঙ্কারের পুত্র) কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। কালীপ্রসাদের ছাত্র গাভুড়িয়ার দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন (পরে নদীয়ার মাধব সিদ্ধান্তের ছাত্র—১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ৯) তাঁহার সময়ে বাকলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন (১৩০৪ সনে স্বর্গত)। দুর্গাচরণের পুত্র 'মহামহোপাধ্যায়' বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন (১৩২০ সনে স্বর্গত) অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন এবং দেশে, নবদ্বীপে ও বর্দ্ধমানে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ন্যায়গুরু ছিলেন যথাক্রমে পিতা, রাখালদাস (দেশে ও কাশীতে) এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ। মুখবংশীয় উজীরপুরের শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম 'অদ্বিতীয়' নৈয়ায়িক ছিলেন—শেষ বয়সে কাশীপুরে থাকিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন (১৮৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বর্গত, সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২৮)। গোলোক ন্যায়রত্নের একটি বিচারে তিনি একজন

১। লেখকের জ্যেষ্ঠ-প্রপিতামহ রঘুদেব তর্কবাগীশ নবদ্বীপ যাওয়ার পূর্ব্বে দুই বৎসর (১২২৫-২৭ সন) নলচিড়ার লোকনাথের ছাত্র ছিলেন।

মধ্যস্থ ছিলেন (ঐ, পৃ. ৪৭৭)। রহমৎপুরের কমললোচন সার্ব্বভৌম শিবচন্দ্রের প্রধান ছাত্র ছিলেন। নদীয়ার ভুবন বিদ্যারত্নের ছাত্র জলাবাড়ীর রাজকুমার ন্যায়রত্ন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন—১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও সমস্যাপূরণের ক্ষমতা অদ্যাপি প্রাচীনদের মুখে প্রচারিত আছে—'হেমোদ্‌বাহ কাব্যে' তাঁহার প্রশস্তি দ্রষ্টব্য (পৃ. ৩৪, তৃতীয় সর্গ, ১৯, ২২ শ্লোক)। কলসকাঠির বিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদারবংশের আশ্রয়ে বহু পণ্ডিত বাকলা সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। জমিদার জানকীবল্লভের দৌহিত্রধারায় খড়দহের মুখবংশে চাঁদবল্লভী প্রকরণে রামকান্ত তর্কালঙ্কারের পুত্র কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে শঙ্কর তর্কবাগীশের নিকট অধ্যয়নকালেই প্রতিভাগুণে যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার টোলে মিথিলা প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আসিয়া বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে—তখন নবদ্বীপেও তত্তুল্য নৈয়ায়িক কেহ ছিলেন না। 'কলসকাঠির ইতিহাসে' (পৃ. ৬৫) তাঁহার মৃত্যু ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং জন্ম 'আনুমানিক ১৭৭৫' সনে লিখিত আছে। বাকলার সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে তিনি এক বার দুর্গানবমীদিনই প্রতিমা বিসর্জ্জন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—এই 'কৃষ্ণানন্দী দশহরা'র কথা অদ্যাপি বৃদ্ধমুখে প্রচারিত আছে। তাঁহার দৌহিত্র অভয়াচরণ বিদ্যালঙ্কারও (নদীয়ার মাধব সিদ্ধান্তের ছাত্র—১২৯৩ সনে স্বর্গত) বাকলার প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন এবং অপর দৌহিত্র চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৯৩)। কৃষ্ণানন্দের সমকালীন কলসকাঠির সম্ভ্রান্ত ভট্টাচার্য্যবংশীয় রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নদীয়ার শঙ্কর তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন এবং পরে নৈহাটীতে মাণিক্য তর্কভূষণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মাণিক্যের পুত্র সহাধ্যায়ী শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের সহিত গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামমাণিক্য কৃষ্ণানন্দের অপূর্ব্ব সাফল্য হেতু দেশত্যাগী হইয়া কাশীপুরে রতন রায়ের আশ্রয়ে ও কলিকাতায় আসিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন—তিনিই তাঁহার দৌহিত্র নৈহাটীর নন্দকুমারকে নব্যন্যায়ের বহু কৌশল শিখাইয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হইয়া ২৬ মার্চ ১৮৪৬ খ্রী. তিনি পরলোক গমন করেন (সা-প-প, ১৩৩৮, ৪র্থ সংখ্যায় তাঁহার দৌহিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আমরা শুনিয়াছি, কৃষ্ণানন্দ উত্তরবাদিরূপে এবং রামমাণিক্য পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কুলপদ্দির রামকমল ন্যায়পঞ্চানন, রৈভদ্রদীর কৃষ্ণকিঙ্কর ন্যায়বাগীশ ও কালীকিঙ্কর ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি বহু নৈয়ায়িক বাকলা সমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহেশ ন্যায়রত্নের তালিকায় গারুড়িয়ার দুর্গাচরণ ব্যতীত চারি জনের প্রশংসা দৃষ্ট হয়—মানপাশার প্রবীণ জগৎ তর্কালঙ্কার, উজীরপুরের নবীন নীলকণ্ঠ তর্করত্ন (উভয়েই নদীয়ার হরমোহনের ছাত্র), গাভার ভগবান্‌চন্দ্র শিরোমণি (নদীয়ার শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্র) ও দেহেরগতির ষষ্ঠীচরণ শিরোমণি (রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের ছাত্র)।

বালী (ওয়ার্ড, ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০)—এই বিখ্যাত বিদ্যাসমাজে বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আমরা দিগ্‌দর্শনস্বরূপ কয়েকটির নামোল্লেখ করিতেছি। মেলবন্ধনকারী বিখ্যাত দেবীবর ঘটকের এক পিতৃব্য ছিলেন গোবিন্দ (মহাবংশ, পৃ. ৬১)—তাঁহার এক পুত্র পুরুষোত্তমের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন বালীনিবাসী 'বাঘা' প্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার বিচিত্র

উপাধি হইতেই বুঝা যায়, তিনি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক এবং শাস্ত্রীয় বিচারে ব্যাঘ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোপাল তর্কালঙ্কার প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত কমলনয়ন তর্কপঞ্চাননের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন এবং তৎপুত্র রামনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী যশোহর অঞ্চলে চলিয়া যান। চৈতল চট্টবংশীয় চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের এক পৌত্র (রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের পুত্র) রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ছদ্ম নামে আওরঙ্গজেব হইতে দুইটি সনন্দ লইয়া চক্‌বালী গ্রামে ২৮০/০ ব্রহ্মত্র অর্জ্জন করেন—তাঁহার পাঁচ পুত্রের সন্তানেরা 'চক্‌ভট্টাচার্য্য' নামে পরিচিত ছিল। এই জনবহুল গোষ্ঠীতে বহু পণ্ডিত ছিলেন এবং তন্মধ্যে রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তিপ্রমুখ অনেক নৈয়ায়িকও ছিলেন। বালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী হইল ঘোষালবংশ—কৃষ্ণ মিশ্রের (মহাবংশ, পৃ. ৪০) অধস্তন অষ্টম পুরুষ রাজেন্দ্র, তাঁহার দুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও যাদবেন্দ্রের অধস্তন বংশধারায় ৪।৫ পুরুষে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বালী বিদ্যাসমাজের খ্যাতি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রামশঙ্কর তর্কপঞ্চানন (সংক্ষেপে শঙ্কর পঞ্চানন, অভ্যুদয়কাল ১১৬৫—১২০৪ সন, হুগলীর ১৯৬৫৩ নং তায়দাদ—১২০৯ সনে তিনি জীবিত ছিলেন না)—'ব্যাঙগিরডাঙ্গা'য় তাহার বিখ্যাত চতুষ্পাঠী অবস্থিত ছিল এবং তাঁহার পুত্রগণ (রামলোচন বিদ্যাবাচস্পতি, রামধন ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি) সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন। দুলাল তর্কবাগীশের ছাত্র রামসুন্দর ন্যায়ভূষণ এই বংশের নৈয়ায়িক ছিলেন। বালীগ্রামের সংলগ্ন বেলুড়েও পূর্ব্বে বহু চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল—আমরা দুই জন নৈয়ায়িকের নাম লিখিতেছি। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে দুর্গাপ্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ ও কৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্যাসাগর বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন—ঝিকরার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যবংশীয় নৈয়ায়িক রামজয় শিরোমণি (জন্ম ২২ অগ্রহায়ণ, ১৭১৮ শকাব্দ = ১৭৯৬ খ্রী.) দুর্গাপ্রসাদের ছাত্র ছিলেন এবং বালীতে চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন।

বাঁশবাড়িয়া—বিখ্যাত রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় (১০৮১-৯৯ সন) পাটুলি হইতে উঠিয়া আসিয়া বাঁশবাড়িয়ার 'গড়বাড়ী'তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র রঘুদেব ও পৌত্র গোবিন্দদেবের বিদ্যোৎসাহিতার ফলে তাহা বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত হইয়াছিল—নবদ্বীপের বাহিরে গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী কুমারহট্ট ও বংশবাটীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি স্মরণীয় ঘটনা। গোবিন্দদেব বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ব্বে ১১৪৭ সনে পরলোক গমন করেন। নানা স্থান হইতে আসিয়া বহু বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী বংশবাটীর নাম উজ্জ্বল করিয়াছিল—তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল তিনটি আদ্যন্ত নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্যবংশ। রাজবল্লভের বৃহৎ সভায় 'বাঁসবাড়িয়া-নিবাসিনঃ' তিন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—রামভদ্র সিদ্ধান্ত, রামনাথ বাচস্পতি ও আত্মারাম ন্যায়ালঙ্কার (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৮৫)। রামভদ্র নদীয়ার কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের বংশধর (পৃ. ১২১-২২ নামমালা দ্রষ্টব্য)—তিনি মুকুন্দ রায়, রামকৃষ্ণ রায় ও রাজা গোবিন্দদেবের দানভাজন ছিলেন (হুগলীর ১৪৪০৮ নং তায়দাদ, ১২০৯ সনে দখলকার ভ্রাতুষ্পুত্র রামকিশোর ও ভ্রাতুপৌত্র মাধবানন্দ)। রামভদ্রই তৎকালে বংশবাটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে তাঁহার ভ্রাতা (রাজা তিলকচাঁদের দানভাজন) রাম ন্যায়বাগীশের পুত্রদ্বয় রামশঙ্কর তর্কবাগীশ ও রামকিশোর ন্যায়পঞ্চানন ও পরে রামশঙ্করের পুত্র মাধবানন্দ ন্যায়ালঙ্কার (১২৪৬ সনেও জীবিত) বংশবাটীর শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক

ছিলেন।[২] রামেশ্বর কাশী হইতে আনিয়া রামশরণ তর্কবাগীশকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন—রামশরণ ছিলেন বাক্‌লা-নলচিড়ার আদিপণ্ডিত কবিরাজচক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের পৌত্র। তিনি রামেশ্বর ও রঘুদেব উভয়েরই দানভাজন ছিলেন (হুগলীর ৪২১৫৬ ও ১৫৯ নং তায়দাদ)। রামশরণের চারি পুত্র—সন্তোষ তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণচরণ পঞ্চানন, জগন্নাথ সিদ্ধান্ত ও কাশীনাথ সার্ব্বভৌম। সন্তোষ রামকৃষ্ণ রায়ের ও মনোহর রায়ের দানভাজন ছিলেন (নদীয়ার ২৯৯৩৫ নং তায়দাদ)। সন্তোষের তিন পুত্র—বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি ও অমর ন্যায়বাগীশ—কেহই ১২০২ সনে জীবিত ছিলেন না। বিশ্বনাথের পুত্রদ্বয় বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন ও গুরুপ্রসাদ চূড়ামণি, রামনাথের পুত্রত্রয় শিবনাথ বিদ্যাপঞ্চানন, ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ও দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এবং অমরের পুত্রদ্বয় হরনাথ তর্কসরস্বতী ও শম্ভুনাথ শিরোমণি সকলেই বংশবাটীর খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। ব্রজনাথ ১২৩০ সনে জীবিত ছিলেন না (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪৯)। তাঁহার পুত্র কৈলাশনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ (১২৮৫ সনে স্বর্গত) নৈয়ায়িক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কৃতী পুত্রদ্বয় তারকনাথ তত্ত্বরত্ন (২৪।৬।১২৩৩—৩।৫।১২৯৬) ও অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি কালধর্ম্মে নব্যন্যায়ের চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন এবং উভয়েই বর্দ্ধমান রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। দেবনাথের চতুষ্পাঠীতে নানাদেশীয় বহু ছাত্র অধ্যয়ন করে[৩]—তন্মধ্যে অনেক দ্রাবিড়ী ছাত্রও ছিল (এডু° গেজেট, ৩।১০।১৩২০ সন)। বান্দাপাড়া পল্লীতে তাঁহার টোলবাড়ী ছিল। শ্রীরাম শিরোমণির বিচারে তিনিও মধ্যস্থ ছিলেন (সম্বাদ-ভাস্কর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪)। ১২৪০ সনে দেবনাথ স্বর্গত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন ও তৎপুত্র মহেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চানন (ব্রজকুমার বিদ্যারত্নের ছাত্র, ১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ৯) বংশের শেষ নৈয়ায়িক। মহেন্দ্রনাথের ছাত্র (বাক্‌লানিবাসী) শ্রীনাথ তর্কালংকার অধ্যয়নান্তে বংশবাটীতেই অধ্যাপনা করেন—১৩১৬ সনের আষাঢ়ে তাঁহার মৃত্যু হইলে বাঁশবাড়িয়া বিদ্যাসমাজ ২২৫ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া স্মৃতিশেষ হইয়াছে।

২। স্থানীয় ইতিহাসে পণ্ডিতদের নাম কদাচিৎ কীর্ত্তিত হয়—কুমার মুনীন্দ্রদেব পুরোহিত মহেশচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট জানিয়া বংশবাটীর ২৫ জন পণ্ডিতের নাম উদ্ধার করিয়াছিলেন (পূর্ণিমা, ১৩০৯, প ২৭১-৩)। কৃষ্ণদাসবংশীয় কেবল মাধব ন্যায়ালংকারের নাম তাঁহার তালিকায় পাওয়া যায়। অনুমান ১১৯৫ সনের বাঁশবাড়িয়ার ব্রাহ্মণবিদায়ের একটি কৌতুকজনক ফর্দ্দ আমাদের হস্তগত হইয়াছে—মোট ১৪৪ জনের মধ্যে ২৬ জন ছিলেন 'ভট্টাচার্য্য' অর্থাৎ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং ২৪ জন উপাধিধারী, কিন্তু ভট্টাচার্য্য নহেন। বিদায়ের পরিমাণ ২৲ হইতে ৵০। অধ্যাপকদের নামমালা যথা—রামনাথ বাচস্পতি (২৲), আত্মারাম ন্যায়ালংকার (২৲), রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, রাজারাম তর্কবাগীশ, রামশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, রামকিশোর ন্যায়-পঞ্চানন, বিষ্ণুরাম বাচস্পতি, শিবনাথ বিদ্যাপঞ্চানন, হরনাথ তর্কসরস্বতী, ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ, হরপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, গণেশ ন্যায়বাগীশ, রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ঘনশ্যাম তর্কপঞ্চানন, পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ বিদ্যালংকার, কৃষ্ণনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রঘুবীর শিরোমণি, শরণ তর্কালংকার, রামচন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন, গোপাল তর্কালংকার, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, রাঘবেন্দ্র তর্কভূষণ, রামচন্দ্র ন্যায়ালংকার (।৹) ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (৸৹)—বাকী সব ১৲। গণেশ ১২৩১ সনে ৬৫ বৎসর বয়সে মারা যান (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ২৮৬)। বৃদ্ধ রামনাথের সঙ্গে তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের পৃথক্ নামোল্লেখ লক্ষণীয়। অনেকেরই পরিচয় অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৩। লেখকের প্রপিতামহ বৈদ্যনাথ তর্কভূষণ (১১৯৬-১২৭১ সন) নবদ্বীপে না পড়িয়া, বাঁশবাড়িয়ায় দেবনাথের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

ইলছোবার ভট্টাচার্য্যবংশে (কাঁটাদিয়া বন্দ্য হিরণ্যের সন্তান) রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের দানভাজন খিনোদরাম ভট্টাচার্য্যের তিন পুত্র—রামশঙ্কর তর্কবাগীশ, আত্মারাম ন্যায়ালংকার ও রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। ইঁহাদের প্রত্যেকে ইলছোবায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মারাম রাজা গোবিন্দদেবের সাহায্যে বংশবাটীতে তাঁহার বিখ্যাত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন (হুগলীর ৩০৫২০ নং তায়দাদ)—তাঁহার ও রামপ্রসাদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির অদ্যাপি বংশবাটীতে বিদ্যমান আছে। রামপ্রসাদের কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য (পৃ. ২৮২-৩)। আত্মারাম প্রায় শত বৎসর বয়সে ১২০৯ সনেও জীবিত ছিলেন—তাঁহার দুই পুত্র রামচন্দ্র ন্যায়ভূষণ ও লক্ষ্মণ ন্যায়বাগীশ উভয়েই তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র ভৈরবচন্দ্র তর্কবাচস্পতিই আত্মারামের চতুষ্পাঠীর যোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ১২৩২-৩৩ সনে তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন মাতৃগর্ভে ছিলেন। এই বংশীয় জগন্নাথ বিদ্যালঙ্কার ও রঘুবীর শিরোমণি বংশবাটীতে চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন। আমরা বংশবাটীর শতাধিক পণ্ডিতের নাম সংগ্রহ করিয়াছি—তন্মধ্যে ব্রহ্মণ্যদেব ন্যায়রত্ন ও হরদেব বিদ্যাবাচস্পতি বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে কীর্ত্তিমান্ নৈয়ায়িক ছিলেন। বংশবাটী ও ত্রিবেণীর সংলগ্ন বিষপাড়া, শিবপুর, নিত্যানন্দপুর, ডুমুরদহ প্রভৃতি স্থানে পুরুষানুক্রমে বহু পণ্ডিতগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল এবং আমরা বহুতর নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ইংরাজ-শাসনের আরম্ভকালে ডুমুরদহের বাবুরা বিদ্যোৎসাহের পরিবর্ত্তে ডাকাতের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কুখ্যাত হইয়াছিল।

বিক্রমপুর ঃ বঙ্গদেশে বহুকাল যাবৎ নবদ্বীপের পরই বিক্রমপুর বিদ্যাসমাজের গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল (*Notices of Sans. Mss.*, XI, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। Taylor সাহেব লিখিয়াছিলেন—"Bickrampore is the principal seat of Sanskrit learning in this part of the country and ranks next to Nuddea in celebrity." (*Topography of Dacca*, p. 272)। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুর, সোণারগাঁ প্রভৃতি ঢাকা জিলার যাবতীয় অংশে চতুষ্পাঠীর মোট সংখ্যা ছিল ১২৫—তন্মধ্যে ৩৫টি ন্যায়ের চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ২২৭ (অর্থাৎ প্রতি টোলে ন্যায়পাঠার্থীর সংখ্যা গড়ে ছিল প্রায় ৭) এবং পাঠ শেষ করিতে ১২ বৎসর লাগিত (ঐ, p. 273)। অর্দ্ধশতাব্দী পরে শাস্ত্রব্যবসায়ের ক্রমাবনতির ফলে সারস্বত সমাজাদির প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জিলায় টোলসংখ্যা ছিল মোট ৮৮ (মহেশ ন্যায়রত্নের *Rep. on the Tols* পরিশিষ্ট, ২৩৯-৩২৬ সং)—তন্মধ্যে ন্যায়ের টোল ছিল মাত্র ১৩ (ছাত্রসংখ্যা মোট ৬১)। বিক্রমপুরের নানা স্থানে বহু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল—আমরা কতিপয় 'ষোল আনা' বিদায়াধিকারী প্রধান নৈয়ায়িকের নামপরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। কালীশঙ্কর প্রভৃতি কয়েকটি নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৪৬-৭)। কমল সার্ব্বভৌমের ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন (অধুনা নদীমগ্ন) 'বিষ্ণুপুর'-নিবাসী তারিণীচরণ শিরোমণি—ইঁহার অসামান্য ক্ষমতার কথা আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি। তদ্রচিত নব্যন্যায়ের 'পত্রিকা' এক সময়ে বিক্রমপুর সমাজে চলিয়াছিল। কমল সার্ব্বভৌমের অব্যবহিত পরে বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন 'চিত্রকরা'র ভট্টাচার্য্যবংশীয় গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ত্রিবেণীর রামদাস তর্কবাচস্পতির ছাত্র, ১২৭৫ সনের শ্রাবণ মাসের কিছু কাল পূর্ব্বে স্বর্গত)। ঐ সময়ে 'ইছাপুরা'র ভট্টাচার্য্যবংশীয় কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন (১২১৭-৮৮ সন) ও তদীয় জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র

তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতিও প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। কাশীকান্তের পিতা গৌরীকান্ত তর্কবাগীশ ও পিতামহ গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং বন্দ্যবংশীয় সমৃদ্ধ কুলীন হইলেও ইঁহারা সমাজে ভট্টাচার্য্য পদবী দ্বারা পুরুষানুক্রমে সম্মানিত ছিলেন। কাশীকান্ত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন—তাঁহার চতুষ্পাঠীতে কাশ্মীবাসী ও দ্রাবিড়ী অনেক ছাত্র ছিল।[৪] তারিণীচরণ নব্যন্যায়ে অধিকতর ব্যুৎপন্ন ও বিচারপটু ছিলেন, কিন্তু অল্পায়ু হইয়াছিলেন। ইঁহাদের কিছু পরে কমল সার্ব্বভৌমের শেষ সময়ের ছাত্র অসাধারণ বুদ্ধিজীবী পয়সাগ্রামনিবাসী সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন এবং গোলোক সার্ব্বভৌম ও গোলোক ন্যায়রত্নের ছাত্র বজ্রযোগিনীনিবাসী অসাধারণ মেধাবী প্রসন্নকুমার তর্করত্নের নাম বাঙ্গলার পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত ছিল। ১৩০০ সনের আরম্ভে প্রসন্নকুমার স্বর্গত হইলে 'কুষদি'-নিবাসী 'মহামহোপাধ্যায়' রাসমোহন সার্ব্বভৌম (১৩০৯ সনে স্বর্গত, কাশীকান্ত ও বর্দ্ধমানের ব্রজকুমার বিদ্যারত্নের ছাত্র) এবং দক্ষিণপার মাঐসার-নিবাসী গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন (গুপ্তিপাড়ার গঙ্গাধরের ছাত্র, ১৩১৭ সনে স্বর্গত) বিক্রমপুর সমাজের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সারদাচরণ সারস্বত সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম 'অধ্যক্ষ' ছিলেন (১২৮৫-৯২ সন)। রাসমোহন প্রথম জীবনে কাশ্মীরাধিপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ. ৩৩০)।

বিক্রমপুর, কাঠিয়াপাড়ানিবাসী দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার নবদ্বীপে গোলোক ন্যায়রত্নের ছাত্র ছিলেন—হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপস্থ পাকা টোল ও কাঁচা টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন (মোট ছাত্রসংখ্যা ৫০, অধিকাংশই অবাঙ্গালী—মহেশ ন্যায়রত্নের Report দ্রষ্টব্য), কিন্তু ২ বৎসরের (১২৯৭-৮ সন) বেশী তিনি নবদ্বীপে থাকিতে পারেন নাই। ২৫।১০।১৩০১ সনে তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন। মৃত্যুকালেও তাঁহার টোলে ৪ জন ছাত্র ছিল। মহেশ ন্যায়রত্নের তালিকা হইতে আমরা তিন জনের নামোল্লেখ করিব—গুণগাঁর গঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন (ছাত্রসংখ্যা ১১, ৫।১২।১৩০০ সনে মৃত্যু), কামারখাড়ার চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার (ইছাপুরার তারিণীচরণের ও নদীয়ার হরমোহনের ছাত্র, ছাত্রসংখ্যা ৬) এবং বজ্রযোগিনীর প্রসন্নকুমার তর্কনিধি (সারদাচরণের ছাত্র, ছাত্রসংখ্যা ৯)। তর্কনিধি পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অকালে পরলোক গমন করেন। দক্ষিণ-বিক্রমপুরে ও সংলগ্ন পরগণায় পূর্ব্বে বহু প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তন্মধ্যে ধানুকানিবাসী দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌম ও জপ্সানিবাসী কালীনাথ তর্কভূষণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—উভয়েই চন্দ্রনারায়ণপুত্র রাধাকান্ত শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং পরে যথাক্রমে উত্তরপাড়ার জয়শঙ্কর ও নদীয়ার শ্রীরাম শিরোমণির নিকট পাঠ সমাপ্ত করেন। ইঁহাদের সমকালীন রাজনগরের ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন—সংস্কৃত পরীক্ষার সৃষ্টি হইলে প্রথম বৎসর ১৮৭৯ সনের পরীক্ষায় তর্কশাস্ত্রে উত্তীর্ণ ৮ জনের মধ্যে ঈশানচন্দ্রের ছাত্র প্রসন্নচন্দ্র তর্কালঙ্কার অন্যতম।

কমল সার্ব্বভৌমের সময়ে অনেক বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন, যাঁহাদের নাম স্মরণীয়। অধুনা নদীমগ্ন হাতারভোগনিবাসী কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার নবদ্বীপে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন,

৪। প্রবন্ধলেখকের পিতামহ রামকুমার ন্যায়ভূষণ (১২৩৪-৭৮) কাশীকান্তের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং খুল্লপিতামহ জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম (১২৩৮-১৩১৫ সন) তারিণীচরণের ছাত্র ছিলেন।

কিন্তু অল্পায়ু হইয়াছিলেন। বটেশ্বরনিবাসী চট্টবংশীয় মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণের পুত্র কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার বিশেষ অভিমানী ছিলেন এবং দেশের নিমন্ত্রণেও পাল্কীতে যাতায়াত করিতেন। শ্রীরাম শিরোমণি নামে দুই জন নৈয়ায়িক ছিলেন—একজন সাবাজনগরের ও একজন গুণগাঁর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে করগাঁর রঘূত্তম তর্কালঙ্কার ও ভীবসারার রাজারাম তর্কবাগীশ প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজা রাজবল্লভের সংগৃহীত ব্যবস্থাপত্রে নানাদেশীয় বহু পণ্ডিতের স্বাক্ষর থাকিলেও বিক্রমপুরের কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষর নাই। অনুমান হয়, তাঁহার আন্দোলনে বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিতগণ যোগদান করেন নাই।

বেলপুখরিয়া: রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে বিল্বপুষ্করিণীর ঠাকুরবংশ চিরবিখ্যাত। সাগরদিয়া বন্দ্যবংশে রত্নগর্ভের (মহাবংশ, পৃ. ১১০) প্রপৌত্র রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন—তাঁহার বংশ ও শিষ্যমণ্ডলী বাঙ্গলার বহু স্থানে বিরাজমান এবং বহুতর সাধক ও পণ্ডিত এই বংশের বিভিন্ন শাখায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিজ বেলপুকুরে দুইটি মাত্র ধারা বিদ্যমান আছে এবং তন্মধ্যেই আমরা অন্যূন ৬০ জন উপাধিধারী পণ্ডিতের নাম পাইয়াছি। এই গুরুতাব্যবসায়ী ইষ্টনিষ্ঠ বংশে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের অসদ্ভাব ছিল না এবং তাঁহাদের দ্বারা বেলপুকুর নদীয়া জিলায় একটি গণনীয় বিদ্যাসমাজে পরিণত হইয়াছিল। আমরা একটি নৈয়ায়িকবহুল ধারার উল্লেখ করিতেছি। রামচন্দ্রের এক বৃদ্ধপ্রপৌত্র গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (রামচন্দ্র—রামগোবিন্দ ন্যায়ালংকার—মহাদেব ন্যায়বাগীশ—রামগোপাল তর্কবাগীশ—গোপীনাথ) তাঁহার সময়ে বেলপুকুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রাদ্ধে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—নিমন্ত্রণপত্রী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতিও নৈয়ায়িক ছিলেন (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন, নদীয়ার ১৮৯৭৩নং তায়দাদ, দানপত্রের তারিখ ১৫।৮।১১৬৯ সন)। পার্ব্বতীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্রই আদি মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১১ বৈশাখ ১২৯৭ সনে ৭৪ বৎসর বয়সে স্বর্গত)। তিনি নদীয়ার শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। কাউয়েল সাহেব লিখিয়াছেন (পৃ. ৯৩), ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২; ১১ জন দেশী ও ১১ জন বিদেশী (মিথিলা, বর্দ্ধমান ও দিল্লীনিবাসী)। দেখা যায়, তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার টোলেই ন্যায়পাঠার্থীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল—নদীয়ার রঘুমণি-হরমোহন-ভুবনমোহনের সংযুক্ত বৃহত্তম টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১। প্রসন্নচন্দ্র সুকবি ও আলঙ্কারিকরূপেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন (১৩০৬ সনে স্বর্গত) উৎকৃষ্ট নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন—শব্দশক্তিপ্রকাশিকার সমাসপ্রকরণের একটি সমীচীন টীকা তৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। প্রসন্নচন্দ্রের শেষ সময়ের দুই জন ছাত্র মথুরেশ ও হিরণ্যচন্দ্র ১৮৮৮ সনে তর্কতীর্থ হইয়াছিলেন। বাক্‌লা, রহমৎপুরের বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও যশোহর তালখড়ির ব্যোমকেশ তর্কসিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি লাভ করেন।

ভট্টপল্লী: "প্রায় ১০০ বৎসর হইতে পণ্ডিতস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে" (এডুকেশন গেজেট, ২৯।৩।১২৯৭ সংখ্যা)। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কামালপুরের ভট্টাচার্য্যবংশীয় বাণেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের ন্যায়ের টোল ভাটপাড়ায় বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। ইংরাজশাসনে শাস্ত্রব্যবসায়

ক্রমশঃ সর্ব্বত্র উচ্ছন্ন হইতে থাকিলে গুরুতাব্যবসায়ী ভট্টপল্লীর ঠাকুরবংশই অগ্রণী হইয়া প্রায় ১৫০ বৎসর যাবৎ শাস্ত্রচর্চ্চা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভাটপাড়ার এই কৃতিত্ব বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ-সঙ্কলিত 'ভট্টপল্লীবাশিষ্ঠবংশপরিচয়' গ্রন্থে (১৩৩০ সনে প্রকাশিত) এই সুবিখ্যাত ঠাকুরবংশের বিবরণ সকলের দ্রষ্টব্য। 'প্রথম' নৈয়ায়িক রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ৫ হইতে আরম্ভ করিয়া এই বংশে অন্যূন ৩০ জন নৈয়ায়িক ছিলেন। তন্মধ্যে প্রধানতঃ তিন জনের দ্বারাই ভট্টপল্লীর খ্যাতি বিদ্বৎসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হলধর তর্কচূড়ামণি (১১৯৭—কার্ত্তিক ১২৫৮ সন) স্ববংশীয় জনার্দ্দন বিদ্যাবাচস্পতির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১২৫৫ সনে প্রকাশিত 'কায়স্থকৌস্তুভে'র ৩য় সংখ্যায় একটি ব্যবস্থাপত্রে ৩৯ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে—তন্মধ্যে ভাটপাড়ার হলধরের পরিচয়শ্লোক এই (পৃ. ১৫৫) :—

ইঁহ মহামহোপাধ্যায় ব্রহ্মঠাকুর মহাশয়।
গৌড়দেশের গুরু কল্পতরু প্রভু বিদ্যাময়॥

দীনবন্ধুর 'সুরধুনী' কাব্যেও আছে (দশম সর্গ) :—

হলধর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রবিৎ।
ন্যায়ের টিপ্পনী সাধু যাহার রচিত॥

অর্থাৎ তিনি 'পত্রিকা' রচনা করিয়া নব্যন্যায়ে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। আমরা নৈহাটীতে 'হলধরীয়ঃ পন্থাঃ' এক পত্র দেখিয়াছিলাম। হলধরের ছাত্র যদুরাম সার্ব্বভৌম এবং ইঁহাদের উভয়ের ছাত্র স্বনামধন্য আদি মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন (২৮।৫।১২৩৬—২।৮।১৩২১ সন)—জীবদ্দশায়ই (১৩১২ সনে) 'কাশীবাস' গ্রন্থে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছিল। মহেশ ন্যায়রত্নের লেখানুসারে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও পত্রিকাকার ছিলেন এবং নব্যন্যায়ে তাঁহার স্বোদ্ভাবিত অনেক নূতন কৌশল ভট্টপল্লীতে অদ্যাপি আলোচিত হয়। ন্যায়শাস্ত্রে তদ্রচিত তত্ত্বসার, অদ্বৈতবাদখণ্ডন, দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদ, গদাধরন্যূনতাবাদ ও শক্তিবাদরহস্য-প্রকাশ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং বহু ক্রোড়পত্র ও বাদগ্রন্থ অমুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার সহোদর ও ছাত্র নানা গ্রন্থকার সুকবি বিচারপটু তারাচরণ তর্করত্ন (চৈত্র ১২৪২—২১।৬।১২৮৮ সন) কাশীরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অপর ছাত্র মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফাল্গুন ১২৫৪—২১।৯।১৩২৬ সন) মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরূপে এ যুগের অতুলনীয় ছাত্রসম্পৎ লাভ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত পরীক্ষার সৃষ্টি হইতে রাখালদাসের মাত্র ৪ জন ছাত্র 'তর্কতীর্থ' হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'তর্কতীর্থ' উপাধিধারী বিচারমল্ল নবীনচন্দ্র (১২৬০-১৩৩৫ সন) হইতে আরম্ভ করিয়া বহুতর তর্কতীর্থ-পুষ্ট শিবচন্দ্রের সাক্ষাৎ ছাত্রসম্প্রদায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নব্যন্যায়ের

৫। রামগোপাল নদীয়ায় গদাধরের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন (উক্ত বংশপরিচয়, পৃ. ৫৩), ইহা সম্পূর্ণ অমূলক কথা। গদাধরের মৃত্যুকালে (১১১৫ সনে) রামগোপালের জন্ম হইয়াছে কি না সন্দেহ। প্রকৃত পক্ষে গদাধরের সমকালীন ছিলেন রামগোপালের প্রপিতামহ রামনাথ ঠাকুর, যিনি ১৫৯৩ শকে (=১৬৭১-২ খ্রীঃ) স্বহস্তে অমরকোষের অনুলিপি করিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ১৩)।

চর্চ্চা, যে ভাবে ঘোরতর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহাই ভট্টপল্লীর শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে গ্রহণীয়। শিবচন্দ্র কুসুমাঞ্জলির টীকা রচনা করিয়াছিলেন—কিয়দংশ 'বিদ্যোদয়ে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ: এক সময়ে নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় বিখ্যাত ছিল এবং এই জিলার নানা স্থানে বহু বিদ্যাসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ওয়ার্ড সাহেব মহুলার নাম করিয়াছেন (১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০), অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে ঐ স্থানই তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিখ্যাত হইয়াছিল। মহুলার বিখ্যাত বাগীশ-বংশে পূর্ণকাম ন্যায়বাগীশ এবং অপর একটি বংশে ভৈরব তর্কবাগীশ প্রায় সমকালীন এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন—উভয়েই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কাসিমবাজারের সন্নিহিত ব্যাসপুর পল্লীতে কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন অধ্যাপনা করিতেন। তিনি পরে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতও হইয়াছিলেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২৫)। তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি নবদ্বীপকেও তৎকালে অভিভূত করিয়াছিল। 'সুরধুনী' কাব্যে তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

> সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। করিতেন নিজ টোলে বিদ্যা বিতরণ॥
> নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়। হইল পণ্ডিত কত তাঁহার কৃপায়॥
> কাশিমবাজারে তাঁর ছিল বাসস্থান। মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান॥ (সপ্তম সর্গ)

অ্যাডাম সাহেব বিশেষভাবে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (3rd Rep., Long's ed., p. 181), "Possesses a distinguished reputation amongst learned natives throughout Bengal. Several of his pupils are settled as teachers of learning at Nuddea." তিনি স্বয়ং গদাধরবংশীয় নদীয়ার কান্ত বিদ্যালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন এবং হেত্বাভাসখণ্ডে তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব কৌশল আয়ত্ত করিতে নদীয়া প্রভৃতি সমাজের ছাত্রগণ দলে দলে মুর্শিদাবাদ গমন করিত। তাঁহারও নব্যন্যায়ের পত্রিকা ছিল। তাঁহার সাক্ষাৎ ছাত্রদের মধ্যে নদীয়ার শ্রীরাম শিরোমণি ও রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভ্রাতৃদ্বয় এবং মৈমনসিং জিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মনোহর তর্কভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনাথ স্বয়ং এবং তাঁহার এই ছাত্রত্রয় সকলেই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ জানা আবশ্যক যে, নিজ বরেন্দ্রভূমি রাজসাহী অঞ্চলে নব্যন্যায়ের চর্চ্চা বহু কাল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল—অ্যাডামের গ্রন্থে নাটোর থানার যে ৩৮টি টোলের বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল (C. U. ed., pp. 561-78), তন্মধ্যে মাত্র দুইটিতে ২।৪ জন মাত্র ন্যায়ের ছাত্র ছিল। নাটোরের নিকটবর্ত্তী মাটিকোপা গ্রামে রাণী ভবানীর সময়ে রমানাথ তর্কপঞ্চানন নামে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার টোলে বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। রাজসাহীর একটি পুথিতে আমরা তাঁহার জন্মশকাব্দ ১৬৭৪ (=১৭৫২-৩ খ্রী:) লিখিত দেখিয়াছি। নদীয়ার মাধব সিদ্ধান্তের ছাত্র বাসুদেবপুরের হরিকিশোর তর্কবাগীশ (আশ্বিন ১৩০২ সনে ৭২ বৎসর বয়সে কাশীপ্রাপ্ত) 'ন্যায়পদার্থতত্ত্ব' (১২৭৯ সন) রচনা করিয়া প্রাচীন ন্যায়ের পুনঃ প্রবর্ত্তন কামনা করিয়াছিলেন—উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ড ও তৎকৃত গৌতমসূত্রের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয় নাই। তিনি এবং কোঁড়কদির রামধনের ছাত্র নাটোরের সভাপণ্ডিত পীতাম্বর তর্কালঙ্কার (১৩২৬ সনে স্বর্গত) নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা করেন নাই। বারেন্দ্র সমাজে নব্যন্যায়ের চর্চ্চা ব্যাপকভাবে মুর্শিদাবাদেই প্রচারিত ছিল।

১২৯৩ সনের চৈত্র মাসে কাসিমবাজারের রাজা আশুতোষনাথ রায়ের জননী পূতশীলা অন্নাকালী দেবী মুর্শিদাবাদে 'জুবিলী' চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদান্তাদির সহিত নব্যন্যায়চর্চ্চারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চার ইতিহাসে ইহাও একটি স্মরণীয় ঘটনা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক, আদি মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি (চৈত্র ১২৩০—মাঘ ১৩১১ সন) এই চতুষ্পাঠীর প্রথম অধ্যক্ষ এবং তাঁহার সময়ে ইহার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল। শ্রীরাম শিরোমণি নদীয়ার মাধব সিদ্ধান্তের ছাত্র ছিলেন। ১৮৯১ সনে এখানে সকল বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা ছিল মোট ৪২—যদিও সংস্কৃত পরীক্ষায় শ্রীরামের কোন ছাত্র তর্কতীর্থ হন নাই। ঐ সময়ে অনেক সমাজে পরীক্ষাপ্রণালীর সার্থকতা স্বীকৃত হইত না। কথিত আছে, শ্রীরাম শিরোমণি তর্কশাস্ত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া প্রশ্নপত্র প্রেরণকালে লিখিয়াছিলেন, "আশা করি কেহই উত্তর করিতে পারিবে না!" (প্রশ্নের অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হইলে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রশ্নকারীর পরাজয় কল্পিত হয়)। শ্রীরাম বারেন্দ্র শ্রেণীর প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যবংশের সন্তান (কাশ্যপ গোত্র, ভাদুড়ীবংশ, নগেন বসুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ, পৃ. ১৪৮-৯ বংশাবলী দ্রষ্টব্য) এবং গম্ভীর-প্রকৃতি ও চরিত্রবান্ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

মূলাজোড়ঃ ১২৭৯ সালে এই স্থানে অতি মনোহর পরিবেশের মধ্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী অট্টালিকায় যে 'সংস্কৃত কালেজ' স্থাপিত হয়, সুপ্রসিদ্ধ হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের অধ্যক্ষতাকালে তাহাই বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্গদেশে নব্যন্যায়চর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু অন্ততঃ ২৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মূলাজোড় গ্রাম তদঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজ ছিল এবং তাহার প্রধান পাঠ্য ছিল নব্যন্যায়—ইহা এখন বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। মূলাজোড়ের আদি নাম ছিল 'শ্রীরামপুর' এবং এখানকার প্রাচীনতম ভট্টাচার্য্যবংশ হইল শাণ্ডিল্যগোত্র, সিন্দুরামল্ল বাড়ুরি, সিদ্ধশ্রোত্রিয় বিদ্যাবল্লভের সন্তান। বিদ্যাবল্লভের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার চতুষ্পাঠীর ভিটি অদ্যাপি প্রদর্শিত হয়। নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণ (রাজত্বকাল ১০৯৬—১১১০ সন) তাঁহাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন (নদীয়ার ২০৩৩২ নং তায়দাদ)—অর্থাৎ তাঁহার অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৭০০ খ্রী.। তাঁহার বংশে পরে কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। এতদঞ্চলে বঙ্গভূষণ চট্টবংশীয় তপনের সন্তান নানা স্থানে বিদ্যমান আছে—তাঁহাদের মধ্যে বহুতর বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মূলাজোড়ের তিনটি ধারার কথা উল্লেখযোগ্য। রামতনু ন্যায়ালঙ্কার একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন (নদীয়ার ৩৩০৪২ নং তায়দাদ—১২০২ সনেও তিনি জীবিত ছিলেন)—তাঁহার স্থাপিত শিব, তাঁহার বংশধর এবং তাঁহার নামযশ অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে। প্রবাদ আছে, 'নিশার ডাকে' সাড়া দিয়া কোন সময়ে রামতনুর চতুষ্পাঠীর সমস্ত ছাত্র একযোগে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছিল। তপনের অপর এক ধারায় কৃষ্ণদেব বাচস্পতির পৌত্র বিনোদরাম ন্যায়ালঙ্কার ('বুনো' ন্যায়ালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ) নৈয়ায়িক ছিলেন—তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১।১।১১৩৫ সনে দানপত্র) ও মনোহর রায় মহাশয়ের (১১।১১।১১৪৪ সনের দানপত্র) দানভাজন ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিরাম তর্কবাগীশও নৈয়ায়িক ছিলেন। হরিরামের চতুর্থ পুত্র রূপনারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি (২২।১২।১১৮৭—২৯।৫।১২৪০ সাল) এই ধারার শেষ পণ্ডিত এবং একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি নৈহাটীর মাণিক্য তর্কভূষণের

ছাত্র ছিলেন। বুঝা যায়, শঙ্কর বাচস্পতির পর এতদঞ্চলে মাণিক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। শঙ্করের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকিশোর তর্কবাগীশ মূলাজোড়নিবাসী ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—রামরুদ্র তর্কভূষণ, শিবনারায়ণ বিদ্যাভূষণ (নিঃসন্তান) ও গঙ্গানারায়ণ। জ্যেষ্ঠ রামরুদ্র ও কনিষ্ঠ গঙ্গানারায়ণের বিস্তৃত বংশধারা মূলাজোড়ের 'বড় বাড়ী' ও 'ছোট বাড়ী' নামে সুপরিচিত—ইঁহারা নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের গোষ্ঠী। গঙ্গানারায়ণের মধ্যম পুত্র তারকনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ছোট বাড়ীর প্রদীপ। রামরুদ্রের তিন পুত্র—হরনারায়ণ বিদ্যাসাগর, ভগবান্ ন্যায়বাগীশ ও রামরাঘব শিরোমণি। ভগবানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ছাত্র—রামনাথ তর্কপঞ্চানন মূলাজোড়ের শেষ শাস্ত্রব্যবসায়ী মহাপণ্ডিত—১২৯৮ সালে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। ভগবানের মৃত্যুকালে রামনাথের পাঠ সমাপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং ইছাপুরের রামপ্রাণ শিরোমণির পাঠাবস্থা—রামপ্রাণকে লইয়াই তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং প্রথমাবস্থায় নৈহাটীর রামকমল ন্যায়রত্নের নিকট কূট স্থলে গ্রন্থিভেদ করিয়া লইতেন। রামনাথ ও তাঁহার পিতৃব্য রামরাঘবের ৩০।৩৫ জন ন্যায়পাঠার্থীর শাস্ত্রালাপমুখরিত চতুষ্পাঠীগৃহ নিশ্চিহ্ন করিয়া, তাহার উপর দিয়া এখন রেলগাড়ীর মধুর ধ্বনি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রগতি ঘোষণা করিতেছে। খানাকুলের নৈয়ায়িক ধর্ম্মদাস শিরোমণি (১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ৩, ১৩২৬ সনে ৭০ বৎসর বয়সে স্বর্গত) রামনাথের নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার অনেক মৈথিল ছাত্রও ছিল। রামরাঘবের এক ছাত্র ১৭৬৮ শকাব্দে অনুলিখিত 'জলাশয়োৎসর্গ-প্রয়োগে'র শেষে (৪৮।১ পত্রে) গুরুস্তুতি করিয়াছেন (শেষ পাদটি ছন্দোদুষ্ট) :—

> শ্রীমূলাজোড়বাসী তপনকুলবশী বঙ্গকূলাগ্রমান্যঃ
> শ্রীমান্ দাতা সুধীরঃ সুচতুরবড়িশীপ্রখ্যবিদ্যাবিনোদঃ।
> শ্রীঘানশ্যামবংশী সকলজনবশী সভ্যসংঘেষু মান্যঃ
> শ্রীমদ্রামরাঘবশিরোমণির্বিজয়তেঽস্তে তথা ভট্টকঃ॥

শঙ্কর বাচস্পতির পিতার নামই ঘনশ্যাম। ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিশব্দটি অভিনব এবং কৌতুকজনক—'বড়িশীপ্রখ্যবিদ্যা'। মূলাজোড়ের সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠাকালে অনেকে তাহার অধ্যাপকত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে রামনাথ ও কাউগাছির পতিতপাবন্ অন্যতম।

মেঘনার পূর্ব্বকূল—ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্ত ও শেষ সীমা। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগেও অনেক বিদ্যাসমাজ বহু শতাব্দী ধরিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর নব্যন্যায়ের চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে চাটিগ্রামে তিন জন নৈয়ায়িক খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন—মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন (নবদ্বীপে শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্র), কেবলরাম ন্যায়পঞ্চানন ও বৃন্দাবন ন্যায়ভূষণ। কিন্তু চাটিগ্রামে ও নোয়াখালির ভুলুয়ায় পৃথক্ ন্যায়ের চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল না। শূরবংশীয় রাজাদের পোষকতায় পূর্ব্বাঞ্চলে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভুলুয়া প্রসিদ্ধ বিদ্যাস্থানে পরিণত হইয়াছিল—লক্ষ্মণ মাণিক্যের সময়ে ইহা ছিল, "ন্যায়াদিগ্রন্থবীথীবিচরণপটুভির্ভূষিতা ভূমিদেবৈঃ" (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৩, পৃ. ৩৯৩-৪ দ্রষ্টব্য)। আমরা ভুলুয়ার কয়েক শত পণ্ডিতের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে খিলপাড়ানিবাসী (শঙ্কর পঞ্চাননের ছাত্র) রামকিশোর তর্কভূষণ-প্রমুখ নৈয়ায়িকও বহু ছিলেন, কিন্তু কেহই অনুমানখণ্ডের ছাত্র পান নাই—অনেকেই ব্যাকরণ ও শব্দখণ্ডে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। উত্তরদেশে

ত্রিপুরার মেহেরকুল পরগণায় বুড়ীচঙ্গের ভট্টাচার্য্যবংশ (ভরদ্বাজ, ডিংসাই) নব্যন্যায়ের চর্চায় পূর্ব্বকূলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কারের ধারায় বহু নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার এক পৌত্র তান্ত্রিক সাধক গঙ্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন (১২৩০ সালে স্বর্গত) ও তৎপুত্র রামশরণ তর্কভূষণ (নদীয়ার শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র, ১২৪৫ সনে স্বর্গত) বংশের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। শরণ তর্কভূষণের কতিপয় দ্রাবিড়ী ছাত্র ছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। বাসুদেবের শেষ পক্ষের পুত্র রামগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ও জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র রামরাম ন্যায়বাগীশ গঙ্গাপ্রসাদের সমকালীন ছিলেন। বাসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শঙ্কর তর্কবাগীশের ছয় পুত্রই নৈয়ায়িক ছিলেন—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ তর্কসিদ্ধান্ত (নদীয়ার শিবনাথের ছাত্র) ও দ্বিতীয় লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার (বিক্রমপুরের কালীশঙ্করের ছাত্র, ১০ পৌষ ১২৪৭ সালে স্বর্গত) তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। সুদীর্ঘজীবী বাসুদেবের পর তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র সৃষ্টিধর তর্কবাগীশ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বংশের নায়ক ছিলেন। বাসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন—তাঁহার পুত্র রামশরণ তর্কবাগীশ নবদ্বীপেই ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। কুমিল্লা নগরীর উপকণ্ঠে কান্দিরপাড়ের ভট্টাচার্য্যবংশে (শাণ্ডিল্য, বন্দ্যঘটী) গদাধর তর্কালঙ্কারের তিন পুত্র রামরাম ন্যায়বাগীশ (১২২৭ সনে মৃত), লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন (১২২২ সনে মৃত) ও কালীকান্ত শিরোমণি (১২২৫ সনে মৃত) এবং তাঁহাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলকণ্ঠ বাচস্পতি প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

নূরনগর পরগণায় বিদ্যাকুটের কাশ্যপ ভট্টাচার্য্যবংশে বহু নৈয়ায়িক ছিলেন—গোপীরমণের ধারায় রামদেব পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র শ্রীকান্ত বিশারদ ও চাঁদ সার্ব্বভৌম এবং চাঁদের ৭ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্যাম বিদ্যালঙ্কার (বৈশাখ ১২৫৬ সনে ত্রিপুরাধিপতির সহিত বজ্রাঘাতে মৃত্যু) ও কালিদাস তর্কালঙ্কার (উভয়েই নদীয়ার কাশীনাথ চূড়ামণির ছাত্র) তন্মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন। বাউরখণ্ডের গৌতমবংশে চন্দ্রশেখর তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র 'বাঘা' কৃষ্ণকান্ত তর্কবাগীশ এবং এক পৌত্র বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। লেসিয়ারার ভট্টাচার্য্যবংশে বহু নৈয়ায়িক ছিলেন—তন্মধ্যে জজ-পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র তর্কভূষণের ভ্রাতুষ্পুত্র তারানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার বহু কৃতী ছাত্রের মধ্যে সুইলপুরের চন্দ্রকুমার তর্করত্নের (১২৪৫-১৩০৫ সন) নাম উল্লেখযোগ্য। বরদাখাত পরগণায় চাঁপিতলার ভট্টাচার্য্যবংশে রঘুদেব তর্কবাগীশ (২৭।১২।১১৮৯—৪।১০।১২৭৫ সন) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং পূর্ব্বকূলে ছাত্রসম্পদে তৎকালে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার বহু ছাত্রের মধ্যে বুড়ীচঙ্গের রাজকৃষ্ণ তর্কচূড়ামণি ও ঈশান তর্কালঙ্কার, বাঘাউরার দীনকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, চুণ্টার বিশ্বেশ্বর তর্কচূড়ামণি, বুড়ীশ্বরের আনন্দময় তর্কভূষণ (পরে শ্রীরাম শিরোমণির নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করেন, ১২৪৬ সনে স্বর্গত) ও ভোলানাথ তর্কবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য। রঘুদেবের ভ্রাতা বৈদ্যনাথ তর্কভূষণ (৩১।৩।১১৯৬—২৩।৬।১২৭১ সন) প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। কাশীর রামশঙ্কর ও আনন্দচন্দ্রের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে এই পরগনায় 'মহামহোপাধ্যায়' বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ (১২৫৬-১৩৩২ সন) বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন—তিনি বিক্রমপুরে সারদাচরণের ও নদীয়ায় প্রসন্ন তর্করত্নের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র দেবগ্রামনিবাসী অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী 'মহামহোপাধ্যায়' গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ (১২৭২—১।৪।১৩৪৫)—ইনি পরে মূলাজোড়ে শিবচন্দ্রের, কাশীতে কৈলাস শিরোমণি ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর এবং কলিকাতায় চন্দ্রকান্তের ছাত্ররূপে পঠদ্দশায়ই অনন্যসাধারণ

প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনাস্থল পুরীর রামকৃষ্ণ টোল (প্রধান প্রিয়তম ছাত্র মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্যতীর্থ), রাজসাহী ও পরিশেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। ইনি সোসাইটীমুদ্রিত 'ভাবানন্দী'র সম্পাদক ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথের প্রতিপক্ষভূত ডালপানিবাসী বিচারমল্ল নবীন তর্কতীর্থের নাম (১২৬০—১৩৩৫ সন) দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল—তাঁহারও বহু ছাত্র তর্কতীর্থ হইয়াছে। তিনি দেশে ও বিক্রমপুরে নানা অধ্যাপকের নিকট পড়িয়া, ভাটপাড়ায় শিবচন্দ্রের নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম 'তর্কতীর্থ' উপাধি অর্জ্জন করেন। সয়াইল পরগণায় নানা স্থানে বহু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী ও তন্মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। কমল সার্ব্বভৌমের ছাত্র স্থলতানপুরের গৌতমবংশীয় কালীশঙ্কর তর্কালঙ্কার (১২২০—দূর্ব্বাষ্টমী ১২৭৫ সন) প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন এবং বহু ছাত্র পড়াইয়াছেন। চুণ্টার সাবর্ণবংশে শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্রদ্বয় উগ্রকণ্ঠ তর্কপঞ্চানন ও নবদ্বীপের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ (যাঁহার নিকট বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক প্রসন্ন তর্করত্ন ও চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার পড়িয়াছেন) প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ছিলেন শ্রীকান্ত বিশারদ ও বাসুদেব তর্কবাচস্পতি। বুড়ীশ্বরের কাশ্যপ ভট্টাচার্য্যবংশে পূর্ব্বোক্ত আনন্দময়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাযশস্বী কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর (৪।১২।১২৪২—১৯।৬।১৩২৫) নদীয়ায় হরমোহনের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার বিখ্যাত চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্রের মধ্যে নব্যন্যায়ও অধীত হইয়াছে। পরিশেষে আমরা সাহাপুরের 'মহামহোপাধ্যায়' চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্নের (ভাদ্র ১২৪৬—কার্ত্তিক ১৩৩৯) নামোল্লেখ করিলাম—তিনি ৬০ বৎসর নানা শাস্ত্র পড়াইয়াছেন, নব্যন্যায়ও বাদ পড়ে নাই।

মৈমনসিংহ : এই সুবৃহৎ জিলার বহুসংখ্যক পরগণায় পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যাসমাজ বহু শতাব্দী ধরিয়া নানাবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পণ্ডিতস্থানের একটি অসম্পূর্ণ সূচি মাত্র দেখিলেই (গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থকৃত ময়মনসিংহবিবরণ, পৃ. ৯৫-৬) বুঝা যায়, এ বিষয়ে তিলমাত্রও গবেষণা হয় নাই। অথচ একজন পণ্ডিত (৺যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ) স্বার্থান্ধ হইয়া নানা প্রবন্ধে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণই 'এ জেলার নব্যন্যায় শাস্ত্রচর্চ্চার প্রবর্ত্তক'—অর্থাৎ ৫ পুরুষের পূর্ব্বে মৈমনসিংহের অগণিত পণ্ডিতদের মধ্যে কেহই, তাঁহার মতে, নব্যন্যায় পড়েন নাই !! জেলার যে-কোন পণ্ডিত-বংশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে এবং বাঙ্গলার সর্ব্বত্র নব্যন্যায়ের অদ্ভুত আকর্ষণের কথা স্মরণ করিলে ইহার অমূলকতা প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বমৈমনসিংহে যশোদলের ভট্টাচার্য্যবংশ অতি প্রসিদ্ধ —এই বংশের বিবরণ 'ঈশানমিশ্রবংশম্' নামক গ্রন্থে ১৯১৬ খ্রী. প্রকাশিত হয়। ভবনাথ সিদ্ধান্তবাগীশের কীর্ত্তিকথা তন্মধ্যে দ্রষ্টব্য (পৃ. ৩১-৪)—বিশেষতঃ তৎকর্তৃক ন্যায়শাস্ত্রের 'পত্রিকাকর্ত্তক' দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়কাহিনী। ভবনাথের প্রপৌত্র শিবদেব তর্কবাগীশ ও তৎপুত্র সদাশিব ন্যায়বাগীশ বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ গ্রন্থে যশোদলের বহু নৈয়ায়িকের নাম পাওয়া যায়। নব্যন্যায়ের অবসানযুগেও ১৮৯১ সনে দুইটি নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের টোল মৈমনসিংহে বিদ্যমান ছিল— বর্শীকুরার জয়নাথ ও আশুজিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র তর্করত্ন (কাশীপুরের জানকীজীবন ন্যায়রত্নের ছাত্র—মহেশ ন্যায়রত্ন প্রশস্তি করিয়াছেন, 'The Pandit is a good scholar.')। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে মসুয়ার মৈত্রেয়বংশীয় মনোহর তর্কভূষণ মৈমনসিংহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রসম্পৎ অতুলনীয় ছিল। আমরা অবগত হইয়াছি, তিনি মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র ছিলেন।

তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন কুলহরনিবাসী হরিপ্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ (প্রতিভা, শ্রাবণ ১৩২৭ দ্রষ্টব্য)। মৈমনসিংহের পূর্ব্বাংশে 'কাস্তলে'র কাশ্যপ (শিমলাই-গাঞি) একটি জনবহুল প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী এবং ১১৬১ শকে ('চন্দ্রর্ত্তু গৌরীশ্বরসংখ্যশাকে') এতদ্দেশে প্রথম আগমন করেন। ইহার বিভিন্ন শাখায় নানা স্থানে শতাধিক পণ্ডিত জন্মিয়াছেন—তন্মধ্যে নিতারকান্দিনিবাসী গদাধর তর্কবাগীশ দিগ্বিজয়ী মহানৈয়ায়িক ছিলেন এবং 'সোণার গদা' নামে পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রাচীনদের মুখে অদ্যাপি তাঁহার প্রসঙ্গ শুনা যায়। ১২২০ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে অষ্টগ্রামে গদাধর সিদ্ধান্ত 'রূপার গদা' নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ সময়ে অষ্টগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয়বংশে 'চন্দ্রদূত'রচয়িতা (গোপীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের পুত্র) কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার অতি বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি নবদ্বীপে এক ব্রহ্মদৈত্যের নিকট অলৌকিক ভাবে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন শ্রীহট্ট তরফের তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশিহারী গ্রামে দেবীপ্রসাদ সার্ব্বভৌম নামে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার এক ছাত্রের নাম আমরা অবগত হইয়াছি—মহেশ্বরদি, বালিয়াহানীনিবাসী নীলকণ্ঠ ন্যায়বাগীশ (জন্ম-শক ১৬৯৪) তার্কিকবহুল গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক।

যশোহর ও খুলনা—উভয় জিলাতেই বহু প্রাচীন ভট্টাচার্য্যবংশ বিদ্যমান ছিল। রঘুনাথ শিরোমণির মিথিলাবিজয়যাত্রার সহচর নলদ্বীপনিবাসী 'সিদ্ধান্ত,' চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে, যশোহর নলদী পরগণার 'দোহাকরা' ভট্টাচার্য্যবংশের আদিপুরুষ 'বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত'। মল্লিকপুর, ঘাঘোয়া প্রভৃতি গ্রামের এই কাঞ্জিকুলের প্রামাণিক বিবরণ কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তভট্টাচার্য্য কুবের রাজপণ্ডিতের (১২২৯ শকে ভাস্বতী টীকা রচনাকারী) অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং মুখবংশীয় বাহুড়কে কন্যাদান করেন। এই সকল তথ্যের বিশ্লেষণদ্বারা অস্মৎকৃত শিরোমণির কালনির্ণয় সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। মল্লিকপুরে এই বংশে বহু পণ্ডিত ছিলেন—বিষ্ণুদাসের পৌত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তশিরোমণির নাম ও উপাধি সিদ্ধান্ত ও শিরোমণির স্মৃতি বহন করিয়াই বোধ হয় কল্পিত হইয়াছিল। এই বংশের একটি দৌহিত্রধারায় নদীয়ার আশুতোষ তর্কভূষণের জন্ম। নড়াইলের জমিদার রতন রায় (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে স্বর্গত) যেমন জমিদারী শাসনে, তেমনই বিদ্যোৎসাহিতায় অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত প্রাণনাথ তর্কালঙ্কার ও নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন—১৭৬৭ শকে বিক্রমপুরে একটি প্রসিদ্ধ বিচার-সভায় উভয়ে (বাকলার শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের সহিত) মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃ. ৭৭)। নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পার্ব্বতীনাথের জ্যেষ্ঠ তিন ভাই নৈয়ায়িক ছিলেন—কালিদাস বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও হরনাথ তর্কালঙ্কার। কাশীনাথ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক। ইনি নড়াইলের……রামরতন রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইঁহার ন্যায় বাগ্মী 'কবি' ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত কি তদানীন্তন কালে কি অধুনাতন কালে অতি বিরল" (কল্যাণী, প্রথম বর্ষ, পৃ. ৩১৭)। ১৮৯১ সনে যশোহরে ছয়টি ন্যায়ের টোল ছিল—তন্মধ্যে মাজপাড়ার কৃষ্ণমোহন শিরোমণি (নদীয়ার মাধব সিদ্ধান্তের ছাত্র, ছাত্রসংখ্যা ৪) ও উজীরপুরের কৈলাস ন্যায়রত্ন (ভুবন বিদ্যারত্নের ছাত্র, ছাত্রসংখ্যা ৬, ২০।১২।১৩১৩ সনে ৬৭ বৎসর বয়সে স্বর্গত) উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের বাহিরে যাঁহারা নব্যন্যায়ের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া, বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন,

তন্মধ্যে যশোহর বারইখালিনিবাসী শুনকগোত্রীয় লক্ষ্মণচন্দ্র ন্যায়তর্কতীর্থের (আশ্বিন ১২৭৪-১০।১১।১৩০৮) নাম চিরস্মরণীয়। তিনি যথাক্রমে উক্ত কৈলাস ন্যায়রত্ন, নদীয়ার হরিনাথ ও দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, কোন্নগরের দীনবন্ধু ও কাশীতে কৈলাস শিরোমণি, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও বিশুদ্ধানন্দের ছাত্ররূপে পঠদ্দশায়ই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন—মুষ্টিমেয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তর্কতীর্থের তিনি অন্যতম। মাঘ ১৩০২ সনে তিনি কাশ্মীরের রাজপণ্ডিতপদে বৃত হইয়া জম্মু নগরে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার অকালমৃত্যু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রত্যুষে বাঙ্গালী জাতির উপর এবং বিশেষ করিয়া নব্যন্যায়ের চর্চ্চার উপর বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানের শোচনীয় হস্তক্ষেপ পুনঃ প্রমাণিত করিয়াছিল।

শান্তিপুর (ওয়ার্ড, ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০) নবদ্বীপের পরই একটি বিখ্যাত বিদ্যাসমাজ। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবদ্বীপের উৎপত্তিবিষয়ক ইংরাজী প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিত আছে—"The grandeur of the foundation of the Nuddeah University is generally acknowledged. It consists of three Colleges,—Nuddeah, Santipore and Gopulparrah. Each is endowed with lands for maintaining masters in every science." (p. 114)। নবদ্বীপের সমকালীন ও সমকক্ষ শান্তিপুর ও পালপাড়া (? ভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া বোধ হয় নহে) বিদ্যাপীঠরূপে এখন চিরবিলুপ্ত। কয়েকটি ছিন্ন পত্র মাত্র প্রাচীন গৌরব বহন করিতেছে। শান্তিপুরের সর্ব্বানন্দী, বল্লভী, নপাড়ী, চৈতল, শোভাকর, কাশ্যপ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বংশে বহু পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের সমষ্টিসংখ্যা কয়েক শত হইবে। তন্মধ্যে পাণ্ডিত্যে বোধ হয়, সর্ব্বানন্দীবংশই শীর্ষস্থানীয় ছিল। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণ ১০৯৯ ও ১১০৮ সনে ভূমি দান করেন (নদীয়ার ১৬৪৫৮-৬০ নং তায়দাদ—১২০২ সনে পুত্র হরিদেব-প্রমুখ ৩৩ জন দখলকার)। হরিদেব অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্র তর্কবাগীশের প্রপৌত্র শিবচরণ বিদ্যাবাচস্পতি সাতগেছের দুলালের সমকালীন একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। রামচন্দ্রের অপর এক প্রপৌত্র রাধাচরণ ন্যায়পঞ্চাননও প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন—শ্রীরাম শিরোমণির বিচারে তিনিও মধ্যস্থ ছিলেন (সম্বাদভাস্কর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪)। শোভাকরবংশে রামসুন্দর ন্যায়বাচস্পতি প্রতিবেশী রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য 'দ্বিতীয় গোস্বামিভট্টাচার্য্য' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অনুমান ১২৪০ সালে প্রাচীন বয়সে তিনি স্বর্গত হন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেও শন্তিপুরে শাস্ত্রচর্চ্চা অক্ষুণ্ণ ছিল। 'সত্যার্ণব' পত্রিকায় (চতুর্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৮৫৪ খ্রী., পৃ. ৬৭-৮) 'পণ্ডিতবর্গের নাম' বলিয়া নবদ্বীপাদি নানা স্থানের মোট ৯৩ জন শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের নাম-ধাম মুদ্রিত হইয়াছিল—নবদ্বীপের ২৪ জনের পরই 'শান্তিপুরের পণ্ডিতবর্গ' দশ জনের নাম আছে। এতদধিক সংখ্যা অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। পাদ্রীদের সংগৃহীত এই তালিকায় কিছু কিছু ভ্রম আছে (যথা, নৈহাটীর কমলাকান্ত ন্যায়রত্ন)—তথাপি ইহা মূল্যবান্। আমরা শান্তিপুরের তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি—ইহাঁদের পরিচয়াদি গবেষণীয়,—তারিণীচরণ তর্করত্ন, কালিদাস বিদ্যাবাগীশ, রামদাস তর্কালংকার, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, হরপ্রসাদ তর্কবাগীশ, রামনৃসিংহ শিরোমণি, কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত, বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন, ভুবনমোহন তর্কালংকার ও আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

সোণারগাঁ প্রভৃতি বিক্রমপুরের সন্নিকট বিভিন্ন পরগণায় অনেক পণ্ডিতসমাজ ছিল এবং তাহাদের দ্বারা বিক্রমপুরের সারস্বত সমৃদ্ধি অনেকাংশে পুষ্ট হইয়াছিল। সোণাগাঁর বহু ভট্টাচার্য্যবংশের মধ্যে দুইটি পাণ্ডিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল—সাতভাইয়াপাড়া (ভরদ্বাজ গোত্র, ডিংসাই) ও কৃষ্ণপুরা (বাৎস্য, শিমলাল)। প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মুরহর তর্কবাগীশ সাতভাইয়াপাড়ার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। কৃষ্ণপুরা আদ্যন্ত নৈয়ায়িকের গোষ্ঠী এবং পূর্ব্বাঞ্চলে সুবিখ্যাত। আদিপুরুষ কৃষ্ণদেব সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় পুত্র রামদেব পঞ্চানন, তজ্জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীবলোচন ন্যায়বাগীশ (জন্মশকাব্দা: ১৫৯৭।১।১৪) ও রাজীবের দ্বিতীয় পুত্র রমাকান্ত বিদ্যালঙ্কার (জন্মশকাব্দা: ১৬৩০।০।২৫) সকলেই ঐ যুগের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। রমাকান্তের এক পৌত্র হরনাথ বিদ্যাবাচস্পতি নদীয়ার শ্রীরাম শিরোমণির প্রথম সময়ের ছাত্র ছিলেন—ভাওয়াল পরগণার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দক্ষিণভাগের রক্ষাকর ন্যায়পঞ্চানন হরনাথের ছাত্র। রামদেবের এক প্রপৌত্র রক্ষাকর ন্যায়পঞ্চানন (রামদেব—মধুসূদন বাচস্পতি—হরিগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ—রক্ষাকর) ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামসুন্দর শিরোমণির নিকট বহু ন্যায়ের ছাত্র পড়িয়াছে। রামদেবের অপর এক প্রপৌত্র কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ (রামদেব—রুদ্ররাম তর্কবাগীশ—সীতারাম—কৃষ্ণকান্ত) ব্যুৎপন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। রক্ষাকর ও কৃষ্ণকান্তের চতুষ্পাঠীতে বিক্রমপুর ও বাক্‌লার ছাত্রও ছিল। ১২১৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণকান্ত স্বর্গত হইলে তাঁহার পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। রাজীবলোচনের এক প্রপৌত্র দৈবশক্তিসম্পন্ন ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন (রাজীব—রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন—রামসন্তোষ তর্কভূষণ—ভৈরব) মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ৫ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ১২২৫ সনে তৎকর্তৃক অপমানিত এক ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে মারা যান। তিনি নবদ্বীপে কিয়ৎকাল মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনে কাহারও নিকট ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত হন নাই এবং অনধীত ও সিদ্ধান্তরহিত যে-কোন কূট প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার ললাটে একটি বিলক্ষণ 'রাজদণ্ড' রেখা ছিল এবং শাস্ত্রীয় বিচারকালে তাহা ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া তাঁহার অপরাজেয় শক্তির লাঞ্ছনরূপে সকলকে অভিভূত করিত। সুসুঙ্গের রাজা রাজসিংহের এক উৎসব উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ অভয়ানন্দের সহিত এক বিস্ময়াবহ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—উভয়েই 'দেবাংশ' মহানৈয়ায়িক এবং তৎকালে বিক্রমপুরের পত্রিকাকার কালীশঙ্কর ঐ রাজসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। ভৈরবচন্দ্র ঐ বিচারে জয়ী হইয়া রাজপুরস্কৃত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্পকাল পরেই মারা যান। সোণারগাঁর তদানীন্তন এক 'কবি' কুশাই দাস গান বাঁধিয়াছিলেন :—

> সুসুঙ্গ রাজার বাড়ী বিচার করি দ্বারে বাঁধল হাতী।
> তার মধ্যে পড়ে কত গণ্ডার রক্ষা পেল জাতি।
> সে যে ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, সশরীরে স্বর্গে গেল করে রথে আরোহণ,
> কাঁদলে কি আর পাবে রে সে জন ॥

গ্রন্থলেখকের প্রপিতামহ রঘুদেব ও বৈদ্যনাথ ভ্রাতৃদ্বয় ভৈরবচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন।

সংলগ্ন **মহেশ্বরদি** পরগণায় 'চাক্‌দা'র ভট্টাচার্য্যবংশ (শাণ্ডিল্য, বটব্যাল) নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় চিরবিখ্যাত ছিল। গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের দুই পুত্র রামচন্দ্র তর্কভূষণ (নদীয়ার ছাত্র) ও গদাধর

তর্কপঞ্চানন (জন্মশকাব্দা: ১৬৯১।৭।১৮।৩৮, বিক্রমপুরের কালীশঙ্করের ছাত্র) প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামশঙ্কর তর্কবাগীশের দুই পুত্র কালীকিঙ্কর ন্যায়পঞ্চানন ও (বিক্রমপুরের কালীশঙ্করের শ্রেষ্ঠ ছাত্র) কমলাকান্ত তর্কশিরোমণি ('সোণার কমল') বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন—কমল শিরোমণির খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়াছিল। তাঁহার এক ছাত্র ছিলেন পারলিয়ার গঙ্গাদাস সার্ব্বভৌম। শিরোমণির পুত্র কালীকুমার তর্কচূড়ামণিও (নদীয়ার হরমোহনের ছাত্র) ন্যায়ের চর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরদাস সিদ্ধান্ত, কালীশঙ্কর তর্কালঙ্কার ও (রামচন্দ্র তর্কবাগীশের পৌত্র) নীলকণ্ঠ ন্যায়বাগীশ (জন্মশকাব্দা: ১৬৯৪।১০।২৯) প্রভৃতি এই বংশের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন।

বাঙ্গলার ন্যায়চতুষ্পাঠীর এই নিতান্ত অযোগ্য বিবরণ এখানেই সমাপ্ত করিয়া, আমরা এই অনাদৃত অথচ সমৃদ্ধ ক্ষেত্রে গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ওয়ার্ড দ্বারা উল্লিখিত গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর ও জয়নগর মজিলপুরের নৈয়ায়িকদের বিবরণ সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক। ভদ্রেশ্বরের শেষ খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন প্রেমচাঁদ শিরোমণি। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যবাটীর রামদাস শিরোমণি একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন—তাঁহার ছাত্র মেদিনীপুর, শ্রীকৃষ্ণপুরনিবাসী ব্রজমোহন তর্কসিদ্ধান্তের ন্যায়ের চতুষ্পাঠীতে ১৮৯১ সনে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬। মজিলপুরের বহুতর পণ্ডিতের নামমালা তত্তৎপরিবারের বংশাবলী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫৮, পৃ. ৫০২-০৪)—কিন্তু নামমালায় আমাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। প্রত্যেক সমাজে এক এক জন প্রধান পণ্ডিত থাকিতেন, যাঁহাকে 'একপত্রী' বলা হইত। এইরূপ একপত্রীদের সম্পূর্ণ বিবরণ (জন্ম-মৃত্যুর শকাঙ্ক, অধ্যাপক ও ছাত্রের নাম, শাস্ত্রব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠা) যথাসম্ভব গবেষণীয়। 'জয়নগর' নামের ব্যুৎপত্তি আমরা কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত 'দেশাবলীবিবৃতি' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—ওয়ার্ডের পরে ইহা রচিত হইয়াছিল :—(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথি, ৩৩১-২ পত্র)

নবদ্বীপদ্বিজা রাজন্ পণ্ডিতেষেব চোত্তমাঃ। নৃভির্জেতুমশক্যাশ্চ নানাদেশীয়পণ্ডিতৈঃ॥
কেন জয়নগরস্থেন পণ্ডিতেন মহাত্মনা। জিতা নবদ্বীপদ্বিজা ন্যায়শাস্ত্রবিচারতঃ॥
ততো জয়নগরনাম লব্ধং রাজ্ঞঃ সকাশতঃ॥

এই বিবরণের পরিশিষ্টস্বরূপ নদীয়ার মহিষপুর-নিবাসী ভট্টাচার্য্যবংশের (বাৎস্য, শিমলাল) শেষ মহাপণ্ডিত বুনো রামনাথের ছাত্র নানা গ্রন্থকার কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতির নাম লিখিত হইল (১২৭৭ সনের চৈত্র মাসে ৯৭ বৎসর বয়সে স্বর্গত—সম্বন্ধনির্ণয়ে ভুল তারিখ মুদ্রিত হইয়াছে)। রাজা রুদ্র রায় রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে ১।১২।১০৭৮ সনে ভূমি দান করেন (নদীয়ার ৬৯০৪ নং তায়দাদ)—তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণানন্দ (রমাবল্লভ—মধুসূদন বিদ্যালঙ্কার—রামরাম তর্কপঞ্চানন—রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত—কৃষ্ণানন্দ)। তৎকৃত 'নাট্যপরিশিষ্ট' অতি অদ্ভুত শ্লেষকাব্য—একাধারে নাটক ও ব্যাকরণ। তিনি জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকা কারিকাকারে পরিণত করিয়া অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন (১৯১২ সম্বতে মুদ্রিত, ১২৫ পৃ.)—ইহা বিদ্যাসাগরের তুষ্টির জন্য রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থশেষে আছে :—

স জীবতাৎ সংস্কৃতপাঠশালাধ্যক্ষো দ্বিজঃ শ্রীশ্বরচন্দ্রনামা।
যত্তুষ্টয়ে কশ্চন শব্দশক্তি-প্রকাশিকায়াঃ পরিশিষ্টমূচে॥

এক স্থলে (পৃ. ১১১-১২) আছে—"পিতামহচরণাস্তু, ইষ্টসাধনতামাত্রং লিঙর্থ ইতি মন্যতে।...ইতি

প্রাহুঃ।" বুঝা যায়, রামরাম তর্কপঞ্চাননের রচিত কোন শব্দখণ্ডের গ্রন্থ ছিল—তাহার সন্দর্ভ কারিকাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

উপসংহার—নব্যন্যায়ের ভবিষ্যৎ

নব্যন্যায়ের তত্ত্বসমূহ এবং পরিষ্কারপ্রণালী বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতমাত্রেরই এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল। জনৈক তর্কবাগীশ জন্মে জন্মে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কামনা করিতেন এবং বলিতেন, 'আমি মুক্তি প্রার্থনা করি না' (এডুকেশন গেজেট, ২৩ আষাঢ় ১২৮৪ সন)। ধীরে ধীরে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রধান বিষয়সমূহে নব্যন্যায়ের যুক্তি ও ভাষা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক চরম পরিণতি আনয়ন করিল। স্মৃতিশাস্ত্র, অলঙ্কার, ব্যাকরণ এবং বেদান্তাদি যাবতীয় দর্শনের অনেক প্রামাণিক এবং অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ নব্যন্যায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অধুনা অধীত হইতে পারে না—ইহা শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতমাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে যে, যত দিন নানাবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং দার্শনিক সূক্ষ্ম বিচার ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিবে, তত দিন নব্যন্যায়ের চর্চ্চা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী নৈয়ায়িকের আদর যতই হ্রাসপ্রাপ্ত হউক না কেন, বিশেষ জ্ঞানার্থীর জন্য তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নব্যন্যায়ের ভাষার বহিরাবরণ বেশ দুরূহ—গদাধরের কথায় "জনেষু জড়চেতসাং তরুণ এব কর্ণজ্বরঃ"। স্বয়ং গাগাভট্ট নব্যন্যায়ের বিচারকে 'খপুষ্পতুল্যা' বলিয়াছেন। বিগত ১৭৫ বৎসর মধ্যে কোন সাহেব নব্যন্যায়ের ভাষা চেষ্টা করিয়াও সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই এবং অনেকেই তাহার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছিলেন (১৮২২ খ্রী. সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪)—The Nyayu durshunu especially appears to have promoted a system of wrangling and contention about names and terms, very similar to what is related respecting the Stoics." ওয়ার্ডের কিন্তু ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল (ঐ, পৃ. ৪৬৯—"Indeed, in philosophy, the Hindoos have perhaps excelled both the ancients and the moderns.")। কাউয়েল সাহেব মহেশ ন্যায়রত্নের নিকট পড়িয়া নব্যন্যায়ে কিঞ্চিৎ কৃতপ্রবেশ হইয়াছিলেন—তাঁহার রিপোর্টে নব্যন্যায় সম্বন্ধে অতি কৌতুকজনক উক্তি পাওয়া যায় (*JASB*, Proc., June 1867)। তিনি প্রথম লিখিলেন, "They have undoubtedly elaborated a most refined system of logomachy, far surpassing in subtlety and ingenuity all the scholastic disputations of mediaeval Europe." (p. 88) নদীয়ার দিগন্তপ্রসারী প্রভাব অথচ গুরুশিষ্যের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা (Spartan simplicity) দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন—"The fact of having studied at Nabadwipa and gained an *upadhi* there, will ensure respect for a Pandit in every part of India, from Lahore to Travancore." (p. 90)। কিন্তু যশঃকামী ব্যতীত নবদ্বীপে প্রবীণ ও পক্বকেশ জ্ঞানার্থীর সমাগম দেখিয়া সাহেব অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের নিকট "the teacher expatiates on those refinements of infinitesimal logic which make a European's brain dizzy to think of, but whose

labyrinth a trained Nuddea student will thread with unfaltering precision." (ঐ)। সাহেব কিন্তু পরিশেষে প্রাণ ভরিয়া নব্যন্যায়ের দোষই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—ইহা নিষ্ফল বিদ্যার প্রতি দুরাগ্রহ ('however misdirected the zeal and useless the knowledge,' p. 90), ইহা বিতণ্ডা মাত্র ('its sole end is *vichara*' p. 94) এবং ভ্রান্তিমূলক (The very form of Hindu logic necessitates error") ইত্যাদি। জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধের এই মনোবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও শোচনীয়—শাস্ত্রীয় বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া ("I could not follow the intricacies of the argument" p. 95) তিনি অজ্ঞাতসারে এই বালকোচিত মন্তব্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। দুর্মেধা ছাত্র কঠিন পাঠ্য আয়ত্ত করিতে না পারিলে 'দূর ছাই' বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করে এবং যাহারা তাহা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহাদের প্রতি বৈরভাব পোষণ করে। সুবিখ্যাত Keith সাহেবও এই ভাবেই এক কথায় নব্যন্যায়ের নিষ্কর্ষ করিয়া ছাড়িয়াছেন—"a vast mass of perverted ingenuity worthy of the most flourishing days of mediaeval scholasticism" (*Indian Logic and Atomism* p. 35)।

ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, চতুষ্পাঠীর আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্থানীয় নব্যন্যায়ের প্রতি ঐ বালকসুলভ অনাদর ও বৈরভাব পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীরা স্বয়ংই সাহেবদের মানসপুত্র সাজিয়া ব্যাপকভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং সোল্লাসে তাহা ধ্বংস করিতেছেন—মস্তিষ্কের অপব্যবহার, শাস্ত্রের লূতাতন্তু ('a cobweb of learning'), পঙ্কিল পরাবিদ্যা ('muddy metaphysics') প্রভৃতি কঠোর অথচ রসাল উক্তি তাহারই অভিব্যক্তি।[৬] এই বিজাতীয় ধ্বংসলীলার তুলনা সংস্কৃতির ইতিহাসে দুর্লভ। তুরস্কসৈন্যের হস্তে নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে একজন সহৃদয় সেনাপতি না কি ধ্বংসস্তূপ হইতে বিপুল গ্রন্থরাশি উদ্ধার করিয়া, তাহাদের প্রতিপাদ্য জানিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে তখন একজন ভিক্ষুকেও জীবিত পাওয়া যায় নাই। নৈয়ায়িকশূন্য বঙ্গদেশেও এই শোচনীয় অবস্থা বহু পূর্ব্বেই সংঘটিত হইত, যদি দূরদর্শী রাজা রামমোহনের প্রস্তাব অনুসরণ করিয়া[৭] মহেশ ন্যায়রত্ন সংস্কৃত শিক্ষার সঞ্জীবনী ব্যবস্থা না করিতেন। দেখা যায়, ১৮৯১ সনে বহুতর অবাঙ্গালী ছাত্র নবদ্বীপে আসিয়া নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় রত

৬। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নব্যন্যায়ের প্রতি অত্যন্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। কাউয়েল সাহেব লিখিয়াছেন,—

The writer has heard Pundit Iswar Chunder Vidyasagar relate how he first conceived his disgust at the native Nyaya, when as a student he once spent a week of hard labour to master some abstruse opinion, which day after day was elucidated and at length made clear by the teacher. When the class met the next day, the first thing they heard was, "now this view is only the purvapaksha, we must now proceed to show that it is incorrect." (p. 94 f. n.)

১২৯৬ সনে প্রকাশিত 'ভারতীয় ন্যায়দর্শন' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছিল (পৃ. ৮৬), স্বয়ং জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ঐ দর্শন 'কিছুমাত্র জানিতেন না'! এ জাতীয় হঠতা অদ্যাপি বিরল নহে।

৭। রাজা রামমোহনের সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবের একাংশ উদ্ধৃত হইল :—

Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to those most eminent Professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertions. (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, পৃ. ৬৮-৯)। সমাজসংস্কারকের নিকট তদানীন্তন শাস্ত্রচর্চ্চার দোষ ও বিফলতা সমুচিতভাবে ধরা পড়িলেও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হয় নাই, এই প্রস্তাবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছিলেন (মহেশ ন্যায়রত্নের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী ও সূক্ষ্ম প্রতিভাবিকাশক শাস্ত্রচর্চ্চা অবলম্বন করিয়া ৪০০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সমগ্র ভারতবর্ষে গুরুগৌরবের উচ্চ শিখরে সমাসীন ছিল এবং বঙ্গের বাহিরে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা অল্পবিস্তর এখনও বিদ্যমান আছে, অদ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার প্রতি শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিজাতীয় অশ্রদ্ধা ও বৈরভাব পরিত্যাগ করে নাই, বরং অপেক্ষাকৃত স্থূল ও লঘু বিদ্যার অনুশীলন ও অনুমোদন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রতিভার হ্রাস জন্মাইয়া বাঙ্গালী জাতিকে ঐ উচ্চ শিখর হইতে টানিয়া নামাইতেই যেন তাঁহারা বদ্ধপরিকর। সৌভাগ্যের বিষয়, শাস্ত্রচর্চ্চায় নব্যন্যায়ের পরম উপযোগিতা কোন কোন চিন্তাশীল পাশ্চাত্য শিক্ষাব্রতী বাঙ্গালীও সম্যগ্‌ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক ডক্টর সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ভারত ইতিহাসের সমগ্র মুসলমান যুগটাই আর্য্যপ্রতিভার ব্যর্থ বন্ধ্যাবস্থা—ঐ সুদীর্ঘ যুগের এক মাত্র কীর্ত্তি বাঙ্গলার নব্যন্যায় :—

"For seven long centuries from the 12th to the 19th there is a period of decay and disaster. The Aryan mind achieved almost nothing new, if we except the Navya Nyaya of Bengal." (Indian History Congress, Calcutta, 1939, p. 121)

আজ বিংশ শতাব্দীর পরার্দ্ধে পদার্পণ করিয়া আমরা সুদূর সাগরপার হইতে নব্যন্যায়ের স্তুতিগান শ্রবণ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশা পোষণ করিতে পারি। বিশ্ববিখ্যাত Harvard Oriental Seriesএ সদ্যঃপ্রকাশিত (১৯৫১ খ্রী.) গ্রন্থ হইল Materials for the Study of Navya-Nyaya Logic. বর্ত্তমান গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় শেষ হইলে, ইহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সুদূর আমেরিকা হইতে গ্রন্থকার Ingalls সাহেব কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত কলেজে কিয়ৎকাল নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন—ইংরাজী-অজানা ন্যায়ের পণ্ডিতের নিকট, মহাযশস্বী অধ্যক্ষের নিকট নহে। তিনি প্রাচীনদের ন্যায় ন্যায়গুরুর মনোহর প্রশস্তি করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের মূলাংশ ব্যাপ্তিপঞ্চকমাথুরী ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ (পৃ. ৮৬-১৬১)—প্রথম পরিচ্ছেদে গঙ্গেশ, শিরোমণি ও মথুরানাথের বিবরণ (Biographical notes, পৃ. ৪-২৭) ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নব্যন্যায়ের কতিপয় সিদ্ধান্ত ও পরিভাষার আলোচনা আছে (পৃ. ২৮-৮৫)। ব্যাপ্তিপঞ্চক নব্যন্যায়ে আদ্য পরীক্ষার পাঠ্যাংশ —তদুপরি আমেরিকার এই ঐশ্বর্য্য বর্ষণের অন্তরালে দুইটি অভিনব ব্যাপার আমাদের নিকট ধরা পড়ে। প্রাচীন পদ্ধতির শাস্ত্রচর্চ্চার প্রতি চিরাচরিত উদ্ধত মক্ষিকাবৃত্তির পরিবর্ত্তে আজ শ্রদ্ধাবনত আকর্ষণ আসিয়াছে। সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, ভারতীয় গবেষকের নিকট নব্যন্যায়ের পক্ষসমর্থন অনাবশ্যক ('needs no apology to an Indianist')। দ্বিতীয়তঃ, সাহেব ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-প্রমুখ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতের বাঙ্গলা গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া গঙ্গেশাদির বিষয়ে উপকরণ শ্রদ্ধা-সহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন—সার্ব্বভৌমের কুলপরিচয়ের মূল্যও তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলা গ্রন্থ মাত্রই অদ্যাপি অনেক 'অভিজাত' বাঙ্গালী গবেষকের নিকট অস্পৃশ্য বটে। সাহেব গঙ্গেশাদির যে কালনির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত মিলে না। ইহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক—কেবল গঙ্গেশের কালনির্ণায়ক একটি পুথির কথা এখানে আলোচনা করিতে হইল। সাহেবের তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই (পৃ. ৪), যদিও আমরা ইচ্ছা করিয়াই ইহার প্রসঙ্গ যথাস্থানে বর্জ্জন করিয়াছিলাম।

এসিয়াটিক সোসাইটীতে বর্দ্ধমান-রচিত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের একটি তালপত্রের পুথি আছে (৭৯৪ সং)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কৃত ইহার বিবরণী (১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৬-৭) অত্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। পুথিটির দুই ভাগ পৃথক্ দুই জনের স্বাক্ষর—একটি ভাগের শেষে অস্পষ্ট অক্ষরে লিপিকাল আছে ১৩৪২ শকাব্দ (=১৪২০-২১ খ্রী.)। অপর ভাগটি প্রাচীনতর ; কারণ, পত্রাঙ্কে তিনের অঙ্ক দেখিতে অনেকটা বাঙ্গলা 'ঙ' অক্ষরের মত—Bendall সাহেবের সিদ্ধান্তানুসারে তাহা ১৩০০-১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং উভয় ভাগের লিপিকালের ব্যবধান প্রায় ১০০ বৎসর ধরিয়া বর্দ্ধমানকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে আনা অসম্ভব। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান যুক্তি তাঁহার অনুগত অনেকের গ্রন্থে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল (কুসুমাঞ্জলিসৌরভ, ভূমিকা ; *Hist. of Tirhut*, p. 179)। দুঃখের বিষয়, ইহা সর্ব্বাংশে প্রমাদপূর্ণ। আমরা পুথিটি পরীক্ষা করিয়াছি—ইহা বড় জোড় ৩০০।৪০০ বৎসর প্রচীন। তথাকথিত আধুনিক ভাগের লিপিকাল সম্পূর্ণ মুছিয়া গিয়াছে, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থলে চারিটা অক্ষর ছিল এবং তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ১৩৪২ বলিয়া পড়িতে পারা গিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত প্রাচীনতর ভাগে ৩০-৩৯ পত্রাঙ্কে তিন অঙ্কটি নিতান্তই আধুনিক আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা সাবধানে লক্ষ্য করিলে শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ংই Bendall সাহেবের বিস্ময়জনক সিদ্ধান্তকে একান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। আমরা বহু আধুনিক পুথিতে তিন অঙ্কের ঐ 'প্রাচীন' রূপ দেখিয়াছি। Ingalls সাহেব শিরোমণির কালনির্ণয় করিয়াছেন প্রায় ১৪৭৫-১৫৫০ খ্রী.—ইহা ডঃ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ হইতে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক গৃহীত। আমরা তাহা অতি তুচ্ছ নিষ্প্রমাণ নির্দ্দেশ বলিয়া লিখিয়াছি (পৃ. ৯৭)। সাহেবের মতে মথুরানাথ জগদীশেরও পরবর্ত্তী, প্রায় ১৬০০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের লোক (পৃ. ২০)—অর্থাৎ গদাধরের সমকালীন হইতেছেন। ইহাও প্রমাণ-বিরুদ্ধ কথা—মথুরানাথের ভাগ্যবিপর্য্যয় বিস্ময়জনক, শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্যপদ হইতে নামিয়া এখন একেবারে গদাধরের সমকালে আসিয়া পৌছিয়াছেন। মথুরানাথ জগদীশের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন (পৃ. ১৬৩)—ইহার সমর্থক প্রমাণ লিখিত হইল। যশোবিজয়ের 'ন্যায়খণ্ডখাদ্যে' এক স্থলে (৪২২।১ পত্রে) মথুরানাথের সন্দর্ভ নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে—"অতএব বিজাতীয়চক্ষুঃসংযোগস্য পরিমাণগতবৈজাত্যপ্রত্যক্ষে হেতুত্বং বাচ্যমিতি মথুরানাথঃ, তদপি ন…।" বুঝা যায়, যশোবিজয়ের কাশীতে পাঠকালে (১৬২৬-৩৮ খ্রী.) মথুরানাথের কোন কোন গ্রন্থ নবদ্বীপ হইতে কাশী পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। যশোবিজয় কোন গ্রন্থেই জগদীশের নাম করেন নাই। অধ্যাপকপরম্পরায়ও জগদীশ অপেক্ষা মথুরানাথের পূর্ব্বকালীনত্ব প্রচারিত ছিল—'ন্যায়সূত্রবিবরণে'র বিজ্ঞাপন, পৃ. ৪-৫ দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ চারি জন নৈয়ায়িকের প্রশস্তিকারিকাটিতে (পৃ. ১৫৩) একটি উৎকৃষ্ট কালানুযায়ী ক্রমও লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার্য্য (গুণানন্দ-ভবানন্দ-মথুরানাথ-জগদীশ)। আমরা নবদ্বীপে মাধব সিদ্ধান্তের গৃহে এক খণ্ড সুপ্রাচীন মূলমাথুরী দেখিয়াছিলাম (পত্রসংখ্যা ২০৩)—লিপিকাল যথা,

ভবিয়ণ্ডবীষুবীভির্জ্জাতে শাকে সমালেখি।
পুস্তকমনর্ঘসার্থং লিপিকরসার্থৈঃ পরস্বার্থাভ্যাং ॥

ইহা 'রন্ধ্রশব্দশ্চ শূন্যবাচকঃ' প্রমাণানুসারে ১৫০৩ শকাব্দ (=১৫৮১-২ খ্রী.) হইলে দৃশ্যমান প্রাচীনতা সিদ্ধ হয়—কিন্তু রন্ধ্র শব্দ ৯ অঙ্কেরও বাচক বলিয়া লিপিকাল সন্দেহাকুল থাকিতেছে। সাহেবের কোন

কোন সিদ্ধান্ত আমাদের মতের সহিত মিলে—খণ্ডনটীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি নহেন (পৃ. ১৯), মথুরানাথের পিতা রামভদ্রের ছাত্র (পৃ. ২১) ইত্যাদি।

গ্রন্থকৃদ্বংশবর্ণনম্

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং গ্রামঃ 'কাকড়িয়া'হ্বয়ঃ। 'পাকড়াশী'-সংজ্ঞ-রাঢ়ীয়শ্রোত্রিয়াণাং সমাজভূঃ॥
তদ্বংশ্যঃ কাশ্যপে গোত্রে নন্দনন্দননামকঃ। ন্যায়পঞ্চাননো রাঢ়াং ত্যক্ত্বা রাজভয়াত্ততঃ॥
গতো বঙ্গেষু 'বরদাখাত'-দেশে গণৈঃ সহ। 'বিশাড়া'খ্যে গ্রামবর্য্যে প্রতাপরায়পূজিতঃ॥
তস্যাসীৎ ভ্রাতৃপর্য্যায়ো মেহারসিদ্ধপীঠকৃৎ। সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ-সর্ব্বানন্দনাথঃ শিবঃ স্বয়ম্॥
নন্দনন্দনপুত্রোঽভূদ্‌যদুনন্দননামভাক্। সার্ব্বভৌমোঽথ তৎপুত্রঃ কৃষ্ণানন্দঃ শিরোমণিঃ॥
বাচস্পতিরভূত্তস্য নরসিংহঃ সুতঃ কৃতী। নদীমগ্না বিশাড়েতি গতোসৌ প্রথমং কিল॥
ব্রাহ্মণাদ্যে চম্পিতলা-গ্রামে রাজাগ্রকে ততঃ। আনীতোঽঙ্গদরায়েণ রাজতুল্যেন পূজয়া॥
তর্কবাগীশবিখ্যাতো হরিনারায়ণঃ সুতঃ। দুর্লভাজানির্জাতোঽস্য রসস্বরতিথৌ শকে॥
তস্য পুত্রো রমাকান্তো ন্যায়বাগীশবিশ্রুতঃ। ভবানীজানেরস্যাথ দ্বিতীয়ঃ শাব্দিকঃ সুতঃ॥
গোপীকান্তশ্চক্রবর্ত্তী জাতস্ত্র্যগ্নিকলাশকে। প্রাসূত তনয়ান্ পঞ্চ যজ্জায়া ভুবনেশ্বরী॥
রামদাসোগ্রিমো জাতো মাঘেঽঙ্গাজনৃপে শকে। স্বর্যাতশ্চ বসুত্র্যর্ষিহিমাংশুগণিতে শকে॥
পত্ন্যাং চন্দ্রকলাখ্যায়াং দ্বিতীয়োঽস্য সুতোঽজনি। নৈয়ায়িকো বৈদ্যনাথস্তর্কভূষণবিশ্রুতঃ॥
রুদ্রাধিকে মুনীন্দ্বব্দেঽষ্টাধিকে চ সংস্থিতঃ। চণ্ড্যাং তস্য সুতো জজ্ঞে গ্রহবেদর্ষিভূশকে॥
রামকুমারনামাথ তার্কিকো ন্যায়ভূষণঃ। বহ্নিগ্রহর্ষিভূশাকেঽল্পায়ুঃ স হা! দিবং যযৌ॥
চতুষ্পাঠীমকৃত্বাসৌ দূরদৃষ্টিরভূৎ কৃতী। বঙ্গবিদ্যালয়েঽধ্যক্ষো নাটোরে রাজপূজিতঃ॥

প্রাসূতাস্য কাকবন্ধ্যা রত্নমালা সুগেহিনী।
শরাত্রিমুনিভূশাকে মাকরীসপ্তমীতিথৌ॥
কৈলাসচন্দ্রনামানং ভট্টাচার্য্যং সুতং বরম্॥
স্বর্যাতো যঃ সুদীর্ঘায়ুঃ খাঙ্গবিদ্যামিতে শকে॥

অসৌ শিক্ষাব্রতী কীর্ত্তিং লেভেঽধ্যক্ষপদে স্থিতঃ। রাজতন্ত্রনিয়োগেন নানা বিদ্যালয়োত্তমে॥
নোয়াখাল্যাং কুমিল্লায়াং চুঁচুড়ায়াং তথোৎকলে। চট্টগ্রামে চ সর্ব্বান্তে মহাবিদ্যালয়ে চিরম॥
তস্য দ্বিতীয়পুত্রোঽহং জাতোঽক্ষীন্দুধ্রুতৌ শকে। মার্গশীর্ষে প্রতিপদি কৃষ্ণায়াং গুরুবাসরে॥

নত্বানন্দময়ীং প্রসূং চ জনকং কৈলাসচন্দ্রং মুহুঃ
সদ্বিদ্যালয়দেবভাষিতগুরূন্ শাস্ত্রপ্রবীণানপি।
নানাগ্রন্থবিলেখনাদ্বহু সমুদ্গীর্ণং ময়া কীটবৎ
সূত্রং স্যাৎ কৃতিভিঃ প্রপূরিতমিহ শ্রীরামপুষ্পাঞ্জলিঃ॥
শাকে বহ্নিমুনীভচন্দ্রগণিতে মাসে মধৌ পূর্ণতাং
প্রাপ্তা গৌড়নবীনতার্কিকনয়প্রোত্তৎপথাদর্শিনাম্।
উদ্‌গীতাখিলবিজ্ঞভারতজনৈঃ সংকীর্ত্তিগাথাবলী
বহ্বায়াসসমাহৃতা সহৃদয়স্বান্তে সুখং তিষ্ঠতু॥

॥श्रीः॥

॥जगति जयं नीपतिर्जयति॥

श्रीमत्पण्डितवरमण्डलमुख्येषु

श्रीमत्पण्डितप्रवरबुधवर्याः

अनवद्यविद्योद्योतोद्योतितधा
त्रा पृथिवीमंडलेषु आचारणत
कलंकारेषु गलेशशर्मणः प
णतयः कृपास्नेहपूर्वाधिको
त्थापनीया इति विज्ञप्तिः श्रीः

॥स्वस्ति श्रीमदुमारमणचरणपरिचरणपरायणान्तःकर
॥णसादितसकलपुमर्थसार्थसार्थकीकृतनिजवंशावता
॥रेषु करकलितकर्कशतरतर्ककरवालजन्ययशःपूरक
॥र्पूरपूरपरिपूरितहरिदन्तरालेषु मन्मनोविश्रामधाम
॥दाशतमश्रीशंकरतर्कवागीशेषु इतो गोदावरीपरिसरालं
॥कारपुण्यपत्तनस्थितिख्यातगणेशशर्मनिर्मिताः प्रणतय
॥स्सन्तु अत्र संतु शमिह श्रेमतं तदनुदिनमस्माकमीहे उदंत
॥स्तु माघकृष्णाष्टम्यां बुधे तारकोदयवेलायां कुगलीग्रामेषु
॥र्वेनागतोस्मि· किंचैतानपहाडीप्रदेशे जगच्छत्रसेवकजगु
॥पंडितो गतस्सन्तु पंचवा षष्ठदिनमध्ये पराहत्य आयास्यति
॥ततस्समवायिकारणलाभानन्तरं मया सर्वथैवागम्यते·
॥स्संप्रेमनयोरेव ययोर्योगवियोगतः । वत्सरा वासरीयंति
॥वत्सरीयंति वासराः १ मानसोपवने योऽयं कृपाकल्पलतां
॥कुरः । सस्नेहमनसा रिणापाशान्तश्शाखो विधीयतामित्यलं
॥गौतमगवीषणनमगहनविचारसंचारचतुरेषु श्रीरस्तु

শঙ্কর তর্কবাগীশের বিদেশী ছাত্রের পত্র

(পৃ. ২১১-১২ দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সূচি